ভারত-রত্ন।

অর্থাৎ

সটীক, সচিত্র, সুসংস্কৃত, সম্পূর্ণ

অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত

মূল সংস্কৃত হইতে

সুধীবর কাশীরাম দাস মহোদয় কর্ত্তৃক

সরস বিশুদ্ধ পদ্যে অনুবাদিত।

সভাপর্ব্ব।

নূতন সংস্করণ।

THE BAGBAZAR READING LIBRARY 1883 * CALCUTTA *

সনাতন হিন্দুধর্ম্মোৎসাহী

মহাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল দে মহাশয়ের

উৎসাহে, উদ্যোগে ও অর্থ সাহায্যে

দে এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হিন্দুপ্রেস।

৬১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।

[illegible] ১৫২৫
[illegible] ৬/১৮/২০০৬
[illegible]

সভাপর্ব্বের সূচী[illegible]ত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ভা[illegible]ত শ্রবণের ফলশ্রুতি	৩
[illegible]য়দানব কর্ত্তৃক সভা নির্ম্মাণ	ঐ
যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন ও জিজ্ঞাসাচ্ছলে বিবিধ উপদেশ প্রদান	৬
নারদ কর্ত্তৃক লোকপালগণের সভা বর্ণন	৭
যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ চিন্তা ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ	৯
গোবিন্দ-যুধিষ্ঠির সংবাদ	১০
জরাসন্ধের জন্ম বৃত্তান্ত	১২
ভীমার্জ্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের গিরিব্রজে প্রবেশ	১৪
জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ	১৬
জরাসন্ধ বধ ও রাজাগণের কারামোচন	১৭
অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় যাত্রা	১৯
ভীমের দিগ্বিজয়	২১
সহদেবের দিগ্বিজয়	২২
নকুলের দিগ্বিজয়	২৪
যুধিষ্ঠিরের রাজ্য বর্ণন	২৫
ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের আগমন	ঐ
রাজসূয় যজ্ঞপ্রসঙ্গ	২৬
রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ	২৭
দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিতে অর্জ্জুনের যাত্রা	৩০
পাতালে পার্থের যাত্রা	৩২
দ্রুপদ রাজার আগমন	৩৪
দক্ষিণ ও পূর্ব্বদ্বারে বিভীষণের অপমান	৩৭
শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক প্রাণদান	৪১
বিভীষণের অপমান	৪২
[illegible]	৪৫
সভায় রাজগণের প্রবেশ	৪৭
শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা	ঐ
শিশুপালের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ও ভীষ্মের বাক্য	৪৯
ভীষ্ম কর্ত্তৃক শিশুপালের জন্ম কথন ও শিশুপালের ক্রোধ	৫১
শিশুপাল-বধ ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন	৫৩
যজ্ঞান্তে দুর্য্যোধনের গৃহে গমন	৫৫
পাশা খেলিবার মন্ত্রণা	৫৮
যুধিষ্ঠিরের সহিত শকুনির দ্যূত ক্রীড়া ও শকুনির জয়	৬১
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি	৬২
ভ্রাতৃবর্গকে ও দ্রৌপদীকে পণ করণ ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয়	৬৩
পঞ্চ পাণ্ডবকে সভাতলস্থ করণ	৬৫
দ্রৌপদীকে আনিতে প্রাতিকামীর গমন	৬৬
দ্রৌপদীর প্রশ্ন	৬৭
দুঃশাসনের দ্রৌপদী সমীপে গমন ও তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভায় আনয়ন	৬৮
সভাজন-প্রতি বিকর্ণের উত্তর	৬৯
দ্রৌপদী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ	৭১
দুঃশাসনের রক্তপানে ভীমের প্রতিজ্ঞা	৭২
বিদুর কর্ত্তৃক বিরোচন ও সুধন্বা ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ	৭৩
দাসদাসী প্রস্তাবে ভীমের উত্তর	৭৪
দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা	৭৫
দ্রৌপদীর বরলাভ	৭৬
কর্ণবাক্যে ভীমের ক্রোধ	৭৭
পাণ্ডবগণের নিজ রাজ্যে গমন	৭৮
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে দুর্য্যোধনের বিষাদ	৭৯
পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয়	৮০
কৌরব বধে পাণ্ডবাদির প্রতিজ্ঞা	ঐ
পাণ্ডবদিগের বনে গমনোদ্যোগ	৮১
দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিষাদ	৮২
যুধিষ্ঠিরাদির বন প্রস্থান ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন	৮৩
কুরুসভায় নারদ ঋষির আগমন	৮৫

সভাপর্ব্বের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শিশুপাল বধ।

" ওহে ভীষ্ম ! এ তোমার কিমত বিচার ?
সভাতে আছেন রাজা রাজার কুমার।
পৃথিবীর যত রাজা দ্বারেতে তোমার ॥
এ সব থাকিতে পূজ্য বৃষ্ণি কুলোদ্ভব ?

* * * * *

শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দিলেন শ্রীধর ॥ "

ভারত-রত

সভাপর্ব

THE BAGBAZAR READING LIB. 1883. * CALCUTTA *

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ

ভারত শ্রবণের ফলশ্রুতি।

অতিশয় আনন্দেতে মথি বেদার্ণব।
জগতজনের হিত করিতে সম্ভব ॥
ত্রৈলোক্যে নাহিক দিতে যাহার মহিমা
ব্যাসদেব রচিলেন ভারত চন্দ্রিমা ॥
সংসারে যা আছে তাহা আছয়ে ইহাতে।
ইথে যাহা নাহি তাহা না দেখি জগতে।
যে জন সাত্ত্বিক দান করে বহুশ্রমে।
বেদ বিদ্যা বিতরণ করে পুণ্যক্রমে ॥
তাহার অধিক ফল ভারত শ্রবণে।
মহাভারতের তুল্য নাহি ত্রিভুবনে ॥

ময়দানব কর্তৃক সভা নির্ম্মাণ।

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
কৃষ্ণসহ পিতামহ দানব-প্রধান ॥
খাণ্ডব দহিয়া গিয়া পাণ্ডব প্রস্থেরে।
কি কি কর্ম্ম করিলেন তা কহ আমারে ॥
শুনিতে আমার চিত্তে পরম আনন্দ।
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মনধন্দ ॥
বৈশম্পায়ন বলেন শুন নৃপবর।
অগ্নি সত্যে পার হ'ল পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
ধর্ম্মরাজে কহিলেন সর্ব্ব বিবরণ।
পরম আনন্দে রাজা কৈল আলিঙ্গন ॥
লক্ষ লক্ষ ধেনু স্বর্ণ দ্বিজে দিল দান।
ময়দানবের বহু করিলেন মান ॥
পাণ্ডবের মহাকীর্ত্তি ব্যাপিল সংসার।
রিপুগণে শুনি লাগে অতি চমৎকার ॥
হেনমতে নানা সুখে থাকেন পাণ্ডব।
অনুদিন যজ্ঞ দান করে মহোৎসব ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
ভারতের সভাপর্ব্ব বিচিত্র কথন ॥
শ্রীকৃষ্ণ পার্থের অগ্রে করি যোড় কর।
বিনয় করিয়া বলে দানব ঈশ্বর ॥
সুদর্শন চক্রে ভয় করে তিন লোকে।
হেন চক্র হতে উদ্ধারিলে হে আমাকে।
প্রচণ্ড অনল মুখে কৈলে পরিত্রাণ।
আজি হতে তোমারে বিক্রীত মম প্রাণ।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর মহাশয়।
তব প্রীতিহেতু আমি ব্যাকুল হৃদয় ॥
অর্জ্জুন বলেন যাহ দানব ঈশ্বর।
রাখিও আমাতে প্রীতি তুমি নিরন্তর
ময় বলে যাবৎ না করি তব কর্ম্ম।
তাবৎ রহিবে মম মানসে অধ…
দানব-কুলের শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা…
করিব অবশ্য যাহা আজ্ঞা…
পার্থ বলে কিছু আমি…
যা পারহ কর প্রীতি…

করযোড়ে বলে ময় কৃষ্ণের গোচর ।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব দামোদর ॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন ।
দিব্য সভা দেহ এক করিয়া রচন ॥
হেন সভা কর যাহা কেহ নাহি দেখে ।
অদ্ভুত হইবে সুরাসুর তিন লোকে ॥
কৃষ্ণের আদেশে ময় আনন্দিত হ'ল ।
নির্ম্মিতে সুন্দর সভা শীঘ্রগতি গেল ॥
কনক রচিত চিত্র বিচিত্র নির্ম্মাণ ।
নানাগুণযুত যেন দেবতার স্থান ॥
চৌদিকে সহস্র দশ ক্রোশ পরিসর ।
সুরাসুর-নাগ-নর সব-অগোচর ॥
রচিয়া বিচিত্র সভা দানব প্রধান । (১)
সবিনয়ে জানাইল কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ পার্থ প্রশংসে দানবে ।
দেখিতে গেলেন সভা মহামহোৎসবে ॥
দ্বিজগণে পায়সান্ন করান ভোজন ।
নানা রত্ন দান দেন রজত কাঞ্চন ॥
শুভক্ষণে করিলেন প্রবেশ সভায় ।
পাণ্ডব সপরিবারে রহেন তথায় ॥
চিরদিন রহি কৃষ্ণ পাণ্ডবের প্রীতে ।
পিতৃ দরশনে যাব করিলেন চিতে ॥
পিতৃস্বসা কুন্তীর বন্দিয়া দুই পাদ ।
আলিঙ্গিয়া ভোজসুতা করেন প্রসাদ ॥
সুভদ্রা ভগিনী স্থানে করিয়া গমন ।
গদগদ মৃদু বাক্য সজল নয়ন ॥
কহেন রুক্মিণীকান্ত ভদ্রা প্রবোধিয়া ।
স্নেহেতে চক্ষুর জল পড়িছে বহিয়া ॥
সেবিবে শাশুড়ী কুন্তীদেবীর চরণে ।
সমভাবে সর্ব্বদা বঞ্চিবে কৃষ্ণাসনে ॥
তত্ত্ব কথা কহিয়া চলেন গদাধর ।
প্রণমিয়া ভদ্রা দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
ভদ্রা প্রবোধিয়া কৃষ্ণ গিয়া কৃষ্ণা পাশে
বিনয়ে কহেন তাঁকে মৃদু মন্দ ভাষে ॥
প্রাণের অধিক মম সুভদ্রা ভগিনী ।
সদাকাল স্নেহ তারে করিবে আপনি ॥

দ্রৌপদীরে সম্ভাষিয়া গিয়া নারায়ণ ।
ধৌম্য পুরোহিত সহ করি সম্ভাষণ ॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন করি নমস্কার ।
আজ্ঞা কর গৃহে আমি যাব আপনার ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণ বদন ।
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করি সজল লোচন ॥
ভীমার্জ্জুন সহিত হইল কোলাকুলি ।
কৃষ্ণে প্রণমিল মাদ্রীপুত্র মহাবলী ॥
শুভ তিথি নক্ষত্র গণক জানাইল ।
বেদ বিধি ব্রাহ্মণ মঙ্গল উচ্চারিল ॥
দারুক গরুড়ধ্বজ করিয়া সাজন ।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল ততক্ষণ ॥
যাত্রা শুভ যাঁর নাম করিলে স্মরণ ।
তিনি যাত্রা করিলেন করি শুভক্ষণ ॥
স্নেহেতে কৃষ্ণের সহ ধর্ম্মের নন্দন । (২)
খগপতিধ্বজে আরোহেন ছয় জন ॥
রথ চালাইয়া দিল দারুক সারথি ।
যোজনান্তে গিয়া ধর্ম্মে কহিল শ্রীপতি ॥
নিবর্ত্তহ মহারাজ যাহ নিজালয় ।
আমাতে রাখিহ সদা সদয় হৃদয় ॥
আলিঙ্গন করি পার্থ সজলনয়ন ।
বহু কষ্টে নিবৃত্ত হইল পঞ্চ জন ॥
আত্মা মন পাণ্ডবের কৃষ্ণ সহ গেল ।
কেবল শরীর লয়ে পাণ্ডব রহিল ॥
বিরস বদনে ফিরিলেন পঞ্চ জন ।
গেলেন দ্বারকাপুরে দ্বারকারমণ ॥
তবে ময় বলে ধনঞ্জয় বিদ্যমান ।
মম মনোমত সভা নহিল নির্ম্মাণ ॥ (৩)
আজ্ঞা কর যাব আমি মৈনাক পর্ব্বতে ।
কৈলাস উত্তরে হিমালয় সন্নিহিতে ॥
বৃষপর্ব্বা নামে ছিল দানবের পতি ।
চৌদিক শাসিয়া তথা করিল বসতি ॥
করিলাম তার সভা পূর্ব্বেতে নির্ম্মাণ ।
নানা রত্ন মণিময় আছে সেই স্থান ॥
এ তিন লোকেতে যত দিব্য রত্ন ছিল ।
নানা রত্নে নানা শাস্ত্রে গৃহ পূর্ণ কৈল ॥

কৌমোদকী গদা তুল্য আছে গদাবর।
সে গদার যোগ্য হয় বীর বৃকোদর ॥
তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব ধনু সাজে।
হেন গদাবর আছে বিন্দুসরো-মাঝে ॥
বরুণে জিনিয়া বৃষপর্ব্বা দৈত্যেশ্বর।
দেবদত্ত শঙ্খ সে পাইল মনোহর ॥
যার শব্দ শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ।
সে শঙ্খ তোমারে হয় বিশেষ শোভন ॥
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া আনিব সত্বরে ॥
অর্জ্জুন বলেন যদি করিয়াছ মনে।
যাহা চিত্তে লয় তাহা করহ আপনে ॥
ইহা শুনি চলিল দানবরাজ ময়।
কৈলাসের উত্তরেতে হেমন্তনয় ॥
ভাগীরথী-হেতু যথা রাজা ভগীরথ।
বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিল ব্রত ॥
নর নারায়ণ শিব যম পুরন্দর।
যথা করিলেন যজ্ঞ অনেক বৎসর ॥
যথা স্রষ্টা করিলেন সৃষ্টির কল্পনা।
বহু গুণবন্ত সেই না হয় বর্ণনা ॥
ময় গিয়া সব দ্রব্য বাহির করিল।
রাক্ষস কিন্নরগণ শিরে করি নিল ॥
দেবদত্ত শঙ্খ নিল গদা অনুপম।
যত রত্ন নিল তার কত লব নাম ॥
ভীমে গদা দিল শঙ্খ দিল অর্জ্জুনেরে।
দেখি আনন্দিত হৈল দুই সহোদরে ॥
কনক বৈদুর্য্যমণি মুকুতা প্রবাল।
মরকত স্ফটিক-রজত চিত্র ঢাল ॥
স্ফটিকের স্তম্ভ সব চিত্র মণি হীরা।
সর্ব্ব গৃহে লম্বে মণি মুকুতার ঝারা ॥
বসিবার স্থানে সব কৈল রত্নছেদি।
বিচিত্র রচন কৈল নানা মত বেদী ॥
নানা জাতি বৃক্ষে সব ফল ফুল শোভে।
ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরন্দ লোভে ॥
ভানু বৃহদ্ভানু যেন পূর্ণচন্দ্র প্রভা।
সুরাসুরে অপর্ব্ব কবিল ময় সভা ॥
উচ্চ নীচ বুঝিয়া ভ্রময় বিজ্ঞ লোকে।
বিশেষে বিপক্ষগণ চক্ষে নাহি দেখে ॥
এক মাসে সভা ময় করিয়া রচন। (৪)
কুন্তীপুত্র প্রতি করিলেক নিবেদন ॥
সভা দেখি আনন্দিত হইয়া রাজন।
আনিলেন দেখাইতে পরিবারগণ ॥
দশ লক্ষ ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন।
আনন্দসাগরে মগ্ন ভাই পঞ্চজন ॥
ঘৃত দুগ্ধ অন্ন জল যত সব ভক্ষ্য।
হরিণ বরাহ মেষ কোটি লক্ষ লক্ষ ॥
যে জন যে ভক্ষ্যে তৃপ্ত তাহা সে পাইল
ভোজনান্তে দ্বিজগণ স্বস্তি উচ্চারিল ॥
দ্বিজগণ স্বস্তি শব্দে পরম উল্লাসে।
নানা রত্ন দান পেয়ে চলিল সন্তোষে ॥
কত মুনিগণ তবে ধর্ম্মপুত্র প্রীতে।
আশ্রম করিয়া রহিলেন সে সভাতে ॥
অসিত দেবল সত্য সর্পমালী ঋষি।
মহাশিরা অর্ব্বাবসু সুমিত্র তপস্বী ॥
মৈত্রেয় শুনক বলি সুমন্ত জৈমিনি।
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পৈল চারি শিষ্য গণি ॥
জাতুকর্ণ শিখাবান পৈঙ্গ অপ্সু হৌম্য।
কৌশিক মাণ্ডব্য মার্কণ্ডেয় বক ধৌম্য ॥
জঙ্ঘাবন্ধু রৈভ্য কোপবেগ পরাশর।
পারিজাত সত্যপাল শাণ্ডিল্য প্রবর ॥
গালব কৌণ্ডিন্য সনাতন চক্রমালী।
বরাহ সাবর্ণ ভৃগু কালাপ ত্রৈবলি ॥
ইত্যাদি অনেক ঋষি না যায় গণন।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় প্রতি তপোধন ॥
যুধিষ্ঠির সভাতে থাকেন অহর্নিশি।
পুরাণ প্রস্তাব ধর্ম্ম নানা কথা ভাষি ॥
পৃথিবীতে বৈসে যত মুখ্য ক্ষত্রগণ।
যুধিষ্ঠির সভায় থাকেন অনুক্ষণ ॥
মুঞ্জকেতু বিবর্দ্ধন কুন্তী উগ্রসেন।
সুধর্ম্মা সুকর্ম্মা কৃতবর্ম্মা জয়সেন ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ অধিপতি।
সুমিত্র সুমনা ভোজ সুশর্ম্মা প্রভৃতি

বসুদান চেকিতান মালবাধিকারী।
কেতুমান জয়ন্ত সুষেণ দণ্ডধারী॥
মৎস্যরাজ ভীষ্মক কৈকেয় শিশুপাল।
সুমিত্র যবনপতি শল্য মহাশাল॥
বৃষ্ণি ভোজ যদুবংশী যতেক কুমার।
ইত্যাদি অনেক রাজা গুণিতে অপার॥
অর্জ্জুনের স্থানে অস্ত্র শিক্ষার কারণ।
জিতেন্দ্রিয় বৃত্তি হ'য়ে থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু অধিপতি।
অপ্সর কিন্নর নিজ অমাত্য সংহতি॥
নৃত্য গীত বাদ্যরসে পাণ্ডবেরে সেবে।
বিরিঞ্চিকে সেবে যেন ইন্দ্র আদি দেবে॥
না হইল না হইবে আর সভান্তর।
হেনমতে রঞ্জে সুখে পঞ্চ সহোদর॥

যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন ও জিজ্ঞাসাচ্ছলে বিবিধ উপদেশ প্রদান।

মুনি বলে মহাশয়, শুন শ্রীজনমেজয়,
হেনমতে নিবসে পাণ্ডব।
এক দিন আচম্বিত, শ্রীনারদ উপনীত,
সর্ব্বত্র গমন মনোজব॥
ধ্যান জ্ঞান যোগযুজ্য, অমর অসুর পূজ্য,
চতুর্ব্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, বিজ্ঞ যত ব্রহ্মকর্ম্ম,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমেণ অনায়াসে॥
পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি,
কলহ গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গল জটা,ললাটে পিঙ্গল ফোঁট
শ্রবণে কুণ্ডল স্মীতে সিত॥
মুখে হরিনাম স্রবে, ভুজস্থ বীণার রবে,
গতি মন্দ জিনিয়া মাতঙ্গ।
বারিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে,
পুলকে কদম্বপুষ্প অঙ্গ॥
শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
প্রজ্বল অনল দীপ্ত কায়।
পরিধান কৃষ্ণাজিন,সঙ্গে মুনিকতজন, (৫)
উপনীত পাণ্ডব সভায়॥

দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি,
সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে।
আস্তেব্যস্তে ধর্ম্মসুত, সহোদরগণ যুত,
প্রণাম করেন সে চরণে॥
সুগন্ধি উদক দিয়া, পদযুগ প্রক্ষালিয়া,
বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্ট ব্যবহার,পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর,
ভক্তিভাবে করেন পূজন॥
তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে,
কহ রাজা ভদ্র আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম্ম, ধন উপার্জ্জন ধর্ম্ম,
নির্ব্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার॥
সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ,
এ সবার রাখ কি বচন।
একৈক অনেক সহ, মন্ত্রণা ত না করহ,
কার্য্যে কি রাখহ মুখ্যগণ॥
ভক্ষ্যদ্রব্য যথাযথ, ন্যায় মূল্যে কিন তত,
না রাখহ দ্বিজের দক্ষিণা।
তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত,
দুখতো না পায় কোন জনা॥
বিজ্ঞযোগ্যপুরোহিত, দৈবজ্ঞজ্যোতিষবিত,
আছে কি বৈদ্য চিকিৎসক।
অনাথ অতিথি লোকে,অনল ব্রাহ্মণমুখে,
সদা দেহ ঘৃত অন্নোদক॥
রাজ্যের যতেকরাজা, পায়যথোচিতপূজা,
সবে অনুগত তো তোমার।
ধান্য ধন বহুমত, উদক আয়ুধ যত,
পূর্ণ করিয়াছ তো ভাণ্ডার॥
প্রাতঃকালেনিদ্রাবশ,বৈকালেতেক্রীড়ারস
আলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম্ম কর্ম্মে ধনব্যয়, কর নিত্য উপচয়,
পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ॥
ত্রিবিধ অনেক নীতি,জিজ্ঞাসিলমহামতি,
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার নন্দন।
শুনি ধর্ম্ম অধিকারী, কহেন বিনয় করি,
প্রণমিয়া মুনির চরণ॥

যে কিছু কহিলাতুমি,যথাশক্তিকরিআমি,
যাহা জ্ঞাত ছিলাম পূর্ব্বেতে।
শুনিয়া তোমার স্থান,বিশেষ জন্মিলজ্ঞান,
যত্নেতে করিব আজি হতে।।
অবধান তপোধন, করি এক নিবেদন,
চরাচর তোমাতে গোচর।
এই সভা মনোহর, অনুরূপ মুনিবর,
দেখেছ কি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।।
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি, ঈষৎ হাসিয়া মুনি,
কহেন সকল বিবরণ।
তোমার সভারপ্রায়,মনুষ্যলোকেতেরায়,
নাহি দেখি শুনহ রাজন।।
ব্রহ্মার বিচিত্র সভা, যেনকৈলাসেরপ্রভা,
ইন্দ্র যম বরুণের পুরী।
দেখিয়াছি যথা তথা, মনুষ্যে অদ্ভুত কথা,
শুন কিছু কহি ধর্ম্মকারী।।
রাজা বলে সবিনয়, কহ মুনি মহাশয়,
সে সকল সভার বিধান।
প্রসার বিস্তার কত, বর্ণগণ ধরে যত,
প্রত্যক্ষে শুনিব তব স্থান।।
দিব্য সভাপর্ব্ব কথা,বিচিত্র ভারত গাঁথা,
শুনিলে অধর্ম্ম যায় নাশ।
গোবিন্দ চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস।।

নারদ কর্ত্তৃক লোকপালগণের সভা বর্ণন।

নারদ বলেন রাজা কর অবধান।
ইন্দ্রের সভার কথা কহি তব স্থান।।
দেবশিল্পী পটু বিশ্বকর্ম্মার দ্বারায়।
নির্ম্মাণ করান নিজ মহতী সভায়।।
বিবিধ বিধান চিত্র কোটিচন্দ্র প্রভা।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি ধার্ম্মিকের সভা।।
উচ্চ পঞ্চ যোজনেক শতেক বিস্তার।
শচী সহ ইন্দ্র সদা করেন বিহার।।
সেই সভা শূন্য পথে পারয়ে থাকিতে।
যথা ইচ্ছা পারে তাহা যাইতে আসিতে।।
জরা শোক ভয় নাহি সতত আনন্দ।
ইন্দ্রের আশ্রমে সদা থাকে সুরবৃন্দ।।
মরুত কুবের আদি, সিদ্ধ সাধ্যগণ।
অম্লানকুসুম বস্ত্র সবার ভূষণ।।
অষ্টবসু নবগ্রহ ধর্ম্ম কাম অর্থ।
তড়িৎ বিদ্যুৎ সপ্তবিংশ কৃষ্ণবর্ত্ম।।
যজ্ঞ মন্ত্র দক্ষিণা আছয়ে মূর্ত্তিমন্ত।
দেব ঋষি পুণ্য জন লিখিতে অনন্ত।।
দেবতা তেত্রিশ কোটি সেবে পুরন্দরে।
বর্ণিতে না পারি সভা যত গুণ ধরে।।
হরিশ্চন্দ্র নরপতি আছয়ে তথায়।
আর যত নরপতি লিখনে না যায়।।
নারদ বলেন শুন সভার প্রধান।
শমন রাজার সভা কর অবধান।।
দীর্ঘ প্রস্থ শত শত যোজন বিস্তার।
আদিত্য সমান প্রভা গতি কামাচার।।
ন শীতল নহে তপ্ত নাহি দুখ লোকে।
প্রেমময় নাহি হিংসা সদাকাল সুখে।।
কতেক কহিব তথা যতেক বিষয়।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কহি শুন মহাশয়।।
যযাতি নহুষ পুরু মান্ধাতা ভরত।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুনীথ সুরথ।।
শিবি মৎস্য বৃহদ্রথ নল বহীনর।
শ্রুতশ্রবা পৃথুলাশ্ব রাজা উপরিচর।।
দিবোদাস অম্বরীষ রঘু প্রতর্দ্দন।
পৃষদশ্ব সদশ্ব মরুত্ত বসুমন।।
শরভ সৃঞ্জয় বেণ ঐন উশীনর।
পুরু কুৎস প্রদ্যুম্ন বাহ্লীক নৃপবর।।
শশবিন্দু কম্বসেন সগর কৈকয়।
জনক ত্রিগর্ত্ত বার্ত্ত জয় জনমেজয়।।
অজ ভগীরথ দিলীপ লক্ষ্মণ রাম।
ভীমজানু পৃথু পৃথুবেগ করন্ধম।।
শত ধৃতরাষ্ট্র আছে ভীষ্ম দুই শত।
শত ভীম কৃষ্ণার্জ্জুন শত আর কত।।
প্রতীপ শান্তনু পাণ্ডু জনক তোমার।
কতেক কহিব তথা যত আছে আর।।

অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি বহু ফলে দান।
যত যত আছে তথা না যায় বাখান॥
বরুণের সভা কহি কর অবধান।
অপূর্ব্ব সভার শোভা বিচিত্র বাখান॥
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিল সভা অনুপম।
জলের ভিতর সে পুষ্করমালী নাম॥
শত শত যোজন বিস্তার দীর্ঘ তার।
নানা রত্ন বহুবর্ণ কহিতে বিস্তার॥
নিবসে বরুণ তথা বারুণী সহিত।
পুত্র পৌত্র পাত্র মিত্র সহ পুরোহিত॥
দ্বাদশ আদিত্য আর নাগগণ যত।
বাসুকি তক্ষক কর্কোটক ঐরাবত॥
সংহ্লাদ প্রহ্লাদ বলি নমুচি দানব।
বিপ্রচিত্তি কালকেয় দুর্ম্মুখ সরভ॥
মূর্ত্তিমন্ত চারি সিন্ধু আরো নদীগণ।
জাহ্নবী যমুনা সিন্ধু সরস্বতী শোণ॥
চন্দ্রভাগা বিপাশা বিতস্তা ইরাবতী।
শতদ্রু সরযূ আরো নদী চর্ম্মণ্বতী॥
কিম্পুনা বিদিশা কৃষ্ণবেণ্ণা গোদাবরী।
নর্ম্মদা বিশল্যা বেণ্ণা লাঙ্গলী কাবেরী॥
দেব নদী মহানদী ভারবী ভৈরবী।
ক্ষীরবতী দুগ্ধবতী লোহিতা সুরভি॥
করতোয়া গণ্ডকী আত্রেয়ী শ্রীগোমতী।
ঝুমঝুমি স্বর্ণরেখা নদী পদ্মাবতী॥
মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আছে সবে।
তড়াগ পুষ্করিণ্যাদি বরুণেরে সেবে॥
চারি মেঘ বৈসে তথা সহ পরিবার।
কহিতে না পারি কত যত বৈসে আর॥
কুবেরের সভা রাজা কর অবধান।
কৈলাস শিখরে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
শতেক যোজন দীর্ঘ বিস্তার সত্তরি।
নিবসে গুহ্যক যক্ষ কিন্নর কিন্নরী॥
চিত্রসেনা রম্ভা ইরা ঘৃতাচী মেনকা।
চারুনেত্রা উর্ব্বশী বুদ্বুদা চিত্ররেখা॥
মিশ্রকেশী অলম্বুষা এই মহাদেবী।
নৃত্য গীত বাদ্যে সদা কুবেরেরে সেবি॥
পুত্র নলকূবর আরো যে মন্ত্রিগণ।
মণিভদ্র শ্বেতভদ্র ভদ্র সুলোচন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ আছে লক্ষ লক্ষ।
প্রেত ভূত পিশাচ রাক্ষস দিব্য রক্ষ॥
ফলকক্ষ ফলোদক তুম্বুরু প্রভৃতি।
হাহা হুহু বিশ্বাবসু চিত্রসেন কৃতী॥
চিত্ররথ মহেন্দ্র মাতঙ্গ বিদ্যাধর।
বিভীষণ থাকে সদা সহ সহোদর॥
আছয়ে পর্ব্বতগণ মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
হিমাদ্রি মৈনাক গন্ধমাদন মলয়া॥
আমিহ থাকি যে আমা তুল্য বহু আছে।
উমা সহ সদানন্দ সদা তার কাছে॥
নন্দী ভৃঙ্গি গণপতি কার্ত্তিক বৃষভ।
পিশাচ খেচর দানা শিবাগণ সব॥
আর যত আছে তাহা কহিতে কে পারে।
কহিব ব্রহ্মার সভা শুন অতঃপরে॥
পূর্ব্বে দেবযুগে দিবা নামে দিবাকর।
ভ্রমেন মনুষ্যলোকে হয়ে দেহধর॥
আচম্বিতে আমারে দেখিলা মহাশয়।
দিব্যচক্ষে জানিয়া নিলেন পরিচয়॥
ব্রহ্মার সভার গুণ কহিলে আমারে।
শুনিয়া হইল ইচ্ছা সভা দেখিবারে॥
তাঁরে জিজ্ঞাসিলাম করিয়া সবিনয়।
কিমতে ব্রহ্মার সভা মম দৃশ্য হয়॥
বলিলেন সহস্র বৎসর ব্রতী হৈয়া।
করহ কঠোর তপ হিমালয়ে গিয়া॥
শুনি করিলাম তপ সহস্র বৎসর।
পরে পুন আইলেন দেব দিবাকর॥
আমা সঙ্গে করিয়া গেলেন ব্রহ্মপুরী।
দেখিলাম যাহা তাহা কহিতে না পারি॥
তার অন্ত নাহিক নাহিক পরিমাণ।
মানসিক সেই সভা ব্রহ্মার নির্ম্মাণ॥
চন্দ্র সূর্য্য নিন্দিয়া সে সভার কিরণ।
শূন্যেতে শোভিছে সভা না যায় নয়ন॥
তথায় থাকিয়া বিধি করেন বিধান।
প্রজাপতিগণ থাকে তাঁর সন্নিধান॥

প্রচেতা মরীচি দক্ষ পুলহ গৌতম।
অঙ্গিরা বশিষ্ঠ ভৃগু সনক কর্দ্দম॥
কশ্যপ বশিষ্ঠ ক্রতু পুলস্ত্য প্রহ্লাদ।
বালখিল্য অগস্ত্য মাণ্ডব্য ভরদ্বাজ॥
বিদ্যমান অন্তরীক্ষে আত্মা অক্ষগণ।
বায়ু তেজ পৃথ্বী জল শব্দ পরশন॥
গন্ধর্ব্ব সকল আছে মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
আয়ুর্ব্বেদ চন্দ্র তারা সূর্য্য সন্ধ্যা ছায়া॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কান্তি শান্তি ক্ষমা।
অষ্টবসু নবগ্রহ শিব সহ উমা॥
চতুর্ব্বেদ ষটশাস্ত্র তন্ত্র স্মৃতি শ্রুতি।
চারি যুগ বর্ষ মাস দিবা সহ রাত্তি॥
সাবিত্রী ভারতী লক্ষ্মী অদিতি বিনতা।
ভদ্রা ষষ্ঠী অরুন্ধতী কদ্রু নাগমাতা॥
মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আছেন নারায়ণ।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন॥
আমার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি।
নিত্য আসি সেবে সবে সৃষ্টি অধিকারী॥
এত সভা দেখিয়াছি আমি এ নয়নে।
তব সভা তুল্য নাহি মনুষ্য ভুবনে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন তুমি মনোজব।
তোমার প্রসাদে শুনিলাম এই সব॥
এক বাক্যে বিস্ময় হইল মম মনে।
যতেক নৃপতি সব যমের ভবনে॥
একা হরিশ্চন্দ্র কেন ইন্দ্রের আলয়।
কোন্ পুণ্য দানফলে কহ মহাশয়॥
যমালয়ে যবে দেখিলেন মম পিতা।
আমার বারতা কিছু কহিলেন কথা॥
নারদ বলেন শুন পাণ্ডব প্রধান।
সূর্য্যবংশে শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান॥
এক রথে জিনিয়া লইল মর্ত্ত্যপুর।
বাহুবলে হৈল সপ্তদ্বীপের ঠাকুর॥
রাজসূয় যজ্ঞ সে করিল হরিশ্চন্দ্র।
আজ্ঞায় আইল যত ছিল রাজবৃন্দ॥
অনেক ব্রাহ্মণ আইল যজ্ঞের সদন।
প্রতি দ্বিজে সেই রাজা করিল সেবন॥
শাস্ত্র মত দক্ষিণা যে বলিলা ব্রাহ্মণ।
পঞ্চগুণ করি তারে দিলেন রাজন॥
সব রাজা হতে সে করিল বড় কাজ।
সেই ফলে স্বর্গে সে হইল দেবরাজ॥
আর যত রাজা রাজসূয় যজ্ঞ কৈল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি তাহারা মরিল॥
যোগিগণে যোগে নিজ দেহ ত্যাগ করে।
সেই সব লোক বৈসে ইন্দ্রের নগরে॥
কহি শুন তোমার পিতার সমাচার।
যমালয়ে দেখা হৈল সহিতে তাঁহার॥
কহিয়াছিলেন তিনি করিয়া বিনয়।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ আমার তনয়॥
অনুগত তাঁর বীর্য্যবন্ত ভ্রাতৃগণ।
যাঁহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন॥
পৃথিবীতে তাঁহার অসাধ্য কিছু নয়।
রাজসূয় যজ্ঞ তাঁর অবহেলে হয়॥
এই রাজসূয় যদি করে ধর্ম্মরাজে।
হরিশ্চন্দ্র প্রায় থাকি ইন্দ্রের সমাজে॥
তোমার জনক ইহা কহিল আমারে।
যে হয় উচিত রাজা করহ বিচারে॥
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় গণি।
বহু বিঘ্ন হয় ইথে আমি ভাল জানি॥
ছিদ্র পায়ে যজ্ঞ নাশ যক্ষ রক্ষ করে।
যজ্ঞ হেতু রাজগণ যুদ্ধ করি মরে॥
যেমতে মঙ্গল হয় কর নরপতি।
আমারে বিদায় কর যাব দ্বারাবতী॥
এত বলি প্রস্থান করেন মুনিবর।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হেতু দ্বারকানগর॥
সভাপর্ব্বে অনুপম সভার বর্ণনা।
কাশীরাম দাস কহে শুন সাধুজনা॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ-চিন্তা ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ।

মুনি মুখে বার্ত্তা শুনি।
চিন্তান্বিত নৃপমণি॥
অন্ত নাহি লয় মনে।
কহিলেন ভ্রাতৃগণে॥

নারদ বলেন যত।
পিতৃ আজ্ঞা এইমত ॥
যজ্ঞ রাজসূয় তায়।
যাতে ইন্দ্রপদ পায় ॥
এ যজ্ঞ কর্ত্তব্য হয়।
কি সবার মনে লয় ॥
শুনি ভৃত্য মন্ত্রিগণ।
স্বীকারিল সর্ব্বজন ॥
চিন্তা কর কোন হেতু।
কর রাজসূয় ক্রতু ॥
কি কার্য্য অসাধ্য আছে।
কেবা বিরোধিবে পাছে ॥
মন্ত্রিগণ বাক্য শুনি।
বিচারেন নৃপমণি ॥
যে কর্ম্ম যাহে না শোভে।
সে কর্ম্ম করিলে তবে ॥
পাছে হয় বিড়ম্বনা।
অযশ ঘোষে সর্ব্বজনা ॥
বিশেষে বিষম যজ্ঞ।
সব লোক নহে যোগ্য ॥
ইহা আগে না প্রকাশি।
গোবিন্দে আগে জিজ্ঞাসি ॥
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য।
হরির হইলে শ্রব্য ॥
যদি দেন অনুমতি।
এ যজ্ঞে হইব কৃতী ॥
ইহা চিন্তি নরপতি।
দূত পাঠাইল তথি ॥
সে দূত সত্বর হয়ে।
দ্বারকা প্রবেশে গিয়ে ॥ (৬)
কৃষ্ণে করি নমস্কার।
কহে ধর্ম্ম সমাচার ॥
তোমার দর্শন বিনে।
কুন্তীপুত্র দুখী মনে ॥
এ কথা কহিবা মাত্র।
গোবিন্দ তোলেন গাত্র ॥
বৈনতেয় আরোহণে।
যান ইন্দ্রসেন সনে ॥
দিনকর যায় অস্তে।
উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে ॥
কৃষ্ণ আইলেন পুরে।
শুনি হর্ষ নৃপবরে ॥
ভ্রাতৃ মন্ত্রী পাঠাইল।
অগ্র হৈয়া কৃষ্ণে নিল ॥
ধর্ম্মে করি নমস্কার।
সম্ভাষেন হরি আর ॥
ধর্ম্ম নরপতি তবে।
কৃষ্ণে পূজে ভক্তিভাবে ॥
বসিলেন সবে তথা।
চন্দ্রের মণ্ডলী যথা ॥
শ্রীহরি চরণদ্বয়।
যে ভাবে সদা হৃদয় ॥
তার চরণসরোজে।
সদা কাশীরাম ভজে ॥

গোবিন্দ-যুধিষ্ঠির সংবাদ।

বলেন গোবিন্দ প্রতি ধর্ম্মের কুমার।
নারদেরে কহিলেন জনক আমার ॥
রাজসূয় মহাযজ্ঞ দুর্লভ সংসারে।
যুধিষ্ঠিরে কহ রাজসূয় করিবারে ॥
এই হেতু যজ্ঞ বাঞ্ছা হইল আমার।
শুন এই কথা কৃষ্ণ কহি সারোদ্ধার ॥
পরস্পর আমারে সুহৃদ বলে সবে।
কেহ প্রীতে কেহ হিতে কেহ ধনলোভে ॥
যে যত বলেন নাহি লয় মম মনে।
যতক্ষণ নাহি শুনি তোমার বদনে ॥
বুঝিয়া সন্দেহ প্রভু ভাঙ্গহ আমার।
কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য ধর্ম্ম তোমার বিচার ॥
পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি।
তোমা বিনা পাণ্ডবের নাহি অব্যাহতি ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি সর্ব্ব গুণবান।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা কে তব সমান ॥

যোগ্য হও রাজা তুমি যজ্ঞ করিবারে।
এক নিবেদন আমি করিব তোমারে ॥
আমি যাহা কহি তাহা জান ভাল মতে।
এক লক্ষ রাজা চাহি এ মহা যজ্ঞেতে ॥
মগধ ঈশ্বর জরাসন্ধ শ্রেষ্ঠ রাজা।
পৃথিবীর যত রাজা করে তার পূজা।
তাহারে না মানে হেন নাহি ক্ষিতিমাঝে।
বলেতে বান্ধিয়া আনে যে জন না ভজে ॥
তাহার সহায় বহু দুষ্ট রাজগণ।
শিশুপাল দন্তবক্র নৃপতি যবন ॥
পুণ্ডরীক বাসুদেব কৌশল ঈশ্বর।
রুক্মি ভগদত্ত রাজা মহাবলধর ॥
এমত অনেক যত দুষ্ট নরপতি।
সদাকাল প্রায় থাকে তাহার সংহতি ॥
ইক্ষ্বাকু ইলার বংশে যত রাজগণ।
জরাসন্ধে না ভজিল যত যত জন ॥
তার ভয়ে নিজ দেশে রহিতে নারিয়া।
উত্তর দেশেতে সবে গেল পলাইয়া ॥
জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি প্রাপ্তি বলি(৭)
কংসের বনিতা দোঁহে আমার মাতুলী ॥
স্বামীর কারণে বাপে গোহারি করিল।
সসৈন্যে মগধপতি মথুরা বেড়িল ॥
অসংখ্য তাহার সৈন্য কে গণিতে পারে।
ক্ষয় নহে মারিলেও শতেক বৎসরে ॥
রাম আমি দুই ভাই করিনু সংহার।
সেই হেতু সাজি আইল অষ্টাদশবার ॥
তবে চিত্তে বিচার করিনু সর্ব্বজন।
মথুরা বসতি আর নহে সুশোভন ॥
নিরন্তর দুই কন্যা কহিবেক বাপে।
পুন জরাসন্ধ রাজা আসিবেক কোপে ॥
এমত বিচারি সবে মথুরা ত্যজিয়া।
দুরস্থল দ্বারকায় রহিলাম গিয়া ॥
সেই যুদ্ধে না আইল যত রাজগণে।
বন্দি করি রাখিয়াছে আপন ভবনে ॥
পশুবৎ করি সব রাখিয়াছে রাজা।
সবাকারে বলি দিবে রুদ্রে করি পূজা ॥
ছিয়াশীটি ভূপে দুষ্ট রেখেছে বন্দিশালে
তব যজ্ঞ হয় রাজা সব মুক্ত হৈলে ॥
জরাসন্ধে বিনাশিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়।
নিষ্কণ্টকে যজ্ঞ তবে কর মহাশয় ॥
জরাসন্ধ জীয়ন্তে না হয় কোন কাজ।
তারে মারি বশ কর রাজার সমাজ ॥
হইবে অনন্ত জয় সংসার ভিতরে।
আমার মন্ত্রণা কহিলাম এ তোমারে ॥
এতেক বলেন যদি কমললোচন।
কৃষ্ণেরে কহেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥
সমুচিত কহিলা যতেক মহাশয়।
ইহা না করিলে যজ্ঞ কি প্রকারে হয় ॥
শান্তি আচরণ আমি করি যে প্রথমে।
পৃথিবী সুসাধ্য আরো করি ক্রমে ক্রমে ॥
পশ্চাতে করিব জরাসন্ধের উপায়।
মম মত এই কহিলাম যে তোমায় ॥
ভীমসেন বলেন না লয় মম মনে।
প্রথমে মারিব বৃহদ্রথের নন্দনে ॥
তারে মারি মুক্ত হবে বহু জ্ঞাতিগণ।
যজ্ঞে বিঘ্ন করে তবে নাহি হেন জন ॥
রাজা হয়ে শান্তি ভজে লক্ষ্মী নাহি পায়
পূর্ব্ব রাজগণ কর্ম্ম কহি শুন রায় ॥
বাহুবলে ভরত শাসিল ভূমণ্ডল।
মান্ধাতা নৃপতি কর ত্যজিল সকল ॥
প্রতাপেতে কৃতবীর্য্য ঘোষে জগজ্জন।
ভগীরথ খ্যাত করি প্রজার পালন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা কর অবগতি।
যেমতে হইবে হত মগধের পতি ॥
সৈন্য সাজি তাহারে নারিবে কদাচিৎ।
অসংখ্য দুর্দ্দান্ত সৈন্য যাহার সহিত ॥
ভীমার্জ্জুন দেহ রাজা আমার সংহতি।
উপায়ে করিব হত মগধের পতি ॥
শুনিয়া বলেন রাজা ধর্ম্মের তনয়।
যতেক কহিলা মম চিত্তে নাহি লয় ॥
মহারাজ জরাসন্ধ রাজচক্রবর্ত্তী।
যাহারে করেন ভয় ইন্দ্র সুরপতি ॥

যার ভয়ে জগন্নাথ মথুরা ত্যজিয়া।
পশ্চিম সমুদ্রতীরে রহিলেন গিয়া॥
তোমরা উভয়ে চক্ষু কৃষ্ণ মম প্রাণ।
সঙ্কটেতে পাঠাইব না হয় বিধান॥
হেন যজ্ঞে প্রয়োজন নাহিক আমার।
সন্ন্যাসী হইয়া পাছে ভ্রমিব সংসার॥
এত শুনি তখন কহেন ধনঞ্জয়।
কেন হেন না বুঝিয়া বল মহাশয়॥
চিরজীবী নহে কেহ সংসার ভিতর।
যুদ্ধ না করিয়া কেহ আছে কি অমর॥
বিনা দুখে সঙ্কটেতে নহে কোন কর্ম্ম।
সুকর্ম্ম বিহীন রাজা বৃথা তার জন্ম॥
এ উপায়ে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
পশ্চাৎ করিবা তাঁহা যাহা লয় মন॥
এতেক বলেন যদি ইন্দ্রের নন্দন।
সাধু বলি প্রশংসা করেন নারায়ণ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

জরাসন্ধের জন্ম বৃত্তান্ত।

ধর্ম্মরাজ বলেন বলহ নারায়ণ।
জরাসন্ধ নাম তার কিসের কারণ॥
কত বল ধরে সে কাহার পাইল বল।
তোমা হিংসি রক্ষা পাইল বিস্ময় অন্তর॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কর অবধান।
জরাসন্ধ বিবরণ কহি তব স্থান॥
মগধ দেশের রাজা নাম বৃহদ্রথ।
অগণিত সৈন্যগণ গজ বাজী রথ॥
তেজে সূর্য্য ক্রোধে যম ধনে যক্ষপতি।
রূপে কামদেব রাজা ক্ষমাগুণে ক্ষিতি॥
নিরন্তর যজ্ঞ করে অন্য নাহি মন।
দুই কন্যা দিল তারে কাশীর রাজন॥
পুত্রার্থী পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে মহীপাল।
না হইল বংশ তার গেল যুবাকাল॥
আপনারে ধিক্কার করিয়া নরপতি।
রাজ্য ত্যজি বনে গেল ভার্য্যার সংহতি॥
গৌতমনন্দন চণ্ডকৌশিক যে ঋষি।
পরম তপস্বী তিনি সদা বনবাসী॥
বহু দেশ ভ্রমিয়া নগরে উপনীত।
বৃক্ষতলে রাজা তাঁরে দেখে আচম্বিত॥
ভার্য্যা সহ প্রণমিল মুনির চরণ।
মুনি জিজ্ঞাসিল রাজা কোথায় গমন॥
করযোড়ে বলে রাজা বিনয় বচন।
মম দুখ অবধান কর তপোধন॥
বহু কর্ম্ম করিলাম রাজ্যে হয়ে রাজা।
সমুচিত বিধানেতে পালিলাম প্রজা॥
ধনে জনে আর মন নাহি তপোধন।
সর্ব্ব শূন্য দেখি মুনি পুত্রের কারণ॥
এই হেতু রাজ্য ত্যজি যাই বনবাস।
তপস্যা করিব গিয়া করিয়া সন্ন্যাস॥
রাজার বিনয় শুনি গৌতমনন্দন।
ধ্যানেতে বসিয়া মুনি চিন্তে ততক্ষণ॥
হেনকালে দৈবে সেই আম্রবৃক্ষ হৈতে।
শূন্য হৈতে এক আম্র পড়িল ভূমিতে॥
আম্র লয়ে মুনিবর হৃদে লাগাইল।
হরিষে রাজার করে অর্পিয়া কহিল॥
এ ফল খাইতে দেহ প্রধান ভার্য্যারে।
গুণবান পুত্র হবে তাহার উদরে॥
বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল রাজা যাহ নিজ ঘর।
এত শুনি আনন্দিত হৈল নরবর॥
মুনি প্রণমিয়া রাজা নিজালয় গেল।
দুই ভার্য্যা সমান দোঁহারে বাঁটি দিল॥
দুইভাগ করি দোঁহে করিল ভক্ষণ।
এককালে গর্ব্ভবতী হৈল দুই জন॥
একত্র প্রসব দোঁহে হৈল এককালে।
আনন্দে নিরখে দোঁহে সেই দুই বালে॥
এক চক্ষু নাসা কর্ণ এক পদ কর।
অর্দ্ধ-অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় অন্তর॥
হৃদয়ে হানিয়া কর বিষাদে বলিল।
দশ মাস গর্ব্ভব্যথা বৃথা বহা গেল॥
নিরাশ হইয়া দোঁহে ঘৃণা করি মনে।
ফেলাইয়া দিতে আজ্ঞা করে দাসীগণে॥

সেইক্ষণে ফেলাইয়া দিল দাসীগণ ।
জরা নামে রাক্ষসী আইল ততক্ষণ ।।
সদাই শোণিত মাংস আহার যাহার ।
সংসারের গর্ভপাত শাসন তাহার ।।
রাজগৃহে গর্ভপাত শুনিয়া ধাইল ।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় মানিল ।।
আপন নয়নে ইহা কখন না দেখে ।
দুই হাতে দুই খান করিয়া নিরখে ।।
রহস্য দেখিয়া দুই সংযোগ করিল ।
আচম্বিতে দুই অঙ্গ একত্র হইল ।।
উঙা উঙা করি কান্দে মুখে হাত ভরি ।
আশ্চর্য্য দেখিয়া চিত্তে ভাবে নিশাচরী ।।
না হবে উদর পূর্ণ ইহারে খাইলে ।
নৃপতি হইবে তুষ্ট এ পুত্র পাইলে ।।
এত চিন্তি কোলে করি লইল নন্দন ।
মেঘের গর্জ্জন জিনি শিশুর নিঃস্বন ।।
মনুষ্যের মূর্ত্তি ধরি জরা নিশাচরী ।
রাজার সম্মুখে গেল পুত্র কোলে করি ।।
নৃপতিরে কহিল সকল বিবরণ ।
হের ধর লহ রাজা আপন নন্দন ।।
পুত্র পেয়ে উল্লাসিত হইল নৃপতি ।
তবে জিজ্ঞাসিল রাজা রাক্ষসীর প্রতি ।।
কে তুমি কোথায় বাস কি তোমার নাম ।
কার কন্যা কার ভার্য্যা কোথা তব ধাম ।।
এত স্নেহ মম প্রতি কিসের কারণে ।
আমারে এমত করে নাহি ত্রিভুবনে ।।
রাজার বচন শুনি বলে নিশাচরী ।
গৃহদেবী দিলা নাম সৃষ্টি অধিকারী ।।
দানব বিনাশে মোর হইল সৃজন ।
সর্ব্ব গৃহে থাকি রাজা করহ শ্রবণ ।।
আমারে সপুত্রা নবযৌবন করিয়া ।
যে জন রাখিবে গৃহ-ভিত্তিতে আঁকিয়া ।।
জায়া সুত ধন ধান্যে সদা তার ঘর ।
পরিপূর্ণ থাকিবেক শুন রাজ্যেশ্বর ।।
তব গৃহে পূজা রাজা পাই অনুক্ষণ ।
তেঁই রক্ষা করিলাম তোমার নন্দন ।।
সমুদ্র শোষয় রাজা মোর এই পেটে ।
সুমেরু সদৃশ মাংস খাইলে না আঁটে ।।
তব গৃহ-পূজায় তোমারে আমি বশ ।
এই হেতু রাখিলাম তোমার ঔরস ।।
এত বলি রাক্ষসী চলিল নিজ স্থান ।
পুত্র পেয়ে নরপতি মহা হর্ষবান ।।
জাতকর্ম্ম বিধিমত করিল রাজন ।
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ ।।
জরায় সন্ধিত হেতু নাম জরাসন্ধ ।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ চন্দ্র ।।
কত দিনে বৃহদ্রথ পুত্রে রাজ্য দিয়া ।
ভার্য্যা সহ বনে গেল ব্রহ্মচারী হৈয়া ।।
জরাসন্ধ রাজা হৈল বলে মহাবল ।
নিজ ভুজ পরাক্রমে শাসে ভূমণ্ডল ।।
দুই সেনাপতি হংস ডিম্ভক তাহার ।
সর্ব্বত্র অভয় অস্ত্রে অভেদ আকার ।।
তিন জন মহাবীর অজেয় সংসারে ।
চতুর্থ জামাতা কংস মহাবল ধরে ।।
আমা হ'তে ভোজপতি যবে হৈল হত ।
তথা হৈতে গদা প্রহারিল বার্হদ্রথ ।।
শতেক যোজন গদা এল আচম্বিতে ।
মথুরা কম্পিত যেন গিরি বজ্রাঘাতে ।।(৮)
সংগ্রামে সাজিয়া এল অষ্টাদশবার ।
ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সহ পরিবার ।।
হংস নামে এক রাজা ছিল সঙ্গে তার ।
বলভদ্র হাতে সেই হইল সংহার ।।
মরিল মরিল হংস হৈল এই শব্দ ।
শুনিয়া মগধ লোক হইলেক স্তব্ধ ।।
ডিম্ভক করিত সেই রাজ্যের রক্ষণ ।
শুনিল সংগ্রামে হৈল ভ্রাতার মরণ ।।
সহিতে নারিল শোকে হইল অস্থির ।
ডুবিয়া যমুনা জলে ত্যজিল শরীর ।।
জরাসন্ধ সহ তবে হংস গেল ঘর ।
শুনিল মরিল শোকে ডুবিয়া সোদর ।।
ভ্রাতৃশোকে হংস আর ক্ষণে না রহিল ।
যমুনার জলে সেহ ডুবিয়া মরিল ।।

হেনমতে ডুবিয়া মরিল ছুই জন।
একমাত্র জরাসন্ধ আছয়ে দুর্জ্জন ॥
সংগ্রামে জিনিতে তারে নাহিক ভুবনে।
উপায় আছয়ে এক চিন্তিয়াছি মনে ॥
মল্লযুদ্ধ বিনা তার না হয় নিধন।
বৃকোদর বাহুবলে করিবে সাধন ॥
আমার হৃদয় যদি জান মহাশয়।
আমার বচনে তবে করহ প্রত্যয় ॥
পৌরুষে বিভব যদি বাঞ্ছ নরপতি।
ভীমার্জ্জুনে দেহ রাজা আমার সংহতি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
একদৃষ্টে চান ভীমার্জ্জুনের বদন ॥
হৃষ্টমুখ দুই ভাই দেখি নরপতি।
কহেন মধুর বাক্যে গোবিন্দের প্রতি ॥
কি কারণে এমত বলিলা যদুরায়।
তোমা বিনা পাণ্ডবের কি আছে উপায় ॥
লক্ষ্মী পরাঙ্মুখ যারে সে তোমা না জানে।
সহজে পাণ্ডববন্ধু খ্যাত ত্রিভুবনে ॥
তব নাম নিলে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তার কি আপদ যার থাকিবা সঙ্গেতে ॥
এত বলি নরপতি দুই ভাই লয়ে।
গোবিন্দের করেতে দিলেন সমর্পিয়ে ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ॥

ভীমার্জ্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের গিরিব্রজে প্রবেশ।

শুভক্ষণ করিয়া চলেন তিন জন।
স্নাতক বিপ্রের বেশ করিয়া ধারণ ॥
পদ্মসর লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত কালকূট।
গণ্ডকী শর্করাবর্ত্ত বিষম সঙ্কট ॥ (৯)
সরযূ অযোধ্যা আর নগর মিথিলা।
ভাগীরথী সরস্বতী যমুনা আইলা ॥
পার হৈয়া পূর্ব্বমুখে যান তিন জনে।
মগধ রাজ্যেতে উত্তরিলা কত দিনে ॥
চৈত্য রথআদি করি পঞ্চ গোটা গিরি।
তাহার মধ্যেতে বৈসে গিরি ব্রজপুরী ১০

অনুপম দেশ সেই দেখিতে সুন্দর
ধন ধান্য গো মহিষে শোভিত নগর ॥
ভীমার্জ্জুনে বলেন গোবিন্দ মহামতি।
এই পঞ্চ গিরি মধ্যে নগর বসতি ॥
পঞ্চ পর্ব্বতের কথা শুন দুই জন।
শত্রু দেখি দ্বার রুদ্ধ হয় ততক্ষণ ॥
আর এক আশ্চর্য্য আছয়ে দুয়ারেতে।
তিনগোটা ভেরীশব্দ করে আচম্বিতে। ১১
শত্রু দেখি ভেরী শব্দ করয়ে যখন।
সজাগ হইয়া সেনা করয়ে সাজন ॥
শত্রুবাপী অর্ব্বুদ এ দুই নাগবর।
যার ভয়ে রিপু নাহি প্রবেশে নগর ॥
মহারথিগণ সব রক্ষা করে দ্বার।
ইহার উপায় এক করহ বিচার ॥
অর্জ্জুন বলেন ভেরী রৈল মম ভাগে।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন নিবারিব দুই নাগে ॥
ভীম বলিলেন মম পর্ব্বতের ভার।
অন্য পথে যাব পুরে না যাইব দ্বার ॥
এইরূপ বিচারিয়া তবে তিন জন।
দ্বার ত্যজি করিলেন গিরি আরোহণ ॥
নাগের কারণ দেব কৃষ্ণ মহামতি।
খগপতি স্মরণ করেন শীঘ্রগতি ॥
আইল ভুজঙ্গরিপু কৃষ্ণের স্মরণে।
এ তিন ভুবন কাঁপে যাহার গর্জ্জনে ॥
ভয়েতে ভুজঙ্গ দুই প্রবেশে পাতালে।
কৃষ্ণের মেলানি মাগি খগপতি চলে ॥
ভেরী হেতু অর্জ্জুন এড়িল শব্দভেদী।
এক অস্ত্রে তিন ভেরী ফেলিলেন ছেদি ॥
চৈত্যগিরি পৃষ্ঠে করিলেন আরোহণ।
রিপু দেখি গিরিবর করয়ে গর্জ্জন ॥
গিরিশৃঙ্গ ধরি ভীম উপাড়িয়া করে।
অচল করিল বজ্রমুষ্টির প্রহারে ॥
পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া কৈল নগরে প্রবেশ।
সুরপুর সম দেখি জরাসন্ধ দেশ ॥
হাট বাট নগর চত্বর মনোহরা।
নগর ভিতরে বৈসে বিবিধ পসরা ॥

সুগন্ধি কুসুম মাল্য দেখি সুশোভন।
বলে লয়ে তিন জন করেন ভূষণ ।।
পূর্ব্ব দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন তিন জনা।
অন্তঃপুরে যাইতে ব্রাহ্মণে নাহি মানা।।
তিন দ্বার লঙ্ঘি পরে যান অন্তঃপুর।
যথা আছে মহীপাল জরাসন্ধ শূর।।
যজ্ঞ দীক্ষা লইয়াছে যজ্ঞেতে তৎপর।
উপবাসী ব্রতী হয়ে আছে একেশ্বর।।
কেবল ব্রাহ্মণগণ আছে তথাকারে।
বিনাহ্বানে অন্য জন যাইতে না পারে।।
তিন দ্বিজ দেখি রাজা উঠি যোড়হাতে।
আগুসরি অভ্যর্থনা করে কত পথে।।
বসিবারে দিল দিব্য কনক আসন।
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া বৈসেন তিন জন।।১২
তিন-জন-মূর্ত্তি রাজা করে নিরীক্ষণ।
শাল বৃক্ষ কোঁড়া যেন অঙ্গের বরণ।।
আজানুলম্বিত ভুজ ভুজঙ্গ আকার।
অস্ত্রচিহ্ন লেখা আছে অঙ্গে সবাকার।।
ভূষণ বিবিধ মাল্য দেখিয়া রাজন।
নিন্দা করি বলিতে লাগিল ততক্ষণ।।
ব্রতী বিপ্র হয়ে কেন হেন অনাচার।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য অঙ্গে সবাকার।।
মুনিগণ কহে আর আমি জানি ভালে।
ব্রাহ্মণ কখন মাল্য নাহি পরে গলে।।
পরিধান বহুবিধ বিচিত্র বসন।
বিপ্রদেহে অস্ত্রচিহ্ন কিসের কারণ।।
সত্য কহ তোমরা যে হও কোন জাতি।
কি হেতু আইলা বল আমার বসতি।।
দ্বিজ বিনা আসে হেথা নাহি অন্য জন।
চোররূপে আসিয়াছ লয় মম মন।।
চৈত্যগিরি-শৃঙ্গ ভাঙ্গি বুঝি এলে প্রায়।
রাজদ্রোহ পাপভয় নাহিক তোমায়।।
কি হেতু আইলা কোন ভিক্ষা অনুসারে।
কোন বিধিমতে পূজা করি সবাকারে।।
এত শুনি বাসুদেব বলেন বচন।
গভীর নিনাদ যেন সলিলবাহন।।

পুষ্প-মাল্য সদা রাজা লক্ষ্মীর আশ্রয়।
লক্ষ্মীপ্রিয় কর্ম্মেবল কার বাঞ্ছা নয়।।
দ্বারে না আইলা হেন বলিলে বচন
শত্রুগৃহ-দ্বারে মোরা না যাই কখন।।
কোনরূপে শত্রুগৃহে যাই মহারাজ।
যেই হেতু আসিয়াছি করিবা সে কাজ।।
জরাসন্ধ বলে মম না হয় স্মরণ।
কবে শত্রু আমার তোমরা তিন জন।।
না হিংসিতে যেই জন হিংসা আসি করে।
তার সম পাপী নাহি সংসার ভিতরে।।
কারো হিংসা নাহি করি আমি মনে জানি
কি মতে তোমরা শত্রু কহ দেখি শুনি।।
গোবিন্দ বলেন তুমি কহ বিপরীত।
তোমার যতেক নিন্দা জগতে বিদিত।
পৃথিবীর রাজা সব বান্ধিয়া আনিলে।
পশুবৎ করি রাখিয়াছ বন্দিশালে।। (১৩
মহাদেবে বলি দিবা শুনিনু শ্রবণে।
বল দেখি হেন কর্ম্ম করে কোন্ জনে।।
নাহি দেখি নাহি শুনি হেন বিপরীত।
জ্ঞাতিগণে বলি দিবা অধর্ম্ম চরিত।।
আপদভঞ্জন আমি ধর্ম্মের রক্ষণ।
জ্ঞাতিহিংসা দেখিতে না পারি কদাচন
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশবার।
হারি পলাইলা সব করিয়া সংহার।।
সেই কৃষ্ণ আমি বসুদেবের নন্দন।
পাণ্ডুপুত্র ভীমার্জ্জুন এই দুই জন।।
আপনার হিত যদি বাঞ্ছহ রাজন।
আমার বচনে রাজা ছাড় রাজগণ।।
নহে যুদ্ধ কর রাজা আমার সংহতি।
দুই কর্ম্মে যেবা ইচ্ছা হয় তব মতি।।
শ্রীকৃষ্ণের বচনে জ্বলিল জরাসন্ধ।
অশেষ বিশেষে গোবিন্দেরে বলে মন্দ।
পূর্ব্বকথা বিস্মরণ হইল তোমার।
যুদ্ধে পলাইয়া গেলে শৃগাল আকার
পৃথিবী ছাড়িয়া গেলে সমুদ্র ভিতরে।
কভু নাহি শুনি পুন আসিতে নগরে।।

এখন তোমাকে দেখি আপনার দেশে।
করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম কেমন সাহসে॥
দর্প করি কহিলে ছাড়িতে রাজগণ।
কাহার শরীরে সহে এমত বচন॥
ভুজবলে বান্ধি আনিলাম রাজগণে।
সঙ্কল্প করেছি বলি দিব ত্রিলোচনে॥
পূর্ব্বকথা তব বুঝি নাহিক স্মরণ।
যাহ গোপসুত লজ্জা নাহি কি কারণ॥
সংগ্রাম মাগিলা তার না বুঝি কারণ।
তোমা ছার সহিত যুঝিবে কোন্ জন॥
যেবা ভীমার্জ্জুন দেখি অত্যল্প বয়স।
ইহাদের সহ যুদ্ধে হইবে অযশ॥
মারিলে পৌরুষ নাহি হারিলে অযশ।
পলাহ বালকদ্বয় না কর সাহস॥
গোপালের বলে বুঝি করিলা উদ্যম।
না জানহ জরাসন্ধ কৃতান্তের যম॥
এতেক বলিল যদি জরাসন্ধ কোপে।
ক্রোধে বীর বৃকোদর অধরোষ্ঠ কাঁপে॥
গোবিন্দ বলেন মিথ্যা না কর বড়াই।
তোমার বিচারে দেখি সম কেহ নাই॥
সে কারণে হীনবল দেখি রাজগণে।
বলে ধরি মারিবারে চাহ অকারণে॥
তার অনুরূপ ফল পাইবা নিকটে।
দূর কর দর্প আজি পড়িবা সঙ্কটে॥
না করিবা ইচ্ছা যদি আমা সনে রণ।
এ দোঁহার মধ্যে তব যারে লয় মন॥
বালক বলিয়া চিত্তে না করিহ তুমি।
ক্ষণেকে জানিবা আগে যাহ যুদ্ধভূমি॥
জরাসন্ধ বলে যদি ইচ্ছিলে মরণ।
রণ বাঞ্ছা করিলে করিব আমি রণ॥
কিরূপে করিবা রণ কহ দেখি শুনি।
এত শুনি তাহারে কহেন চক্রপাণি॥
বধির নিয়ম এই ক্ষত্রধর্ম্ম লিখি।
সন্যে সৈন্যে রথে রথে কিম্বা একা একী॥
একাকী করহ যুদ্ধ ইচ্ছা যার সনে।
গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ যাহা লয় মনে॥

শুনিয়া বলিছে বৃহদ্রথের কুমার।
ভুজবলে মহামত্ত করি অহঙ্কার॥
সহজে বালক এই বিশেষে অর্জ্জুন।
হীনবল সহ যুদ্ধ না করে নিপুণ॥
কোমল বালক প্রায় দেখি যে নয়নে।
কিছুমাত্র বৃকোদর লয় মম মনে॥
ভীমের সহিত আজ করিব সমর।
এত বলি উঠিল মগধ দণ্ডধর॥
দুই গোটা গদা রাজা আনিল তখনি।
ভীমে দিল এক এক লইল আপনি॥
নগর বাহিরে গেল রঙ্গভূমি যথা।
ধাইল নগর-লোক শুনি যুদ্ধকথা॥
কৌতুক দেখেন কৃষ্ণ থাকিয়া অন্তরে।
নৃপতি যুঝায় যেন যুগল মল্লেরে॥
অপূর্ব্ব সংগ্রাম করে ভীম জরাসন্ধ।
বিস্তারে রচিয়া কহি যমকের ছন্দ॥
সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধ বধে।
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দের পদে॥

জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ।

অপূর্ব্ব সংগ্রাম, না হয় বিরাম,
হইল মগধ ভীমে।
গজরাজ নক্রে, বৃত্রাসুর শক্রে,
যেমত রাবণ রামে॥
কেশ বাস সারি, করে গদা ধরি,
দুইজন হৈল আগে।
কর্কশ বচন, করিছে ভর্ৎসন,
দুই জন মত্ত রাগে॥
আরে রে পাণ্ডব, কোথা রে খাণ্ডব,
আইলা মগধ দেশে।
নিকট মরণ, এই সে কারণ,
দৈবে বান্ধি আনে পাশে॥
শুনিয়া তর্জ্জন, করিয়া গর্জ্জন,
বলিছে কুন্তীর সুত।
তোমারে শমন, করিল স্মরণ,
আমি হয়ে এলাম দুত॥

ক্রোধে বৃকোদর, কম্পে কলেবর,
যেমন কদলীপাত।
মণ্ডলী করিয়া, ত্বরিত ফিরিয়া,
দোঁহে করে করাঘাত॥
বিপরীত নাদ, পড়িল প্রমাদ,
শ্রবণে লাগিল তালা।
দন্ত কড়মড়, শ্বাসে বহে ঝড়,
উড়ি যায় মেঘমালা॥
করে করে ছাঁদি, পদে পদে বান্ধি,
দুই জনে দোঁহা টানে।
ক্ষণে দোঁহা ছাড়ি,শিরে শিরে তাড়ি,
হৃদয়ে হৃদয় হানে॥
লোহিত নয়ন, লোহিত বদন,
নেহারে সকোপ দৃষ্টি।
দন্ত কড়মড়, মারিছে চাপড়,
বজ্র সম চড় মুষ্টি॥
ঊরুতে জঘনে, ছান্দিল সঘনে,
ভূমে গড়াগড়ি যায়।
শ্রম জল অঙ্গে, রণ ধূলি সঙ্গে,
ঢাকিল দোঁহার গায়॥
রুধিরে জর্জ্জর, দুই কলেবর,
অন্তর হইয়া ক্ষণে।
ক্রোধে কায় কম্পে, পুনঃপুনঃ ঝম্পে,
দোঁহা'পর দুই জনে॥
ঘোর নাদ চট, দোঁহে বাহুস্ফোট,
গভীর গর্জ্জনে গর্জ্জে।
পদে ভূ বিদরে, চাপিয়া অধরে,
তর্জনী তুলিয়া তর্জে॥
সে দোঁহে দোঁহারে, গদার প্রহারে,
হৃদে ভুজ শির পিঠে।
ঘোরতর রণ, দেখে সর্ব্বজন,
গদাঘাতে অগ্নি উঠে॥
কেহ নহে ঊন, ধরি পুনঃপুনঃ,
হৃদয়ে হৃদয় চাপে।
ভুজে ভুজে ভিড়ি, ভূমিতলে পড়ি,
পুন দোঁহে উঠে লাফে॥
যেন দ্বি বারণ, বারুণী কারণ,
যুঝয়ে পর্ব্বত মাঝে।
যেন দ্বি বৃষভে, সুরভির লোভে,
গোষ্ঠের ভিতর যুঝে॥
কার্ত্তিক প্রথমে, প্রতিপদ ক্রমে,
অহর্নিশি দোঁহে রণে।
হৈল চতুর্দ্দশী, কহে দাস কাশী,
বিশ্রাম না বায়ু পানে॥

জরাসন্ধ বধ ও রাজাগণের
কারামোচন।

অহর্নিশি চতুর্দ্দশ দিবস সংগ্রাম।
নিশ্বাস ছাড়িতে দোঁহে না করে বিশ্রাম॥
অনাহারে পীড়িত দোঁহার কলেবর।
নিস্তেজ হইল বৃহদ্রথের কোঙর॥
অচল হইল অঙ্গ হরিলেক জ্ঞান।
তথাপিহ দাণ্ডাইয়া আছে বিদ্যমান॥
পবননন্দন ভীম মহাপরাক্রম।
এত যুদ্ধে শরীরে তিলেক নাহি শ্রম॥
ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর।
এইকালে শত্রু কেন না কর সংহার॥
কৃষ্ণের বচনে ক্রোধ করি বৃকোদর।
দুই পায় ধরি ফেলে ভূমির উপর॥
পুনরপি ধরে তারে কুন্তীর কুমার।
দুই পায় ধরিয়া ভ্রমায় চক্রাকার॥
শতবার ভ্রমাইয়া ফেলে ভূমিতলে।
বক্ষঃস্থল চাপিয়া বসিল মহাবলে॥
কণ্ঠে জানু দিয়া বুকে বজ্রমুষ্টি মারে।
গুরুতর গর্জ্জনেতে কম্পে ধরাধরে॥
রাজ্যের যতেক লোক হৈল মৃতপ্রায়।
কাহার বচন কেহ শুনিতে না পায়॥
গর্ব্ববতী স্ত্রীর গর্ব্ভ পড়িল খসিয়া।
হস্তী অশ্ব আদি পশু যায় পলাইয়া॥
যথাশক্তি বৃকোদর করেন প্রহার।
তথাপি না হয় জরাসন্ধের সংহার॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া ভীম বলেন কৃষ্ণেরে।
যথাশক্তি করিলাম প্রহার ইহারে॥

ইহার মরণে আমি না দেখি উপায়।
এত শুনি ডাকিয়া বলেন যদুরায় ॥
পূর্ব্বে সন্ধি কহিয়াছি কেন বিস্মরণ।
সেই ছিদ্রে জরাসন্ধ হইবে নিধন ॥
বৃকোদরে দেখাইয়া দিলেন শ্রীনাথ।
দুই করে ধরি চিরিলেন বেণাপাত ॥
দেখিয়া হৈলেন হৃষ্ট কুন্তীর নন্দন।
পুনরপি ধেয়ে যান করিয়া গর্জ্জন ॥
বজ্রমুষ্টি প্রহারিয়া ফেলেন ভূতলে।
সিংহ যেন মৃগ ধরি ফেলে অবহেলে ॥
একপদ পদে চাপি এক পদে কর।
হুঙ্কারিয়া টানিলেন বীর বৃকোদর ॥
মধ্যখানে চিরিয়া করেন দুইখান।
জন্মকাল অঙ্গ প্রাপ্তে হারাইল প্রাণ ॥
জরাসন্ধ পড়িল সহর্ষ নারায়ণ।
আনন্দেতে তিন জনে কৈল আলিঙ্গন ॥
রাজ্যের যতেক লোক প্রমাদ গণিল।
জরাসন্ধসুত সহদেব নাম ছিল ॥
ভয়েতে কম্পিত তনু পাত্র মিত্র লয়ে।
গোবিন্দের চরণেতে পড়িল আসিয়ে ॥
তবে কর যুড়ি বহু করিল স্তবন।
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন্ জন ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি পুরন্দর।
তুমি আদ্যা তুমি শক্তি তুমি বৈশ্বানর ॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি জলেশ্বর।
তুমি বায়ু তুমি বল তুমি চরাচর ॥
আমি অতি মূঢ়মতি নাহি জানি তোমা।
চারি বেদে নাহি জানে তোমার তুলনা ॥
এইরূপে বহু স্তুতি করিল কুমার।
ঈষৎ হাসিলেন তবে দেব গদাধর ॥
আশ্বাসিয়া জগন্নাথ অভয় তারে দিল।
মগধরাজ্যেতে তারে দণ্ড ধরাইল ॥
বন্দিশালে আছিল যতেক রাজগণ।
একে একে ঘুচাইল সবার বন্ধন ॥
নানা রত্নে সবাকারে করিল ভূষণ।
করযোড়ে স্তুতি করি কহে রাজগণ ॥
সদয় হৃদয় তুমি সেবকরঞ্জন।
দুর্ব্বলের বল গর্ব্বি-গৌরবভঞ্জন ॥
অনাথের নাথ তুমি হিংসকের অরি।
ধর্ম্মের পালন হেতু মর্ত্ত্যে অবতরি ॥
কে বর্ণিতে পারে গুণ বেদে অগোচর।
সদা যোগে ধ্যানে যারে না পায় শঙ্কর।
যত দুখ দিল জরাসন্ধ নৃপবরে।
সকল সফল হৈল ভাবি যে অন্তরে ॥
অভয় পঙ্কজপদ দেখিনু নয়নে।
বদনে অমৃত ভাষা শুনিনু শ্রবণে ॥
বলে জরাসন্ধ প্রভু করিল বন্ধন।
এত দিনে বলি দিত সব রাজগণ ॥
কৃপায় সবারে প্রভু করিলা উদ্ধার।
এ কর্ম্ম তোমার প্রভু কিছু নহে ভার ॥
আজ্ঞা কর আমরা করিব কিবা কার্য্য।
গোবিন্দ বলেন সবে যাহ নিজ রাজ্য ॥
রাজসূয় করিবেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেই যজ্ঞে সহায় হইবা সর্ব্বজন ॥
এত শুনি রাজগণ করে অঙ্গীকার।
প্রণমিয়া দেশে সবে গেল যে যাহার ॥
তবে জরাসন্ধরথ আনি নারায়ণ।
তিন জনে আরোহণ করেন তখন ॥
অপূর্ব্ব সুন্দর রথ লোকে অগোচর।
সেই রথে চড়ি পূর্ব্বে দেব পুরন্দর ॥
দলিল দানবগণ ঊনশত বার।
যোজন পর্য্যন্ত দৃষ্টি হয় ধ্বজ যার ॥
ইন্দ্র হতে পা(ই)ল বসু মগধ ঈশ্বরে।
বসু হৈতে বৃহদ্রথ সে দিল কুমারে ॥
সেই রথে আরোহিয়া যান তিনজন।
গোবিন্দ গরুড়ে তবে করিয়া স্মরণ ॥
আজ্ঞা করিলেন বসিবারে ধ্বজোপর।
খগপতি ধ্বজরথ ঘোষে চরাচর ॥
শঙ্খনাদ করিয়া চলিলা শীঘ্রগতি।
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত তিন মহামতি ॥
যুধিষ্ঠির চরণে করিয়া নমস্কার।
একে একে কহেন সকল সমাচার ॥

আনন্দেতে যুধিষ্ঠির করি আলিঙ্গন।
গোবিন্দে অনেক পূজা করেন তখন ॥
জরাসন্ধ-রথ আর অমূল্য রতন।
কৃষ্ণেরে দিলেন রাজা হয়ে হৃষ্টমন ॥
সেই রথ আরোহিয়া দেব দামোদর।
মেলানি মাগিয়া যান দ্বারকানগর ॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লীলা রস পাণ্ডব-চরিত্র ॥
সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধবধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়-যাত্রা।

করি কৃতাঞ্জলি, পার্থ মহাবলী,
কহেন রাজার আগে।
আজ্ঞা কর রায়, করিব উপায়,
রাজসূয় যজ্ঞ ভাগে ॥
অতুল কার্ম্মুক, গাণ্ডীব ধনুক,
অক্ষয় তূণ যুগল।
রথ কপিধ্বজ, দেব দত্তাম্বুজ,
চারু তুরঙ্গম বল ॥
অপ্রাপ্য সংসারে, দেব বাঞ্ছা করে,
হেলে মিলিল আমারে।
এ সবার গুণ, যশ উপার্জ্জন,
শাসিব সব রাজারে ॥
অগম্য যে পথ, কুবের পালিত,
উত্তরে যাইব আমি।
শুনিয়া বচন, স্নেহ আলিঙ্গন,
করেন পাণ্ডবস্বামী ॥
করি শুভক্ষণ, আনি দ্বিজগণ,
যে বেদ বেদাঙ্গ জানে।
মঙ্গল বচনে, মাধব স্মরণে,
মঙ্গল করে বিধানে ॥
রথ গজ বাজী, সেনাগণ সাজি,
চলিল কটক সাথে।
পূর্ব্বদিকে ভীম, নকুল পশ্চিম,
দক্ষিণ কনিষ্ঠ ভ্রাতে ॥

অর্জ্জুনের সেনা, শ্বেত পীত নানা,
বিবিধ বাজন বাজে।
শঙ্খের বাজন, গজের গর্জ্জন,
শুনি কম্প ক্ষিতিমাঝে ॥
প্রথমে প্রবেশ, কুলিন্দের দেশ,
হেলায় জিনিল তারে।
কালকূট বর্ম্ম, জিনিয়া আনর্ত্ত,
সুমণ্ডল নৃপবরে ॥
শাকল সুদ্বীপে, প্রতিবিন্ধ্য নৃপে,
জিনিল ক্ষণেক রণে।
প্রাগজ্যোতিষ ধাম, ভগদত্ত নাম,
বিখ্যাত রাজা ভুবনে ॥
তার যত সেনা, না যায় গণনা,
কিরাত কাননবাসী।
বিপরীত মুখ, সুধৃত ধনুক,
গুঞ্জাহার মালা ভূষি ॥
করি কেশ গুটি, বান্ধা ঊর্দ্ধ ঝুঁটি,
বেষ্টিত বৃক্ষের লতা।
পরম হরিষে, ধাইল রণে সে,
শুনিয়া সংগ্রাম কথা ॥
ঘোর ডাক পাড়ে, নানা অস্ত্র ছাড়ে,
হইল উভয়ে রণ।
ভগদত্ত রাজ, পুরন্দরাত্মজ,
মুখামুখি দুই জন ॥
দোঁহে ধনুর্দ্ধর ফেলে নানা শর,
যাহার যতেক শিক্ষা।
মারুত অনল, সূর্য্য বসু জল,
বিবিধ মন্ত্রেতে দীক্ষা ॥
অষ্ট অহর্নিশি, দোঁহে উপবাসী,
বিশ্রাম না করে ক্ষণে।
দেখি ভগদত্ত, বলে মহামত্ত,
হাসিয়া বলে অর্জ্জুনে ॥
নিবর্ত্তহ রণ, ইন্দ্রের নন্দন,
তুমি হও সখা সুত।
তোমার জনক, ত্রিদশ পালক,
সখা মম পুরুহূত ॥

মনে ছিল ভ্রম, তোমার বিক্রম,
জানিলাম এত দিনে।
কিসের কারণ, কর তুমি রণ,
এথা যে আইলা কেনে॥
বলেন বিজয়, ধর্ম্মের তনয়,
কুরুকুলে হন রাজা।
করিবেন ক্রতু, চাহি এই হেতু,
দিবা তাঁরে কিছু পূজা॥
যদি মোর প্রতি, হইয়াছ প্রীতি,
তবে নিবেদন করি।
ক্ষম মম দোষ, দেহ কিছু কোষ,
প্রাগ্‌জ্যোতিষ অধিকারী॥
হরিষে রাজন, দিল বহু ধন,
পার্থেরে পূজি বিশেষে।
লয়ে তার পূজা, পার্থ মহাতেজা,
চলিলেন অন্য দেশে॥
বিবিধ পর্ব্বতে, নৃপ শতে শতে,
কতেক লইব নাম।
দিয়া ধনচয়, কেহ মিলে তায়,
কেহ বা করে সংগ্রাম॥
উলূকের পতি, বৃহন্ত নৃপতি,
করিল অনেক রণ।
মোদাপুর ধাম, দেবক সুদাম,
তিনে দিল বহু ধন॥
রাজা সেনাবিন্দু, দিল রত্ন সিন্ধু,
পৌরব পর্ব্বত রাজা।
লোহিত মণ্ডল, রাজা মহাবল,
করিল অনেক পূজা॥
ত্রিগর্ত্ত মণ্ডলে, জিনি বীর হেলে,
সিংহপুরে সিংহরাজ।
বাহ্লীক দরদ, রাজা কোকনদ,
বৈসে কামগিরি মাঝ॥
অপূর্ব্ব সে দেশ, নানা বর্ণ অশ্ব,
শুক ময়ূরের রঙ্গে।
কৌতুকে অর্জ্জুন, নিজ অশ্বগণ,
বিবিধ রতন সঙ্গে॥

নৃপতি জীবন, কৈল মহারণ,
হারিয়া ভজিল আসি।
ভুবনে অপূর্ব্ব, দিল বহু দ্রব্য,
নানা বর্ণে রাশি রাশি॥
তবে একে একে, জিনিয়া সবাকে,
উঠিল হেমন্ত গিরি।
তাহে যত ছিল, হেলায় জিনিল,
গন্ধর্ব্ব দানবপুরী॥
পর্ব্বত কৈলাস, কুবেরের বাস,
যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি।
মানুষ কিন্নর, হইল সমর,
হৈলেন জয় কিরীট॥
ইন্দ্রের কোঙর, ইন্দ্র সম সর,
মারিলেক বহু যক্ষ।
পলাইল ডরে, কহিল কুবেরে,
পুরে পশিল বিপক্ষ॥
শুনি বৈশ্রবণ, লয়ে বহু ধন,
পূজিল পাণ্ডুর সুতে।
স্নেহভাবে তায়, করিল বিদায়,
পার্থ যান তথা হৈতে॥
নগর হাটক, নিবাসী গুহ্যক,
জিনি পাইলেন ধন।
লয়ে রত্ন ধন, চলেন অর্জ্জুন,
হয়ে আনন্দিত মন।
মানস যে সর, তথা বীরবর,
দেখি হইলেন সুখী।
অমরনগরী, অপ্সর কিন্নরী,
কোটি কোটি শশিমুখী॥
জিতেন্দ্রিয় ধীর, পার্থ মহাবীর,
নাহি চান কার পানে।
সেই সরোবাসী, ছিল বহু ঋষি,
আশীষ করে অর্জ্জুনে॥
তথা হৈতে চলে, যান কুতূহলে,
অতিশয় শীঘ্রগামী।
সংগ্রামে প্রচণ্ড, তেজেতে মার্ত্তণ্ড,
জিনিয়া ভারতভূমি॥

তাহার উত্তর, যান বীরবর,
হরিবর্ষ নামে খণ্ড।
দেখি দ্বারপাল, ধায় পালে পাল,
হাতে করি লৌহদণ্ড ॥
দেখিয়া মানুষে, সর্ব্বজন হাসে,
অতি অপরূপ বাসি।
বিস্ময় অন্তরে, কহে অর্জ্জুনেরে,
তুমি যে বড় সাহসী ॥
মানব শরীরে, আসিলে এথারে,
কভু দেখি নাহি শুনি।
নিবর্ত্তহ তুমি, অগম্য এ ভূমি,
কাহার শকতি জিনি ॥
ভারত দিগন্ত, আইলা অত্যন্ত,
তুমি কি ভ্রান্ত হইলে।
এ পুর উত্তর, কুরুর নগর,
এথায় কি হেতু আইলে ॥
দেখিতে না পাবে, কি যুদ্ধ করিবে,
নাহি নরলোক-গতি।
কুন্তীর নন্দন, শুনিয়া বচন,
বলেন দ্বারীর প্রতি ॥
ধর্ম্ম নরবর, ক্ষত্রিয় ঈশ্বর,
তাঁহার আমি কিঙ্কর।
তোমা না লঙ্ঘিব, পুরে না পশিব,
কিছু দেহ মোরে কর ॥
শুনি ততক্ষণ, দ্বারপালগণ,
অনেক রতন দিল।
লয়ে ধনঞ্জয়, সানন্দ হৃদয়,
দক্ষিণ মুখে চলিল ॥
আসিবার কালে, বহু মহীপালে,
জিনিয়া নিলেন কর।
বাদ্য কোলাহলে, চতুরঙ্গ দলে,
চলিল নিজ নগর ॥
মণি মরকত, কনক রজত,
মুকুতা প্রবাল রাশি।
বিবিধ বসন, গো আদি বাহন,
লয়ে কত দাস দাসী ॥
জয় জয় শব্দে, শঙ্খের নিনাদে,
প্রবেশি ইন্দ্রপ্রস্থেতে।
ইন্দ্রের আত্মজ, ত্যজিয়া সে সাজ,
গেলেন ধর্ম্ম অগ্রেতে ॥
ভূমিতলে পড়ি, দুই কর যুড়ি,
দাণ্ডাইয়া কত দূরে।
করিয়া কোমল, কহেন সকল,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে ॥
তোমার প্রতাপে, উত্তরের নৃপে,
সবে আনিলাম বশে।
সবে দিল কর, দেখ নৃপবর,
পাইলাম যে যে দেশে ॥
হরিষে রাজন, করি আলিঙ্গন,
তুষিলেন মৃদু ভাষে।
আনিলেন যাহা, কোষে রাখি তাহা,
পার্থ গেলেন নিবাসে ॥

ভীমের দিগ্বিজয়।

পূর্ব্বদিকে বৃকোদর বহু সৈন্য লৈয়া।
পাঞ্চাল নগরে উত্তরিলেন যাইয়া ॥
দ্রুপদ নৃপতি হৃদে পাইয়া সন্তোষ।
যুধিষ্ঠির রাজা হেতু দিল বহু কোষ ॥
তথা হ'তে চলিলেন কুন্তীর কুমার।
বিদেহ নগরে যান গণ্ডকীর পার ॥
সে দেশ জিনিয়া যান দশার্ণ প্রদেশে।
সুধর্ম্মা নৃপতি আসি পূজিল বিশেষে ॥
তাহারে হইয়া প্রীত বীর বৃকোদর।
সেনাপতি করিলেন সৈন্যের উপর ॥
অশ্বমেধেশ্বর মহারাজ রোচমানে।
পরাজয় করিলেন সমর প্রাঙ্গণে ॥
রোচমানে পরাজয় করিয়া ত্বরিতে।
পূর্ব্বদেশ অধিকার লাগিল করিতে ॥
পুলিন্দের নরপতি সুমিত্রকে জিনি।
চেদিরাজ্যে প্রবেশিল পাণ্ডববাহিনী ॥
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা [illegible] আসিবার কালে
সম্প্রীতে মিলিহ ভাই রাজা শিশুপালে

সেই হেতু মৌনরূপে যান বৃকোদর।
বার্ত্তা শুনি শিশুপাল আইল সত্বর ॥
আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল।
দোঁহে দোঁহাকার নিজ বারতা কহিল ॥
গৃহে লৈয়া শিশুপাল বহু মান্য করি।
ত্রিদশ দিবস রাখিলেন নিজ পুরী ॥(১৪)
রাজকর মহানন্দে দেন শিশুপাল।
তথা হৈতে গেলেন সে উত্তর কোশল ॥
অযোধ্যা নগরে রাজা দীর্ঘযজ্ঞ নাম।
তাহার সহিত বড় হইল সংগ্রাম ॥
একদিনে সংগ্রামেতে সে রাজে জিনিয়ে।
কোশল রাজ্যেতে যান ধন রত্ন লয়ে ॥
তথা বৃহদ্বল রাজা জিনি কুন্তীসুত।
মল্লদেশে নিল কর পাঠাইয়া দূত ॥
ভল্লাটের চতুর্দ্দিকে শুক্তিমান গিরি।
সুবাহু নামেতে যেই কাশী-অধিকারী ॥
সুপার্শ্ব নিকট রাজপতি ক্রথ আদি।
একে একে সবা জিনি নিল রত্ননিধি ॥
মৎস্যদেশ-ভূপতিরে জিনি বৃকোদর।
গেলেন উত্তরমুখে নিষাদ নগর ॥
শর্ম্মক বর্ম্মকগণে জিনি মহাবীর।
জনক মিথিলাপতি মনিমন্ত ধীর ॥
হেলায় জিনিয়া ক্রমে এতেক নৃপতি।
গিরিব্রজে শীঘ্র গেলা ভীম মহামতি ॥
সহদেব নৃপতি লইয়া বহু ধন।
পূজা কৈল বৃকোদরে করিয়া স্তবন ॥
পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব কৌশিকীর কূলে (১৫)
তথাকারে গেল বীর চতুরঙ্গ দলে ॥
তাহারে জিনিয়া রত্ন পাইল বহুত।
বঙ্গেতে সমুদ্রসেনে জিনে কুন্তীসুত ॥
চন্দ্রসেন রাজারে জিনিয়া মহাবীর।
আর যত রাজা বৈসে সমুদ্রের তীর ॥
দিগন্ত পর্য্যন্ত ভীম জিনি রাজগণ।
পুন গেল ইন্দ্রপ্রস্থে লয়ে বহু ধন ॥
অগুরু চন্দন ভোট কম্বল বসন।
লক্ষ লক্ষ লইল মাতঙ্গ বাজিগণ ॥
কনক রজত মুক্তা মাণিক্য প্রবাল।
নানা জাতি পশু সঙ্গে যায় পালে পাল ॥
সব নিবেদিল গিয়া ধর্ম্ম নৃপবরে।
প্রণমিয়া সকল কহিল যোড়করে ॥
আনন্দিত ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
ভাণ্ডারে রাখিতে কহিলেন সব ধন ॥
বৃকোদর চলিলেন আপনার বাস।
ভীম-দিগ্বিজয় বিরচিল কাশীদাস ॥

সহদেবের দিগ্বিজয়।

যাম্যদিকে সহদেব সৈন্যগণ লৈয়া।
শূরসেন রাজ্যে আগে উত্তরিল গিয়া ॥
প্রীতিপূর্ব্ব বহু রত্ন দিল নরপতি।
মৎস্যদেশ হেলায় জিনিল মহামতি ॥
অধিরাজ দন্তবক্র মহাবলধর।
সংগ্রামে জিনিয়া বীর নিল বহু কর ॥
সুকুমার সুমিত্র জিনিল দুই নৃপে।
গোশৃঙ্গে জিনিল বীর নিষাদ অধিপে ॥
শ্রেণীমান রাজাকে জিনিল অবহেলে।
কুন্তিভোজ রাজ্যে গেলা চতুরঙ্গ দলে ॥
কুন্তিভোজ রাজা সহদেবের শাসন।
শিরোধার্য্য করিলেন হয়ে প্রীতমন ॥
অবন্তীনগরে বিন্দ অনুবিন্দ রাজা।
নানা ধন দিয়া সহদেবে কৈল পূজা ॥
বিদর্ভ নগরে চলি গেল পাণ্ডুসুত।
ভীষ্মক নৃপতি স্থানে পাঠাইল দূত ॥
ভীষ্মক জানিল ইহা গোবিন্দের প্রীত।
নানা রত্নে সহদেবে পূজে যথোচিত ॥
কান্তার কোশলাধিপ নাটকেয় আর।
হেরম্ব মারুধ আর মুঞ্জগ্রাম সার ॥
বাতাধিপ পাণ্ড্যদেশ জিনিল সকল।
কিষ্কিন্ধ্যা প্রবেশ কৈল তবে মহাবল ॥
মৈন্দ দ্বিবিদ নামে দুই কপিপতি। (১৬)
পরসৈন্য দেখিয়া ধাইল শীঘ্রগতি ॥
শিলা বৃক্ষ লইয়া সহিত কপিগণ।
বানর মনুষ্য তথা হৈল মহারণ ॥

সপ্ত দিবারাত্র যুদ্ধ সহদেবের সনে।
দেখি তুই কপিপতি প্রীতি পাইল মনে॥
জিজ্ঞাসিল কে তুমি আইলা কি কারণ।
সহদেব কহিল সকল বিবরণ॥
বানর বলিল এই কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
মনুষ্যের কি শক্তি যে এতে হয় অরি॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভিবে।
আমি কর নাহি দিলে যজ্ঞে বিঘ্ন হবে॥
সে কারণে দিব ধন লৈতে পার যত।
এত বলি রত্নরাজি দেয় শত শত॥
যত রত্ন পা(ই)ল বীর দিল পাঠাইয়া।
মাহিষ্মতী পুরে বীর উত্তরিল গিয়া॥
মাহিষ্মতী পুরীর অধিপ নীল রাজা।
পরপক্ষ শুনিয়া ধাইল মহাতেজা॥
সহদেব সহিত হইল মহারণ।
নীল ভূপতির সেনাপতি হুতাশন॥
বিপক্ষ দেখিয়া অগ্নি নিজ মূর্ত্তি ধরে।
সর্ব্ব সৈন্য দহে সহদেবের গোচরে॥
দাবানলে বন যেন করয়ে দহন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে পাণ্ডুর নন্দন॥
জন্মেজয় বলে কহ ইহার কারণ।
যজ্ঞেতে বাধক কেন হৈল হুতাশন॥
মুনি বলে নীলরাজা সদা যজ্ঞ করে।
তাহার তনয়া আগে পূজে বৈশ্বানরে॥
যতক্ষণ নাহি পূজে তাহার নন্দিনী।
ততক্ষণ প্রজ্বলিত না হয় অগিনি॥
বিম্বোষ্ঠ আনন চন্দ্র দেখিয়া তাহার।
কামানলে দহে অঙ্গ অগ্নি দেবতার॥
দ্বিজমূর্ত্তি হৈয়া অগ্নি গেল তার পাশে।
মধুর বচন বলি কন্যারে সম্ভাষে॥
শুনিয়া নৃপতি ক্রোধে হইল প্রচণ্ড।
আজ্ঞা কৈল করিবারে পরদার দণ্ড॥
ক্রোধেতে আপন মূর্ত্তি ধরে বৈশ্বানর।
আস্তে ব্যস্তে উঠি স্তব করে নরবর॥
হৃষ্ট হয়ে কন্যাদান ভূপতি করিল।
সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি রাজারে বলিল॥
বর মাগ নরপতি যেই লয় মনে।
রাজা বলে সদা মম থাকিবে সদনে॥
পরচক্র যেন মোরে নহে বলবান।
এই বর মাগি আজ্ঞা কর ভগবান॥
সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি বর দিল তায়।
কন্যা সহ বৈশ্বানর রহিল তথায়॥
যতেক নৃপতি আইসে না জানি এমন।
মাহিষ্মতী পুরে গেলে অবশ্য মরণ॥
ভয়েতে তথায় আর কেহ নাহি যায়।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জে নীল রাজা রায়॥
সহদেব-সৈন্য দহে দেব হুতাশন।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজন॥
অচল পর্ব্বত প্রায় মদ্রসুতাসুত।
বিস্ময় মানিল বীর দেখিয়া অদ্ভুত॥
হৃদয়ে চিন্তিল এই দেব হুতাশন।
অস্ত্র শস্ত্র ত্যজি বীর করয়ে স্তবন॥
যত দেব হেতু দেব তোমার উৎপত্তি।
পাপহন্তা তব নাম সর্ব্বঘটে স্থিতি॥
রুদ্রগর্ভ জলোদ্ভব বায়ুসখা শিখী।
চিত্রভানু বিভাবসু নাম পিঙ্গ-আঁখি॥
তোমা আরাধিলে তুষ্ট দেব-পিতৃগণ।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে এই সে কারণ॥
নিজ ভক্তে বিঘ্ন করা নহে সমুচিত।
জগতে বিখ্যাত তুমি সবাকার হিত॥
সহদেব-স্তুতিবশে দেব হুতাশন।
নিবর্ত্তিয়া শান্তমূর্ত্তি হইল তখন॥
আশ্বাসিয়া সহদেবে বলে বৈশ্বানর।
উঠ উঠ কুরুপুত্র না করিহ ডর॥
এই নীলধ্বজপুর আমার রক্ষণ।
তব সেনা দহিলাম এই সে কারণ॥
তুমি প্রিয়পাত্র মম ক্ষমিনু তোমারে।
করিব তোমার কার্য্য জানিবে সাদরে
রাজারে বলিল পূজা কর সহদে
নানা রত্ন ধন দিয়া পরম গৌ
তবে নীল রাজা তারে পূজি
তথা হৈতে গেল বীর দ

কৌশিক সুরাষ্ট্রভোজ কটে প্রবেশিল।
ভীষ্মকনন্দন রুক্মি সহ যুদ্ধ কৈল ॥
যুদ্ধে হারি দিল কর বহু রত্ন ধন।
শূর্পাকর দেশে গেল দণ্ডককানন ॥
সমুদ্রের তীরে ম্লেচ্ছ কিরাত বসতি।
ক্ষণমাত্রে সবারে জিনিল মহামতি ॥
রাক্ষস আছয়ে বহু তাহার দক্ষিণ।
অনেক মারিল বীর পাণ্ডুর নন্দন ॥
তথা হৈতে গেল বীর দেশ দীর্ঘকর্ণ।
অতি দীর্ঘ দুই কর্ণ শরীর বিবর্ণ ॥
কালমুখ হ্রস্বমুখ কোলগিরি আদি।
বহু রাজা জিনিয়া আনিল রত্ন নিধি ॥
তাম্রদ্বীপ রামগিরি জিনি অবহেলে।
একপাদ দেশে গেল অতি কুতূহলে ॥
রাজ্যের যতেক লোক সবে এক ঠ্যাঙ্গ।
অস্ত্র ধনু হাতে করি চলে যেন ব্যাঙ্গ ॥
সঞ্জয়ন্তী নগরীর ভূপতিকে জিনি।
কর্ণাট কলিঙ্গ পাণ্ড্য যত নৃপমণি ॥
দ্রবিড় কেরল উষ্ট্র আটবীর রাজা।
দূত মুখে শুনি আসি সবে কৈল পূজা ॥
সেতুবন্ধ দক্ষিণে সমুদ্রতীরে গিয়ে।
বিভীষণে লঙ্কায় দূত দিল পাঠায়ে ॥
সময় বুঝিয়া রাজা রাক্ষস ঈশ্বর।
আজ্ঞা লয়ে ধন রত্ন দিল বহুতর ॥
তথা হৈতে নিবর্ত্তিল মাদ্রীর নন্দন।
আনন্দেতে ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন ॥
ধন রত্ন নিবেদিল ধর্ম্মের নন্দনে।
সকল কহিল বার্ত্তা আনন্দিত মনে ॥
দক্ষিণে পাণ্ডব-জয় যেই জন শুনে।
তাহার সর্ব্বত্র জয় কাশীদাস ভণে ॥

নকুলের দিগ্বিজয়।

পশ্চিম দিকেতে তবে গেলেন নকুল।
গজ বাজী রথ রথী পদাতি বহুল ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক টঙ্কার।
রথের নির্ঘোষে স্তব্ধ সকল সংসার ॥
রোহিতক দেশে রাজা যে ছিল নৃপতি।
প্রথমেতে যুদ্ধ হৈল তাহার সংহতি ॥
রাজার সমরসখা ময়ূরবাহন। (১৭)
তাহার যতেক সৈন্য সব শিখিগণ ॥
অপ্রমিত যুদ্ধ কৈল নকুলের সঙ্গে।
যেমত সংগ্রাম হয় নকুল-ভুজঙ্গে ॥
বায়ু দেবতার অস্ত্র নকুল এড়িল।
মহাবজ্রাঘাত শব্দে শিখিগণ গেল ॥
অনল অস্ত্রেতে বীর পোড়াইল পাখা।
ভঙ্গ দিল সব শিখী রাজা হৈল একা ॥
ভয় পেয়ে কর আনি দিলেন রাজন।
তথা হৈতে বীরবর করিল গমন ॥
মালব শৈরীষ শিবি বর্ব্বর পুষ্কর।
এ সব দেশেতে যত ছিল নৃপবর ॥
একে একে সব তবে জিনিল নকুল।
দিগন্তে গেলেন বীর সিন্ধুনদীকূল ॥
সরস্বতী-তটে আছে যতেক রাজন।
সবারে জিনিল গিয়া মাদ্রীর নন্দন ॥
খরক কণ্টক আর পঞ্চনদ দেশ।
জিনিয়া সৌতিকপুরে করিল প্রবেশ ॥
বৃন্দারক দ্বারপাল আদি নরপতি।
প্রতিবিন্ধ্য রাজা আদি সকল নৃপতি ॥
যেখানে যে নরপতি যত জন বৈসে।
আনাইল দূত পাঠাইয়া দেশে দেশে ॥
দ্বারকানগরে তবে পাঠাইল দূত।
শুনিয়া হ'লেন হৃষ্ট দেবকীর সুত ॥
ধর্ম্ম আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণ শিরোপর করি
কর পাঠাইলেন শকটে সব পূরি ॥
একে একে সর্ব্ব দেশ জিনিয়া নকুল।
মদ্রদেশে গেল যথা আপন মাতুল ॥
শল্য নরপতি তবে শুনি সমাচার।
ভাগিনেয়ে আনি করে বহু পুরস্কার ॥
প্রীতি পূর্ব্বকেতে তাঁরে আনিলেন বশে
সমুদ্রের তীরে তবে গেল ম্লেচ্ছদেশে ॥
দারুণ দুর্দ্দান্ত তথা নিবসে যবন।
সবারে জিনিয়া বীর লইলেক ধন ॥

বড় বড় রাজগণ যথা যথা বৈসে।
সবারে জিনিল বীর চক্ষুর নিমেষে ॥
একে একে জিনিল সকল নৃপবর।
করদাতা করিয়া চলিল নিজ ঘর ॥
বহু ধন জিনিয়া লইল মহামতি।
বহয়ে বহুত ধন যত মত্ত হাতী ॥
জয় জয় শব্দ করি বীর কোলাহলে।
পশিলেন গিয়া বীর চতুরঙ্গ দলে ॥
দেশে দেশে জিনিয়া আনিল যত ধন।
ধর্ম্মের নন্দনে আসি কৈল নিবেদন ॥
আজ্ঞা লয়ে গেল বীর আপন আলয়।
যত ধন রত্ন ভাণ্ডারেতে সমর্পয় ॥
পাণ্ডব বিজয় কথা যেই জন শুনে।
তার জয় হয়ে থাকে সর্ব্বত্র গমনে ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস ব্যাস বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সংগীত ॥

যুধিষ্ঠিরের রাজ্য বর্ণন।

সকল পৃথিবীপতি করি করদায়।
করেন পরমানন্দে যজ্ঞ ধর্ম্মরায় ॥
সত্যপ্রিয় ধর্ম্ম রক্ষা প্রজার পালন।
দুষ্ট চোর দণ্ড খণ্ড বৈরীর মর্দ্দন ॥
নিরবধি যজ্ঞ মহোৎসব হয় দেশে।
সময় জানিয়া তথা জীমূত বরিষে ॥
গবীতে অনেক দুগ্ধ শস্য চতুর্গুণ।
স্বপনে রাজ্যের লোক না জানে বিগুণ ॥
ব্যাধিভয় অগ্নিভয় নাহি সেই দেশে।
ধর্ম্মসুত স্বয়ং ধর্ম্ম যে দেশে নিবসে ॥
ধান্য ধন জনে পূর্ণ হইল সংসার।
ধন্য ধন্য বিনা ধ্বনি নাহি শুনি আর ॥
ধর্ম্মরাজ বিচার করেন এই মনে।
অক্ষয় অব্যয় ধন দেখিয়া ভুবনে ॥
অসংখ্য অর্ব্বুদ গবী গণন না যায়।
যজ্ঞের সময় এই ভাবেন হৃদয় ॥
ভ্রাতৃ মন্ত্রী সুহৃদ যতেক বন্ধুগণ।
যজ্ঞ কর মহাশয় বলে সর্ব্বজন ॥
পৃথিবীর যত রাজা মিলিল তোমারে।
তোমার অসাধ্য নাহি এই চরাচরে ॥
যজ্ঞের সময় এই শুন, মহাশয়।
সময়ে না করিলে না হয় অসময় ॥
এই মত নৃপ প্রতি বলে সর্ব্বজন।
হেনকালে উপনীত কৃষ্ণ সনাতন ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

শরদ কমল পত্র, অরুণ যুগল নেত্র,
শ্রুতিমূলে মকর কুণ্ডল।
বিকসিত মুখপদ্ম, কোটি সুধাকর সম্ম,
ওষ্ঠাধর অরুণ মণ্ডল ॥
তনুরুচি নীলাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
ঘোরতর তিমির বিনাশ।
মস্তকে মুকুট শোভা, শত দিবাকর প্রভা,
কনক বরণ পীত বাস ॥
যুগপদ কোকনদ, অখিল অভয় পদ,
স্মরণে হরয়ে ভববাদ।
যেই পদ অহর্নিশ, ধ্যানে ধ্যায় অজ ঈশ,
শুক ধ্রুব নারদ প্রহ্লাদ ॥
পাদপদ্ম মোক্ষ নিধি, যাহে জন্মে সুরনদী,
তিন লোক পবিত্র কারণ।
যাঁর পদ চিহ্ন পেয়ে, অনন্ত অভয় হয়ে,
কালীয় ধিহরে যথা মন ॥
বক্র বক কেশী কংস, দুষ্টজন দর্প ধ্বংস,
বৃষ্ণিবংশে সফরী ফলিল।
স্বভক্ত কুমুদ ইন্দু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
নিজরূপে সৃজিল অখিল ॥
চড়িয়া গরুড়ধ্বজে, অগণিত অশ্ব গজে,
চতুরঙ্গ দলে যদুবলে।
ধর্ম্মরাজ প্রীতি হেতু, লইয়া রতনসেতু,
আইলেন নানা কোলাহলে ॥
পাঞ্চজন্য নাদ শুনি, নগরে হইল ধ্বনি,
হরি আইলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।
শুনি ধর্ম্ম অধিকারী, পাঠাইল আ[illegible]
ভ্রাতৃ মন্ত্রিগণ আস্তে ব্যস্তে ॥

ভীম পার্থ অনুব্রজি, গোবিন্দে ষড়ঙ্গে পূজি,
লইয়া গেলেন নিজ ধাম।
ধর্ম্মের নন্দনে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ দূরেতে থাকি,
ভূমে লুঠি করেন প্রণাম॥
অসংখ্য অমূল্য ধন, করিলেন বিতরণ,
অশ্ব গজ শৃঙ্গী অগণিত।
ধর্ম্ম আনন্দিত হৈয়া, কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিয়া,
পূজিলেন যেমন বিহিত॥
পাণ্ডব-নক্ষত্রমাঝ, কৃষ্ণ যেন দ্বিজরাজ,
বসিয়া সভায় সর্ব্বজন।
বসিয়া গোবিন্দ পাশে, যুধিষ্ঠির মৃদুভাষে,
কহিছেন বিনয় বচন॥
তব অনুগ্রহ-বলে, এ ভারত ভূমণ্ডলে,
না রহিল অসাধ্য আমার।
আমি না করিতে যত্ন, মিলিল অনেক রত্ন,
নাহি স্থল থুইতে ভাণ্ডার॥
নিশ্চয় আমারে যদি, কৃপা আছে গুণনিধি,
সব দ্রব্য রাখি কোন স্থলে।
শুনিয়া তোমার মুখে, তুষিব অমরলোকে,
দ্বিজ হস্তে সমর্পি সকলে॥
পিতৃআজ্ঞা হৈতে তরি, স্বর্গকামনা হি করি,
তব পদাম্বুজে মাগি ভিক্ষা।
ওহে প্রভু মহাভুজে, শুনি তব মুখাম্বুজে,
লইব যজ্ঞের আমি দীক্ষা॥
যদি লয় তব মন, আজ্ঞা কর জনার্দ্দন,
নিমন্ত্রিয়া আনি নৃপবর।
রাজার বিনয় শুনি, কোমল গভীর বাণী,
আশ্বাসি কহেন গদাধর॥
এ মহীমণ্ডল মাঝ, যত আছে মহারাজ,
তব গুণে বশ হৈবে সবে।
আমার পরম ভাগ্য, নিষ্কণ্টকে কর যজ্ঞ,
রাজসূয় তোমারে সম্ভবে॥
আমা হ'তে যেই হয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
আর যত আছে যদুগণ।
ভ্রাতৃমন্ত্রী বন্ধুমাঝে, যে কর্ম্ম যাহারে সাজে,
স্থানে স্থানে করি নিয়োজন॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে, ভূপতি সানন্দ হয়ে,
কৃতাঞ্জলি করেন স্তবন।
তখনি জানি যে আমি, যখন আইলা তুমি,
মম বাঞ্ছা হইল সাধন॥
তোমাতে যে ভক্তিঋদ্ধি, ভক্তবাঞ্ছা করে সিদ্ধি,
তুমি ভক্ত জনে কৃপাবান।
কাশীদাস বলে যদি, তরিবা এ ভবনদী,
ভজ সাধু দেব ভগবান॥

রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গ।

তবে যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে হৃষ্টমন।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা করেন তখন॥
ধৌম্য পুরোহিত স্থানে জিজ্ঞাস আগে।
রাজসূয় যজ্ঞেতে যতেক দ্রব্য লাগে॥
যে কিছু কহেন ধৌম্য কর সমাবেশ।
দ্বিগুণ করিয়া দ্রব্য করহ বিশেষ॥
পৃথিবীতে আছেন যতেক রাজগণ।
সৈন্য সহ সকলে করুন আগমন॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি।
নিমন্ত্রিতে দূতগণ যাউক ঝটিতি॥
ইন্দ্রসেন বিশোক আর অর্জ্জুন সারথি।
তিন জন সংযোগ করহ ভক্ষ্য বিধি॥
ব্রাহ্মণগণের প্রিয়কার্য্য সাধিবারে।
আন ভাল ভাল বস্ত্র কাতারে কাতারে॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় কর বহুতর।
রস গন্ধ আদি যত রস মনোহর॥
যখন যে চাহে তাহা না করিবা আন।
শীঘ্রগতি নিয়োজন কর স্থানে স্থান॥
দ্বিজগণে নিমন্ত্রিতে সত্যবতীসুত।
রাজ্যে রাজ্যে প্রেরণ করুন নিজ দূত॥
সহদেবে অনুজ্ঞা দিলেন নরপতি।
পুনরপি কৃষ্ণে আনি জিজ্ঞাসে যুকতি॥
আপনি বুঝিয়া আজ্ঞা কর নারায়ণ।
কোন্ কোন্ জনেরে করিব নিমন্ত্রণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন হরিশ্চন্দ্রের যে যাগ।
তাহা হৈতে বিশেষ করহ মহাভাগ॥

তার যজ্ঞে আইল যে পৃথিবী রাজন।
ত্রিভুবন লোক তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের আদি সুরে।
আর যত দেবগণ বৈসে সুরপুরে ॥
পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর।
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কর অবধান।
কোন দূত নিমন্ত্রিতে যাবে কোন স্থান ॥
করিতে দেবেন্দ্র আদি দেবে নিমন্ত্রণ।
স্বর্গেতে যাইতে শক্ত হবে কোন জন ॥
গোবিন্দ বলেন নাহি অন্যের শকতি।
দেব নিমন্ত্রিতে যাবে পার্থ মহারথী ॥
অগ্নিদত্ত রথ যেই কপিধ্বজ নাম।
শ্বেত চারি অশ্ব যার লোকে অনুপম ॥
সে রথের অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে।
তিন লোক ভ্রমিবারে পারে এক দিনে ॥
সেই রথে চড়ি পার্থ করহ গমন।
উত্তর দিকেতে গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥
পর্ব্বতে যে আছে রাজা কানন ভিতরে।
মনুষ্যের কি সাধ্য যাইতে পক্ষী নারে ॥
সে সকল রাজগণে করি নিমন্ত্রণ।
কৈলাস পর্ব্বতে যাবে যথা বৈশ্রবণ ॥
তাঁরে নিমন্ত্রিয়া তথা উপদেশ লবে।
মনুষ্য অগম্য স্বর্গ কেমনেতে যাবে ॥
ইন্দ্রসহ ইন্দ্রপুরে যত দেবগণ।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি বৈসে যত জন ॥
সবে নিমন্ত্রিয়া যাহ বরুণের পুরী।
তথা হ'তে যাহ যথা মৃত্যু অধিকারী ॥
তব ধর্ম্মে আসিবেক ত্রৈলোক্য মণ্ডল।
বিশেষে তোমারে স্নেহ করে আখণ্ডল ॥
শ্রুতিমাত্র যজ্ঞে করিবেন আগমন।
ইন্দ্র আইলে না আসে নাহি হেন জন ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব দৈত্য সিদ্ধ সাধ্য ঋষি।
পর্ব্বত সমুদ্র যত অন্তরীক্ষবাসী ॥
যারে দেখ তাহারে করিবা নিমন্ত্রণ।
লঙ্কা গিয়া বিভীষণে করিবা বরণ ॥
পরম বৈষ্ণব হয় রাক্ষসের পতি।
মম ভক্ত অনুরক্ত ধার্ম্মিক সুমতি ॥
বার্ত্তা পেয়ে সেইক্ষণে পাঠাইবে চর।
দূতমুখে নিমন্ত্রিলে আসিবে সত্বর ॥
তথাপি যাইবে তুমি অন্যে নাহি কাজ।
ইন্দ্রের সদৃশ গণি রাক্ষসের রাজ ॥
নিমন্ত্রিয়া তারে তুমি আইস সত্বর।
আর যত দুষ্টপনা করে নৃপবর ॥
নিমন্ত্রণ পেয়ে যে না আসিবে এথায়।
বন্ধন করিয়া শীঘ্র আনিবে তাহায় ॥
আর তিন দিকেতে যাউক দূতগণ।
মহীপালগণেরে করুক নিমন্ত্রণ ॥
এতেক বলেন যদি দেব দামোদর।
শীঘ্রগামী দূতগণে ডাকেন সত্বর ॥
রাজগণে লিখিলেন যজ্ঞ বিবরণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আছে যত জন ॥
নিজ নিজ রাজ্য হতে সকলে আসিবে।
রাজসূয় যজ্ঞে আসি উৎসব দেখিবে ॥
এই রূপে তিন দিকে পাঠাইয়া দূত।
উত্তরে করেন যাত্রা নিজে ইন্দ্রসুত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ।

পাইয়া রাজার আজ্ঞা মদ্রসুতাসুত।
আনাইল শিল্পিগণ পাঠাইয়া দূত ॥
নানা রত্ন দিল তারে বিরচিতে ঘর।
কোটি কোটি শিল্পিগণ গড়ে নিরন্তর ॥
দেবের মন্দির স্বর্ণ রত্নেতে নির্ম্মিত।
হেম রত্ন মুকুতায় করিল মণ্ডিত ॥
এক এক পুরমধ্যে শত শত ঘর।
তাহাতে রাখিল ভোজ্য পেয় বহুতর ॥
অশন বসন শয্যা রাখে গৃহে গৃহে।
বাপী কূপ জলপূর্ণ গন্ধে মন মোহে ॥
কনক রজত পাত্রে করিতে ভোজন।
এক পুরে দূত নিযোজিল শত

লক্ষ লক্ষ গৃহ আদি মনোহর স্থল।
নানাবৃক্ষ রোপিল সহিত ফুলফল ॥
দিব্য দিব্য কৈল গৃহ চারি জাতি ক্রম।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৈল লোকে অনুপম ॥
পেয় ভোজ্য নিযোজিল ইন্দ্রসেন আদি।
অষ্ট দিক হৈতে দ্রব্য আসে নিরবধি ॥
হস্তী উষ্ট্র বৃষভ শকট লক্ষ লক্ষ।
বৃষভ নৌকায় আসে যত দ্রব্য ভক্ষ্য ॥
রাত্রি দিবা সায়ং প্রাতঃ নাহিক বিশ্রাম।
অনুক্ষণ আসিতেছে দ্রব্য অবিরাম ॥
ময় বিরচিত সভা অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
সুরাসুর মুনি করে যাহার বাখান ॥
তথি মধ্যে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ আরম্ভিল।
দ্বিজ মুনিগণ সব দীক্ষা করাইল ॥
আপনি ব্রহ্মত্ব করিলেন দ্বৈপায়ন।
সামগ হইল ধনঞ্জয় তপোধন ॥
হইসেন হোতা পৈল আর দ্বিজগণ।
অন্য অন্য কর্ম্মে অন্য মুনি নিযোজন ॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
হস্তিনানগরে তুমি যাহ শীঘ্রগতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ জ্যেষ্ঠতাত বিদুর সহিত।
কৃপ অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন সসুহৃত ॥
বাহ্লীক সঞ্জয় ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
শত ভাই কর্ণ সহ রাজা জয়দ্রথ ॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাজপত্নী সমুদায়।
আর যে আইসে স্নেহ করিয়া আমায় ॥
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি আনহ সবারে।
চলিল নকুল বীর হস্তিনানগরে ॥
যজ্ঞের সংবাদ জানাইল সবাকারে।
বাল বৃদ্ধ নারী আদি যত কুরুপুরে ॥
হৃষ্টচিত্ত হইয়া চলিল সর্ব্ব জন।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি প্রজাগণ ॥
রাজসূয় যজ্ঞ শুনি আনন্দিত হৈয়া।
চলিল সকল লোক হস্তিনা ছাড়িয়া ॥
হস্তী রথ অশ্ব পত্তি করিয়া সাজন।
চতুরঙ্গ দলেতে চলিল কুরুগণ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশিল নকুল সহিত।
দেখি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন হিতাহিত ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর বাহ্লীক অন্ধরাজে।
আগুসরি আনিলেন আপন সমাজে ॥
সবারে কহেন পার্থ বিনয় বচন।
এ কার্য্য তোমার হেন কন্ জনে জন ॥
পিতামহে বলিলেন ধর্ম্মের তনয়।
আপনি বিধান বুঝি কর মহাশয় ॥
যাহা হৈতে যেই কার্য্য হইবে সাধন।
স্থানে স্থানে তাহাদিগে কর নিযোজন ॥
যুধিষ্ঠির ভীষ্ম সহ করিয়া বিচার।
উপযুক্ত বুঝিয়া দিলেন কর্ম্মভার ॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভীষ্ম দ্রোণে অধিকার।
দুর্য্যোধনে সমর্পিল সকল ভাণ্ডার ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য অধিকার দেন দুঃশাসনে।
ব্রাহ্মণ পূজার ভার গুরুর নন্দনে ॥
রাজগণে পূজিবারে দিলেন সঞ্জয়ে।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিতে কৃপ মহাশয়ে ॥
দান দিতে দিলেন কর্ণের অধিকার।
আপনি নিলেন কৃষ্ণ পরিচর্য্যা ভার ॥
ধৃতরাষ্ট্র সোমদত্ত প্রতীপকোঙর।
তিন জন গৃহকর্ত্তা হৈল সর্ব্বেশ্বর ॥
সভা রাখিবারে দ্বারী কৈল নিযোজন।
পূর্ব্ব দ্বারে নিযোজিল মহারথিগণ ॥
সহস্র সহস্র রথী সঙ্গে তরবার।
মহাবীর ইন্দ্রসেন রাখে পূর্ব্ব দ্বার ॥
উত্তর দ্বারেতে অনিরুদ্ধে নিযোজিল।
ষাইট সহস্র যোদ্ধা তার সঙ্গে দিল ॥
সাত্যকি দক্ষিণ দ্বারে কৈল নিযোজন।
বিংশতি সহস্র রথী তাহার ভিড়ন ॥
পশ্চিম দ্বারেতে বীর ধৃতরাষ্ট্রসুত।
তার সঙ্গে দিল রথী যুগল অযুত ॥
হাতেতে নিগড় বেত্র লয়ে সর্ব্বজন।
নানা অস্ত্র লয়ে করে দ্বারের রক্ষণ ॥
বলাবল বুঝিবারে রহে বৃকোদর।
এক লক্ষ রথী সঙ্গে ভ্রমে নিরন্তর ॥

রাজগণ-আগমন জ্ঞাত করিবারে ।
অধিকার দিল তুই মাদ্রীর কুমারে ॥
এই মত সবাকারে করি নিযোজন ।
আরম্ভ করেন যজ্ঞ ধর্ম্মের নন্দন ॥
দূত মুখে নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজগণ ।
সসৈন্যে করিল সবে তথা আগমন ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র লয়ে চারি জাতি ।
স্ব স্ব রাজ্য হতে যত আসে নরপতি ॥
নানাবর্ণে নানা রত্ন যে রাজ্যে যে হয় ।
পাণ্ডবের প্রীতি হেতু সঙ্গে করি লয় ॥
কেহ কেহ নিল রত্ন পৌরুষ কারণ ।
ধর্ম্মযজ্ঞ বুঝি কেহ নিল বহু ধন ॥
হস্তী উট বৃষভ শকট নৌকা পূরি ।
নানাবর্ণ কত রত্ন লিখিতে না পারি ॥
শ্বেত পীত লোহিত অমূল্য যত শিলা ।
মাণিক্য বৈদূর্য্য মণি মরকত নিলা ॥
প্রবাল মুকুতা হীরা সুবর্ণ বিশাল ।
বিচিত্র বসন কত নানাবর্ণ শাল ॥
কীটজ লোমজ নানাবর্ণে বিরচিত ।
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি গবী অগণিত ॥
চতুর্দ্দোল করি নিল দিব্যনারীগণ ।
তমাল শ্যামল অঙ্গ কুরঙ্গ-লোচন ॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ কুঙ্কুম কস্তূরী ।
নানাবর্ণ পক্ষী নিল পিঞ্জরেতে পূরি ॥
এই মত কর লয়ে যত রাজগণ ।
দূতমুখে শুনিমাত্র করেন গমন ॥
উত্তরে হিমাদ্রি পূর্ব্বে সমুদ্র অবধি ।
দক্ষিণেতে লঙ্কা পশ্চিমেতে সিন্ধু নদী ॥
দিবানিশি পথ বহে না হয় বিরত ।
পৃথিবীর সর্ব্বলোক এক স্থানে স্থিত ॥
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি নানা বাদ্যধ্বনি ।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী ॥
জল স্থল উচ্চ নীচ নাহি দেখি ক্ষিতি ।
দিবারাত্রি অবিশ্রাম লোক-গতাগতি ॥
চতুর্দ্দিক হতে আসে যত রাজগণ ।
সভাদ্বারে উপনীত হৈল সর্ব্বজন ॥

সবাকারে অভ্যর্থনা করি ধনঞ্জয় ।
যথাযোগ্য রহিবারে দিলেন আলয় ॥
হিমাদ্রি সমুদ্র আদি যত দ্বিজ বৈসে ।
লিখনে না যায় কত অহর্নিশি আসে ॥
রাজসূয় যজ্ঞবার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে ।
দেখিতে আইল কত বিনা নিমন্ত্রণে ॥
জলবাসী স্থলবাসী পর্ব্বতনিবাসী ।
লক্ষ লক্ষ যোগী আসে আর সিদ্ধ ঋষি ॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পূজে দ্বিজগণে ।
দিব্য গৃহ রহিবারে দিল সর্ব্বজনে ॥
এক কোটি দ্বিজ অশ্বত্থামা-পরিবার ।
দ্বিজগণে পূজে সবে দিয়া উপহার ॥
অনেক আইল ক্ষত্র বহু বৈশ্যগণ ।
অনেক আইল শূদ্র শ্রেষ্ঠ যত জন ॥
দুঃশাসন সহ থাকি বহু পরিবার ।
রন্ধন করিল কোটি কোটি সূপকার ॥
করয়ে পরিবেশন বহু সূপকার ।
গৃহে গৃহে স্থানে স্থানে রন্ধন ব্যাপার ॥
স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমে দুঃশাসন ।
সামগ্রী যোগায় যত অনুচরগণ ॥
পায়স পিষ্টক অন্ন ঘৃত দুগ্ধ দধি ।
মনোহর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন যথাবিধি ॥
চারি জাতি পৃথক্ পৃথক্ সবে ভুঞ্জে ।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে যত নৃপ দ্বিজে ॥
খাও খাও লও লও এইমাত্র শুনি ।
কার মুখে নাহি সরে অন্য কোন বাণী ॥
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা বসিতে আসন ।
কুঙ্কুম কস্তূরী মাল্য অগুরু চন্দন ॥
কর্পূর তাম্বূল আর যার যাহে প্রীত ।
কোথা হতে কেবা আনি দেয় আচম্বিত ॥
স্বর্গে ইন্দ্র সহ আছে যত দেবগণ ।
পাতালে ভুজঙ্গরাজ আর বিভীষণ ॥
দেব দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ ।
সিদ্ধ সাধ্য ভুজঙ্গ পিশাচ প্রেতপক্ষ ॥
কিন্নর বানর নর যত বৈসে ক্ষিতি ।
যজ্ঞের সদনে সবে আসে দিবারাতি ॥

অদ্ভুত দ্বাপর যুগে যজ্ঞ আরম্ভিল।
না হইবে ক্ষিতি মাঝে পূর্ব্বে না হইল॥
সময় বুঝিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন।
রাজ অভিষেক কর্ম্ম কর মুনিগণ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি উঠে মুনিগণ।
নানা তীর্থজল লয়ে ধৌম্য দ্বৈপায়ন॥
অসিত দেবল জামদগ্ন্য পরাশর।
স্নানমন্ত্র পড়ে আর যত দ্বিজবর॥
স্নান করা'লেন ব্যাস শুভক্ষণ জানি।
অম্লান বসন দিল চিত্ররথ আনি॥
শিরেতে ধবল ছত্র সাত্যকি ধরিল।
চেদির ঈশ্বর লয়ে পাগ যোগাইল॥
বৃকোদর পার্থ দোঁহে করেন ব্যজন।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর নন্দন॥
অবন্তীর রাজা চর্ম্মপাদুকা লইল।
খড়্গ ছুরী লয়ে শল্য অগ্রে দাণ্ডাইল॥
চেকিতান শর তূণ লইয়া বামেতে।
কাশীর ভূপাল ধনু লয়ে দক্ষিণেতে॥
নারদাদি মুনি মুখে বেদ উচ্চারণ।
দ্বিজগণ-স্বস্তি-শব্দ পরশে গগন॥
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচয়ে অপ্সরী।
পাঞ্চজন্য পূরিলেন আপনি শ্রীহরি॥
শঙ্খের নিনাদ গিয়া গগন পূরিল।
সভাতে যতেক ছিল ঢুলিয়া পড়িল॥
বাসুদেব পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল-নন্দন।
সাত্যকি সহিত এই ছাড়ি অষ্ট জন॥
শঙ্খনাদে মোহ হয়ে পড়িল ঢুলিয়া।
ধর্ম্মপুত্র নিবারণ করেন দেখিয়া॥
দ্বৈপায়ন আদি মুনি ধৌম্য পুরোহিত।
অভিষেক করিলেন বেদের বিহিত॥
সভাপর্ব্বে সুধারস রাজসূয় কথা।
কাশীরাম দাস কহে ভারতে এ গাঁথা॥

দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিতে অর্জ্জুনের যাত্রা।

জন্মেজয় বলে শুনিলাম সাধারণ।
কোন্ দিক হ'তে এল কোন্ কোন্ জন॥
কত সৈন্য সঙ্গে এল কত কর লৈয়া।
পিতামহে কোন রূপে ভেটিল আসিয়া॥
দেব নিমন্ত্রিতে পার্থ করিলেন গতি।
কিরূপে আইল তথা দেব পশুপতি॥
বিস্তারিয়া কহ মুনি ভাঙ্গ মনোধন্ধ।
পিতামহগণ কথা যেন মকরন্দ॥
মুনি বলে নরপতি কর অবধান।
কিছু অল্প কহি শুন প্রধান প্রধান॥
কপিধ্বজ রথে পার্থ করে আরোহণ।
পবনের বেগ জিনি চলে অশ্বগণ॥
যতেক পর্ব্বতপৃষ্ঠে যত রাজা বৈসে।
সবা নিমন্ত্রিয়া যান পর্ব্বত কৈলাসে॥
কুবেরেরে কহেন সকল বিবরণ।
ধর্ম্ম-রাজসূয় যজ্ঞে করিবা গমন॥
কুবের স্বীকার করে অর্জ্জুন বচনে।
যাইব তোমার যজ্ঞে সহ নিজগণে॥
কুবেরের বাক্যে প্রীত হইয়া অর্জ্জুন।
সবিনয় কৃতাঞ্জলি কহিছেন পুন॥
ইন্দ্রের নিকটে যাব করিতে বরণ।
কোন্ পথে যাব সঙ্গে দেহ জ্ঞাতজন॥
কুবের করিল আজ্ঞা চিত্রসেন প্রতি।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাহ যথা সুরপতি॥
আজ্ঞামাত্র চিত্রসেন চলে শীঘ্রগতি।
কপিধ্বজ রথে বৈসে হইয়া সারথি॥
সেখান হইতে যান ইন্দ্রের নন্দন।
কত দূরে দেখিলেন হরের ভবন॥
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় এ কাহার পুরী।
চিত্রসেন বলে হেথা বৈসে ত্রিপুরারি॥
যজ্ঞ হেতু নিমন্ত্রণ কর ত্রিলোচনে।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হবে হরের গমনে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় নামি রথ হৈতে।
উপনীত হন হর-গৌরীর অগ্রেতে॥
হরেরে করেন স্তুতি কুন্তীর নন্দন।
হর বলিলেন বর মাগ যাহে মন॥
অর্জ্জুন বলেন দেব ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর রাজসূয় যজ্ঞে করিবা গমন॥

হাসিয়া পার্ব্বতী হর করেন স্বীকার।
এই চলিলাম আমি যজ্ঞেতে তোমার॥
শঙ্কর বলেন গিয়া হইব সহায়।
নির্ব্বিঘ্নে তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ যেন হয়॥
পার্ব্বতী বলেন যাব যজ্ঞের সদনে।
যজ্ঞেতে আসিবে যত বৈসে ত্রিভুবনে॥
সবে সুখী হইবেক প্রসাদে আমার।
অন্নপূর্ণা নাম মম বিখ্যাত সংসার॥
এই নাম লয়ে তব সূপকারগণ।
অল্প দ্রব্যে সুতৃপ্ত করুক বহু জন॥
অক্ষয় অব্যয় হবে অমৃত-সমান।
আর যার যাহে প্রীতি পাবে বিদ্যমান॥
হর-পার্ব্বতীর বর পেয়ে ধনঞ্জয়।
প্রণমিয়া চলিলেন সানন্দ হৃদয়॥
চিত্রসেন বাহে রথ পবন গমনে।
ক্ষণমাত্রে উপনীত ইন্দ্রের ভবনে॥
প্রণাম করেন পার্থ ভূমিষ্ঠ হইয়া।
ইন্দ্র পার্থে আলিঙ্গন দিলেন উঠিয়া॥
আপনার কোলে বসাইয়া দেবরাজ।
জিজ্ঞাসেন কহ তাত কি তোমার কাজ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব তোমাতে গোচর।
রাজসূয় করিছেন ধর্ম্ম নরবর॥
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হইবা আপনি।
আর যত স্বর্গে বৈসে সুর সিদ্ধ মুনি॥
ইন্দ্র বলিলেন যজ্ঞে করি আগুসার।
তুমি না আসিতে পূর্ব্বে করেছি বিচার॥
এই দেখ সুসজ্জিত যত দেবগণ।
চারি মেঘ অষ্ট হস্তী সকল পবন॥
স্বর্গের যতেক দ্রব্য পৃথিবীদুর্ল্লভ।
তব যজ্ঞ হেতু দেখ সাজাইল সব॥
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন।
তুমি যাহ অন্য জনে কর নিমন্ত্রণ॥
ইন্দ্রমুখে শুনি পার্থ আনন্দিত মন।
প্রণমিয়া অন্য দিকে করেন গমন॥
পৃথিবী দক্ষিণে সূর্য্যসুতের ভবন।
তথাকারে চলিলেন ইন্দ্রের নন্দন॥

চিত্রসেন বাহে রথ পবনের গতি।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল যথা প্রেতপতি॥
প্রণমিয়া বসিলেন অর্জ্জুন সভায়।
আশীষ করিয়া যম জিজ্ঞাসেন তায়॥
কোন হেতু হেথা তব হলো আগমন।
কি করিব প্রিয় কহ ইন্দ্রের নন্দন॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান।
রাজসূয় যজ্ঞ স্থলে হবে অধিষ্ঠান॥
তোমার পুরীতে নিবসয়ে যত জন।
সবাকারে লয়ে যজ্ঞে করিবা গমন॥
স্বীকার করেন যম পার্থের বচনে।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন শমনে॥
নারদ কহেন তব সভার কথন।
নিবসে এখানে মর্ত্ত্যে মরে যত জন॥
শুনিয়াছি প্রত্যেক পিতার বিবরণ।
সেই বার্ত্তা পেয়ে রাজসূয় আরম্ভণ॥
এখন সে সব জনে না করি দর্শন।
কোথায় আছেন বল পিতা আদি জন॥
হাসিয়া বলেন যম তবে অর্জ্জুনেরে।
মৃত জনে দেখিবারে পাবে কি প্রকারে।
জীবে মৃতে কোন স্থলে নাহি দরশন।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুরনন্দন॥
যমে নিমন্ত্রিয়া বীর মাগিল মেলানি।
বরুণ আলয়ে যান বীর চূড়ামণি॥
পশ্চিম দিকেতে জলপতির আলয়।
তথাকারে চলিলেন বীর ধনঞ্জয়॥
বরুণেরে কহেন যজ্ঞের বিবরণ।
ধর্ম্মযজ্ঞ স্থানে তুমি করিবা গমন॥
তোমার পুরেতে আর যত জন বৈসে।
সবাকে লইয়া সঙ্গে যাবে মম বাসে॥
বরুণ বলিল যজ্ঞে করিব গমন।
যজ্ঞেতে লইব পুরে আছে যত জন॥
কেবল দানব দৈত্য নাহি অধিকার।
যত যত জন আছে নিলয়ে আমার॥
তাহা সবা লইবারে যদি আছে মন।
আপনি তথায় গিয়া কর নিমন্ত্রণ॥

বরুণ-বচনে তবে যান ধনঞ্জয় ।
কত দূরে ভেটিল দানবরাজ ময় ॥
ময় জিজ্ঞাসিলে পার্থ কহেন সকল ।
পূর্ব্ব উপকার স্মরি স্বীকার করিল ॥
এথায় নিবসে দৈত্য যতেক দানব ।
বলেন আমার যজ্ঞে লয়ে যাবে সব ॥
এত শুনি ময় তাঁকে বলিল বচন ঃ
সবারে লইয়া যজ্ঞে করিব গমন ॥
তুমি চলি যাহ যথা আছে প্রয়োজন ।
শুনিয়া অর্জ্জুন করিলেন আলিঙ্গন ॥
তথা হতে যান পার্থ পৃথিবী দক্ষিণে ।
লঙ্কাপুরে নিমন্ত্রিতে রাজা বিভীষণে ॥
রথ চালাইয়া দিল তারা যেন ছুটে ।
কতক্ষণে উত্তরিল লঙ্কার নিকটে ॥
ইন্দ্র-যম-পুরী যেন বিচিত্র নির্ম্মাণ ।
রাক্ষসের লঙ্কাপুরী তাহার সমান ॥
পুরী দেখি বড় প্রীত বীর ধনঞ্জয় ।
চলিলেন যথা বিভীষণের আলয় ॥
সিংহাসনে বসেছিল রাক্ষস ঈশ্বর ।
প্রণাম করেন গিয়া ইন্দ্রের কোঙর ॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণ তুমি কোন্ জন ।
প্রত্যক্ষে সকল কথা কহেন অর্জ্জুন ॥
রাজসূয় যজ্ঞ করিছেন যুধিষ্ঠির ।
তোমা নিমন্ত্রিতে কহিলেন যদুবীর ॥
অর্জ্জুনের মুখে শুনি হৃষ্টচিত্ত হয়ে ।
বসাইল ধনঞ্জয়ে আলিঙ্গন দিয়ে ॥
তব যজ্ঞে যাইব দেখিব নারায়ণ ।
সঙ্গেতে লইব পুরে বৈসে যত জন ॥
তুমি যাহ যথা তব থাকে প্রয়োজন ।
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন ॥
বিভীষণে নিমন্ত্রিয়া ইন্দ্রের কুমার ।
ইন্দ্রপ্রস্থে নিজ পুরে যান পুনর্ব্বার ॥
রাজগণ নিমন্ত্রণে দূতগণ গেল ।
শ্রুতমাত্র নৃপগণ সকলে আসিল ॥
দূতবাক্য হেলা করি না আসে যে জন
অর্জ্জুন আনেন তারে করিয়া বন্ধন ॥

সভাপর্ব্ব সুধারস রাজসূয় কথা ।
কাশীরাম দাস কহে সুধাসিন্ধু গাঁথা ॥

পাতালে পার্থের যাত্রা ।

জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনেরে দেব নারায়ণ ।
কহ কারে কারে করিলা হে নিমন্ত্রণ ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন নিবেদিলেন যতেক ।
পুস্তক বাহুল্য হয় লিখিলে ততেক ॥
করিলেন কুবেরাদি সবে নিমন্ত্রণ ।
প্রত্যেক বৃত্তান্ত সব কহেন তখন ॥
গোবিন্দ বলেন,যাহ পাতাল ভুবন ।
শেষ নাগরাজে গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ পাতালে বাসুকি ।
তোমা বিনা অন্যে যায় এমন না দেখি
বাসুকি আইলে যজ্ঞ হইবে সম্পূর্ণ ।
বিলম্ব না কর সখা যাহ তুমি তূর্ণ ॥
গোবিন্দের বচনেতে বিলম্ব না করি ।
পাতালে গেলেন পার্থ দিব্য রথে চড়ি ॥
উপস্থিত হইলেন নাগের আলয় ।
চৌদিকে বেষ্টিত ফণী শেষ মহাশয় ॥
দশ শত ফণা ধরে মস্তক উপর ।
তিন শত ফণাতে শোভিত চরাচর ॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বেষ্টিত রতন ।
উপনীত হইলেন তথা হৃষ্টমন ॥
নাগরাজে প্রণাম করেন ধনঞ্জয় ।
করযোড় করিয়া রহেন সবিনয় ॥
শেষ জিজ্ঞাসেন কেন তব আগমন ।
প্রত্যক্ষে কহেন পার্থ সর্ব্ব বিবরণ ॥
রাজসূয় নিমিত্ত তোমার নিমন্ত্রণ ।
সুররাজ-সহ দেব যাবে সর্ব্বজন ॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দিক্‌পতি ।
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হবেন সম্প্রতি ॥
সেই হেতু আইলাম তোমার ভবন ।
রাজসূয় মহাযজ্ঞে করিবা গমন ॥
হাসিয়া কহেন শেষ শুন ধনঞ্জয় ।
তব যজ্ঞে আছেন গোবিন্দ মহাশয় ॥

হর্ত্তা কর্ত্তা সেই প্রভু বিধি বিধাতার।
সর্ব্বযজ্ঞ-ফল পায় দরশনে যাঁর ॥
যথা কৃষ্ণ বিদ্যমান তথা সর্ব্বজন।
ব্রহ্মা শিব আদি যত দিক্‌পালগণ ॥
অকারণ আমা সবাকারে নিমন্ত্রণ।
সেই কৃষ্ণে ভালমতে করহ অর্চ্চন ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছে কত শত প্রাণী।
কত ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র কত শেষ ফণী ॥
সকলে হইবে তুষ্ট তাঁরে তুষ্ট কৈলে।
শাখাপত্র তুষ্ট যেন মূলে জল দিলে ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব কর অবধান।
যতেক কহিলা তুমি বেদের প্রমাণ ॥
নিজ বশ নহি সবে তাঁর মায়াবন্ধ।
জানিয়া শুনিয়া পুন হয় মায়াধন্দ ॥
পুন নাগরাজ বলে অর্জ্জুনে চাহিয়া।
আসিলে আমারে নিতে কিছু না জানিয়া ॥
মস্তক উপরে আমি ধরি যে সংসার।
আমি গেলে যজ্ঞে কে ধরিবে ক্ষিতিভার ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহেন আমারে।
যজ্ঞ পূর্ণ হবে তুমি গেলে তথাকারে ॥
ক্ষিতিভার হেতু যদি করহ বিচার।
তুমি যাহ আমি লব পৃথিবীর ভার ॥
এত শুনি বিস্ময় মানিয়া বিষধর।
হাসিয়া অর্জ্জুন প্রতি করিল উত্তর ॥
পৃথিবী ধরিবে হেন করিলে স্বীকার।
পৃথিবী ছাড়িনু বাক্যপাল আপনার ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্ডীব।
করযোড়ে প্রণমিয়া শিবদাতা শিব ॥
ভক্তিভাবে কৃষ্ণনাম করিয়া স্মরণ।
শিরে দ্রোণাচার্য্য-পদ করিয়া বন্দন ॥
অদ্ভুত স্তম্ভন অস্ত্র তূণ হৈতে নিয়া।
যুড়েন গাণ্ডীবে ক্ষিতি অস্ত্রে বসাইয়া ॥
ধরেন ধরণী শেষ স্বতন্ত্র হইল।
দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল ॥
তবে শেষ যত নাগ লইয়া সংহতি।
রাজসূয় যজ্ঞস্থানে গেল শীঘ্রগতি ॥

বাসুকি অনিল আর তক্ষক কৌরব্য।
নহুষ কর্কট ধৃতরাষ্ট্র জরদ্গাব ॥
কোপন কালীয় ত্রিকপূর্ণ ধনঞ্জয়।
অজ্যক উগ্রক দুষ্ট রুষ্ট মহাশয় ॥
নীল শঙ্খমুখ শঙ্খপিণ্ড বক্রদন্ত।
কলিচূড় পিঙ্গচক্ষু কাল মহাবন্ত ॥
পুত্র পৌত্র সংহতি চলিল লক্ষ লক্ষ।
দেখিয়া সকল লোক মানিল অশক্য ॥
পাঁচ সাত শির কার ষট্ সপ্ত শত।
সহস্র মস্তক কার আকার পর্ব্বত ॥
নিজ পরিবারে মিলি চলে ফণিরাজ।
হোথায় সুরেন্দ্রালয়ে দেবের সমাজ ॥
ঐরাবত আরোহণ বজ্র শোভে করে।
মাতলি ধরয়ে ছত্র মস্তক উপরে ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার।
দ্বাদশ আদিত্য রুদ্র একাদশ আর ॥
ঊনপঞ্চাশ বায়ু সাতাশ হুতাশন।
যজ্ঞ মন্ত্র পুরোধা দক্ষিণা দণ্ড ক্ষণ ॥
যোগ তিথি করণ নক্ষত্র রাশিগণ।
চারি মেঘ বিদ্যুৎ সহিত সৈন্যগণ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরী অপ্সর।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি চলিল বিস্তর ॥
বশিষ্ঠ পৌলস্ত্য ভৃগু পুলহ অঙ্গিরা।
পরাশর ক্রতু দক্ষ লোমশ সুধীরা ॥
অসিত দেবল কৌণ্ড শুক সনাতন।
মার্কণ্ড মাণ্ডব্য ধ্রুব জয়ন্ত কোপন ॥
ইত্যাদি যতেক ঋষি ইন্দ্রপুরে থাকে।
ইন্দ্রসহ যজ্ঞস্থানে চলে লাখে লাখে ॥
চড়িয়া পুষ্পকরথে ধনের ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥
চিত্ররথ তুম্বুরু অঙ্গিরা গুণনিধি।
বিশ্বাবসু মহেন্দ্র মাতঙ্গ সুর আদি ॥
ফলকর্ণ ফলোদক চিত্রক লোত্রক।
লিখনে না যায় যত চলিল গুহ্যক ॥
ঘৃতাচী উর্ব্বশী চিত্রা রম্ভা চিত্রসেনী।
চারুনেত্রা মিশ্রকেশী বুদ্বুদা মোহিনী-

চিত্ররেখা অলম্বুষা সুরভি সমাচী।
পোনিকা কদম্বা অর্ম্মা শূদ্রা রুচি শুচি ॥
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী নৃত্য গীত নাদে।
কুবেরের সহ সবে চলিল আহ্লাদে ॥
যজ্ঞ দেখিবারে চলে যত মহীধর।
হিমাদ্রি কৈলাস শ্বেত নীল গিরিবর ॥
কালগিরি হেমকূট মন্দর মৈনাক।
চিত্রগিরি রামগিরি গোবর্দ্ধন শাখ ॥
চিত্রকূট বিন্ধ্য গন্ধমাদন সুবল।
ঋষ্যশৃঙ্গ শতশৃঙ্গ মহেন্দ্র ধবল ॥
রৈবতক যত গিরি গিরি মুনি শিল।
কামগিরি খণ্ডগিরি গিরিরাজ নীল ॥
লক্ষ লক্ষ গিরিবর দেব রূপ ধরি।
যক্ষরাজ সহ গেল যজ্ঞ অনুসরি ॥
বরুণ চলিল নিজ অমাত্য সহিত।
মূর্ত্তিমন্ত সপ্ত সিন্ধু যতেক সরিত ॥
গঙ্গা সরস্বতী শোণ দিনকরসুতা।
চিত্রপালা প্রেতা বৈতরণী পুণ্যযুতা ॥
চন্দ্রভাগা গোদাবরী সরযূ লোহিতা।
দেবনদী মহানদী মদাশ্বী সবিতা ॥
ভৈরবী ভারবী নদী ভদ্রা বসুমতী।
মেঘবতী গোমতী আরো যে সৌরবতী ॥
নর্ম্মদা অজয় ব্রাহ্মী ব্রহ্মপুত্র কংস।
তমুল কমলা বিষ কোলামুক বংশ ॥
গণ্ডকী নর্ম্মদা ফল্গু সিন্ধু করতোয়া।
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী শত লোকত্রয়া ॥
ঝুমঝুমি কালিন্দী দামোদর গিরিপুরী।
সিন্ধুকা কাবেরী ভদ্রা নদী গোদাবরী ॥
ইত্যাদি অনেক নদী নদ সরোবর।
বাপী হ্রদ তড়াগাদি ধরি কলেবর ॥
যজ্ঞস্থানে গেল সবে বরুণ সংহতি।
মহিষ বাহনেতে চলিল প্রেতপতি ॥
পিতৃগণ দূতগণ দণ্ড মৃত্যু পাশ।
আইল অমরবৃন্দ যুড়িয়া আকাশ ॥
অদ্ভুত দ্বাপর যুগে হৈল যজ্ঞরাজ।
না হইল কভু যাহা অবনীর মাঝ ॥

মনু আদি কথি রাজা না যায় লিখন।
যযাতি নহুষ রঘু মান্ধাতা ভ্রমণ ॥
দিলীপ সগর ভগীরথ দশরথ।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুরথ ভরত ॥
ইত্যাদি অনেক হৈল চন্দ্র-সূর্য্য-কুলে।
রাজসূয় অশ্বমেধ করিল বহুলে ॥
উদ্দেশেতে যেই দেবে করে আরাধন।
কর লয়ে আইলেন সেই দেবগণ ॥
মহেশ পার্ব্বতী দোঁহে করেন গমন।
অলক্ষিতে রূপ নাহি দেখে কোন জন ॥
দক্ষিণে ত্রিশূল শিরে শোভে জটাভার।
চরণ পরশে দাড়ি বামবরে তাল
এইরূপে সদাশিব সবাকারে রাখে।
যত দূর যজ্ঞ স্থল সব ঠাঁই থাকে ॥
যত যত জন আসে যজ্ঞের সদনে।
ছায়ারূপে অন্নদা তোষেন সর্ব্বজনে ॥
যার যেই বাঞ্ছা তারে আপনি যোগায়।
যে দ্রব্য যে ইচ্ছে তাহা সেইক্ষণে পায় ॥
অশ্ব আরোহণে করে খরকরবাল।
ঊনকোটি দানা লয়ে আসে ক্ষেত্রপাল ॥
শত কোটি দৈত্য লয়ে আসে দৈত্য ময়।
ছয় সহোদর আসে বিনতাতনয় ॥
দেব দৈত্য নাগ যক্ষ আসে সর্ব্বজনে।
প্রজাপতি আইলেন হংস আরোহণে ॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেখেন চতুর্ম্মুখ।
প্রজাপতিগণ সহ যজ্ঞের কৌতুক ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রুপদ রাজার আগমন।

দূতমুখে বার্ত্তা পেয়ে পাঞ্চালাধিকারী
দুহিতা হইবে মম রাষ্ট্র-পাটেশ্বরী ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ড্যাদি হয়ে হৃষ্ট চিত।
যজ্ঞ অঙ্গ দ্রব্য সব সাজায় ত্বরিত ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র সেবকী মনোরমা।
সুধাংশুবদনী পদ্মনয়নী সুশ্যামা ॥

অনেক আসিল দাস দাসী সমুদায় ।
সহস্রেক দাসী নিল মনোরম কায় ।।
যুগল সহস্র বাজী গতি বায়ু সম ।
বহু বহু দ্রব্য নিল বাছিয়া উত্তম ।।
সর্ব্বরাজ্য দিব হেন বিচারিল মনে।
সহ দারা চলে রাজা যজ্ঞের সদনে ।।
চতুরঙ্গদলে আর প্রজা চারি জাতি ।
নানাবাদ্য-শব্দে যায় কাঁপে বসুমতী ।।
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল পূর্ব্ব দ্বারে ।
বেত্র দিয়া ইন্দ্রসেন রাখিল তাহারে ।।
রহ রহ ক্ষণেক পাঞ্চাল অধিকারী ।
রাজাজ্ঞা পাইলে দ্বার ছাড়িবারে পারি ।
এক্ষণে আসিবে সহদেব ধনুর্দ্ধর ।
তাহা হাতে বার্ত্তা দিব রাজার গোচর ।।
ইন্দ্রসেন বচনেতে রহে নৃপবর ।
হেনকালে আইলেন মাদ্রীর কোঙর ।।
দ্রুপদে দেখিয়া গেল রাজার গোচর ।
ধর্ম্মরাজে জানাইল শিরে দিয়া কর ।।
বহু রত্ন আনিলেন অনেক দাসী দাস ।
অশ্ব হস্তী উট খর নানাবর্ণ বাস ।।
আজ্ঞা পেলে আসি হেথা করে দরশন ।
শুনিয়া দিলেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন ।।
হস্তী অশ্ব পশু আদি যত রত্ন ধন ।
দুর্য্যোধন ভাণ্ডারীরে কর সমর্পণ ।।
দাস দাসী সমর্পহ দ্রৌপদীর স্থানে ।
পুত্র সহ হেথা লয়ে আইস রাজনে ।।
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব করিল তেমতি ।
যেই মত কহিয়াছেন নরপতি ।।
সপুত্র ভিতরে গেল পাঞ্চাল ঈশ্বর ।
সঙ্গেতে চলিল জন কত নৃপবর ।।
ঘটোৎকচ মহাবীর হিড়িম্বাতনয় ।
যজ্ঞের পাইয়া বার্ত্তা সানন্দ হৃদয় ।।
হিড়িম্বক বনেতে তাহার অধিকার ।
তিন লক্ষ রাক্ষস তাহার পরিবার ।।
হয় হস্তী রথেতে করিয়া আরোহণ ।
যজ্ঞহেতু নানারত্ন করিয়া সাজন ।।
নানাবাদ্যে উপনীত যজ্ঞের সদন ।
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া করিয়া রচন ।।
ধবল মাতঙ্গ পৃষ্ঠে করি আরোহণ ।
ঐরাবত পৃষ্ঠে যেন সহস্রলোচন ।।
মাথায় মুকুট মণি রত্নেতে মণ্ডিত ।
সারি সারি শ্বেত ছত্র শোভে চতুর্ভিত ।।
কৃষ্ণ শ্বেত চামর ঢুলায় শত শত ।
পার্ব্বতীয় হস্তী অশ্ব নানাবর্ণে রথ ।।
উত্তর দ্বারেতে উপনীত ভীমসুত ।
চতুর্দ্দিক হুড়াহুড়ি দেখিয়া অদ্ভুত ।।
কেহ বলে ইন্দ্র চন্দ্র কিবা প্রেতপতি ।
অরুণ বরুণ কিবা কোন মহামতি
কেহ বলে দেবরাজ এ যদি হইত ।
সহস্রলোচন তবে অঙ্গেতে থাকিত ।।
কেহ বলে এই যদি হইত শমন ।
গজ না হইয়া হৈত মহিষ বাহন ।।
কেহ বলে এই যদি হ'ত হুতাশন ।
তবে সে হইত এই হংসের বাহন ।।
বরুণ হইলে হৈত বাহন মকর ।
সপ্ত অশ্ব রথ হৈত হ'লে দিবাকর ।।
এত বলি লোক সব করিছে বিচার ।
গজ হৈতে নামিলেন হিড়িম্বাকুমার ।।
প্রবেশ হইতে তারে নিবারে দ্বারেতে ।
জিজ্ঞাসিল কেবা তুমি এলে কোথা হতে
পরিচয় দেহ বার্ত্তা জানাই রাজারে ।
রাজাজ্ঞা পাইলে পাবে যাইতে ভিতরে ।।
ঘটোৎকচ বলে আমি ভীমের অঙ্গজ ।
হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম নাম ঘটোৎকচ ।।
এত শুনি অনিরুদ্ধ কৈল সম্ভাষণ ।
রহিতে উত্তম স্থান দিল ততক্ষণ ।।
সহদেব কহিলেন গোচরে রাজার ।
জননী সহিত এলো হিড়িম্বাকুমার ।।
ধর্ম্ম আজ্ঞা করিলেন আন শীঘ্রগতি ।
জননী পাঠাও তাঁর যথায় পার্ষতী ।।
যত দ্রব্য আনিয়াছে দেহ দুর্য্যোধনে ।
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব গেল সেইক্ষণে ।।

হিড়িম্বারে পাঠাইল স্ত্রীগণ ভিতর ।
ঘটোৎকচে লয়ে গেল রাজার গোচর ।।
হিড়িম্বা দেখিয়া চমকিত অন্তঃপুরী ।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ বিদ্যাধরী ।।
অলঙ্কারে বিভূষিত আনন্দিত অঙ্গ ।
বিনা মেঘে স্থির যেন তড়িত তরঙ্গ ।।
কুন্তীর চরণে গিয়া প্রণাম করিল ।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী বসিতে বলিল ।।
যথায় দ্রৌপদী ভদ্রা রত্ন সিংহাসনে ।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থানে ।।
অহঙ্কারে দ্রৌপদীরে সম্ভাষ না কৈল ।
দেখিয়া পার্ষতী দেবী অন্তরে কুপিল ।।
কৃষ্ণা বলে নহে দূর খলেরপ্রকৃতি ।
আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি ।।
কি আহার কি আচার কোথায় শয়ন ।
কোথায় থাকিস্ তোর না জানি কারণ ।
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ ।
তোর সহোদরে ভীম করিল নিধন ।।
ভ্রাতৃবৈরী জনে কেহ না দেখে নয়নে ।
কামাতুরা হয়ে তো ভজিলি হেন জনে ।।
সতত ভ্রমিস তুই যথা লয় মন ।
একে কুপ্রকৃতি আর নাহিক বারণ ।।
স্থানে স্থানে বেড়াস ভ্রমরে যেন মধু ।
সভামধ্যে বসিলি হইয়া কুলবধূ ।।
মর্য্যাদা থাকিতে কেন না যাস উঠিয়া ।
আপন সদৃশ স্থানে তুমি বৈস গিয়া ।।
কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্যজালে ।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কৃষ্ণা প্রতি বলে ।।
অকারণে পাঞ্চালি করিস অহঙ্কার ।
পরে নিন্দ নাহি দেখ ছিদ্র আপনার ।।
কুরূপ কুৎসিত লোকে নিন্দে ততক্ষণ ।
যতক্ষণে দর্পণেতে না দেখে বদন ।।
তোমার জনকে পূর্ব্বে জানে সর্ব্বজনা ।
বান্ধিয়া আনিয়া পার্থ করিল লাঞ্ছনা ।।
যেই জন করিলেক এত অপমান ।
কোন্ লাজে হেন জনে দিল কন্যাদান ।।
আমি যে ভজিনু ভীমে দৈবের নির্ব্বন্ধ ।
পশ্চাৎ আমার ভাই করিলেক দ্বন্দ্ব ।।
সহিতে না পারি মৈল করিয়া সংগ্রাম
বীরধর্ম্ম করিল লোকেতে অনুপম ।।
শত্রুরে যে ভজে তারে বলি ক্লীব জন্ম ।
সংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম্ম ।।
আমার সপত্নী তুমি আমি না তোমার ।
তোর বিবাহের আগে বিবাহ আমার ।।
পঞ্চ জন কুন্তী ঠাকুরাণীর নন্দন ।
পঞ্চ পুত্রে আছি বধূ ত্রয়োদশ জন ।।
ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জহ অর্দ্ধ তুমি স্বতন্তরা ।
দ্বাদশ জনেতে অর্দ্ধ নাহি দেখি মোরা ।।
তথাপি আমারে দেখি অঙ্গ হৈল জরা ।
কি হেতু নিন্দিস্ মোরে বলি স্বতন্তরা ।।
পুত্র হিড়িম্বক মোর ধনের ঈশ্বর ।
পুত্রগৃহ-বাসে কভু নহি যে স্বতন্তর ।।
বাল্যকালে কন্যা রক্ষা করয়ে জনকে ।
নারীকে যৌবনকালে স্বামী সদা রাখে ।।
শেষকালে পুত্র রাখে আছে হেন নীত ।
বিশেষে আমার পুত্র পৃথিবী পূজিত ।।
মাতুলের রাজ্যমধ্যে হইয়া ঈশ্বর ।
বাহুবলে শাসিল যতেক নিশাচর ।।
সুমেরু অবধি বৈসে যতেক রাক্ষস ।
একেশ্বর মোর পুত্র সব কৈল বশ ।।
রাজসূয় যজ্ঞবার্ত্তা লোকমুখে শুনি ।
যতেক রাক্ষসগণ করে কাণাকাণি ।।
রাক্ষসের বৈরী যত পাণ্ডুপুত্রগণ ।
চল সবে যজ্ঞ নষ্ট করিব এখন ।।
বকের অমাত্য ভ্রাতৃ আছে যত জন ।
মোর সহোদর হিড়িম্বের বন্ধুগণ ।।
এইত বিচার তারা অনুক্ষণ করে ।
এ সকল বার্ত্তা আসে পুত্রের গোচরে ।।
চরমুখে জানিল কুচক্রী যত জন ।
যুদ্ধ করি সবাকারে করিল বন্ধন ।।
লৌহপাশে বন্দী করি রাখে কারাগারে
যাবত সারিয়া যজ্ঞ না আইসে ঘরে ।।

আর যত পৃথিবীতে বৈসে নিশাচর।
সবারে জিনিয়া বলে আনিলেক কর ॥
সাক্ষাতে দেখহ কৃষ্ণা মোর পুত্রপ্রভা।
মোর পুত্রে শোভিতেছে পাণ্ডবের সভা ॥
এতেক হিড়িম্বা যদি বলে কটুস্বর।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণা কুপিত অন্তর ॥
পুনঃপুনঃ যতেক কহিস পুত্রকথা।
পুত্রের করিস গর্ব্ব খাও পুত্রমাথা ॥
কর্ণের একাঘ্নী অস্ত্র বজ্রের সমান।
তার ঘাতে তোর পুত্র ত্যজিবে পরাণ ॥
পুত্রের শুনিয়া শাপ হিড়িম্বা কুপিল।
ক্রুদ্ধা হয়ে হিড়িম্বা কৃষ্ণারে শাপ দিল ॥
নির্দ্দোষে আমার পুত্রে দিলে তুমি শাপ।
তুমিও পুত্রের শোকে পাবে বড় তাপ ॥
যুদ্ধ করি মরে ক্ষত্র যায় স্বর্গবাস।
বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চ পুত্র হবে নাশ ॥
এত বলি ক্রোধ করি হিড়িম্বা চলিল।
আপনি উঠিয়া কুন্তী দোঁহে সান্ত্বাইল ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু প্রায়।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম দাস গায় ॥

দক্ষিণ ও পূর্ব্বদ্বারে বিভীষণের
অপমান।

পার্শ্বমুখে বার্ত্তা পেয়ে রাক্ষস-ঈশ্বর।
হরিষেতে লোমাঞ্চিত হৈল কলেবর ॥
যেই কথা অনুক্ষণ কহে মুনিগণ।
বসুদেব-গৃহে জন্মিলেন নারায়ণ ॥
নিরন্তর চিত্ত ব্যগ্র যাঁরে দেখিবারে।
আপনি ডাকেন তিনি দয়া করি মোরে ॥
সর্ব্ব-তত্ত্ব-অন্তর্যামী ভকতবৎসল।
অনুগত জনে দেন মনোগত ফল ॥
তাঁর অনুগত আমি বুঝিনু কারণ।
করিলেন নিজভক্ত বলিয়া স্মরণ ॥
এত ভাবি বিভীষণ হৃষ্টচিত্ত হয়ে।
যতেক সুহৃদগণে বলিল ডাকিয়ে ॥
শীঘ্রগতি সজ্জ হও নিজ পরিবারে।
আমার সহিত চল কৃষ্ণ ভেটিবারে ॥
দিব্য রত্ন আছে যত আমার ভাণ্ডারে।
সব রত্ন ধন লহ দিব দামোদরে ॥
লোচনে দেখিব আজি কমললোচন।
জন্মাবধি-কৃত পাপ হবে বিমোচন ॥
এত বলি রথে আরোহিল লঙ্কেশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল লক্ষ লক্ষ নিশাচর ॥
বাজায় বিবিধ বাদ্য রাক্ষসী বাজনা।
শত শত শ্বেতচ্ছত্র না যায় গণনা ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে উত্তরিল বিভীষণ।
মিশামিশি হইল রাক্ষস নরগণ ॥
বিকৃত আকার সব নিশাচরগণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে করে নিরীক্ষণ ॥
দুই তিন মুখ কার অশ্বপ্রায় মুখ।
বক্রদন্ত দেখি নাসা চক্ষু যেন কূপ ॥
রথ হ'তে ভূমিতে নামিল বিভীষণ।
যজ্ঞস্থান দেখি হ'ল বিস্ময়-বদন ॥
আদি অন্ত নাহি লোক চতুর্দ্দিকে বেড়ি।
উচ্চ নীচ জল স্থল আছে লোক যুড়ি ॥
কোথায় দেখয়ে একপদ নরগণ।
দীর্ঘকর্ণ দেখে কোথা বিবর্ণ বদন ॥
কোথায় কিরাত ম্লেচ্ছ বিকৃত আকার।
কৃষ্ণ অঙ্গ তাম্রকেশ দেখে কত আর ॥
কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া করে।
রাক্ষস দানব দৈত্য অনেক বিহরে ॥
সিদ্ধ সাধ্য ঋষি যোগী অনেক ব্রাহ্মণ।
বিবিধ বাহনে কোথা যমদূতগণ ॥
কোটি অশ্ব হস্তী কোটি কোটি কোটি রথ।
স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হয় অবিরত ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে ভাবে মনে মন।
এ হেন অদ্ভুত চক্ষে না দেখি কখন ॥
যে দেব দানবে বৈর আছয়ে সদায়।
হেন দেব দানবেতে একত্র খেলায় ॥
যে ফণী গরুড়ে কভু নাহি হয় দেখা।
একত্র খেলায় যেন ছিল পূর্ব্বসখা ॥
রাক্ষস মানুষে করে পাইলে ভক্ষণ।
মনুষ্যের আজ্ঞা বহে নিশাচরগণ ॥

অদ্ভুত মানিয়া রাজা মুখে দিল হাত।
জানিল এ সব মায়া করেন শ্রীনাথ ॥
দুই ভিতে দেখে রাজা অনিমেষ আঁখি।
তিন ভুবনের লোক এক ঠাঁই দেখি ॥
কে কারে আনিয়া দেয় নাহিক নির্ব্বন্ধ।
আসন ভোজন পানে সবার আনন্দ ॥
পরিবার লোক তার রহাইয়া রথ।
ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেল কত পথ ॥
আগু আর গম্য নহে যাইতে কাহারে।
থাকুক অন্যের কাজ পিপীলিকা নারে ॥
কত দূর আছে দ্বার নাহি চলে দৃষ্টি।
রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি ॥
দুই ভিতে দ্বারিগণে মারিতেছে বাড়ি।
একদৃষ্টে আছে সবে দুই কর যুড়ি ॥
পথ না পাইয়া দাণ্ডাইল বিভীষণ।
অন্তর্যামী সব জানিলেন নারায়ণ ॥
কে আইল কে খাইল কেবা নাহি পায়।
প্রতিজনে জিজ্ঞাসা করেন যদুরায় ॥
দূরে থাকি নিরখিল রক্ষ অধিপতি।
দিব্য চক্ষে জানিলেন এই লক্ষ্মীপতি ॥
অষ্টাঙ্গ লুটায়ে স্তুতি করে কর যুড়ে।
বারিধারা নয়নেতে অবিশ্রান্ত পড়ে ॥
দেখিয়া নিকটে তার গিয়া নারায়ণ।
দুই হাতে ধরি দেন প্রীতি আলিঙ্গন ॥
স্তুতি করে বিভীষণ যুড়ি দুই কর।
আনন্দে চক্ষের জল ঝরে নিরন্তর ॥
নানারত্ন নিবেদিয়া ফেলে ভূমিতলে।
পুনঃপুনঃ ধরি পড়ে চরণকমলে ॥
যতেক আনিল রাজা বিবিধ রতন।
গোবিন্দের আগে লয়ে দিল ততক্ষণ ॥
করযোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ।
আজ্ঞা কর জগন্নাথ করিব কি কাজ ॥
গোবিন্দ বলেন আসিয়াছ যেই কাজে
মম সঙ্গে ভেটিবারে চল ধর্ম্মরাজে ॥
বিভীষণ বলে কর্ম্ম সম্পন্ন হইল।
তোমার পদারবিন্দ নয়ন দেখিল ॥
তোমার পদারবিন্দে দৃঢ় আলিঙ্গন।
পিতামহ-বাঞ্ছিত যে অন্য কোন জন ॥
লক্ষ্মীর দুর্লভ মোরে করিলা প্রসাদ।
চিরকাল বিচ্ছেদের খণ্ডিল বিষাদ ॥
সম্পূর্ণ মানস হৈল সিদ্ধ হৈল কাজ।
এখন কি করি আজ্ঞা কর দেবরাজ ॥
গোবিন্দ বলেন যে করিল আবাহন।
যার দূত সঙ্গে পূর্ব্বে পাঠাইলে ধন ॥
যার নিমন্ত্রণে তুমি আসিলে হেথায়।
চলহ ভেটাই সেই ঠাকুরে তোমায় ॥
বিভীষণ কহিল বলিল দূতগণ।
পাণ্ডবের যজ্ঞে অধিষ্ঠান নারায়ণ ॥
তব দ্রোহী হইবে না দিলে তারে কর।
অন্য কি তোমার নামে দিব কলেবর ॥
চিরকাল অদর্শনে আছি অপরাধী।
আপনি ডাকিলা হেন ঘটাইল বিধি ॥
বিশ্বের ঠাকুর তুমি মনে হেন জানি।
তোমার ঠাকুর আছে আমি নাহি মানি ॥
যে হউক মোর প্রভু তোমা বিনা নাই।
প্রয়োজন নাই মোর অন্যজন ঠাঁই ॥
গোবিন্দ বলেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
যার দরশনে হয় নিষ্পাপ শরীর ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুণধাম।
এ তিন ভুবনে আছে খ্যাত যাঁর নাম ॥
প্রতাপে যাঁহারে ইন্দ্র আদি কর দিল।
কর দিয়া ফণীন্দ্র শরণ আসি নিল ॥
উত্তরে উত্তরকুরু পূর্ব্বে জলনিধি।
পশ্চিমেতে আমি দক্ষিণেতে তোমা আদি।
নাহি দিল না আসিল নাহি হেন জন।
সাক্ষাতে নয়নে তুমি দেখহ এখন ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কপি ফণী।
মনুষ্য আসিল যত আছয়ে অবনী ॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য গৃহে ভুঞ্জে।
ত্রিশ ত্রিশ দাস সেবে এক এক দ্বিজে ॥
ঊর্দ্ধরেতা সহস্র দশকে সদা সেবে।
আছেন যতেক দ্বিজ কে অন্ত করিবে ॥

স্থানে স্থানে রন্ধনাদি হয় অবিরাম।
লক্ষ লক্ষ বিপ্রগণ ভুঞ্জে এক স্থান ।।
এক লক্ষ দ্বিজ যবে করেন ভোজন।
একবার শঙ্খনাদ হয় যে তখন ।।
হেনমতে মুহুর্মুহুঃ হয় শঙ্খধ্বনি।
চতুর্দ্দিকে শঙ্খরবে কিছুই না শুনি ।।
তিন পদ্ম অযুত মাতঙ্গ দীর্ঘদন্ত।
তিন পদ্ম যুতরথ প্রত্যক্ষে অনন্ত ।।
লক্ষ নৃপতির পতি কে পারে গণিতে।
চারি জাতি যতেক নিবসে পৃথিবীতে ।।
অর্দ্ধেক রন্ধনে ভুঞ্জে অর্দ্ধেক আমান্ন।
কাহার শকতি তাহা করিবে বর্ণন ।।
এক জন অসন্তোষ নাহিক ইহাতে।
খাও খাও লও লও ধ্বনি চারি ভিতে ।।
মনু আদি যত হৈল পৃথিবীর পতি।
হেন কর্ম্ম করিবারে কাহার শকতি ।।
যত দূর পর্য্যন্ত নিবসে যত প্রাণী।
হেন জন নাহি যুধিষ্ঠিরে নাহি জানি ।।
স্মরণে সুমতি হয় নিষ্পাপ দর্শনে।
প্রণামে পরম গতি আমার সমানে ।।
হেন জনে নাহি জান তোমা হেন জন।
শীঘ্রগতি চল লয়ে করাব দর্শন ।।
বিভীষণ বলে প্রভু কহিলা প্রমাণ।
মম নিবেদন কিছু কর অবধান ।।
পূর্ব্বে পিতামহ-মুখে শুনিয়াছি আমি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সবাকার স্বামী ।।
ব্রহ্মা ইন্দ্র তব পদ কটাক্ষেতে হয়।
এ কর্ম্ম অসাধ্য নহে তোমার সহায় ।।
মম পূর্ব্ব বিবরণ জান গদাধর।
তপস্যা করিয়া আমি মাগিলাম বর ।।
স্মরিব তোমার নাম সেবিব তোমারে।
তব পদ বিনা শির না নোয়াব কারে ।।
যথায় লইয়া যাবে সংহতি যাইব।
কদাচিৎ অন্য জনে মান্য না করিব ।।
এত বলি বিভীষণ চলিল সংহতি।
পশ্চাদ্ভাগে বিভীষণ আগেতে শ্রীপতি ।।

চট চট শব্দেতে চৌদিকে পড়ে ছাট।
গোবিন্দেরে নিরখিয়া ছাড়ি দিল বাট ।।
দ্বারের নিকটে উত্তরিলে নারায়ণে।
পশিতে সাত্যকি নিবারিল বিভীষণে ।।
গোবিন্দ বলেন দ্বারে না রাখ ইহারে।
স্বদেশে যাবেন শীঘ্র ভেটিয়া রাজারে ।।
সাত্যকি বলিল প্রভু জানহ আপনি।
আজ্ঞা বিনা যাইতে না পাবে বজ্রপাণি।
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে বারিত।
যত রাজরাজেশ্বর থাকে যাম্যভিত ।।
মৎস্যদেশ-অধিপতি বিরাট নৃপতি।
শূরসেন দন্তবক্র সুমিত্র প্রভৃতি ।।
অগণিত সৈন্য যার ধনে নাহি অন্ত।
কর লয়ে দ্বারে আছে মাসেক পর্য্যন্ত ।।
শ্রেণিমন্ত সুকুমার নীলধ্বজ রাজা।
একপদ কলিঙ্গ নৈষধ মহাতেজা ।।
কিষ্কিন্ধ্যা ঈশ্বর দেখ সিন্ধুকুলবাসী।
গোশৃঙ্গ ভ্রমন আর রুক্মি তন্তুদেশী ।।
ইহা সবাকার সঙ্গে শত পঞ্চ শত।
কোটি কোটি গজ বাজী কোটি কোটি রথ
নানারত্ন ধন নিজ পরিবার লয়ে।
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়ে ।।
ত্রিশ সহস্র নৃপতি আছে এই দ্বারে।
জন কত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে ।।
পুরুজিৎ নামে রাজা পাণ্ডবমাতুল।
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে তবে লইল নকুল ।।
তার সঙ্গে গেল জনকত নৃপবর।
দেখিয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর ।।
মাতুলে রাখিয়া আর যত রাজগণে।
ঢেকা মারি তাড়াইয়া দেন ততক্ষণে ।।
আজ্ঞা বিনা ছাড়িবারে নারি কদাচন।
আজ্ঞা আনি লয়ে যাহ রাজা বিভীষণ।
এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়া গেলেন গোবিন্দ।
দুই চক্ষু দেখি যেন রক্ত অরবিন্দ ।।
তথা হতে চলি যান সহ লঙ্কাপতি।
পূর্ব্বদ্বারে উপনীত আপনি শ্রীপতি

মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়িম্বাকুমার।
তিন লক্ষ রাক্ষসেতে রক্ষা করে দ্বার ॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া সরে পথ ছাড়ি দিল।
বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে নিবারিল ॥
গোবিন্দ বলেন ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র রাবণের সহোদর ॥
রাজদরশন হেতু যাবেন ত্বরিত।
হেন জনে দ্বারে রাখা না হয় উচিত ॥
ঘটোৎকচ বলে শুন দেব চক্রপাণি।
আমি কি করিব তুমি জানহ আপনি ॥
বাইশ সহস্র রাজা আছে এই দ্বারে।
জন কত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে ॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব অনেক এসেছে।
দুই তিন মাস দ্বারে রহিয়া গিয়াছে ॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব কশ্যপ কোঙর।
মহা মহা নাগ সঙ্গে শেষ বিষধর ॥
সহস্রবদন শোভে নাগ-অধিকারী।
এইখানে ছিল তেঁহ দিন দুই চারি ॥
হের দেখ রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে।
একদৃষ্টে বুকে হস্ত নাহি চায় পাছে ॥
গিরিব্রজ-সুরপতি জরাসন্ধসুত।
জয়সেন মহারাজ যুগল অযুত ॥
নব কোটি রথ নব কোটি মত্ত হাতী।
যষ্টি কোটি তুরঙ্গম অসংখ্য পদাতি ॥
নানারত্ন আনিলেন নানা যানে করি।
হস্তিনী গর্দ্দভ উট শকট উপরি ॥
অহর্নিশি নৌকা বাহে সংখ্যা নাহি জানি।
যাঁর নৌকা ত্রিশ ক্রোশ ঢাকে গঙ্গাপানী ॥
বিংশতি সহস্র রাজা সংহতি করিয়া।
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়া ॥
শিশুপাল রাজা দেখ চেদির ঈশ্বর।
যাহার সহিত পঞ্চ শত নৃপবর ॥
তিন কোটি হস্তী সঙ্গে তিন কোটি রথ।
নব কোটি আসোয়ার গতি বায়ুবত ॥
নানা যান করি নানা রত্ন সঙ্গে লৈয়া।
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়া ॥

দীর্ঘজঙ্ঘ রাজা দেখ অযোধ্যার পতি।
তিন কোটি রথ সঙ্গে তিন কোটি হাতী ॥
সপ্ত শত নরপতি সংহতি করিয়া।
কর লয়ে দ্বারে আছে বারিত হইয়া ॥
কাশীরাজ দেখ এই কাশীর ঈশ্বর।
কোশলের রাজা বৃহদ্বল নৃপবর ॥
বহুরাজা সুপার্শ্ব কৌশিক শ্রুত রাজা।
মদ্রসেন চন্দ্রসেন পার্শ্ব মহাতেজা ॥
সুপর্ণ সুমিত্র রাজা সুমুখ শম্বূক।
মণিমন্ত দণ্ডধর নৃপতি মুটুক ॥
পুণ্ডরীক বাসুদেব জরদ্ধাব আদি।
করিল মেদিনী ব্যাপ্ত সমুদ্র অবধি ॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত সপ্তশত।
লিখনে না যায় যত গজ বাজী রথ ॥
যে দেশে যে রত্ন জন্মে তাহা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়া ॥
উপরুদ্ধ অত্যন্ত হয়েন যেই জন।
রাজারে জানায় গিয়া তাঁর বিবরণ ॥
তবে যদি ধর্ম্মরাজ দেন অনুমতি।
যারে আজ্ঞা দেন সেই জন করে গতি ॥
মুহূর্ত্তেক রহি মাত্র দরশন পায়।
শীঘ্রগতি পুন আনি রাখয়ে হেথায় ॥
রাজার শ্বশুর দেব দ্রুপদ নৃপতি।
দিনেক রহিল পরিজনের সংহতি ॥
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে তবে ছাড়ে দ্রুপদেরে
তাঁর সঙ্গে রাজা কত পশিল ভিতরে ॥
সেই হেতু পিতা মোরে করিলেন ক্রোধ
শ্বশুরের কিছু না রাখিল উপরোধ ॥
বাহির করিয়া যে দিলেন রাজগণে।
দ্বারিগণে বহু ক্রোধ করিয়াছে মনে ॥
পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন ছিল এই দ্বারে দ্বারী।
এই দোষে তাহারে দিলেন দূর করি ॥
রাখিলেন মোরে দ্বারে অনেক কহিয়া।
আজ্ঞা বিনা ইন্দ্র এলে না দিবে ছাড়িয়া
এই হেতু জগন্নাথ ভয় লাগে মনে।
আজ্ঞা বিনা কিরূপেতে ছাড়ি বিভীষণে

রহাইয়া আন রাজ অনুমতি হরি।
জানাতে রাজারে আমি নাহি শক্তি ধরি॥
নকুল আইসে কিম্বা অনুজ তাঁহার।
বার্ত্তা জানাইতে এ দোঁহার অধিকার॥
বুঝিয়া আপনি কর যে হয় বিচার।
ক্ষণেক থাকহ নহে যাহ অন্য দ্বার॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন উত্তর দুয়ার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

চারি জন রাজার শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রাণদান।

বিভীষণে সঙ্গে করি যান গদাধর।
কত দূরে দেখিলেন ভীম অনুচর॥
চারি জন নৃপতিরে করিয়া বন্ধন।
কেশে ধরি কোপভরে যায় চারি জন॥
জিজ্ঞাসেন মাধব তোমরা কোন জন।
এ চারি জনেরে কেন করিলে বন্ধন॥
দূতগণ বলে মোরা ভীমের কিঙ্কর।
দুষ্ট কর্ম্ম কৈল এই চারি নৃপবর॥
শ্বেত আর লোহিত মণ্ডল নরপতি।
অবধানে জগন্নাথ কর অবগতি॥
এ দোঁহার দেশ প্রভু সমুদ্রের তীরে।
পার্থ জিনি কর সহ আনিল দোঁহারে॥
এখন না বলিয়া যাইতেছিল দেশে।
অর্দ্ধপথ হতে মোরা আনি ধরি কেশে॥
হের দেখ জগন্নাথ এই দুই জনে।
উপহাস কৈল দুই দরিদ্র ব্রাহ্মণে॥
এই হেতু চারি জনে আনিনু বান্ধিয়া।
আজ্ঞা করিলেন ভীম শূলে দিতে নিয়া॥
এত শুনি কৃষ্ণ ফিরাইয়া চারি জনে।
বৃকোদর কোথা জিজ্ঞাসেন দূতগণে॥
আগে আগে যায় দূত পিছে গদাধর।
কত দূরে দেখিলেন আসে বৃকোদর॥
এক লক্ষ রথী সহ ভ্রমে সর্ব্বস্থল।
সবাকার তত্ত্ব করে ভীম মহাবল॥
ভীমের নিকটে উত্তরিল নারায়ণ।
কহিলেন মুক্ত করি দেহ চারি জন॥
কর্ম্ম হেতু এ সবারে কৈলে আবাহন।
অনাদর এখন করহ কি কারণ॥
কর্ম্ম যদি করিবে হইয়া মহাতেজা।
ক্ষুদ্র লোকে নিমন্ত্রিলে করিবেক পূজা॥
দুষ্ট শিষ্ট আসিয়াছে বহু কর্ম্মস্থলে।
কর্ম্মে বহু বিঘ্ন হয় ক্ষমা না করিলে॥
বৃকোদর বলে শুন দৈবকীনন্দন।
দোষমত শাস্তি যদি না পায় দুর্জ্জন॥
আর সবে ক্রমে ক্রমে সেই পথ লয়।
কহ ইথে কর্ম্ম পূর্ণ কোনমতে হয়॥
দুষ্টে ক্ষমা করিতে না পারি কদাচন।
দুষ্টাচারী নাহি ছাড়ে নিজ দুষ্টপণ॥
দুষ্ট জনে নিজ তেজ যদি না দেখায়।
অবজ্ঞা করয়ে আর কর্ম্মধ্বংস হয়॥
ইহার সহিত পূর্ব্বে পরিচয় কোথা।
তেজ হৈতে যত দেখ আসিয়াছে এথা॥
সুকর্ম্ম লভয়ে যদি শাস্তি আচরণে।
ক্রমে ক্রমে সুকর্ম্ম লভিবে এত দিনে॥
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
শুন শুন ভীমসেন আমার বচন॥
তোমার শাস্তির শব্দে ত্রৈলোক্য পূরিল
তেঞি দেখ তিন লোক একত্র মিলিল।
শাস্তি আচরিতে তুমি এ কর্ম্ম করিলে।
কহ ভীম যজ্ঞ পূর্ণ হইবে কি ভালে॥
অন্য কর্ম্ম নহে এই রাজসূয় সত্র।
এক লক্ষ রাজা আসি হয়েছে একত্র॥
নাহি জান এর মধ্যে আছে ভাল মন্দ।
একচক্র হয়ে যদি সবে করে দ্বন্দ্ব॥
কহ মোরে তখন কি উপায় করিবে।
প্রমাদ ঘটিবে আর যজ্ঞ নষ্ট হবে॥
পৃথিবীর লোক সব করিলে বিরোধ।
কত কত জনে তুমি করিবা প্রবোধ॥
পাতালে রহিল গিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্বন্দ্ব করিবারে তুমি সবে একেশ্বর॥

কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৃকোদর।
তব যোগ্য কথা নহে দেব দামোদর॥
এক লক্ষ রাজা যে বলিলা নারায়ণ।
প্রত্যক্ষেতে আমি দেখিলাম সর্ব্বজন॥
অজাযূথ লাগে যেন ব্যাঘ্রের নয়নে।
সেই মত রাজগণ লাগে মম মনে॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে হয় এক দিগে।
কাহার নাহিক দায় রৈল মম ভাগে॥
সসৈন্য আগত এক লক্ষ নৃপবর।
মুহূর্ত্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর॥
মনুষ্য কি গণি যদি তিন লোক হয়।
একেশ্বর সবারে করিব পরাজয়॥
যার জয় ইচ্ছে দেব তোমা হেন জনে।
তারে পরাজয় করে নাহি ত্রিভুবনে॥
গোবিন্দ বলেন সব সম্ভবে তোমারে।
তোমা সহ বিরোধ করিতে কেবা পারে।
ইহা সবাকারে ছাড় আমার বচনে।
এবে দ্বন্দ্ব কর যেবা করে দুষ্টগণে॥
এত বলি মুক্ত করি দেন চারি জনে।
তথা হৈতে যান চলি লয়ে বিভীষণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

উত্তর পশ্চিম দ্বারে বিভীষণের অপমান।

যাইতে যাইতে কৃষ্ণ কন বিভীষণে।
বহু রাজা দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে॥
এমত সম্পদ কি হয়েছে কোন জনে।
আমা হেন জন রাখে যার দ্বারিগণে॥
তিন ভুবনের লোক একত্র মিলিল।
ইন্দ্র আদি করি সবে যাঁরে কর দিল॥
বিভীষণ বলে দেব এ নহে অদ্ভুত।
ইহা হতে রাজসূয় হয়েছে বহুত॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ এ যজ্ঞ করিল।
সপ্তম দ্বীপের লোক একত্র হইল॥
আর আর যত রাজা পৃথিবীতে ছিল।
ইন্দ্র আদি দেব জিনি নানা যজ্ঞ কৈল॥
একমাত্র পাণ্ডবের বাখানি বিশেষ।
আপনি এতেক স্নেহ কর হৃষীকেশ॥
ব্রহ্মা আদি ধ্যায় প্রভু তোমা দেখিবারে।
এ বড় আশ্চর্য্য তুমি ভ্রম দ্বারে দ্বারে॥
তোমার চরিত্র প্রভু কি বুঝিতে পারি।
নহুষে করিলা ইন্দ্র বলি দূর করি॥
ব্রহ্ম কীট পদ প্রভু তোমার সমান।
যারে যাহা কর তাহা কে করিবে আন॥
ইন্দ্র আদি পদ প্রভু না করি গণন।
তব পদে ভক্তি যার সেই মহাজন॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোমা।
তেঞি দ্বারে দ্বারী রাখে তারে কর ক্ষমা।
কি কারণে জগন্নাথ এত পর্য্যটন।
দ্বারে দ্বারে ভ্রম প্রভু কোন প্রয়োজন॥
দৈবেতে এ দ্বারীগণ না ছাড়ে আমারে।
মম প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে॥
মানস হইল পূর্ণ সিদ্ধ হৈল কার্য্য।
আজ্ঞা হৈলে মহাপ্রভু যাই নিজরাজ্য॥
বিভিষণ বাক্য শুনি বলে চক্রধর।
কত আর কহিব তোমারে লঙ্কেশ্বর॥
সর্ব্বধর্ম্ম জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তুমি হেন কথা কহ না হয় উচিত॥
নিমন্ত্রণ করিল যে তারে না ভেটিয়া।
যদি যাহ জিজ্ঞাসিলে কি বলিব গিয়া॥
তব আগমন এবে সবে জ্ঞাত হৈল।
লোকে বলিবেক সেই কৃষ্ণ ভেটি গেল॥
হেন অপকীর্ত্তি মম চাহ কি কারণ।
ক্ষণেকে করিয়া যাহ রাজদরশন॥
এইরূপে পথে দোঁহে কথোপকথনে।
উত্তর দুয়ারে উত্তরিলেন দুজনে॥
উত্তর দুয়ারে দ্বারী কামের নন্দন।
গোবিন্দে দেখিয়া আসি করিল বন্দন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাই রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব রাক্ষস-ঈশ্বর॥
অনিরুদ্ধ বলে দেব রহ মুহূর্ত্তেক।
এখনি মাদ্রীর পুত্র হেথা আসিবেক॥

তাঁর হাতে জানাইব রাজার গোচর।
আজ্ঞা পেয়ে লয়ে যাহ রাক্ষস-ঈশ্বর ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি না জান ইহারে।
ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে দুয়ারে ॥
রাবণের সহোদর লঙ্কা অধিপতি।
রাক্ষসের রাজা যে ব্রহ্মার হয় নাতি ॥
এত শুনি হাসি বলে কামের নন্দন।
কেন হেন কহ দেব জানিয়া কারণ ॥
প্রত্যক্ষে দেখহ দেব যতেক নৃপতি।
অনেক দিবস হৈল দ্বারে কৈল স্থিতি ॥
প্রাগ্‌দেশ অধিপতি রাজা ভগদত্ত।
নব কোটি রথ সঙ্গে কোটি গজ মত্ত ॥
বিংশতি সহস্র রাজা ইহার সংহতি।
ঐরাবত সম যার আরোহণ হাতী ॥
নানারত্ন কর দেখ সঙ্গেতে করিয়া।
বহু দিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া ॥
বাহ্লীক বৃহন্ত আর সুদেব কুন্তল।
সিংহরাজ সুশর্ম্মা রোহিত বৃহন্নল ॥
কামদেব কামেশ্বর রাজা কামসিন্ধু।
ত্রিগর্ত্ত দ্বিরদশির মহারাজ সিন্ধু ॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত।
ত্রিশ কোটি মত্ত হস্তী ত্রিশ কোটি রথ ॥
যেই দেশে নাহি শক্তি বিহঙ্গ যাইতে।
সে সকল রাজা দেব দেখহ সাক্ষাতে ॥
নানা রত্ন কর লয়ে দ্বারে বসি আছে।
বৎসর অবধি হৈল কেহ নাহি পুছে ॥
পুত্রপৌত্র ব্রহ্মার এসেছে কত জন।
প্রপৌত্র আইল যত কে করে গণন ॥
ইন্দ্র চন্দ্র জলেশ কৃতান্ত দিনকর।
ব্রহ্মঋষি দেবঋষি আইল বিস্তর ॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু হাহা হুহু।
বিশ্বাবসু আদি সহ বিদ্যাধর বহু ॥
যক্ষরাজ সহ এল কত লব নাম।
আসিয়াছে আসিতেছে নাহিক বিরাম ॥
দুই এক দিন সবে রহি রহি গেছে।
রাজ-আজ্ঞা মাত্র সবে দুই এক আছে ॥
বিনা আজ্ঞা ছাড়ি দিলে দুঃখ পায় পাছে।
রাজদ্রোহী কর্ম্মে দেব বহু বিঘ্ন আছে ॥
দোষ গুণ বুঝিতে ভীমের অধিকার।
ভীম ক্রোধ করিলে নাহিক প্রতিকার ॥
বুঝিয়া করহ দেব যে হয় বিচার।
কি শক্তি আমার আজ্ঞা বিনা ছাড়ি দ্বার ॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন পশ্চিম দুয়ার ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা দেখ বিদ্যমান।
পৌত্র হয়ে নাহি মোরে করিল সম্মান ॥
নাহিক উহার দোষ কর্ম্ম এইরূপে।
ইন্দ্র যম ভয় করে ভীমের প্রতাপে ॥
অল্প দোষে দেয় দণ্ড ক্রোধ নিরন্তর।
শ্রুতিমাত্র দেয় শাস্তি নাহি পরাপর ॥
চলহ পশ্চিম দ্বারে আছে দুর্য্যোধন।
আমা দেখি কদাচ না করিবে বারণ ॥
আর কহি বিভীষণ না হও বিস্মৃতি।
যখন করিবে দৃষ্টি ধর্ম্ম নরপতি ॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া তুমি প্রণাম করিবে।
নৃপতির আজ্ঞা পেলে তখনি উঠিবে ॥
বিভীষণ বলে প্রভু নহে কদাচন।
নিবেদন করিয়াছি মম বিবরণ ॥
পূর্ব্ব হৈতে তব পদে বিক্রীত শরীর।
তব পদ বিনা অন্যে না নোয়াব শির ॥
এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে মনে।
করিয়াছি কুকর্ম্ম আনিয়া বিভীষণে ॥
বিভীষণ যদি দণ্ডবৎ না করয়।
সভাতে পাইবে লজ্জা ধর্ম্মের তনয় ॥
এত চিন্তি জগন্নাথ করেন বিচার।
ব্রহ্মা আদি তপ করে এবা কোন ছার ॥
যজ্ঞারম্ভ কৈল রাজা আমার বচনে।
আমি যজ্ঞেশ্বর বলি জানে সর্ব্বজনে ॥
ব্রহ্মা আদি কৈল যজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
কোন যজ্ঞ নাহি হবে এ যজ্ঞ উপর ॥
এত চিন্তি জগন্নাথ সহ বিভীষণ।
পশ্চিম দ্বারেতে যান যথা দুর্য্যোধন ॥

ছুর্য্যোধন নৃপতির ছুই অধিকার।
দ্রব্যের ভাণ্ডারী আর রক্ষা করে দ্বার ॥
অসংখ্য ভাণ্ডার যেন শোভে গিরিবর।
কনক রজত মুক্তা প্রবাল পাথর ॥
অমূল্য কীটজ চীর লোমজ বসন।
কস্তূরী দশন হস্তী শৃঙ্গী অগণন ॥
চতুর্দ্দিক হইতে আসিছে ঘনেঘন।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন হয় বরিষণ ॥
দরিদ্র ভিক্ষুক দ্বিজ ভট্ট আদি যত।
বিছুরের সম্মত দিতেছে অনুব্রত ॥
যত দ্রব্য আসে তত দিতেছে সকল।
পুনঃপুনঃ আসে যেন জোয়ারের জল ॥
কত জনে কত দেয় নাহি পরিমাণ।
অদরিদ্রা কৈল পৃথী দিয়া বহুদান ॥
ঊনশত ভাই সহ নিজ পরিবার।
ছুর্য্যোধন দ্বারী রাখে পশ্চিম ছুয়ার ॥
গোবিন্দেরে নিরখিয়া বলে ছুর্য্যোধন।
কহ কোন হেতু দাণ্ডাইলা নারায়ণ ॥
গোবিন্দ বলেন, ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
যাইতে নিবারে কেন তোমার কিঙ্কর ॥
ছুর্য্যোধন বলে কৃষ্ণ নাহি তার দোষ।
আপনি জানহ প্রভু ভীমের আক্রোশ ॥
হের দেখ জগন্নাথ দ্বারেতে আছয়।
পশ্চিম দিকেতে বৈসে যত রাজচয় ॥
শিরসি দেশের রাজা দেখহ রোহিত।
শতসংখ্য রাজা আছে ইহার সহিত ॥
পঞ্চ কোটি হস্তী সঙ্গে দশ কোটি রথ।
যাঁর সৈন্য যুড়িয়াছে দশ ক্রোশ পথ ॥
নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে সব বারিত হইয়া ॥
মালব ঈশ্বর শিবি পুষ্কর নৃপতি।
পঞ্চ শত রাজা আছে দোঁহার সংহতি ॥
এক কোটি রথ আর গজ কোটি সাথ।
কত অশ্ব আছে কেবা করে দৃষ্টিপাত ॥
নানাবর্ণ রত্ন লয়ে ছুয়ারেতে আছে।
মাস ছুই তিন হৈল কেহ নাহি পুছে ॥

দ্বারপাল রাজা আর রাজ বৃন্দারক।
প্রতিবিন্ধ্য নরপতি অমরকণ্টক ॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত।
লিখনে না যায় যত গজ বাজী রথ ॥
চারি জাতি প্রজা এল নানা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে সব বারিত হইয়া ॥
চিত্রসেন রাজা দেখ চাঁচর ঈশ্বর।
ত্রিশ কোটি রথ ত্রিশ কোটি যে কুঞ্জর ॥
নানারত্ন আনিল নাহিক তার ওর।
এ সবার পাছে যেন দাণ্ডাইয়া চোর ॥
বসুদেব সহ আসে যত যছুবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর যে মাতুল নৃপতির ॥
আজ্ঞা পেয়ে মাদ্রীপুত্র লইল ভিতরে।
তথাপিহ ছুই দিন রহিলেন দ্বারে ॥
আসিবা মাত্রেতে লয়ে চাহ যাইবার।
আজ্ঞা বিনা কিরূপেতে দ্বারী ছাড়ে দ্বার ॥
এইক্ষণে আসিবেক মাদ্রীর নন্দন।
ক্ষণমাত্র এথায় বৈসহ নারায়ণ ॥
এত বলি ছুর্য্যোধন দিল সিংহাসন।
ছুই সিংহাসনে বসিলেন ছুই জন ॥
কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মায়ায় মোহিত ॥
ধন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জন্ম শুভক্ষণে।
হেন প্রভু বশ কৈল আপনার গুণে ॥
ধন্য ধন্য অশ্বমেধ কৈল শত শত।
কঠোর তপস্যা রাজা ধন্য কৈল কত ॥
কেহ যজ্ঞ ব্রত করে বৈভব কারণ।
ইন্দ্রপদ বাঞ্ছে কেহ কুবের তপন ॥
তিন লোক মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নেরে বাখানি।
কত ইন্দ্রপদ যার কর্ম্মের নিছনি ॥
যাহার যশের গুণে পূরিল সংসার।
ক্ষিতিমধ্যে খণ্ডাইল যম অধিকার ॥
যাবত ব্রহ্মাণ্ড আর যাবত ধরণী।
করিল অদ্ভুত কীর্ত্তি নিস্তারিতে প্রাণী ॥
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা আদি করে যে নারকী।
অবহেলে স্বর্গে যায় কৃষ্ণমুখ দেখি ॥

জন্মে জন্মে কাশী আদি নানা তীর্থ সেবে।
তপক্লেশ যজ্ঞ ব্রত সদা করে যবে ।।
পঞ্চমহা পাতকী শ্রীমুখ যদি দেখে ।
সে কোটি কল্পের পাপ শরীরে না থাকে।
শ্রীমুখ না দেখে যেবা থাকিতে নয়ন ।
সংসারেতে নরযোনি তার অকারণ ।।
জগন্নাথ-মুখপদ্ম যে করে দর্শন ।
জগন্নাথ নাম যেবা করয়ে স্মরণ ।।
পৃথিবীর মধ্যে তার সফল জীবন ।
কাশীরাম প্রণময় তাঁহার চরণ ।।

সর্ব্বলোক মূর্চ্ছা।

তবে জন্মেজয় রাজা মুনিরে পুছিল ।
কহ শুনি অনন্তরে কি প্রসঙ্গ হইল ।।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
বিভীষণ সহ বসিলেন নারায়ণ ।।
পরিশ্রম হয়ে ছিল পদব্রজে চলি ।
চতুর্দ্দিকে বিশেষে লোকের ঠেলাঠেলি ।।
চৌদিকে অযুত ক্রোশ সভা পরিসর ।
ভ্রমিয়া দোঁহার শ্রান্ত হৈল কলেবর ।।
সিংহাসন উপরে বসিল দুই জন ।
হেনকালে উপনিত মাদ্রীর নন্দন ।।
গোবিন্দে দেখিয়া বীর কৈল নমস্কার ।
তারে ডাকি কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন সমাচার ।।
দুই তিন দিন নাহি রাজ সম্ভাষণ ।
কহ দেখি সহদেব সব বিবরণ ।।
সহদেব বলে শুন দেব দামোদর ।
তুমি গেলে আসিলেন যতেক অমর ।।
সকলের হইয়াছে রাজ-দরশন ।
তব পদ দেখিবারে আছে সর্ব্ব জন ।।
দেববৃন্দ লইয়া আছয়ে দেবরাজ ।
তুমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ ।।
এত শুনি উঠিলেন শ্রীবৎসলাঞ্ছন ।
তাঁহার সহিত গেল নিকষানন্দন ।।
সভামধ্যে প্রবেশেন দেব নারায়ণ ।
গোবিন্দেরে নিরখিয়া উঠে সর্ব্বজন ।।

মণ্ডলী করিয়াছিল বেদীর উপরে ।
কৃষ্ণে দৃষ্টি মাত্র সবে পড়ে বায়ুভরে ।।
কত দূরে পড়ি গেল করি কৃতাঞ্জলি ।
মহাবাতা-ঘাতে যেন পড়িল কদলী ।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর অপ্সর কিন্নর ।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রক্ষ খগবর ।।
এক জন বিনা আর যে ছিল যথায় ।
কত দূরে পড়ে সবে হয়ে নম্রকায় ।।
শতেক সোপান পর ধর্ম্মের নন্দন ।
পঞ্চাশৎ সোপানে উঠেন নারায়ণ ।।
বিশ্বরূপ প্রকাশেন দেব জনার্দ্দন ।
যেরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হৈল পদ্মাসন ।।
সহস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন ।
সহস্র মুকুট মণি কিরীট ভূষণ ।।
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল ।
সহস্র নয়নে রবি-সহস্রমণ্ডল ।।
বিবিধ আয়ুধ শোভে সহস্রেক করে ।
সহস্র চরণে শোভে কত শশধরে ।।
সহস্র সহস্র যেন সূর্য্যের উদয় ।
শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি শোভিত হৃদয় ।।
গলে দোলে আজানুলম্বিত বনমালা ।
পীতাম্বর শোভে যেন মেঘেতে চপলা ।।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আর শার্ঙ্গ ধনু ।
নানাবর্ণ মণিময় বিভূষিত তনু ।।
সহস্র সহস্র শম্ভু আছে করযোড়ে ।
কত কত মুখে তারা স্তুতি-বাণী পড়ে ।।
সহস্র সহস্র চক্ষু বুকে দিয়া হাত ।
সহস্র সহস্র অংশ করে প্রনিপাত ।।
বিশ্বরূপ বিশ্বপতি দেখে দেবগণ ।
চকিত হইয়া সবে হৈল অচেতন ।।
অন্তরীক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি ।
নিমেষে চাহিয়া মুদিলেন অষ্ট আঁখি ।।
অজ্ঞান হইয়া ধাতা আপনা পাসরে ।
করযোড় করি শেষে পড়ে কত দূরে ।।
লুকায়ে ছিলেন শিব যোগিরূপ হয়ে ।
চরণে পড়িল বিশ্বরূপ নিরখিয়ে ।।

ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন ।
চন্দ্র সূর্য্য খগ নাগ গ্রহ রাশিগণ ।।
যেই যথা ছিল সব গেল ধরা পড়ি ।
অচেতন হয়ে সবে যায় গড়াগড়ি ।।
সকলে পড়িল যদি করি প্রণিপাত ।
যুধিষ্ঠিরে চাহি কন্ দেব জগন্নাথ ।।
করযোড় করি বলে দেব ভগবান ।
পূর্ব্বভিতে মহারাজ কর অবধান ।।
কমণ্ডলু জপমালা যায় গড়াগড়ি ।
পড়িয়াছে চতুর্মুখ অষ্ট ভুজ যুড়ি ।।
তাঁহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ ।
কর্দ্দম কশ্যপ দক্ষ আদি যত জন ।।
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগী মহাবেশ ।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ ।।
কার্ত্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাৎ ।
তব গুণে নমস্করে ধন্য তুমি তাত ।।
সহস্র নয়নে বহে ধারা দুই গুণ ।
হের দেখ প্রণমিছে সহস্র-লোচন ।।
দ্বাদশ আদিত্য আর দেব শশধর ।
কুজ বুধ আর গুরু শুক্র শনৈশ্চর ।।
রাহু কেতু অগ্নি তারা বসু অষ্ট জন ।
মেঘ বার তিথি যোগ ঋষি ঋক্ষগণ ।।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ ।
প্রণাম করিছে সবে তোমার চরণ ।।
যাম্যভিতে মহারাজ কর অবগতি ।
প্রণাম করিছে পড়ি মৃত্যু-অধিপতি ।।
পশ্চিমেতে অবধান কর নৃপবর ।
করযোড়ে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর ।।
সিন্ধুগণ সহ দেখ যত নদ নদী ।
যতেক দানব দৈত্য অমরবিবাদী ।।
হের দেখ মহারাজ সহস্র সোদর ।
সহস্র মস্তক ধরে শেষ বিষধর ।।
প্রণাম করিছে তোমা ভূমিতলে পড়ি ।
সহস্র মস্তকে ধূলি যায় গড়াগড়ি ।।
উত্তরেতে মহারাজ কর অবধান ।
প্রণাম করিছে তোমা যক্ষের প্রধান ।।

ধবল গন্ধর্ব্ব-অশ্ব দিয়া চারি শত ।
হের দেখ প্রণমিছে অই চিত্ররথ ।।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অপ্সরী অপ্সর ।
গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমির উপর ।।
তার বামভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ ।
শ্রীরামের মিত্র হয় রাবণ-কনিষ্ঠ ।।
হের অবধান কর কুন্তীর কোঙর ।
ছয় সহোদর দেখ খগের ঈশ্বর ।।
ভীষ্ম দ্রোণ দেখ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ তাত ।
উগ্রসেন যজ্ঞসেন শল্য মদ্রনাথ ।।
বসুদেব বাসুদেব আদি যত জন ।
তব পদে প্রণাম করিছে সর্ব্বজন ।।
পৃথিবীতে নাহি রাজা তোমার তুলনা ।
কে করিতে পারে তব গুণের বর্ণনা ।।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল রাজা তব কীর্ত্তি-যশ ।
তব গুণে মহারাজ হইলাম বশ ।।
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির ।
ভয়েতে আকুল হয়ে কম্পিত-শরীর ।।
নয়ন-যুগলে পড়ে চারিধারা নীর ।
মুহুর্মুহু অচেতন হয় কুরুবীর ।।
সধৈর্য্যে বলেন রাজা গদ্গদ বচন ।
অকিঞ্চন জনে প্রভু এত কি কারণ ।।
তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম ।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম ।।
তড়িত জড়িত পীত কৌষবাস সাজে ।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বিভূষিত অঙ্গ-মাঝে ।।
শ্রবণে পরশে চক্ষু পুণ্ডরীকপাত ।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্ব্বলোকনাথ ।।
সংসারে আছেন যত পুণ্য-আত্মা জন ।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ ।।
তব পদ সে সবার বন্দিবারে আশা ।
আকাঙ্ক্ষায় মাগিবারে না করি ভরসা ।।
যদি বর দিবা এই করি নিবেদন ।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ ।।
এ সব অনিত্য যেন বাদিয়ার বাজি ।
তোমার বিষম মায়া কিবা শক্তি বুঝি ।।

গোবিন্দ বলেন রাজা সব ক্ষম তুমি।
ভক্তি মূল্যে তোমাতে বিক্রীতআছিআমি।।
আমার নিয়মে বর্ত্তে আমাতে ভকত।
বলি যে তাহাতে আমি করি এই মত।।
ব্রহ্মা আদি দেবরাজ সম নহে তার।
প্রত্যক্ষ দেখহ যত চরণে তোমার।।
তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে।
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে।।
এত বলি জগন্নাথ পড়িয়া ধরণী।
করপুটে কহিলেন কত স্তুতি-বাণী।।
মোহিলেন মায়াবশে পুন নারায়ণ।
যতেক দেখিল সবে হৈল পাসরণ।।
মাতুলনন্দন হেন দেখিয়া অচ্যুতে।
সহদেবে কৈল আজ্ঞা বলহ উঠিতে।।
সহদেব ডাকি বলে উঠ নারায়ণ।
আজ্ঞা হৈল নিবেদন কর প্রয়োজন।।
আজ্ঞা পেয়ে গোবিন্দ উঠেন ততক্ষণ।
বুকে হাত দিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন।।
বহু দিন হল আছে দেব খগনাথ।
আজ্ঞা হৈলে যায় সবে লয়ে যজ্ঞভাগ।।
ভারতমণ্ডলে বৈসে যত নরপতি।
বহুদিন হল সবে দ্বারে করে স্থিতি।।
বিদায় হইয়া গেলে যত দেবগণ।
রাজগণ আসি তবে করিবে দর্শন।।
ইতিমধ্যে অবিলম্বে যাউক নিজ দেশ।
বিদায় করহ শীঘ্র নাগরাজ শেষ।।
যজ্ঞস্থানে নাগরাজ আছে সাত দিন।
সপ্ত দিন হৈল সখা অন্ন-জল-হীন।।
বুঝিয়া সুঝিয়া নাগ কৈল অবিচার।
সখার উপরে দিল ধরণীর ভার।।
এতেক কহেন যদি দেব জগৎপতি।
লজ্জায় মলিনমুখ শেষ অধিপতি।।
তবে অনুমতি কৈল ধর্ম্মের নন্দন।
যার যেই ভাগ লয়ে করিল গমন।।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
যাহার শ্রবণে হয় পাপের সংহার।।

সভায় রাজগণের প্রবেশ।

ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা তবে কৈল ততক্ষণ।
চারি দ্বারে আছয়ে যতেক রাজগণ।।
সভামধ্যে সবাকারে আইসহ লৈয়া।
যত রত্ন ভাণ্ডারেতে সব সমর্পিয়া।।
আজ্ঞামাত্র আইলেন যত রাজগণ।
ধর্ম্মরাজে প্রণমিয়া রহে সর্ব্বজন।।
বসিবারে আজ্ঞা কৈল ধর্ম্মের নন্দন।
যথাযোগ্য স্থানে তবে বসে সর্ব্বজন।।
পৃথিবীর রাজগণ বসিল যখন।
ইন্দ্রসভা হৈতে শোভা হইল তখন।।
নারদ দেখিয়া সভা হৃদয়ে ভাবিয়া।
কহিলেন ব্যাসদেবে একান্তে বসিয়া।।
যতেক দেখহ বসিয়াছে রাজগণ।
নিজে নিজে যুদ্ধ করি হইবে নিধন।।
অল্পদিনে খণ্ডিবেক পৃথিবীর ভার।
পরস্পর মারি সব হইবে সংহার।।
নারদের মুখে এত শুনিয়া বচন।
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে চিন্তে তপোধন।।
হইবে অদ্ভুত হেন বিচারিল মনে।
দুই জন বিনা না জানিল অন্য জনে।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সুধারস রাজসূয়-যজ্ঞের কথন।।
যুধিষ্ঠির সমাপন করিলেন যাগ।
তুষ্ট করিলেন দিয়া যার যেই ভাগ।।
সাক্ষাতে লইল পূজা দেব-পিতৃ-ভূপে।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিতে কহিলেন কৃপে।।
ব্রাহ্মণকে দিতে কৃপাচার্য্য কৃপাবান।
যতেক দক্ষিণা দিল নাহি পরিমাণ।।
যে রাজ্য হইতে আইল যত দ্বিজগণ।
সে রাজ্যের রাজা এনেছিল যত ধন।।

তাহার দ্বিগুণ করি দক্ষিণা যে দিল।
আনন্দেতে দ্বিজগণ দেশেতে চলিল ॥
এক দ্বিজ দুই চারি লইয়া রাখাল।
দেশেতে চালায়ে দিল গবী বৎসপাল॥
কেহ অশ্ব-গজ-পৃষ্ঠে কেহ চড়ি রথে।
রত্নের শকট চালাইয়া দিল সাথে ॥
দক্ষিণা পাইয়া দ্বিজগণ গেল দেশে।
গঙ্গাপুত্র বলিছেন ধর্ম্মপুত্র-পাশে ॥
বহুদূর হইতে আইল রাজগণে।
বৎসর হইল পূর্ণ তোমার ভবনে ॥
সবাকারে পূজা কর বিবিধ বিধানে।
যজ্ঞ পূর্ণ হৈল সবে যাউক ভবনে ॥
যথাযোগ্য জানি রাজা পূজ ক্রমে ক্রমে।
শ্রেষ্ঠ জন জানি আগে পূজহ প্রথমে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভীষ্মের বচন।
ভাল বলি সহদেবে করেন স্মরণ ॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব তখনি আইল।
অর্ঘ্যপাত্র করে লয়ে সম্মুখে দাঁড়াল ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন শুন পিতামহ।
কাহাকে পূজিব আগে শ্রেষ্ঠ কেবা কহ।
ভীষ্ম বলে বৃষ্ণিবংশে বিষ্ণু অবতার।
উদ্দেশে মহেন্দ্র আদি পূজা করে যাঁর॥
সর্ব্ব আগে অর্ঘ্য দেহ চরণে তাঁহার।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের আকার ॥
ভকতবৎসল সেই কৃপা-অবতার।
তাঁর অগ্রে অর্ঘ্য পায় হেন নাহি আর॥
তবে অর্ঘ্য দেহ বীর রাজগণ-শিরে।
এত শুনি আনন্দিত সহদেব বীরে ॥
অর্ঘ্য দিয়া গোবিন্দচরণ পূজা করে।
হৃষ্টচিত্ত হয়ে কৃষ্ণ লইলেন করে ॥
কৃষ্ণে পূজি আনন্দিত পাণ্ডুপুত্রগণ।
সহিতে নারিল দমঘোষের নন্দন ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
ভীষ্ম আদি সবাকারে ক্রোধে পাড়ে গালি।
রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ কৈল কুরুবর।
দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা চেদির ঈশ্বর ॥

ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ বলে বার বার।
ওহে ভীষ্ম এ তোমার কিমত বিচার ॥
সভাতে আছেন রাজ রাজার কুমার।
পৃথিবীর যত রাজা দ্বারেতে তোমার ॥
এ সব থাকিতে পূজ্য বৃষ্ণিকুলোদ্ভব।
সহজে বালক-বুদ্ধি কি জানে পাণ্ডব ॥
রাজসূয় যজ্ঞে আগে পূজিবেক রাজা।
কোন্ রাজপুত্র কৃষ্ণ তারে কৈলা পূজা॥
কোন্ রূপে পূজাযোগ্য হয় দামোদর।
কহ শুনি ওহে ভীষ্ম সভার ভিতর ॥
বড় দেখি পূজা যদি চাহ করিবারে।
দ্রুপদেরে ছাড়ি কেন পূজহ ইহারে ॥
বিশেষ আছেন বসুদেব মহামতি।
পিতা স্থিতে পুত্রে পূজা কহ কোন রীতি ॥
যদি বা পূজিবে ইথে আচার্য্যের ক্রমে।
দ্রোণে ত্যজি কৃষ্ণে কেন পূজিলে প্রথমে॥
যদ্যপি বলিয়া ঋষি পূজিবে রাজন।
গোপালে পূজহ কেন ত্যজি দ্বৈপায়ন ॥
রাজক্রমে পূজিবারে চাহ নরবর।
দুর্য্যোধনে ত্যজি কেন পূজ দামোদর ॥
যোদ্ধাগণ পূজিবারে যদি ছিল মন।
কর্ণবীর ছাড়ি কেন পূজ নারায়ণ ॥
প্রিয়শিষ্য শ্রীরামের কর্ণ মহাবীর।
ভুজবলে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর ॥
অশ্বত্থামা কৃপসেন ভীষ্মক নৃপতি।
আমা আদি করি রাজা আছে মহামতি॥
গণিলে কাহার মধ্যে এই গোপালেরে।
কি বুঝিয়া অর্ঘ্য দিলে সভার ভিতরে ॥
প্রিয়বন্ধু বলি যদি কৃষ্ণে কৈলে পূজা।
তবে কেন নিমন্ত্রি আনিলে সর্ব্বরাজা ॥
ক্ষত্রিয়-মধ্যেতে এই পৃথিবী ভিতরে।
এমন অমান্য কেহ কভু নাহি করে ॥
অর্থগর্ব্বে ভুজগর্ব্বে কৈলে হেন বাসি।
ভয়ে কিবা লোভে কিবা মোরা নাহি আসি
ধর্ম্মবাঞ্ছা করিয়াছে ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্মকার্য্য হেতু সবে করিল গমন ॥

নিমন্ত্রিয়া আনি শেষে কর অপমান।
এই হৈতে ধর্ম্ম তোর হৈল সমাধান ॥
হে গোপাল তব মুখে নাহি দেখি লাজ।
কেমনে লইলে অর্ঘ্য এ সবার মাঝ ॥
শুনী যেন হবি খায় পাইয়া নির্জ্জনে।
কোন্ তেজে অমান্য করিলে রাজগণে ॥
এ সভায় তব পূজা হৈল বড় শোভা।
নপুংসক জনের হইল যেন বিভা ॥
অন্ধ-স্থানে অন্ধ যেন জিজ্ঞাসয়ে পথ।
সভামাঝে তব পূজা হৈল সেই মত ॥
দুষ্ট ভীষ্ম দুষ্ট কৃষ্ণ দুষ্ট এ রাজন।
দুষ্টের সভায় নাহি রহি কদাচন ॥
যেই ছার সভায় সুজনে অপমান।
ক্ষণমাত্র তথায় না রহে জ্ঞানবান ॥
এত বলি উঠিয়া চলিল শিশুপাল।
সঙ্গেতে চলিল দুষ্ট কতেক ভূপাল ॥

শিশুপালের প্রতি যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের বাক্য।

শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠির ত্যজি সিংহাসন।
শিশুপাল প্রতি কহে মধুর বচন ॥
এ কর্ম্ম তোমার যোগ্য নহে চেদীশ্বর।
যজ্ঞ হৈতে লয়ে যাও সব নৃপবর ॥
কি কারণে নিন্দা কর গঙ্গার নন্দনে।
আপনি দেখহ বড় বড় রাজগণে ॥
কৃষ্ণের পূজায় কারো নাহি অপমান।
মুনিগণ আদি সবে আনন্দ বিধান ॥
পিতামহ জানেন যে গোবিন্দের তত্ত্ব।
প্রথমে পূজিয়া তাঁরে রাখেন মহত্ত্ব ॥
ভীষ্ম বলিছেন শুন ধর্ম্ম গুণাধার।
শাস্তিযোগ্য নহে দমঘোষের কুমার।
কৃষ্ণপূজা করিবারে নিন্দে যেই জন।
সে জনারে মান্য না করিও কদাচন ॥
দুষ্টবুদ্ধি শিশুপাল অল্প জ্ঞানধাম।
রাজগণমধ্যে না লিখিবা তার নাম ॥
পূজা করে কৃষ্ণপদ ত্রৈলোক্য অবধি।
আমি কিসে গণ্য যাঁরে পূজা করে বিধি
বহু বহু জ্ঞানী বৃদ্ধলোকমুখে শুনি।
কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি ॥
জন্ম হৈতে ইহাঁর মহিমা অগোচর।
আমি কি বলিব সব খ্যাত চরাচর ॥
পূর্ব্বে সাধুজন সব করিয়াছে পূজা।
পৃথিবীর রাজামধ্যে শ্রেষ্ঠ এই রাজা ॥
বিপ্রমধ্যে পূজা পায় জ্ঞানী বৃদ্ধগণ।
ক্ষত্রমধ্যে বলবান্ করি যে পূজন ॥
বৈশ্যমধ্যে পূজা আগে বহু ধান্যধনে।
শূদ্রমধ্যে পূজা পায় বয়োধিক জনে ॥
যত ক্ষত্রগণ আছে সভার ভিতরে।
কোন্ জন জ্ঞাত নহে আছে দামোদরে ॥
কোন্ রূপে কৃষ্ণ ন্যূন এ সভার মাঝ।
কুলে বলে কৃষ্ণ তুল্য আছে কোন্ রাজ ॥
দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আর কীর্ত্তি সম্পদেতে।
সংসারের যতগুণ আছয়ে কৃষ্ণেতে ॥
সংসারের যত কর্ম্ম যে জন করয়।
গোবিন্দেরে সমর্পিলে সর্ব্বসিদ্ধ হয় ॥
প্রকৃতি আকৃতি কৃষ্ণ আদি সনাতন।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে আছে যেই জন ॥
আকাশ পৃথিবী তেজ সলিল মরুত।
সংসারে যতেক সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত ॥
অল্পবুদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে।
কৃষ্ণপূজা নিন্দা করে তাহার কারণে ॥
এতেক বলেন যদি গঙ্গার নন্দন।
সহদেব বলিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
অপ্রমেয়-পরাক্রম যেই নারায়ণ।
হেন প্রভু পূজিবারে নিন্দে যেই জন ॥
তাহার মস্তকে আমি বাম পদ দিয়া।
এ সবার মধ্যে তেঁই বলিব ডাকিয়া ॥
রাজচর্য্যা বুদ্ধি বলে অধিক কে আছে।
কৃষ্ণ হতে এ সবার মধ্যে আগে পাছে ॥
এতেক বলিল যদি মাদ্রীর নন্দন।
ঘৃত দিলে প্রজ্বলিত যেন হুতাশন ॥
শিশুপাল আদি করি যত নৃপগণ।
ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া উঠিল ততক্ষণ ॥

যজ্ঞ নাশ কর আর মারহ পাণ্ডব।
বৃষ্ণিবংশ মার আর মারহ মাধব ।।
এত বলি রাজগণ মহা কোলাহলে।
প্রলয় সময়ে যেন সমুদ্র উথলে ।।
রাজগণ আড়ম্বর দেখি ধর্ম্মরায়।
ভীষ্মেরে বলেন কহ ইহার উপায় ।।
রাজার সমুদ্র এই ক্রোধে উথলিল।
না দেখি কুশল মম অনর্থ পড়িল ।।
ইহার বিধান আজ্ঞা কর মহাশয়।
রাজগণ রক্ষা পায় যজ্ঞ পূর্ণ হয় ।।
ভীষ্ম বলিলেন পার্থ না করিহ ভয়।
প্রথমে কহিছি আমি ইহার উপায় ।।
গোবিন্দেরে আরাধনা করে যেই জনে
তাহার কাহারে ভয় এ তিন ভুবনে ।।
এই সব ক্রুদ্ধ যত দেখহ রাজন।
ইথে সিংহ-প্রায় দেখি দেবকীনন্দন ।।
যতক্ষণ সিংহ নিদ্রা হতে নাহি উঠে।
গর্জ্জয়ে শৃগালগণ তাহার নিকটে ।।
যতক্ষণ গোবিন্দ না করে অবধান।
ততক্ষণ গর্জ্জিবেক এ সব অজ্ঞান ।।
শিশুপালের বুদ্ধিতে গর্জ্জে যতজন।
তাহারা যাইবে শীঘ্র যমের সদন ।।
অগ্নি দেখি পতঙ্গ বিক্রম যত করে।
ক্ষণমাত্রে ভস্ম হয় পরশি অগ্নিরে ।।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি যাঁহার স্বভাব।
মূঢ় শিশুপাল কিছু না জানে সে ভাব।
ভীষ্মের বচন শুনি দমঘোষসুত।
কটুবাক্যে নিন্দা করি বলিল বহুত ।।
বৃদ্ধ হলি নাহি লজ্জা কুলাঙ্গার ওরে।
বিভীষিকা প্রাণভয় দেখাও সবারে ।।
বৃদ্ধ হৈলে প্রায় লোক মতিচ্ছন্ন হয়।
ধর্ম্মচ্যুত কথা তাই কহ দুরাশয় ।।
কুরুগণমধ্যে তোমা দেখি এই মত।
অন্ধ যেন অন্ধস্থানে জিজ্ঞাসয়ে পথ ।।
কৃষ্ণের বড়াই নাহি কর বহুতর।
তাহার মহিমা যত কার অগোচর ।।
তার আগে কহ নাহি জানে যেই জন।
স্ত্রীলিঙ্গ পূতনা দুষ্ট করিল নিধন ।।
কাষ্ঠের শকটখান দিল ফেলাইয়া।
পুরাতন দুই বৃক্ষ ফেলিল ভাঙ্গিয়া ।।
বৃষ অশ্ব মারিয়া হইল অহঙ্কার। (১৭)
ইন্দ্রজাল করি কংসে করিল সংহার ।।
সপ্ত দিন গোবর্দ্ধন ধরিল বলয়। (১৮)
এ সব তোমার চিত্তে মোর চিত্তে নয় ।।
বল্মীকের ছত্র প্রায় লাগে মোর মনে।
বড় বলি কহে যত মূঢ় গোপগণে ।।
সাধুজন সঙ্গে তোর নাহিক মিলন।
শুন আমি কহি যে কহিল সাধুজন ।।
স্ত্রীলিঙ্গ গো দ্বিজ আর অন্ন খাই যার।
এত জনে কদাচিত না করি প্রহার ।।
স্ত্রীলিঙ্গ পূতনা মারি বৃষ মারে মাঠে। ১৯
কংসেরে মারিল যার অর্দ্ধ অন্ন পেটে ।।
শ্রীগোবিন্দ নারীঘাতী পাপী দুরাচার।
হেন জনে কর স্তুতি আরে কুলাঙ্গার ।।
তোর কর্ম্মে পাণ্ডবের বড় হবে তাপ।
ধর্ম্মচ্যুত হৈলি তুই দুষ্টমতি পাপ ।।
আপনারে ধর্ম্মজ্ঞ বলিস্ লোকমাঝ।
ইহার যতেক কর্ম্ম শুন সর্ব্বরাজ ।।
কাশীরাজ অম্বা কন্যা শাল্বে বরেছিল।
এই দুষ্ট গিয়া তারে হরিয়া আনিল ।।
বার্ত্তা জানি পুন তারে করিল বর্জ্জন।
শাল্বরাজা শুনি তারে না কৈল গ্রহণ ।।
তবে কন্যা প্রবেশিল অনল ভিতরে।
স্ত্রী বধিয়া মহাপাপী খ্যাত চরাচরে ।।
আরে ভীষ্ম তোর ভাই স্বধর্ম্মেতে ছিল।
সুপথে বিচিত্রবীর্য্য জন্ম গোঁয়াইল ।।
সে মরিল নিজভার্য্যা দিয়া অন্য জনে।
তুমি দুরাচার জন্মাইলে পুত্রগণে ।।
ব্রহ্মচারী আপনারে বলাইস্ লোকে।
হেন ব্রহ্মচর্য্য করে বহু নপুংসকে ।।
কোনরূপে তব শ্রেয় নাহি দেখি আমি।
দান যজ্ঞ ব্রত ব্যর্থ কর অধোগামী ।।

বেদপাঠ ধ্যান ব্রত যোগযাগ দান।
ইহা সবে নাহি হয় অপত্য সমান ॥
সর্ব্বদোষ কুলাঙ্গার আছে তোর স্থান।
অনপত্য বৃদ্ধ আর কুপথ বিধান ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি হংস বিবরণ।(২০)
তাহার সদৃশ ভীষ্ম তোর আচরণ ॥
হংসযূথমধ্যে যেন বৃদ্ধ হংস থাকে।
ধর্ম্ম কর ধর্ম্মাচার বলে সর্ব্বলোকে ॥
অহর্নিশি বুধগণে ধর্ম্মকথা কয়।
ধার্ম্মিক জানিয়া সবে তার বাক্য লয় ॥
হংসগণ যায় যদি আহার কারণে।
সবে কিছু কিছু আনে তাহার ভোজনে ॥
আপন আপন ডিম্ব রাখিয়া তথায়।
বিশ্বাস করিয়া সবে চরিয়া বেড়ায় ॥
ক্রমে ক্রমে ডিম্ব সব করিল ভক্ষণ।
দেখি শোকাকুল হৈল সব হংসগণ ॥
এক হংস বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল।
বৃদ্ধ হংস ডিম্ব খায় প্রকারে জানিল ॥
ক্রোধে সব হংস তারে করিল নিধন।
সেই হংস মত ভীষ্ম তব আচরণ ॥
বৃদ্ধ হংসে হংস যথা করিল নিধন।
সেরূপে মারিবে তোরে যত রাজগণ ॥
আরে ভীষ্ম জ্ঞানহারা হলি বৃদ্ধকালে।
যে গোপজাতির নিন্দা করয়ে সকলে ॥
বৃদ্ধ হয়ে তারে তুই করিস্ স্তবন।
ধিক্ ক্ষত্র ভীষ্ম নাম ধর অকারণ ॥
জরাসন্ধ রাজা ছিল রাজচক্রবর্ত্তী।
কদাচিৎ না যুঝিল ইহার সংহতি ॥
গোপজাতি বলি ঘৃণা কৈল নরবর।
তার ভয়ে রহেছিল সমুদ্র-ভিতর ॥
দেশের বাহিরে যেন অবসান জাতি।
যুদ্ধে স্থির নহে যেন শৃগাল-প্রকৃতি ॥
কপটে মারিল জরাসন্ধ নৃপবরে।
দ্বিজরূপে গেল দুষ্ট পুরীর ভিতরে ॥
ইহার জাতির আমি না পাই নির্ণয়।
কভু ক্ষত্র কভু গোপ কভু দ্বিজ হয় ॥
কহ ভীষ্ম এই যদি দেব জগৎপতি।
তবে কেন ক্ষণে ক্ষণে হয় নানাজাতি ॥
এই সে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে মনে।
ধর্ম্ম অসম্ভব করে তোমার বচনে ॥
দুর্দ্দৈব হইবে যার তুমি বুদ্ধিদাতা।
তোর বুদ্ধি দোষে রাজসূয় হৈল বৃথা ॥
শিশুপাল ভীষ্মে কটু বলিল অপার।
শুনি ক্রোধে জ্বলিলেন পবনকুমার ॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ দন্ত কটমটি।
সর্ব্বাঙ্গ ঘামিল ক্রোধে ললাটে ভ্রুকুটি ॥
রক্তমুখ বিকৃতি অধরে দন্তচাপ।
সিংহাসন হতে বীর উঠে দিয়া লাফ ॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
শিশুপাল উপরে ধাইল ক্রোধদৃষ্টি ॥
দুই হস্ত ধরি তার গঙ্গার নন্দন।
কার্ত্তিকে ধরিল যেন দেব ত্রিলোচন ॥
বহু বহু মিষ্টভাষে ভীমে নিবারিল।
সমুদ্রতরঙ্গ যেন কূলে লুকাইল ॥
না পারিল ভীষ্মহস্ত করিতে মোচন।
জলে নিবারিল যেন দীপ্ত হুতাশন ॥
দুষ্ট শিশুপাল তবে অল্প জ্ঞান করি।
ক্ষুদ্র মৃগ দেখি যেন হাসয়ে কেশরী ॥
ডাকি বলে আরেরে রহিলি কি কারণ।
হস্ত ছাড় ভীষ্ম কেন কর নিবারণ ॥
কৌতুক দেখহ যত নৃপতি সকলে।
পতঙ্গের মত যেন দহিব অনলে ॥
ভীমে নিবারিয়া কহে গঙ্গার নন্দন।
এই শিশুপালের শুনহ বিবরণ ॥

ভীষ্ম কর্ত্তৃক শিশুপালের জন্মকথন ও শিশুপালের ক্রোধ।

চেদিরাজ-গৃহে জন্ম হইল যখন।
চারি গোটা হস্ত আর হৈল ত্রিলোচন ॥
জন্মমাত্রে ডাকিলেক গর্দ্দভের প্রায়।
বিপরীত দেখি কম্প লাগে বাপ মায় ॥
জাতমাত্র ত্যজিবারে কৈল তারা মন।
আচম্বিতে শুনে শূন্য আসুরী বচন ॥

শ্রীমন্ত বলিষ্ঠ এই হইবে নন্দন।
না করিহ ভয় কর ইহারে পালন ॥
বিপরীত দেখি যদি চিন্তা কর মনে।
ইহার কারণ কিছু শুন সাবধানে ॥
সেই জন এই শিশু করিবে সংহার।
দুই ভুজ লুকাইবে পরশে যাহার ॥
চতুর্ভুজ হয়েছিল চেদির নন্দন।
রাজ্যে রাজ্যে শুনিল যতেক রাজগণ ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া সবে যায় দেখিবারে।
দশ বিশ রাজা নিত্য যায় তার পুরে ॥
সবাকারে দমঘোষ করয়ে অর্চ্চন।
কোলে দেয় সবাকারে আপন নন্দন ॥
তবে কতদিনে শুনি হেন বিবরণ।
দেখিতে গেলেন তথা রাম-নারায়ণ ॥
গোবিন্দের পিতৃস্বসা ইহার জননী।
তাঁর গৃহে উপস্থিত রাম যদুমণি ॥
দেখি পিতৃস্বসা করে বহু সমাদর।
হৃষ্টচিত্তে ভুঞ্জাইল দুই সহোদর ॥
স্নেহেতে বালক লয়ে দিল কৃষ্ণকোলে।
অমনি দু হস্ত খসি পড়ে ভূমিতলে ॥
কপালের নয়ন কপালে লুকাইল।
দেখিয়া ইহার মাতা সশঙ্কা হইল ॥
করযোড় করি বলে দেব দামোদরে।
এক বর মাগি বাপা আজ্ঞা কর মোরে ॥
ভয়ে কম্পমান হৈল আমার শরীর।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে যে দেহ হয় স্থির ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাতা না ভাবিহ মনে।
কোন বর আজ্ঞা কর দিব এইক্ষণে ॥
মহাদেবী বলে মোরে এই বর দিবা।
এ পুত্রের অপরাধ শত যে ক্ষমিবা ॥
বহু অপরাধ এই করিবে তোমার।
মোরে দেখি অপরাধ ক্ষমিবা ইহার ॥
কৃষ্ণ বলে না লঙ্ঘিব বচন তোমার।
শত অপরাধ আমি ক্ষমিব ইহার ॥
অবশ্য ক্ষমিব দোষ একশত বার।
তোমার অগ্রেতে মাতা করি অঙ্গীকার ॥
পূর্ব্বে হইয়াছে এই রূপেতে নির্ব্বন্ধ।
মূঢ় শিশুপাল দুই চক্ষু স্থিতে অন্ধ ॥
হে পুত্র ডাকিছে দুষ্ট যুদ্ধের কারণ।
তব কর্ম্ম নহে ইহা কুন্তীর নন্দন ॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ কিছু আছয়ে ইহার।
সে কারণে ইহা সহ যুদ্ধ না যুয়ায় ॥
হে পুত্র কে আছে আজি সংসার ভিতরে।
কাহার শকতি মোরে গালি দিতে পারে ॥
কুবচন বলিল যে এই কুলাঙ্গারে।
হীনবীর্য্য হৈলে সেও নারে সহিবারে ॥
বিষ্ণু অংশ কিছু আছে ইহার শরীরে।
তাই তৃণবৎ মানে আমা সবাকারে ॥
নিজ অংশ লইবারে চাহে নারায়ণ।
তোর যত গালি সহি তাহার কারণ ॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি চেদীশ্বর।
হাস্য পরিহাস্য করি বলয়ে উত্তর ॥
ভাল হৈল শত্রু মোর নন্দের নন্দন।
তোর এত স্তুতি তারে কিসের কারণ ॥
লোকের বর্ণনা যথা করে ভট্টগণ।
এত যদি কর তুমি পরের স্তবন ॥
যত স্তুতি কৈলে তুমি নন্দের নন্দনে।
অন্য জনে কৈলে বর পেতে এতক্ষণে ॥
বাহ্লীক রাজায় যদি করিতে স্তবন।
মনোনীত বর তরে পাইতে এক্ষণ ॥
মহাদাতা কর্ণবীর বিখ্যাত সংসারে।
জরাসন্ধ রাজা যারে হারিলা সমরে ॥
শ্রবণে কুণ্ডল যার দেবের নির্ম্মাণ।
অভেদ্য কবচ অঙ্গে সূর্য্য দীপ্তিমান ॥
অঙ্গ-রাজ্যেশ্বর সেই দানে অকাতর।
কর্ণে স্তুতি করিলে যে পেতে ভাল বর ॥
দ্রোণ দ্রৌণি পিতাপুত্রে বিখ্যাত সংসারে
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে ॥
রাজগণ-মধ্যে দুর্য্যোধন মহাবল।
সাগরান্ত পৃথিবী যাহার করতল ॥
ভগদত্ত জয়দ্রথ ভীষ্মক দ্রুপদ।
রুক্মি দন্তবক্র মৎস্য কলিঙ্গ কামদ ॥

বৃষসেন বিন্দ অনুবিন্দ কৃপাচার্য্য।
এ সবার স্তুতি কৈলে বড় হৈত কার্য্য ॥
ধিক্ ধিক্ বুদ্ধি তব বলিব কি আর।
ভূলিঙ্গ পক্ষীর সম চরিত্ত তোমার ॥
ভূলিঙ্গ বলিয়া পক্ষী হিমাদ্রিতে থাকে।
তাহার সংবাদ শুনিয়াছি লোকমুখে ॥
সব পক্ষিগণে সেই উপদেশ কয়।
সাহসিক কর্ম্ম ভাই কভু ভাল নয় ॥
সাহসিক কর্ম্মে ভাই দুঃখ পাই পাছে।
আমিও কহি যে এই শাস্ত্রে হেন আছে ॥
হেনরূপ পক্ষিগণে কহে অনুক্ষণ।
তাহার যে কর্ম্ম তাহা শুন সর্ব্বজন ॥
আহার করিয়া সিংহ থাকয়ে শুইয়া।
ভূলিঙ্গ থাকয়ে তার নিকটে বসিয়া ॥
কতক্ষণে হাই উঠে সিংহের মুখেতে।
ভক্ষ্যমাংস লাগি থাকে তাহার দন্তেতে ॥
অতিশীঘ্র সেই মাংস কাড়ি লয়ে যায়।
নিজকর্ম্ম এইরূপ অন্যেরে শিখায় ॥
সিংহের কৃপাতে রহে ভূলিঙ্গ-জীবন।
ইঙ্গিতে মারিতে পারে যদি করে মন ॥
সেইমত রাজগণ ক্ষমিছে তোমারে।
ক্রোধ কৈলে তখনি পাঠাত যমঘরে ॥
অসহ্য এ কটুবাক্য শুনি ভীষ্মবীর।
কহেন কম্পিত-অঙ্গ হইয়া অস্থির ॥
আরে মূর্খ দুরাচার শুন ক্রূরমন।
কৃষ্ণে স্তুতি করি হেন বলিলি বচন ॥
চতুর্ব্বেদে চতুর্মুখে যাঁর গুণ গায়।
পঞ্চমুখে স্তুতি যাঁরে করে দেবরায় ॥
সহস্র বদনে শেষ যাঁরে করে স্তুতি।
চরাচরে আর যত বৈসে মহামতি ॥
যাহার জিহ্বাতে নাহি কৃষ্ণগুণগান।
সংসারেতে পাপতনু ধরে অকারণ ॥
ক্ষুদ্র যে মনুষ্য আমি হই অল্পমতি।
আমি কি করিতে পারি কৃষ্ণ গুণস্তুতি ॥
আরে পাপ বলিলি ক্ষমিছে রাজগণ।
সে কারণে রহিয়াছে তোমার জীবন ॥

এ সবার মধ্যে যত দেখি রাজগণে।
তৃণবৎ হেন আমি দেখি যে নয়নে ॥
এ প্রকার বলিলেন গঙ্গার নন্দন।
ক্রোধেতে নৃপতি সব করিছে গর্জ্জন ॥
সাধু রাজগণ শুনি হইল হরষ।
দুষ্ট রাজগণ সব বলয়ে কর্কশ ॥
গর্ব্বিত দুর্ম্মতি এই ভীষ্ম পাপাচার।
পশুর মতন এরে করহ সংহার ॥
কেহ বলে ইচ্ছামৃত্যু অহঙ্কার ধরে।
বান্ধিয়া অনলে লয়ে পোড়াও ইহারে ॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুন রাজগণ।
মুখে বচাবচ সব কর অকারণ ॥
পদ দিয়া কহি আমি সবাকার শিরে।
যার মৃত্যু ইচ্ছা আছে আইস সমরে ॥
পূজায় সন্তুষ্ট এই দৈবকী-নন্দন।
সমরে ডাকুক যার নিকট মরণ ॥
গোবিন্দের অংশ আছে শিশুপাল-দেহে।
সেই অংশ শ্রীগোবিন্দ যাবত না লহে ॥
তাবৎ পর্য্যন্ত সবে হয়ে থাক স্থির।
পশ্চাৎ পাঠাব সবে যমের মন্দির ॥
ভীষ্মের বচনে ক্রুদ্ধ হয়ে শিশুপাল।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে আরেরে গোপাল ॥
তোর সহ বিনাশিব পাণ্ডুর নন্দনে।
তোরে পূজা কৈল যেন ত্যজি রাজগণে ॥

শিশুপাল-বধ ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ সমাপন।

এত বলি শিশুপাল করিছে গর্জ্জন।
হাসিয়া বলেন তবে কমললোচন ॥
সকল নৃপতিগণ শুন দিয়া মন।
যত দোষ করিয়াছে এই দুষ্ট জন ॥
যাদবীর গর্ভে জাত এই দুরাচার।
নিরবধি করিছে যাদব অপকার ॥
এককালে আমি পুরী দ্বারকা হইতে।
প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গিয়াছিলাম দৈবেতে ॥
এই দুষ্ট শুনিলেক আমি নাহি ঘরে।
সসৈন্যেতে গেল দুষ্ট দ্বারকানগরে ॥

উগ্রসেন রাজা ছিল রৈবত পর্ব্বতে।
মাতুলের উপরোধ না ধরিল চিতে ॥
লুটিয়া দ্বারকাপুরী গেল দুরাশয়।
কহ শুনি হেন কর্ম্ম কার প্রাণে সয় ॥
তবে কত দিনে পিতা অশ্বমেধ কৈল।
সঙ্কল্প করিয়া যজ্ঞ তুরঙ্গ ছাড়িল ॥
যদুগণে নিযোজিল অশ্বের রক্ষণে।
ঘোড়া হরি লয়ে গেল এইত দুর্জ্জনে ॥
ইহার অন্তরে তবে শুন সর্ব্বজনে।
সৌবীরেতে মহোৎসব হৈল কত দিনে ॥
বভ্রু নামে যাদবের ভার্য্যা গুণবতী।
তারে বলে হরি নিল এই পাপমতি ॥
তদন্তরে শুন সবে এ দুষ্ট-কাহিনী।
ভদ্রা নামে কন্যা ছিল যাদবনন্দিনী ॥
বসুরাজে বরেছিল সেইত কন্যায়।
তারে হরি নিল দুষ্ট প্রবন্ধ মায়ায় ॥
মাতুলের কন্যা হয় ভগিনী ইহার।
তারে হরি নিয়া গেল এই দুরাচার ॥
ইত্যাদি যতেক দোষ কহিব কতেক।
সাক্ষাতে দেখিলে হয় বিদিত প্রত্যেক ॥
করিলাম সে সকল দোষের মার্জ্জন।
কেবল পিতৃস্বসার সত্যের কারণ ॥
সাক্ষাতে শুনিলে সবে যে মন্দ বলিল।
সর্ব্বজনে শুনিলে যে এই ভাল হৈল ॥
পরোক্ষের কথা যত শুনিলে শ্রবণে।
প্রত্যক্ষের যত কর্ম্ম দেখ বিদ্যমানে ॥
বহু সহিলাম আর সহিবারে নারি।
মৃত্যুপথ চাহে আজি এই পাপকারী ॥
আর শুন রাজগণ এ দুষ্টের কথা।
লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী ভীষ্মক নৃপসুতা ॥
বিবাহ করিতে তারে করিলেক মন।
শূদ্রে যেন চাহে বেদ করিতে পঠন ॥
শিশু যেন চন্দ্রমারে ধরিবারে চায়।
হবির্ভাগ চণ্ডালেতে কভু নাহি পায় ॥
এতেক বলেন যদি শ্রীমধুসূদন।
শিশুপালে নিন্দা করে যত রাজগণ ॥

কৃষ্ণের বচন শুনি শিশুপাল হাসে।
গোবিন্দেরে নিন্দা করে অশেষ বিশেষে ॥
নির্লজ্জ তোমারে আমি কি বলিব আর।
তোমার দুষ্কর্ম্ম যত বিখ্যাত সংসার ॥
ভীষ্মকের কন্যা মোরে করিল বরণ।
বহু দিন হয় নাহি জানে সর্ব্বজন ॥
হরিয়া লইলি তারে রাজসভা হৈতে।
পুন সেই কথা কহ নির্লজ্জ মুখেতে ॥
কহ কৃষ্ণ দেখিয়াছ শুনেছ শ্রবণে।
পূর্ব্বাবর কন্যা হরিয়াছে কোন্ জনে ॥
তোমা বিনা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় ভিতরে।
কে করেছে নাম ধরি বলহ আমারে ॥
গোকুলে করিলি যত জানে সর্ব্বজনা।
হরিলা কি পরদার যত ব্রজাঙ্গনা ॥
কিবা তোর ক্রিয়া কর্ম্ম কি তোর আচার।
সভামধ্যে কহ পুন করি অহঙ্কার ॥
শিশুপালের বহু দোষ ক্ষমিয়াছি আমি।
দোষ না ক্ষমিয়া মোর কি করিবা তুমি ॥
ক্ষম বা করহ ক্রোধ যেই লয় মতি।
তোমার কি শক্তি যে করিবা আমা প্রতি ॥
এতেক বলিল যদি চেদীর ঈশ্বর।
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দিলেন শ্রীধর ॥
সুদর্শন মহাচক্র অগ্নি যেন জ্বলে।
শিশুপাল-শির কাটি ফেলে ভূমিতলে ॥
বজ্রাঘাতে চূর্ণ যেন হল গিরিবর।
দেখি চমৎকৃত হৈল সব ক্ষিতীশ্বর ॥
শিশুপালের অঙ্গতেজ হইয়া বাহির।
আকাশে উঠিল যেন দ্বিতীয় মিহির ॥
একদৃষ্টে দেখিছেন সব রাজগণে।
পুন আসি প্রণমিল কৃষ্ণের চরণে ॥
কৃষ্ণের চরণে লিপ্ত হৈল আচম্বিত।
তাহা দেখি সভাজন হইল বিস্মিত ॥
বিনা মেঘে বরিষয় গগনেতে জল।
কম্পিত নির্ঘাতশব্দে হৈল চলাচর ॥
আর যত রাজাগণ গর্জ্জিবারে ছিল।
ভয়েতে আকুল হৈয়া সবে লুকাইল ॥

অধর কামড়ে কেহ ঠারাঠারি করে।
কোন কোন রাজা স্তুতি করে গোবিন্দেরে॥
সহোদরগণে বলিলেন যুধিষ্ঠির।
সৎকার করহ শিশুপালের শরীর॥
শিশুপালপুত্রে করি চেদীর ঈশ্বর।
ধর্ম্মরাজে নিবেদিল যত নৃপবর॥
সম্পূর্ণ হইল যজ্ঞ সিদ্ধ হল কাজ।
লক্ষ রাজ উপরেতে হলে মহারাজ॥
তোমার মহিমা যত কহেছি বিশেষ।
আজ্ঞা হৈলে যাই সবে নিজ নিজ দেশ॥
নৃপতিগণের বাক্য শুনি ধর্ম্মরায়।
কহিলেন ভ্রাতৃগণে পূজহ সবায়॥
যথাযোগ্য মান্য করি ভূমিপতিগণে।
আগু সরি কত পথ যাহ জনে জনে॥
রাজার আজ্ঞায় নানাবিধ রত্ন দিয়া।
পাঠাইল রাজগণে সন্তোষ করিয়া॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর॥

যজ্ঞান্তে দুর্য্যোধনের গৃহে গমন।

রাজগণ নিজরাজ্যে করিল গমন।
ধর্ম্মরাজে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
আজ্ঞা কর দ্বারকায় যাই মহাশয়।
তব যজ্ঞ পূর্ণ হৈল মম ভাগ্যোদয়॥
অপ্রমাদে রাজ্য কর পাল প্রজাগণ।
সুহৃদ্ কুটুম্ব লোক করহ পালন॥
এত বলি ধর্ম্ম সহ দেব নারায়ণ।
কুন্তীস্থানে গিয়া করিলেন নিবেদন॥
আজ্ঞা কর যাই আমি দ্বারকা ভুবনে।
হইল সাম্রাজ্য লাভ তব পুত্রগণে॥
কুন্তী বলিলেন তাত এ নহে অদ্ভুত।
যাহারে কিঞ্চিৎ দয়া করহ অচ্যুত॥
এত বলি কৃষ্ণশিরে করেন চুম্বন।
প্রণাম করেন হরি ধরিয়া চরণ॥
দ্রৌপদী সুভদ্রা সহ করি সম্ভাষণ।
একে একে সম্ভাষেন ভাই পঞ্চজন॥
শুভক্ষণে রথে চড়ি যান দ্বারাবতী।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে দুঃখী ধর্ম্ম নরপতি॥
হেনমতে নিজদেশে গেল সর্ব্বজন।
ইন্দ্রপ্রস্থে রহিল শকুনি দুর্য্যোধন॥
বাঞ্ছা বড় ধর্ম্মরাজ-সভা দেখিবারে।
কত দিন বঞ্চে তথা কুরু-নৃপবরে॥
শকুনি সহিত সভা নিত্য নিত্য দেখে।
দিব্য মনোহর সভা অনুপম লোকে॥
নানারত্ন-বিরচিত যেন দেবপুরী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন কুরু-অধিকারী॥
অমূল্য রতনেতে মণ্ডিত গৃহগণ।
এক গৃহ তুল্য নহে হস্তিনাভুবন॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা অন্তরে চিন্তিত।
এক দিন দেখে তথা দৈবের লিখিত॥
মাতুল সহিত বিহরয়ে নরবর।
স্ফটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর॥
জল জানি নরপতি গুটায় বসন।
পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লজ্জিত রাজন॥
তথা হৈতে কত দূরে গেল নরবর।
লজ্জায় মলিন মুখ কাঁপে থরথর॥
স্ফটিক-মণ্ডিত বাপী ভ্রমে না জানিল।
সবসন দুর্য্যোধন বাপীতে পড়িল॥
দেখিয়া হাসিল সবে যত সভাজন।
ভীম পার্থ আর দুই মাদ্রীর নন্দন॥
দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজা ভ্রাতৃগণে।
ধরিয়া তুলিল বাপী হতে দুর্য্যোধনে॥
সোদক বসন ত্যজি পরাইল বাস।
নিবৃত্ত করিল যত লোক জন হাস॥
অভিমানে কাঁপে দুর্য্যোধন কলেবর।
বাহির হইল তবে চিন্তিত অন্তর॥
ক্রোধেতে চলিল তবে গান্ধারীকুমার।
ভ্রম হৈল দেখিবারে না পায় দুয়ার॥
স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন।
দ্বার বোধে সেইদিকে চলে দুর্য্যোধন॥
ললাটে প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল পুন সভার সকলে॥

তাহা দেখি শীঘ্রগতি ধর্ম্মের কুমার।
নকুলে পাঠায়ে দিল দেখাইতে দ্বার ॥
নকুল ধরিয়া হস্ত করিল বাহির।
অভিমানে দুর্য্যোধন কম্পিত শরীর ॥
ক্ষণমাত্র তথায় বিলম্ব না করিল।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা মাগি রথ আরোহিল ॥
মাতুল সহিত তবে চলিল হস্তিনা।
ঘনশ্বাস হেঁটমাথা হইয়া বিমনা ॥
কত শত শকুনি বলয়ে দুর্য্যোধনে।
উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞাসিল ততক্ষণে ॥
সঘনে নিশ্বাস কেন মলিন বচন।
অত্যন্ত চিন্তিত চিত্ত কিসের কারণ ॥
দুর্য্যোধন বলে মামা কর অবধান।
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান ॥
পাণ্ডবের বশ হৈল পৃথিবীমণ্ডল।
এক লক্ষ নরপতি খাটে ছত্রতল ॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি কুন্তীর কুমার।
কুবেরের কোষ জিনি পূর্ণিত ভাণ্ডার ॥
এ সব দেখিয়া মোর শুকাইল কায়।
সরোবর জল যেন নিদাঘে শুকায় ॥
আর দেখ আশ্চর্য্য মাতুল মহাশয়।
কীর্ত্তিশ্রেষ্ঠ করিলেক কুন্তীর তনয় ॥
শিশুপালে বিনাশ করিল নারায়ণ।
কেহ এক ভাষা না কহিল রাজগণ ॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে আছিল সংহতি।
সে মরিলে লুকাইল সব নরপতি ॥
পাণ্ডবের তেজে ছন্ন হৈল রাজগণে।
ক্ষত্র হয়ে সহে হেন কাহার পরাণে ॥
আর অপরূপ তুমি দেখিলেক চখে।
কত রত্ন লয়ে দ্বারে রাজগণ থাকে ॥
বৈশ্য যেন কর লয়ে থাকে দাণ্ডাইয়া।
পশিতে না দেয় দ্বারে রাখে আগুলিয়া।
এ সব দেখিয়া মম চিত্ত নহে স্থির।
অভিমানে শীর্ণ হৈল আমার শরীর ॥
ভাই হইয়া ক্ষমা মম নহিল সে রূপে।
দহিছে মাতুল অঙ্গ আমার এ তাপে ॥
নিশ্চয় করিয়া আমি কহি যে তোমারে।
কিবা জলে পশি কিবা অনল ভিতরে ॥
অথবা মরিব আমি খাইয়া গরল।
সহিতে না পারি অঙ্গ দহে চিন্তানল ॥
বৈরীর সম্পদ যদি হীনলোক দেখে।
সেহ সহিবার নারে সদা পোড়ে শোকে ॥
আমি হেন লোক হয়ে সহিব কেমনে।
এরূপ শত্রুর বৃদ্ধি দেখিয়া নয়নে ॥
বলাধিক যুধিষ্ঠির আমি হীনবল।
সাগরান্ত ধরা তার অধীন সকল ॥
কি কহিব মাতুল সকল দৈববশ।
কি কহিব রূপ গুণ সৌভাগ্য পৌরুষ ॥
বনে জন্ম হৈল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনা আইল যেন বনবাসী জন ॥
পিতৃহীন দুঃখিত বঞ্চিল মম ঘরে।
কতেক উপায় করিলাম মারিবারে ॥
কিছু না হইল তার আমার মায়ায়।
দিনে দিনে বৃদ্ধি যেন পদ্মবন প্রায় ॥
দেখহ মাতুল হেন দৈবের কারণ।
এত হীন হৈল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-গণ ॥
পৃথার নন্দন হাসে আমাকে দেখিয়া।
কিমতে রাখিব তনু এ তাপ সহিয়া ॥
এই সব কথা তুমি কহিও জনকে।
না যাইব গৃহে আমি পশিব পাবকে ॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনি বলিল ক্রোধ কর নিবারণ ॥
যুধিষ্ঠিরে কদাচিত না হিংসিবে মনে।
তব প্রীতি সদা বাঞ্ছে ধর্ম্মের নন্দনে ॥
যে কিছু বিভাগ দিলে করি বিবেচন।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল ধর্ম্মের নন্দন ॥
উপায় কতেক তুমি করিলে মারিতে।
তার ধর্ম্ম হৈতে মুক্ত হইল তাহাতে ॥
জতুগৃহে মুক্ত হয়ে পাঞ্চালেতে গেল।
সভামধ্যে লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদী পাইল ॥
সহায় দ্রুপদ হৈল ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
রাজচক্রবর্ত্তী হৈল রাজা যুধিষ্ঠির ॥

সসাগরা পৃথিবী খাটিল ছত্রতলে।
যতেক করিল সব নিজ ভুজবলে॥
ইথে কেন তাপ তুমি করহ হৃদয়।
তব অংশ হৈতে তারা কিছু নাহি লয়॥
অক্ষয় যুগল তূণ গাণ্ডীব ধনুক।
এ সব পাইল তৃপ্ত করিয়া পাবক॥
অগ্নি হৈতে ময়ের করিল পরিত্রাণ।
সে দিলেক দিব্য সভা করিয়া নির্ম্মাণ॥
নিজ পরাক্রমেতে করিল ক্রতুরাজ।
তুমি কেন তাপ তাহে কর হৃদিমাঝ॥
তুমিও করহ সব নিজ ভুজজোরে।
তুমি কোন অসমর্থ কহ দেখি মোরে॥
কহিলে যে কেহ নাহি আমার সহায়।
তোমা অনুগত যত কহি শুন রায়॥
শত ভাই তোমার প্রচণ্ড মহারথা।
শত পুত্র প্রতাপের কি কহিব কথা॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা মহবীর।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত প্রতাপে মিহির॥
জয়দ্রথ বাহ্লীক আমরা থাকিতে।
তোমারে বধিতে কেবা আছে পৃথিবীতে
তুমিও পৃথিবী শাসি সঞ্চহ রতন।
কোন কর্ম্মে হীন তুমি চিন্ত সেকারণ॥
দুর্য্যোধন বলে আগে জিনিব পাণ্ডব।
পাণ্ডব জিনিলে মম বশ হবে সব॥
শকুনি বলিল ভাল বিচারিলা মনে।
সংগ্রামে কে জিনিবেক পাণ্ডুপুত্রগণে॥
পুত্র সহ দ্রুপদ সহায় নারায়ণ।
ইন্দ্র নারে জিনিবারে পাণ্ডুর নন্দন॥
জিনিবারে এক বিদ্যা আছে মম স্থান।
জিনিবারে চাহ যদি লহ সেই জ্ঞান॥
দুর্য্যোধন বলে কহ মাতুল সুমতি।
হেন বিদ্যা আছে যদি দেহ শীঘ্রগতি॥
বিনা অস্ত্র প্রহারে পাণ্ডবদিগে জিনি।
কহ শীঘ্র মাতুল আনন্দ হোক শুনি॥
শকুনি বলিল এই শুন দুর্য্যোধন।
পাশায় নিপুণ নহে ধর্ম্মের নন্দন॥
তথাপিও ইচ্ছা বড় পাশা খেলিবারে।
মম সহ খেলি জিনে নাহিক সংসারে॥
ক্ষত্রনীতি আছে হেন যদ্যপি আহ্বয়।
কিবা দ্যূতে কিবা যুদ্ধে বিমুখ না হয়॥
কদাচিৎ যুধিষ্ঠির বিমুখ না হবে।
খেলিলে তোমার জয় অবশ্য হইবে॥
পিতারে এ সব কথা কহ গিয়া বেগে।
মম শক্তি নাহিবে কহিতে তাঁর আগে॥
এইরূপ বিচার করিয়া দুই জনে।
হস্তিনানগরে প্রবেশিল কতক্ষণে॥
ধৃতরাষ্ট্র-চরণে করিল নমস্কার।
আশীষ করিয়া জিজ্ঞাসিল সমাচার॥
নিঃশব্দেতে রহিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে সুবলনন্দন॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র তব রায় সর্ব্ব গুণবান।
হেন পুত্রে কেন তবে নাহি অবধান॥
দিনে দিনে ক্ষীণ হয় জীর্ণ শীর্ণ অঙ্গ।
রক্তহীন দেখি যে শরীরবর্ণ পিঙ্গ॥
কি কারণে নাহি বুঝি হেন মনস্তাপ।
সঘনে নিশ্বাস যেন দন্তহত সাপ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ শুনি দুর্য্যোধন।
অঙ্গ তব হীনবল কিসের কি কারণ॥
শকুনি বলিল যত শুনিলে শ্রবণে।
কি দুঃখ তোমার নাহি লয় মোর মনে॥
কে আছে তোমার শত্রু কার এত বল।
কোন সুখে হীন তুমি হইলে দুর্ব্বল॥
ধনে জনে সম্পদেতে কে আঁটে তোমায়
কোন জন আছে হেন বীর বসুধায়॥
দিব্য ভক্ষ্য দিব্য বস্ত্র দিব্য নারীগণ।
মনোহর গৃহ সব মণ্ডিত রতন॥
কি তোর অসাধ্য অনুশোচ কি কারণ।
এত শুনি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন॥
সকল বৈভব আমি করি যে প্রমাণ।
যেন সব কুপুরুষ জনের সমান॥
এই মনস্তাপ পিতা কর অবধান।
মৃত্যু নাহি জীয়ে আছি কঠিন পরাণ॥

শক্রর সম্পদ পিত দেখিয়া নয়নে।
না হয় শরীর পুষ্ট না তৃপ্তি ভোজনে ॥
পাণ্ডবের লক্ষ্মী যেন দীপ্ত দিনকর।
সেই তাপে দহিতেছে মম কলেবর ॥
পাণ্ডব-সম্পদ তুল্য নাহি দেখি শুনি।
কহিতে না পারি পিত তাহার কাহিনী ॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে গৃহে।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে সুরমন মোহে ॥
পৃথিবীর রাজগণ নানারত্ন লয়ে।
বৈশ্যবর্ণ প্রায় থাকে দ্বারে দাণ্ডাইয়ে ॥
এত রাজা রাজসূয় করিল যখন।
না জানি যে কত দ্বিজ করয়ে ভোজন ॥
মুহূর্ত্তেকে পিতা এক লক্ষ শঙ্খ বাজে।
এক লক্ষ পূর্ণ হৈলে এক শঙ্খ বাজে ॥
হেনমতে মুহুর্মুহু বাজে শঙ্খগণ।
অহর্নিশি শঙ্খ বাজে না যায় গণন ॥
শঙ্খশব্দ শুনি মম চমকিত মন।
ধনের কতেক পিতা করিব বর্ণন ॥
সে সব দেখিয়া চমৎকার লাগে মনে।
ইহার উপায় পিতা করহ আপনে ॥
পাণ্ডবেরে জিনি হেন যে থাকে উপায়।
বিনা দ্বন্দ্বে পাই যদি আজ্ঞা কর রায় ॥
পাশক্রীড়া জানে ভাল মাতুল শকুনি।
পাশায় পাণ্ডবলক্ষ্মী সব লব জিনি ॥
এতেক শুনিয়া অন্ধ বলিল তখন।
বিদুরে জিজ্ঞাসি আমি কহিব কারণ ॥
বুদ্ধিদাতা বিদুর যে মন্ত্রী-চূড়ামণি।
মম অনুগত বড় কহে হিতবাণী ॥
তাঁরে না জিজ্ঞাসি আমি কহিবারে নারি।
করিবারে যদি হয় তাঁর বাক্যে পারি ॥
দুর্য্যোধন বলে যদি বিদুরে কহিবে।
বিদুর শুনিলে সে এখনি নিবারিবে ॥
তাঁর বাক্য শুনি তুমি করিবে অন্যথা।
আমার মরণ ইথে হইবে সর্ব্বথা ॥
আমি মরি বঞ্চ সুখে বিদুর সহিত।
নিষ্ঠুর বচনে অন্ধ হইল দুঃখিত ॥
দুর্য্যোধন-মন বুঝি আশ্বাস করিল।
খেল পাশা বলি তারে অন্ধ আজ্ঞা দিল ॥
বহু স্তম্ভে বহু রত্নে কর এক ঘর।
চারি গোটা দ্বার তার কর পরিসর ॥
নির্ম্মাণ করিয়া গৃহ কহিবে আমারে।
এত বলি শান্ত রাজা করিল পুত্রেরে ॥
মহাবিচক্ষণ হয় বিদুর সুমতি।
জানিয়া অন্ধের স্থানে গেল শীঘ্রগতি ॥
বিদুর বলিল রাজা কি কর বিচার।
শুনি অসন্তোষ চিত্ত হইল আমার ॥
পুত্রে পুত্রে ভেদ না করিহ কদাচন।
সর্ব্বনাশ করে যত জানহ কারণ ॥
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
ধৃতরাষ্ট্র বলে কিছু না বল আমারে ॥
ভীষ্ম আর আমি থাকি ন্যায় বিচারিব।
কদাচিৎ পুত্রে পুত্রে দ্বন্দ্ব না করাব ॥
পশ্চাৎ হইবে যেই আছয়ে নিয়ত।
দৈব বলবান যে না করে হেন মত ॥
এখনি ত্বরিত তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া।
এথাকারে যুধিষ্ঠিরে আনহ ডাকিয়া ॥
ধর্ম্মরাজে না কহিবে এই বিবরণ।
এত শুনি ক্ষত্তা হৈল বিষণ্ণবদন ॥
বিদুর কহিল রাজা না কহিলা ভাল।
জানিলাম আজি হৈতে সর্ব্বনাশ হৈল ॥
এত বলি বিদুর হইল ক্ষুণ্ণমতি।
ভীষ্ম স্থানে জানাইতে গেল শীঘ্রগতি ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস পাশা অনুবন্ধ।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালি প্রবন্ধ ॥

পাশা খেলিবার মন্ত্রণা।

জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর।
কি হেতু হইল পাশা অনর্থের ঘর ॥
পিতামহ পিতামহী দুঃখ যাহে পাইল।
কেবা খেলা নির্বর্ত্তিল কেবা প্রবর্ত্তিল ॥
কোন কোন জন ছিল সভার ভিতর।
যেই পাশা হৈতে হৈল ভারত-সমর ॥

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ক্ষত্তাবাক্য শুনি অন্ধ চিন্তিত হৃদয়॥
দৃঢ় করি জানিল এ কর্ম্ম ভাল নয়।
একান্তে ডাকিয়া রাজা দুর্য্যোধনে কয়॥
হে পুত্র কদাচ তুমি না খেলিহ পাশা।
এ কর্ম্মেতে বিদুর না করিল ভরসা॥
সুবুদ্ধি বিদুর মম অহিত না ইচ্ছে।
তাঁর বাক্য না শুনিলে দুঃখ পাবে পিছে।
দেবে যেন বৃহস্পতি দেবরাজহিত।
সেইরূপ ক্ষত্তা মম জানিও নিশ্চিত॥
গুরুর অধিক পুত্র ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
বিচক্ষণ ক্ষত্তা কুরুবংশেতে গণনা॥
সুরকুলে বৃহস্পতি কুরুকুলে ক্ষত্তা।
বৃষ্ণিকুলে উদ্ধব সুবুদ্ধি জ্ঞানদাতা॥
বিদুর কহিল পাশা অনর্থের ঘর।
দ্যূত হৈতে ভেদাভেদ আছে সুগোচর॥
ভ্রাতৃভেদ হৈলে বাপা হয় সর্ব্বনাশ।
বিদুরের বাক্য শুনি হৈল মম ত্রাস॥
মাতা পিতা তুমি যদি মান দুর্য্যোধন।
না খেলিও দ্যূত তুমি শুনহ বচন॥
পরম পণ্ডিত তুমি না বুঝহ কেনে।
কি কারণে হিংসা কর পাণ্ডুর নন্দনে॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে গণি।
হস্তিনানগর কুরুকুলরাজধানী॥
যুধিষ্ঠির বর্ত্তমানে পাইলে হস্তিনা।
তুমি যাহা দিলে তাহা নিল পঞ্চ জনা॥
ইন্দ্রের সমান পুত্র তোমার বৈভব।
নরযোনি হয়ে কার এমত সম্ভব॥
ইথে অনুশোচ পুত্র কিসের কারণ।
কি হেতু উদ্বেগ কর কহ দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন বলে পিতা সমর্থ হইয়া।
অহঙ্কার নাহি যার শত্রুকে দেখিয়া॥
কাপুরুষমধ্যে গণ্য হয় হেন জন।
বিশেষে ক্ষত্রিয় জাতি জানহ আপন॥
মোরে যে বলিলে লক্ষ্মী গণি সাধারণ।
এইমত লক্ষ্মী পিতা ভুঞ্জে বহু জন॥
কুন্তীপুত্র-লক্ষ্মী যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখি মোর ধন্য প্রাণ আছে এতক্ষণ॥
পৃথিবী ব্যাপিল পিতা পাণ্ডবের যশ।
যতেক নৃপতি পিতা হৈল তার বশ॥
যদু ভোজ অন্ধক কুকুর লোক অঙ্গ।
কারস্কর বৃষ্ণি এই সপ্ত বংশ সঙ্গ॥
যুধিষ্ঠির বচনে সদাই কৃষ্ণ খাটে।
সমস্ত ভূপতি কর দেয় করপুটে॥
আর করিলেক কত কপট পাণ্ডব।
মম স্থানে ধন রত্ন রাখিলেক সব॥
পূর্ব্বে নাহি শুনি পিতা যে রত্নের নাম।
সে সকল দেখিলাম যুধিষ্ঠির-ধাম॥
নানাবর্ণ রত্ন সব না যায় কথন।
সিন্ধুমধ্যে গিরিমধ্যে জন্মে যত ধন॥
ধরামধ্যে বৃক্ষমধ্যে জীবের অঙ্গেতে।
সর্ব্বরত্ন আছে পিতা তার ভাণ্ডারেতে॥
লোমজ পট্টজ চীর বিবিধ বসন।
গজদন্ত বিরচিত দিব্য সিংহাসন॥
হস্তী অশ্ব উট গাধা মেষ আর অজা।
নানাবর্ণে আনি দিল নানাদেশী রাজা॥
শ্যামলা তরুণী দিব্যরূপা দীর্ঘকেশী।
সহস্র সহস্র দাসী নানাবর্ণে ভূষি॥
দেখিতে দেখিতে মম ভ্রম হৈল মন।
অপমান কৈল যত শুনহ কারণ॥
মায়াসভামধ্যে কিছু না পাই দেখিতে।
স্ফটিকের বেদী সব হেন লয় চিতে॥
জল জানি তুলিলাম পিন্ধন বসন।
দেখিয়া হাসিল লোক যত সভাজন॥
তথা হৈতে কত দূরে দেখি জলাশয়।
স্ফটিক বলিয়া তায় মনোভ্রম হয়॥
পড়িলাম মহাশব্দে সবস্ত্র তাহাতে।
চতুর্দ্দিকে লোকগণ লাগিল হাসিতে॥
ভীম ধনঞ্জয় আর যত সভাজন।
দ্রৌপদীর সহিত যতেক নারীগণ॥
সর্ব্বজন আমারে করিল উপহাস।
যুধিষ্ঠির পরিবারে দিল অন্য বাস॥

বলিল কিঙ্করগণে বস্ত্র আনিবারে।
পরাইল বাপী হৈতে তুলিয়া আমারে ॥
কার প্রাণে সহে পিত এত অপমান।
আর যে করিল পিতা কর অবধান ॥
স্থানে স্থানে স্ফটিকের নির্ম্মিত প্রাচীর।
দ্বার হেন বুঝিলাম আসিতে বাহির ॥
মস্তকে বাজিল ঘাত পড়িনু ভূতলে।
মাদ্রীপুত্র দুই আসি ত্বরিত তুলিলে ॥
মম দুঃখে দুঃখিত হইল দুই জন।
হাতে ধরি দেখাইল দুয়ার তখন ॥
এত অপমান পিতা সহে কার প্রাণে।
ক্ষত্র কি সহিতে পারে পারে হীন জনে ॥
এই হেতু হল পিত মোর অপমান।
কিবা তার লক্ষ্মী লই কিবা যাউক প্রাণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে পুত্র হিংসা বড় পাপ।
হিংসক জনের পুত্র জন্মে বড় তাপ ॥
অহিংসক পাণ্ডবের না করিবে হিংসা।
শান্ত হয়ে থাক পুত্র পাইবে প্রশংসা ॥
সেই মত যজ্ঞ করিবারে যদি মন।
কহ পুত্র নিমন্ত্রণ করি রাজগণ ॥
আমার গৌরব করে সব নৃপবর।
ততোধিক রত্ন দিবে আমারে বিস্তর ॥
ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার।
অসৎ মার্গেতে গেলে দূষিবে সংসার ॥
পরদ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন।
স্বধর্ম্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত মন ॥
স্বকর্ম্মে উদ্যোগ করে পর-উপকারী।
সদাকাল সুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহারি ॥
পর নহে নিজ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
দ্বেষভাব তার নাহি করিহ কখন ॥
দুর্য্যোধন বলে পিতা প্রজ্ঞাবান নই।
বহু শুনিয়াছি বলি শাস্ত্রকথা কই ॥
সে জন কি জানে পিতা শাস্ত্রের বিবাদ।
চাটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ ॥
রাজা হয়ে এক আজ্ঞা নহিল যাহার।
তারে রাজা নাহি বলি শাস্ত্র অনুসার ॥
রাজা হয়ে সন্তোষ না রাখিবে কখন।
ধনে জনে শান্তি না রাখিবে কদাচন ॥
শত্রুকে বিশ্বাস আর নাহি কদাচন।
নমুচি দানবে যথা সহস্রলোচন ॥
এক পিতা হৈতে হৈল দোঁহার উৎপত্তি।
বহুকাল প্রীতি ছিল নমুচি সংহতি ॥
সমরে তাহারে ইন্দ্র করিল সংহার।
নিষ্কণ্টকে ভোগ করে অদিতিকুমার ॥
শত্রু অল্প যদি তবু নাশে সে কারণ।
মূলস্থ বল্মীক যেন গ্রাসে তরুগণ ॥
জ্ঞাতিমধ্যে যেই ধনে জনে বলবান।
ক্ষত্রমধ্যে সেই শত্রু গণি যে প্রধান ॥
আপনি জানিয়া কেন করহ বঞ্চন।
নিশ্চয় জানিনু চাহ আমার নিধন ॥
পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র বহু মধুর বচনে।
নিবারিতে না পারিয়া পুত্র দুর্য্যোধনে ॥
দৈবগতি জানিয়া বিদুরে ডাকাইল।
যুধিষ্ঠিরে আন গিয়া বলি আজ্ঞা দিল ॥
বিদুর বলিল রাজা শ্রেয় নহে কথা।
কুলনাশ হবে জানি মনে পাই ব্যথা ॥
অন্ধ বলে আমারে যে না বলিহ আর।
দৈববশ দেখি এই সকল সংসার ॥
নারিল বিদুর আজ্ঞা করিতে হেলন।
রথে চড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন ॥
বিদুরেরে সমাগত করি দরশন।
যথাবিধি পূজা করিলেন পঞ্চজন ॥
জিজ্ঞাসা করেন কহ ভদ্র সমাচার।
কি কারণে অন্যচিত্ত দেখি যে তোমার ॥
বিদুর বলেন রাজা চল হস্তিনায়।
বিলম্ব না কর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় ॥
আর যে বলিল তাহা শুনহ সুমতি।
তব সভা তুল্য সভা করিয়াছে তথি ॥
ভ্রাতৃগণ সহ মম সভা দেখ আসি।
দ্যূত আদি ক্রীড়া কর সভামধ্যে বসি ॥
সভায় বসিলে মম তৃপ্ত হয় মন।
এই হেতু আমারে পাঠাইল রাজন ॥

যুধিষ্ঠির বলে দ্যূত অনর্থের ঘর।
দ্যূত ক্রীড়া ইচ্ছে যত জ্ঞানভ্রষ্ট নর ॥
যে হউক সে হউক আমি অধীন তোমার
কি কাজ করিব মোরে কহ সমাচার ॥
বিদুর বলেন দ্যূত অনর্থের মূল !
দ্যূতেতে অনর্থ জন্মে ভ্রষ্ট হয় কুল ॥
করিলাম অন্ধ নৃপে অনেক বারন।
আমারে পাঠাল তবু না শুনি বচন ॥
বুঝিয়া করহ রাজা যাহে শ্রেয় হয়।
যাহ বা না যাহ তথা যেবা চিত্তে লয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন আজ্ঞা দেন কুরুপতি।
গুরু-আজ্ঞা-ভঙ্গ কৈলে নরকে বসতি ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তাত জানহ যেমন।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে যদি করে আবাহন ॥
বিশেষে আমার সত্য প্রতিজ্ঞা বচন।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে আমি না ফিরি কখন।
এত বলি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
দ্রৌপদীরে কহিয়া গেলেন ততক্ষণ ॥(২১)
দৈবপাশে বান্ধি যেন লোকে লয়ে যায়।
ক্ষত্তাসহ পঞ্চ ভাই যান হস্তিনায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারী সহিত অন্তঃপুর-নারী যত ॥
একে একে সবাকারে করি সম্ভাষণ।
রজনী বঞ্চেন তথা সুখে পঞ্চজন ॥
পুণ্যকথা ভারতের অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

যুধিষ্ঠিরের সহিত শকুনির দ্যূতক্রীড়া ও
শকুনির জয়।

রজনী প্রভাতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সুখে দিব্য সভামধ্যে করিল গমন ॥
একে একে সম্ভাষ করিয়া সর্ব্বজনে।
বসিলেন অপূর্ব্ব কনক সিংহাসনে ॥
হেনকালে শকুনি আনিল পাশাসারি
যুধিষ্ঠিরে বলে তবে প্রবঞ্চনা করি ॥
পুরুষের মনোরম দ্যূতক্রীড়া জানি।
দ্যূতক্রীড়া কর আজি ধর্ম্মনৃপমণি ॥

যুধিষ্ঠির বলে পাশা অনর্থের ঘর।
ক্ষত্র-পরাক্রম ইথে না হয় গোচর ॥
কপট এ কর্ম্ম ইথে কপট বাখান।
অনীতি কর্ম্মেতে মম নাহি লয় মন ॥
শকুনি বলিল পাশা সুবুদ্ধির কর্ম্ম।
দ্যূত কিম্বা যুদ্ধ এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
যুদ্ধেতে অজাতি জাতি নাহিক বিচার।
হীনজাতি যবনাদি করয়ে প্রহার ॥
পাশার সমান সেহ বুদ্ধির সমর।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন বলে মুনিবর ॥
যুধিষ্ঠির বলে পাশা অনর্থের মূল।
অধর্ম্ম করিয়া মোরে না জিন মাতুল ॥
অন্য নাহি মনে মম দ্বিজসেবা বিনা।
এ কর্ম্ম মাতুল আমি না করি কামনা ॥
শকুনি বলিল তুমি যাও নিজ স্থানে।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে ক্রীড়া পণ্ডিত সে জানে ॥
যদি দ্যূতক্রীড়া ইচ্ছা নাহিক তোমার।
নিবর্ত্তিয়া গৃহে তবে যাহ আপনার ॥
যুধিষ্ঠির বলে যবে ডাকিলা আমারে।
সত্য মম না টলিবে পাশার সমরে ॥
সত্য আমি খেলিব পাশার আবাহনে।
তব সহ পণ কিন্তু করে কোন জনে ॥
মেরুতুল্য আমার আছে যে বহু ধন।
চারি সমুদ্রের মধ্যে যতেক রতন ॥
দুর্য্যোধন বলে মম মাতুল খেলিবে।
সব রত্ন আমি দিব যতেক হারিবে ॥
এইরূপে দুই জনে পাশা আরম্ভিল।
দেখিবারে সর্ব্বজন সভাতে বসিল ॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি।
চিত্তে অসন্তোষ অতি বিদুর প্রভৃতি ॥
ধর্ম্ম বলিলেন পণ হইল আমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে যত মম রত্নের ভাণ্ডার ॥
ঈদৃশ তোমার ধন কোথা দুর্য্যোধন।
হাসি বলে কোথা হৈতে দিবে এই পণ।
দুর্য্যোধন বলে মোর আছয়ে অনেক।
অবশ্য অর্পিব আমি জিনিবে যতেক

নির্ণয় করিয়া সারি ফেলিল শকুনি।
কটাক্ষে সকল রত্ন লইলেক জিনি॥
ক্রোধে যুধিষ্ঠির পুন করিলেন পণ।
কোটি কোটি মহাবল যত অশ্বগণ॥
শকুনি হাসিয়া ফেলি জিনিলাম কয়।
কি পণ করিবা আর কহ মহাশয়॥
যুধিষ্ঠির বলে মোর রথ অগণন।
নানারত্নে বিভূষিত মেঘের গর্জ্জন॥
শকুনি হাসিয়া বলে ডাকি ততক্ষণ।
হের দেখ জিনিলাম কর অন্য পণ॥
ধর্ম্ম বলিলেন হস্তিবৃন্দ যে আমার।
ঈষদন্ত মহাকায় বলে অনিবার॥
সব হস্তী করি পণ পুন ফেল পাশা।
জিনিলাম শকুনি বলিয়া কহে ভাষা॥
যুধিষ্ঠির বলে তবে আছে দাসীগণ।
সহস্র সহস্র নানারত্নে বিভূষণ॥
সবার সৌজন্য বড় ব্রাহ্মণ-সেবাতে।
করিলাম তাহা পণ এবার পাশাতে॥
শকুনি ফেলিয়া পাশা বলয়ে হাসিয়া।
অন্য পণ কর হের নিলাম জিনিয়া॥
ধর্ম্ম বলে গন্ধর্ব্বাশ্ব আছে অগণন।
তিলেকে না পায় শ্রম ভ্রমিলে ভুবন॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তম্বুর আনি দিল।
এবার দ্যূতেতে সেই অশ্ব পণ হৈল॥
হাসিয়া বলয়ে তবে সুবলকুমার।
অশ্বগণ জিনিলাম কর পণ আর॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে যোদ্ধাগণ।
মহারথী-মধ্যে করি যে সব গণন॥
এবার যুদ্ধেতে আমি করিলাম পণ।
হাসিয়া জিনিনু বলে গান্ধারনন্দন॥
এইমত প্রবর্ত্তিল কপট দেবন।
একে একে হারিলেন ধর্ম্ম সর্ব্বধন॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি।

দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বিদুরের মন।
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকি তবে বলিছে বচন॥
আমি যত বলি তব মনে নাহি লয়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়॥
ওহে অন্ধ রায় তুমি হইলা কি স্তব্ধ।
জন্মকালে এই পুত্র কৈল খরশব্দ॥
তখনি বলিনু আমি সকল বিস্তার।
কুরুকুল ক্ষয় হেতু হইল কুমার॥
না শুনিলা মম বাক্য করিয়া হেলন।
সেই সব রাজা ব্যক্ত হতেছে এখন॥
সংহার-রূপেতে এই আছে তব ঘরে।
স্নেহেতে ভুলিয়া নাহি পাও দেখিবারে॥
দেব-গুরু-নীতি রাজা কহি সে তোমারে।
মধু হেতু মধুলোভী উঠে বৃক্ষোপরে॥
নাহিক পতনভয় মধুর কারণ।
সেইরূপ মত্ত হইয়াছে দুর্য্যোধন॥
মহারথিগণ সহ করয়ে বৈরিতা।
পশ্চাৎ জানিবে এবে নাহি শুন কথা॥
এইরূপ কংস ভোজ হইল উৎপত্তি।
সপ্তবংশ পিতার নাশিল দুষ্টমতি॥
উগ্রসেন আদি সবে করি এ প্রকার।
গোবিন্দের হাতে তবে হইল সংহার॥
সপ্তবংশ সুখে বৈসে গোবিন্দ সংহতি।
মম বাক্য মান রাজা বড় পাবা প্রীতি॥
শীঘ্রগতি পার্থে আজ্ঞা করহ রাজন।
দুর্য্যোধনে রাখ নিয়া করিয়া বন্ধন॥
নির্ভয়ে পরমসুখে থাকহ নৃপতি।
কাক হস্তে ময়ূরের না কর দুর্গতি॥
শিবাহস্তে সিংহের না কর অপমান।
শোকসিন্ধু মধ্যে রাজা না কর প্রয়াণ॥
যে পক্ষী প্রসব করে অমূল্য রতন।
মাংসলোভে তারে নাহি খায় বিজ্ঞজন॥
সুবর্ণের বৃক্ষ রাজা রোপিয়া যতনে।
বৃক্ষ রক্ষা কৈলে পুষ্প পায় অনুদিনে॥
যে হইল এখন নিবর্ত্ত নরপতি।
পুত্রগণে কেন কর যমের অতিথি॥
এ পঞ্চ জনের সহ কে করিবে রণ।
কহ শুনি রাজা তব আছে কোন্ জন॥

দিকপাল সহ যদি আইসে বজ্রপাণি।
পাণ্ডবে জিনিতে নারে তোমা কিসে গণি ॥
হে ভীষ্ম হে দ্রোণ কৃপ নাহি শুন কেনে।
সবে মেলি রঙ্গ দেখ বুঝিলাম মনে ॥
অগাধ সমুদ্রে নৌকা না ডুবাহ হেলে।
সবে মেলি যমগৃহে যাইতে বসিলে ॥
অক্রোধি অজাতশত্রু ধর্ম্মের তনয়।
যে ক্ষণে করিবে ক্রোধ ভীম ধনঞ্জয় ॥
যমজ যুগল যবে করিবেক ক্রোধ।
কে আছে সহায় তব করিতে প্রবোধ ॥
হে অন্ধ পাশাতে যত লইবে সেবাত।
বুঝিলা কি তাহাতে তোমার নাহি হাত ॥
কপট করিয়া তাহে কোন প্রয়োজন।
আজ্ঞামাত্রে দিবে সব ধর্ম্মের নন্দন ॥
এই শকুনিরে আমি ভালমতে জানি।
কপট কুবুদ্ধি খলগণ-চূড়ামণি ॥
কোথায় পর্ব্বতপুর ইহার নিবাস।
কে আনিল এথায় করিতে সর্ব্বনাশ ॥
বিদায় করহ ঘরে যাক আপনার।
উঠ গো শকুনি পাশা করি পরিহার ॥
সভাতে এতেক যদি বিদুর বলিল।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল ॥
দুর্য্যোধন বলে আমি তোমা না জিজ্ঞাসি
কার হয়ে কহ ভাষা সভামাঝে বসি ॥
জিহ্বাতে হৃদয়-তত্ত্ব মনুষ্যের জানি।
সদাকাল চাহ তুমি ধৃতরাষ্ট্র-হানি ॥
পাণ্ডুপুত্র-প্রিয় তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
নিকটে না রাখি কভু শত্রু-হিত জনে ॥
উঠিয়া যথায় ইচ্ছা যাহ আপনার।
এথায় রহিতে যোগ্য না হয় তোমার ॥
কুজনেরে যদি রাখে করিয়া যতন।
তথাপি অসৎ পথে করিবে গমন ॥
সভামধ্যে যতেক কহিলা তুমি ভাষা।
অন্য হৈলে নাহি থাকে জীবনের আশা।
যতেক তোমার আমি করি পূজা মান।
তত অনাদর মোরে কর অল্পজ্ঞান ॥
সভামধ্যে কহ কথা যেন স্বয়ং প্রভু।
কেহ এ কুৎসিত আর নাহি করে কভু ॥
বিদুর বলেন আমি না কহি তোমারে।
ধৃতরাষ্ট্র-দুঃখ দেখি হৃদয় বিদরে ॥
তোরে কি কহিব ধৃতরাষ্ট্রে নাহি শুনে।
হতায়ু জনেতে কভু হিত নাহি মানে ॥
আমারে কি হেতু তুমি জিজ্ঞাসিলে কথা
জিজ্ঞাসহ নিজ তুল্য লোক পাও যথা ॥
এত বলি নিঃশব্দ যে ক্ষত্তা মহাশয়।
পুন আরম্ভিল পাশা সুবলতনয় ॥

ভ্রাতৃবর্গকে ও দ্রৌপদীকে পণ করণ ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয়।

শকুনি বলিল চাহি ধর্ম্মের নন্দন।
সর্ব্ব সংহারিলা আর কি করিবা পণ ॥
যুধিষ্ঠির বলে মম অসংখ্য রতন।
চারি সিন্ধু মধ্যে আছে মোর যত ধন ॥
অযুত নিযুত যত খর্ব্ব মহাখর্ব্ব।
পদ্ম শঙ্খ করি অন্ত আছে যত সর্ব্ব ॥
সকল করিনু পণ এবার সারিতে।
জিনি লইলাম বলে গান্ধারের সুতে ॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে আছে পশুগণ।
গাভী উষ্ট্র খর আর মেষ অগণন ॥
সব করিলাম পণ এবার দ্যূতেতে।
জিনিলাম বলি বলে সুবলের সুতে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন পণ করি আমি।
আমার শাসিত আছে যত রাজ্য ভূমি।
ব্রাহ্মণের ভূমি গৃহ ছাড়িয়া রতন।
এবার দেবনে আমি করিলাম পণ ॥
শকুনি বলিল আমি জিনিনু সকল।
আর কি আছয়ে পণ কর মহাবল ॥
ধর্ম্ম দেখিলেন ধন কিছু নাহি আর।
কুমারগণের অঙ্গে যত অলঙ্কার ॥
সকল করিলা পণ জিনিল শকুনি।
দেখিয়া চিন্তিত বড় ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
শকুনি বলিল কহ কি আর বিচার।
বিচারি করেন পণ ধর্ম্মের কুমার ॥

ক্ষিতিমধ্যে সুবিখ্যাত নকুল সুধীর।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর॥
সিংহগ্রীব পদ্মপত্র যুগল নয়ন।
এবার সারিতে নকুলেরে করি পণ॥
কপটে শকুনি বলে বলি সারোদ্ধার।
তব প্রিয় ভাই এই পাণ্ডুর কুমার॥
কেমনে ইহারে পণ করিবা দেবনে।
এত বলি ফেলি পাশা লইলেক জিনে॥
ধর্ম্ম বলে সহদেব ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
আমার পরম প্রিয় জগতে বিদিত॥
এবার সারিতে সহদেবে করি পণ।
জিনিলাম বলি বলে গান্ধারনন্দন॥
কপট চাতুরী বাক্য বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি॥
বৈমাত্রেয় দুই ভাই হারিলা সারিতে।
ভীমার্জ্জুনে হারিবে না লয় মম চিতে॥
ধর্ম্মরাজ বলে তব দেখি দুষ্প্রকৃতি।
ভ্রাতৃভেদ ভাষ কেন কহ মন্দমতি॥
আমি আর পঞ্চ ভাই একই পরাণ।
কি বুঝিয়া হেন বাক্য কহিলা অজ্ঞান॥
ভীত হয়ে শকুনি বলিছে সবিনয়।
সহজে পাশায় মত্ত সুজনেতে হয়॥
মত্ত হৈলে অবক্তব্য বাক্য আসে মুখে।
তুমি শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ ক্ষমহ দোষ মোকে॥
পুন যুধিষ্ঠির করিলেন এ উত্তর।
তিন লোক খ্যাত যে আমার সহোদর॥
হেলে তরি পর সৈন্য সাগরের প্রায়।
যেই দুই বীর কর্ণধারের কৃপায়॥
হেলায় জিনিল দেবরাজে ভুজবলে।
অগণিত গুণ যার খ্যাত ক্ষিতিতলে॥
এ কর্ম্মেতে পণযোগ্য নহে হেন নিধি।
তথাপিহ করি পণ অক্ষক্রীড়া-বিধি॥
শকুনি ফেলিয়া পাশা জিনিলাম বলে।
ধনঞ্জয়ে জিনি হৃষ্ট হয় কুরুদলে॥
ধর্ম্ম বলিলেন পণ করি এইবার।
বলেতে মনুষ্যলোকে সম নাহি যার॥
ইন্দ্র যেন দৈত্য দলি পালে সুরগণে।
সেই মত পালে ভীম পাণ্ডুর নন্দনে॥
পাশার এ পণযোগ্য নহে হেন ধন।
তথাপিহ করি পণ দৈব-নির্ব্বন্ধন॥
জিনিলাম বলি তবে বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর নৃপমণি॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
আমি আছি মাত্র এবে মোরে করি পণ॥
জিনিয়া শকুনি বলে কপট আচার।
পাপকর্ম্ম করিলা হে কুন্তীর কুমার॥
দ্রুপদকুমারী পণ করহ এবার।
জিনিয়া করহ রাজা আপন উদ্ধার॥
এ সকল থাকিতে আপনা নাহি হারি।
আপনা থাকিতে হয় বহু ধন নারী॥
রাজা বলে মামা না সম্ভবে এই কথা।
কিমতে করিব পণ দ্রুপদদুহিতা॥
রূপেতে লক্ষ্মীর সম যাহার বর্ণনা।
অসংখ্য যাহার গুণ না হয় গণনা॥
মম সৈন্যসিন্ধু সম না হয় বর্ণন।
প্রত্যক্ষ সবার চেষ্টা করে অনুক্ষণ॥
দ্বিজ ক্ষত্র দাস দাসী যত পশুগণ।
সবারে জননীরূপে করয়ে পালন॥
হেন স্ত্রী করিব পণ হেন নহে মতি।
কপট করিয়া বলে শকুনি দুর্ম্মতি॥
লক্ষ্মী অবতার রাজা তোমার গৃহিণী।
তাঁর ভাগ্যে কদাচিৎ পড়ে পাশা জানি॥
হারিলা আপনা রাজা করহ উদ্ধার।
আপনা হইতে বড় নাহি কেহ আর॥
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত।
শকুনির বচন যে মানিলেন হিত॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির।
পাশা ফেল আরবার সেই পণ স্থির॥
এতেক শুনিয়া দুষ্ট পাশা ফেলাইল।
হাসিয়া শকুনি বলে জিনিল জিনিল॥
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হাসে খল খল।
মহাআনন্দিত কুরু-সোদর-সকল॥

বিপরীত কর্ম্ম দেখি ভাবে সভাজন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ হৈল সজলনয়ন ॥
বিমর্ষ বিদুর বসিলেন অধোমুখে।
জ্ঞানবন্ত লোক স্তব্ধ হৈল মহাশোকে ॥
হৃষ্ট হ'য়ে ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়া বলিল।
কে জিনিল কে জিনিল বলে জিজ্ঞাসিল ॥
বহুকালে প্রকাশিল কুটিল-আচার।
না পারিল লুকাইতে ধৃতরাষ্ট্র আর ॥
এইমতে সকল হারেন ধর্ম্মরায়।
সভাপর্ব্বে সুধারস কাশীদাস গায় ॥

পঞ্চপাণ্ডবকে সভাতলস্থ করণ।

হাসিয়া বলিল তবে সূর্য্যের নন্দন।
দেখহ ইহারে হৈল দৈবের ঘটন ॥
আমা সবা মধ্যেতে তোমারে দিল লাজ
উপহাস কৈল পেয়ে আপন সমাজ ॥
এই ভীমার্জ্জুন দেখ মাদ্রীর নন্দন।
পুনঃপুনঃ তোমা দেখি হাসে সর্ব্বজন ॥
বাতুল দেখিয়া যথা হাসে সভাজনে।
সেইমত কৈল তোমা আপন ভবনে ॥
সেই অধর্ম্মের ফলে দেখ নৃপমণি।
দাস করি বান্ধিয়া দিলেক দৈবে আনি ॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ সমুদয়।
সমযোগ্য নহে দাস বসিতে সভায় ॥
দুর্য্যোধন বলে সখা উত্তম কহিলে।
আজ্ঞা দিল যুধিষ্ঠিরে লহ সভাতলে ॥
দাস হৈল দাসস্থানে থাক পঞ্চজন।
সবাকার কাড়ি লহ বস্ত্র আভরণ ॥
বুঝিয়া আপনি সখা করহ বিধান।
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে স্থান ॥
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে কর সমর্পণ।
এতেক শুনিয়া বলে দুষ্ট বৈকর্ত্তন ॥
দৈব হৈতে বহু জন ভৃত্যকর্ম্ম করে।
বিনা কর্ম্মে কেবা আছে সংসার ভিতরে ॥
নিজবৃত্তি মত কর্ম্ম করয়ে আজন্ম।
রাজা রাজকর্ম্ম করে ভৃত্য ভৃত্যকর্ম্ম ॥

ভৃত্য হৈল পঞ্চজন করুক স্বকাজ।
যে কর্ম্মে যে যোগ্য তারে দেহ মহারাজ ॥
অনুভব আমার যে কর অবধান।
পঞ্চজনে নিযোজিত কর স্থানে স্থান ॥
সুকোমল অঙ্গ রাজা ধর্ম্মের তনয়।
অন্য কর্ম্মে ইহার ক্ষমতা নাহি হয় ॥
তাম্বূলের সেবাতে করহ নিয়োজন।
পান লয়ে সন্নিধানে রবে অনুক্ষণ ॥
হৃষ্টপুষ্ট বৃকোদর হয় বলবান।
সে কারণে মম মনে লয় এই জ্ঞান ॥
বৃকোদরে সমর্পণ কর চতুর্দ্দোল।
অনায়াসে ভার সবে নহেক দুর্ব্বল ॥
স্কন্ধে করি তোমা লবে সহ ভ্রাতৃগণ।
স্বচ্ছন্দে যাইবে যথা করিবা গমন ॥
অর্জ্জুনেরে এই সেবা দেহ মহাশয়।
আমি অনুমানি যদি তব মনে লয় ॥
বস্ত্র অলঙ্কার আদি সমর্প অর্জ্জুনে।
লয়ে তব পুরোভাগে রবে অনুক্ষণে ॥
তব হিতপ্রিয় দুই মাদ্রীর তনয়।
এ দোঁহারে দুই সেবা দেহ মহাশয় ॥
দুই ভিতে তোমার থাকিবে দুই জন।
চামর লইয়া সদা করিবে ব্যজন ॥
এ পঞ্চ সেবায় পঞ্চে কর নিয়োজন।
আসিয়া করুক কৃষ্ণা গৃহে দাসীপণ ॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ দুরাচার।
হাসিয়া বলয়ে তবে গান্ধারীকুমার ॥
দুর্য্যোধন বলে সখা বলিলা উত্তম।
যে বিধান করিলা সে মম মনোরম ॥
ইঙ্গিত করিয়া জানাইল ভ্রাতৃগণে।
সভাতলে লইয়া বসাও সর্ব্বজনে ॥
আজ্ঞামাত্রে ততক্ষণে যত ভৃত্যগণ।
উঠ উঠ বলি কহে কর্কশ বচন ॥
কোন লাজে রাজাসনে আছহ বসিয়া।
আপনার যোগ্য স্থানে সবে বৈস গিয়া ॥
দুঃশাসন উঠাইল ধর্ম্মকরে ধরি।
চল চল বলি ডাকে পৃষ্ঠে ঢেকা মারি ॥

ক্রোধেতে ধর্ম্মের পুত্র কাঁপে কলেবর।
চক্ষু রক্তবর্ণ লোহ বহে ঝরঝর ॥
বিপরীত মানহীন দেখি যুধিষ্ঠির।
ক্রোধে থর থর কম্পমান ভীমবীর ॥
ভৈরব গর্জ্জনে গর্জ্জে দন্ত কড়মড়ি।
যেমন প্রলয়কালে হয় মড়মড়ি ॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
অরুণ আকার চক্ষু চাহে একদৃষ্টি ॥
নাকে ঝড় বহে যেন প্রলয় সমাম।
মহাবীর ভীমসেন কর্ণপানে চান ॥
দেখিয়া কৌরবগণ পায় বড় শঙ্কা।
হাতে গদা করি ভীম উঠে রণরঙ্কা ॥
মাথায় ফিরায় গদা চক্রের আকার।
চরণের ভরে ক্ষিতি হয় ত বিদার ॥
ক্রোধমুখ করি দুঃশাসন পানে ধায়।
অনুমতি লইবারে ধর্ম্ম পানে চায় ॥
হেঁটমাথা যুধিষ্ঠির দেখিয়া ভীমেরে।
বুঝিয়া অর্জ্জুন গিয়া ধরিলেন তাঁরে ॥
অর্জ্জুন বলেন ভাই না কর অনীতি।
কি হেতু হেলন কর ধর্ম্মনরপতি ॥
দিক্পাল সহ যদি আইসে দেবরাজ।
আর যত বীর বৈসে ত্রৈলোক্যের মাঝ
ধর্ম্মেরে করিবে হেন আমরা থাকিতে।
মুহূর্ত্তেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে ॥
কোন ছার এরা সব তৃণ হেন গণি।
এখনি দহিতে পারি কারে নাহি মানি ॥
বিনা ধর্ম্ম আজ্ঞায় নাহিক ভাই শক্তি।
তাহে কোন ভদ্র যাহে ধর্ম্মেতে অভক্তি
অস্বীকার ধর্ম্মের এ কর্ম্মে অভিপ্রায়।
সেকারণে এ কর্ম্ম করিতে না যুয়ায় ॥
অর্জ্জুনের বচনে হইল শান্তক্রোধ।
ফেলিলেন গদা ভীম মানি উপরোধ ॥
আভরণ পরিধান যতেক আছিল।
পঞ্চ ভাই আপনা আপনি সব দিল ॥
সভাত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধূল্যাসনে।
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চজনে ॥
হেনকালে দুষ্ট কর্ণ কহিল বচন।
দ্রৌপদী আনিতে দূত করহ প্রেরণ ॥
শুনি দুর্য্যোধন তবে বিদুরে ডাকিল।
হাস্য উপহাসে তবে কহিতে লাগিল ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা বুঝিয়া বিচার।
সভা হৈতে গৃহে তবে গেল আপনার ॥

দ্রৌপদীকে আনিতে প্রাতিকামীর গমন।

তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিতমতি।
ডাকিয়া বলিল তবে বিদুরের প্রতি ॥
বিষাদিত কেন বসিয়াছ অধোমুখে।
হেন বুঝি দুঃখী বড় পাণ্ডবের দুঃখে ॥
উঠ উঠ যাহ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে চলি।
আপনি আইস হেথা লইয়া পাঞ্চালী ॥
অন্তঃপুরে আছয়ে যতেক দাসীগণ।
তা সবার সহিত করুক দাসীপণ ॥
এত শুনি বিদুর কম্পিত কলেবর।
ক্রোধমুখে দুর্য্যোধনে করিল উত্তর ॥
মন্দবুদ্ধি মতিচ্ছন্ন না বুঝিস্ কিছু।
ব্যাঘ্রেরে করালি ক্রোধ হয়ে মৃগপশু ॥
বিষ সংহারিয়া বসিয়াছে বিষধর।
অঙ্গুলী না পূর তার মুখের ভিতর ॥
কেমনে এ দুষ্টভাষা মুখেতে আনিলি।
কৃষ্ণা তব দাসী হবে কুলে দিলি কালি ॥
দ্রৌপদীতে তোমার কিসের অধিকার।
সবাই না বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥
আপনা হারিল পূর্ব্বে ধর্ম্মের কুমার।
অন্য জন উপরে কিসের অধিকার ॥
অন্যের উপরে তার প্রভুপণ কিসে।
আর তার চারি স্বামী আছয়ে বিশেষে ॥
মোর বোল যদি তোর নাহি লয় মনে।
জিজ্ঞাসিয়া দেখ যত বৃদ্ধ মন্ত্রিগণে ॥
এই যে বৃদ্ধক অন্ধ হৃষ্ট হইয়াছে।
লোভেতে হইল ছন্ন নাহি দেখে পাছে ॥
নিকটে আইলে মৃত্যু কে করে বারণ।
ফুল ধরি যেন বেণবৃক্ষের মরণ ॥

দ্যূতেতে পরম ধর্ম্ম আপন কল্যাণ।
কদাচিত তথাপি না করে মতিমান ।।
শুকাইলে খণ্ডে অস্ত্রাঘাতের বেদন।
বাক্যাঘাত নাহি খণ্ডে যাবৎ জীবন ।।
পাশাতে জিনিয়া বড় আনন্দ হৃদয়।
চিত্তে কর পাণ্ডবের হৈল অসময় ।।
শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে।
কি তার সহায় নাই এই মহাদেশে ।।
কোথা হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সুজন।
জলেতে পাষাণ নাহি ভাসে কদাচন ।।
লাউ নাহি ডুবে কভু জলের ভিতর।
কখন অগতি নহে বিষ্ণুভক্ত নর ।।
পুনঃপুনঃ আমি কহিলাম হিত বাণী।
না শুনিয়া মৃত্যুকাল হৈল হেন জানি ।।
নিশ্চয় হইল দেখি তিন কুল ধ্বংস।
শান্তনু বাহ্লীক অন্ধ নৃপতির বংশ ।।
পাত্র মিত্র ইষ্ট পুত্র সহিত মজিবে।
আমার এ সব কথা পশ্চাৎ ফলিবে ।।
এইরূপ বিদুর কহিল বহুতর।
শুনি দুর্য্যোধন তাঁরে নিন্দিল বিস্তর ।।
প্রাতিকামী ছিল তাঁর সম্মুখে দাণ্ডাইয়া।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা নিকটে ডাকিয়া ।।
যাহ তুমি দ্রৌপদীরে আন এইক্ষণে।
পাণ্ডবের ভয় তুমি না করিহ মনে ।।
বিদুরের বোলে কিছু না করিহ ভয়।
সর্ব্বকাল বিদুরের ভয়ার্ত্ত হৃদয় ।।
আর কুস্বভাব আছে বিদুর-চরিত।
ধৃতরাষ্ট্র-কুৎসা কহে পাণ্ডবের হিত ।।
আদেশ পাইয়া তবে চলে প্রাতিকামী।
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করিল শীঘ্রগামী ।।
যথায় পুরীর মধ্যে দ্রৌপদী সুন্দরী।
দ্রৌপদীর আগে কহে যোড়কর করি ।।
অবধানে মহাদেবি শুনহ বিধান।
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল দ্যূতে হতজ্ঞান ।।
সর্ব্বস্ব হারিল দ্যূতে তোমা আদি করি।
তোমা নিতে আজ্ঞা দিল কুরু-অধিকারী।
ধৃতরাষ্ট্র-গৃহে চল কর যথাকর্ম্ম।
শুনিয়া দ্রৌপদীর ভাঙ্গিল নিজমর্ম্ম ।।

দ্রৌপদীর প্রশ্ন।

দ্রৌপদী বলেন হেন কভু নাহি শুনি।
রাজপুত্র হারিয়াছে আপন গৃহিণী ।।
যুধিষ্ঠির ধীরবুদ্ধি কভু মত্ত নয়।
এ কর্ম্ম দ্যূতেতে হেন মনে নাহি লয় ।।
প্রাতিকামী বলে দেবী মিথ্যা কভু নয়।
গ্রহবশে খেলিলেন ধর্ম্মের তনয় ।।
একে একে সর্ব্বস্ব হারিয়া নরবর।
আপনারে হারিলেন সহ সহোদর ।।
পশ্চাতে তোমারে হারিলেন নৃপমণি।
এত শুনি বলিলেন দ্রুপদনন্দিনী ।।
যাহ প্রাতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজারে।
প্রথমে আপনা কি হারিলেন আমারে।
হারিয়া থাকেন যদি প্রথমে আপনা।
তবে গিয়া জিজ্ঞাসহ সভাসদজনা ।।
তবে যদি সভাতলে সবে যেতে কয়।
আপন ইচ্ছায় তবে যাইব তথায় ।।
এত শুনি প্রাতিকামী চলিল সত্বরে।
সভায় জিজ্ঞাসে গিয়া ধর্ম্ম নৃপবরে ।।
পাঠাইল দ্রৌপদী আমারে জিজ্ঞাসিতে।
কোন পণ প্রথমে করিলা রাজা দ্যূতে ।।
প্রথমে আপনা কি হারিলা যাজ্ঞসেনী।
শুনি মুগ্ধ হইলেন ধর্ম্ম নৃপমণি ।।
রহিলেন নীরবে নাহি সরে বাণী।
মনে বুঝি কিছু না বলিল প্রাতিকামী ।।
প্রাতিকামী প্রতি ক্রোধে বলে কুরুবরে।
যাহ প্রাতিকামী কিবা জিজ্ঞাস উহারে ।।
সভামধ্যে লইয়া আইস দ্রৌপদীরে।
আসিয়া করুক ন্যায় সভার ভিতরে ।।
আসি জিজ্ঞাসুক সেই যেই লয় মনে।
করুক আসিয়া ন্যায় লয়ে সভাজনে ।।
এত শুনি প্রাতিকামী হইল দুঃখিত।
পুন দ্রৌপদীর স্থানে চলিল ত্বরিত ।।

করযোড়ে প্রাতিকামী বলে সবিষাদ।
অবধান মহাদেবি হইল প্রমাদ ॥
অন্ত হৈল কুরুকুল বুঝিলাম মনে।
সভাতে তোমারে লইতে বলিল যখনে ॥
দ্রৌপদী বলিল শুন সঞ্জয়নন্দন।
ধর্ম্মরাজ কি বলেন কিবা দুর্য্যোধন ॥
প্রাতিকামী বলে রাজা কিছু না বলিল।
সভাতে লইতে দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল ॥
দ্রৌপদী কহিল তুমি বলিলা প্রমাণ।
বংশনাশ হেতু বিধি করিল বিধান ॥
যাহ প্রাতিকামী গিয়া জিজ্ঞাস রাজায়।
নিশ্চয় কি তাঁর মন যাইতে তথায় ॥
এত শুনিপ্রাকিকামী চলিল সত্বর।
রাজারে কহিল আসি কৃষ্ণার উত্তর ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভাবিয়া অন্তরে।
দুর্য্যোধন-যত্ন দেখি কৃষ্ণা আনিবারে ॥
বিচারিয়া বলিলেন কহ দ্রৌপদীরে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে খণ্ডিতে পারে ॥
সত্য বিনা মম চিত্তে অন্য নাহি লয়।
ধর্ম্মরক্ষা করুক সে আসি এ সভায় ॥
প্রাতিকামী প্রতি তবে দুর্য্যোধন বলে।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অগ্নি হেন জ্বলে ॥
ভাল তোরে পাঠানু আনিতে দ্রৌপদীরে
পুনঃপুনঃ ফিরি এস কেন এথাকারে ॥
আমি যাহা বলি তাহা নাহি লয় মনে।
পুনঃপুনঃ আইসহ দ্রৌপদী দুতপণে ॥
যাহ শীঘ্র দ্রৌপদীরে আনহ এস্থানে।
এত শুনি প্রাতিকামী ভীত হৈল মনে ॥
পুনরপি ইন্দ্রপ্রস্থে চলিল সত্বরে।
কতক দূরেতে গিয়া ভাবিল অন্তরে ॥
কি ক্ষণে আইনু আজি রাজার নিকটে।
সে কারণে পড়িলাম এমন সঙ্কটে ॥
পাছে ক্রোধ করে কৃষ্ণা দেখিলে এবার।
পাণ্ডব করিলে ক্রোধ নাহিক নিস্তার ॥
কদাচিৎ কৃষ্ণা যদি এবার না আইসে।
দুর্য্যোধন মহাক্রোধ করিবে বিশেষে ॥
বিচারিয়া বাহুড়িল সঞ্জয়নন্দন।
করযোড়ে বলে দুর্য্যোধনের সদন ॥
তব আজ্ঞাবশে যাই কৃষ্ণা আনিবারে।
না আইলে কি করিব আজ্ঞা কর মোরে ॥

দুঃশাসনের দ্রৌপদী সমীপে গমন ও তাঁহার
কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভায় আনয়ন।

শুনি দুঃশাসনে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবের ভয় করে সঞ্জয়নন্দন ॥
এ কর্ম্মের যোগ্য নহে এই অল্পমতি।
তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আন শীঘ্রগতি ॥
সভামধ্যে কেশে ধরি আনহ তাহারে।
নিস্তেজ হয়েছে শত্রু কি আর বিচারে ॥
আজ্ঞামাত্রে দুঃশাসন চলিল ত্বরিত।
দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে হৈল উপনীত ॥
দ্রৌপদী চাহিয়া ডাকি বলে দুঃশাসন।
চলহ দ্রৌপদী আজ্ঞা করিল রাজন ॥
পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে।
দুর্য্যোধনে ভজ এবে ত্যজি যুধিষ্ঠিরে ॥
দুঃশাসন দুষ্টবুদ্ধি দেখি গুণবতী।
সক্রোধ বদন আর বিকৃতি আকৃতি ॥
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থরথর।
শীঘ্রগতি উঠি গেলা ঘরের ভিতর ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছে গোড়াইল ॥
গৃহদ্বারে কুন্তীদেবী ভুজ পসারিয়া।
সবিনয়ে বলে দুঃশাসনে বসাইয়া ॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ না বুঝি চরিত ॥
কুলবধূ লয়ে যাবে মধ্যেতে সভার।
কুলের কলঙ্ক ভয় নাহিক তোমার ॥
শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জ্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া ॥
অচেতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে ॥
যেই কেশ রাজসূয় যজ্ঞের সময়।
মন্ত্রজলে সিঞ্চিলেন ব্যাস মহাশয় ॥

পুর হৈতে বাহির করিল শীঘ্রগতি।
দেখিয়া কান্দয়ে যত পুরের যুবতী।।
কেশে ধরি লয়ে যায় পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে কি না লাগে।।
নাগিনী বিকল যথা গরুড়ের মুখে।
ছটফট করে দেবী ছাড় ছাড় ডাকে।।
আরে মন্দমতি কেন না দেখ নয়নে।
রজস্বলা আছি আরে একই বসনে।।
দুঃশাসন বলে তুমি ছাড় হেন আশ।
রজস্বলা হও কিম্বা হও একবাস।।
পূর্ব্ব অহঙ্কার এবে না করিহ মনে।
সভাতে লইতে আজ্ঞা করিল রাজনে।।
কৃষ্ণা বলে গুরুজন আছেন সভাতে।
কিমতে দাণ্ডাব আমি তাঁদের অগ্রেতে।।
না লহ সভাতে মোরে কর পরিহার।
আরে মন্দমতি কেশ ছাড়হ আমার।।
কেন হেন জ্ঞানহারা হলে রে অবোধ।
সর্ব্বনাশ হবে হলে পাণ্ডবের ক্রোধ।।
ইন্দ্র সখা হলে তবু রক্ষা না পাইবি।
ক্ষণমাত্রে যমগৃহে সবংশেতে যাবি।।
ধর্ম্মে বদ্ধ হয়েছেন ধর্ম্ম নরপতি।
ভ্রাতৃ উপরোধে বশ চারি মহামতি।।
এই হেতু এতক্ষণ তোমার জীবন।
এখন যে রক্ষা পাও হৈলে নিবারণ।।
কৃষ্ণার বচন শুনি দুঃশাসন হাসে।
পুন আকর্ষিয়া দুষ্ট টান দিল কেশে।।
ঝাঁকারি সবলে তাঁরে নিল সভাস্থল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কৃষ্ণা হইয়া বিকল।।
উবুড় হইয়া চাহে ভূমি ধরিবারে।
না লও সভাতে মোরে বলয়ে কাতরে।।
বড় বড় জন দেখি আছেন সভায়।
হেন এক জন নাহি এক কথা কয়।।
কেহ তোর দুর্ব্বুদ্ধি না করে নিবারণ।
চিত্র-পুত্তলিকা মত আছে সভাজন।।
এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখ আছেন সভাতে।
ধার্ম্মিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে।।
স্বধর্ম্ম ছাড়িল এরা হেন লয় মনে।
মম এত দুঃখ কেন না দেখে নয়নে।।
বাহ্লীক বিদুর ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
ধর্ম্মশীল জানি সবে অতুল মহত্ত্ব।।
কুরুকুল সব ভ্রষ্ট হইল নিশ্চয়।
এক জন কেহ এক ভাষা নাহি কয়।।
এত বলি কান্দে দেবী সজল-নয়নে।
কাতর হইয়া চাহে স্বামীগণ পানে।।
দ্রৌপদী-কাতরদৃষ্টি দেখিয়া পাণ্ডব।
ঘৃত পেলে যেইমত জ্বলে জলোদ্ভব।।
রাজ্য দেশ ধন জন সকল হারিল।
তিলমাত্র তাহাতে তাপিত না হইল।।
দ্রৌপদী-কাতরমুখ দেখিয়া নয়নে।
কুম্ভকার শাল যেন পোড়য়ে আগুনে।।
দুঃশাসন টানে ঘন কেশেতে আকর্ষি।
পরিহাস করি কেহ বলে আন দাসী।।
সাধু দুঃশাসন বলে রাধেয় শকুনি।
সজল-নয়নে কান্দে দ্রুপদনন্দিনী।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

সভাজন-প্রতি বিকর্ণের উত্তর।

দ্রৌপদী যতেক কহে কেহ নাহি শুনে।
ভীষ্ম বীর প্রত্যুত্তর দেন কতক্ষণে।।
কহিতে না পারি আমি ইহার বিধান।
ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিচারিয়া কহিতে প্রমাণ।।
অন্য দ্রব্যে অন্যের নাহিক অধিকার।
দ্রব্য মধ্যে গণ্য হয় ভার্য্যা কি বা আর।।
আপনা হারিল আগে ধর্ম্মের নন্দন।
পশ্চাৎ হারিল কৃষ্ণা জানে সর্ব্বজন।।
দ্রুপদনন্দিনী পঞ্চপাণ্ডবের নারী।
একা যুধিষ্ঠির তাহে নহে অধিকারী।।
রাজ্য দেশ ধন জন সব যদি যায়।
যুধিষ্ঠির মুখে নাহি মিথ্যা বাহিরায়।।
হারিল বলিয়া মুখে বলিয়াছে বাণী।
কি কহি ইহার বিধি কিছু নাহি জানি।।

এত বলি নিঃশব্দে রহেন ভীষ্ম ধীর।
যুধিষ্ঠির চাহি বলে বৃকোদর বীর॥
ওহে মহারাজ কভু দেখেছ নয়নে।
আপন ভার্য্যাকে হারে বল কোন্ জনে॥
কপটে জুয়ারি হইয়াছে বহুজন।
তা সবার থাকিবেক বেশ্যা নারীগণ॥
সে সব নারীরে তারা নাহি করে পণ।
তুমি মহারাজ কর্ম্ম করিলা যেমন॥
রাজ্য দেশ ধন জন হারিলা যতেক।
ইহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক॥
আমা সহ সকল তোমার অধিকার।
যাহা ইচ্ছা কর অন্য নারি করিবার॥
এই সে হৃদয়ে তাপ সম্বরিতে নারি।
পাশায় করিলা পণ কৃষ্ণা হেন নারী॥
তব কৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে।
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীন জনে॥
এই হেতু তোমারে জন্মিল বড় ক্রোধ।
ক্ষুদ্র লোক কহে ভাষা নাহি কিছু বোধ॥
ধনঞ্জয় বলে ভাই কি বোল বলিলে।
নৃপে হেন ভাষা নাহি কহ কোনকালে॥
আজি কেন কটূত্তর বলিলে রাজায়।
তব মুখে হেন বাক্য কভু না বেরয়॥
পরম পণ্ডিত তুমি ধর্ম্মজ্ঞ যে গণি।
শত্রুর কপটে ছন্ন হৈলে হেন জানি॥
সদাই শত্রুর ভাই এই যে কামনা।
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হউক পঞ্চ জনা॥
শত্রুর কামনা পূর্ণ কর কি কারণ।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাজে না কর হেলন॥
রাজারে বলিলে হেন কি দোষ দেখিয়া।
দ্যূত আরম্ভিল শত্রু কপটে ডাকিয়া॥
আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যূত।
ডাকিলে না খেলিলে হবেন ধর্ম্মচ্যুত॥
ভীম বলে ধনঞ্জয় না বলিহ আর।
হীন-জন-প্রভুত্ব না পারি সহিবার॥
হরি বিনা অন্যচিত্ত নাহিক আমার।
দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার॥
ক্ষুদ্রের প্রভুত্ব দেখিতেছি যে নয়নে।
তবে ভুজ রাখি আর কোন্ প্রয়োজনে॥
যাহ সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নিমধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া॥
এইরূপে পঞ্চ ভাই তাপিত অন্তর।
দুঃখের অনলে দহে সর্ব্বকলেবর॥
বিকর্ণ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের তনয়।
পাণ্ডবের দুঃখ দেখি দুঃখিত হৃদয়॥
বিশেষে কৃষ্ণার ক্লেশ নারিল সহিতে।
সভাজন চাহি বীর লাগিল কহিতে॥
সভামধ্যে আছে বড় বড় রাজগণে।
দ্রৌপদীরে প্রত্যুত্তর নাহি দাও কেনে॥
পুনঃপুনঃ দ্রৌপদী যে কহিছে সভায়।
সভাসদ লোকে হেন বুঝিতে যুয়ায়॥
সভায় থাকিয়া যদি বিচার না করে।
সহস্র বৎসর পচে নরক ভিতরে॥
এ যে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সুমতি।
কুরুকুলে হর্ত্তা কর্ত্তা এই তিন কৃতী॥
এ তিন জনেরে নারি করিতে হেলন।
তোমরা উত্তর নাহি দেহ কি কারণ॥
এই ভারদ্বাজ কৃপ শ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলে।
ক্ষত্রকুলে আচার্য্য যে খ্যাত ভূমণ্ডলে॥
তোমরা সকলে ভয় করহ কাহারে।
উত্তর না দেহ কেন দ্রৌপদীর তরে॥
আর যে আছয়ে বহু বহু রাজগণ।
বুঝিয়া উত্তর নাহি দেহ কি কারণ॥
পুনঃপুনঃ দ্রৌপদী কহিল বার বার।
যার যেই চিত্তে আসে করহ বিচার॥
এইমত পুনঃপুনঃ বিকর্ণ কহিল।
এক জন সভাতলে উত্তর না দিল॥
কাহার মুখেতে নাহি পাইয়া উত্তর।
ক্রোধভরে বিকর্ণ কপালে করে কর॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া পুন কহে সভাজনে।
উত্তর না দেহ সবে কিসের কারণে॥
তোমরা যে কেহ কিছু না দিলা উত্তর।
আমি কিছু কহি শুন সব নরবর॥

চারি ধর্ম্ম নৃপতির হয়েছে স্বজন।
মৃগয়া দেবন দান প্রজার পালন ॥
এই যে নৃপতিধর্ম্ম দেবনে পশিল।
ইচ্ছাসুখে নহে সবে কপটে ডাকিল ॥
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে নাহি করে পণ।
কপটেতে কহিলেন সুবলনন্দন ॥
আগে নরপতি আপনাকে হারিয়াছে।
কৃষ্ণার উপর কিবা প্রভুপণ আছে ॥
বিশেষে সমান কৃষ্ণা এ পঞ্চজনার।
একা ধর্ম্মনৃপতির নাহি অধিকার ॥
সে কারণে দ্রৌপদী পাশায় নাহি জিত।
তোমরা কি বল বল মম এই চিত ॥
বিকর্ণ-বচন শুনি যত সভাজন।
সাধু সাধু বলি সবে বলয়ে বচন ॥
বিকর্ণ-বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হৈল।
দুর্য্যোধনে চাহি তবে কহিতে লাগিল ॥
অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহার।
অগ্নি কাষ্ঠে জন্মিয়া সংহার করে তার ॥
সেইমত অগ্নিরূপে এই তব কুলে।
হেন অপরূপ কহিলেক সভাস্থলে ॥
এ সভায় যত লোক কিছু নাহি জানে।
কেহ না কহিল এ কহিল সে কারণে ॥
সবে জানে কৃষ্ণা জিতা হইয়াছে পণে।
বুঝিয়া উত্তর নাহি দেয় কোন জনে ॥
বালক হইয়া সভামধ্যেতে আইল।
বৃদ্ধের সমান নীতিবচন কহিল ॥
কি জানহ ধর্ম্ম তুমি কি জান বিচার।
কৃষ্ণা জিতা নহে যে সে কেমন প্রকার।
যুধিষ্ঠির যখন সর্ব্বস্ব কৈল পণ।
জিনিল পাশায় তাহা সুবলনন্দন ॥
সর্ব্বস্বের বাহির কি দ্রৌপদী সুন্দরী।
বিশেষ কহিল যবে গান্ধারাধিকারী ॥
দ্রৌপদীরে পণ কর বলিয়া বলিল।
শুনিয়া পাণ্ডব কেন নিবৃত্ত না কৈল ॥
আর যে কহিলা কৃষ্ণা একবস্ত্রা হয়।
সভামধ্যে ইহারে আনিতে না যুয়ায় ॥

কি তার গর্ব্বিত গুরু কিবা ভয় লাজ।
বেশ্যাজনে কেন লজ্জা আসিতে সমাজ ॥
যতেক সংসার এই বিধাতা সৃজিল।
ভার্য্যার একই স্বামী নির্ম্মাণ করিল ॥
দুই স্বামী হলে বলি তারে ব্যভিচারিণী।
পঞ্চস্বামী হৈলে পরে বেশ্যামধ্যে গণি ॥
সভায় আসিবে বেশ্যা লাজ তার কিসে।
এমত বিচার মম মনেতে আইসে ॥
দুর্য্যোধন বলে এই শিশু অল্পমতি।
কি জানে বিচার-তত্ত্ব ধর্ম্ম সূক্ষ্মগতি ॥
তবে আজ্ঞা করিল নৃপতি দুঃশাসনে।
পাণ্ডবগণের আন বস্ত্র আভরণে ॥
দ্রৌপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার।
ঝটিতি আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার ॥
এত শুনি ততক্ষণে পঞ্চ সহোদর।
বস্ত্র অলঙ্কার ফেলি দিলেন সত্বর ॥
একবস্ত্রপরিহিতা দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি ॥
ছাড় ছাড় বলি কৃষ্ণা ঘন ডাক ছাড়ে।
সভামধ্যে ধরি তাঁর অঙ্গ বস্ত্র কাড়ে ॥
সঙ্কটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে দেবরায় ॥

দ্রৌপদী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথ জনের বন্ধু,
অখিলের বিপদভঞ্জন।
এ সব সভার মাঝ, ইথে নিবারিতে লাজ,
তোমা বিনা নাহি অন্য জন ॥
যে প্রভু পালিত সৃষ্টি, সংহার করিতে ঋষ্টি,
পুনঃপুনঃ হও অবতার।
তাঁহার চরণ ছায়া, স্মরিয়া সঁপিনু কায়া,
অনাথার কর প্রতিকার ॥
বিষদন্তী খরক্রোধে, ভুজঙ্গ দন্তীর পদে,
যেই প্রভু রাখিলা প্রহ্লাদে।
তাঁহার চরণযুগে, দ্রৌপদী শরণ মাগে,
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে ॥

যাঁহার উজ্জ্বল চক্র, কাটিয়া মস্তক নক্র,
নিস্তার করিল গজরাজ।
বৃল করে দুরাশয়ে, শরণ নিলাম ভয়ে,
তাঁহার চরণপদ্ম-মাঝ ॥
যেই প্রভু ঈষদঙ্কে, কৃপায় সংসার রক্ষে,
নাচে যে ফণাধর-মুণ্ডে।
তাঁহার চরণ রঙ্গ, স্মরিয়া সঁপিনু অঙ্গ,
রাখ প্রভু দুষ্ট কুরুদণ্ডে ॥
যে প্রভু কপটে ছলি, পাতালে লইল বলি,
নির্ভয় করিয়া শচীপতি।
তাঁহার ত্রিপাদপদ্ম, ত্রিপথগামিনী-সদ্ম,
তাহা বিনা নাহি মোর গতি ॥
পরশি যে পদধূলা, অনেক কালের শিলা,
দিব্য রূপ অহল্যা পাইল।
জলনিধি করি বন্ধ, বিনাশিল দশস্কন্ধ,
দ্রৌপদী শরণ তাঁর নিল ॥
যে প্রভু পর্ব্বতধরি, গোকুলে গোপের নারী,
রক্ষা কৈল ইন্দ্রের বিবাদে।
বেদশাস্ত্র লোকে খ্যাত, পতি পুত্রগণ নাথ,
পাণ্ডুবধূ রাখহ প্রমাদে ॥
যাঁহার সৃজন সৃষ্টি, সংসারে যাঁহার দৃষ্টি,
মোর দুঃখ কেন নাহি দেখ।
বলিষ্ঠ দুর্জ্জন জনে, স্মরণ করিলে শুনে,
এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ ॥
নৃসিংহ বামন হরি, বিষ্ণু সুদর্শনধারী,
মুকুন্দমুরারি মধুহারী।
নারায়ণ বিষ্ণু রাম, ইত্যাদি যতেক নাম,
পুন ডাকে দ্রুপদকুমারী ॥
দ্রৌপদী আকুল জানি, অস্থির সে চক্রপাণি,
যাঁর নাম আপদভঞ্জন।
ধর্ম্মরূপে জগৎপতি, রাখিতে এলেন সতী,
সত্যধর্ম্ম করিতে পালন ॥
আকাশমার্গেতে রয়ে, বিবিধ বসন লয়ে,
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায়।
যত দুঃশাসন কাড়ে, ততেক বসন বাড়ে,
আচ্ছাদন করি সর্ব্বগায় ॥
লোহিত পিঙ্গল পীত, নীল শ্বেত বিরচিত,
নানা চিত্র বিচিত্র বসনে।
বিবিধ বর্ণের শাড়ী, দুঃশাসন ফেলে কাড়ি,
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে ॥
পর্ব্বতপ্রমাণ বাস, দেখি লোকে লাগে ত্রাস,
চমৎকার হইল সভাতে।
কভু নাহি দেখি শুনি, সভাজন বলে বাণী,
ধন্য ধন্য দ্রুপদদুহিতে ॥
ধন্য গর্গ মহামুনি, নিস্তার করিতে প্রাণী,
বাছিয়া থুইল কৃষ্ণ নাম।
যে নাম লইলে তুণ্ডে, বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে,
হেলে লভে সবাঞ্ছিত কাম ॥
নরেতে যে নাম ধরি, ভবসিন্ধু যায় তরি,
খণ্ডে মৃত্যুপতি দণ্ডদায়।
ক্ষণেক যে নাম জপি, অশেষপাপের পাপী,
সকল ধর্ম্মের ফল পায় ॥
ভারত অমৃত কথা, ব্যাস বিরচিত গাথা,
অবহেলে যেই জন শুনে।
দুস্তর সংসারে তরি, যায় সেই স্বর্গপুরী,
কাশীরাম দাস বিরচনে ॥

দুঃশাসনের রক্ত-পানে ভীমের প্রতিজ্ঞা।

অদ্ভুত দেখিয়া সভাজন হৈল স্তব্ধ।
সাধু সাধু দ্রৌপদী চৌদিকে হৈল শব্দ ॥
পূর্ব্বে কভু শুনি নাহি না দেখি নয়নে।
দুর্য্যোধনে নিন্দা বহু করে সভাজনে ॥
ভ্রাতৃগণ-মধ্যে বসি ছিল বৃকোদর।
মহানাদে গর্জ্জি উঠে সভার ভিতর ॥
অধর-ওষ্ঠ কম্পয়ে কম্পয়ে কর পদ।
ঘূর্ণিত নয়নযুগ যেন কোকনদ ॥
সভাশব্দ নিবারিয়া কহে সর্ব্বজনে।
মোর বাক্য শুন যত আছ রাজগণে ॥
সত্য করি কহি আমি সবার অগ্রেতে।
যাহা কহি তাহা যদি না পারি করিতে
পিতৃ পিতামহ গতি না পান কখনে।
এই ত ভারত কুলাধম দুঃশাসনে ॥

রণমধ্যে ধরি বক্ষঃ করিব বিদার।
করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার॥
শুনিয়া সভার লোক হইল কম্পিত।
প্রশংসিল সভাজন বুঝিয়া বিহিত॥
তবে দুঃশাসন বড় হইল লজ্জিত।
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্র দেখি হইল বিস্মিত॥
পরিশ্রান্ত হয়ে শেষে বসে ভূমিতলে।
মলিন বদন হৈল যত কুরুবলে॥
যত সাধুগণ সবে করয়ে রোদন।
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র নিন্দা করে সর্ব্বজন॥
আপনিহ অন্ধ অন্ধপুত্র জন্মাইল।
কুরুবংশে এমন কখন না হইল॥
তবে ত বিদুর নিবারিয়া সর্ব্বজনে।
সভাজনে চাহিয়া বলেন ততক্ষণে॥
এ সভার মধ্যে আছ বড় রাজগণ।
বুঝি এক বাক্য নাহি বল কি কারণ॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া যদি আসে সভামাঝে।
সভাজনে চাহি যে তাহার ন্যায় বুঝে
সভাতে থাকিয়া যেই বিচার না করে।
সে যায় অধর্ম্ম সহ নরক ভিতরে॥

বিদুর কর্ত্তৃক বিরোচন ও সুধন্বা
ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ।

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত আছে শুন সভাজন।
প্রহ্লাদ-দৈত্যের পুত্র নাম বিরোচন॥
অঙ্গিরা ঋষির পুত্র সুধন্বা নামেতে।
দুই জনে কোন্দল হইল আচম্বিতে॥
বিরোচন বলে নাহি রাজার সমান।
সুধন্বা বলেন দ্বিজ সবার প্রধান॥
এই হেতু কোন্দল করিল দুই জন।
ক্রুদ্ধ হয়ে পণ করিলেন ততক্ষণ॥
যে জন হারিবে তার লইবে পরাণ।
চল সাধুজন-স্থানে জিজ্ঞাসি বিধান॥
বিরোচন বলে জিজ্ঞাসিব কার স্থানে।
দ্বিজ বলে চল তব বাপের সদনে॥
দুইজনে এই যুক্তি করিয়া তখন।
শীঘ্রগতি চলি গেল যথায় রাজন॥

সুধন্বা বলিল শুন দৈত্যের প্রধান।
মোর সহ দ্বন্দ্ব কৈল তোমার সন্তান॥
পণ কৈল যে হারিবে লইবে পরাণ।
সত্য করি কহ তুমি ইহার বিধান॥
দ্বিজপুত্রে রাজপুত্রে শ্রেষ্ঠ কোন জন।
শুনিয়া বিস্ময় মানে প্রহ্লাদের মন॥
চিন্তে কৈল সত্য কৈলে হারিবে কুমার।
কেমনে কহিব মিথ্যা নরক দুর্ব্বার॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসিল কশ্যপের স্থান।
কহ মুনিবর মোরে ইহার বিধান॥
অসুর সুরের কর্ম্ম তোমার গোচর।
কেমনে হইবে শ্রেয়ঃ বলহ উত্তর॥
কশ্যপ বলেন যেই বিষণ্ণ হইয়া।
মহাতাপে সভামধ্যে পড়য়ে আসিয়া॥
সভামধ্যে থাকে যেই সাধু মহাজন।
ন্যায় করি তার তাপ করে নিবারণ॥
সভায় থাকিয়া যেই না করে বিচার।
নরক হইতে তার নাহিক নিস্তার॥
যে পক্ষে অন্যায় করে হয় সেই গতি।
ইহলোকে মহাদুঃখ পায় নিতি নিতি॥
হৃদয়ের শেল তার কদাচ না টুটে।
অর্থশোক পুত্রশোক অবিলম্বে ঘটে॥
অধর্ম্মীর পক্ষ হয়ে কহে যেই জন।
তার দুই পাদ পাপ সে করে গ্রহণ॥
অধর্ম্মী জানিয়া যেই নিন্দা নাহি করে।
এক পাদ পাপ তার শরীরেতে ধরে॥
সাক্ষী হয়ে যেই জন পক্ষ হয়ে কয়।
শতেক পুরুষ সহ নরকে পড়য়॥
কশ্যপের স্থানে শুনি এতেক বিধান।
পুত্রমুখ চাহি বলে দৈত্যের প্রধান॥
তারে শ্রেষ্ঠ বলি যারে করি যে বন্দন।
তেঞি তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ সুধন্বা ব্রাহ্মণ॥
আমার হইতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরারে গণি।
তোর মাতা হৈতে শ্রেষ্ঠা ইহার জননী॥
পুত্রে এত বলিয়া সুধন্বা প্রতি কয়।
তোমার অধীন আজি বিরোচন হয়॥

মারহ রাখহ তুমি যেই তব মন।
যাহা ইচ্ছা কর নাহি করি নিবারণ॥
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে বলে তপোধন।
দ্বিগুণ পাউক আয়ু তোমার নন্দন॥
কখনহ তাপ নহে সত্যবাদী জনে।
সে কারণে তব পুত্র বাড়ুক কল্যাণে॥
এত বলি সুধন্বা আপন গৃহে গেল।
সভাজন চাহি ক্ষত্তা এতেক বলিল॥
তথাপি উত্তর নাহি দিল কোন জন।
দুঃশাসনে তবে বলে সূর্য্যের নন্দন॥
আনহ ধরিয়া দাসী কার মুখ চাহ।
সভামধ্যে আনি পরে গৃহে লয়ে যাহ॥
শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী কাঁপে থরহরে।
স্বামীগণ পানে চাহে কান্দি উচ্চৈঃস্বরে॥
অধোমুখে রয়েছেন ভাই পঞ্চজনে।
দ্রৌপদী যতেক ডাকে শুনিয়া না শুনে॥
স্বামীগণ অধোমুখ দেখি যাজ্ঞসেনী।
সভাজন চাহি বলে শিরে কর হানি॥
পূর্ব্বেতে উত্তম কর্ম্ম আমার না ছিল।
এই হেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল॥
পূর্ব্বে পিতৃগৃহে মম স্বয়ম্বরকালে।
আমারে দেখিয়াছিল নৃপতি সকলে॥
আর কভু আমারে না দেখে অন্য জনে।
আজি পুন সেই সভা দেখিল নয়নে॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু আদি আমারে না দেখে।
কুরুর সভায় আজি দেখে সর্ব্বলোকে॥
চন্দ্র সূর্য্য নিরখিলে যারা ক্রোধ করে।
আমার এ দুর্গতি সে সবার গোচরে॥
যত গুরুজনে আমি করি নমস্কার।
একবাক্য বল সবে করিয়া বিচার॥
দ্রুপদনন্দিনী আমি পাণ্ডবগৃহিণী।
সখা মম যাদবেন্দ্র গদাচক্রপাণি॥
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সবর্ণা মহিষী।
কহিতেছ সবে মোরে হইবারে দাসী॥
আজ্ঞা কর আমারে যে ইহার বিধানে।
আর ক্লেশ নাহি সহে আমার পরাণে॥
শুনিয়া উত্তর দেন গঙ্গার নন্দন।
পুনঃপুনঃ কল্যাণি জিজ্ঞাস কি কারণ॥
দ্রোণ আদি বৃদ্ধ যত আছেন সভায়।
কাহার জীবন নাহি সবে মৃতপ্রায়॥
মৃতজনে জিজ্ঞাসিলে কি পাবে উত্তর।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি ধর্ম্মাশ্রয় কর॥
বহু কষ্টযুত নহে ধার্ম্মিক যে জন।
ধর্ম্মবলে কর সব শত্রুর নিধন॥
দাসী যোগ্যা অযোগ্যা যে কহিলে বিধান।
কহি আমি শুন দেবি মোর অনুমান॥
তুমি দাসী হৈতে যুধিষ্ঠিরের স্বীকার।
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসহ ইহার বিচার॥
জিতা কি অজিতা তুমি কহিবা আপনে।
নির্ণয় করিতে ইহা নারে অন্য জনে॥
সভাপর্ব্বে সুধারস পাশার নির্ণয়।
ব্যাস বিরচিত গীত কাশীদাস কয়॥

দাস-দাসী প্রস্তাবে ভীমের উত্তর।

সভামধ্যে যাজ্ঞসেনী করেন ক্রন্দন।
কেশে ধরি দুঃশাসন টানে ঘনে ঘন॥
হাসিয়া দ্রৌপদী প্রতি বলে দুর্য্যোধন।
কেন অকারণে কৃষ্ণা করহ রোদন॥
তোর স্বামী যুধিষ্ঠির হারিলেক তোরে।
পুনঃপুনঃ কিবা আর জিজ্ঞাস সবারে॥
অনুমানে বুঝি তোর এই মনে লয়।
একা যুধিষ্ঠির তোর অধিকারী নয়॥
জানাউক চারি স্বামী সম্মুখে সবার।
তোর পর নাহিক ধর্ম্মের অধিকার॥
মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির কহুক চারি জন।
এইক্ষণে হয় তবে তোমার মোচন॥
নতুবা কহুক নিজে ধর্ম্মের কুমার।
কৃষ্ণার উপরে নাহি মম অধিকার॥
এত যদি বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
ভাল ভাল বলিয়া কহিল সভাজন॥
শুনিবারে রাজগণ আছে কুতূহলে।
কি বলে ধর্ম্মের পুত্র বলে ভীম কিবা॥

কিবা বলে ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
পঞ্চ-জন-মুখ সবে করে নিরীক্ষণ ॥
নিঃশব্দে নৃপতিগণ একদৃষ্টে চায়।
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়া সভায় ॥
চন্দনে লেপিত ভুজ তুলি সভামাঝে।
কহিতে লাগিল যেন কেশরী গরজে ॥
এই রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি।
পাণ্ডবগণের নাহি ইহাঁ বিনা গতি ॥
ইনি যদি নহিবেন পাণ্ডব ঈশ্বর।
এতক্ষণ কভু বাঁচে কৌরব পামর ॥
অরে দুষ্টগণ তোর হেন লয় মতি।
এ কর্ম্ম সহিতে পারে কাহার শকতি ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ হারিল আপনা।
ঈশ্বর হইল দাস দাসী কি গণনা ॥
যুধিষ্ঠির জিত হৈলে জিনিলা সবারে।
কাহার শকতি ইহা খণ্ডিবারে পারে ॥
আব কহি শুন দুষ্ট কৌরব সকল।
আমি জীতে তো সবার নাহিক মঙ্গল ॥
যেইক্ষণে ধর্ম্মরাজে বসালি ভূতলে।
যেইক্ষণে ধরিলি দ্রুপদসুতা চুলে ॥
সেইক্ষণে আয়ুঃশেষ তোমা সবাকার।
কুটি কুটি করি সবে করিব সংহার ॥
হের দেখ যমদণ্ড মোর দুই ভুজে।
শচীপতি না জীয়ে পড়িলে ইতি মাঝে।
পর্ব্বত করিব চূর্ণ তোমা গণি কিসে।
নির্ম্মূল করিতে পারি চক্ষুর নিমেষে ॥
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম্মের নন্দন।
তেঞি মূঢ়মতিগণ জীয়ে এতক্ষণ ॥
আর তাহে পুনঃপুনঃ অর্জ্জুন নিবারে।
এখনি দেখাই যদি রাজা আজ্ঞা করে ॥
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগে করয়ে সংহার।
তেমতি নাশিব ধৃতরাষ্ট্রের কুমার ॥
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পে কায়।
নয়নে সঘনে অগ্নিকণা বাহিরায় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি মৃদু বলে বাণী।
সকল সম্ভবে তোমা ক্ষম বীরমণি ॥

ভারতের পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ভবসিন্ধু তরি ॥
ব্যাস-বিরচিত গাথা ভারত কথন।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন ॥

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা।

বৃকোদর বীর যবে নিঃশব্দ হইল।
কৃষ্ণা প্রতি কর্ণ বীর কহিতে লাগিল ॥
তিন জন ধনের উপর প্রভু নহে।
সেবক রমণী শিষ্য শাস্ত্রে হেন কহে ॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির তুই ভার্য্যা তার।
দাসভার্য্যা দাসী হয় বিদিত সংসার ॥
দাসী হৈলি দাসীকর্ম্ম কর যথোচিত।
ধৃতরাষ্ট্র-গৃহেতে প্রবেশহ ত্বরিত ॥
তোর প্রভু হৈল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ।
তোর অধিকারী নহে পাণ্ডুর নন্দন ॥
যারে তোর ইচ্ছা হয় ভজহ তাহারে।
পাণ্ডবেরা আর তোরে নিবারিতে নারে ॥
বৃকোদর শুনিল কর্ণের কটূত্তর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া যে কচালে করে কর ॥
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন রক্ত কুমুদিনী।
কর্ণ পানে চাহি যেন গর্জ্জে কাদম্বিনী ॥
আরে মূঢ় যে উত্তর করিলি মুখেতে।
ইহার উচিত ফল আছে মোর হাতে ॥
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম্ম অধিকারী।
সে কারণে তোরে আমি বলিবারে নারি ॥
যুধিষ্ঠির প্রতি বলে কৌরবপ্রধান।
তুমি কেন নাহি কহ ইহার বিধান ॥
চারি ভাই তব বাক্যে সদা অবস্থিত।
আপনি বলহ কৃষ্ণা জিত কি অজিত ॥
যুধিষ্ঠির অধোমুখ শুনি সে বচন।
নয়নে বসন দিয়া ঢাকেন বদন ॥
যুধিষ্ঠিরে অধোমুখ দেখি দুর্য্যোধন।
কর্ণভিতে চাহে বড় প্রফুল্লবদন ॥
ভীমভিতে আড় আঁখি চাহে কৃষ্ণা পানে।
আপনার উরু হৈতে তুলিল বসনে ॥

গজশুণ্ড সদৃশ উলট রম্ভাতরু।
সকল লক্ষণযুত বজ্রবৎ উরু॥
মদগর্ব্বে দুর্য্যোধন কৃষ্ণারে দেখায়।
দেখি বৃকোদর বীর ক্রোধে কম্পকায়॥
ভীম বলে যত আছ শুন সভাজনে।
এইরূপ দুষ্ট কর্ম্ম দেখিলা নয়নে॥
যেই উরু দেখাইল সভার ভিতর।
ভারত-কুলের পশু নির্লজ্জ পামর॥
বজ্র সম সুদারুণ করি গদাঘাত।
রণমধ্যে উরু ভাঙ্গি করিব নিপাত॥
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা না করিব যবে।
পিতৃ পিতামহ গতি নাহি পান তবে॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি কম্পিত আকার।
সভাতে বিদুর তবে কহে আরবার॥
আমি দেখি কুরুকুল রক্ষা নাহি আর।
ভীম ক্রোধসিন্ধু হৈতে নাহিক নিস্তার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান॥

দ্রৌপদীর বরলাভ।

কান্দে যাজ্ঞসেনী, তিতিল অবনী,
নয়নের নীরধারে।
চতুর্দ্দিকে যত, কৌরব উন্মত্ত,
নানা উপহাস করে॥
হেনই সময়, অন্ধের আলয়,
নানা অমঙ্গল দেখি।
মহাঘোর ধ্বনি, বায়স শকুনি,
ডাকয়ে পেচক পাখী॥
গৃহে অগ্নি হয়, শুনী শিবাচয়,
প্রবেশ করিয়া ডাকে।
ভাঙ্গে রথধ্বজ, পড়ি মরে গজ,
হাহাকার রব লোকে॥
অকস্মাৎ ঘর, দহে বৈশ্বানর,
প্রলয় হইল ধূমে।
বহে তপ্ত বাত, সঘনে নির্ঘাত,
প্রলয়ের যেন যমে॥
বিহনে বারিদ, বরিষে শোণিত,
সদা ক্ষিতি কম্পমান।
দেউল প্রাচীর, যাবত মন্দির,
ভাঙ্গি পড়ে স্থানে স্থান॥
দেখি বিপরীত, চিত্ত উচাটিত,
ধর্ম্মভীত বৃদ্ধজন।
ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্তা, সুবলদুহিতা,
অন্ধে কৈল নিবেদন॥
শুনি কুরুরায়, অন্তকাল প্রায়,
নিকট হইল দেখি।
অতি অকুশল, অলক্ষ্মী কেবল,
তোমার গৃহেতে দেখি॥
তোমার নন্দন, দুষ্ট আচরণ,
দুর্য্যোধন বহু কৈল।
দ্রুপদদুহিতা, সতী পতিব্রতা,
সভামাঝে আনাইল॥
যতেক করিল, দ্রৌপদী সহিল,
সবাকার উপরোধ।
শীঘ্র কর রায়, ইহার উপায়,
যাবৎ না হয় ক্রোধ॥
শুনি অন্ধ বীর, হইল অস্থির,
আনাইল যাজ্ঞসেনী।
মধুর সম্ভাষে, বহু প্রীতি ভাষে,
কহে অন্ধ নৃপমণি॥
বধূগণ মধ্যে, তোমা গণি সাধ্যে,
শ্রেষ্ঠা সুশীলা সুব্রতা।
তোমার চরিত্র, পরম পবিত্র,
ত্রিজগতে হইলে খ্যাতা॥
দেখ বধূ মোকে, কর্ম্মের বিপাকে,
দুষ্ট পুত্রগণ পাইল।
লোকে অপকীর্ত্তি, জগতে দুর্গতি,
সব পুত্র হৈতে হৈল॥
দিল বহু দুঃখ, দেখি মম মুখ,
ক্ষমহ দ্রুপদসুতা।
তুমি না ক্ষমিলে, আমি দুঃখ পেলে,
পশ্চাতে পাইবে ব্যথা॥

দূর কর রোষ, হইয়া সন্তোষ,
মাগ বর মম স্থান।
মাগ মাগ বর, ক্ষম কটূত্তর,
হয়ে প্রসন্নবদন ॥
শুনিয়া সুন্দরী, করযোড় করি,
বর মাগিল তখন।
পাণ্ডবের গতি, ধর্ম্ম নরপতি,
দাসত্ব কর মোচন ॥
ধর্ম্ম মহারাজ, হয় ক্ষিতিমাঝ,
দাস বলি ক্ষিতিতলে।
আমার নন্দনে, যেন শিশুগণে,
দাসসুত নাহি বলে ॥
তথাস্তু বলিয়া, সানন্দ হইয়া,
পুন বলে মাগ বর।
নহে এক বর, তব যোগ্যতর,
তুমি মাগ অন্য বর ॥
দ্রৌপদী বলিল, কৃপা যদি হৈল,
মাগি যে তোমার পায়।
সশস্ত্র বাহন, আর চারি জন,
মুক্ত করহ সবায় ॥
দিনু এই বর, মাগহ অপর,
যেই লয় মনে তব।
তুমি কুলাশ্রয়, মম ভাগ্যোদয়,
যে বর মাগিবে দিব ॥
মাগহ তৃতীয়, যেই তব প্রিয়,
দিতে না করিব আন।
করি কৃতাঞ্জলি, বলেন পাঞ্চালী,
কর রাজা অবধান ॥
দুই বর পাই, আর নাহি চাই,
লোভ না জন্মাও মোরে।
জ্ঞানী-জন-স্থান, শুনেছি বিধান,
তাহা কহি যে তোমারে ॥
বৈশ্য মাগিবেক, সবে বর এক,
ক্ষত্র লবে দুই বর।
দ্বিজের কুমার, লবে তিনবার,
শাস্ত্রে কহে মুনিবর ॥
যেই মম কাজ, দিলা মহারাজ,
আর কি লইব বর।
শুনি অন্ধরাজ, পেয়ে বড় লাজ,
প্রশংসিল বহুতর ॥
করি যোড়পাণি, বলে যাজ্ঞসেনী,
শুন আমার বচন।
মুক্ত হই তবে, পুণ্য থাকে যবে,
পুন অর্জ্জিবেক ধন ॥
দ্রৌপদী বচন, শুনিয়া রাজন,
প্রশংসি প্রমাণ কৈল।
পাণ্ডুর নন্দন, দাসত্ব মোচন,
শুনি সবে তুষ্ট হৈল ॥
ভারত-কবিতা, মহাপুণ্য কথা,
প্রচার হৈল সংসারে।
কাশীদাস কয়, নাহিক সংশয়,
শ্রবণে বিপদ তরে ॥

কর্ণ-বাক্যে ভীমের ক্রোধ।

দাস্যে মুক্ত হইলেন পঞ্চ সহোদর।
হাসি কর্ণবীর বলে সভার ভিতর ॥
নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে।
স্ত্রী হইতে স্বামী মুক্ত হয়েছে কখনে ॥
ভার্য্যা হতে যেই তরে পুরুষ হইয়া।
লোকে বলে তাহারে কাপুরুষ বলিয়া ॥
মহাসিন্ধু মধ্যেতে তরণী ডুবেছিল।
এ মহাবিপদ হৈতে কৃষ্ণা উদ্ধারিল ॥
ভীম বলে শাস্ত্র জ্ঞাত নহিস দুর্ম্মতি।
শুন কহি যাহা কহিলেন প্রজাপতি ॥
সংসারের মধ্যে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সখা গণি।
সর্ব্বসুখে হীন নর বিহীন রমণী ॥
বিবাহমাত্রেতে লোক গৃহস্থ বলায়।
নানা ধন উপার্জ্জয়ে ভার্য্যার সহায় ॥
দান যজ্ঞ ব্রত করে সহায় যাহার।
পুত্র জন্মাইয়া করে বংশের উদ্ধার ॥
পতিত কুপিত হয় কর্ম্ম অনুসারে।
জ্ঞাতিগণ ছাড়ে ভার্য্যা ছাড়িবারে নারে ॥

ইহ কালে ভার্য্যা হৈতে বঞ্চে বহু সুখে।
মরণে সহায় হয়ে তারে পরলোকে ॥
পরলোকে তারে ভার্য্যা কহে হেন নীত।
এ লোকে তারিতে কেন নহে সমুচিত ॥
অরে মূঢ় পাণ্ডুপুত্র হেন অভাজন।
সমুদ্রে ডুবিয়াছিল যেন হীনজন ॥
তোমা বিনা নির্লজ্জ কে আছে এ সংসারে।
কপটে জিনিয়া হীন বলিবারে পারে ॥
দৈবে এই কথা তোরে কহিতে যুয়ায়।
ভার্য্যায় ঈদৃশ যাহা করিলি সভায় ॥
সংসারে নাহিক হীন আমার সমান।
তোরে না মারিয়া এতক্ষণ ধরি প্রাণ ॥
শুনিয়া বলেন পার্থ বিনয় বচন।
হীন সহ বচাবচ নাহি প্রয়োজন ॥
হীনের বচন কভু শুনি না শুনিবে।
হীন-জন-বচনেতে উত্তর না দিবে ॥
হীন-জন সূতপুত্র এই দুরাচার।
ইহা সহ সমদ্বন্দ্ব না শোভে তোমার ॥
ভীম বলে ধনঞ্জয় আছয়ে কি লোকে।
পুত্রবতী ভার্য্যার এ দশা চক্ষে দেখে ॥
ঈদৃশ বচন যদি কহে হীন জন।
দেহভুজভার তবে বহে অকারণ ॥
ধর্ম্মে যদি মুক্ত হইলেন ধর্ম্মরাজ।
শত্রুগণ সংহারিতে কেন করি ব্যাজ ॥
আজি সব শত্রুগণ করিব সংহার।
একত্র আছয়ে যত শত্রু যে আমার ॥
যে কিছু করিল চক্ষে দেখিলা সে সব।
ইহাতে আর কি কহ আছে পরাভব ॥
বাকচাতুরীতে ভাই নাহি প্রয়োজন।
উঠ ভাই সব শত্রু করিব নিধন ॥
পৃথিবীর ভার আজি করিব নির্ম্মূল।
নিপাত করিব আজি ভারতের কুল ॥
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পে অঙ্গ।
জ্বলন্ত অনল যেন নয়নতরঙ্গ ॥
নয়নতরঙ্গ হৈতে অগ্নি বাহিরায়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যুগান্তের যমপ্রায় ॥
প্রলয়ের শেষ খণ্ড

ভীমের আজ্ঞাতে উঠিলেন তিন জন।
ধনঞ্জয় আর দুই মাদ্রীর নন্দন ॥
সম্মুখে দেখিল ভীম লোহার মুদ্গার।
তুলিয়া লইতে যায় বীর বৃকোদর ॥
বুঝিয়া বিষম দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হস্ত তুলি ভীমে করেন বারণ ॥
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা ভীম লঙ্ঘিতে না পারে।
ক্রোধ নিবারিল তবে চারি সহোদরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান ॥

পাণ্ডবগণের নিজরাজ্যে গমন।

তবে ধর্ম্ম নরপতি জ্যেষ্ঠতাত আগে।
সবিনয়ে মিষ্টভাষে কহে করযুগে ॥
আজ্ঞা কর তাত কিবা করি মোরা সব।
তোমার শাসনে সদা বঞ্চয়ে পাণ্ডব ॥
শুনিয়া কৌরবপতি অন্তরে লজ্জিত।
শান্ত কৈল যুধিষ্ঠিরে করি বহু প্রীত ॥
সাধুজন-শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব কিবা জান সর্ব্ব নীত ॥
সাধুজন-কর্ম্ম কভু দ্বন্দ্বে না প্রবেশে।
নিজ গুণ নাহি ধরে পরগুণ ঘোষে ॥
গুণাগুণ কহে যেই সে হয় মধ্যম।
সদা আত্মগুণ কহে সেই সে অধম ॥
বংশের তিলক তুমি কুরুকুলনাথ।
দুর্য্যোধনে যত দোষ ক্ষমা কর তাত ॥
আমা আর গান্ধারীর দেখিয়া বদন।
সব ক্ষম যত দুঃখ দিল দুষ্টগণ ॥
কুরুকুল-শ্রেষ্ঠ তুমি পরম ভাজন।
বালকের যত দোষ কর সম্বরণ ॥
যে দ্যূত করিল পূর্ব্বে কেহ নাহি করে।
পুত্র বলাবল মিত্রামিত্র বুঝিবারে ॥
ভালমতে তোমারে জানিনু এত দিনে।
কি শোক কৌরবকুলে তোমার পালনে ॥
ভীমার্জ্জুন রক্ষা আর ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
দ্রৌপদী সতীর গুণ না হয় বর্ণনা ॥

আমার ভারত বংশ করিল উজ্জ্বল।
যার কীর্ত্তি ঘুষিবেক ত্রৈলোক্যমণ্ডল॥
যাহ তাত নিজ রাজ্য কর অধিকার।
পালহ আপন দেশ প্রজা পরিবার॥
এত বলি পঞ্চজনে করিল মেলানি।
প্রণমিয়া গেলেন সহিত যাজ্ঞসেনী॥
সভাপর্ব্ব সুধারস ব্যাস বিরচিত।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক হিত॥

ধৃতরাষ্ট্র স্থানে দুর্য্যোধনের বিষাদ।

শুনি জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিবরে।
কহ শুনি কি প্রসঙ্গ হৈল তদন্তরে॥
কেন বনে চলিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় কহ তপোধন॥
মুনি বলে পঞ্চ ভাই ইন্দ্রপ্রস্থে গেলে।
করযোড়ে দুঃশাসন দুর্য্যোধনে বলে॥
যতেক করিলা সব বৃদ্ধ বিনাশিল।
যে সব জিনিলা তারে পুন তাহা দিল॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন রাধেয় শকুনি।
অতি শীঘ্র গেল যথা অন্ধ নৃপমণি॥
দুর্য্যোধন বলে তাত অনর্থ করিলা।
বন্দী করি দুষ্ট সিংহ পুন ছাড়ি দিলা॥
বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে কহিলেন নীত।
তুমি কি না জান তাহা তোমাতে বিদিত
যেমতে পারিবে শত্রু করিবে নিধন।
বুদ্ধে যুদ্ধে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন॥
পাণ্ডব হইতে জিনিলাম যত ধন।
বাহুড়িয়া দেহ তারে কিসের কারণ॥
সেই ধনে বশ সব করিব রাজারে।
রাজা সখা হইলে মারিব পাণ্ডবেরে॥
স্নেহ করি পুন সব দিলা তুমি তারে।
এখন কি পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিবে আমারে॥
ক্রোধে সর্পবৎ হয় পাণ্ডুপুত্রগণ।
যত করিলাম না ক্ষমিবে কদাচন॥
সকল ক্ষমিবে তাত তোমার পীরিতে।
দ্রৌপদীর কষ্ট না ক্ষমিবে কদাচিতে॥

সৈন্য সাজিবারে তারা গেল নিজ দেশ।
যুদ্ধ হেতু আসিবেক করি সমাবেশ॥
সশস্ত্রে থাকিলে রথে পাণ্ডুপুত্রগণ।
জিনিতে না হবে শক্ত এ তিন ভুবন॥
আর শুন তাত যবে মুক্ত হয়ে যায়।
মুহুর্মুহু পার্থবীর গাণ্ডীব দেখায়॥
দক্ষিণ বামেতে দুই তূণ ঘন দেখে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হস্ত দিয়া নাকে॥
অত্যন্ত গর্জ্জিয়া যাইতেছে বৃকোদর।
ঘন গদা লোফয়ে কচালে করে কর॥
স্নেহেতে ভুলিয়া তাত করিলা কি কাজ।
মোর ক্লেশ হেতু স্বয়ং হৈলা মহারাজ॥
শুনিয়া অস্থির হৈল চিত্তে কুরুরায়।
অন্ধ বলে কি হইবে কি করি উপায়॥
দুর্য্যোধন বলে তাত আছয়ে উপায়।
পুনঃ পাশা প্রবর্ত্তিয়া করহ নির্ণয়॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
বৎসরেক অজ্ঞাত রহিবে এই পণ॥
বৎসর অজ্ঞাত বাস মধ্যে জ্ঞাত হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত নিশ্চয়॥
ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডব গেলে বন।
পৃথিবীর যত রাজা করিব আপন॥
অজ্ঞাত হইতে যদি হইবেক পার।
হীনবল হবে যবে করিব সংহার॥
ইহা বিনা উপায় নাহিক মহাশয়।
আজ্ঞা কর আনিবারে পাণ্ডুর তনয়॥
শুনি অন্ধ আজ্ঞা দিল প্রাতিকামী প্রতি।
যাহ শীঘ্র ফিরি আন ধর্ম্মনরপতি॥
পথে কিম্বা ইন্দ্রপ্রস্থে যথায় ভেটিবে।
মম আজ্ঞা বলি পুন আনহ পাণ্ডবে॥
এত শুনি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
বাহ্লীক বিদুর মন্ত্রী বিকর্ণাদি যত॥
একে একে পুনঃপুনঃ সবাই কহিল।
পুত্রবশ হয়ে রাজা শুনি না শুনিল॥
কারো বাক্য না শুনিল কুরু-অধিকারী।
কহিতে লাগিল তবে গান্ধারী সুন্দরী॥

পুনর্ব্বার দ্যূত-ক্রীড়া ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয়।

গান্ধারী কহিছে রাজা কর অবধান।
শিশুর বচনে কেন হও হতজ্ঞান ॥
যখন জন্মিল এই দুষ্ট দুর্য্যোধন।
বিপরীত শব্দেতে কম্পিত সর্ব্বজন ॥
বিদুর কহিল এরে করহ সংহার।
ইহা মারি রাখ রাজা বংশ আপনার ॥
এ পাপিষ্ঠ-স্নেহে না শুনিলা ক্ষত্তাবাণী।
সেই কাল উপস্থিত হৈল নৃপমণি ॥
সর্ব্বনাশ হেতু রাজা ইহার বিচার।
পুত্ররূপে আছে সব করিতে সংহার ॥
ইহার বচন না শুনিহ কদাচন।
নিবৃত্ত হইল অগ্নি না জ্বাল এখন ॥
বৃদ্ধ হয়ে তুমি কেন হও অন্যমতি।
আপনি জানহ তুমি দুষ্টের প্রকৃতি ॥
এখন ত্যজহ কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন।
ইহা ত্যজি নিজ বংশ রাখহ রাজন ॥
মম বাক্য নাহি শুনি পুত্র বশ হবে।
আপনি আপন বংশ সকল মজাবে ॥
ধনে বংশে বৃদ্ধি হইয়াছে হে রাজন।
সর্ব্বনাশ কর প্রভু কিসের কারণ ॥
সম্প্রতি সুখের হেতু কর হেন কাজ।
পশ্চাতে কি হবে নাহি গণ মহারাজ ॥
অধর্ম্মে অর্জ্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়।
মহাদুঃখ পায় প্রভু দুষ্টের আশ্রয় ॥
চরণে ধরিয়া প্রভু কহি যে তোমারে।
পুন আজ্ঞা না হয় আনিতে পাণ্ডবেরে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন সুবলনন্দিনি।
আমারে বুঝাহ কিবা সব আমি জানি ॥
কুরু-অন্তকাল জানি হইল নিশ্চয়।
আমার শক্তিতে দ্যূত নিবৃত্ত না হয় ॥
যে হউক সে হউক পাছে দৈবের লিখন।
আসিয়া খেলুক পুন পাণ্ডুর নন্দন ॥
স্বামীর শুনিয়া এত নিষ্ঠুর বচন।
গৃহে গেল গান্ধারী যে মলিন বদন ॥
আজ্ঞা পেয়ে প্রাতিকামী গেল ততক্ষণে।
পথেতে ভেটিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রাতিকামী কহে যোড়হাতে।
জ্যেষ্ঠতাত আজ্ঞা তব বাহুড়ি যাইতে ॥
পুন পাশা খেলাইতে বসে কুরুবীর।
শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যুধিষ্ঠির ॥
ধর্ম্ম বলেন দৈববশ শুন ভ্রাতৃগণ।
মম শক্তি নাহি লঙ্ঘি অন্ধের বচন ॥
বিশেষে আমার ধর্ম্ম জান ভ্রাতৃগণ।
আহরিলে দ্যূতে যুদ্ধে না ফিরি কখন ॥
চল সর্ব্ব ভ্রাতৃগণ যাইব নিশ্চয়।
বংশক্ষয় কাল বিধি করিল নির্ণয় ॥
এত বলি ভ্রাতৃগণে লইয়া সংহতি।
পুন আসি সভাতলে বসে নরপতি ॥
শকুনি বলিল দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
অন্ধরাজ আজ্ঞা করে খেল করি পণ ॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর বনে যাবে।
অজ্ঞাত বৎসর এক গুপ্তবেশে রবে ॥
অজ্ঞাত বৎসর মধ্যে ব্যক্ত যদি হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত উভয় ॥
ত্রয়োদশ বৎসর হইবে যদি পার।
পুনরপি লইবেক রাজ্য যে যাহার ॥
এই ত নিয়ম করি দ্যূত আরম্ভিল।
যতেক সুহৃদগণ বারণ করিল ॥
যুধিষ্ঠির বলেন বারণ কি কারণ।
সম্মত না হবে কেন আমা হেন জন ॥
এতেক আহ্বান আর গুরুর আদেশ।
ধার্ম্মিক না ছাড়ে ধর্ম্ম যদি হয় ক্লেশ ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির দ্যূত আরম্ভিল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ দেখ শকুনি জিনিল ॥
হারিলেন ধর্ম্মপুত্র কপট পাশায়।
সভাপর্ব্ব সুধারস কাশীদাস গায় ॥

কৌরব বধে পাণ্ডবাদির প্রতিজ্ঞা।

বিলম্ব না করিলেন ধর্ম্মনরপতি।
ততক্ষণে করিলেন অরণ্যেতে গতি ॥

প্রলয়ের শেষ

বসন ভূষণ আদি সকল ত্যজিয়া।
মুনিবেশ ধরিলেন বাকল পরিয়া॥
হেনকালে দুঃশাসন উপহাসছলে।
সভামধ্যে দ্রুপদকন্যার প্রতি বলে॥
মূর্খ রাজা যজ্ঞসেন কি কর্ম্ম করিল।
দ্রৌপদী এমন কন্যা ক্লীবে সমর্পিল॥
শুন ওহে যাজ্ঞসেনি মোর বাক্য ধর।
কোথা দুঃখ পাবে গিয়া বনের ভিতর॥
এই কুরুজন মধ্যে যারে মনে লয়।
তাহারে ভজিয়া সুখে থাকহ আলয়॥
এইরূপে পুনঃপুনঃ বলিল অপার।
গর্জ্জিয়া নেউটি কহে পবনকুমার॥
রে দুষ্ট নিকট মৃত্যু জানিলি আপন।
সেই হেতু কহিছিস হেন কুবচন॥
এ সব বচন আমি করাব স্মরণ।
রণমধ্যে আমি তোরে পাইব যখন॥
নখেতে শরীর তোর করিব বিদার।
নির্ম্মূল করিব সখা যতেক তোমার॥
শত সহোদর সহ লোটাইব ক্ষিতি।
ইহা না করিলে যেন না পাই সদ্গতি॥
এতেক কহিয়া তবে যায় বৃকোদর।
সিংহাসন হইতে উঠিল কুরুবর॥
যেইরূপে চলি যায় পবননন্দন।
সেইরূপে হাসি চলে দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
নেউটিয়া বৃকোদর পাছু পানে চায়।
উপহাস জানিয়া ক্রোধেতে কম্পে কায়॥
রে দুষ্ট উচিত ফল পাইবে ইহার।
সে কালে এ সব কথা স্মরাব তোমার॥
পদ দিয়া এইরূপে তোমার মস্তকে।
চলিয়া যাবার কালে স্মরাব তোমাকে॥
তোরে সংহারিব তোর যত বন্ধু সখা।
শত ভাই তোমার মারিব আমি একা॥
কর্ণেরে মারিবে পার্থ গর্ব্ব কর যার।
সহদেব শকুনিরে করিবে সংহার॥
এত বলি বৃকোদর নিঃশব্দেতে রয়।
সভামধ্যে বলেন ডাকিয়া ধনঞ্জয়॥
যতেক প্রতিজ্ঞা কর সব অকারণ।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি নহে রণ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি পাই রণ।
তবে ত তোমার আজ্ঞা করিব পালন॥
কর্ণেরে মারিব যেন পতঙ্গের মত।
সহায় সম্বন্ধী তার হবে আর যত॥
হিমাদ্রি টলিবে সূর্য্য ত্যজিবে কিরণ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে লঙ্ঘন॥
শুন সব রাজগণ আছ সভাস্থলে।
আজি হৈতে ত্রয়োদশ বৎসরান্তকালে॥
কৌতুক দেখিবা সবে যুদ্ধ হয় যদি।
কৌরবের শোণিতে পূরাব নদ নদী॥
কদাচিৎ দিব্য জ্ঞান জন্মে দুর্য্যোধনে।
বিনত হইয়া পড়ে ধর্ম্মের চরণে॥
তবে ত প্রতিজ্ঞা যত সকলি বিফল।
আনন্দে বঞ্চিবে তবে কৌরব সকল॥
তবে সহদেব কহে চাহিয়া শকুনি।
রে দুষ্ট গান্ধারপুত্র শুন এক বাণী॥
কপটেতে পাশা তুই করিলি রচন।
পাশা নহে প্রহারিলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ॥
মম তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত যুদ্ধেতে দেখিবে।
সবান্ধবে মম হাতে সংহার হইবে॥
ভীমের আদেশ মম নহিবে লঙ্ঘন।
অবশ্য আমার হাতে তোমার নিধন॥
সহসা নকুল উঠি বলে সভাস্থলে।
এবে মন দিয়া শুন নৃপতি সকলে॥
ধর্ম্মপুত্র-আজ্ঞা আর কৃষ্ণার সম্মতি।
নিঃশেষ করিব কুরুসৈন্য সেনাপতি॥
এত বলি চলিলেন পাণ্ডুপুত্রগণ।
ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে যান বিদায় কারণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
শুনিলে নিষ্পাপ হয় জন্মে দিব্যজ্ঞান॥

পাণ্ডবদিগের বনে গমনোদ্যোগ।

বিনয় করিয়া কহিছেন ধর্ম্মরায়।
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত ছিলেন সভায়॥

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সঞ্জয় ।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা পৃষতনয় ॥
একে একে সবারে বলেন ধর্ম্মরায় ।
আজ্ঞা কর বনে যাই মাগি যে বিদায় ॥
লজ্জায় মলিন সবে মাথা না তুলিল ।
মনে মনে সর্ব্বজন কল্যাণ করিল ॥
বিদুর কহেন তবে সজলনয়ন ।
খণ্ডাইতে কে পারে যে দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
কিছু দিন কষ্ট ভোগ করহ কাননে ।
কুন্তীকে রাখিয়া যাও আমার ভবনে ॥
একে বৃদ্ধা আর তাহে রাজার কুমারী ।
যোগ্য নহে কুন্তী এবে হবে বনচারী ॥
ধর্ম্ম বলিলেন তুমি জনক সমান ।
তব আজ্ঞা কুরুকুলে কে করিবে আন ॥
বিশেষে পাণ্ডুর গুরু জানে সর্ব্বজন ।
মম শক্তি নাই তাহা করিব হেলন ॥
থাকুন জননী তাত তোমার আলয় ।
আর কি করিবা আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
বিদুর বলেন তুমি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞাতা ।
অধর্ম্মে হইল জিত না পাইও ব্যথা ॥
আমি কি করিব তাত তোমাতে গোচর ।
তুলনা নাহিক দিতে পঞ্চ সহোদর ॥
পরম সঙ্কটে যেন ধর্ম্মচ্যুত নহে ।
এই উপদেশ মম যেন মনে রহে ॥
কল্যাণে আসিও সত্য করিয়া পালন ।
পুন তোমা দেখি যেন যুড়ায় নয়ন ॥
এত বলি বিদুর হইল শোকাকুল ।
বনে যেতে পঞ্চভাই হৈলেন আকুল ॥
জটাবল্ক পঞ্চ ভাই করেন ভূষণ ।
তবে ত দ্রৌপদী দেবী দেখি স্বামিগণ ॥
ত্যজিয়া ভূষণ বস্ত্র পিন্ধন সকল ।
লম্বিত কোমল কেশ পিন্ধন বাকল ॥
রাজ্য ত্যজি অরণ্যেতে যান ধর্ম্মরায় ।
শুনি হস্তিনার লোক স্ত্রী-পুরুষে ধায় ॥
পাণ্ডবের বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজন ।
বাল বৃদ্ধা যুবা কান্দে যত নারীগণ ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে দ্বিজগণ ।
আমা সবাকারে কেবা করিবে পালন ॥
নগর পূরিল যে রোদন কোলাহলে ।
হস্তিনা কর্দ্দম হইল নয়নের জলে ॥
পঞ্চ পুত্র বনে যায় বধূ গুণবতী ।
বার্ত্তা শুনি কুন্তী দেবী আসে শীঘ্রগতি ॥
দূর হৈতে দেখি কুন্তী তনয় সকলে ।
মূর্চ্ছিতা হইয়া দেবী পড়িল ভূতলে ॥
মুকুলিত কেশভার গলিত বসন ।
শিরে করাঘাত করি করেন রোদন ॥
বধূর দেখিয়া বেশ হইল বাতুলী ।
দাণ্ডাইয়া চাহে যেন চিত্রের পুত্তলী ॥
ক্ষণেক রহিয়া কহে গদগদ ভাষে ।
সভাপর্ব্ব সুধারস গায় কাশীদাসে ॥

দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিষাদ ।

মনে হয় দুঃখ, পূর্ণচন্দ্র মুখ,
কি হেতু মলিন দেখি ।
অম্লান অম্বর, দিল যে কিন্নর,
বাকল তাহা উপেক্ষি ॥
মাণিক মঞ্জরী, হার শতেশ্বরী,
তোমার হৃদয়ে সাজে ।
ছিল অনুরাগ, তাহা কৈল ত্যাগ,
দিল যে রাক্ষসরাজে ॥
যুগল কঙ্কণ, অমূল্য রতন,
করেতে সাজিতে ছিল ।
কাড়ি নিল কেবা, নাহি দেখি সে বা,
যক্ষপতি যাহা দিল ॥
অতুল অঙ্গুরী, দিলা যে তাহারি,
অনেক যতন করি ।
তেঁই নাহি সাজে, দিলা কোন দ্বিজে,
কি বলিব সে মাধুরী ॥
মঞ্জরী সুন্দর, দিল যাহা কর,
উত্তর কুরুর পতি ।
তেঁই নাহি শুনি, সে ললিত ধ্বনি,
কি করিলা গুণবতী ॥

যাক্ পাছে সর্ব্ব,   কোন ছার্ দ্রব্য,
তোমার আপদ লৈয়া ।
বিরস বদন,   সজল নয়ন,
দেখিয়া বিদরে হিয়া ।।
হরে মোর ক্ষুধা,   তোমার সে সুধা,
বচনে কেবল মধু ।
তুলি অধোমুখ,   খণ্ড মোর দুঃখ,
কহ শুনি প্রাণবধূ ।।
হেন লয় চিতে,   স্বামিগণ প্রীতে,
কৈলা বধূ হেন বেশ ।
দুঃশাসন দোষে,   কৌরব বিনাশে,
মুক্ত কৈলা প্রায় কেশ ।।
ধন্য তব ক্ষমা,   ক্ষিতি নহে সমা,
দ্বন্দ্ব না করিলা ক্রোধে ।
নিন্দজীবী সব,   সুবলসম্ভব,
তেঁই কৈলা উপরোধে ।।
না করহ মান,   ভাবি নহে আন,
ধাতা নারে খণ্ডিবারে ।
পাল সত্য ধর্ম্ম,   কর সাধুকর্ম্ম,
ধর্ম্ম রাখে ধার্ম্মিকেরে ।।
তুমি সত্য জিতা,   সতী পতিব্রতা,
আমি কি করাব শিক্ষা ।
সহ স্বামিগণ,   যাইতেছ বন,
আমি মাগি এক ভিক্ষা ।।
কনিষ্ঠ নন্দন,   আমার জীবন,
তুমি জান ভালমতে ।
সহজে বালক,   বনে মহাদুঃখ,
সদা দেখিবা স্নেহেতে ।।
সুকুমার দেহ,   প্রাণাধিক স্নেহ,
আপনি করিবা তুমি ।
কুন্তী ইহা বলি,   যেমন বাতুলী,
মূর্চ্ছিতা পড়িলা ভূমি ।।
বিচিত্র সঙ্গীত,   শ্রবণে অমৃত,
পাণ্ডবের বনবাস ।
কাশীদাস কহে,   পূর্ব্বপাপ দহে,
পুরাণে কহিল ব্যাস ।।

যুধিষ্ঠিরাদির বন প্রস্থান ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন ।

শাশুড়ীর দুঃখ দেখি দ্রৌপদী কাতর ।
সচেতন করি কহে যুড়ি দুই কর ।।
উঠ উঠ মহাদেবি না বাড়াহ শোক ।
কর্ম্ম করি শোচনা না করে জ্ঞানীলোক ।।
আজ্ঞা কর বনে যাব সহ স্বামিগণ ।
যে আজ্ঞা করিবে তুমি করিব পালন ।।
এত বলি স্বামিসহ চলে বনবাস ।
রক্ত অশ্রু জল বহে মুক্ত কেশপাশ ।।
পাছু গোড়াইয়া যায় ভোজের নন্দিনী ।
পুত্রগণ দেখি দেবী বুকে হানে পাণি ।।
হেঁটমুখে দাণ্ডাইল পঞ্চ সহোদর ।
চতুর্দ্দিকে হাসে যত কৌরবকুমার ।।
রোদন করয়ে যত সুহৃদ্ সুজন ।
পঞ্চ ভাই বিবর্জ্জিত বস্ত্র আভরণ ।।
দেখিয়া পড়িল শোকসাগর অগাধে ।
অশ্রুজলে পূর্ণ মুখ কহে গদগদে ।।
সম্প্রতি নিষ্পাপী সত্যাচারী যে উদার ।
তার হেন দেখি বিধি এ কোন বিচার ।।
ইহা সবাকার কিছু না দেখি অধর্ম্ম ।
হেন বুঝি এই পাপ মম গর্ভে জন্ম ।।
অভাগিনী পাপী আমি আজন্ম দুঃখিনী ।
মম দোষে এত দুঃখ মনে অনুমানি ।।
তেজে বীর্য্যে বুদ্ধে ধর্ম্মে কেহ নহে ন্যূন ।
ত্রিজগৎ বিখ্যাত যে পুত্র সর্ব্বগুণ ।।
হেন বীর্য্যবন্তে বৈরী বেড়ি চারি পাশে ।
রাজ্য ধন লইয়া পাঠায় বনবাসে ।।
পূর্ব্বে যদি জানিতাম এ সব বারতা ।
শতশৃঙ্গ হইতে কি আসিতাম হেথা ।।
বড় ভাগ্যবান পাণ্ডু স্বর্গবাসে গেল ।
পুত্রদের এত দুঃখ চক্ষে না দেখিল ।।
সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী ।
আমি না গেলাম সঙ্গে অধমা পাপিনী
তাহার সদৃশ তপ আমি না করিনু ।
পাপ হেতু কষ্ট আমি ভুঞ্জিতে রহিনু ।।

লোভেতে রহিনু পুত্রগণেরে পালিতে ।
তাহার উচিত হল এ দুঃখ দেখিতে ॥
হে পুত্র আমারে ছাড়ি না যাহ কাননে ।
কৃষ্ণা তুমি আমা ছাড়ি বঞ্চিবা কেমনে ॥
বিধি মোরে বান্ধিলা এ দুঃখের নিগড়ে ।
সেই হেতু পাপ আয়ু আমারে না ছাড়ে ॥
হায় পাণ্ডু মহারাজ ছাড়িলা আমারে ।
অনাথ করিয়া সাধু সুপুত্রগণেরে ॥
ওরে পুত্র সহদেব ফিরি চাহ মোরে ।
কেমনে আমার মায়া ছাড়িলা অন্তরে ॥
তিলেক না বাঁচি তোমা না দেখি নয়নে ।
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে ॥
ভাই সব যদি সত্য না পারে ছাড়িতে ।
সবে যাক তুমি রহ আমার সহিতে ॥
হেন মতে কুন্তী দেবী করেন রোদন ।
প্রবোধিয়া নমস্করি যায় পঞ্চ জন ॥
প্রবোধ না মানে কুন্তী যায় গোড়াইয়া ।
বিদুর কহেন তাঁরে বহু বুঝাইয়া ॥
ধরিয়া লইয়া গেল আপনার ঘরে ।
কুন্তী সহ কান্দে যত নারী অন্তঃপুরে ॥
নগরের লোক যত করয়ে ক্রন্দন ।
ঘরে ঘরে কান্দে যত কুলবধূগণ ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে শিশুগণ পিছু ।
ক্রন্দনের শব্দ বিনা নাহি শুনি কিছু ॥
নগরেতে হাহাশব্দ ক্রন্দনের রোল ।
প্রলয় কালেতে যেন সাগর-কল্লোল ॥
শুনিয়া হইল ব্যগ্র অন্ধ নৃপমণি ।
শীঘ্রগতি বিদুরেরে ডাকাইয়া আনি ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন মন্ত্রিচূড়ামণি ।
নগরেতে মহাশব্দ ক্রন্দনের ধ্বনি ॥
হেন বুঝি কান্দে সবে পাণ্ডব কারণ ।
কহ শুনি কি রূপেতে যায় তারা বন ॥
ক্ষত্তা বলে যুধিষ্ঠির যায় হেঁটমুখে ।
সবিষাদ চিত্তেতে বসনে মুখ ঢাকে ॥
দুই বাহু বিস্তারিয়া যায় বৃকোদর ।
অশ্রুজল অর্জ্জুনের বহে জলধর ॥
নকুল যাইছে ছাই সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ।
সহদেব যায় মুখে কর আচ্ছাদিয়া ॥
দ্রুপদনন্দিনী যায় সবার পশ্চাতে ।
মুকুলিত কেশভার কান্দিতে কান্দিতে ॥
ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে করে বেদধ্বনি ।
বিষাদিতচিত্ত অতি কুশমুষ্টিপাণি ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ ইহার কারণ ।
এ রূপে পাণ্ডব কেন যাইতেছে বন ॥
বিদুর বলেন রাজা কহি দেহ মন ।
কপটে সর্ব্বস্ব নিল তব পুত্রগণ ॥
এমতি করিল ধর্ম্ম নহিল চলিত ।
সদা যুধিষ্ঠির তব পুত্রগণে প্রীত ॥
কদাচিত ভস্ম যদি হয় নেত্রানলে ।
এই হেতু হেঁটমুখে ঢাকিয়া অঞ্চলে ॥
ভীম বলে মম সম নাহিক বলিষ্ঠ ।
সংসারেতে যত বীর সকলের শ্রেষ্ঠ ॥
ইহার উচিত শাস্তি করিব আসিয়া ।
এত বলি যায় বীর ভুজ পসারিয়া ॥
অর্জ্জুনের অশ্রুজল বহে অনিবার ।
সেই মত বরষিবে অস্ত্র তীক্ষ্ণধার ॥
প্রত্যক্ষেতে ভবিষ্যত সহদেব জানে ।
বংশনাশ জানি হস্ত দিয়াছে বদনে ॥
এই মত ভস্ম আমি করিব বৈরীরে ।
সে হেতু নকুল ভস্ম মাখিল শরীরে ॥
যাজ্ঞসেনী দেবী যায় করিয়া রোদন ।
এই মত কান্দিবেক শক্রনারীগণ ॥
কুশহস্ত হয়ে যায় ধৌম্য তপোধন ।
সঙ্কল্প করিব কুরুশ্রাদ্ধের কারণ ॥
নগরের লোক সব করিছে রোদন ।
আমা সবাকার প্রভু যাইতেছে বন ॥
সঘনে কম্পিত ভূমি দেখ নৃপমণি ।
বিনা মেঘে সঘনে শুনি যে ঘোর ধ্বনি ॥
অপূর্ব্ব প্রসন্ন হৈল দেব দিবাকর ।
উল্কাপাত বজ্রাঘাত শুনি নিরন্তর ॥
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল প্রাচীর ।
ক্ষণে ক্ষণে রাজা কম্পি উঠয়ে শরীর ॥

এক লক্ষ চিহ্ন রাজা কৌরববিনাশে।
কেবল হইল রাজা তব কর্ম্মদোষে ।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ।।

কুরুসভায় নারদ ঋষির আগমন।

হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার তনয়।
সভামধ্যে কহেন নারদ মহাশয় ।।
আজি হতে চতুর্দ্দশ বৎসর সময়।
শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে করিবেক কুরুক্ষয় ।।
সবাই মরিবে দুর্য্যোধন-অপরাধে।
নিক্ষত্রা হইবে ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন ক্রোধে ।।
এত বলি মুনিবর হৈল অন্তর্ধান।
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হৈল কম্পমান ।।
নারদের কথা শুনি হইল অস্থির।
অকূল সমুদ্রে যেন ডুবিল শরীর ।।
উপায় না দেখি ইথে কি হইবে গতি।
বিচারি শরণ নিল দ্রোণ মহামতি ।।
পাণ্ডবের ভয়ে প্রভু কম্পয়ে শরীর।
আপনি অভয় দিলে হয় মন স্থির ।।
দ্রোণ বলে পাণ্ডুপুত্র অবধ্য আমার।
দেব হৈতে জাত পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ।।
পাণ্ডব দেবতা আমি হই যে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের পূজ্য দেব জ্ঞানে সর্ব্বজন ।।
তথাপি করিব আমি যতেক পারিব।
তোমা সবাকারে আমি ত্যাগ না করিব ।।
দুর্জ্জয় পাণ্ডব সব যাইতেছে বন।
চতুর্দ্দশ বৎসরে করিবে আগমন ।।
ক্রোধে আসিবেন তাঁরা সবার উপর।
নিশ্চয় দেখি যে ঘোর হইবে সমর ।।
শরণ পালন হেতু তোমা সবাকার।
নিশ্চয় কহি যে ভদ্র নাহিক আমার ।।
যতেক করিলে সর্ব্ব আমার কারণ।
নিকট হইল দেখি আমার মরণ ।।
রাজযজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন হয়েছে উৎপত্তি।
আমার মরণ হেতু সে বিখ্যাত ক্ষিতি ।।
সেই দিন হতে ভয় হয়েছে আমায়।
দ্বন্দ্ব হৈলে পাণ্ডবের হইবে সহায় ।।
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে অবশ্য মরণ।
বুঝি যাহে শ্রেয়ঃ হয় শীঘ্র দেহ মন ।।
যজ্ঞ দান ব্রত সব করহ ত্বরিত।
ধর্ম্ম বিনা সখা নাহি পরকালহিত ।।
এ সুখ সম্পদ যেন তালছায়াবত।
ইহা জানি শীঘ্র সবে ধর ধর্ম্মপথ ।।
তোমা সবাকার মৃত্যু হৈল সেই কালে।
সভায় যখন কৃষ্ণা ধরিয়া আনিলে ।।
পাঞ্চালনন্দিনী কৃষ্ণা হন লক্ষ্মী-অংশ।
সদা যাঁরে সখীরূপে রাখে হৃষীকেশ ।।
তাঁরে কষ্ট কৃষ্ণ নাহি দিবে কদাচিৎ।
না ক্ষমিবে পাণ্ডব দ্রৌপদী প্রবোধিত ।।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে রক্ষা নাহি আর।
ভীমার্জ্জুন হাতে হবে সবার সংহার ।।
সে কারণে তার সহ কলহ না রুচে।
এখনি করহ প্রীতি যদি প্রাণ বাঁচে ।।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে কহিল।
মম মনে নাহি লয় বিপদ ঘুচিল ।।
এইক্ষণে শীঘ্রগতি করহ গমন।
ফিরায়ে আনহ শীঘ্র পাণ্ডু পুত্রগণ ।।
যদি তারা সত্যভঙ্গ করিবারে নারে।
ভাল বেশ করি যাক অরণ্য ভিতরে ।।
বস্ত্র আভরণ পরি রথ আরোহণে।
সংহতি লইয়া যাক দাস-দাসীগণে ।।
সঞ্জয় এতেক শুনি বলিল তখন।
সর্ব্ব পৃথ্বী পেলে রাজা কি হেতু শোচন ।।
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম চিত্ত নহে স্থির।
বহুমত করি ধৈর্য্য না ধরে শরীর ।।
সঞ্জয় বলিল শান্ত এখন নহিবে।
যখন এ সব রাজা নির্ম্মূল হইবে ।।
তখন হইবে শান্ত শুনহ রাজন।
কত কত তোমারে না বুঝাব তখন ।।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি কহিল বিস্তর।
তবু পাশা করাইলে অনর্থের ঘর ।।

হেন বিপর্য্যয় কভু নাহি শুনি কাণে ।
কুলবধূ চুলে ধরি সভামধ্যে আনে ॥
তখন কি আপনি সভায় নাহি ছিলে ।
আপনার বংশ তুমি আপনি নাশিলে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কিছু মম সাধ্য নয় ।
দৈবে যাহা করে তাহা শান্ত কিসে হয় ॥
যখন যেমন হয় বিধি তাহা করে ।
কুবুদ্ধি কুপথী করি দুঃখ দেয় তারে ॥
অধর্ম্ম যে কর্ম্ম তাহা বুঝি যেন ধর্ম্ম ।
অর্থ করি বুঝে নর অনর্থের কর্ম্ম ॥
কর্ম্মহীনে কাল যায় বুঝিবারে নারে ।
কুবুদ্ধি করিয়া নরে কালবুদ্ধি ধরে ॥
সেইমত কুবুদ্ধি আমারে দিল কালে ।
আগু পাছু বিচার না করিলাম হেলে ॥
অযোনিসম্ভবা জন্ম কমলা অংশেতে ।
তারে হেন কে করিবে সজ্ঞান থাকিতে ॥
সাধুপুত্র পাণ্ডবেরে দিল বনবাস ।
এই চারি দুষ্ট হতে হৈল সর্ব্বনাশ ॥
অশক্ত না হয় বলে পঞ্চ সহোদর ।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে চরাচর ॥
ধর্ম্মপাশে বন্দী হৈয়া মোরে বড় মানে ।
সে কারণে না মারিল এই দুষ্টগণে ॥
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধনে ধিক্ শকুনিরে ।
কপট পাশায় দুঃখ দিল পাণ্ডবেরে ॥
না সহিবে পাণ্ডব এ সব অপমান ।
পাপবুদ্ধে বংশ মোর হৈল সমাধান ॥
কৃষ্ণ তার অনুকূল কিসের আপদ ।
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত কৈকেয় দ্রুপদ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি শিখণ্ডী আদি করি ।
থাকুক অন্যের কার্য্য ইন্দ্র যারে ডরি ॥
এ সব সহিত রণ সম্মুখ সমরে ।
কে আছে সহায় মোর নিবারিবে তারে ॥
অনুক্ষণ অন্ধরাজ ভাবেন অন্তরে ।
এ শোকসাগরে দুষ্ট ডুবাইল মোরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
কাশীরাম দাস কহে শুন সর্ব্বজন ।
সভাপর্ব্ব সমাপ্ত পাণ্ডব গেল বন ॥

সভাপর্ব্ব সম্পূর্ণ ।

সভাপর্ব্বের টীকা

টীকার নম্বর (১) পৃষ্ঠা ৪ মূলে এই স্থলে ময়দানব শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের অভিপ্রায়ানুসারে পুণ্যদিনে কৃতকৌতুক-মঙ্গল হইয়া পায়স ও বহুবিধ ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া সর্ব্বঋতুগুণ-সম্পন্ন দিব্যরূপ মনোহর সভাস্থলীর পরিসর পঞ্চ সহস্র হস্ত পরিমাণ করিয়া লইল লিখিত আছে। বস্তুতঃ এখনও তিনি সভা নির্ম্মাণ কার্য্যশেষ করেন নাই।

টী (২) পৃ ৪ মূলে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন গরুড়-কেতন রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক দারুক সারথিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বল্গা ধারণ করিলেন, অর্জ্জুন চামর ধারণ করিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

টী (৩) পৃ ৪ মূলে এই স্থলে ময় অতি বিচিত্র সর্ব্বরত্নভূষিতা সভাস্থলী নির্ম্মাণ করিবার জন্য অর্জ্জুনের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন লিখিত আছে।

টী (৪) পৃ ৫ মূলে লিখিত আছে যে, ময় ১৪ মাসে সভাকার্য্য পরিসমাপ্ত করেন, কিন্তু কাশীরাম দাসের পুস্তকে এক মাস লিখিত আছে। বিশেষ অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, লিপিকরের অনবধানতাই ইহার একমাত্র কারণ। বস্তুতঃ চতুর্দ্দশ মাসেই সভার কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়।

টী (৫) পৃ ৬ সভায় যে সকল ঋষি উপনীত হইলেন, তন্মধ্যে পারিজাত, রৈবত, সুমুখ, ধৌম্য প্রভৃতি মুনিগণই প্রধান।

টী (৬) পৃ ১০ শত্রু আসিলে যে দিক দিয়া ইচ্ছা, পুরী হইতে বহির্গত হইতে পারিবেন এবং শত্রু পরাজয়ের বিশেষ উপায় অবধারিত হইবে, এই বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণ বহুদ্বারবিশিষ্ট নগরী নির্ম্মাণ করেন। এই জন্যই উহার নাম দ্বারকা হইয়াছে।

টী (৭) পৃ ১১ পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে, এই দুই কন্যার একের নাম সহদেবা ও অনুজা। কংস দুইটী কন্যারই পাণিগ্রহণ করেন। দৈত্যপ্রবর সৌভপতি দ্রুমিলের ঔরসে উগ্রসেনের ক্ষেত্রে কংসের উৎপত্তি হয়। একদা দ্রুমিল উগ্রসেন-পত্নীর অনুপম রূপমাধুরী সন্দর্শনে কাম-বিহ্বল হইয়া উগ্রসেনের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তদীয় পত্নীর সহিত সঙ্গত হয়। বিহারকালে রূপবতী ছদ্মবেশী দ্রুমিলের প্রতি সন্দেহ করিয়া "কস্য ত্বং" এই বাক্যে প্রশ্ন করাতে দৈত্যপতি কহিল, তুমি "কস্য ত্বং" বলিয়া আমার প্রতি প্রশ্ন করিয়াছ, অতএব তোমার গর্ভজাতপুত্র কংসনামে বিদিত হইবে।

টী (৮) পৃ ১৩ কংস শ্রীকৃষ্ণ-করে নিধন হইলে জরাসন্ধ বৈরনির্যাতন মানসে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া গিরিব্রজ হইতে এক গদা নিক্ষেপ করে। সেই গদপাতে মথুরানগরী বিকম্পিত হইয়া উঠে। তদবধিই মথুরার সন্নিহিত স্থান "গদাবসান" বলিয়া প্রথিতি লাভ করিয়াছে।

টী (৯) পৃ ১৪ গণ্ডকী নদীতে শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বর্ণিত আছে।

টী (১০) পৃ ১৪ তীর্থরাজগয়াধামের ষোল ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে গিরিব্রজ অবস্থিত। ইহারই অপর নাম রাজগৃহ। এই স্থানে বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক এই পাঁচটী মহাশৃঙ্গবান্ গিরি বিরাজিত। এই স্থান সুখসলিলে ও বিবিধ পশুতে পরিপূর্ণ। এই স্থানে মনোহর অট্টালিকার পরিসীমা নাই। অত্রত্য অধিবাসীগণ সকলেই নীরোগ ও শান্তিময়। মূলে এই সুখস্থানের যেরূপ মনোহর বর্ণনা আছে, পাঠকগণের বিদিতার্থ তাহার কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"এষ পার্থ মহান্ ভাতি পশুমান্নিত্যমম্বুমান্।
নিরাময়ঃ সুবেশ্মাঢ্যো নিবেশো মাগধঃ শুভঃ ॥
বৈহারো বিপুলঃ শৈলো বরাহো বৃষভস্তথা।
তথা ঋষিগিরিস্তাত! শুভাশ্চৈত্যকপঞ্চমাঃ ॥
এতে পঞ্চ মহাশৃঙ্গাঃ পর্ব্বতাঃ শীতলদ্রুমাঃ।
রক্ষন্তীবাভিসংহত্য সংহতাঙ্গাঃ গিরিব্রজম্ ॥"

টী (১১) পৃ ১৪ প্রসিদ্ধ আছে বৃহদ্রথরাজ কোন বৃষরূপী দৈত্যকে নিহত করিয়া তদীয় চর্ম্ম দ্বারা তিনটী ভেরী প্রস্তুত করেন।

টী (১২) পৃ ১৫ স্বস্তি কল্যাণসূচক বাক্য। কল্যাণ কামনা করিয়াই স্বস্তি উচ্চারণ করিতে হয়। এ স্থলে স্বস্তি শব্দে নিত্য নির্ব্বাণরূপ কল্যাণ কামনাই প্রকাশিত হইতেছে।

টী (১৩) পৃ ১৫ পূর্ব্বকালে নরবলির প্রথা ও মহাদেবের মূর্ত্তিবিশেষের নিকট বলি দিবার রীতি প্রচলিত ছিল। এখনও নেপালে পশুপতিনাথের ও বৈদ্যনাথক্ষেত্রে কালভৈরবের সম্মুখে ছাগ-মেষাদি বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। জরাসন্ধ মহাদেবের প্রীত্যর্থে বলি প্রদানের জন্য ষড়শীতি সংখ্যক নরপতিকে ধৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

টী (১৪) পৃ ২২ কোন কোন গ্রন্থে ত্রয়োদশ দিবস বলিয়া উল্লিখিত আছে; পরন্তু সেটী ভ্রমমাত্র। ত্রিদশ শব্দে ত্রিগুণ দশ অর্থাৎ ত্রিংশৎ দিন বুঝিতে হইবে। মূলেও স্পষ্ট লিখিত আছে যে, ভীমসেন শিশুপালের গৃহে ত্রিংশদ্দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

টী (১৪) পৃ ২২ শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেব নাম খর্ব্ব করিবার জন্য পুণ্ড্ররাজ স্বয়ং বাসুদেব নামে পরিচয় প্রদান করিতেন। পরিণামে তিনি কৃষ্ণকরেই আত্মবিসর্জ্জন করেন।

টী (১৬) পৃ ২২ এই দ্বিবিদ নামকবিচক্ষণ বানর পূর্ব্বে রামাবতারে লক্ষ্মণকে ঐকাহিক জ্বর হইতে মুক্ত করে। লক্ষ্মণ যৎকালে অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করিয়া মেঘনাদের বিনাশ সাধন করেন, তখন সুদারুণ ঐকাহিক জ্বর তাঁহাকে আক্রমণ করে। তদ্দর্শনে দ্বিবিদ একখানি সংজ্ঞাপত্রী লিখিয়া লক্ষ্মণকে প্রদর্শন করিলে লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত ও পূর্ব্ববৎ সবলকায় হইয়া উঠেন। তদবধি "সমুদ্রের উত্তরকূলে দ্বিবিদ নামা বানর ঐকাহিক জ্বর নষ্ট করে" তালপত্রে এই মন্ত্র লিখিয়া দ্বারদেশে স্থাপন করিলেই ঐকাহিক জ্বর পলায়িত হয়। দ্বিবিদ বানরই সূতপুত্র লোমহর্ষণ রূপে জন্ম গ্রহণ করে। লক্ষ্মণ দ্বাপরযুগে বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্রে লোমহর্ষণকে বিনিপাতিত করেন।

টী (১৭) পৃ ২৪ কাশীদাস এই জাতিকে ময়ূরপাখী বলিয়াছেন, কিন্তু মূলে এই জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত আছে। এই জাতির আখ্যা ময়ূর। বোধ হয়, ময়ূরপুচ্ছেরপরিচ্ছদাদি পরিধান করিত বলিয়াই এই জাতির এইরূপ সংজ্ঞা হইয়া থাকিবে।

টী (১৭ ½) পৃ ৫০ অরিষ্ট ও কেশী নামক দৈত্যদ্বয়ই কৃষ্ণ বলরামকে নিহত করিবার জন্য বৃষ ও অশ্বরূপ পরিগ্রহ করে। এই জন্যই অরিষ্ট বৃষ এবং কেশী অশ্ব নামে অভিহিত হয়।

টী (১৮) পৃ ৫০ পূর্ব্বকালে নন্দাদি গোপগণ কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য প্রতি বৎসর ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু কৃষ্ণের আদেশে ইন্দ্রোৎসব পরিত্যাগ করিয়া গিরিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে দেবরাজ রোষান্ধ হইয়া বৃন্দাবন উৎসন্ন করিতে সংকল্প করেন। তাঁহার আদেশে মেঘগণ সপ্তাহকাল মুষলধারে বৃন্দাবনে বারিবর্ষণ করে; কিন্তু বৃন্দাবন উৎসন্ন করা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে দেবরাজের দর্প চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। গোপিকারঞ্জন সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত বামকরের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া বৃন্দাবন সহ বৃন্দাবনবাসীগণকে বর্ষণ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন।

টী (১৯) পৃ ৫০ কংসেরধাত্রী পূতনানিশাচরী কংসের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া কৃষ্ণকে নিহত করিবার বাসনায় তাঁহাকে বিষমিশ্রিত স্তনপান করায়। কিন্তু মায়াময় জনার্দ্দন স্তনপানচ্ছলে তাহার প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া তাহাকে নিহত করেন।

টী (২০) পৃ ৫১ এই হংসই ভূরিশ্রবা নামে প্রসিদ্ধ।

টী (২১) পৃ ৬১ মূলে লিখিত আছে যে, ধর্ম্মরাজ, দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীগণ, ভ্রাতৃবর্গ, বিদুর, অনুচরাদি সমভিব্যাহারে হস্তিনায় যাত্রা করেন। বস্তুতঃ দ্রৌপদী যে সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত হইলে যখন দ্রৌপদীকে সভায় আনিবার আদেশ হয়, তখন দ্রৌপদী হস্তিনাতেই ছিলেন, ইহার বিশেষ প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সভাপর্ব্বের টীকা সমাপ্ত।

ভারত-রত্ন।

অর্থাৎ

সটীক, সচিত্র, সুসংস্কৃত, সম্পূর্ণ

অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত

মূল সংস্কৃত হইতে

সুধীবর কাশীরাম দাস মহোদয় কর্ত্তৃক

সরল বিশুদ্ধ পদ্যে অনুবাদিত।

বনপর্ব্ব।

নূতন সংস্করণ।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মোৎসাহী

মহাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল দে মহাশয়ের

উৎসাহে, উদ্যোগে ও অর্থ সাহায্যে

দে এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হিন্দুপ্রেস।

৬১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।

বনপর্ব্বের সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
পাণ্ডবদিগের বনবাসে প্রজালোকের খেদ	১
যুধিষ্ঠিরের সূর্য্যারাধনা ও বরলাভ	৩
ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুরের অপমান ও যুধিষ্ঠিরের নিকটে বিদুরের গমন	৪
ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিদুরের পুনর্ম্মিলন ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসদেবের হিতোপদেশ	৫
মৈত্রেয় মুনির বাক্য ও দুর্য্যোধনকে অভিশাপ প্রদান	৭
কিম্মীর বধোপাখ্যান	৮
কাম্যকবনে পাণ্ডবদিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণাদির গমন	৯
শাল্বদৈত্যের সহিত কামদেবের যুদ্ধ	১২
শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধে শাল্বদৈত্য বধ	১৩
শ্রীবৎস-রাজার উপাখ্যান	১৬
শ্রীবৎস-রাজার নিকটে শনি ও লক্ষ্মীর আগমন	১৭
শ্রীবৎস-রাজার বিচার ও শনির কোপ	ঐ
রাজা ও রাণীর বনে গমন	১৮
শ্রীবৎসের প্রতি শনির বাক্য	২১
চিন্তার সহিত রাজার কথা	২২
শ্রীবৎস-রাজার কাঠুরিয়া আলয়ে স্থিতি	ঐ
বণিক কর্ত্তৃক চিন্তা হরণ	২৪
শ্রীবৎস-রাজার রোদন এবং চিন্তার অন্বেষণ	২৫
সুরভি-আশ্রমে রাজার স্থিতি	২৬
শ্রীবৎস-রাজার মালিনী আলয়ে স্থিতি	২৮
শ্রীবৎস-রাজার সহিত ভদ্রার বিবাহ	ঐ
শ্রীবৎস-রাজার সহিত চিন্তাদেবীর মিলন	৩১
পূর্ণমূর্ত্তি শনির আবির্ভাব ও শ্রীবৎস-রাজাকে বরদান	৩৪
দুই ভার্য্যার সহিত শ্রীবৎস-রাজার স্বরাজ্যে গমন	ঐ
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রস্থান	৩৬
পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে গমন ও মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন	ঐ
দ্রৌপদীর পরিতাপবাক্য	৩৭
যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী-সম্বাদ	৩৮
যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি	৩৯
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের বাক্য	৪০
ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধবাক্য	৪১
অর্জ্জুনের শিব আরাধনার্থ হিমালয়ে গমন	৪২
কিরাতার্জ্জুনের যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভ	৪৪
অর্জ্জুনের ইন্দ্রালয়ে গমন	৪৬
ইন্দ্রসভায় উর্ব্বশী ইত্যাদির নৃত্য গীত	৪৭
অর্জ্জুনের প্রতি উর্ব্বশীর অভিশাপ	ঐ
ইন্দ্রালয়ে লোমশ ঋষির আগমন	৪৯
পাণ্ডবের বিক্রম শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ	৫০
অর্জ্জুনের নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের আক্ষেপ	৫১
নল-রাজার উপাখ্যান	৫২
দময়ন্তীর স্বয়ম্বর	৫৩
দময়ন্তীর নল-বরণ	৫৫
নল-পুষ্করের দ্যূত-ক্রীড়া	৫৬
নল-দময়ন্তীর বনগমন ও নলের দময়ন্তী-ত্যাগ	৫৭
দময়ন্তীকে সর্পগ্রাস	৫৯
দময়ন্তীর পতি অন্বেষণ ও সুবাহু নগরে সৈরিন্ধ্রীবেশে স্থিতি	৬০
কর্কটনাগের দংশনে নলের বিকৃতাকার	৬২
ঋতুপর্ণালয়ে বাহুক নামে নলরাজার অবস্থিতি	৬৩
বিদর্ভভূপতি ভীমের নল-দময়ন্তীর উদ্দেশ ও চেদিরাজ্যে দময়ন্তীর সন্ধান প্রাপ্তি	ঐ
দময়ন্তীর পিত্রালয়ে আগমন	৬৪
দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর শ্রবণে ঋতুপর্ণের বিদর্ভে যাত্রা ও নলের দেহ হইতে কলিত্যাগ	৬৫
ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভনগরে প্রবেশ	৬৭
নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন	৬৯
ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশে প্রত্যাগমন ও নলের পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্তি	৭০
জনমেজয়ের বৈশম্পায়নকে কাম্যকবনস্থ পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা	৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা।
মহর্ষি নারদের যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন ও তীর্থ স্নানের ফল বর্ণন	৭২
ক্ষেত্রতীর্থ মাহাত্ম্য	৭৩
ইন্দ্রাদেশে লোমশ মুনির কাম্যকবনে আগমন	৭৪
যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা ও অগস্ত্যোপাখ্যান	৭৫
অগস্ত্য যাত্রার বিবরণ ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের দর্প চূর্ণ	৭৭
বৃত্রাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ	৭৯
অগস্ত্য মুনির সমুদ্রপান এবং দেবগণের যুদ্ধে অসুরদিগের নিধন	
সগরবংশোপাখ্যান এবং কপিলের শাপে সগরসন্তান ভস্ম	
ভগীরথের ভূতলে গঙ্গা আনয়ন ও সগর বংশের উদ্ধার	৮৩
পরশুরামের দর্প চূর্ণ	৮৪
শ্যেন-কপোতের উপাখ্যান	৮৫
ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন ও হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ	
যক্ষগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ ও সৌগন্ধিক পুষ্পহরণ	
ভীমান্বেষণে যুধিষ্ঠিরাদির যাত্রা	৯৩
জটাসুর বধ এবং পাণ্ডবদিগের বদরিকাশ্রমে যাত্রা	৯৫
পাণ্ডবগণের বদরিকাশ্রম হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন	৯৬
ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের সপ্ত স্বর্গ দর্শনার্থ যাত্রা	৯৮
নিবাতকবচ বধ	১০০
অস্ত্রশিক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের পুন মর্ত্ত্যলোকে আগমন	১০২
যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভ বৃত্তান্ত কথন	১০৩
যুধিষ্ঠিরের নিকটে ইন্দ্রাদি দেবের আগমন	১০৫
যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ সহ কাম্যকবনে যাত্রা	১০৬
দুর্য্যোধনের সপরিবারে প্রভাসতীর্থে যাত্রা	১০৮
দুর্য্যোধনের সৈন্য দর্শনে ভীমার্জ্জুনের রণসজ্জা ও যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা	১১০
দুর্য্যোধনের সৈন্য সহ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ	১১২
যুদ্ধে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের জয় এবং নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের বন্ধন	১১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা।
ধর্ম্মাজ্ঞায় ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা এবং নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের মুক্তি	১১৬
দুর্য্যোধনের সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান	১১৮
হস্তিনায় সশিষ্য দুর্ব্বাসার আগমন	১২০
কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্ব্বাসার আগমন	১২৩
যুধিষ্ঠিরের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের কাম্যকবনে আগমন	১২৫
দুর্ব্বাসার পারণ	১২৮
দুর্য্যোধনের মনোদুঃখ শ্রবণে কর্ণের প্রবোধবাক্য	১৩১
দুর্য্যোধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রথের দ্রৌপদী-হরণে যাত্রা	১৩৩
দ্রৌপদী-হরণ ও ভীমহস্তে জয়দ্রথের অপমান	১৩৫
জয়দ্রথের শিবারাধনায় যাত্রা	১৩৭
হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন	১৪০
যুধিষ্ঠিরের নিকট মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন	ঐ
জয় বিজয়ের অভিশাপ এবং হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুর জন্ম	১৪২
প্রহ্লাদচরিত্র	১৪৪
নৃসিংহাবতার ও হিরণ্যকশিপুবধ	১৪৭
রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম—(রামায়ণ)	১৪৮
শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম ও শ্রীরামের সীতা সহ বিবাহ	১৫০
দশরথের মৃত্যু ও শ্রীরামাদির পঞ্চবটীতে অবস্থিতি	১৫৪
সীতাহরণ ও শ্রীরামের পম্পা বানরের সহিত মিলন	১৫৬
শ্রীরামের লঙ্কায় প্রবেশ ও যুদ্ধ	১৫৭
রাবণ বধ—(রামোপাখ্যান সমাপ্ত)	১৫৯
সাবিত্রী উপাখ্যান	১৬১
সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ	১৬৩
সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকটে সাবিত্রীর বরপ্রাপ্তি	১৬৫
সত্যবানের পুনর্জ্জীবন	১৬৮
যুধিষ্ঠিরের কাম্যকবন ত্যাগ এবং দ্রৌপদীর অহঙ্কার বিবরণ	১৬৯
অকালে আম্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্প চূর্ণ	১৭১
যুধিষ্ঠিরের শূরসেনবনে স্থিতি	১৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম জানিবার জন্য ধর্ম্মের ছলনা ও জল আনিতে ভীমের গমন	১৭৫
ভীমান্বেষণে অর্জ্জুনের গমন	১৭৬
ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে নকুলের যাত্রা	ঐ
ভীমার্জ্জুন-নকুলের অন্বেষণে সহদেবের যাত্রা	১৭৭
ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর অন্বেষণে রাজা যুধিষ্ঠিরের গমন	১৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
রাজা যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ	১৭৮
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের চারিপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা	১৮০
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের ছলনা	১৮১
ধর্ম্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের বরলাভ ও কৃষ্ণাসহ চারি ভ্রাতার পুনর্জ্জীবন	ঐ
ব্যাসদেবের আগমন এবং অজ্ঞাত-বাসের পরামর্শ	১৮২

বনপর্ব্বের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

পাণ্ডবগণের বনগমন।

" দুর্ব্বাক্যে কোপিত সেই পাণ্ডুপুত্ত্রগণ।

প্রজাগণে প্রবোধিয়া চলিলেন বন।। "

ভারত-রত্ন।

বনপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

পাণ্ডবদিগের বনবাসে প্রজালোকের খেদ।

জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন।
পূর্ব্বপিতামহ-কথা অদ্ভুত কথন ॥
কিরূপে জিনিয়া তাঁর নিল রাজ্য ধন।
বহু ক্রোধ করাইল বলি কুবচন ॥
কলহের পথ কুরু করিল সৃজন।
কহ শুনি কি করিল পিতামহগণ ॥
ইন্দ্রের বৈভব সুখ সকল ত্যজিয়া।
কেমনে সহিল দুঃখ বনেতে রহিয়া ॥
পতিব্রতা মহাদেবী দ্রুপদনন্দিনী।
কিরূপে বঞ্চিল দুঃখে কহ শুনি মুনি ॥
কি আহার কি বিচার দ্বাদশ বৎসর।
কোন কোন বনে গেল কোন গিরিবর ॥
বৈশম্পায়ন বলেন শুনহ রাজন।
কপটে সকল নিল রাজা দুর্য্যোধন ॥
ক্ষমাবন্ত দয়াবন্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
হস্তিনানগর হতে হলেন বাহির ॥
নগর উত্তরমুখে চলেন পাণ্ডব।
চতুর্দ্দিকে ধাইল রাজ্যের প্রজা সব ॥
যেই মত ছিল যেই ধাইল ত্বরিত।
পাণ্ডব বেড়িয়া সবে রহে চতুর্ভিত ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুরের প্রতি।
ধিক্কার ও তিরস্কার করে নানাজাতি ॥
ধৃতরাষ্ট্রে ভয় নাহি করে কেহ আর।
ক্রোধেগালিপাড়ে মুখে আসে যা যাহার।
পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কি ছার বসতি।
সবে মেলি যাব মোরা পাণ্ডব সংহতি ॥
যে দেশে শকুনি মন্ত্রী রাজা দুর্য্যোধন।
তথায় বসতি নাহি করে সাধুজন ॥
পাপিষ্ঠ হইলে রাজা প্রজা সুখী নয়।
কুলধর্ম্ম ক্রিয়া তার সব নষ্ট হয় ॥
মহাক্রোধী অর্থলোভী মানী কদাচারী।
নির্দ্দয় সুহৃৎ শত্রু মহাপাপকারী ॥
হেন দুর্য্যোধনমুখ কভু না দেখিব।
চল সবে পাণ্ডবের সহিত রহিব ॥
এত বলি প্রজাগণ কৃতাঞ্জলি করি।
সবিনয়ে বলে ধর্ম্মরাজ বরাবরি ॥
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাইবে রাজন।
তুমি যথা যাবে তথা যাব সর্ব্বজন ॥
তোমার সর্ব্বস্ব ছলে জিনিল কৌরব।
উদ্বিগ্ন হইয়া হেথা আসি মোরা সব ॥
তব হিতে হিত মানি তব দুঃখে দুঃখী।
তব সুখ হলে মোরা সবে হই সুখী ॥

আমা সবাকারে নাহি কর নিবারণ।
তোমার সংহতি মোরা সবে যাব বন ॥
রাজ্যেতে হইল মহাপাপী অধিকারী।
এ কারণে মোরা সব হব বনচারী ॥
জল ভূমি বস্ত্র তিল পবন যেমন।
পুষ্প সহবাসে ধরে সুগন্ধ মোহন ॥
পাপীর সংসর্গে তেন পাপ বাড়ে নিতি।
পুণ্য বৃদ্ধি হয় পুণ্যজনের সংহতি ॥
পুণ্য করিবার শক্তি নাহি মো সবার।
পুণ্যভাগী হব সঙ্গে থাকিলে তোমার ॥
বহু পুণ্য করি দুর্য্যোধনের সংহতি।
তথাপি তাহার পাপে নাহি অব্যাহতি ॥
রাজপাপে প্রজাদের নাহি অব্যাহতি।
যাইব তোমার সঙ্গে কি আর বসতি ॥
দরশনে পাপ হয় অশনে শয়নে।
ধর্ম্মাচার নষ্ট হয় এ রাজার সনে ॥
যেমত সংসর্গ ফল সেই মত হয়।
তেঁই সে আমরা বনে যাইব নিশ্চয় ॥
সমস্ত সদগুণ করে তোমাতে নিবাস।
তেঁই তব সহিতে থাকিতে করি আশ ॥
প্রজাদের হেন বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির।
কহিলেন মিষ্ট বাক্য কোমল গভীর ॥
ভাগ্য করি আপনারে মানি এতক্ষণ।
সে কারণে এত স্নেহ কর সর্ব্বজন ॥
আমি যাহা কহি তাহা অন্য না করিও।
আমার সম্ভ্রম করি সকলে মানিও ॥
পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ তাত।
কুন্তী মাতা ইহাঁরা করেন পাত ॥
এই সবাকার শোক কর নিবারণ।
দেশে থাকি সবাকার করহ পালন ॥
যুধিষ্ঠির-মুখে শুনি এতেক বচন।
হাহাকার করি নিবর্ত্তিল প্রজাগণ ॥
অনগ্নি সাগ্নিক শিষ্য সহ দ্বিজগণ।
পাণ্ডবের পাছু পাছু চলে সর্ব্বজন ॥
সশস্ত্র পাণ্ডবগণ রথ আরোহণে।
প্রজাগণে প্রবোধিয়া চলিলেন বনে ॥
উত্তর মুখেতে যান জাহ্নবীর তটে।
রম্যস্থান দেখিয়া রহেন মহাবটে ॥
দিনকর অস্ত গেল প্রবেশে শর্ব্বরী।
সেই রাত্রি নির্ব্বাহিল জলস্পর্শ করি ॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ অগ্নিহোত্র জ্বালি।
বেদধ্বনি পুণ্যরবে পূরে বন স্থলী ॥
রজনী প্রভাত হৈল উঠি সর্ব্বজন।
ঘোর বনে করিলেন গমন তখন ॥
চতুর্দ্দিকে মুনিগণ চলিল সংহতি।
দেখিয়া বলেন ভবে ধর্ম্ম নরপতি ॥
রাজ্যহীন ধনহীন হইলাম আমি।
ফলমূলাহারী আমি হই বনগামী ॥
আমা সনে বহু দুঃখ পাবে দ্বিজগণ।
বিশেষে বনেতে ভয়ঙ্কর পশুগণ ॥
হবে যত দুঃখ শুন তোমা সবাকার।
সে পাপে হইবে নষ্ট মম ধর্ম্মাচার ॥
দ্বিজ কষ্টে দুঃখ পায় দেব আদি জন।
মনুষ্য কিসেতে গণি আমা আদি জন ॥
নিবর্ত্তিয়া দ্বিজগণ চলহ নগরে।
আমার বিনয় এই তোমা সবাকারে ॥
দ্বিজগণ বলে কোথা যাইব নৃপতি।
তোমার যে গতি আমা সবার সে গতি ॥
আমা সবা পোষণেতে ত্যজ ভয় মন।
মোরা আনি ফল মূল করিব ভক্ষণ ॥
যুধিষ্ঠির বলে আমি দেখিব কেমনে।
মম সহ রহি দুঃখ পাবে দ্বিজগণে ॥
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুষ্ট পুত্রগণ।
এত বলি অধোমুখে রহেন রাজন ॥
শৌনক নামেতে ঋষি বুঝান রাজারে।
সুললিত শাস্ত্র বলি বিবিধ প্রকারে ॥
শোকস্থান সহস্র শতেক ভয়স্থান।
তাহাতে মূর্চ্ছিত হয় মূর্খ যে অজ্ঞান ॥
পণ্ডিত জনের তাহে নহে মুগ্ধ মন।
তুমি হেন লোক শোক কর কি কারণ ॥
ধন উপার্জ্জয়ে লোক বন্ধুর কারণে।
বন্ধুতে রহিল ধন কি কাজ বিমনে ॥

অর্থ হেতু উদ্বেগ ত্যজহ নরপতি।
অনর্থের মূল অর্থ কর অবগতি ॥
উপার্জ্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ ক্ষয়েতে দ্বিগুণে ॥
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরী রাজা অগ্নি চোর বন্ধুজন ॥
অর্থ হতে মোহ হয় অহঙ্কার পাপ।
অত্যন্ত উদ্বেগ হয় সদা মনস্তাপ ॥
এ কারণে অর্থচিন্তা ত্যজহ রাজন।
সর্ব্ব পূর্ণ হলে তৃষ্ণা নহে নিবারণ ॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ তৃষ্ণা নাহি টুটে।
সাধু জন এই তৃষ্ণা জ্ঞান-অস্ত্রে কাটে ॥
সন্তোষ সাধুর অস্ত্র তৃষ্ণা নিবারণ।
ইন্দ্র সম অর্থে তুষ্ট নহে জ্ঞানী জন ॥
অনিত্য এ ধন জন অনিত্য সংসার।
ইহার মায়াতে ডুবি ক্লেশমাত্র সার ॥
এই সব স্নেহেতে মোহিত যত জন।
অচিন্তিত কোথা দেখিয়াছ হে রাজন ॥
ধর্ম্ম করিবারে যদি উপার্জ্জয়ে ধন।
বিচলিত হয় মন ধনের কারণ ॥
মহারাজ জান ধন পাপ-পঙ্কবত।
পঙ্কেতে নামিলে তনু হয় পঙ্কাবৃত ॥
নিশ্চয় হইবে দুঃখ পঙ্ক ধুইবারে।
সাধু সেই যেই নাহি যায় সে পঙ্কেরে।
ধর্ম্মে যদি প্রয়োজন থাকয়ে রাজন।
এ সকল পাপ-তৃষ্ণা কর কি কারণ ॥
শৌনক-বচন শুনি কহে নরপতি।
মম কিছু তৃষ্ণা নাহি রাজ্য ধন প্রতি ॥
বিপ্রের ভরণ হেতু চিন্তা করি মনে।
গৃহাশ্রমে অতিথি বা পূজিব কেমনে ॥
গৃহাশ্রমী হইয়া বঞ্চিবে যেই জন।
অতিথি যা মাগে তাহা দিবে ততক্ষণ ॥
তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিবে ক্ষুধিতে ভোজন।
নিদ্রার্থীরে শয্যা দিবে শ্রান্তকে আসন।
অথিতি আসিলে দ্বারে করিবে যতন।
কত দূরে উঠিয়া করিবে সম্ভাষণ ॥
যে জন না করে ইহা গৃহস্থ হইয়া।
বৃথা হয় দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আদি ক্রিয়া ॥
আমি হেন লোক ইথে বাঁচিব কেমনে।
এই হেতু মহাতাপ পাই আমি মনে ॥
শৌনক বলিল রাজা চিন্তা দূর কর।
ধর্ম্মকে শরণ লহ শুন নৃপবর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদিত্য অপর দিকপালে।
ত্রৈলোক্য জনেরে তাঁরা ধর্ম্ম বলে পালে ॥
তুমিহ করহ রাজা তপ আচরণ।
তপোবলে দ্বিজগণে করহ পালন ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চিন্তিত হৃদয়।
ধৌম্য পুরোহিতে ডাকি কহে সবিনয় ॥
দ্বিজগণ চলিলেন আমার সংহতি।
কেমনে ভরণ হবে কহ মহামতি ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া কহে ধৌম্য তপোধন।
ত্যজ ভয় কর রাজা সূর্য্যের সেবন ॥
সংসার পালন-কর্ত্তা দেব দিবাকর।
সূর্য্যের প্রসাদে কার্য্য হবে নৃপবর ॥
এত বলি দীক্ষা দিয়া ধৌম্য তপোধন।
অষ্টোত্তর শত নাম করান শ্রবণ ॥ (২২)

যুধিষ্ঠিরের সূর্য্যারাধনা ও বরলাভ।

যুধিষ্ঠির মহারাজ সেবেন ভাস্কর।
ব্রতী হয়ে নানাপুষ্পে পূজেন বিস্তর ॥
অষ্টোত্তর শত নাম জপেন ভূপতি।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে নানা স্তুতি ॥
তুমি প্রভু লোকপাল লোকের পালন।
চতুর্দ্দিকে দীপ-দীপ্ত তোমার কিরণ ॥
অমর কিন্নর সব রাক্ষস মানুষে।
সর্ব্ব সিদ্ধ হয় দেব তব কৃপাবশে ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করেন রাজন।
আসিলেন তথা মূর্ত্তিমান বিকর্ত্তন ॥
বলিলেন চিন্তা ত্যজ ধর্ম্মের নন্দন।
সিদ্ধ হবে নরপতি যে তোমার মন ॥
ত্রয়োদশ বৎসর যাবত রাজ্য হীনে।
যত চাহ তত হবে মোর বর দানে ॥

ফল মূল শাক আদি যে কিছু আনিবে।
অল্পমাত্র রন্ধনেতে অব্যয় হইবে ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মী অবতার।
বনমধ্যে আজি তার সব হল ভার ॥
কিন্তু এক বাক্য কহি শুন সর্ব্বজনে।
সকলে সন্তোষ হবে তাহার রন্ধনে ॥
তাহার পাকের দ্রব্য অব্যয় হইবে।
যত চাহ তত পাবে কিছু না টুটিবে ॥
তাহার প্রমাণ কহি শুন সাবধানে।
আনন্দে সকল লোক থাকিবে কাননে ॥
যাবৎ দ্রৌপদী দেবী না করে ভক্ষণ।
অক্ষয় রন্ধন গৃহে হবে ততক্ষণ ॥
নিয়মের কথা এই কহিনু তোমারে।
সকল সম্পূর্ণ দ্রব্য হবে মোর বরে ॥
এত বলি অন্তর্হিত দেব দিনকর।
হৃষ্ট হয়ে সবারে বলেন নৃপবর ॥
এমতে পাইল বর সূর্য্যের সেবনে।
বনে যান ধর্ম্মরাজ সঙ্গে দ্বিজগণে ॥
কাম্যক বনেতে প্রবেশিলেন ভূপতি।
ভ্রাতৃ পুরোহিত পুরলোকের সংহতি ॥
ভারত পর্ব্বের কথা পাপের বিনাশ।
বনপর্ব্ব যত্নেতে রচিল কাশীদাস ॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুরের অপমান ও যুধিষ্ঠিরের নিকটে বিদুরের গমন।

বনে চলিলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
চিন্তাকুল অন্ধরাজ স্থির নহে মন ॥
মন্ত্রিরাজ বিদুরে আনিল ডাক দিয়া।
জিজ্ঞাসিল ধৃতরাষ্ট্র মধুর বলিয়া ॥
বিচারে বিদুর তুমি ভার্গবের প্রায়।
পরম ধরমবুদ্ধি আছয়ে তোমায় ॥
কুরুবংশে তোমার বচনে সবে স্থিত।
কহ শুনি বিচারিয়া যাতে মম হিত ॥
অরণ্যে গেলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
যাহে শ্রেষ্ঠ যুক্তি হয় করহ এখন ॥
যেমতে আমার বশ হয় সর্ব্বজন।
যে যে রূপে স্বচ্ছন্দে বিহরে পুত্রগণ ॥

বিদুর বলেন রাজা কর অবধান।
ধর্ম্ম হতে বিজয় হইবে সর্ব্বজন ॥
নিবৃত্তিতে পাই ধর্ম্ম ধর্ম্মে সব পাই।
ধর্ম্মসেবা কর রাজা কোন চিন্তা নাই ॥
তোমারে উচিত রাজা যে কর্ম্ম রক্ষণ।
নিজ পুত্র ভ্রাতৃপুত্র করহ পালন ॥
সে ধর্ম্ম ডুবিল রাজা তোমার সভায়।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন শকুনি সহায় ॥
সত্যশীল যুধিষ্ঠিরে কপটে জিনিল।
বিবসনা কুলবধূ সভাতে করিল ॥
তুমি ত তখন নাহি করিলে বিচার।
এবে কি উপায় বলি না দেখি যে আর ॥
আছে যে উপায় এক যদি কর রায়।
সগর্ব্বে সবংশে থাক বলি হে তোমায় ॥
পাণ্ডবের যত কিছু নিলে রাজ্য ধন।
শীঘ্রগতি আনি তারে দেহ এইক্ষণ ॥
দ্রৌপদীরে দুঃশাসন কৈল অপমান।
বিনয় করিয়া চাহ ক্ষমা তার স্থান ॥
কর্ণ দুর্য্যোধনে কর পাণ্ডবের প্রীত।
এই কর্ম্ম হয় প্রীত দেখি তব হিত ॥
তুমি কৈলে যদি নাহি মানে দুর্য্যোধন।
তবে ত তাহারে রাখ করিয়া বন্ধন ॥
পূর্ব্বে যত বলিলাম করিলে অন্যথা।
এখন যে বলি রাজা রাখ এই কথা ॥
জিজ্ঞাসিলে সেই হেতু কহি এ বিচার।
ইহা ভিন্ন অন্য নাই উপায় ইহার ॥
বিদুর-বচন শুনি অন্ধ ডাকি কয়।
যতেক বলিলে তাহা কিছু ভাল নয় ॥
আপনার হিত হেতু চিন্তিলাম নীত।
তুমি যত বল তাহা পাণ্ডবের হিত ॥
আপনার মূর্ত্তিভেদ আপন নন্দন।
তারে দুঃখ দিব পরপুত্রের কারণ ॥
এবে জানিলাম তব কুটিল বিচার।
তোমারে বিশ্বাস আর নাহিক আমার ॥
অসতী নারীরে যদি করয়ে পালন।
বহুমতে রাখিলে সে না হয় আপন ॥

দুর্য্যোধন-স্নেহ আমি না পারি ছাড়িতে
তেঁই হেন কর্ম্ম করি কালবশ হৈতে ।।
মুনি বলে নহে ইহা ধর্ম্মের আচার ।
এরূপ কর্ম্মেতে নহে আমার বিচার ।।
পুত্র সম স্নেহ রাজা নাহিক সংসারে ।
বিশেষ দুর্ব্বল পুত্র বড় স্নেহ করে ।।
তুমি যেন মম পুত্র পাণ্ডুও তেমন ।
যুধিষ্ঠির যেমন তেমন দুর্য্যোধন ।।
পাণ্ডবেরে বিশেষত বহু স্নেহ হয় ।
পিতৃহীন সদা পায় দুঃখ অতিশয় ।।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কথা শুনহ রাজন ।
সুরভি গোমাতা আর সহস্রলোচন ।।
সুরভি রোদন করে হইয়া বিকল ।
তুষ্ট হয়ে তারে জিজ্ঞাসিল আখণ্ডল ।।
কহ কি কারণে মাতা করহ রোদন ।
দেবে নরে কিম্বা নাগে আপদ ঘটন ।।
সুরভি কহিল নাই আপদ কাহার ।
শুন যেই হেতু দুঃখ হইল আমার ।।
দুর্ব্বল আমার পুত্রে যুড়ি লাঙ্গলেতে ।
হীনশক্তি বৃদ্ধ বড় না পারে চলিতে ।।
মারিছে কৃষক বড় পচ্ছমূল মোড়ে ।
আর একটী বলিষ্ঠ যাইছে উভরড়ে ।।
তার সঙ্গে শক্তি নাহি যাইতে ইহার ।
কৃষক পাপিষ্ঠ বড় করিছে প্রহার ।।
এই হেতু রোদন যে করি নিরন্তর ।
শুনিয়া উত্তর করিলেন পুরন্দর ।।
এই হেতু দেবি তুমি করিছ রোদন ।
কিন্তু দেখ স্থানে স্থানে লক্ষ বৃষগণ ।।
বৃষকে কৃষকগণ করয়ে প্রহার ।
তা সবারে স্নেহ কেন না হয় তোমার
সুরভি বলেন এই অশক্ত দুর্ব্বল ।
ইহা দেখি চিত্ত মোর হইল বিকল ।।
এত শুনি দেবরাজ মেঘে আজ্ঞা দিল
জলবৃষ্টি করি সব পৃথিবী পূরিল ।।
কৃষক ত্যজিল কৃষি করিল গমন ।
সুরভি বলেন সাধু সহস্রলোচন ।।

এইমত পালন করহ সবাকারে ।
বনবাসে হইল দুর্ব্বল কলেবরে ।।
শুন রাজা পূর্ব্বে হেন হয়েছে বিধান ।
তবে ধর্ম্ম রহে সব দেখিলে সমান ।।
যদি ধর্ম্ম চাহ রাখ আমার বচন ।
সমভাবে পুত্রগণে করহ পালন ।।

মৈত্রেয় মুনির বাক্য ও দুর্য্যোধনকে অভিশাপ প্রদান ।

ধৃতরাষ্ট্র বলে মুনি করি নিবেদন ।
মোরে যদি স্নেহ হয় শুন তপোধন ।।
আপনি বুঝাও দুষ্টমতি দুর্য্যোধন ।
ব্যাস বলে আমি না কহিব কদাচন ।।
এইক্ষণে আসিবে মৈত্রেয় তপোধন ।
সকল কহিবে হিত শুনহ রাজন ।।
তব হিত তিনি বুঝাইবেন আপনি ।
তাঁরে প্রীত না করিলে শাপ দিবে মুনি ।
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিজালয় ।
উপনীত হইল মৈত্রেয় মহাশয় ।।
যথোচিত পূজা তাঁর ধৃতরাষ্ট্র কৈল ।
সুস্থ হয়ে বসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল ।।
ঋষি বলে বহুতীর্থ করিনু ভ্রমণ ।
দেখিনু কাম্যকবনে পাণ্ডুপুত্রগণ ।।
জটাচীর বিভূষিত ভক্ষ্য ফল মূল ।
তপস্বীর বেশ অঙ্গে তপস্যা বিপুল ।।
তথায় শুনিনু এই সব সমাচার ।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কৈল কদাচার ।।
এই হেতু শীঘ্র আইলাম হেথাকারে ।
কুরুবংশ হেতু কিছু বুঝাব তোমারে ।।
ভীষ্ম আর তুমি কুরুবংশের প্রধান ।
হেন কর্ম্ম কেন হয় তোমা বিদ্যমান ।।
কুরুবংশে সবাকার স্বধর্ম্ম সুকৃতি ।
হেন বংশে অপযশ করিল দুর্ম্মতি ।।
এই হেতু সভা তব না শোভে রাজন ।
এত বলি কহে মুনি চাহি দুর্য্যোধন ।।
মূর্খ নহ দুর্য্যোধন বড় কুলে জন্ম ।
তবে কেন হেন রূপ করিলে অধর্ম্ম ।।

পাণ্ডবের হিংসা কর হইয়া অজ্ঞান।
না জানহ সখা যার পুরুষপ্রধান ॥
কহ শুনি কিসে হীন পাণ্ডুপুত্রগণে।
ধনে জনে ধর্ম্মে সবে বিজয়ী ভুবনে ॥
অযুত কুঞ্জর বল ধরে ভীমনাথ।
হিড়িম্বক বক আদি করিল নিপাত ॥
কিম্মীরে মারিল ভীম পশিতে কাননে।
ইন্দ্রে পরাজয় কৈল খাণ্ডব-দাহনে ॥
হেন জন সহ তুমি করহ বিরস।
মম বাক্যে কর প্রীতি নহে মৃত্যুবশ ॥
মুনির এতেক কথা শুনি কুরুনাথ।
অভিমানে উরুদেশে করে করাঘাত ॥
মৌনেতে থাকিয়া ভূমি করে নিরীক্ষণ।
উত্তর না পেয়ে ক্রোধে কহে তপোধন ॥
অরে দুষ্ট মম বাক্য করিলি হেলন।
ইহার উচিত ফল শুনহ রাজন ॥
যেইরূপে অভিমানে কৈলি করাঘাত।
ইথে গদা মারি ভীম করিবে নিপাত ॥
শুনিয়া ব্যাকুল হল অন্ধ নরপতি।
মুনির চরণ ধরি করিল মিনতি ॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ নহুক এমন।
সদয় হইয়া তবে বলে তপোধন ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে তব পুত্রগণ।
রাজ্য দিয়া ভজে যদি ধর্ম্মের চরণ ॥
তবে হেন নহিবেক শুনহ রাজন্।
না করিলে মম বাক্য নহিবে লঙ্ঘন ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র হৈল মলিনবদন।
জিজ্ঞাসিল কহ শুনি কিম্মীর নিধন ॥
কিরূপে পাণ্ডুর সুত মারিল কিম্মীরে।
কোথায় বসতি তার কত বল ধরে ॥
মুনি বলে আমি আর না বসি হেথায়।
দুর্য্যোধন সুখী নহে আমার কথায় ॥
শুনিবারে ইচ্ছা যদি আছয়ে তোমার।
বিদুরে জিজ্ঞাস পাবে সব সমাচার ॥
এত বলি মহামুনি করিল গমন।
বিদুরে জিজ্ঞাসে তবে অম্বিকানন্দন ॥

কিম্মীর বধোপাখ্যান।

ধৃতরাষ্ট্র কহে কহ বিদুর সুজন।
কিরূপে করিল ভীম কিম্মীর নিধন ॥
এত শুনি উঠি গেল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ক্ষত্তা বলে শুন রাজা কিম্মীর নিধন ॥
যে কর্ম্ম করিল রাজা বীর বৃকোদর।
করিতে না পারে কেহ সুরাসুর নর ॥
হেথা হতে পাণ্ডবেরা যবে গেল বন।
পাইল তৃতীয় দিনে কাম্যক কানন ॥
সেই বনে নিবসে কিম্মীর নিশাচর।
দেবের অবধ্য পরাক্রমে পুরন্দর ॥
নিঃশব্দে পাণ্ডবগণ যান কাম্যবন।
ধাইল মনুষ্য দেখি রাক্ষস দুর্জ্জন ॥
দুই হস্তে আগুলিল পাণ্ডবের পথ।
হনূমান পূর্ব্বে যেন মৈনাক পর্ব্বত ॥
রাক্ষসী মায়ায় কৈল ঘোর অন্ধকার।
মুখ মেলি আসে যেন গিলিতে সংসার ॥
নাকের নিশ্বাসে উড়ে যায় তরুগণ।
চতুর্দ্দিকে পশুগণ করয়ে গর্জ্জন ॥
পাণ্ডব দেখিল আসে রাক্ষস দুর্জ্জন।
ভয়েতে দ্রৌপদী দেবী মুদিল নয়ন ॥
ব্যস্ত হয়ে পঞ্চজন-মধ্যে লুকাইল।
অস্ত্রধর বৃকোদর আশ্বাস করিল ॥
জানিয়া রাক্ষসী মায়া ধৌম্য তপোধন।
রক্ষোঘ্ন মন্ত্রেতে কৈল মায়ানিবারণ ॥
অন্ধকার গেল দৃষ্ট হল নিশাচর।
জিজ্ঞাসা করেন তারে ধর্ম্ম নৃপবর ॥
কি নাম কে তুমি হেথা এলে কি কারণ।
কি করিব প্রীতি তব কহ প্রয়োজন ॥
কিম্মীর বলিল আমি নিশাচর জাতি।
কাম্যক অরণ্য মধ্যে আমার বসতি ॥
মনুষ্য তপস্বী ঋষি যত বিপ্রগণ।
যারে পাই তারে করি উদর পূরণ ॥
দৈবে মোরে ভক্ষ্য আনি মিলাইল বিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি ॥

কে তুমি কোথায় যাহ কিবা নাম শুনি।
কি কারণে কাম্যবনে এ ঘোর রজনী ॥
যুধিষ্ঠির বলে আমি পাণ্ডুর নন্দন।
আমি ধর্ম্ম এই মম ভাই চারিজন ॥
রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে মোরা আসিনু হেথায়।
কিছুদিন নির্ব্বাহিব তোমার আশ্রয় ॥
ভাল ভাল বলি বলে দুষ্ট নিশাচর।
যাহারে খুঁজিয়া ফিরি দেশ দেশান্তর ॥
একচক্রা নগরেতে ছিল মোর ভ্রাত।
এই দুষ্ট ভীম তারে করিল নিপাত ॥
ব্রাহ্মণের গৃহে দুষ্ট ছিল দ্বিজবেশে।
সেই হেতু সদা আমি ভ্রমি দেশে দেশে ॥
আমার পরম সখা হিড়িম্বে মারিল।
তার স্বসা হিড়িম্বাকে বিবাহ করিল ॥
রাক্ষসের বৈরী ভীম জানে সর্ব্বজন।
মম হস্তে হবে তার অবশ্য মরণ ॥
ভীমের রুধিরে বক ভ্রাতার তর্পণ।
অগ্নিতে পোড়ায়ে মাংস করিব ভোজন ॥
রাক্ষসের এতেক কঠোর বাক্য শুনি।
বেগে ভীম এক বৃক্ষ উপাড়িয়া আনি ॥
গাণ্ডীব ধনুকে গুণ দিল ধনঞ্জয়।
তারে নিবারিয়া ভীম নিশাচরে কয় ॥
ভ্রাতৃসখা শোকে দুষ্ট করিস বিলাপ।
আজি তাহা সবা সহ করার আলাপ ॥
মুহূর্ত্তেক রহ দুষ্ট পলাইস পাছে।
বকের দোসর করাইব এই গাছে ॥
এত বলি প্রহারিল বীর বৃকোদর।
বেত্রাসুরে বজ্র যেন মারে পুরন্দর ॥
কম্পমান রাক্ষস অটল গিরিবর।
দগ্ধ কাষ্ঠদণ্ড হানে ভীমের উপর ॥
দণ্ড নিবারিল ভীম সব্য পদাঘাতে।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মাতঙ্গ কোপেতে ॥
করাঘাতে পদাঘাতে মুণ্ডে মুণ্ডে বাড়ি।
আঁচড় কামড় চড় ভুজে ভুজে তাড়ি ॥
দোঁহার উপরে দোঁহে বজ্রমুষ্টি মারে।
শরবনে অগ্নি যেন চট চট করে ॥
হেন মতে মুহূর্ত্তেক হইল সমর।
মহাভয়ঙ্কর যেন দানব অমর ॥
কৌরবের প্রতি ক্রুদ্ধ আরো মগ্ন দুঃখে।
তাহে আরো নিশাচর পড়িল সম্মুখে ॥
ক্ষুধিত গরুড় যেন ভুজঙ্গ পাইল।
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পড়িল ॥
ভয়ঙ্কর ক্লেশে ভীম করিল দলন।
বলবন্ত রাক্ষস সহিল কতক্ষণ ॥
অতিক্রোধে ভীমসেন ধরিল রাক্ষসে।
পৃষ্ঠে জানু দিয়া পুনঃ ধরে পদে কেশে ॥
মধ্যেতে ভাঙ্গিয়া তার কৈল দুইখান।
মহানাদ করি দুষ্ট ত্যজিল পরাণ ॥
হৃষ্ট হয়ে চারি ভাই দিল আলিঙ্গন।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল মুনিগণ ॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাসিয়া কহে বৃকোদর।
এইমত সব শত্রু যাবে যমঘর ॥
এইরূপে কির্ম্মীরে মারিল বৃকোদর।
তথায় যখন যাই শুন নৃপবর ॥
পথে দেখি পড়িয়াছে পর্ব্বতপ্রমাণ।
আমি জিজ্ঞাসিলাম যে মুনিগণ-স্থান ॥
মুনিমুখে শুনিলাম সব বিবরণ।
শুনিয়া নিঃশব্দ হল অম্বিকানন্দন ॥
পাণ্ডুপুত্র কথা শুনি ছন্ন হল জ্ঞান।
নিশ্বাস ছাড়িয়া রাজা মহাচিন্তাবান ॥
আরণ্যপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে সাধু করে পান ॥

কাম্যবনে পাণ্ডবদিগের নিকট
শ্রীকৃষ্ণাদির গমন।

বনে যদি গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
দেশে দেশে এই বার্ত্তা পায় রাজগণ ॥
ভোজ বৃষ্ণি অন্ধকাদি যত নৃপগণ।
কৃষ্ণের সহিত গেল কাম্যক-কানন ॥
পাঞ্চাল রাজার পুত্র সহ অনুগত।
ধৃষ্টকেতু ধৃষ্টদ্যুম্ন আর বন্ধু যত ॥
যুধিষ্ঠিরে বেড়ি সবে বসে চতুর্ভিত।
পাণ্ডবের বেশ দেখি হইল বিস্মিত ॥

আত্মদুঃখ কহিতে লাগিল পঞ্চজন।
হেন কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন ॥
সে জন বধের যোগ্য কহে ধর্ম্মনীত।
গোবিন্দ বলেন এই আমার বিহিত ॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ কমললোচন।
সবিনয়ে ধনঞ্জয় করে নিবেদন ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও সত্যবাদী।
সদয় হৃদয় তুমি বিধাতার বিধি ॥
অক্রোধী অলোভী তুমি দীনে ক্ষমাবন্ত
তোমারে এতেক ক্রোধ না পড়ে তদন্ত।
নারায়ণ-রূপে তুমি হইলা তপস্বী।
করিলা তপস্যা গন্ধমাদনে নিবসি ॥
পুষ্কর তীর্থেতে দশ সহস্র বৎসর।
একপদ বাতাহার ঊর্দ্ধ দুই কর ॥
বদরিকাশ্রমে তুমি শতেক বৎসর।
দেবমানে তপশ্চর্য্যা কৈলা দামোদর ॥
দয়ায় করহ তুমি সবার পালন।
ইঙ্গিতে করহ ক্ষয় ইঙ্গিতে সৃজন ॥
তুমি ত নির্গুণ কিন্তু গুণেতে পূরিত।
তোমারে যে না ভজে সে জগতে বঞ্চিত
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
তাঁহারে কহেন তবে দেবকীতনয় ॥
তোমায় আমায় কিছু নাহিক অন্তর।
আমি নারায়ণ ঋষি তুমি হও নর ॥
পাণ্ডবে আমায় আর নাহি ভেদলেশ।
সহিতে না পারি আমি পাণ্ডবের ক্লেশ
যে তোমারে দ্বেষ করে সে করে আমারে
তোমারে যে স্নেহ করে সে আমারে করে
তুমি হও আমার হে আমি যে তোমার
যে জন তোমার পার্থ সে জন আমার।
এতেক বলেন কৃষ্ণ কমললোচন।
ভাল ভাল বলিয়া বলিল রাজগণ ॥
হেনকালে উপনীত দ্রুপদনন্দনী।
কৃষ্ণের অগ্রেতে বলে যোড় করি পাণি ॥
অসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভিকমলেতে স্রষ্টা সৃজিয়াছ তুমি ॥
আকাশ তোমার শির পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি অস্থি গিরিগণ ॥
শিব আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায়।
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায় ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়।
সবার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয় ॥
অনাথের নাথ তুমি দুর্ব্বলের ধন।
সে কারণে তব পাশে করি নিবেদন ॥
সুখ দুঃখ কহিতে সবার তুমি স্থান।
মম দুঃখ কহি কিছু কর অবধান ॥
পাণ্ডবের ভার্য্যা আমি দ্রুপদনন্দিনী।
তব প্রিয়সখী আমি অর্জ্জুন-ভামিনী ॥
এই নারী কেশে ধরি লইল সভায়।
দুর্ভাষা কহিল যত কহনে না যায় ॥
স্ত্রীধর্ম্মে ছিলাম আমি এক বস্ত্র পরি।
অনাথার প্রায় বলে লয় কেশে ধরি ॥
বীরবংশ পাঞ্চাল পাণ্ডবগণ জীতে।
দাস্যকর্ম্ম বিধিমতে বলিল করিতে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ছিল বিদ্যমান।
সবে বসি দেখিলেন মোর অপমান ॥
সবে বলে পাণ্ডুপুত্র বড় বলবন্ত।
এত দিনে তাসবার পাইলাম অন্ত ॥
ধর্ম্মপত্নী আমি হেন কহে সর্ব্বলোকে।
এই পঞ্চজন সভামধ্যে বসি দেখে ॥
ধিক্ ধিক্ ভীম বীর ধিক্ ধনঞ্জয়।
অকারণে গাণ্ডীব ধনুক কেন বয় ॥
পূর্ব্বেতে এমন আমি শুনেছি বিধান।
স্ত্রী-কষ্ট না দেখে কভু থাকি বিদ্যমান ॥
হীনবল হইলে ভার্য্যায় রাখে স্বামী।
সে কারণে এ সবার নিন্দা করি আমি ॥
পুত্ররূপে জন্মে লোক ভার্য্যার উদরে।
সেই হেতু জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে ॥
ভার্য্যা ভীতা হলে লয় স্বামীর শরণ।
শরণ যে লয় তারে করয়ে রক্ষণ ॥
নিলাম শরণ আমি এ পঞ্চ জনারে।
কেন এরা রক্ষা নাহি করিল আমারে ॥

বন্ধ্যা নহি দেব আমি হই পুত্রবতী।
পুত্র মুখ চাহি না করিল অব্যাহতি ॥
হীনবীর্য্য নহে মোর সব পুত্রগণ।
মহাতেজা তব পুত্র প্রদ্যুম্ন যেমন ॥
তবে কেন দুষ্টের সহিল হেন কর্ম্ম।
কপটে জিনিল মিথ্যা করিয়া অধর্ম্ম ॥
দাসরূপে সভাতলে বসি সবে দেখে।
মম অপমান করে যত দুষ্ট লোকে ॥
গাণ্ডীব বলিয়া ধনু ধনঞ্জয় ধরে।
পৃথিবীতে গুণ দিতে কেহ নাহি পারে ॥
ধনঞ্জয় কিম্বা ভীম আর পার তুমি।
তবে কেন এত সহে না জানিনু আমি ॥
ধিক্ ধিক্ মম নাথ পাণ্ডুপুত্রগণ।
এত করি অদ্যাবধি জীয়ে দুর্য্যোধন ॥
বাল্যকাল হতে যত করে সেইজন।
অগোচর নহে সব জান নারায়ণ ॥
কপটে বিষের লাড়ু ভীমে খাওয়াইল।
হস্ত পদ বান্ধি গঙ্গাজলে ফেলি দিল ॥
জতুগৃহ করিয়া রহিতে দিল স্থান।
ধর্ম্ম হতে অগ্নিতে পাইল পরিত্রাণ ॥
রাজ্যধন লয়ে তবে পাঠাইল বনে।
এতেক সহিল কষ্ট কিসের কারণে ॥
সভায় বসিয়া নাথ দেখে পঞ্চ জন।
দুঃশাসন হরে মম পিন্ধন বসন ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা বলে সর্ব্বজনে।
তোমরা আমার নহ জানিনু এখনে ॥
থাকিলে কি হবে নাথ সভার গোচরে।
এতেক দুর্গতি মম ক্ষুদ্র লোকে করে ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
বারিধারা নয়নেতে অনিবার ঝরে ॥
পুনঃ গদগদ বাক্যে বলয়ে পার্ষতী।
নাহি মোর তাত ভ্রাতা নাহি মোর পতি ॥
তুমি অনাথের নাথ বলে সর্ব্বজনে।
চারি কর্ম্মে আমি নাথ তোমার রক্ষণে ॥
সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহে আর প্রভুপনে।
দাসী জ্ঞানে মোরে প্রভু রাখিবা চরণে ॥

গোবিন্দ বলেন সখি না কর ক্রন্দন।
তোমার ক্রন্দনে মম স্থির নহে মন ॥
যখন বিবস্ত্রা তোমা করে দুঃশাসন।
গোবিন্দ বলিয়া তুমি ডাকিলে যখন ॥
অগ্রেতে হয়েছে মম সেই মহাঘাত।
যাবৎ কপটী দুষ্ট না হয় নিপাত ॥
যেইমত কৃষ্ণা তুমি করিছ রোদন।
এইমত কান্দিবে সে সবার স্ত্রীগণ ॥
তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্য করি।
না করিলে বৃথা বাসুদেব নাম ধরি ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শিলা জলে ভাসে
অনল শীতল হয় সপ্ত সিন্ধু শোষে ॥
তথাপি আমার বাক্য না হইবে আন।
দিন কত কল্যাণি থাকহ সাবধান ॥
এতেক শুনিয়া কহিছেন ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণের বচন দেবি কভু মিথ্যা নয় ॥
যত কহিলেন কৃষ্ণ হবে সেইমত।
অকারণে কান্দ কেন অজ্ঞানের মত ॥
স্বসার ক্রন্দন দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
সজলনয়নে কহে কম্পিত শরীর ॥
এতেক লাঞ্ছনা কেবা ক্ষত্র হয়ে সয়।
নিকটে না ছিনু আমি কুরু-ভাগ্যোদয় ॥
তথাপি কৌরবগণে করিব সংহার।
শুন সর্ব্ব রাজগণ প্রতিজ্ঞা আমার ॥
দ্রোণ গুরু বলি যেই গর্ব্ব করে মনে।
মম ভার হল তারে সংহারিব রণে ॥
ভীষ্ম পিতামহ যে অজেয় তিন লোকে।
তাহাকে মারিতে ভার হৈল শিখণ্ডীকে।
অর্জ্জুনেরে সূতপুত্র না ধরিবে টান।
ভীমহস্তে শত ভাই ত্যজিবে পরাণ ॥
জগতে গোবিন্দাশ্রিত আমরা যে সব।
ইন্দ্রকে জিনিতে পারি কি ছার কৌরব ॥
এত বলি করে কর কচালে পাঞ্চাল।
প্রতিজ্ঞা করয়ে জলে জ্বলে মহীপাল ॥
আরণ্যপর্ব্বের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে অনুব্রত ॥

শাম্ব দৈত্যের সহিত কামদেবের যুদ্ধ।

মধুর বচনে কহিছেন জগন্নাথ।
যুধিষ্ঠির আগে যোড় কবি পদ্মহাত ॥
দ্বারকা ছাড়িয়া আমি নিকটে থাকিলে।
নিবৃত্ত করিতে আসিতাম দ্যূতকালে ॥
অন্ধেরে নিবৃত্ত করিতাম শাস্ত্রবলে।
পাশা আদি নীচ কর্ম্মে বহু দোষ ফলে।
মৃগয়া মদিরা পান পাশা নিতম্বিনী।
এ চারি অনর্থ হেতু করে লক্ষ্মীহানি ॥
বিশেষে দেবন দোষ ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়।
পাশায় এ সব দোষ এক ক্ষণে হয় ॥
বহুমতে দ্যূত করিতাম নিবারণ।
না শুনিলে রণ করিতাম সেইক্ষণ ॥
নতুবা পাশাকে চক্রে করিতাম ছেদ।
আমি হেথা থাকিলে না হত ভেদাভেদ ॥
এ সকল বৃত্তান্ত কহিল যুযুধান।
শ্রুতমাত্র নৃপতি এলাম তব স্থান ॥
তোমার এ বেশ বনে ফল মূলাহার।
তব দুঃখ নয় রাজা সকলি আমার ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন নারায়ণ।
আসিতে বিলম্ব এত কিসের কারণ ॥
মুহূর্ত্তেকে ভ্রমিবারে পার তিন পুর।
তোমার হস্তিনাপুর কত বড় দূর ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা নহে অপ্রমাণ।
যেই হেতু নাহি আসি কর অবধান ॥
শাল্ব নামে মহাবল দৈত্যের ঈশ্বর।
সসৈন্য বেড়িয়াছিল দ্বারকানগর ॥
তব রাজসূয় হতে গেলাম যখন।
সবারে পীড়িল দুষ্ট করি মায়ারণ ॥
আমার সহিত যুদ্ধ হল বহুতর।
বহু কষ্টে তারে মারিলাম নরেশ্বর ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির পুনঃ জিজ্ঞাসিল।
কহ শুনি শাল্ব কেন দ্বারকা হিংসিল ॥
তোমার সহিত কেন বৈরিতা হইল।
[illegible] হিত কারণ সে দ্বারকা আইল ॥
কোন মায়া ধরে দুষ্ট কত করে রণ।
বিস্তারি আমারে কহ শ্রীমধুসূদন ॥
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
তব রাজসূয় যজ্ঞ অনর্থ কারণ ॥
শিশুপাল আমা হতে হইল নিধন।
সেই বৈরবৃক্ষ বীজ হইল রোপণ ॥
শিশুপাল বিনাশন শুনি দৈত্যেশ্বর।
সসৈন্যে বেড়িল আসি দ্বারকানগর ॥
দ্বারকার লোক তার আগমন শুনে।
উগ্রসেন আদি সবে সাজিল সঘনে ॥
দ্বারকা পশিতে যত নৌকাপথ ছিল।
সকল স্থানের নৌকা ডুবাইয়া দিল ॥
লোহার কণ্টক সব পোতাইল পথে।
ক্রোশেক পর্য্যন্ত বিষ রাখিল জলেতে ॥
ধন রত্ন রাখে সব গর্ত্তের ভিতর।
রক্ষক উদ্ধব উগ্রসেন নৃপবর ॥
আসিতে যাইতে লোক করে নিবারণ।
বিনা চিহ্নে তথা নাহি চলে কোন জন ॥
চিহ্ন পেলে রক্ষকেরা ছাড়ি দেয় পথ।
দৈত্যভয়ে সুরপুর রাখে যেই মত ॥
সৌভপতি আইল সে চতুরঙ্গদলে।
পৃথিবী কম্পিত হল রথ-কোলাহলে ॥
চতুর্দ্দিকে দ্বারকা সে রহিল বেড়িয়া।
বহু সৈন্য জলস্থলে রহিল যুড়িয়া ॥
দেবালয় শ্মশান পূর্ণিত কৈল স্থল।
এই স্থল নিজ সৈন্য ত্যজিল সকল ॥
দেখিয়া দৈত্যের সৈন্য বৃষ্ণিবংশগণ।
বাহির হইল তবে করিবারে রণ ॥
চারুদেষ্ণ শাম্ব গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
সসৈন্য বাহির হল করিবারে রণ ॥
ক্ষেমবৃদ্ধি নামেতে শাল্বের সেনাপতি।
সে যুদ্ধ করিল শাম্ব কুমার সংহতি ॥
মহাবল শাম্ব জাম্ববতীর নন্দন।
অস্ত্রবৃষ্টি কৈল যেন জল বরিষণ ॥
সহিতে না পারি রণে ভঙ্গ দিয়া গেল।
ক্ষেমবৃদ্ধি-ভঙ্গ দেখি সৈন্য পলাইল ॥

বেগবান নামে দৈত্য আছিল তাহাতে।
আগু হয়ে যুদ্ধ দিল শাম্বের সহিতে ॥
শাম্বের হস্তেতে মহাগদা যে আছিল।
তাহার প্রহারে বেগবান সে পড়িল ॥
দানব বিবিন্ধ্য নামে আসি গোড়াইল।
নানা অস্ত্রে দুই বীর মহাযুদ্ধ হৈল ॥
মহাবীর চারুদেষ্ণ রুক্মিণী-তনয়।
অগ্নিবাণে সকল করিল অগ্নিময় ॥
সেই বাণে ভস্ম হল বিবিন্ধ্য অসুর।
যার ভয়ে সদাই কম্পয়ে সুরপুর ॥
সেনাপতি পড়িল পলায় সেনাগণ।
সৈন্যভঙ্গ দেখি শাল্ব আইল তখন ॥
জিনিয়া মেঘের ধ্বনি তাহার গর্জ্জন।
দেখি ভয়যক্ত হল দ্বারকার জন ॥
সৌভ সৈন্য নামে তার কামাচারগতি।
ক্ষণেক আকাশে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষিতি ॥
অশ্ব রথ পদাতিক না যায় গণন।
বিষম আয়ুধ ধরে সব সেনাগণ ॥
শাম্বে দেখি বিকম্পিত হল সব বীর।
বাহির হইল শাল্ব নির্ভয় শরীর ॥
নির্ভয় হইল যত দ্বারকার জনে।
আইল মকরধ্বজ রথ আরোহণে ॥
অপ্রমিত যুদ্ধ হল শাল্বের সংহতি।
অঞ্জন পর্ব্বত তুল্য শাল্ব দৈত্যপতি ॥
মর্ম্মভেদী এক অস্ত্র প্রদ্যুম্ন ছাড়িল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র শাল্বেরে ছেদিল ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া শাল্ব রথেতে পড়িল।
দেখিয়া যাদববল চৌদিকে বেড়িল ॥
হাহারবে কান্দয়ে যতেক দৈত্যগণ।
কতক্ষণে শাল্ব রাজা পাইল চেতন ॥
গর্জ্জিয়া উঠিয়া শাল্ব দিলেক টঙ্কার।
পলায় যাদববল শব্দ শুনি তার ॥
বহু মায়া জানে শাল্ব মায়ার নিধান।
কামদেবে প্রহারিল তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ ॥
মোহ হল প্রদ্যুম্নের মায়া অস্ত্রাঘাতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া কাম পড়িলেন রথে ॥
কামদেব মূর্চ্ছা দেখি দারুক সন্ততি।
রথ ফিরাইয়া পলাইল শীঘ্রগতি ॥
কতক্ষণে সচেতন হল মম সুত।
সারথিরে নিন্দা করি বলয়ে বহুত ॥
কি কর্ম্ম করিলে তুমি দারুকনন্দন।
মম রথ ফিরাইলে কিসের কারণ ॥
শাল্ব দেখি ভয় তব হল হৃদিমাঝ।
সে কারণে সারথি করিলে হেন কাজ ॥
বৃষ্ণিবংশ সমরে বিমুখ কোন কালে।
কেবা অগ্রসর হবে মম শরজালে ॥
সূত বলে ভয় কিছু নাহিক আমার।
রথেতে বহুল মূর্চ্ছা হইল তোমার ॥
রথী মূর্চ্ছা দেখি রথ ফিরায় সারথি।
নাহিক তাহাতে দোষ আছে হেন নীতি ॥
বিশেষ গরিষ্ঠ বাক্য শুনিয়া তাহার।
ঈষৎ হাসিয়া কহে রুক্মিণীকুমার ॥
আর কভু কর্ম্ম না করিহ হেন মত।
জীবন্ত থাকিতে রথী না ফিরাও রথ ॥
বৃষ্ণিবংশে হেনরূপ কভু নাহি হয়।
কি বলিবে শুনি জ্যেষ্ঠ তাত মহাশয় ॥
গদাগ্রজ কি বলিবে জনক আমার।
তোমা হতে বৃষ্ণিবংশ হইল ধিক্কার ॥
কি বলিবে সাত্যকি বা উদ্ধব শুনিয়া।
মৃত্যু ইচ্ছা করি আমি এ সব গণিয়া ॥
পাছে পাছে শাল্ব মম প্রহারিবে শর।
পলাইয়া যাব আমি স্ত্রীগণ ভিতর ॥
দেখিয়া হাসিবে সব বৃষ্ণিকুলনারী।
পলাইয়া গেল বলি বহু নিন্দা করি ॥
এ কর্ম্ম হইতে মৃত্যু শতগুণে ভাল।
দ্বারকার ভার যে আমারে সমর্পিল ॥
রাজসূয় যজ্ঞে গেল আমারে রাখিয়া।
কি বলিবে তাত এবে এ সব শুনিয়া ॥
শীঘ্র বাহুড়াহ রথ দারুকনন্দন।
এখনি যে সৌভপুরী করিব নিধন ॥
কামের এতেক বাক্য শুনিয়া সারথি।
রণমুখে রথ চালাইল শীঘ্রগতি ॥

শাল্বের যতেক সৈন্য না যায় গণন।
কামের সম্মুখে নাহি রহে কোন জন ॥
মারিল বহুত সৈন্য না যায় গণনা।
রক্তে কলকলি উঠে আর উঠে ফেনা ॥
ভগ্ন সৈন্য দেখিয়া কুপিল দৈত্যপতি।
নানা অস্ত্র প্রদ্যুম্নে প্রহারে শীঘ্রগতি ॥
পুনঃপুনঃ মায়াবী সে হানে নানা শর।
সব শর ছেদ করে কাম ধনুর্দ্ধর ॥
পরে ক্রোধে শম্বরারি নিল দিব্যবাণ।
চন্দ্র সূর্য্য তেজঃ দেখি যাহে বিদ্যমান ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নি উঠে বাণের মুখেতে
অন্তরীক্ষবাসীগণ পলায় ভয়েতে ॥
অস্ত্র দেখি দেবগণ করে হাহাকার।
শীঘ্র পাঠাইল তথা ব্রহ্মার কুমার ॥
বায়ুবেগে নারদ আসিলেন ঝটিতি।
সবিনয়ে কহিলেন কামদেব প্রতি ॥
সম্বরহ অস্ত্র এই কৃষ্ণের নন্দন।
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন ॥
শাল্ব দৈত্যরাজা কভু তব বধ্য নয়।
স্বহস্তে মারিবে এরে দৈবকীতনয় ॥
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে তূণে অস্ত্র থুইল।
এ সব কারণ শাল্ব সকল জানিল ॥
রণ ত্যজি সৌভপুরে উত্তরিল গিয়া।
নিজরাজ্যে গেল তবে দ্বারকা ত্যজিয়া ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধে শাল্বদৈত্য বধ।

তব যজ্ঞ সাঙ্গ যবে হল নরপতি।
হেথা হতে আমিত গেলাম দ্বারাবতী ॥
দেখিলাম দ্বারকা যে লণ্ডভণ্ড প্রায়।
বেদধ্বনি উচ্চারিল সবে সূক্ষ্ম তায় ॥
পুষ্পোদ্যানে তরুগণ লণ্ডভণ্ড দেখি।
জিজ্ঞাসা করিলাম যে সাত্যকিরে ডাকি।
সকল কহিল তবে হৃদিকানন্দন।
আদ্যোপান্ত যতেক শাল্বের বিবরণ ॥
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ হইল অপার।
ঘরে প্রবেশিতে চিত্ত নহিল আমার ॥
কামপাল কামদেব আহুক প্রভৃতি।
সবারে কহিনু যেন রাখে দ্বারাবতী ॥
হইলাম কিছু সৈন্য লইয়া বাহির।
শাল্ব সহ যুদ্ধে যাই সিন্ধুনদতীর ॥
তথা শুনিলাম শাল্ব আছে সিন্ধু মাঝে।
সিন্ধুমাঝে প্রবিষ্ট হইলাম সেই সাজে ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খশব্দ শুনিয়া আমার।
হাসিয়া ডাকিয়া বলে শাল্ব দুরাচার ॥
তোমারে দেখিতে গেনু দ্বারকানগরে।
না দেখি তোমারে ফিরি আসিলাম ঘরে ॥
ভাগ্য মোর আপনি আইলে হেথাকারে।
এখনি তোমারে পাঠাইব যমদ্বারে ॥
এত বলি এড়িলেক লক্ষ লক্ষ বাণ।
গদা চক্র শেল শূল অস্ত্র খরশাণ ॥
সব কাটিলাম আমি চোক চোক শরে।
মায়ায় উঠিল শাল্ব আকাশ উপরে ॥
আকাশে উঠিয়া শাল্ব বহু মায়া কৈল।
দিবারাত্রি নাহি জানি অন্ধকার হৈল ॥
কোটি কোটি বাণ যে এড়েল দুষ্টমতি।
না দেখি রথের ঘোড়া রথের সারথি ॥
শৈব সুগ্রীবাদি অশ্ব হইল অচল।
ডাকিল দারুক মোরে হইয়া বিহ্বল ॥
দারুকের অঙ্গ দেখি শরেতে জর্জ্জর।
তিলমাত্র অক্ষত নাহিক কলেবর ॥
শক্তিহীন সর্ব্বাঙ্গে বহিছে রক্তধার।
চিন্তান্তর হয় দুঃখ দেখিয়া তাহার ॥
হেনকালে দ্বারকানিবাসী এক জন।
সম্মুখে আসিয়া কহে করিয়া ক্রন্দন ॥
কি করহ বাসুদেব চল শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্র রহিলে মজিবে দ্বারাবতী ॥
শাল্বরাজা আসি আজি দ্বারকানগরে।
যুদ্ধ করি মারিলেক তোমার বাপেরে ॥
শীঘ্র করি উগ্রসেন দিল পাঠাইয়া।
মজিল দ্বারকাপুর রক্ষা কর গিয়া ॥

এত শুনি চিত্তে বড় হইল বিস্ময়।
পিতৃশোকে তাপ বড় জন্মিল হৃদয় ।।
বলভদ্র প্রদ্যুম্ন সাত্যকি আদি করি।
মহাবীরগণ সব রক্ষা করে পুরী ।।
এ সব থাকিতে বসুদেবেরে মারিল।
সবাই মরিল হেন সত্য জানা গেল ।।
এ তিন থাকিতে যদি দেবরাজ আসে।
নাহিক তাঁহার শক্তি দ্বারকা প্রবেশে ।।
মায়াতে সকলি হেন জানিলাম মনে।
পুনঃ যুদ্ধ আরম্ভ করিনু শাল্ব সনে ।।
আচম্বিতে দেখি শাল্ব সৌভপুরী হতে।
কেশপাশমুক্ত পিতা পড়েন ভূমিতে ।।
চতুর্দ্দিকে দৈত্যগণ করিছে প্রহার।
দেখিয়া আমরা সব করি হাহাকার ।।
দেখিয়া এ সব ক্রিয়া ব্যাকুল হইয়া।
জ্ঞানচক্ষে চাহিলাম বিস্ময় মানিয়া ।।
দেখিলাম সব মিথ্যা স্বপ্নেতে যেমন।
তাহাতে হইল মম চিত্ত উচাটন ।।
শেষে জানা গেল সব অসুরের মায়া।
না জানি কোথায় শাল্ব আছে লুকাইয়া।।
তবে কতক্ষণে শব্দ শুনি আচম্বিতে।
মার মার বলিয়া ডাকয়ে পূর্ব্বভিতে ।।
শব্দ অনুসারে এড়িলাম শব্দভেদী।
যতেক মায়াবী দৈত্য ফেলিলাম ছেদি ।।
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল সিন্ধুজলে।
কুম্ভীর মকর মৎস্য ধরি সব গিলে ।।
নিঃশব্দ হইল সব পড়িল দানব।
আর কতক্ষণে শুনি দশদিকে রব ।।
করিলাম গান্ধর্ব্ব অস্ত্রের নিক্ষেপণ।
মায়া দূর হল শাল্ব দিল দরশন ।।
সৈন্য হত দেখিয়া দৈত্যের অধিপতি।
সে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গেল শীঘ্রগতি ।।
তথা হতে বহু সৈন্য লইয়া আইল।
অন্ধকার করি দৈত্য গিরি বরষিল ।।
অনেক প্রকারে তাহা নারি নিবারিতে।
দেখিয়া বিস্ময় হল আমার মনেতে ।।
ডুবিল আমার রথ পর্ব্বত চাপনে।
হাহাকার আকাশে করয়ে দেবগণে ।।
মোরে না দেখিয়া ব্যাকুলিত দেবগণ।
আর মিত্রগণ কত করেন রোদন ।।
বজ্রের প্রসাদে পুনঃ পাই পরিত্রাণ।
সেই অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইল পাষাণ ।।
পর্ব্বত কাটিয়া আমি হলেম বাহির।
জলদপটল হতে যেমন মিহির ।।
পুনঃ শাল্ব নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
যোড়হাতে দারুক করিল নিবেদন ।।
মায়ার পুত্তলি এই অসুর দুরন্ত।
সুদর্শন এড় প্রভু দৈত্য হবে অন্ত ।।
সৌভপুরী দানবের রবে যতক্ষণ
ততক্ষণ নহিবেক শাল্বের নিধন ।।
সুদর্শন এড়ি কাট শীঘ্র সৌভপুর।
তবে ত নিধন হবে মায়াবী অসুর ।।
এ কথা শুনিয়া ত্যাগ করিলাম চক্র।
দেখি দৈত্য হয় ব্যস্ত সচকিত শক্র ।।
আকাশে উঠিল চক্র সূর্য্যের সমান।
সৌভপুরী কাটিয়া করিল খান খান ।।
পুনরপি সুদর্শন বাহুড়ি আইল।
শাল্বেরে কাটিতে পুনঃ অনুজ্ঞা লইল ।।
গর্জ্জিয়া উঠিল চক্র গগনমণ্ডলে।
প্রলয়ের কালে যেন শত সূর্য্য জ্বলে ।।
দেখি সুরাসুর সব হইল অজ্ঞান।
শাল্বদৈত্যে কাটি চক্র করে খান খান ।।
আর যত শেষ দৈত্য গেল পলাইয়া।
পুনরপি আইলাম স্বসৈন্য লইয়া ।।
এই হেতু আসিতে না পাইনু রাজন।
আপনার মৃত্যু পথ করে দুর্য্যোধন ।।
তুমি সত্যবাদী সত্য করিবে পালন।
সেই বলে দুর্য্যোধন ত্যজিবে জীবন ।।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে হইবে সংহার।
ইন্দ্র আদি সখা হলে রক্ষা নাহি তার ।।
শুন ধর্ম্ম মহীপাল আমার বচন।
গ্রহদোষ হতে দুঃখ পায় সাধুজন ।।

অবনীতে ছিল পূর্ব্বে শ্রীবৎস নৃপতি।
শনিকোপে তিনি দুঃখ পাইলেন অতি ॥
চিন্তাদেবী তাঁর ভার্য্যা লক্ষ্মী অংশে জন্ম
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তাঁহাদের কর্ম্ম ॥
দ্রৌপদীর কিবা দুঃখ শুন নৃপবর।
ইহা হতে চিন্তা দুঃখ পাইল বিস্তর ॥
দৈবেতে এ সব হয় শুন মহীপাল।
আপন অর্জ্জিত কর্ম্ম ভুঞ্জে চিরকাল ॥
এবে দুঃখ পাও রাজা দৈবের বিপাকে।
ঈশ্বরেতে নিন্দা নাই নিন্দ আপনাকে ॥
মূল কর্ম্ম ফলাফল ভোগায় তাহাতে।
কর্ম্ম অনুসারে জীব ব্যস্ত হয় যাতে ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা অতি মনোহর।
কহিছেন যুধিষ্ঠির যোড় করি কর ॥
কহ প্রভু শ্রীবৎস নৃপতি কোন্ জন।
কোথায় নিবাস তাঁর কাহার নন্দন ॥
চিন্তাদেবী কার কন্যা কহ নারায়ণ।
কিরূপে পাইল দুঃখ কহ বিবরণ ॥
রাজপুত্র হয়ে দুঃখী আমার সমান।
আর কেবা ছিল পৃথিবীতে বিদ্যমান ॥
কহ কহ জগন্নাথ কি শুনি আনন্দ।
মুখপদ্ম হতে ক্ষরে বাক্য মকরন্দ ॥
বনপর্ব্ব ব্যাসঋষি করিল প্রকাশ।
ভাষায় রচিল তাহা কাশীরাম দাস ॥

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
শ্রীবৎস রাজার কথা অপূর্ব্ব কথন ॥
চিত্ররথ পূর্ব্বে ছিল পৃথিবীর পতি।
তৎপরে শ্রীবৎস হয় তাঁহার সন্ততি ॥
একছত্রে ধরণী শাসিল নরপতি।
রতিপতি সম রূপে বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
সসাগরা বসুন্ধরা শাসি বাহুবলে।
সকল করিল রাজা নিজ করতলে ॥
রাজসূয় অশ্বমেধ করে শত শত।
দানেতে দরিদ্রগণে তোষে অবিরত ॥
অপ্রমিত গুণ তাঁর বর্ণন না যায়।
ধার্ম্মিক তাঁহার তুল্য নাহিক কোথায় ॥
যে যাহা যাচঞা করে তাহা দেন তারে।
দেহ রক্ষা হেতু প্রাণ নাহি দেন কারে ॥
চিত্রসেন-রাজকন্যা তাঁহার মহিষী।
চিন্তা নামে পতিব্রতা পরম রূপসী ॥
শত শত চান্দ্রায়ণ কত মহাদান।
করিয়াছে কেবা হেন চিন্তার সমান ॥
রাজা রাণী ধর্ম্ম কর্ম্ম যা করে যখন।
ঈশ্বরে অর্পণ করে হয়ে শুদ্ধমন ॥
একগুণ দান করে শত গুণ হয়।
এইরূপে শ্রীবৎসের কত কাল যায় ॥
শুন সে অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের নন্দন।
তৎপরে হইল দেখ দৈবের ঘটন ॥
একদিন লক্ষ্মী আর শনি মহাশয়।
উভয়েতে বাগ্‌যুদ্ধ অতিশয় হয় ॥
লক্ষ্মী কহে আমি শ্রেষ্ঠা সকল সংসারে।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে কে ছাড়ে আমারে।
কেমনে বলিলে শনি তুমি শ্রেষ্ঠ জন।
ত্রিভুবন মধ্যে তোমা কে করে অর্চ্চন ॥
এইরূপে দুই জনে হল অকৌশল।
পণ করি দুই জনে আসে ভূমণ্ডল ॥
লক্ষ্মী কহে শ্রীবৎস নৃপতি বিচক্ষণ।
ইহার মধ্যস্থ ভবে হৌক সেই জন ॥
সূর্য্যপুত্র সিন্ধুকন্যা উভয়ে ত্বরিত।
রাজার পুরেতে আসি হন উপস্থিত ॥
শ্রীবৎস নৃপতি যান স্নান করিবারে।
দুই জন উপনীত দেখিলেন দ্বারে ॥
দেখি ব্যস্ত নরপতি রহি যোড়করে।
প্রণাম করিয়া কহে মৃদু মৃদু স্বরে ॥
কি কারণে আগমন হয়েছে এ স্থানে।
শনি কহে কার্য্য আছে তব সন্নিধানে ॥
আমরা দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
বিচারিয়া কহ রাজা তুমি বিচক্ষণ ॥
এত শুনি কহে রাজা বিনয় বচনে।
মিমাংসা করিব কল্য যাহা লয় মনে ॥

এই বাক্য কহি দোঁহে করেন বিদায়।
স্নান করি নিজালয়ে আসি নৃপরায়॥
রাণীরে কহিল রাজা এই বিবরণ।
শুনিয়া হইল রাণী বিষণ্ণবদন॥
অমরে অমরে দ্বন্দ্ব করি দুই জনে।
মনুষ্য মধ্যস্থ মানি আসে কি কারণে॥
ভাল ত লক্ষণ রাজা নহে এ সকল।
না জানি কি হয় বুঝি মম কর্ম্মফল॥
রাজা বলে চিন্তাদেবি চিন্তা কর মিছা।
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
কাল বলবান দেবি জানিহ নিশ্চয়।
কাল প্রাপ্ত হলে নর মৃত্যুবশ হয়॥
এমত চিন্তায় গত দিবস শর্ব্বরী।
কাশীদাস কহে সাধু শুনে কর্ণ ভরি॥

শ্রীবৎস রাজার নিকটে শনি ও লক্ষ্মীর আগমন।

প্রভাতে উঠিয়া রাজা, লইয়া সকল প্রজা,
মন্ত্রণা করেন এই সার।
বচন নাহিক কবে, অথচ বিচার হবে,
ইথে ভার ইষ্ট দেবতার॥
এত বলি অনুচরে, আজ্ঞা দেন নরবরে,
আন দুই দিব্য সিংহাসন।
এক স্বর্ণে বিনির্ম্মিত, এক রৌপ্যে বিরচিত,
দুই পার্শ্বে দুয়ের স্থাপন॥
আসনের নানা সাজ, সাজাইয়া মহারাজ,
আপনি বসিল মধ্যস্থলে।
কমলা শনির সাথে, আসিল বৈকুণ্ঠ হতে,
বসিলেন আসন বিমলে॥
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রাজা, বিধিমত করি পূজা,
প্রকাশিয়া মহতী ভকতি।
কৃতাঞ্জলিপ্রণিপাতে, দাঁড়াইলযোড়হাতে,
বহুবিধ করিলেন স্তুতি॥
হইয়া আহ্লাদযুতা, বসিল জলধিসুতা,
স্বর্ণছত্র সিংহাসনোপরে।
বামে শনি মহাশয়, আসন রজতময়,
রবি শশী যেন তমোহরে॥
বসিলেন তিনজনে, নানা কথা আলাপনে,
রাজার পীযূষ বাক্য শুনি।
সংসার সাগরে সেতু, জীব তরাবার হেতু,
রচিলেন ব্যাস মহামুনি॥
দ্বৈপায়নদাসে কয়, তরিবারে ভবভয়,
না হইবে জঠর-যন্ত্রণা।
কৃষ্ণ নাম কর সার, জনম না হবে আর,
এই মম বচন রচনা॥

শ্রীবৎস রাজার বিচার ও শনির কোপ।

দুই সিংহাসনে তবে বসি দুই জন।
কথায় কথায় জিজ্ঞাসিলেন তখন॥
কহ ভূপ এ দুয়ের শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
শুনিয়া হাসিয়া রাজা বলেন বচন॥
আসন ছত্রেতে বিধি বুঝে লহ মনে।
বামে বসে সাধারণ প্রধান দক্ষিণে॥
শুনি শনি হয় অতি কোপান্বিত মন।
ম্লানমুখ হয়ে শনি করেন গমন॥
লক্ষ্মী কহিলেন তুষ্ট করিলে আমায়।
অচলা হইয়া রব তোমার আলয়॥
আশীর্ব্বাদ করি দেবী করেন গমন।
বিষণ্ণ হইয়া রাজা ভাবেন তখন॥
এরূপে শ্রীবৎস রাজা বঞ্চে কত দিন।
ছিদ্র অন্বেষণে শনি ভ্রমে অনুদিন॥
শুন যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্ম অবতার।
দৈবেতে কুগ্রহ ঘটে শ্রীবৎস রাজার॥
সিংহাসনে স্নান করি বসে নরপতি।
হেন কালে শুন রাজা দৈবের কুগতি॥
কৃষ্ণবর্ণ তথা এক কুক্কুর আসিয়া।
সেই জল অকস্মাৎ খাইল চাটিয়া॥
এই ছিদ্র দেখি শনি প্রবিষ্ট হইল।
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি হ্রাস হইতে লাগিল॥
বিষম শনির কোপ বাড়ে অনুদিন।
ক্রমে ক্রমে বিভবাদি সব হৈল হীন॥
অকস্মাৎ পড়ে গৃহমন্দির প্রাচীর।
শত শত মঞ্চ ভগ্ন সুন্দর মন্দির॥

অকস্মাৎ কোন স্থানে অগ্নিদাহ হয়।
দিবস রজনী প্রায় সব ধূমময় ।।
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয় চতুর্দ্দিকে।
অকস্মাৎ উল্কাপাত কালপেঁচা ডাকে ।।
দিবসে প্রকাশে সব নক্ষত্রমণ্ডল।
ধূমকেতু খসি পড়ে অতি অমঙ্গল ।।
শনি কোপানলেতে পড়িল নৃপবর।
রাজ্যরক্ষা নাহি হয় উৎপাত বিস্তর ।।
গজ বাজী পদাতি মরিল লক্ষ লক্ষ।
গবী বৎস পশু পক্ষী নাহি পায় ভক্ষ্য ।।
অকস্মাৎ রথধ্বজ ভাঙ্গিতে লাগিল।
দাবানল আসি যেন অরণ্য দহিল ।।
শ্রীবৎসের রাজ্যে শনি ঘটনা প্রমাদ।
যুবক যুবতী হয় হরিষে বিষাদ ।।
কাক শিবা শকুনি গৃধিনী নাচে রঙ্গে।
ভূত প্রেত দৈত্য দানা পিশাচের সঙ্গে ।।
বিপদসাগরে পড়ে শ্রীবৎস নৃপতি।
রোদন করিয়া ফেরে শুন মহামতি ।।
রাজার নিকটে আসি যত প্রজাগণ।
এই দুঃখে দুঃখী হয়ে করয়ে রোদন ।।
কোথা বা যাইব আর কোথা বা রহিব।
অনাহারে মহাকষ্টে কেমনে বাঁচিব ।।
তিন দিবারাত্রি রাজা নগর ভ্রমিয়া।
ঘরে ঘরে দেখিলেন সকল চাহিয়া ।।
ভয়েতে কাতর রাজা নাহি বাঁচে প্রাণে।
বিলাপ করিয়া রাণী পড়িল অজ্ঞানে ।।
রাজা বলে কান্দ কেন পাগলের প্রায়।
জনম লইলে মৃত্যু সকলেরি হয় ।।
স্বকীয় কর্ম্মের ভোগ হয় যে আমার।
কেন বা রোদন ইথে কর প্রিয়ে আর ।।
সসাগরা পৃথিবীর পতি যেই জন।
তাহার এমন দশা দৈবের ঘটন ।।
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে অন্যথা।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হেন খেদ কর বৃথা ।।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।
আমি কি করিব চিন্তা কর্ত্তা ত ঈশ্বর ।।

রাজা ও রাণীর বনে গমন।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভূপতি।
ত্রিপক্ষের পর তাঁর স্থির হল মতি ।।
শনি দুঃখ দিবেন আমারে এইমতে।
উপায় ইহার এই ভাবি জগন্নাথে ।।
চিন্তাদেবি কর তুমি কিঞ্চিৎ সঞ্চয়।
হীরা মুক্তা মণি স্বর্ণ যাহা মনে লয় ।।
প্রবাল প্রস্তর আর যত জহরত।
বহু মূল্য অল্প ভার এমত রজত ।।
সঞ্চয় করিয়া লহ বিচিত্র বসন।
অন্য বস্ত্র দিয়া সব কর আচ্ছাদন ।।
শুনি রাণী কাঁথা এক করিল তখন।
কাঁথার ভিতরে রাখে বহু মূল্য ধন ।।
রাজা বলে শুন রাণী আমার বচন।
শনি-দোষে মজিল সকল রাজ্য ধন ।।
কেবল আছয়ে মাত্র জীবন দোঁহার।
এখন উপায় কিছু নাহি দেখি আর ।।
পিত্রালয়ে যাও তুমি রাখ হে জীবন।
যথা তথা আমি কাল করিব ক্ষেপণ ।।
শনিত্যাগ যদি হয় কখন আমার।
তব সহ সুমিলন হবে পুনর্ব্বার ।।
এত শুনি চিন্তাদেবী লাগিল কহিতে।
না যাব বাপের বাড়ী রহিব সঙ্গেতে ।।
পিতৃগৃহে যাইবার সময় এ নয়।
হাসিবেক শত্রুগণ সে দুঃখ না সয় ।।
দুঃখের সময়ে তব থাকিব সংহতি।
যা হবে তোমার গতি আমার সে গতি ।।
তব সঙ্গে থাকি আমি সেবিব ও পদ।
আমি সঙ্গে থাকিলে না ঘটিবে আপদ ।।
গৃহিণী থাকিলে সঙ্গে গৃহস্থ বলায়।
উভয়ে যেখানে থাকে তথা সুখ পায় ।।
শনির দোষেতে তুমি আমারে ছাড়িবে।
চিন্তারে অর্পিয়া চিন্তা দুঃখ ত পাইবে ।।
শুনিয়া রাণীর কথা নৃপতি দুঃখিত।
আশ্বাস করিয়া এই করিল নিশ্চিত ।।

শুন ধর্ম্ম অবতার অদ্ভুত বচন।
শ্রীবৎস শনির দোষে করিল যেমন॥
অর্দ্ধরাত্রি কালে তবে উঠি নরপতি।
রাণীরে করিয়া সঙ্গে যান শীঘ্রগতি॥
এইকালে লক্ষ্মীদেবী আসিয়া তথায়।
সদয় হইয়া এই বলেন রাজায়॥
যথায় থাকিবে তথা করিব গমন।
কায়ার সহিত ছায়া মিলন যেমন॥
কিছুকাল দুঃখ তুমি গ্রহেতে পাইবে।
পুনর্ব্বার নিজ রাজ্যে ঈশ্বর হইবে।
এক্ষণে বিদায় রাজা হইলাম আমি।
শুভক্ষণে বনপথে হও অগ্রগামী॥
অতিশয় ঘোররাত্রে যান নররায়।
রমণী সহিত কাঁথা করিয়া মাথায়॥
গৃহের বাহিরে কভু না যায় যে জন।
সেই চিন্তা পদব্রজে করিল গমন॥
কণ্টক অঙ্কুর কত ফুটে তাঁর পায়।
অতিক্লেশে পতি সহ দ্রুতগতি যায়॥
সঘনে নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিল।
তার মধ্যে মায়ানদী দেখিতে পাইল॥
অকূল সমুদ্র প্রায় নাহি পারাবার।
ভূপতি করেন চিন্তা কিসে হব পার॥
নদীর কূলেতে বসি কাঁদে দুই জন।
হায় বিধি মম ভাগ্যে এই কি লিখন॥
কর্ণধাররূপে শনি আসিয়া তখন।
ভগ্ন নৌকা লয়ে ঘাটে দিল দরশন॥
মন্দ মন্দ বাহে তরী চলে বা না চলে।
নৌকা দেখি নরপতি কাণ্ডারীরে বলে॥
ত্বরা করি পার করি দেহ হে কাণ্ডারী।
বিলম্ব না সহে দুঃখ সহিতে না পারি॥
নাবিক আসিয়া কহে তুমি কোন জন।
রমণী সহিত রাত্রে কোথায় গমন॥
হরিয়া কাহার নারী কোথা নিয়া যাও।
পরিচয় দেহ আগে কূলেতে দাঁড়াও॥
রাজা বলে শুনিয়াছ শ্রীবৎস নৃপতি।
সেই আমি এই মম নারী চিন্তা সতী॥
আমার কুদিন হয় দৈবের ঘটনে।
নারী সঙ্গে করি ভাই আসিয়াছি বনে॥
শুনি শনি কহিলেন বুঝেছি বিস্তার।
তাল ও বেতালসিদ্ধ আছিল তোমার॥
তারা সবে কোথা গেল বিপত্তি সময়।
কোথা গেল মন্ত্রিবর্গ কহ মহাশয়॥
রাজা বলে ভাই বন্ধু যত পরিবার।
বিপত্তি সময়ে সঙ্গী নহে কেহ কার॥
অসার সংসার এই মায়ামদে মজে।
সকল করয়ে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজে॥
আমার আমার বলে কেহ কার নয়।
কস্য মাতা কস্য পিতা শাস্ত্রে এই কয়॥
কেবা কার পতি পুত্র কেবা বন্ধুজন।
মায়াবদ্ধ হয়ে প্রাণী করিছে ভ্রমণ॥
আপনার রক্ষা হেতু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনার নাশ হেতু করয়ে কুকর্ম্ম॥
আমার সর্ব্বদা হয় ধর্ম্মেতে বাসনা।
কায়মনোবাক্যে এই করি হে ভাবনা॥
শুনিয়া হাসিয়া শনি কহে পুনর্ব্বার।
অতি জীর্ণতমা নৌকা দেখহ আমার॥
দুই জন হলে যেতে পারে পর পারে।
তিন জন ক্ষীণতরী পারে কি না পারে॥
আপনি সুবুদ্ধি বট দেখ বর্ত্তমান।
বিবেচনা করি রাজা কর অনুমান॥
কান্তারে লইয়া আগে পার হও তুমি।
কান্তা যদি লহ তবে কাঁথা রাখ ভূমি॥
শুনিয়া নাবিক-বাক্য করেন বিচার।
কাঁথা পার করি আগে শেষে হব পার॥
রাজা রাণী দুই জনে ধরিয়া কাঁথায়।
যতনে তুলিয়া দেন শনির নৌকায়॥
কাঁথা লয়ে সূর্য্যপুত্র বাহিয়া চলিল।
দেখিতে দেখিতে মায়ানদী শুকাইল॥
শ্রীবৎস নৃপতি খেদে করে হায় হায়।
যে সকল দেখিলাম ভোজবাজি প্রায়॥
বুঝিলাম এ সকল শনির চাতুরী।
মায়া করি বস্তুধন করিলেক চুরি॥

দেখিলে সাক্ষাতে রাণী বঞ্চনা শনির।
চঞ্চল হৃদয় তার নাহি হয় স্থির ।।
চিন্তিয়া কহেন রাজা করিব গমন।
উঠিতে নাহিক শক্তি না চলে চরণ ।।
বহু কষ্টে গমন করিয়া দুই জন।
প্রবেশ করেন শেষে চিত্রধ্বজ বন ।।
হেনকালে সেই স্থানে হইল প্রভাত।
পূর্ব্বদিকে সমুদিত দেব দিননাথ ।।
ক্ষুধার্ত্ত তৃষার্ত্ত দোঁহে কাতর হৃদয়।
রম্যস্থান দেখি রাণী নৃপতিরে কয় ।।
চলিতে না পারি নাথ করিনিবেদন।
বিশ্রাম করহ এই স্থানে এইক্ষণ ।।
দিব্য জল স্থলে নানা পুষ্প বিকসিত।
এই স্থানে স্নান কর আছত ক্ষুধিত ।।
রমণী কাতরা দেখি ব্যথিত অন্তর।
বন হতে ফল পুষ্প আনেন সত্বর ।।
উভয়ে করিয়া স্নান ইষ্টপূজা করি।
কুড়াইয়া আনে বহু সুপক্ক বদরী ।।
উভয়ে খাইল জল শ্রান্তি হল দূর।
গমন করিতে শক্তি হইল প্রচুর ।।
নানাস্থান এড়াইল পর্ব্বত কানন।
নদ নদী কত শত বন পর্য্যটন ।।
তমাল পিয়াল শাল বৃক্ষ নানাজাতি।
মল্লিকা মালতী বক চম্পক প্রভৃতি ।।
বদরী খর্জ্জূর জম্বু পলাশ রসাল।
নারিকেল গুবাক দাড়িম্ব আর তাল ।।
কদলী বয়ড়াফল আর আমলকী।
কদম্ব অশ্বত্থ বট নিম্ব হরীতকী ।।
জারুল পারুল বেল প্রিয়ঙ্গু অগুরু।
রক্তসার চন্দন বাদাম দেবদারু ।।
ইত্যাদি অনেক বৃক্ষে নানা পক্ষিগণ।
ব্যাঘ্রাদি হিংসক কত করিছে ভ্রমণ ।।
মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র উষ্ট্র গণ্ডার কাসর।
ঘোটক গোধিকা খর ভল্লূক শূকর ।।
শত শত পশু দেখে বনের ভিতর।
বিকট দশন দেখে অতি ভয়ঙ্কর ।।
ভূচর খেচর কত কে করে গণন।
দেখিয়া চিন্তিত রাজা অতিঘোর বন ।।
মনে মনে বলে রক্ষা কর লক্ষ্মীপতি।
সংসারের সার তুমি অগতির গতি ।।
দয়া কর দীননাথ করুণানিধান।
সমূহ সঙ্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ ।।
তোমা বিনা রক্ষা করে নাহি হেন জন।
আমার ভরসামাত্র প্রভুর চরণ ।।
গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী গদাধর ।।
ত্রাণ কর এইবার হয়েছি কাতর ।।
এইরূপ বলি রাজা স্মরে চক্রপাণি।
অকস্মাৎ তথা এই হল দৈববাণী ।।
যত দিন নৃপ তুমি থাকিবে কাননে।
থাকিব তোমার সঙ্গে রক্ষার কারণে ।।
শুনিয়া আনন্দ বড় হইল রাজার।
বনমধ্যে ভ্রমে সদা নির্ভয় আকার ।।
একদিন বনমধ্যে করে দরশন।
মৎস্যঘাতী ধীবর আসিছে কত জন ।।
ধীবর দেখিয়া মৎস্য করেন যাচন।
কিছু মৎস্য দেহ আজি করিব ভোজন ।।
জেলে বলে কুক্ষণেতে ধরি জাল করে।
কিছুই না পাইলাম ফিরে যাই ঘরে ।।
রাজা বলে শুন সবে আমার বচন।
পুনর্ব্বার ফেল জাল পাইবে এখন ।।
তাল বেতালেরে স্মৃতি করেন শ্রীবৎস।
সকলে ফেলিয়া জাল পায় বহু মৎস্য ।।
চতুর ধীবর জাল করিয়া বিস্তার।
পুনর্ব্বার ফেলে জাল করিয়া স্বীকার ।।
পাইয়া অনেক মীন কৈবর্ত্তের গণ।
জানিল সাধক বটে এই দুই জন ।।
সাদরে শকুল মৎস্য দিল নৃপতিরে।
মৎস্য পেয়ে নৃপবর কহেন রাণীরে ।।
ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি রাণী কাতর জীবন।
মীন পোড়াইয়া দেহ করিব ভোজন ।।
শুনিয়া কহেন রাণী যে আজ্ঞা তোমার।
মীন পোড়া খেলে হয় শনি-প্রতীকার ।।

ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ।
মায়া করি শনি মৎস্য করিল হরণ ॥
হরিষে বিষাদে রাণী অনল জ্বালিল।
যতনপূর্ব্বক সেই মৎস্য পোড়াইল ॥
মীন দগ্ধ করি চিন্তা চিন্তা করে মনে।
মৎস্য পোড়া রাজহস্তে দিব বা কেমনে।
ক্ষীর ছানা নবনীত করে যে ভোজন।
বনে আসি মীন দগ্ধ খাবে সেই জন ॥
কিরূপেতে এই ছাই খা(ও)য়াব তাঁহারে
শতেক ব্যঞ্জন হয় যাঁহার আহারে ॥
এতেক চিন্তিয়া চিন্তা মীন লয়ে করে।
ধুইয়া আনিব বলে গেল সরোবরে ॥
জলেতে ধুইতে পোড়া মৎস্য পলাইল।
ইহা দেখি চিন্তাদেবী কান্দিতে লাগিল ॥
হাহাকার করি রাণী কান্দে বিনাইয়া।
কি বলিবে মহারাজ এ কথা শুনিয়া ॥
কে দেখেছে কে শুনেছে পোড়ামৎস্য বাঁচে
কি হইবে মম ভাগ্যে না জানি কি আছে ॥
শুনিয়া বিশ্বাস নাহি করিবে ভূপতি।
একেত ক্ষুধার্ত্ত রাজা হবে ক্রুদ্ধ অতি।
বলিবেন তুমি মৎস্য করেছ ভক্ষণ।
পলাল বলিয়া এবে কর প্রতারণ ॥
হায় বিধি এত দুঃখ ঘটালে আমায়।
এখন রয়েছে প্রাণ নাহি কেন যায় ॥
এত ভাবি চিন্তাদেবী কান্দিতে কান্দিতে
সকল বৃত্তান্ত কহে রাজার সাক্ষাতে ॥
শুনিয়া হাসিয়া রাজা রাণীরে কহিল।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিতে হইল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীবৎসের প্রতি শনির বাক্য।

অন্তরীক্ষে থাকি শনি, কহিছে আকাশবাণী,
শুন শুন শ্রীবৎস নৃপতি।
আমি ছোট লক্ষ্মী বড়, তুমি কহিয়াছ দড়,
তার শাস্তি করিব সংপ্রতি ॥
সম্পত্তিতে করি গর্ব্ব, আমারে দেখিলে খর্ব্ব,
আমি তব কি করিতে পারি।
যেই লজ্জা দিলে মোরে, সেকথা কহিব কারে,
শুন দুষ্টমতি মন্দকারী ॥
পণ্ডিত ধার্ম্মিক জ্ঞানে, আইলাম তবস্থানে,
তুমি ত করিবে সুবিচার।
কপট চাতুরী করি, মম গুণ পরিহরি,
তুমি দুঃখ দিয়াছ অপার ॥
কি কব দুঃখের কথা, স্মরণে মরম ব্যথা,
রহিবেক হৃদয়ে আমার।
আসন বলিয়া শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মীরে বলিলে জ্যেষ্ঠ,
এবে লক্ষ্মী কোথায় তোমার ॥
করিয়াছি রাজ্যনাশ, অপর অরণ্যে বাস,
শেষে এই স্ত্রীভেদ করিব।
শুন রাজা বলি তোরে, তবেত চিনিবে মোরে,
নহে মিথ্যা যে কথা বসিব ॥
শুন শুন মহারাজ, ধরিয়া বিবিধ সাজ,
দেব দৈত্য নাগ আদি গণে।
অবধ্য সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্ব ঘটে থাকি আমি,
অতিশয় পূজ্য ত্রিভুবনে ॥
শুন হে শ্রীবৎস ভূপ, ত্রেতাযুগে রামরূপ,
হইল প্রভুর অবতার।
এক ব্রহ্ম চারি অংশে, জন্মিলেন রঘুবংশে,
রাজা দশরথের কুমার ॥
দশরথ ধর্ম্মাচার, দেন তাঁরে রাজ্যভার,
আমি তাঁরে পাঠাই কানন।
অনুজ লক্ষ্মণ সাথে, প্রবেশে গহন পথে,
জটা বল্ক করিয়া ধারণ ॥
স্বয়ং লক্ষ্মী সীতাসতী, পতি অনুগতা অতি,
শুন হে দুর্গতি যত তাঁর।
কাননে পতির সহ, ভুঞ্জিবারে পাপগ্রহ,
বনে গেল দীনের আকার ॥
পর্ব্বত কানন পথে, বঞ্চিয়া স্বামীর সাথে,
পরে তাঁরে হরে দশানন।
রাজ্য ধন স্বামী ছাড়ি, গেলেন রাবণবাড়ী,
বাস হইল অশোক কানন ॥

আর কিছু বলি শুন, দেবদেব পঞ্চানন,
সতী কন্যা অর্দ্ধ অঙ্গ যাঁর।
সতী গতে কৃত্তিবাস, দক্ষযজ্ঞ করি নাশ,
ছাগমুখ দক্ষের আকার ॥
সতী দেহ ত্যাগ করে, জন্মি হিমালয়ঘরে,
সর্ব্ব হেতু মম মায়াজাল।
আমারে হেলন করি, ইন্দ্র স্বর্গপরিহরি,
ভগাঙ্গ রহিল কতকাল ॥
মম সহ বাদ করি, বৈকুণ্ঠনিবাসী হরি,
কীটরূপ ধারণ করিল।
ঘুচিল বৈকুণ্ঠলীলা, গণ্ডকীপর্ব্বতে শিলা,
দেবমানে বহুকাল ছিল ॥
বলি দৈত্য অধিপতি, স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি,
ত্রিভুবন করে অধিকার।
হেলন করিল মোরে, পাতালে লইয়া তারে,
রাখিলাম বদ্ধ কারাগার ॥
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল, সর্ব্বত্র আমার বল,
সবে করে আমারে পূজন।
তোরকাছেঅল্পআমি, তুমিপৃথিবীরস্বামী
লক্ষ্মী তোর দেখিব কেমন ॥
এতেক কহিয়া শনি, হইল আকাশগামী,
স্বপ্নবৎ শুনিল রাজন।
চিন্তিয়া বুঝিল মর্ম্ম, শনির যতেক কর্ম্ম,
হল রাজা নিরানন্দ মন ॥
আরণ্যপর্ব্বের কথা, অতি সুখ মোক্ষদাতা,
রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
রচিল পাঁচালিছন্দে, মনের আবেশানন্দে,
কৃষ্ণদাসানুজ কাশীদাস ॥

চিন্তার সহিত রাজার কথা।

শুনিয়া আকাশবাণী শনির ভারতী।
ডাকিয়া বলিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি ॥
যতেক কহিল শনি প্রত্যক্ষ হইল।
রাজ্যনাশ বনবাস সর্ব্বনাশ কৈল ॥
বিবাদ করিয়া যদি দোঁহে না আসিবে।
তবে কেন চিন্তাদেবী এমত হইবে ॥
আমার কুদিন হল বিধির ঘটনা।
নৈলে কেন দ্বন্দ্ব করি আসিবে দুজনা ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবি কি হইবে আর।
নিজ কর্ম্মার্জ্জিত পাপ হয় ভুঞ্জিবার ॥
কারণ করণ কর্ত্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর ॥
ধর্ম্মে বিচলিত মন নহে ত আমার।
নিজ কর্ম্মে দুঃখ পাই কি দোষ তাঁহার ॥
চিন্তাযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চেন কানন।
ফল মূল আহারেতে করেন যাপন ॥
ধর্ম্মচিন্তা করে রাজা স্মরে বিধাতায়।
এইরূপে পঞ্চ বর্ষ নানা দুঃখ পায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীবৎস রাজার কাঠুরিয়া আলয়ে স্থিতি।

শুন শুন ধর্ম্মরাজ অপূর্ব্ব কথন।
কাননে বঞ্চেন চিন্তা শ্রীবৎস রাজন ॥
পূর্ব্বমত ফল-মূল না মিলে তথায়।
কানন ত্যজিয়া রাজা নগরেতে যায় ॥
নগর উত্তরভাগে ধনীর বসতি।
তথায় বসতি মোর না হয় সম্মতি ॥
দুঃখী হয়ে ধনাঢ্যের নিকটে না যাবে।
দরিদ্র দেখিয়া মোরে অবজ্ঞা করিবে ॥
দুঃখীর সমাজে থাকি কাটাইব কাল।
পাছে লোকে ঘৃণা করে এ বড় জঞ্জাল ॥
এত বলি দক্ষিণেতে প্রবেশিল রায়।
শত শত ঘর তথা কাঠুরিয়া রয় ॥
রাজা রাণী তথাকারে হন উপনীত।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তারা জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥
কত তুমি কেবা হও কোথায় বসতি।
কি হেতু আসিলে দোঁহে কহ শীঘ্রগতি।
শুনিয়া সবার বাক্য কহে নৃপবর।
মোর সম দুঃখী নাহি পৃথিবী ভিতর ॥
বহু দুঃখ পেয়ে আমি আইনু হেথায়।
তোমরা করিলে কৃপা তবে দুঃখ যায় ॥

আশ্বাস করিয়া তারা কৈল অঙ্গীকার।
করিব তোমার হিত প্রতিজ্ঞা সবার ॥
মোরা কাঠুরিয়া জাতি কাষ্ঠ বেচি কিনি।
নিত্য আনি নিত্য খাই দুঃখ নাহি জানি।
সঙ্গে থেকে কাষ্ঠ বেচি প্রত্যহ আনিবে।
এ কর্ম্মে নিযুক্ত হলে দুঃখ না রহিবে ॥
শুনি আনন্দিত হন শ্রীবৎস রাজন।
ভাল ভাল এই কর্ম্ম করিব এখন ॥
হেনমতে কাঠুরিয়া ঘরে দুই জন।
রহিল গোপনে রাজা নিরানন্দ মন ॥
কাঠুরিয়াগণ-ভার্য্যা যতেক আছিল।
চিন্তার সৌজন্য হেরি সবে বশ হল ॥
নানা ধর্ম্ম নানা কর্ম্ম করান শ্রবণ।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হল সবাকার মন ॥
সবা সঙ্গে সখীভাবে আছে রাজরাণী।
শিষ্টালাপে থাকে সদা দিবস রজনী ॥
প্রভাতে কাঠুরেগণ চলিল কাননে।
রাজাকে ডাকিল সবে এস যাই বনে ॥
শুনিয়া চলেন রাজা সবার সংহতি।
ঘোর বনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি ॥
কাঠুরিয়াগণ কাষ্ঠ ভাঙ্গিল অনেক।
বড় বড় বোঝা সবে বান্ধিল যতেক ॥
ফল মূল পত্র পুষ্প নিল সর্ব্বজন।
আমি কি লইব চিত্তে চিন্তিল রাজন ॥
নিন্দিত না হয় কর্ম্ম ক্লেশ না সহিব।
অথচ আপন কর্ম্ম প্রকারে সাধিব ॥
চিনিয়া লইল রাজা চন্দনের সার।
কাঠুরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল বাজার ॥
বাজারে ফেলিল বোঝা কাঠুরিয়াকুল।
গৃহিলোক আসি সবে করি নিল মূল ॥
কেহ পায় চারি পণ কেহ আট পণ।
কেহ বা বেচিয়া কেনে খাদ্য প্রয়োজন ॥
চন্দনের কাষ্ঠ লয়ে শ্রীবৎস রাজন।
বেচিবারে যায় তবে বণিক সদন ॥
দিব্য চন্দনের সার পেয়ে সদাগর।
উচিত করিয়া মূল্য দিলেক সত্বর ॥
তঙ্কা দুই চারি রাজা বেচিয়া পাইল।
অপূর্ব্ব বিচিত্র দ্রব্য কিনিয়া লইল ॥
ঘৃত তৈল চালি ডালি লবণ সৈন্ধব।
মশলা মিষ্টান্ন দধি কিনিলেন সব ॥
শাক সূপ তরকারি যতেক পাইল।
ভাল মৎস্য মাংস রায় যত্ন করি নিল ॥
কিনিয়া অশেষ দ্রব্য নিয়া নরপতি।
গৃহেতে আনিয়া দিল যথা চিন্তাসতী ॥
রাণী প্রতি কহে রাজা বিনয় বচন।
কাঠুরিয়াগণ বন্ধু কর নিমন্ত্রণ ॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল চিন্তা মহারাণী।
বিচিত্র করিয়া পাক করিল তখনি ॥
লক্ষ্মী অংশে জন্ম তাঁর লক্ষ্মী স্বরূপিণী
চক্ষুর নিমেষে পাক কৈল চিন্তারাণী ॥
স্নান দান করি রাজা আসিয়া সত্বর।
দেখিল সকল পাক হয়েছে সুন্দর ॥
রাণী বলে সবাকারে ডাকহ রাজন।
সকল রন্ধন হল করাহ ভোজন ॥
এত শুনি নরপতি ডাকে সবাকারে।
আনন্দিত হয়ে সবে এল ভুঞ্জিবারে
একত্র হইয়া সব কাঠুরিয়াগণ।
ভোজনে বসিল সবে অতি হৃষ্টমন
রাণী অন্ন আনি দেন পরশে রাজন।
ক্রমে ক্রমে পরশিল ভুঞ্জে সর্ব্বজন ॥
সুধা সম অন্নপান খায় সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য ধ্বনি হল কাঠুরে ভবন ॥
শ্রদ্ধাপুরস্কারে সবে বিদায় করিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিল রাজা হৃষ্টমন হৈয়া ॥
এইরূপে কত দিন বঞ্চিল তথায়।
এক দিন শুন যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥
বাণিজ্য করিতে এক সদাগর যায়।
চাপাইয়া তরী সাধু সেইখানে রয় ॥
অকস্মাৎ তার ডিঙ্গি চড়াতে লাগিল।
হায় হায় করি কান্দে কি হল কি হল ॥
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটন।
গণক হইয়া শনি আইল তখন ॥

BAGBAZAR READING LIBR

হস্তে লাঠি পুঁথি কাঁখে গ্রহাচার্য্য হৈয়া।
সাধুর মঙ্গল কথা কহিল আসিয়া ।।
শুন মহারাজ তুমি স্থির কর মন।
তোমার তরণী বদ্ধ হল যে কারণ ।।
তব নারী নবগ্রহ করেন অর্চ্চন।
অবজ্ঞা করিয়া তুমি আইলে পাটন ।।
সেই হেতু তব তরী হল হেন রূপ।
কহিনু যতেক কথা জানিবে স্বরূপ ।।
মহাজন কহে কথা করিয়া প্রণতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী ।।
ব্রাহ্মণ বলেন শুন আমার বচন।
যেরূপে তোমার তরী চলিবে এখন ।।
এই গ্রামবাসী কাঠুরিয়া যত জন।
নিমন্ত্রণ করি আন তার ভার্য্যাগণ ।।
সকলে আসিয়া তারা ধরিবেক তরী।
তার মধ্যে পতিব্রতা আছে এক নারী ।।
সেই আসি যেইক্ষণে ছুঁইবে তরণী।
কহিনু স্বরূপ কথা ভাসিবে তখনি ।।
শুনি আনন্দিত হল সেই মহাজন।
এ কথা কহিয়া শনি করিল গমন ।।
শুনিয়া উপায় সাধু চিন্তা করে মনে।
পাইনু পরম তত্ত্ব দৈবের ঘটনে ।।
কিঙ্করেরে তবে সাধু কহিল সত্বরে।
কাঠুরিয়া জাতি সতী আনহ সাদরে ।।
শুনিয়া সাধুর আজ্ঞা কিঙ্কর চলিল।
স্তব স্তুতি করি সবাকারে আমন্ত্রিল ।।
সহজেতে হীনজাতি অতি অল্পজ্ঞান।
পাইয়া সাধুর নাম আনন্দ বিধান ।।
যতেক কাঠুরেভার্য্যা নিমন্ত্রণ শুনি।
হরিষ বিধানে সবে চলিল তখনি ।।
যেখানে নদীর ঘাটে আটক তরণী।
সেই খানে উত্তরিল যতেক রমণী ।।
কমলা বিমলা গেল আর কলাবতী।
কৌশল্যা রোহিণী চলে আর সাহাবতী ।।
রেবতী কৈকেয়ী উমা রম্ভা তিলোত্তমা।
হরপ্রিয়া চিত্রাবতী রাধা সতী শ্যামা ।।
যশোদা যমুনা জয়া বিমলা বিজয়া
আর ষষ্ঠী গয়া গঙ্গা কালিন্দী অভয়া ।।
চপলা চঞ্চলা ধায় চণ্ডালী কেশরী।
পদ্মাবতী অরুন্ধতী সাবিত্রী মঞ্জরী ।।
একে একে তরী সবে পরশ করিল।
জনে জনে মান নিয়া বিদায় হইল ।।
কারো হতে নাহি হল সাধু প্রয়োজন।
বুঝিল হইল মিথ্যা গণক বচন ।।
কত নারী আইল না এল কত জন।
কিঙ্করে জিজ্ঞাসে সাধু এ সব কারণ ।।
নাবিক কহিল সবে আসিয়াছে রায়।
এক নারী না আইল স্বামীর মানায় ।।
শুনি সাধু মনে কৈল সেই সাধ্বী তবে
তিনি এলে মোর তরী অবশ্য চলিবে ।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ।।

বণিক কর্ত্তৃক চিন্তা হরণ।

তবে সাধু হর্ষযুক্তা গলে বস্ত্র দিয়া।
যথাস্থানে চিন্তা সতী উত্তরিল গিয়া ।।
কাতর হইয়া অতি সাধু কহে বাণী।
আমারে করহ রক্ষা ওহে ঠাকুরাণি ।।
সাধুরে দেখিয়া চিন্তা কহে দুঃখ মনে।
আমাকে যাইতে মানা করিল রাজনে ।।
কি কহিরে মহারাজ আসিয়া ভবনে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী স্থির কৈল মনে ।।
কাতর শরণাগত যেই জন হয়।
তাহারে করিলে রক্ষা ধর্ম্মের সঞ্চয় ।।
বেদে শাস্ত্রে মুনিমুখে শুনিয়াছি আমি।
প্রাণ দিয়া রাখয়ে শরণাগত প্রাণী ।।
যাহা কন মহারাজ এ কথা শুনিয়া।
সহিব সকল কথা শরণ মাগিয়া ।।
এত ভাবি চিন্তাদেবী হৃষ্টচিত্তা হৈয়া।
চলিলেন তবে রাণী ঈশ্বর ভাবিয়া ।।
উপনীতা হন যথা সদাগর-তরী।
করযোড়ে কহে দেবী প্রদক্ষিণ করি ।।

যদি আমি সতী হই পতি অনুগতা।
তবে সে ভাসিবে তরী কহিনু সর্ব্বথা ॥
এত বলি সেই তরী পরশ করিতে।
ভাসিয়া চলিল তরী দক্ষিণ মুখেতে ॥
দেখি সদাগর হল হরষিত মন।
জানিল মনুষ্য নহে এই নারীজন ॥
যদি মোর নৌকা কভু আটক হইবে।
ইহাকে লইলে সঙ্গে তখনি চলিবে ॥
এত ভাবি নৌকাপরে লইল চিন্তারে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে ॥
শুনি ধর্ম্ম নৃপমণি কহে প্রভু প্রতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥
চিন্তার বলহ শেষে হল কোন গতি।
কিরূপে রহিল কোথা শ্রীবৎস নৃপতি ॥
এত শুনি কহেন শ্রীযশোদাকুমার।
শুন মহারাজ কহি বিশেষ ইহার ॥
অতি দুঃখে শোকাকুল কাতর অন্তরে।
ঈশ্বর স্মরিয়া দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কেন আমি আইলাম আপনা খাইয়া।
কান্দিয়া আকুল চিন্তা এ কথা ভাবিয়া ॥
সূর্য্যপানে চাহি দেবী যোড় করি হাত।
বহু স্তব করে চিন্তা বহু প্রণিপাত ॥
দয়া কর দিননাথ অখিলের পতি।
মোর রূপ লহ দেব দেহ কু-আকৃতি ॥
জরাযুত অঙ্গ প্রভু দেহ শীঘ্রগতি।
এত বলি কান্দে দেবী লোটাইয়া ক্ষিতি ॥
দেখি দেব ভাস্করের দয়া উপজিল।
ভয় নাই ভয় নাই বাণী নিঃসরিল ॥
চিন্তাদেবী-রূপ দেব করিল হরণ।
গলিত ধবল মূর্ত্তি দিল ততক্ষণ ॥
এইরূপে নৌকায় রহিল চিন্তাসতী।
বাহিয়া চলিল সাধু মহাহৃষ্টমতি ॥
এথায় কানন হতে আসি নিজালয়।
শূন্য ঘর দেখি রাজা মানিল বিস্ময় ॥
কান্দিয়া অস্থির রাজা না দেখি চিন্তায়।
সকাতরে পড়সীরে জিজ্ঞাসেন রায় ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীবৎস রাজার রোদন এবং চিন্তার

কাতর হৃদয় অতি, শ্রীবৎস ধরণীপতি,
পড়সীরে জিজ্ঞাসে বারতা।
কহ সবে সমাচার, কোথা চিন্তা সে আমার,
না হেরিয়া পাই মনে ব্যথা ॥
রাজার বিনয় শুনি, পড়সী কহিছে বাণী,
ওহে ধীর পণ্ডিত সুজন।
কহি শুন বিবরণ, এই ঘাটে এক জন,
আইল ধনাঢ্য মহাজন ॥
তাহার কর্ম্মেতে ঘটে, তরণী আটক ঘাটে,
বিধাতা তাহারে বিড়ম্বিল।
আসি সেই মহাজন, কহিলেন সুবচন,
যত নারী সবারে ডাকিল ॥
গৌরব করিয়া সাধু, লইয়া কাঠুরে বধূ,
ক্রমে ক্রমে তরী ছোঁয়াইল।
না ভাসিল সেই তরী, পুনঃপুনঃ যত্ন করি,
তোমার চিন্তায় লয়ে গেল ॥
বজ্র সম বাণী শুনি, মূর্চ্ছাগত নৃপমণি,
লোটায়ে পড়িল ধরাতলে।
ক্ষণেকে চেতন পায়, বলে রাজা হায় হায়,
কেন হেন ঈশ্বর করিলে ॥
আমার কর্ম্মের পাশ, রাজ্য ত্যজি বনবাস,
নারী সঙ্গে আইনু কাননে।
ধন রত্ন যত আনি, সকল হরিল শনি,
অবশেষে ছিল দুই প্রাণে ॥
তাহাতে করিল আন, দুই জন দুই স্থান,
শনি দুঃখ দিল বহু মোরে।'
বিষাদে তাপিত মন, এই চিন্তা অনুক্ষণ,
ভয়ে রক্ষা কে করিবে তারে ॥
এত চিন্তি নরপতি, শোকেতে কাতর অতি,
চলিল নদীর তটে তটে।
জিজ্ঞাসিল জনে জনে, স্থাবর জঙ্গমগণে,
মনুষ্য যতেক দেখে বাটে ॥

বিবিধ কানন মাঝ, খুঁজিলেন মহারাজ,
চিন্তার না পাইল উদ্দেশ।
বহু দেশ নানা স্থানে, নদ নদী উপবনে,
ভ্রমে রাজা পেয়ে বহু ক্লেশ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহারে, মহাকষ্টে নৃপবরে,
শেষমাত্র ছিল প্রাণ তাঁর।
শুন ধর্ম্ম মহাশয়, সকল দৈবেতে হয়,
সব কর্ম্ম ইচ্ছা বিধাতার ॥
চিত্তানন্দ নামে বনে, রাজা গেল সেই স্থানে,
তথাকারে সুরভি আশ্রম।
অপূর্ব্ববিচিত্রশোভা, সুরাসুরমনোলোভা,
তথা যেতে সভয় শমন ॥
নানাপশু নানাপক্ষ, এক স্থানে লক্ষ লক্ষ,
ভক্ষ্য ভোজ্য রঙ্গে একস্থল।
বিচিত্র তড়াগ বাপী, পুষ্করিণী কতরূপী,
তাহে শোভে কনক কমল ॥
অপূর্ব্বকাননশোভা, নানাপুষ্পমনোলোভা
ষড়ঋতু শোভিত তথায়।
কেহ কারে নাহি ডরে, সুখে সবে ঘর করে,
নিঃশঙ্কে রহিল তথা রায় ॥
রাজা পুণ্যবান অতি, জানিয়া গোমাতা সতী
তথায় হইল উপনীত।
কাশীরাম দাস গায়, বিফলে জনম যায়,
ভজ হরি ভবে নাহি ভীত ॥

সুরভি-আশ্রমে রাজার স্থিতি।

সুরভি জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন জন।
রাজা বলে শুন মাতা মোর নিবেদন ॥
অবনীতে মহীপতি ছিলাম মা আমি।
শ্রীবৎস আমার নাম প্রাগদেশস্বামী ॥
আনন্দেতে করিতাম প্রজার পালন।
কত দিনে শুন মাতা দৈবের ঘটন ॥
এক দিন শনি সঙ্গে জলধিতনয়া।
মম স্থানে আসে দোঁহে বিরোধ করিয়া ॥
বিচার করিনু আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ধরি।
বিপরীত বুঝি শনি হল মম অরি ॥
রাজ্য ধন সব শনি করিল বিনাশ।
অবশেষে চিন্তা সহ আসি বনবাস ॥
বনবাসে মহাক্লেশে বঞ্চি দুই জনে।
চিন্তাকে হারানু মাতা বিপিন নির্জ্জনে ॥
সুরভি এতেক শুনি কহে রাজা প্রতি।
ভয় নাই থাক রাজা আমার বসতি ॥
যত দিন গ্রহ মন্দ আছয়ে তোমার।
তত দিন মোর হেথা থাক গুণাধার ॥
এখানে শনির ভয় নাহিক রাজন।
হেথা থাকি কর রাজা কালের হরণ ॥
পুনঃ বসুমতীপতি হবে নৃপবর।
চিন্তাসতী পাবে কত দিবস অন্তর ॥
এ বন ছাড়িয়া নাহি যাইবে কোথায়।
এক ধার দুগ্ধ আমি ভুঞ্জাব তোমায় ॥
এ বন ছাড়িয়া যদি যাও নররায়।
অবশ্য পড়িবে তুমি শনির মায়ায় ॥
রাজা বলে মাতা হয় যে আজ্ঞা তোমার।
রহিলাম যত দিন দুঃখ নহে পার ॥
এ রূপে শ্রীবৎস রায় রহিল তথায়।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের তনয় ॥
মনোরথ নন্দিনীর যত দুগ্ধ খায়।
দুধারের দুগ্ধেতে ধরণী ভিজে যায় ॥
সেই দুগ্ধে মৃত্তিকা ভিজায়ে কাদা করি।
দুই হাতে মহারাজ দুই পাট ধরি ॥
চিন্তাবতী শ্রীবৎস নৃপতি নাম স্মরি।
তাল বেতাল সিদ্ধ মনেতে বিচারি ॥
যুগ্মপাট যুক্ত করি গঠয়ে রাজন।
এরূপে কতেক পাট করয়ে রচন ॥
ঈশ্বরের ধ্যান করি কালের হরণ।
সহস্র সহস্র পাট করিল গঠন ॥
স্থানে স্থানে স্তূপাকার শত শত করি।
এমতে শ্রীবৎস বঞ্চে দিবস শর্ব্বরী ॥
কত দিনান্তরে শুন ধর্ম্ম মহাশয়।
পুনর্ব্বার পড়ে রাজা শনির মায়ায় ॥
সেই মহাজন যায় বাহিয়া তরণী।
কূলেতে থাকিয়া দেখে শ্রীবৎস আপনি ॥

মহাজন প্রতি রাজা বলিল ডাকিয়া।
শুন শুন সদাগর কূলেতে আসিয়া ॥
নৃপতির উচ্চরব শুনি মহাজন।
শীঘ্র করি কূলে তরী লইল তখন ॥
পাইয়া সাধুর আজ্ঞা নায়ের নফর।
অতি ত্বরা করি তরী চালায় সত্বর ॥
মৃদুভাষে রাজা কহে বিনয় বচন।
শুন মহাজন তুমি মোর বিবরণ ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্ব ভাগ্যবলে।
এবার হইনু নষ্ট নিজ কর্ম্মফলে ॥
কারে কি বলিব আমি কি বলিতে পারি।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা খণ্ডাইতে নারি ॥
তুমি যদি দয়া করি এই কর্ম্ম কর।
তবে ত তরিব আমি বিপদ সাগর ॥
কতগুলি স্বর্ণপাট করিয়াছি আমি।
তুলে যদি লয়ে যাও নৌকাপরে তুমি ॥
যে দেশে বাণিজ্যে তুমি করিছ পয়ান।
সেই দেশে তব সঙ্গে করিব প্রস্থান ॥
স্বর্ণপাট বেচি যদি পাই কিছু ধন।
তবে ত বিপদে তরি এই নিবেদন ॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি মহাজন।
কিঙ্করেরে আজ্ঞা করে লয়ে এস ধন ॥
রাজাকে কহিল সাধু শুন মহাশয়।
আইস আমার সঙ্গে নাহি কিছু ভয় ॥
হৃষ্ট হয়ে নরপতি উঠে নৌকাপরে।
স্বর্ণপাট বয়ে আনে যতেক নফরে ॥
তুষ্ট হয়ে সদাগর বাহিল তরণী।
কি কব শনির মায়া শুন নৃপমণি ॥
কপট পাষণ্ড বড় সেই সদাগর।
এই দুষ্টচিন্তা দুষ্ট করিল অন্তর ॥
মিলাইল যদি ধন দৈবেতে আমাকে।
ঘুচাই মনের ব্যাথা বধিয়া ইহাকে ॥
এতেক ভাবিয়া মনে দুষ্ট দুরাচারে।
রাজাকে ধরিয়া ফেলে সাগর মাঝারে ॥
যখন ধরিয়া দুষ্ট করিল বন্ধন।
ত্রাহি ত্রাহি করি রাজা করিছে স্মরণ ॥

কোথা তাল বেতাল বান্ধব দুইজন।
এ মহাবিপদে কর আমারে তারণ ॥
কোথা গেলে চিন্তাদেবী আমাকে ছাড়িয়া।
আমার দুর্গতি প্রিয়ে দেখ না আসিয়া ॥
সেই নৌকাপরে ছিল চিন্তা পতিব্রতা।
কান্দিয়া উঠিলা রাণী শুনি প্রভুকথা ॥
যখন ধরিয়া নৃপে ফেলিল সমুদ্রে।
হইল বেতাল তাল রাজচক্ষে নিদ্রে ॥
তাল রক্ষা কৈল চক্ষু বেতাল হৈল ভেলা।
ভাসিয়া নৃপতি যায় যেন রাশি তুলা ॥
সেইক্ষণে চিন্তাদেবী বালিশ যোগায়।
বালিশে আলিস রাখি নৃপ ভাসি যায় ॥
শুনহ আশ্চর্য্য কথা ধর্ম্মের তনয়।
বহুকাল জলে ভাসি সৌতিপুরে যায় ॥
সৌতিপুরে মালাকারজায়ার আশ্রমে।
আসিয়া লাগিল শুষ্ক পুষ্পের উদ্যানে ॥
বহুকাল শুষ্ক ছিল যত পুষ্পবন।
রাজ-আগমনে পুষ্প ফুটিল তখন ॥
রাজদরশনে পুনঃ জীব সঞ্চারিল।
পূর্ব্বমত সব পুষ্প বিকসিত হল ॥
অশোক কিংশুক নাগ ফুটিল বকুল।
গন্ধরাজ চাঁপা ফুটে জারুল পারুল ॥
শেফালি সেঁউতী আদি নানাজাতি ফুল।
ফুটিল যতেক পুষ্প নাহি সমতুল ॥
পুষ্পগন্ধে অলিকুল ধায় মধু আশে।
কোকিল কোকিলা গান করিছে হরিষে ॥
ষড়ঋতু আসি তথা হল উপনীত।
শর ধনু সহ কাম তথায় উদিত ॥
পূর্ব্বমত বনশোভা হইল বিস্তর।
কর্ম্মান্তর হতে মালিনী আইল ঘর ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া বড় ভাবিছে মালিনী।
ইহার কারণ কিবা কিছুই না জানি ॥
বন দেখি হৃষ্ট অতি মালীর মহিষী।
কুসুমকাননে শীঘ্র প্রবেশিল আসি ॥
একে একে নিরখিয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
হেনকালে শ্রীবৎসকে দেখিল তথায় ॥

কন্দর্প আকার এক পুরুষ সুন্দর।
মালিনী দেখিয়া কহে করি যোড়কর ॥
কোথা হতে এলে তুমি কোন মহাজন।
সত্য করি কহ বাছা মোর নিবেদন ॥
মালিনী-বিনয় শুনি তবে নৃপমণি।
কহিতে লগিল রাজা আপন কাহিনী ॥
বাণিজ্যে আইনু আমি করিতে ব্যাপার।
ডিঙ্গা ডুবি হয়ে দুঃখ হইল আমার ॥
ভাগ্য হেতু প্রাণ পাই তেঁই আসি কূল।
আমার ভাবনা মিথ্যা ভবিতব্য মূল ॥
শুনিয়া মালিনী কহে শুন মহাশয়।
থাকহ আমার ঘরে নাহি কিছু ভয় ॥
শুভগ্রহ হল তব দুঃখ অবসান।
নহে কেন নৌকা ডুবে পাইলে পরাণ ॥
আর কেহ নাহি বাপু বঞ্চি একাকিনী।
মোর গৃহে ভাগিনেয় ভাবে থাক তুমি ॥
এমনে রহিল তথা শ্রীবৎস ভূপতি।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্ম মহামতি ॥

শ্রীবৎস রাজার মালিনী আলয়ে স্থিতি।

মালিনীর বাণী শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
তুষ্ট হয়ে গেল সেই বাসে।
আয়োজন আনি দিল, নৃপতি রন্ধন কৈল,
বঞ্চে রায় কৌতুক বিশেষে ॥
এইরূপে নৃপবর, রহিল মালিনী-ঘর,
আছে রায় কেহ নাহি জানে।
শুন ধর্ম্ম মহাশয়, শুভকাল যবে হয়,
শুভ তার হয় দিনে দিনে ॥
অপূর্ব্ব বিধির কর্ম্ম, কেবা তার বুঝে মর্ম্ম,
সৃজন পালন পুনঃ পাত।
একবার হয় অংশ, আর বার করে ধ্বংস,
কর্ম্মযোগে করে যাতায়াত ॥
পুনঃ জন্মে পুনঃ মরে, এইরূপ ফিরে ফিরে,
তথাচ না বুঝে মূঢ় জন।
লোভ করে অপহরে, কুকর্ম্ম কতেক করে,
স্থির কর্ম্ম নহে একক্ষণ ॥

আশ্চর্য্য শুনহ রাজা, সেই দেশে মহাতেজা,
বাহুদেব নামে নৃপবর।
ভদ্রা নামে তাঁর কন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা,
সৌজন্যতে দ্রৌপদী দোসর ॥
রূপ গুণ বর্ণিবারে, কারশক্তি কেবা পারে,
তিলোত্তমা জিনি রূপবতী।
ক্ষমায় পৃথিবী সম, লক্ষ্মীর লক্ষণ যেন,
তপে যেন অগ্নি স্বাহাবতী ॥
জন্মাবধি কর্ম্ম তাঁর, শুন শুন গুণাধার,
হরগৌরী করে আরাধন।
কঠোর করিল যত, বিস্তারিয়া কব কত,
আরাধয়ে করি প্রাণপণ ॥
স্তবে তুষ্টা হৈমবতী, ডাকি বলে ভদ্রাবতী,
বর মাগ চিত্তে যাহা লয়।
শুনিয়া রাজার সুতা, হইল আনন্দযুতা,
প্রণমিয়া করযোড়ে কয় ॥
শুন মাতা ব্রহ্মময়ি, গতি নাই তোমা বই,
তরাইতে হবে এ দাসীরে।
বর যদি দিবে তুমি, শ্রীবৎস নৃপতি স্বামী,
এই বর দেহ মা আমারে ॥
তুষ্টা হয়ে হরপ্রিয়া, কহিলেন আশ্বাসিয়া,
তব ভাগ্যে হবে নৃপবর।
তত্ত্বকথা কহি শুন, আসিয়াছে সেই জন,
রম্ভাবতী মালিনীর ঘর ॥
তারে বরমাল্য দিয়া, সুখে ঘর কর নিয়া,
বর দিলাম বাঞ্ছামত তব।
বর পেয়ে নৃপসুতা, হইয়া আনন্দযুতা,
দেবী পূজে করিয়া উৎসব ॥
শ্রীবৎসচিন্তার কথা, আরণ্যপর্ব্বেতে গাঁথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

শ্রীবৎস রাজার সহিত ভদ্রার বিবাহ।

শুন ধর্ম্ম মহারাজ করহ শ্রবণ।
মালিনী-ভবনে বঞ্চে শ্রীবৎস রাজন ॥

মালা গাঁথি করে রাজা কালের হরণ।
ফুল ফল জলে রাজা পুজে নারায়ণ ॥
কায়মনোবাক্যে রাজা ধর্ম্ম নাহি ত্যজে।
আপনা গোপন করি রহে ধর্ম্মরাজে ॥
শুন ধর্ম্ম মহীপাল অপূর্ব্ব কথন।
ভদ্রাবতী কন্যা লয়ে শুন বিবরণ ॥
ভোজনে বসেছে বাহুদেব মহীপাল।
পরশিতে আসে ভদ্রা হাতে স্বর্ণথাল ॥
রাণী জ্ঞান করি রাজা করে পরিহাস।
কান্দিয়া কহিল ভদ্রা জননীর পাশ ॥
শুনি রাণী ক্রোধচিত্তে করেন গমন।
ভৎর্সিয়া নৃপতি প্রতি কহিছে বচন ॥
ওহে মহারাজ তুমি রাজমদে মজি।
সকল করিলে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজি ॥
পরকালবন্ধু ধর্ম্ম তাহে করি হেলা।
বিষয়ে হইলে মত্ত রাজভোগে ভোলা ॥
জান না যে মহারাজ আছয়ে শমন।
কি বোল বলিবে কালে না ভাব এখন ॥
এমন কুকর্ম্ম রাজা কেহ না আচরে।
আপনার তনয়ারে পরিহাস করে ॥
সুপাত্র আনিয়া যদি কন্যা কর দান।
চিরদিন স্বর্গভোগ বৈকুণ্ঠেতে স্থান ॥
ইহা না করিয়া তারে কর পরিহাস।
ধিক্ থাক রাজা তব জীবনে কি আশ ॥
এমন শুনিয়া রাজা রাণীর বচন।
লজ্জিত হইয়া রাজা কহিছে তখন ॥
ওহে মহাদেবি শুন আমার বচন।
মিথ্যাবাদে তুমি মোরে করহ লাঞ্ছন ॥
এত বড় যোগ্যা কন্যা আছে মম ঘরে।
এক দিন মহাদেবি না কহ আমারে ॥
আমি ধর্ম্ম হেলা নাহি করি যে কখন।
জানেন আমার মন সেই নারায়ণ ॥
আজি আমি কন্যার করিব স্বয়ম্বর।
এত বলি বাহিরে চলিল নৃপবর ॥
ডাকাইয়া পাত্র মন্ত্রী আনিয়া সকল।
সবারে কহিল আমন্ত্রহ ভূমণ্ডল ॥
ইচ্ছাবরী হইবেক আমার নন্দিনী।
আনন্দিত হল সবে এই কথা শুনি ॥
আজ্ঞা পেয়ে নিমন্ত্রণ করিল সবার।
যত দূর পাইলেক মনুষ্য সঞ্চার ॥
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক রাজগণ।
বাহুদেব রাজ্যে সবে করিল গমন ॥
নিরবধি আসে রাজা কত লব নাম।
কলিঙ্গ তৈলঙ্গ আর সৌরাষ্ট্র সুধাম ॥
দ্রাবিড় মগধমৎস্য কর্ণাট ভুপাল।
গুজরাট মহারাষ্ট্র কাশ্মীর পাঞ্চাল ॥
চতুরঙ্গ দলে আসে যত নৃপগণ।
উপযুক্ত বাসা দিল করি নিরূপণ ॥
সুস্থির হইল সবে পেয়ে রম্য স্থান।
ভক্ষ্য ভোজ্য যত দিল নাহি পরিমাণ ॥
কেবা খায় কেবা লয় কেবা দেয় আনি।
খাও খাও লও লও এইমাত্র শুনি ॥
আড়ে দীর্ঘে দশ ক্রোশ পুরী পরিমাণ।
প্রতি মঞ্চে প্রতি রাজা করে অধিষ্ঠান ॥
সবাকারে বিধিমতে পূজিল রাজন।
আনন্দ সাগর নীরে ভাসে রাজগণ ॥
নানা কথা আলাপনে বসে সর্ব্বজন।
অধিবাস হেতু রাজা করিল গমন ॥
কন্যা অধিবাস করি ষষ্ঠ্যাদি অর্চ্চন।
ষোড়শ মাতৃকা পূজা গন্ধাদি বসন ॥
অগ্নি পূজি গেল রাজা সভায় তখন।
হেথা মালিনীর মুখে শ্রীবৎস রাজন ॥
শুনিয়া দেখিব বলে বাঞ্ছা কৈল চিত্তে।
রাজকন্যা ইচ্ছাবরী হয় কোন পাত্রে ॥
সমভাব হয়ে বসে যত রাজগণ।
কদম্ব তরুর মূলে শ্রীবৎস রাজন ॥
মনোযোগ কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে করে খণ্ডন ॥
হাতে চন্দনের পাত্র মালার সহিত।
সভামধ্যে ভদ্রাবতী হল উপনীত ॥
ভদ্রার রূপের কথা বর্ণন না যায়।
তিলোত্তমা শচীদেবী তার তুল্যা নয় ॥

লক্ষ্মী অংশে জন্মি ভদ্রা আইলা অবনী।
রাজার ঋণেতে মুক্তি বাঞ্ছি নারায়ণী ॥
সভামধ্যে আসি ভদ্রা করে নিবেদন।
এ সভাতে দেব দ্বিজ আছে যত জন ॥
সকলে জানিবে যে আমার নমস্কার।
আজ্ঞা কর আমি পাই পতি আপনার ॥
এত বলি চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ।
হেনকালে শূন্যবাণী হইল তখন ॥
কদম্ব তরুর তলে তোমার ঈশ্বর।
যার লাগি কৈলে তপ দ্বাদশ বৎসর ॥
শুনি স্মিতমুখী ভদ্রা করিল গমন।
যথায় বসিয়া আছে শ্রীবৎস রাজন ॥
নিকটেতে গিয়া ভদ্রা প্রদক্ষিণ করে।
দিলেক চন্দন মাল্য চরণ উপরে ॥
দণ্ডবৎ করি ভদ্রা রহে দাণ্ডাইয়া।
যতেক সভার লোক উঠিল হাসিয়া ॥
ছিছি করি দুষ্ট রাজা নিন্দিল অপার।
শিষ্টজন কহে কর্ম্ম এই বিধাতার ॥
কাহার ইচ্ছায় কিবা পারে হইবারে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে ॥
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন।
কর্ম্মের নির্ব্বন্ধ এই জানিবে তেমন ॥
এইরূপে কথার আলাপে সর্ব্বজন।
যার যেই দেশে যাত্রা কৈল রাজগণ ॥
বাহুদেব রাজা চিত্তে অনুতাপ করি।
শীঘ্রগতি উঠি যান নিজ অন্তঃপুরী ॥
কহেন কান্দিয়া রাজা মহাদেবী স্থান।
ভদ্রার কপালে হেন কৈল ভগবান ॥
এত রাজগণ ছিল না বরিল কায়।
অন্ত্যজ দেখিয়া চিত্ত মজাইল তায় ॥
পুরুষে পুরুষে মোর রহিল অখ্যাতি।
হেন ইচ্ছা হয় মোর গলে দিই কাতি ॥
রাণী কহে মহারাজ করহ শ্রবণ।
তব চিন্তা মম চিন্তা সব অকারণ ॥
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।
তুমি আমি যত চিন্তি এ সকল মিছা ॥
হেলায় সৃজন যাঁর হেলায় সংহার।
বুঝিবে তাঁহার মায়া হেন শক্তি কার ॥
ভদ্রা তনয়ার বুদ্ধি দিয়াছেন তিনি।
চিন্তা করি কি করিব এবে তুমি আমি ॥
রাণীর প্রবোধ বাক্য শুনিয়া রাজন।
মন্ত্রীকে করিল আজ্ঞা শুন সর্ব্বজন ॥
বাহিরে আবাস করি দেহ ত ভদ্রার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দেহ শীঘ্র যে চাহি তাহার ॥
পুরীর ভিতর আর নাহি প্রয়োজন।
হয়েছে সভার মধ্যে মস্তক মুণ্ডন ॥
ভদ্রাকন্যা মুখ আমি না দেখিব আর।
বিধাতা করিল মোরে অন্তঃপুরী সার ॥
এতকাল ভগবতী করি আরাধন।
কুজাতি কুরূপ বর বরিল এখন ॥
এসব ভাবিয়া নাহি রুচে অন্ন জল।
ইচ্ছা করি আজি মরি প্রবেশি অনল ॥
লোক মাঝে মুখ দেখাইব কোন লাজে।
এ ছার জীবন মোর থাকে কোন কাজে ॥
হায় হায় বিধি কেন কৈল হেনরূপ।
ভদ্রাকন্যা লাগি এল কত শত ভূপ ॥
কারে না বরিয়া কৈল দরিদ্রে বরণ।
এমত ভাবিয়া রাজা কান্দয়ে তখন ॥
রাণী বলে মহারাজ হলে হতজ্ঞান।
কারণ করণ কর্ত্তা-সেই ভগবান ॥
হেলায় সৃজন যাঁর হেলায় সংহার।
কে বুঝিতে পারে চিত্র চরিত্র তাহার ॥
তুমি আমি কর্ম্মপাশে আছি যে বন্ধনে।
মায়ার কারণ এত চিন্তা করি মনে ॥
কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার পিতা।
অনর্থের হেতু মাত্র বিষয়কামিতা ॥
মায়া মোহ ত্যজ রাজা ধর্ম্ম কর সার।
যাহা হতে সংসার সমুদ্র হবে পার ॥
এইমতে বুঝাইয়া মহিষী রাজনে।
বাহির উদ্যানে গেল ভদ্রা সন্নিধানে ॥
দেখিল আছয়ে ভদ্রা স্বামী বিদ্যমানে।
ইষ্টলাভে মুগ্ধা নাহি চাহে কারো পানে ॥

দেখিয়া রাণীর হল অতিশয় দুঃখ।
কোলে নিয়া নিজ বস্ত্রে মুছাইল মুখ ॥
জামাতা কন্যাকে নিয়া বাহির আবাসে।
রাখিয়া মধুর ভাষে দোঁহাকারে তোষে ॥
এই গৃহে থাক ভদ্রা না ভাবিহ দুঃখ।
কত দিন গত হলে পাবে বড় সুখ ॥
গৌরী আরাধনা ফল মিথ্যা না হইবে।
কতদিন ব্যাজে ভদ্রা রাজরাণী হবে ॥
এইরূপে নন্দিনীকে তুষি মহারাণী।
ভিতর মহলে যান যথা নৃপমণি ॥
রাজা বলে মোর ভদ্রা গেল কোথাকারে।
রাণী বলে রেখে এনু বাহির মন্দিরে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য নিযোজিত করি দিল লোকে।
নিত্য নিত্য পুরী হতে নিয়া দিবে তাকে॥
এই মতে দুই জন রহিল বাহিরে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে ॥
বনপর্ব্বে অপূর্ব্ব শ্রীবৎস উপাখ্যান।
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্য জ্ঞান ॥

শ্রীবৎস রাজার সহিত চিন্তাদেবীর মিলন।

শ্রীবৎসের দুঃখ-কথা কহে যদুরায়।
পঞ্চ ভাই জিজ্ঞাসেন কাতর-হৃদয় ॥
দ্রৌপদী কহেন দেব কহ পুনর্ব্বার।
চিন্তার কি হইল গতি কেমন প্রকার ॥
কিরূপে ভদ্রারে লয়ে বঞ্চিল রাজন।
কহ দেব শুনিতে ব্যাকুল বড় মন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সবে শুন সেই কথা।
রাজগৃহে মানহীন বঞ্চে রাজা তথা ॥
পরগৃহে বঞ্চে পরগৃহেতে পালিত।
জীবনে তাহার ধিক্ মরণ উচিত ॥
কষ্টেতে বঞ্চেন রাজা দিবস রজনী।
সান্ত্বনা করেন ভদ্রা কহি প্রিয়বাণী ॥
বহুকাল গেল দুঃখ আছে অল্পকাল।
অচিরে পাইবে রাজ্য শুন মহীপাল ॥
জ্ঞানবান লোকে কভু কাতর না হয়।
স্থির হয়ে ধর্ম্ম করে ঈশ্বরে ধেয়ায় ॥

সুখ দুঃখ দেখ রায় সহযোগে কর্ম্ম।
সুখে উপার্জ্জয়ে ধর্ম্ম দুঃখেতে অধর্ম্ম ॥
ইহা বুঝি মহারাজ শান্তচিত্ত হও।
নিরবধি রাম নাম বদনেতে লও ॥
না জানহ মহাশয় আছয়ে শমন।
ইহা জানি নরপতি তত্ত্বে দেহ মন ॥
ভদ্রার বিনম্র বাক্য শুনিয়া রাজন।
অহর্নিশি করে রাজা ঈশ্বর স্মরণ ॥
এরূপে দ্বাদশ বর্ষ হল অবশেষ।
শনির ভোগান্ত গত শুভেতে প্রবেশ ॥
হেনমতে একদিন শ্রীবৎসরাজন।
ভদ্রা প্রতি কহে রায় মধুর বচন ॥
তব বাপে কহি কিছু কর্ম্ম দেহ মোরে।
ক্ষীরোদ নদীর তটে দান সাধিবারে ॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ভদ্রা মায়েরে কহিল।
রাণীর ইঙ্গিতে রাজা সেইক্ষণে দিল ॥
পাইয়া নৃপের আজ্ঞা শ্রীবৎস নৃপতি।
নদীকূলে বসে রাজা হইয়া জগাতি ॥
শত শত মহাজন নৌকা বাহি যায়।
তল্লাসী লইয়া তারে পুনঃ ছাড়ি দেয় ॥
দেখ যুধিষ্ঠির রায় দৈবের ঘটনে।
কত দিনে সেই সাধু আইসে ঐ স্থানে ॥
দেখিয়া তরণী তার শ্রীবৎস চিনিল।
আটক করিয়া তরী ঘাটেতে রাখিল ॥
নিজ জনে আজ্ঞা দিল শ্রীবৎস রাজন।
নৌকা হতে কূলে তোল আছে যত ধন ॥
আজ্ঞামাত্র স্বর্ণপাট যতেক আছিল।
তরী হতে নামাইয়া কূলে উঠাইল ॥
দেখি সদাগর গিয়া নৃপে জানাইল।
তোমার জামাতা মোর সর্ব্বস্ব লুটিল ॥
শুনি রাজা ক্রোধচিত্তে জামাতারে বলে।
কি হেতু সাধুর সব স্বর্ণ পাট নিলে ॥
শ্রীবৎস বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
সাধু নহে এই বেটা দুষ্ট মহাজন ॥
এই স্বর্ণপাট যদি করে দুইখান।
তবে ত উহার স্বর্ণ সকলি প্রমাণ ॥

শুনি সদাগরে ডাকি কহেন নৃপতি।
স্বর্ণপাট দুই খণ্ড কর শীঘ্রগতি॥
একখানি পাট যদি দুই খানি হয়।
তবে ত তোমার স্বর্ণ হইবে নিশ্চয়॥
এ কথা শুনিয়া সাধু কুঠার আনিয়া।
খুলিতে করিল যত্ন স্বর্ণপাট নিয়া॥
খুলিতে নারিল সাধু মহালজ্জা পায়।
তবে ত শ্রীবৎস রাজা কহিছে সভায়॥
খুলিতে নারিল সাধু পাইলে প্রমাণ।
আমি খুলি স্বর্ণপাট করি দুইখান॥
স্বর্ণপাট হাতে করি শ্রীবৎস রাজন।
তাল বেতালেরে তবে করেন স্মরণ॥
স্মরণ করিবামাত্র দুইখান হয়।
দেখিয়া সভার লোক মানিল বিস্ময়॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা যোড় করি কর।
কহে বাপু তুমি কেবা হও মায়াধর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিম্বা নাগ নর।
মায়া করি ভদ্রা নিতে এলে গুণাকর॥
বুঝি মোর ভদ্রার ভাগ্যের নাহি সীমা
সত্য করি কহ বাপু না ভাণ্ডিহ আমা॥
শ্বশুরের বাক্য শুনি শ্রীবৎস নৃপতি।
কহিতে লাগিল তবে মধুর ভারতী॥
শুন শুন মহারাজ মম নিবেদন।
নীচে কি উত্তম বিধি করান মিলন॥
সমানে সমানে ধাতা করান সংযোগ।
দুঃখ সুখ হয় রাজা শরীরের ভোগ॥
মৃত্যু সম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
শনির পীড়ায় আইনু তোমার নগর॥
ধাতার নির্ব্বন্ধে করি ভদ্রারে গ্রহণ।
ভয় নাহি মহারাজ নহি নীচ জন॥
শুন নরপতি তুমি মোর বিবরণ।
প্রাগদেশপতি আমি শ্রীবৎস রাজন॥
চিরদিন ধর্ম্মন্যায়ে রাজ্য পালি আমি।
দৈবের বিপাক রাজা জ্ঞাত হও তুমি॥
একদিন শনি সহ জলধিকুমারী।
দোঁহে দ্বন্দ্ব করি আসে মম বরাবরি॥
লক্ষ্মী কহে আমি পূজ্যা সকল সংসারে।
শনি বলে আমি শ্রেষ্ঠ যত চরাচরে॥
এই মত দ্বন্দ্ব করি আসি দুই জন।
আমারে কহিল কহ শ্রেষ্ঠ কোন জন॥
শুনিয়া হৃদয়ে মোর হল বড় ভয়।
কাহারে কহিব শ্রেষ্ঠ কি হবে উপায়॥
উভয়ে বলিলাম কল্য আসিহ প্রভাতে।
ইহার প্রমাণ কালি বুঝিব মনেতে॥
বিদায় হইয়া দোঁহে করিল গমন।
আমার ভাবনা হল কি করি এখন॥
কেবা ছোট কেবা বড় কহিতে না পারি।
অনেক ভাবিয়া চিত্তে অনুমান করি॥
স্বর্ণ রৌপ্য সিংহাসন করি দুইখানি।
দুইভিতে সিংহাসন মধ্যে থাকি আমি॥
সভা করি উপবিষ্ট রহিনু তথায়।
দুই জন আইলেন প্রভাত সময়॥
দোঁহে দেখি সসম্ভ্রমে বসাই ঝটিতি।
কাতর অন্তরে আমি করি বহু স্তুতি॥
তুষ্ট হয়ে দুই জন বসে সিংহাসনে।
দক্ষিণে কমলা আর শনি বসে বামে॥
আমাকে জিজ্ঞাসে দোঁহে সহাস্যবদন।
শুনিয়া উত্তর আমি করিনু তখন॥
আপনা আপনি দোঁহে ভাবি দেখ মনে
দক্ষিণেতে শ্রেষ্ঠ বলি সাধারণ বামে॥
এত শুনি ক্রোধী হয়ে শনি মহাশয়।
অল্প দোষে গুরুদণ্ড করিল আমায়॥
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রীবিচ্ছেদ হল।
মরণ অধিক দুঃখ মোরে নিযোজিল॥
শ্রীবৎস মুখেতে শুনি এ সব ভারতী।
ত্রাস্ত হয়ে বাহুরাজা উঠে শীঘ্রগতি॥
যোড়হাত করি রাজা করেন স্তবন।
ক্ষমহ আমার দোষ অজ্ঞাত কারণ॥
শুভক্ষণে ভদ্রাকন্যা কুলে উপজিল।
তাহার কারণে তোমা দরশন হল॥
সার্থক সেবিল গৌরী আমার নন্দিনী।
এত দিনে আপনাকে ধন্য করি মানি॥

ধন্য মোর কুলে ভদ্রা তনয়া হইল।
ঘরে বসি তোমা হেন রত্ন মিলাইল ॥
এত দিন আছিলাম হইয়া অস্থির।
অমৃতাভিষিক্ত আজি হইল শরীর ॥
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য কতেক আছিল।
সেই ফলে ভদ্রাকন্যা তোমারে পাইল ॥
কাতর হইয়া রাজা পড়িল ধরণী।
শ্রীবৎস কহিছে তবে শুন মম বাণী ॥
লঘুজনে এতাদৃশ নহে ত উচিত।
শীঘ্র করি মহারাজ চিন্ত মম হিত ॥
নৌকাপরে চিন্তা মম আছেন বন্ধন।
শীঘ্র করি তারে রাজা করহ মোচন ॥
শুনি বাহু নরপতি উঠে শীঘ্রগতি।
পাত্র মিত্রগণ সবে চলিল সংহতি ॥
নদীতীরে গিয়া দেখে নৌকার উপরে।
চিন্তা দেবী আছে তথা কাতর অন্তরে ॥
কহিতে লাগিল রাজা চিন্তা দেবী প্রতি।
দুঃখকাল গেল মাতা উঠ শীঘ্রগতি ॥
তোমার বিচ্ছেদে দুঃখী শ্রীবৎস রাজন।
উঠ মাতা দোঁহে গিয়া কর গো মিলন ॥
জরাযুত চিন্তা অঙ্গ দেখিয়া রাজন।
জিজ্ঞাসিল চিন্তা প্রতি তার বিবরণ ॥
পলিত গলিত কেন প্রতিব্রতা-দেহ।
জরাযুত অঙ্গ কথা বিস্তারিয়া কহ ॥
শুনি চিন্তা ধীরে ধীরে কহে মৃদুভাষে।
জরাযুত অঙ্গ কথা শুন ইতিহাসে ॥
এই সদাগর যায় বাণিজ্য করিতে।
আটক হইল তরী দৈবের দোষেতে ॥
কাঠুরে রমণীগণ যতেক আছিল।
ক্রমে ক্রমে সদাগর সবে আনাইল ॥
সকলে ছুঁইল তরী না হৈল উদ্ধার।
পশ্চাতে আমারে গিয়া ডাকে বারংবার ॥
বিস্তর বিনয় করি আমারে কহিল।
কাতর দেখিয়া মোর দয়া উপজিল ॥
দয়া করি উদ্ধারিয়া দিনু যদি তরী।
দুষ্ট দুরাচার চিত্তে দুষ্ট বুদ্ধি করি ॥
আমাকে তুলিয়া নিল নৌকার উপর।
ভয় পেয়ে মম অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
অতিভয়ে সূর্য্যদেবে করিলাম স্তুতি।
স্তবে তুষ্ট হইলেন সূর্য্য মম প্রতি ॥
আমি কহিলাম দেব মোর রূপ লহ।
জরাযুত অঙ্গ এবে মোরে দান দেহ ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে বর দিল সেইক্ষণ।
মায়া অঙ্গ দিয়া মোরে কহিল তখন ॥
স্মরণ করিবামাত্র নিজরূপ পাবে।
চিন্তা না করিহ চিন্তা মহারাণী হবে ॥
দৈব গ্রহ ঘুচিলে পাইবে নৃপবর।
কিছু দিন শুদ্ধচিত্তে ভাবহ ঈশ্বর ॥
শুন মহারাজ মম জরার ভারতী।
দুঃখ শুনি কান্দে তবে বাহু নরপতি ॥
তুমি সতী পতিব্রতা পতি-অনুরতা।
ত্রিভুবনে তব গুণ স্মরিবেক মাতা ॥
সূর্য্যের চিন্তায় চিন্তা নিজরূপ পা(ই)ল।
যেমন পূর্ব্বের রূপ তেমতি হইল ॥
রাজা কহে চতুর্দ্দোল আন শীঘ্রগতি।
চিন্তা কহে চলে যাই প্রভুর বসতি ॥
এত বলি পদব্রজে চলিলেন সতী।
যথায় উদ্বেগ চিত্তে শ্রীবৎস নৃপতি ॥
নিকটেতে গিয়া চিন্তা প্রদক্ষিণ করে।
প্রণিপাত করি কহে স্বামী বরাবরে ॥
দেখি তবে আস্তেব্যস্তে উঠিয়া রাজনে
বাম পার্শ্বে বসাইল নিজ সিংহাসনে ॥
চিরদিন বিচ্ছেদেতে ছিল দুইজন।
দোঁহার মিলনে দোঁহে আনন্দিত মন।
প্রেমাবেশে অবসন্ন হল দুই জন।
পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন বদন চুম্বন ॥
বিনোদ শয্যায় রাজা করিল শয়ন।
চিন্তা ভদ্রা পদসেবা করে দুই জন ॥
নানা হাসে নানা রসে শ্রীবৎস রাজন।
অতি আনন্দেতে করে নিশা সমাপন।
প্রভাত সময়ে বার দিয়া বাহু রাজা।
শ্রীবৎস চিন্তারে তবে করে বহু পূজা ॥

আনন্দেতে সভাতলে বসে সর্ব্বজন।
নানা শাস্ত্র আলাপন করে জনে জন ॥

পূর্ণমূর্ত্তি শনির আবির্ভাব ও শ্রীবৎস-
রাজাকে বরদান।

প্রভাতে বাহুক রাজা, লইয়া যতেক প্রজা,
বসিয়াছে সানন্দ বিধানে।
হেনই সময় শনি, করিছে আকাশ বাণী,
শুন সভাপাল সর্ব্বজনে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, সকলি আমার ভক্ষ্য,
সকলে আমারে শ্রেষ্ঠ জানে।
বিদ্যাধরী বিদ্যাধর, রাক্ষস কিন্নর নর,
সবে মানে শ্রীবৎস না মানে ॥
মনুষ্য হইয়া মোরে, অত্যন্ত অবজ্ঞা করে,
কত সব দুর্নয় তাহার।
সুরাসুর যারে ডরে, মনুষ্য অবজ্ঞা করে,
বুঝ সবে করিয়া বিচার ॥
কহিতে কহিতে শনি, আইল মরুত ভূমি,
যথা সভামধ্যে সর্ব্বজন।
আরক্ত পিঙ্গল বর্ণ, রূপ যেন তপ্ত স্বর্ণ,
পরিধান সুরক্ত বসন ॥
তেজোময় দেখি আভা, উজ্জ্বল হইল সভা,
অতি ভয় পায় সভাজন।
আস্তেব্যস্তে সর্ব্বজনে, দাণ্ডাইল বিদ্যমানে,
করযোড়ে করয়ে স্তবন ॥
তুমি সকলের সার, তোমা বিনা নাহি আর,
ত্রিভুবনে করিব পূজন।
সর্ব্ব ঘটে ভুঞ্জ তুমি, তুমি সকলের স্বামী,
নবগ্রহরূপী জনার্দ্দন ॥
আমি মূর্খ মূঢ় জন, কি জানি তোমার গুণ,
জ্ঞানহীন তোমারে না চিনি।
বারেক করহ দয়া, ত্যজিয়া কপট মায়া,
বরদাতা হও মহামানী ॥
এরূপে শ্রীবৎস ভূপ, স্তব করে বহুরূপ,
স্তবে তুষ্ট হয়ে শনি কয়।
শুন ওহে মহারাজা, করহ আমার পূজা,
আর তব নাহি কিছু ভয় ॥
দেশে যাহ নরবর, একছত্রে রাজ্যেশ্বর,
রবে দশ হাজার বৎসর।
পুত্র পাবে শত জন, কন্যারত্ন মহাধন,
অন্তে বাস বৈকুণ্ঠ নগর ॥
মম সহ করি বাদ, হল তব এ প্রমাদ,
পৃথিবীতে রহিল ঘোষণ।
যে তোমার নাম লবে, তার মনোব্যথা যাবে,
শুন ওহে শ্রীবৎস রাজন ॥
শ্রীবৎসেরে দিয়া বর, অন্তর্ধান শনৈশ্চর,
গেল শনি বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
ভবার্ণবে ভয় রাশি, বন্দনা করিল কাশী,
বনপর্ব্বে শ্রীবৎস রাজনে ॥

দুই ভার্য্যার সহিত শ্রীবৎস রাজার
স্বরাজ্যে গমন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন গদাধর।
বরদাতা হয়ে শনি গেল অতঃপর ॥
বাহু রাজা কি করিল শ্রীবৎস নৃপতি।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ লক্ষ্মীপতি ॥
যাদব কহেন রাজা কর অবধান।
বর দিয়া শনি যদি গেল নিজ স্থান ॥
আনন্দিত বাহু রাজা পুত্রের সহিত।
নট নটী আনাইয়া গা(ও)য়াইল গীত ॥
নানা বাদ্য মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে।
হাস্য পরিহাসে কেহ পাশক্রীড়া করে ॥
অস্ত্র লোফালুফি করে ধানুকী তবকী।
কেহ ভোজবিদ্যা খেলে চক্ষে দিয়া ফাঁকি ॥
বাদ্য অন্বেষণ কেহ করে কোন স্থানে।
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দ বিধানে ॥
রোপাইল সারি সারি গুবাক কদলী।
চন্দনের ছড়া দিয়া মারিলেক ধূলি ॥
দিব্য রত্ন অলঙ্কারে বেশ-ভূষা করে।
অগুরুচন্দন চুয়া পুষ্পমালা পরে ॥
যতনে পরয়ে কেহ উত্তম বসন।
কোন নারী ত্বরা করি করিল রন্ধন ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় করি আয়োজন।
কোন কোন স্থানে হয় ব্রাহ্মণ ভোজন ॥

নগরের মধ্যে এই হইল ঘোষণ ।
মালিনীর গৃহে ছিল শ্রীবৎস রাজন ॥
ধন্য বাহুরাজ-ঘরে ভদ্রা জন্মেছিল ।
যাহা হতে বাহুরাজা শ্রীবৎস পাইল ॥
এইরূপে মহানন্দে রহে সর্ব্বজন ।
কত দিন বঞ্চে তথা শ্রীবৎস রাজন ॥
একদিন প্রভাতে করিয়া স্নান দান ।
যান রাজা সানন্দে শ্বশুর সন্নিধান ॥
করযোড় করি কহে শ্রীবৎস রাজন ।
অবধান কর রায় মোর নিবেদন ॥
আজ্ঞা কর নিজ দেশে করিব গমন ।
বহুদিন দেখি নাই জ্ঞাতি বন্ধুগণ ॥
বাহুরাজা কহে বাপু কি কথা কহিলে ।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে বিধি তোমারে মিলালে ॥
এই রাজ্যে রাজা তাত হইবে আপনি ।
কি কারণে হেন কথা কহ বাপু তুমি ॥
রাজা কহে যত কহ স্নেহের কারণ ।
অদ্য আমি নিজরাজ্যে করিব গমন ॥
নিশ্চয় বুঝিয়া মন বাহু নৃপবর ।
সারথিরে আজ্ঞা তবে করিল সত্বর ॥
আজ্ঞামাত্র সারথি চলিল শীঘ্রগতি ।
রথ সাজি সেইক্ষণে আনিল সারথি ॥
রাজা বলে সৈন্যগণ সাজ সর্ব্বজন ।
শ্রীবৎস কহিল রায় নাহি প্রয়োজন ॥
দক্ষিণ সমুদ্র পার আমার বসতি ।
সৈন্য সেনা কেমনে যাইবে ঘোড়া হাতী
রাজা বলে কেমনে যাইবে তুমি তথা ।
শ্রীবৎস বলিল রাজা উপায় দেবতা ॥
তাল বেতালেরে রাজা করিল স্মরণ ।
স্মরণমাত্রেতে তারা আসে দুই জন ॥
হাসিয়া কহিল দোঁহে কি আজ্ঞা করহ ।
শ্রীবৎস কহিল মোরে নিজ রাজ্যে লহ ॥
শ্বশুরে প্রণাম করি উঠে রথোপরে ।
চিন্তা ভদ্রা বলি নৃপ ডাকিল সত্বরে ॥
জনক জননী পদে বিদায় মাগিল ।
চিন্তা ভদ্রা দোঁহে আসি রথে আরোহিল
চূড়ায় বসিল তাল বেতাল সারথি ।
বায়ুবেগে যায় রথ সুললিত গতি ॥
নিমেষে উত্তরে দশ হাজার যোজন ।
রাজা কহে কহ তাল এই স্থান কোন ॥
তাল কহে ঐ দেখ সুরভি-আশ্রম ।
কহিতে কহিতে পায় কাঠুরে ভবন ॥
তাল কহে মহারাজ কর অবধান ।
পোড়া মৎস্য জলে গেল দেখ সেই স্থান ॥
ভাঙ্গা নায় শনি আসি কাঁথা হরে নিল ।
নিমেষেতে সেই স্থান পশ্চাত হইল ॥
ক্রমেতে পাইল আসি আপন ভবন ।
তাল কহে নিজ রাজ্যে আইলা রাজন ॥
রথ হতে রাজা রাণী নামি তিন জন ।
পদব্রজে ধীরে ধীরে করেন গমন ॥
শুনিল নগরলোক আইল রাজন ।
মৃত শরীরেতে যেন পাইল জীবন ॥
বাম পার্শ্বে দুই রাণী সিংহাসনে রাজা ।
পাত্র মিত্র সবে আসি করিলেক পূজা ॥
পূর্ব্বের সুহৃদ বন্ধু যতেক আছিল ।
ক্রমেতে আসিয়া সবে একত্র হইল ॥
বান্ধব সানন্দ নিরানন্দ রিপুগণ ।
পূর্ব্বমত রাজা রাজ্যে করেন শাসন ॥
চিন্তা ভদ্রা দুই রাণী পরম সুশীলা ।
ক্রমে ক্রমে শত পুত্র দোঁহে প্রসবিলা ॥
দুই রাণী-গর্ব্ভে জন্মে দুই কন্যা ধন ।
অমৃতেতে অভিষিক্ত হইল রাজন ॥
বহুকাল রাজ্য করে শ্রীবৎস রাজন ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে যত না যায় বর্ণন ॥
রাজসূয় অশ্বমেধ করে বারবার ।
দানেতে দরিদ্র কেহ না রহিল আর ॥
দীর্ঘকাল রাজ্য করি পরম কৌতুকে ।
অন্তকালে রাণী সহ গেল বিষ্ণুলোকে ॥
অতএব যুধিষ্ঠির করি নিবেদন ।
দৈবাধীন কর্ম্মে শোক করা অকারণ ॥
শ্রীবৎস-চরিত্র আর শনির মাহাত্ম্য ।
যেবা শুনে যেবা পড়ে সে হয় পবিত্র ॥

কদাচ শনির বাধা তাহার না হয় ।
শাস্ত্রেয় বচন এই নাহিক সংশয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রস্থান ।

এত বলি জগন্নাথ মাগেন মেলানি ।
সবারে সম্ভাষা করিলেন চক্রপাণি ॥
সুভদ্রা সৌভদ্র দোঁহে সঙ্গেতে করিয়া ।
দ্বারকা গেলেন হরি রথ চালাইয়া ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন লয়ে ভাগিনেয় পঞ্চজন ।
সসৈন্য পাঞ্চাল দেশে করিল গমন ॥
আর যেই দুই ভার্য্যা পাণ্ডবের ছিল ।
নিজ নিজ ভ্রাতৃসহ ভ্রাতৃদেশে গেল ॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান ।
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান ॥

পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে গমন ও মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন ।

দ্বারকা নগরে চলিলেন যদুপতি ।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন ভ্রাতৃগণ প্রতি ॥
দ্বাদশ বৎসর আমি নিবসিব বনে ।
যোগ্যস্থান দেখ যথা বঞ্চি হৃষ্টমনে ॥
বহু মৃগ পক্ষী থাকে ফল পুষ্পরাশি ।
সজল সুস্থল যথা আছে সিদ্ধ ঋষি ॥
অর্জ্জুন বলেন সব তোমাতে গোচর ।
মুনিগণ হতে তুমি জ্ঞাত চরাচর ॥
দ্বৈত নামে মহাবন অতি মনোরম ।
সাধু সিদ্ধ ঋষি আদি মুনির আশ্রম ॥
তথায় চলহ সবে যদি লয় মন ।
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
নিজ নিজ যানারোহে চলেন পাণ্ডব ।
সঙ্গেতে চলিল সবে যত মুনি সব ॥
দ্বৈত কাননের গুণ না হয় বর্ণনা ।
গন্ধর্ব্ব চারণ থাকে মুনি অগণনা ॥
তমাল কদম্ব তাল শিরীষ পিয়াল ।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর জম্বু আম্র সুরসাল ॥
পারিজাত বকুল চম্পক কুরুবক ।
নানা জাতি পশু হস্তীগণ মরুবক ॥

ময়ূর কোকিল আদি পক্ষী সদা ভ্রমে ।
ষড়ঋতুযুক্ত বন লোক মনোরমে ॥
দেখিয়া উল্লাসযুক্ত পাণ্ডবের মন ।
আশ্রম করিল তথা সব মুনিগণ ॥
সেই বনে যত ছিল তাপস ব্রাহ্মণ ।
যুধিষ্ঠিরে আসি সবে করে সম্ভাষণ ॥
হেনকালে আলে মার্কণ্ডেয় মুনিবর ।
জ্বলদগ্নি সম তেজ দিব্য জটাধর ॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির দিলেন আসন ।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া হাসিল তপোধন ॥
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত কহেন ভূপতি ।
কি হেতু হাসিলা কহ মুনি মহামতি ॥
সব ঋষিগণ দুঃখী দেখিয়া আমারে ।
তোমার কি হেতু হাস্য না বুঝি অন্তরে ।
মন্দ হাস্য করি মুনি বলেন তখন ।
যে হেতু হইল হাস্য শুনহ রাজন ॥
তুমি যেন মহারাজ ভার্য্যার সংহতি ।
সর্ব্বভোগ ত্যজি বনে করিলে বসতি ॥
এইরূপে পূর্ব্বে রাম রঘুর নন্দন ।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ ॥
পিতৃসত্য পালিবারে করি বনবাস ।
অবহেলে দশস্কন্ধে করিলেন নাশ ॥
অপ্রমেয় বল রাম অপ্রমেয় গুণ ।
সত্যে বিচলিত নাহি হন কদাচন ॥
তিন পুর জিনিবারে ইঙ্গিতেতে পারে ।
সত্যের কারণে শিরে জটাভার ধরে ॥
তাদৃশ দেখি যে রাজা তুমি সত্যবাদী ।
মহাবল ধর্ম্মবন্ত সর্ব্বগুণনিধি ॥
তথাপি বনেতে দুঃখ সত্যের কারণ ।
বিধির নিযুক্ত নাহি খণ্ডে মহাজন ॥
যখন যে ধাতা আনি করয়ে সংযোগ ।
ধর্ম্ম বুঝি সাধু জন তাহা করে ভোগ ॥
বলে শক্ত হলে সত্য নাহিক ত্যজিবে ।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কভু না লঙ্ঘিবে ॥
বড় বড় মত্ত হস্তী পর্ব্বত আকার ।
পরাক্রমে দলিবারে পারয়ে সংসার ॥

তথাপিহ পশু হয়ে বিধিবশ থাকে।
কিমতে খণ্ডিতে পারে তোমা হেন লোকে
ধন্য মহারাজ তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
তোমার গুণেতে পূর্ণ হল ত্রিভুবন ॥
এত বলি মুনিরাজ আশীষ করিয়া।
আপন আশ্রম প্রতি গেলেন চলিয়া ॥(২)
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

দ্রৌপদীর পরিতাপ বাক্য।

দ্বৈত বনমধ্যে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
ফল মূলাহার জটা বাকল ভূষণ ॥
এক দিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাষে ॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন ॥
কিছুমাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে।
এ হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে ॥
কঠিন হৃদয় তার লোহাতে গঠিল।
তিলমাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল ॥
তোমার এ গতি কেন হল নরপতি।
সহনে না যায় মোর সন্তাপিত মতি ॥
রত্নে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে।
এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে ॥
কস্তূরী চন্দনেতে লেপিত কলেবর।
এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর ॥
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী সহিত থাক তপস্বীর বেশে ॥
লক্ষ লক্ষ রাজা যার স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে।
এবে ফলমূল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে ॥
এই সব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান।
ইহা সবা প্রতি নাহি কর অবধান ॥
মলিন বদন ক্লিষ্ট দুঃখেতে দুর্ব্বল।
হেঁটমুখে সদা থাকে ভীম মহাবল ॥
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুঃখ।
সহনে না যায় মম ফাটিতেছে বুক ॥
ভীম সম পরাক্রমে নাহি ত্রিভুবনে।
ক্ষণমাত্রে সংহারিতে পারে কুরুগণে ॥
সকল ত্যজিল রাজা তোমার কারণ।
কিমতে এ সব দুঃখ দেখহ রাজন ॥
এই যে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান
যাহার প্রতাপে সুরাসুর কম্পমান ॥
পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর।
রাজসূয়ে খাটাইল করিয়া কিঙ্কর ॥
দুঃখ চিন্তা করে সদা মলিন বদনে।
ইহা দেখি রাজা তাপ নাহি তব মনে ॥
সুকুমার মাদ্রীসুত দুঃখী অধোমুখ।
ইহা দেখি তব রাজা নাহি জন্মে দুঃখ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্বসা আমি দ্রুপদনন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী ॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্ময়।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয় ॥
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি নাহি হেন জন।
তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয়-লক্ষণ ॥
সময়েতে যেই বীর তেজ নাহি করে।
হীন জন বলে রাজা তাহারে প্রহারে ॥
এই অর্থে পূর্ব্বে রাজা আছয়ে সম্বাদ।
বলি দৈত্যপতি প্রতি বলিছে প্রহ্লাদ ॥
করযোড়ে বলি জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
ক্ষমা তেজ উভয়ের ভাল কারে কহে ॥
সর্ব্বধর্ম্ম অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি।
কহিতে লাগিল শাস্ত্রমত পৌত্র প্রতি ॥
সদা ক্ষমী না হইবে সদা তেজোবন্ত।
সদা ক্ষমা করে তার দুঃখে নাহি অন্ত ॥
শত্রুর আছুক কার্য্য মিত্র নাহি মানে।
অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে ॥
কার্য্যে অবহেলা করে নাহি কিছু ভয়।
যথাস্থানে যাহা করে ক্রমে হয় লয় ॥
বলে অন্তে হরি লয় তার ভার্য্যাগণ।
অতি ক্ষমাশীল দেখি করয়ে হেলন ॥
অতি ক্ষমাশীল দেখি ভার্য্যা নাহি মানে।
সে কারণে সদা ক্ষমা ত্যজে বুধগণে ॥

দোষমত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে।
মহাক্লেশ পায় যেই সদা ক্ষমা করে॥
ক্ষমার কারণ তবে শুন নরপতি।
একবার করে ক্ষমা মূর্খ জন প্রতি॥
নির্ব্বুদ্ধি অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার।
দুইবার দোষ কৈলে দণ্ড দিবে তার॥
দুইবারে ক্ষমা কেহ না করে রাজন।
কত দোষ তোমার না কৈল দুর্য্যোধন॥
সে কারণে ক্ষমা রাজা না কর তাহারে।
তেজকালে কর তেজ ক্ষমা ফেল দূরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে ইহা বিনা নাহি আন॥

যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী সম্বাদ।

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
করেন উত্তর তার ধর্ম্মশাস্ত্র নীতি॥
ক্রোধ সম পাপ দেবি নাহিক সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হলে বলে॥
আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি॥
সে কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধ যে লোক তাকে সর্ব্বলোকে পূজে।
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥
জপ তপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ।
রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল সৃজন॥
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে।
ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে॥
সময়েতে তেজ দেখাইবে সমুচিত।
ক্রোধে মহাপাপ না করিবে কদাচিত॥
ক্ষমা সম ধর্ম্ম দেবি অন্য ধর্ম্ম নয়।
পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনি করিল নির্ণয়॥
অষ্টাঙ্গ বেদাঙ্গ যজ্ঞ মহাদান ধ্যান।
ক্ষমাময় জনের সর্ব্বদা দীপ্যমান॥

পৃথিবীকে ধরিয়াছে ক্ষমাবন্ত জনে।
আমা সম জন ক্ষমা ত্যজিবে কেমনে॥
সে হেতু দ্রৌপদী সদা ত্যজ ক্রোধ মন।
শত অশ্বমেধ ফল অক্রোধী যে জন॥
দুর্য্যোধন না ক্ষমিল আমি না ক্ষমিব।
এইক্ষণে কুরুবংশ সকল মজাব॥
কুরুবংশ দেখ দেবী মম পুণ্যভার।
মম ক্রোধ হলে বংশ হইবে সংহার॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি বুঝাইবে সবে।
সবাকার দুর্য্যোধন নহিবেক যবে॥
আপনার দোষে তারা হইবে সংহার।
পূর্ব্বে করিয়াছি আমি এমন বিচার॥
কৃষ্ণা বলে সেই বিধাতারে নমস্কার।
যেই জন হেন রূপ করিল সংসার॥
সেই জন যাহা করে সেই মত হয়।
মনুষ্যের শক্তিবলে কিছু সাধ্য নয়॥
যজ্ঞ দান তপ ব্রত বহু আচরিলে।
দ্বিজসেবা দেবপূজা কতই করিলে॥
ধিক্ ধিক্ বিধি তার কৈল হেন গতি।
ধর্ম্ম হেতু পঞ্চ ভাই পাইলে দুর্গতি॥
ধর্ম্ম হেতু সব ত্যজি আইলে বনেতে।
চারি ভাই আমাকেও পারহ ত্যজিতে॥
তথাপিহ ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবে রাজন।
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন॥
যেই জন ধর্ম্ম রাখে তারে ধর্ম্ম রাখে।
নাহিক সন্দেহ শুনিয়াছি ব্যাসমুখে॥
তোমারে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণে।
এইত বিস্ময় খেদ হয় মম মনে॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্ব-ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার॥
শ্রেষ্ঠ জন হীন জন দেখহ সমান।
সহাস্যবদনে সদা কর নানা দান॥
লক্ষ লক্ষ বিপ্রগণ স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে।
আমি করি পরিচর্য্যা সেবা হেতু দ্বিজে॥
দিতাম সুবর্ণপাত্র দ্বিজে আজ্ঞামাত্রে।
এখন বনের ফল ভুঞ্জ বনপত্রে॥

রাজসূয় অশ্বমেধ সুবর্ণ গো সব।
আর সব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব॥
সে সব করিতে বুদ্ধি হইল তোমায়।
সর্ব্বস্ব হারিলে রাজা কপট পাশায়॥
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে॥
এখন সে ধর্ম্ম তুমি করিবে কেমনে।
রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে॥
ধিক্ বিধাতারে এই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল আজন্ম॥
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥
যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণা উত্তম কহিলে।
কেবল কহিলে দোষ ধর্ম্মেরে নিন্দিলে॥
আমি যত কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
যাহা করি সমর্পি যে ঈশ্বরের ঠাঁই॥
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফললোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
লোভে পুনঃপুনঃ পড়ে নরক দুস্তরে॥
এই ত সংসারসিন্ধু ঊর্ম্মি কত তায়।
হেলে তরে সাধু-জন ধর্ম্মের নৌকায়॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে।
ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে॥
ধর্ম্মফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্ম গর্ব্ব করে।
ধর্ম্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম্ম আচরে॥
এই সব জনগণ পশু মধ্যে গণি।
বৃথা জন্ম যায় তার পায় পশুযোনি॥
ধর্ম্মশাস্ত্র বেদনিন্দা করে যেইজন।
তির্য্যগের মধ্যে তারে করয়ে গণন॥
পুনঃপুনঃ তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম হয়।
নরক হইতে তার কভু পার নয়॥
শিশু হয়ে ধর্ম্মচর্য্যা করে যেই জন।
বৃদ্ধের ভিতর তারে করয়ে গণন॥
প্রত্যক্ষে দেখহ কৃষ্ণা ধর্ম্ম যাহা কৈল।
সপ্ত বৎসরের আয়ু মার্কণ্ডেয় ছিল॥
ধর্ম্মবলে সপ্ত কল্প জীয়ে মুনিরাজ।
আর যত দেখ মুনি ঋষির সমাজ॥
মুখে যাহা কহে তাহা হয় সেইক্ষণে।
ধর্ম্মবলে ভ্রমিবারে পারে ত্রিভুবনে॥
ইন্দ্র চন্দ্র নক্ষত্রাদি যত স্বর্গবাসী।
ধর্ম্ম আচরিয়া সবে স্বর্গমধ্যে বসি॥
তপ জপ যজ্ঞ দান ব্রত শ্রেষ্ঠাচার।
বাঞ্ছা না করিলে নাহি ফল পায় তার॥
আমারে বলিলে তুমি সদা কর ধর্ম্ম।
আজন্ম আমার দেবি সহজ এ কর্ম্ম॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব গেল যেই পথে।
মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে॥
তুমি বল বনে ধর্ম্ম করিবে কেমনে।
যথাশক্তি তত আমি করিব কাননে॥
অন্য পথ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তার।
ধর্ম্ম নিন্দা কৈলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি আর॥
হর্ত্তা কর্ত্তা ধাতা যেই সবার ঈশ্বর।
যাঁহার সৃজন এই যত চরাচর॥
আমি কোন কীট তাঁরে অমান্য করিতে।
ভ্রম নাহি আমার ইহাতে কোন মতে॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীদাস কহে সদা শুনে সাধু নর॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি।

দ্রৌপদী বলেন রাজা কর অবধান।
আর কিছু নিবেদন আছে তব স্থান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি জনকের গৃহে।
দ্বিজ এক কৈল ইন্দ্র গুরু যাহা কহে॥
সংসারেতে যত দেখ কর্ম্মভোগ করে।
কর্ম্ম অনুসারে ধাতা ফল দেয় তারে॥
সে কারণে কর্ম্ম রাজা অবশ্য কর্ত্তব্য।
কর্ম্ম না করিলে কোথা হতে হয় লভ্য॥
কর্ম্ম নাহি করিলে স্থাবর মধ্যে গণি।
স্থাবরের শক্তি কর্ম্ম নহে নৃপমণি॥
পশু পক্ষী আদি যত কৃতকর্ম্ম ভুঞ্জে।
সবে কর্ম্ম অনুগত দেখ মহারাজে॥

মাতৃ স্তনপান হতে কর্ম্মেতে প্রবেশে।
ফলে বা না ফলে কর্ম্ম করে ফল আশে ॥
কর্ম্ম নাহি করে আর গৃহে বসি খায়।
সমুদ্র প্রমাণ দ্রব্য থাকিলে যে যায় ॥
কোটি কোটি জনে দ্রব্য পায় আচম্বিতে।
বিনা কর্ম্মে নহে সেই পূর্ব্ব কর্ম্মার্জ্জিতে॥
যে জন যেমতে করে শুভাশুভ কর্ম্ম।
বিধাতা তাহারে ফল দেন জন্ম জন্ম ॥
বান্ধিয়া ভুঞ্জায় ধাতা কর্ম্মেতে থাকিলে।
কাষ্ঠ হতে অগ্নি যেন তৈল হয় তিলে ॥
ত্রিবিধ প্রকার কর্ম্ম করয়ে সংসারে।
কর্ম্ম অনুসারে ফল না হয় তাহারে ॥
পূর্ব্বে লোক যে করিল অবশ্য করিবে।
ভক্ষ্য পান শয়নাদি আলস্য ত্যজিবে ॥
এত যে নৃপতি কর্ম্ম করিলে এখন।
ইথে কোন ফলসিদ্ধি করিবে রাজন ॥
এই চারি ভাই তব কর্ম্মে ন্যূন নয়।
এই সবাকার কর্ম্ম করিলে কি হয় ॥
তোমার কর্ম্মেতে চারি ভাই অনুগত।
এ সব কৃষক তুমি জলধর মত ॥
চষিয়া কৃষক যেন বীজ তায় ফেলে।
কহ শুনি মহারাজ কি কর্ম্ম করিলে ॥
বিধির সৃজন আর কহে মুনিগণ।
যার যেবা ধর্ম্মনীতি করি আচরণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের বাক্য।

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ভীম ক্রুদ্ধতর।
করেন ধর্ম্মের প্রতি কর্কশ উত্তর ॥
শুন মহারাজ আমি করি নিবেদন।
বীর পুরুষের ধর্ম্ম ত্যজ কি কারণ ॥
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্ম তেজ দেখাইবে।
ভুজবলে রিপু জিনি পৃথিবী ভুঞ্জিবে ॥
পররাজ্যে আছ তুমি নিজ রাজ্য ত্যজি
কি কর্ম্ম করিবে বনে তরুগণ ভজি ॥
তুমি ত করিলে রাজ্য লইল সে জিনি।
কোন ধর্ম্মবলে নিল কহ দেখি শুনি ॥
বড়পণে নিল কিবা বলিষ্ঠ তোমায়।
অধর্ম্মে নিলেক রাজ্য কপট পাশায় ॥
লেশমাত্র ধর্ম্মে তব ছন্ন হল জ্ঞান।
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মে নৃপতি না কর অবধান ॥
আমি জীতে তোমার বিভব অন্যে লয়।
সিংহ-ভক্ষ্য মাংস যেন শৃগালেতে খায় ॥
মম দ্রব্য লয়ে কেবা বাঁচয়ে মানুষে।
দিক্‌পাল সহায় করিয়া যদি আইসে ॥
কহ দেখি কোন রাজা করিছে সন্ন্যাস।
কেবা হীন কর্ম্ম এই করে বনবাস ॥
তুমি যে করিলে ক্ষমা সেই দুষ্ট জনে।
তব মনে হীন শক্তি তেঁই এলে বনে ॥
ইহা হতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ হয় শতগুণে।
শত্রুগণ হাসে রাজা নাহি সহে প্রাণে ॥
ধর্ম্ম হেন বুঝ রাজা তব আচরণ।
ধর্ম্ম নহে ইহা বড় অধর্ম্ম গণন ॥
ভ্রাতৃ বন্ধু অনুগত যাহে দুঃখী হয়।
হেন কর্ম্ম আচরণ কভু ভাল নয় ॥
কুটুম্ব পালিত জন কে করে পালন।
অনুব্রত কর্ম্ম করে সংসারী যেমন ॥
পিতৃগণ নিন্দা করি পায় বহু তাপ।
সেই দোষে হয় তার ব্রহ্মহত্যা পাপ ॥
প্রথমে কামনা ধন দ্বিতীয়ে অর্জ্জন।
তৃতীয়ে সঞ্চয় ধন কহে মুনিগণ ॥
ধন হতে ধর্ম্ম হয় যজ্ঞ দান পূজা।
তীর্থ সেবি ভিক্ষায় কি কর্ম্ম হবে রাজা ॥
কহ রাজা এই কর্ম্ম সম্মত কাহার।
গোবিন্দের মত কিবা দ্রুপদরাজার ॥
অর্জ্জুন সম্মতি কিবা করিল নৃপতি।
আমা আদি করি ইথে কাহার পীরিতি ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম নহে এই দ্বিজ আচরণ।
ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে অরি করিবে নিধন ॥
দুষ্টকর্ম্মা দুষ্টবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন।
তাহারে মারিলে পাপ নাহিক রাজন ॥

তাহারে মারিলে যদি কিছু পাপ হয়।
যজ্ঞ দান করিয়া খণ্ডাব মহাশয় ॥
আজ্ঞা কর নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
এক্ষণে পৃথিবী দিব শত্রুকে মারিয়া ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশী কহে সুখ নাহি ইহার সমান ॥

ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ-বাক্য।

যুধিষ্ঠির বলে ভীম কহিলে প্রমাণ।
পীড়িলে আমারে তুমি দিয়া বাক্যবাণ ॥
আমা হতে দুঃখেতে পড়িলে তোমা সব।
আমা হেতু সহিলে শত্রুর পরাভব ॥
ক্রোধের সমান শত্রু নাহিক সংসারে।
ক্রোধ হলে ভাল মন্দ বিচার না করে ॥
মায়াবী শকুনি সহ খেলিনু যখন।
যত হারি ক্রোধ করি তত করি পণ ॥
না হল আমার শক্তি নিবৃত্ত হইতে।
আগু পাছু বিচার না করিলাম চিতে ॥
এত অপকর্ম্ম করিবেক দুর্য্যোধন।
আমার এতেক জ্ঞান না হল তখন ॥
যত অপমান কৈল সাক্ষাতে দেখিলে।
মম হেতু স্থির হৈয়া সকল সহিলে ॥
দ্বাদশ বৎসর বনবাস করি পণ।
অজ্ঞাত বৎসর এক জান ভ্রাতৃগণ ॥
হারিয়া কাননে আমি করিনু প্রবেশ।
কোন মুখে পুনর্ব্বার যাব আমি দেশ ॥
কুরুসভা মধ্যে যাহা করেছি নির্ণয়।
অন্যথা করিতে তাহা মম শক্তি নয় ॥
মম বাক্যে সবে যদি আছ অবস্থিত।
তবে হেন করিবারে না হয় উচিত ॥
বনে ক্রোধ করিবারে যদি ছিল মন।
সেই কালে না করিলে কিসের কারণ ॥
পাশার সময় যবে পরীক্ষা লইলে।
তাহে পরাভব হয়ে কি হেতু ক্ষমিলে ॥
পুনঃ বনবাস পুনঃ খেলিবার কালে।
তখন আমারে কেন ক্ষান্ত না করিলে ॥

সময়ে না করি কর্ম্ম অসময়ে চাহ।
অকারণে বাক্যবাণে আমারে পোড়াহ ॥
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি।
তথাপিহ সত্য আমি ত্যজিবারে নারি ॥
রাজ্যলোভে সত্য আমি করিব লঙ্ঘন।
অপযশ অধর্ম্ম ঘুষিবে ত্রিভুবন ॥
রাজ্য ধন পুত্র আদি বহু যজ্ঞ দান।
সত্যের কলায় নহে শতাংশ সমান ॥
পুরুষ হইয়া যার বাক্য সত্য নয়।
ইহ লোকে তারে কেহ না করে প্রত্যয় ॥
অন্তকালে হয় তার নরকেতে গতি।
ইহা জানি ভ্রাতৃগণ স্থির কর মতি ॥
কাল কাটি পুনরপি লব রাজ্যভার।
কষ্টেতে সুজন ভ্রষ্ট নহে সত্যাচার ॥
নৃপতির বাক্য শুনি বলে বৃকোদর।
হেন নীতি করে রাজা দীর্ঘজীবী নর ॥
নির্ণয় করিয়া যেবা নিজ আয়ু জানে।
সে জন কদাচ বর্ত্তে এই আচরণে ॥
নিরন্তর কালচক্র ভ্রমিছে উপর।
জলবিম্ব সম দেখি নর-কলেবর ॥
বৎসরের প্রায় এক দিবস কাটিয়া।
দ্বাদশ বৎসর রব এ কষ্ট পাইয়া ॥
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব কোন মতে।
মহেন্দ্র পর্ব্বত চাহ তৃণে লুকাইতে ॥
আমারে কে নাহি জানে পৃথিবী ভিতর।
বাল বৃদ্ধ যুবা মধ্যে খ্যাত বৃকোদর ॥
অর্জ্জুনেরে কিরূপে লুকাবে নৃপবর।
হস্ত দিয়া আচ্ছাদিতে চাহ দিনকর ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কিরূপে লুকাবে।
কদাচিত ইহা হতে যদি পার পাবে ॥
সাম্যেতে কদাচ রাজ্য না দিবে দুরন্ত।
আমি হই হীনবল সে যে বলবন্ত ॥
তখন উপায় রাজা কি করিবে তার।
শত্রু বৃদ্ধি হেতু রাজা বিচার তোমার ॥
হীনবল হলে শত্রু তারে নাহি ক্ষমে।
উপায় করয়ে সদা নিজ পরাক্রমে ॥

শক্তিমন্ত হয়ে যদি না করে উপায়।
লোকে কাপুরুষ বলে বৃথা জন্ম যায়॥
সত্যহেতু মনে যদি করহ নিশ্চয়।
আছয়ে উপায় তার শাস্ত্রে হেন কয়॥
সোম্‌পুতিকার মত কহে মুনিগণ।
এক মাসে বৎসরেক করিবে গণন॥
ত্রয়োদশ মাস রহি বনের ভিতরে।
উপায় করহ রাজা শত্রু মারিবারে॥
ভীমের বচন শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
স্তব্ধ হয়ে ক্ষণকাল চিন্তে মহামতি॥
রাজা বলে ভীম যাহা করিলে বিচার।
কপট এ ধর্ম্ম চিত্তে না লয় আমার॥
মেরুসম ধর্ম্ম আমি লঙ্ঘিব কেমনে।
কভু নহে বৈরিজয় পাপ আচরণে॥
অন্য অরি নহে যারে যম করে ভয়।
তিন লোক বিজয়ী যে আছয়ে দুর্জ্জয়॥
মদগর্ব্বে অহঙ্কারী ক্রোধ সদাকাল।
হেন জনে বিধাতা করিল মহীপাল॥
ভুবন ভিতরে যত জন ধরে ধনু।
অভেদ্য কবচে যার আরোপিল তনু॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য এই তিন জন।
তাহারে যেমন ভাবে আমারে তেমন॥
তথাপি সবাই বশ হল দুর্য্যোধনে।
বহু মান্য পূজা সদা নিকটে সেবনে॥
আর যত মহারাজ আছে বলবান্‌।
মম স্থান হতে প্রীতি পায় তার স্থান॥
সবে প্রাণ দিবে দুর্য্যোধনের কারণে।
কেমনে মারিবে তুমি হেন দুর্য্যোধনে॥
এই চিন্তা সদা মম হয় রাত্রি দিনে।
কিমতে লইব রাজ্য ভাবিতেছি মনে॥
এই সে কারণে মম ভাবনা হৃদয়।
বিনা সখা দুর্য্যোধন না হয় বিজয়॥
ধর্ম্ম সখা বিনা নহে সমরে বিজয়।
বেদের লিখন যথা ধর্ম্ম তথা জয়॥
হেন ধর্ম্ম ত্যজিয়া অধর্ম্ম আচরিলে।
কহ ভীম শত্রু জয় হইবে কি ভালে॥
ভুজগর্ব্ব বলে তুমি কর অহঙ্কার।
সাহসিক কর্ম্ম সেই নহে সুবিচার॥
সুমন্ত্রণা সুবিক্রম গুপ্তে রাখে মনে।
দেবতা প্রসন্ন হলে তবে শত্রু জিনে॥
এত শুনি বৃকোদর হইল বিমন।
ক্রোধেতে নিশ্বাস বহে প্রলয় পবন।
যুধিষ্ঠির ভীম সহ কথার সময়।
আইলেন তথা সত্যবতীর তনয়॥
মহাভারতের কথা জ্ঞানের প্রকাশ।
শ্রবণে অধর্ম্ম হরে কহে কাশীদাস॥

অর্জ্জুনের শিব আরাধনার্থ হিমালয়ে গমন।

ব্যাসেরে করেন পূজা পাণ্ডুপুত্রগণে।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি বসেন আসনে॥
যুধিষ্ঠির প্রতি তবে কহে মুনিবর।
শত্রুগণে ভয় তব হয়েছে অন্তর॥
তোমার হৃদয়তত্ত্ব জানিলাম আমি।
সে কারণে হেথা আইলাম শীঘ্রগামী॥
শত্রুর যে ভয় তাহা ত্যজ নৃপবর।
আমি যাহা বলি তাহা করহ সত্বর॥
অশুভ সময় গেল হইল সুকাল।
এক বিদ্যা দিব আমি লহ মহীপাল॥
এই বিদ্যা হতে হবে শিব দরশন।
তোমারে সদয় হইবেন ত্রিলোচন॥
নরঋষি মূর্ত্তি তব ভাই ধনঞ্জয়।
এই মন্ত্র বলে ক্ষিতি করিবে বিজয়॥
এ বন ত্যজিয়া রাজা যাহ অন্য বন।
এক স্থানে বহু বধ হয় মৃগগণ॥
বনে এক ঠাঁই বসি কোন কর্ম্ম নাই।
তীর্থ দরশন করি ভ্রম ঠাঁই ঠাঁই॥
এত বলি একান্তে লইয়া মহামতি।
যুধিষ্ঠিরে দেন বিদ্যা নাম প্রতিস্মৃতি॥
মন্ত্র দিয়া মুনিরাজ গেলেন স্বস্থান।
মন্ত্র পেয়ে যুধিষ্ঠির হরিষ বিধান॥
ব্যাস অনুমতি পেয়ে কুন্তীর নন্দন।
দ্বৈতবন ত্যজিয়া চলেন সেইক্ষণ॥

উত্তর মুখেতে সরস্বতী তীরে তীরে ।
গিয়া উত্তরিলেন কাম্যক বনান্তরে ॥
কাম্যক বনের মধ্যে করেন আশ্রয় ।
বড়ই নিগম বন নাহি কোন ভয় ॥
মৃগয়া করিয়া নিত্য পোষেন ব্রাহ্মণ ।
পিতৃশ্রাদ্ধ দেবার্চ্চন করে অনুক্ষণ ॥
কত দিনে মুনিবাক্য করিয়া স্মরণ ।
নিকটে ডাকিয়া পার্থে বলেন বচন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রবা কৃপ কর্ণ দ্রৌণি ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ জানহ আপনি ॥
সবাই হইল ভাই দুর্য্যোধন ভিতে ।
ইত্যাদি করিয়া যত রাজা পৃথিবীতে ॥
আমার কেবল ভাই তোমার ভরসা ।
দুঃখে তুমি উদ্ধারিবে করিয়াছি আশা ॥
সে সবারে জিনিতে হইল উপদেশ ।
উগ্র তপ কর গিয়া সেবহ মহেশ ॥
যেই বিদ্যা আমারে দিলেন পিতামহ ।
ইহা জপি ত্বরিতে মিলহ শিব সহ ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ দিবেন দর্শন ।
তাঁসবারে সেবিয়া পাইবে অস্ত্রগণ ॥
পূর্ব্বে বৃত্রাসুর হেতু যত দেবগণ ।
আপনার অস্ত্র ইন্দ্রে দিল সর্ব্বজন ॥
সর্ব্ব অস্ত্র পাবে ইন্দ্রে তুষ্ট করাইলে ।
সর্ব্বত্র হইবে জয় শিবেরে ভজিলে ॥
হিমালয় গিরি আজি করহ গমন ।
নিকটে তথায় দেখা পাবে ত্রিলোচন ॥
এত বলি দিব্য বিদ্যা দিয়া সেইক্ষণ ।
আশীষ করিয়া শিরে করেন চুম্বন ॥
আজ্ঞা পেয়ে বাহির হৈলেন ধনঞ্জয় ।
গাণ্ডীব নিলেন তূণ যুগল অক্ষয় ॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ শুভ শব্দ কৈল ।
বাহির হবার কালে দ্রৌপদী বলিল ॥
জন্মকালে যে বলিল যত দেবগণ ।
সে সকল প্রাপ্তি হক সেবি ত্রিলোচন ॥
যত কটু ভাষায় বলিল দুর্য্যোধন ।
সেই অগ্নি তাপে অঙ্গ হয়েছে দাহন ॥
উপায় করহ তার সমুচিত ফলে ।
নির্ব্বিঘ্ন হইয়া পুনঃ আইস মঙ্গলে ॥
এতেক বলিয়া দেবী করিল বিদায় ।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে বড় মনস্তাপ পায় ॥
দেব দ্বিজ গুরুজনে বন্দিয়া তখন ।
বাহির হৈলেন পার্থ হরষিত মন ॥
চলিলেন ধনঞ্জয় উত্তর মুখেতে ।
অল্প দিনে উত্তরেন সে হিম পর্ব্বতে ॥
হিমাদ্রির পার গন্ধমাদন ভূধর ।
ইন্দ্রকীল গিরি হয় তাহার উত্তর ॥
বহু দুঃখে তথায় গেলেন ধনঞ্জয় ।
শূন্যবাণী হৈল ইথে করহ আশ্রয় ॥
আগে পথ নাহি আছে মনুষ্য যাইতে ।
শুনি পার্থ মহাবীর রহেন তাহাতে ॥
হেনকালে দেখি এক জটিল তপস্বী ।
ডাকিয়া অর্জ্জুনে বলে নিকটেতে আসি ॥
কে তুমি কবচ খড়্গ ধনু অস্ত্র ধরি ।
কি হেতু আইলে তুমি পর্ব্বত উপরি ॥
অস্ত্রধারী হয়ে তুমি এলে কি কারণ ।
এ পর্ব্বতে নিবসে নিষ্কামী যত জন ॥
ধনু অস্ত্র ফেলহ কেলহ শর তূণ ।
দিব্য গতি পাইলে অস্ত্রে কোন প্রয়োজন ॥
বড় তেজোবন্ত তুমি আইলে সেকারণ ।
শুনিয়া নিঃশব্দ হয়ে রহেন অর্জ্জুন ॥
উত্তর না পাইয়া বলয়ে জটাধর ।
বর মাগ ধনঞ্জয় আমি পুরন্দর ॥
করযোড়ে অর্জ্জুন মাগেন বর দান ।
কৃপা যদি কর তবে দেহ ধনুর্ব্বাণ ॥
ইন্দ্র বলে হেথা আসি কি কাজ অস্ত্রেতে ।
দেবত্ব লইয়া ভোগ করহ স্বর্গেতে ॥
পার্থ বলে যদি হেথা ইন্দ্রপদ পাই ।
তথাপি ত্যজিতে আমি নারি চারি ভাই ॥
দুর্গম অরণ্যে রাখি আসি ভ্রাতৃগণে ।
অস্ত্র বাঞ্ছা করি আমি শত্রুর নিধনে ॥
সে সবারে ত্যজি আমি রহিব কেমনে ।
সতত করিবে চিন্তা আমার কারণে ॥

অস্ত্র দেহ পুরন্দর কৃপা করি মনে।
ইন্দ্র বলে আগে সিদ্ধ কর ত্রিলোচনে ॥
তাঁর অনুগ্রহে সব সিদ্ধ হবে কাজ।
এত বলি অন্তর্হিত হল দেবরাজ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কিরাতার্জ্জুনের যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভ।

হিমালয় গিরিবরে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন তপস্যা আরাধিতে ত্রিলোচন ॥
গলিত বৃক্ষের পত্র ভক্ষ্য পক্ষান্তরে।
কত দিন মাসেকেতে খান একবারে ॥
কত দিন দুই চারি মাস এক দিনে।
কত দিন অর্জ্জুন থাকেন বায়ুপানে ॥
এক পদাঙ্গুলিভরে রহেন দাঁড়ায়ে।
ঊর্দ্ধ দুই বাহু করি নিরালম্ব হয়ে ॥
তাঁর তপে সন্তাপিত হল গিরিবাসী।
গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ যত মহা ঋষি ॥
হরের চরণে নিবেদিল গিয়া সব।
হিমালয়ে কেমনে থাকিব বল ভব ॥
পর্ব্বত তাপিত দেব অর্জ্জুনের তাপে।
আজ্ঞা কর মোরা সবে থাকি কোন রূপে।
গিরীশ বলেন সব যাহ নিজাশ্রয়ে।
আমি বর দিয়া শান্ত করি ধনঞ্জয়ে ॥
এত বলি মেলানি দিলেন সর্ব্বজনে।
মায়ায় কিরাতরূপ ধরে ততক্ষণে ॥
কিরাতগৃহিণীরূপা নগেন্দ্রনন্দিনী।
সেরূপ হইল সব তাঁহার সঙ্গিনী ॥
শ্রীমন্ত পিনাক ধনু পৃষ্ঠে শরাসন।
অর্জ্জুনের সম্মুখে গেলেন ত্রিলোচন ॥
হেনকালে এক মহাবরাহ আইল। (৩)
গর্জ্জিয়া অর্জ্জুন পানে ত্বরিত ধাইল ॥
বরাহ দেখিয়া পার্থ গাণ্ডীব লইয়া।
সন্ধান পূরেন ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া ॥
বলিলেন ডাকিয়া কিরাত ভগবান।
বরাহে তপস্বী তুমি না মারহ বাণ ॥
দূর হতে ডাকিয়া আনিলাম বরাহ।
তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ ॥
না শুনিয়া পার্থ তাহা করে অনাদর।
বরাহের উপরে মারেন তীক্ষ্ণশর ॥
কিরাত যে দিব্য অস্ত্র মারিল শূকরে।
দুই অস্ত্রে যেন বজ্র পর্ব্বত বিদরে ॥
গিরিশৃঙ্গ মূর্ত্তি যেন দেখি ভয়ঙ্কর।
মায়া ত্যজি হইল দারুণ কলেবর ॥
পার্থ বলে কে তুমি যুবতীবৃন্দ সঙ্গ।
আমারে তিলেক তোর নাহিক ভ্রূভঙ্গ ॥
বরাহেরে অস্ত্র আমি মারি আগুয়ান।
তুমি কি কারণে তারে প্রহারিলে বাণ ॥
এই দোষে তোর আমি লইব পরাণ।
হাসিয়া উত্তর করিলেন ভগবান ॥
কোথা হতে কে তুমি আইলে তপাচারী।
এ ভূমিতে মৃগয়ার আমি অধিকারী ॥
মারিলাম আমি বাণ পড়িল শূকর।
তুমি অস্ত্র কেন মার শূকর উপর ॥
পাষাণে সরিষা যেন পড়িল ঠিকরে।
তিলমাত্র মোহ না হইল কলেবরে ॥
অনুচিত কৈলে আর চাহ মারিবারে।
যত শক্তি আছে তোর দেখাও আমারে ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় অস্ত্র করেন প্রহার।
ডাকিয়া কিরাত বলে আমি আছি মার ॥
পুনঃপুনঃ ধনঞ্জয় প্রহারয়ে শর।
জলদ বরিষে যেন পর্ব্বত উপর ॥
বায়ব্য অনিল অস্ত্র ছিল পার্থ স্থানে।
সব অস্ত্র প্রহার করেন ত্রিলোচনে ॥
আশ্চর্য্য ভাবেন মনে এই সে অর্জ্জুন।
ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি কারণ ॥
কিবা যম পুরন্দর কিবা ভূতনাথ।
অন্য কে সহিতে পারে এই অস্ত্রাঘাত ॥
যে হউক আজি আমি করিব সংহার।
ক্রোধেতে নিলেন বীর বাণ তীক্ষ্ণধার ॥
শিবের মস্তকে বাজি হইল দুই খণ্ড।
পাষাণে বাজিয়া যেন পড়ে ইক্ষুদণ্ড ॥

অস্ত্র ব্যর্থ গেল হাতে অস্ত্র নাহি আর।
গাণ্ডীব ধনুক লয়ে করেন প্রহার ॥
হাসিয়া নিলেন ধনু কাড়ি ত্রিলোচন।
ক্রোধে পার্থ শিলাবৃষ্টি করে বরিষণ ॥
পর্ব্বত উপরে যেন শিলা চূর্ণ হয়।
ক্রোধে প্রহারেন মুষ্টি বীর ধনঞ্জয় ॥
করিলেন ক্রোধে মুষ্টি প্রহার ধূর্জ্জটি।
মুষ্ট্যাঘাতে শব্দ যেন হল চটচটি ॥
ভুজে ভুজে ঊরু ঊরু চরণে চরণে।
মল্লযুদ্ধ ক্ষণকাল হল দুই জনে ॥
দুই অঙ্গ ঘরিষণে অগ্নি বাহিরায়।
অতিক্রোধে ধূর্জ্জটি প্রহারিলেন তাঁয় ॥
মৃতবৎ হয়ে পার্থ পড়েন ভূতলে।
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে থাক থাক বলে।
যাবৎ না পূজি মম ইষ্ট ত্রিলোচন।
এত বলি শিবলিঙ্গ করিয়া রচন ॥
পূজিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ দেন পুষ্পমালা।
সেই মালা বিভূষিত কিরাতের গলা ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন হইলেন সবিস্ময়।
নিশ্চয় জানিলেন যে এই মৃত্যুঞ্জয় ॥
বিনয়ে কহেন পার্থ করি প্রণিপাত।
করিলাম দুষ্কৃতি যে ক্ষম ভূতনাথ ॥
শিব বলে যে কর্ম্ম করিলে ধনঞ্জয়।
দেবাসুর মানুষে কাহারো শক্তি নয় ॥
আমার সহিত সম করিলে সমর।
তুমি আমি সমশক্তি নাহিক অন্তর ॥
দিব্যচক্ষু দিব লহ দৃষ্ট হবে সবে।
এত বলি দিব্য চক্ষু দেন দেবদেবে ॥
দিব্য চক্ষু পাইয়া দেখেন ধনঞ্জয়।
উমার সহিত উমাকান্ত দয়াময় ॥
অর্জ্জুন করেন স্তুতি যুড়ি দুই কর।
জয় প্রভু জয় শিব জয় ভূতেশ্বর ॥
ত্রিনেত্র ত্রিগুণময় ত্রিলোকের নাথ।
ত্রিবিক্রমপ্রিয় হর ত্রিপুরনিপাত ॥
হেলায় করিলা প্রভু দক্ষযজ্ঞ নাশ।
ইঙ্গিতে বিজয় কৈলা মৃত্যু কালপাশ।

নমো বিষ্ণুরূপ তুমি বিধাতার ধাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদাতা ॥
অজ্ঞাতে করিনু প্রভু অবিহিত কাজ।
চরণে শরণ লৈনু, ক্ষম দেবরাজ ॥
হাসিয়া অর্জ্জুনে দেব দেন আলিঙ্গন।
বারিলেন অজ্ঞাতের প্রহার পীড়ন ॥
শিব বলে আপনারে নাহি জান তুমি।
পূর্ব্বকথা কহি শুন যাহা আমি জানি ॥
নারায়ণ সহ তুমি নর ঋষিরূপে।
সংসার ধরিলে অতিশয় উগ্রতপে ॥
এই যে গাণ্ডীব ধনু আছয়ে তোমার।
তোমা বিনা ধরিবারে শক্তি আছে কার ॥
তোমা হতে কাড়িয়া লইনু মায়াবলে।
মায়ায় হরিনু আমি এ তূণ যুগলে ॥
পুনরপি সেই অস্ত্রে পূর্ণ হোক তূণ।
নিজ ধনু তূণ তুমি ধরহ অর্জ্জুন ॥
প্রীত হইলাম আমি মাগি লহ বর।
শুনিয়া বলেন পার্থ যুড়ি দুই কর ॥
যদি কৃপা আমারে করিলা গঙ্গাব্রত।
আজ্ঞা কর পাই আমি অস্ত্র পাশুপত ॥
শঙ্কর বলেন তাহা লহ ধনঞ্জয়।
অন্য জন নহে শক্ত পাশুপত লয় ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের এ অস্ত্র নাহি জানে।
পৃথিবী সংহার হেতু আছে মম স্থানে ॥
যে অস্ত্র যুড়িলে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র হয়।
শক্তি শেল কোটি কোটি গদার বিষয় ॥
প্রীতিতে তোমার বশ হইলাম আমি।
ধরিবার যোগ্য হও অস্ত্র লহ তুমি ॥
বিধাতার বাক্যে লহ নরলোকে জন্ম।
এই অস্ত্রে বীরবর সাধ দেবকর্ম্ম ॥
এত বলি মন্ত্র সহ দেন ত্রিলোচন।
মূর্ত্তিমন্ত হয়ে অস্ত্র আইল তখন ॥
অস্ত্র দিয়া মহেশ বলেন পুনর্ব্বার।
এই অস্ত্রে কারে পাছে করহ সংহার ॥
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন।
স্বযোগ্য পাইলে অস্ত্র করিহ ক্ষেপণ

অর্জ্জুন বলেন দেব করি নিবেদন।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে করিবা আগমন ॥
শিব কন সখা তব বৈকুণ্ঠের পতি।
হরিহর এক আত্মা জান মহামতি ॥
কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হইবে যখন।
তাহাতে সাহায্য আমি করিব তখন
এত বলি হর হইলেন অন্তর্দ্ধান।
অস্ত্র পেয়ে ধনঞ্জয় আনন্দ বিধান ॥
আপনারে প্রশংসা করেন ধনঞ্জয়।
এত কৃপা কৈল হর শত্রুকে কি ভয়।
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর ॥

অর্জ্জুনের ইন্দ্রালয়ে গমন।

হেনকালে তথা আসি যত দেবগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
দক্ষিণে থাকিয়া ডাকি বলে প্রেতপতি।
মম বাক্য ধনঞ্জয় কর অবগতি ॥
বর দিতে তোমারে আইনু দেবগণ।
লইয়াছ জন্ম তুমি শত্রু-নিবারণ ॥
দেব দৈত্য অসুর যতেক পৃথিবীতে।
সবে পরাভব হবে তোমার অস্ত্রেতে ॥
তব শত্রু আছে যেই কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
তব হস্তে হত সেই হবে বীরবর ॥
হের লহ এই অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
আমার প্রধান অস্ত্র দণ্ড নাম ধরে ॥
এত বলি মন্ত্র সহ দিল মহামতি।
পশ্চিমে থাকিয়া ডাকি বলে জলপতি ॥
আমার বরুণ পাশ অব্যর্থ সংসারে।
এই যে দেখহ যম নিবারিতে নারে ॥
প্রীতিতে তোমারে দিনু ধরহ অর্জ্জুন।
ইহা হতে কর সদা বিপক্ষ দলন ॥
উত্তরে থাকিয়া ডাকি কুবের বলিল।
তোমারে অর্জ্জুন তুই জনে অস্ত্র দিল ॥
অন্তর্দ্ধান অস্ত্র এই লহ বীরবর।
এই অস্ত্রে ত্রিপুরে বধিল মহেশ্বর

মৃত্যুপতি জলপতি দিল যক্ষপতি।
ডাকি বলে সুরপতি অর্জ্জুনের প্রতি ॥
কুন্তীগর্ভে জাত তুমি আমার নন্দন।
অসুর বধিতে আমি দিব অস্ত্রগণ ॥
এখনি পাঠাব রথ তোমারে লইতে।
স্বর্গেতে আসিবে তুমি মাতলি সহিতে ॥
এথা এলে পূর্ণ তব হবে প্রয়োজন।
এত বলি চলি গেল সব দেবগণ ॥
কতক্ষণে রথ লয়ে আইল মাতলি।
ঘোর মেঘ মধ্যে যেন স্থগিত বিজলী ॥
বায়ুবেগে অদ্ভুত তুরঙ্গ রথ বয়।
নিশাকালে হল যেন রবির উদয় ॥
ডাকিয়া মাতলি বলে অর্জ্জুনের প্রতি।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রথে চড় শীঘ্রগতি ॥
তোমা দরশনে বাঞ্ছা করে দেবরাজ।
আর যত আছে তথা দেবের সমাজ ॥
আনন্দে করেন পার্থ রথ আরোহণ।
মাতলি চালায় রথ পবনগমন ॥
পথেতে দেখিল পার্থ দেব ঋষিগণ।
বিমানেতে আরোহণ যত পুণ্যজন ॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সর যত আনন্দে বিহরে।
কতক পড়িছে তারা দেখে বীরবরে ॥
বিস্ময় মানিয়া জিজ্ঞাসিলেন অর্জ্জুন।
কহ শুনি মাতলি এ সব কোন জন ॥
মাতলি বলিল এই পুণ্যবানগণ।
পৃথিবীতে সুকর্ম্ম করিল যেই জন ॥
রাজসূয় অশ্বমেধ আদি যত কৈল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি শরীর ছাড়িল ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বহু দান দিল।
দেবপূজা উগ্র তপ তীর্থস্নান কৈল ॥
সেই সব জন এই বিমানে বিহরে।
বিনা পুণ্যে নাহি শক্তি আসিতে স্বর্গেতে।
তারা বলি ত্রৈলোক্যেতে ঘোষয়ে মানুষে।
পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেল হের দেখ খসে ॥
সুরা পীয়ে মাংস খায় গুরুদারা হরে।
কদাচিত সে জন না আসে স্বর্গপুরে ॥

আনন্দে অর্জ্জুন সব করেন দর্শন ।
কোটি কোটি বিমানেতে ভ্রমে পুণ্যজন ।।
শত শত বারাঙ্গনা সেবয়ে তাঁহারে ।
সুগন্ধ সহিত বায়ু সদা মনোহরে ।।
সিদ্ধ সাধ্য সেবে দেব মরুত অনল ।
সপ্ত বসু রুদ্রগণ আদিত্য সকল ।।
দিলীপ নহুষ আদি যত মহামতি ।
দেবঋষি রাজঋষি বহু সিদ্ধ যতি ।।
অর্জ্জুনে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সর্ব্বজন ।
কহ ত মাতলি এই কাহার নন্দন ।।
পরিচয় দিয়া তবে মাতলি চলিল ।
বায়ুবেগে ইন্দ্রালয়ে উপনীত হল ।।
ইন্দ্রালয়ে যান তবে ইন্দ্রের নন্দন ।
সভাস্থ সকল দেবে করেন বন্দন ।।
ইন্দ্রের বিচিত্র সভা বর্ণন না যায় ।
শত চন্দ্র শত সূর্য্য যেমন উদয় ।।
রথ হতে অবতরি যান নরবর ।
দুই হাত ধরি তাঁরে তুলে পুরন্দর ।।
আলিঙ্গন চুম্ব দিল মস্তক উপর ।
আসনেতে বসাইল সভার ভিতর ।।
ইন্দ্র বিনা বসিবারে নারে অন্য জন ।
দেব ঋষি মান্য যেই ইন্দ্রের আসন ।।
এমন আসনে ইন্দ্র বসালেন কোলে ।
মুহুর্মুহু সহস্রেক নয়নে নেহালে ।।
আসনে বসিয়া পার্থ পাইলেন শোভা ।
মঘবার কোলে যেন দ্বিতীয় মঘবা ।।
পুণ্যকথা ভারতের আনন্দলহরী ।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় পরলোকে তরি ।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ।।

ইন্দ্রসভায় উর্ব্বশী ইত্যাদির নৃত্যগীত ।

হেনকালে শতক্রতু, অর্জ্জুনের প্রীতি হেতু,
আজ্ঞা কৈল নৃত্যের কারণ ।
বিশ্বাবসু হাহা হুহু, ইত্যাদি গন্ধর্ব্ব বহু,
চিত্রসেন তুম্বুরু গায়ন ।।
নানা ছন্দে বাদ্য বায়, মধুর সুস্বর গায়,
নৃত্য করে যতেক অপ্সর ।
উর্ব্বশী ঘৃতাচী গৌরী, মিশ্রকেশী বিভাবরী,
সহজন্যা মধুর সুস্বর ।।
অলম্বুষা ধন্যা অম্বা, গোপালী কদম্ব রম্ভা,
বিপ্রচিত্তি সুধা সুধাপ্রভা ।
চিত্রসেনা চিত্ররেখা, অপ্সরী মৃদঙ্গমুখা,
বুদ্বুদা রোহিণী সুরলোভা ।।
নৃত্যগীতে সপ্রতিভা, পূর্ণচন্দ্র মুখপ্রভা,
অঙ্গ ঢাকি অম্লান অম্বরে ।
ঈষৎ নয়ন কোণে, নিরীখয়ে যেই জনে,
অন্য থাক মুনি মন হরে ।।
জঘন কুঞ্জরকর, ক্ষীণ মাজা মৃগবর,
নিতম্ব ভূধর পয়োধর ।
বিনাশে মুনির তপ, বর্ণন না যায় রূপ,
দিতে নাহি অন্য পাঠান্তর ।।
নৃত্যগীতবাদ্যে সবে, মোহিত যতেক দেবে,
আনন্দিত হল সুরগণ ।
অর্জ্জুনের ম্লানমুখ, ভাবিয়া পূর্ব্বের দুঃখ,
ভ্রাতৃ মাতৃ করিয়া স্মরণ ।।
ক্ষণেক নয়নকোণে, চাহিলা উর্ব্বশীপানে,
জানিলেন সহস্রলোচন ।
নৃত্য গীত নিবারিল, সবারে বিদায় দিল,
নিজধামে গেল দেবগণ ।।
দিব্য সুধারস কথা, আরণ্যপর্ব্বের গাঁথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ।।

অর্জ্জুনের প্রতি উর্ব্বশীর অভিশাপ ।

চিত্রসেনে ডাকি তবে কহে পুরন্দর ।
পার্থেরে রহিতে স্থল দেহ মনোহর ।।
উর্ব্বশীরে পাঠাইবে অর্জ্জুনের স্থানে ।
স্ত্রীক্রীড়া আদি যত করাহ অর্জ্জুনে ।।
আজ্ঞা পেয়ে চিত্রসেন পার্থে লয়ে গেল ।
দিব্য মনোহর স্থল রহিবারে দিল ।।

বিচিত্র উত্তম শয্যা রত্নের আসন।
পরিচর্য্যা হেতু নিযোজিল বহুজন ॥
তবে চিত্রসেন গেল উর্ব্বশীর স্থান।
অর্জ্জুনের গুণ কহে করিয়া বাখান ॥
রূপে গুণে বুদ্ধি বলে কর্ম্মে তপে জপে।
অর্জ্জুনের তুল্য নাহি বিশ্বে কোন রূপে॥
তার তৃপ্তি হেতু আজ্ঞা কৈল পুরন্দর।
আজি নিশি উর্ব্বশী তাহার সেবা কর ॥
উর্ব্বশী বলেন আমি ভালমতে জানি।
কামেতে কাতর অঙ্গ তাঁর কথা শুনি ॥
আপনার গৃহে তুমি যাহ মহাশয়।
এই আমি চলিলাম যথা ধনঞ্জয় ॥
এত বলি স্নান করি পরে দিব্য বাস।
পারিজাত মাল্যে বান্ধে দিব্য কেশপাশ ॥
চন্দন কস্তূরী অঙ্গে করিল লেপন।
রত্ন-অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ ॥
সহজ রূপেতে মুনিজন-মন মোহে।
মন সঙ্গে হরে প্রাণ যার পানে চাহে ॥
সুবেশা সুকেশা প্রায় কাল অর্দ্ধ নিশি।
অর্জ্জুনের আলয়ে চলিলেক উর্ব্বশী ॥
দ্বারপাল জানাইল অর্জ্জুন গোচরে।
উর্ব্বশী অপ্সরী আসি রহিয়াছে দ্বারে ॥
ভীত হইলেন শুনি কুন্তীর নন্দন।
নিশাকালে উর্ব্বশী আইল কি কারণ ॥
উঠিয়া গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার।
উর্ব্বশীরে বিনয়ে করেন নমস্কার ॥
কি করিব আজ্ঞা তুমি করহ আমায়।
এত রাত্রে কি কারণে আসিলে এথায় ॥
বিস্ময় মানিয়া মনে উর্ব্বশী চাহিল।
কামনা পূরিল নাহি হৃদয় জ্বলিল ॥
চিত্রসেন যে বলিল ইন্দ্র-অনুমতি।
একে একে সব কথা কহে পার্থ প্রতি ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় আমি আইনু এথায়।
আজি নিশি ক্রীড়া কর লইয়া আমায় ॥
যখন করিল নৃত্য বিদ্যাধরীগণ।
সবে এড়ি মোরে তুমি করিলে দর্শন ॥

জানিয়া আমারে পাঠাইল পুরন্দর।
আজ্ঞা কৈল সাধিবারে কার্য্য প্রীতিকর॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কর্ণে হাত দিয়া।
হেঁটমাথে ম্লানমুখে কহে শিহরিয়া ॥
শুনিবার যোগ্য নহে তোমার এ বাণী।
কেন হেন দুষ্ট কথা কহ ঠাকুরাণী ॥
বারাঙ্গনা হও তুমি না হও প্রমাণ।
উর্ব্বশী আমার পক্ষে জননী সমান ॥
কহিলে যে তুমি মোরে চাহিলে সভায়।
যে হেতু চাহিনু আমি কহিব তোমায় ॥
পূর্ব্বে মুনিগণ মুখে ইহা শ্রুত ছিল।
তোমার উদরে পুরুবংশ বৃদ্ধি হল ॥
পুরু আদি করি তার যতেক পুরুষে।
ক্ষয় হল তুমি আছ নবীন বয়সে ॥
এ হেতু বিস্ময় বড় মানিলাম মনে।
পুনঃপনঃ চাহিলাম তাহারি কারণে ॥
পূর্ব্ব পিতামহী তুমি মোর গুরুজন।
হেন অসম্ভব কথা কহ কি কারণ ॥
উর্ব্বশী বলিল আমি নহি যে কাহার।
স্বইচ্ছায় যথা তথা করি যে বিহার ॥
অকারণে গুরু বলি পাতিলে সম্বন্ধ।
রমহ আমার সঙ্গে দূর কর দ্বন্দ্ব ॥
যত সব মহারাজ হল পুরুবংশে।
তপ পুণ্য ফলে সবে স্বর্গেতে আইসে ॥
ক্রীড়ারস করে সবে সহিত আমার।
এ সব বচন কেহ না করে বিচার ॥
তুমি কেন হেন কথা কহ ধনঞ্জয়।
করহ আমার প্রীতি খণ্ডাহ বিস্ময় ॥
অর্জ্জুন কহেন তুমি মোর ঠাকুরাণী।
গুরুবৎ পরমগুরু কুলের জননী ॥
যথা কুন্তী যথা মাদ্রী যথা শচীন্দ্রাণী।
ইহা সবা হতে তোমা গরিষ্ঠেতে গণি ॥
নিজ গৃহে যাহ মাতা করি যে প্রণাম।
পুত্রবৎ জ্ঞান মোরে কর অবিশ্রাম ॥
শুনি উর্ব্বশীর হৃদে হল মহাতাপ।
ক্রোধমুখে অর্জ্জুনের প্রতি দিল শাপ ॥

তব পিতৃ আদেশেতে আসি তব গৃহে।
নিষ্ফলা ফিরিয়া যাই প্রাণে নাহি সহে ॥
না করিলে কাম পূর্ণ পুরুষের কাজ।
এই দোষে নপুংসক হয়ে স্ত্রীর মাঝ ॥
নর্ত্তক রূপেতে রবে মোর এই শাপ।
এত বলি নিজালয়ে গেল করি তাপ ॥
শাপ শুনি ধনঞ্জয় চিন্তিত অন্তর।
শোকে দুঃখে সে রজনী বঞ্চে উজ্জাগর ॥
প্রাতঃকালে চিত্রসেন লইয়া সংহতি।
করযোড়ে প্রণাম করেন সুরপতি ॥
নিশার বৃত্তান্ত যত কহেন অর্জ্জুন।
শুনিয়া বিস্ময়ে কহে সহস্রলোচন ॥
ধন্য কুন্তী তোমা পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
তোমা হতে কুরুবংশ পবিত্র হইল ॥
যোগীন্দ্র তপস্বী ঋষি জিনিলে সবারে।
তোমা পুত্র শ্লাঘ্য করি মানি আপনারে ॥
শাপ হেতু চিত্তে দুঃখ না ভাব অর্জ্জুন।
শাপ নহে তব পক্ষে হল বহুগুণ ॥
অবশ্য অজ্ঞাত এক বৎসর রহিবে।
সেইকালে নপুংসক নর্ত্তক হইবে ॥
বৎসরেক পূর্ণ হলে শাপ হবে ক্ষয়।
শুনিয়া অর্জ্জুন অতি সানন্দ হৃদয় ॥
অর্জ্জুনের চরিত্র যে জন শুনে গায়।
কদাচিৎ তার চিত্ত পাপে নাহি যায় ॥
পূর্ব্বার্জ্জিত যত পাপ ভস্ম হয়ে যায়।
আরণ্যকপর্ব্ব গীত কাশীদাস গায় ॥

ইন্দ্রালয়ে লোমশ ঋষির আগমন।

ইন্দ্রের নগরে পার্থ ইন্দ্রের সমান।
নানা অস্ত্র শিক্ষা করিলেন ইন্দ্রস্থান ॥
নৃত্য গীত বাদ্য শিখে চিত্রসেন স্থানে।
মাতৃ ভ্রাতৃ না দেখিয়া দুঃখ বড় মনে ॥
এক দিন তথায় লোমশ মহাশয়।
ইন্দ্র দরশন হেতু আসে সুরালয় ॥
করযোড়ে প্রণমিল দেব পুরন্দরে।
ইন্দ্রদত্ত দিব্যাসনে বসে মুনিবরে ॥
ইন্দ্রের আসনে পার্থে দেখি মুনিবর।
বিস্ময় মানিয়া মুনি ভাবে যে অন্তর ॥
যে আসনে বসিতে না পান দেব মুনি।
কোন কর্ম্মে ক্ষত্র হয়ে বসিল ফাল্গুনি ॥
ঋষির বিচার জ্ঞাত হয়ে পুরন্দর।
বলিলেন ব্রহ্মঋষি কি ভাব অন্তর ॥
মনুষ্য দেখিয়া পার্থে ভ্রম হল মনে।
তুমি কি না জান মুনি পাসরহ কেনে ॥
নরনারায়ণ যেই ঋষি পুরাতন।
ভার নিবারণে জন্ম নিলেন দু-জন ॥
বাসুদেব নারায়ণ অজিত যে বিষ্ণু।
নর ঋষি পাণ্ডবের মধ্যে হল জিষ্ণু ॥
কুন্তীগর্ভে জন্ম হল আমার অংশেতে।
কেবল মনুষ্য নাম দেবতার হিতে ॥
এথায় আইল অস্ত্র শিক্ষার কারণ।
দেবের অনেক কার্য্য করিবে সাধন ॥
নিবাতকবচ দৈত্য নিবসে পাতালে।
তার সম যোদ্ধা নাহি পৃথিবীমণ্ডলে ॥
সুরাসুর যত লোক জিনিলেক বলে।
বহুকাল নিবসতি করে রসাতলে ॥
তাহারে বধিতে শক্তি ধরে ধনঞ্জয়।
পার্থ বিনা কার শক্তি তার অগ্রে হয় ॥
এ হেতু এথায় পার্থ থাকি কত দিনে।
করিবে গমন পুনঃ মনুষ্যভুবনে ॥
আমার আরতি এক শুন তপোধন।
কাম্যক বনেতে তুমি করহ গমন ॥
আমার সন্দেশ যুধিষ্ঠিরে যে কহিবে।
অর্জ্জুনের কারণ উৎকণ্ঠা না হইবে ॥
পৃথিবীতে তীর্থ যত আছে স্থানে স্থান।
যত্নপূর্ব্বকেতে তথা কর স্নান দান ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দুই যদি জিনিবারে মন।
তীর্থ স্নান করি ধর্ম্ম কর উপার্জ্জন ॥
বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ।
আপনি থাকিবা সঙ্গে রক্ষার কারণ ॥
স্বীকার করিল মুনি ইন্দ্রের বচন।
ডাকিয়া মুনিরে তবে বলেন অর্জ্জুন ॥

চলিলে কাম্যক বনে শুন তপোধন।
ভ্রাতৃস্থানে কহিবেন মোর বিবরণ ॥
আপনি থাকিয়া সঙ্গে সব তীর্থে লবে।
যথা যে বিহিত স্নান দান করাইবে ॥
রাক্ষস দানবগণ থাকে তীর্থস্থানে।
সঙ্কটে করিবে রক্ষা সতত আপনে॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে ইহা বিনা সুখ নাহি আর ॥

পাণ্ডবের বিক্রম শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ।

মুনিরে জনমেজয় জিজ্ঞাসে তখন।
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল কি সব বিবরণ ॥
মুনি বলে মহারাজ কর অবধান।
অর্জ্জুনের চরিত্র শুনিল বহু স্থান ॥
লোকেতে অদ্ভুত রাজা অর্জ্জুন কাহিনী।
ব্যাসমুখে শুনিলেন অন্ধ নৃপমণি ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া রাজা সঞ্জয়ে ডাকিল।
ব্যাসের কথানুসারে জিজ্ঞাসা করিল ॥
শুনিলাম আশ্চর্য্য যে অর্জ্জুন-কথন।
শুনেছ কি সঞ্জয় সে সব বিবরণ ॥
সঞ্জয় বলিল রাজা আমি সব জানি।
অর্জ্জুনের কথা রাজা অদ্ভুত কাহিনী ॥
হেমন্ত পর্ব্বতে শিব সহ যুদ্ধ কৈল।
পাশুপত অস্ত্র শিবে তুষ্ট করি নিল ॥
কুবের বরুণ যম যাচি দিল বর।
নিজ রথ দিয়া স্বর্গে নিল পুরন্দর ॥
ইন্দ্র-অর্দ্ধাসনেতে বসিল সুরমাঝে।
আদর করিয়া ইন্দ্র বসাইল মাঝে ॥
মনুষ্য কি ছার যারে দেবগণ পূজে।
মুনিগণ সন্তাপিত যার তপ তেজে ॥
বীরমধ্যে শিব সম যাহার গণন।
তাহার বৈরিতা ভাবে জীবে কোন জন ॥
দিব্য অস্ত্র মন্ত্র যত মঘবা শিখায়।
কত দিনে দৈত্য মারি আসিবে এথায় ॥
এত শুনি চমকিত অন্ধ নৃপমণি
আশ্চর্য্য মানিল রাজা পার্থকথা শুনি ॥

দুষ্ট দুর্য্যোধন কাল হইল আমার।
শোকসিন্ধু মাঝেতে পড়িনু পাকে তার ॥
অর্জ্জুনের অগ্রেতে রহিবে কোন জন।
দ্রৌণি কর্ণ কৃপাচার্য্য বৃদ্ধ গুরু দ্রোণ ॥
দৃঢ়মুষ্টি দিব্য মন্ত্রে নির্দ্দয় অর্জ্জুন।
বিশেষ দেবের বর পূর্ণ শতগুণ ॥
দ্রৌপদীর কষ্টানলে অনুক্ষণ দহে।
অবশ্য হইবে দগ্ধ নিবারণ নহে
সঞ্জয় বলিল রাজা কি বলিলে তুমি
শুন কহি সেই বার্ত্তা পাইলাম আমি ॥
যুধিষ্ঠির বনে গেল শুনি নারায়ণ।
সেইক্ষণে যদুবলে করিল গমন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু কেকয় নৃপতি।
শ্রুতমাত্রে বন মাঝে গেল শীঘ্রগতি ॥
যুধিষ্ঠির বিভূষণ দেখি জটাচীর।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন ক্রোধে কম্পিত শরীর ॥
যেই জন হেন গতি করিল তোমার।
রাজ্য ধন নিল আর অঙ্গ-অলঙ্কার ॥
সে সকল দ্রব্য তার সহিত জীবন।
আনি দিব যবে আজ্ঞা করহ রাজন ॥
দ্রৌপদীর কেশ ধরি শুনিনু শ্রবণে।
সভামধ্যে উপহাস কৈল দুষ্টগণে ॥
শৃগাল কুক্কুর মাংস আহারী সকল।
কুরুকুল মাংস ভক্ষে হবে কুতূহল ॥
যে যে উপহাস কৈল কৃষ্ণা-কষ্ট দেখি।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার খুলিব দুই আঁখি ॥
কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যত।
একে একে সবাই কহিল এইমত ॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম রাজা কহনে না যায়।
কত দিন রক্ষা পেলে তাহার কৃপায় ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন সকলি প্রমাণ।
ত্রয়োদশ বৎসর হইলে সমাধান ॥
কুরুসভা মধ্যে আমি করিনু নির্ণয়।
আমার শকতি তাহা খণ্ডান না যায় ॥
এত শুনি নির্ণয় করিল সর্ব্বজন।
প্রতিজ্ঞা করিল কুরু করিতে নিধন

নিয়ম করিয়া পূর্ণ রাজ্যে গেলে সবে।
কেমনে নৃপতি শান্ত করিবে পাণ্ডবে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে সত্য কহিলে সঞ্জয়।
কদাচিত পাণ্ডুপুত্র শান্ত আর নয় ॥
যখন ধরিল দুষ্ট দ্রৌপদীর কেশে।
তখনি জানিনু বংশ মজিল বিশেষে ॥
বিধি মম কৈল অন্ধ যুগল নয়ন।
সে কারণে আমারে না মানে দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন দোঁহে দুরাচার।
আর দুই দুষ্ট দেয় আজ্ঞা কুবিচার ॥
আর আমি দৈবগতি পুত্রবশ হৈনু।
সাধু জন বচন শুনিয়া না শুনিনু ॥
পশ্চাতে এ সব কথা করিব স্মরণ।
এইরূপ অনুশোচে অম্বিকানন্দন ॥
মহাভারতের কথা হইল প্রকাশ।
পাঁচালি প্রবন্ধে কয় কাশীরাম দাস ॥

অর্জ্জুনের নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের আক্ষেপ।

এথায় কাম্যক বনে ধর্ম্মের নন্দন।
মৃগয়া করিয়া নিত্য পোষেন ব্রাহ্মণ ॥
পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির যাম্যে বৃকোদর।
উত্তর পশ্চিমে দুই মাদ্রীর কোঙর ॥
মৃগয়া করিয়া আনি দেন কৃষ্ণা স্থানে।
দ্রৌপদী জননী প্রায় ভুঞ্জায় ব্রাহ্মণে ॥
সহস্র সহস্র দ্বিজ সবে ভুঞ্জি যায়।
স্বামিগণে ভুঞ্জাইয়া পাছু কৃষ্ণা খায় ॥
হেনমতে সেই বনে অর্জ্জুন বিহনে।
পঞ্চবর্ষ কৃষ্ণা সহ ভাই চারি জনে ॥
একদিন একান্তে বসিয়া সর্ব্ব জনে।
শোকেতে আকুল হল স্মরিয়া অর্জ্জুনে ॥
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ কান্দেন সঘনে।
জলধারা বহে সদা যুগল নয়নে ॥
রোদন সম্বরি ভীম রাজা প্রতি কয়।
পার্থের বিচ্ছেদ তাপ না সহে হৃদয় ॥
পার্থের যতেক গুণ প্রশংসে সংসারে।
বহুমত গুণ ভাই ধনঞ্জয় ধরে ॥
তোমার আজ্ঞাতে সেই পার্থ বীরবর।
না জানি যে কোন বনে গেল সে সত্বর ॥
শোক দুঃখে গেল সে অগম্য স্বর্গস্থল।
বহু দিন তাহার না জানি হে কুশল ॥
বনমধ্যে তাহার বিপদ যদি হয়।
শ্রুতমাত্র প্রাণ আমি ছাড়িব নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ প্রাণ ছাড়িবেক আর যদুগণ।
পাঞ্চাল দেশেতে যত পাঞ্চালনন্দন ॥
সবে প্রাণ দিবে রাজা অর্জ্জুন বিহনে।
পার্থ বিনা শরীর ধরিব কি কারণে ॥
যত কর্ম্ম কৈল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ।
অন্য জন হলে প্রাণ ত্যজি ততক্ষণ ॥
ক্ষণেকে মরিতে পারি ঘৃণাতে না মরি।
যে ভায়ের তেজে রাজা হেন মনে করি।
ইন্দ্র আদি নাহি গণি যে ভায়ের তেজে
ভৃত্যপ্রায় খাটাইল যত মহারাজে ॥
তব পাশা ক্রীড়া হেতু শুন মহারাজ।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হ'নু বনমাঝ ॥
অধর্ম্ম করিলে রাজা ধর্ম্ম না বুঝিলে।
ক্ষত্রধর্ম্ম রাজ্য রক্ষা তাহা তেয়াগিলে ॥
এখনো সদয় হয়ে ক্ষমিছ কৌরবে।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্য মরিবে ॥
তবে কেন দুষ্টজনে এবে ক্ষমা করি।
বনে কত দুঃখ পাই তাহারে না মারি ॥
যদি কদাচিত পাপ জ্ঞাতিবধে হয়।
যজ্ঞ দান করিয়া খণ্ডিব মহাশয় ॥
নতুবা এ বনবাস করিব তখন।
আগে সব শত্রুগণে করিব নিধন ॥
কপটে কপটী মারি পাপ নাহি তায়।
আজ্ঞা কর দূত গিয়া আনে যদুরায় ॥
জগন্নাথে সাথে করি মারি কুরুকুল।
যথা কৃষ্ণ তথা জয় কিসে অপ্রতুল ॥
এত শুনি ভীমসেনে করিল চুম্বন।
শান্ত করি কহে রাজা মধুর বচন ॥
যে কহিলে বৃকোদর সকল প্রমাণ।
কিসের আপদ যার সখা ভগবান

কিন্তু হেন বেদবাণী মুনিগণে কয়।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম তথায় বিজয়॥
অধর্ম্মী লোকের কৃষ্ণ সহায় না হয়।
ভাই বন্ধু বহু তার কেহ কিছু নয়॥
হেন ধর্ম্ম না আচরি অধর্ম্ম করিলে।
নহিবে গোবিন্দ সখা আমি জানি ভালে
অবশ্য মারিবে তুমি কৌরব দুরন্তে।
এক্ষণে নহেক ত্রয়োদশ বৎসরান্তে॥
যে নিয়ম করিলাম খণ্ডাবারে নারি।
নিয়ম করিয়া পূর্ণ মার সব অরি॥
হেনমতে ভ্রাতৃসহ কথোপকথন।
হেনকালে আসে বৃহদশ্ব তপোধন॥
যথোচিত পূজিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
বসিবারে দেন আনি কুশের আসন॥
শ্রান্ত হয়ে মুনিরাজ বসিল তখন।
যুধিষ্ঠির কহেন আপন বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

নল রাজার উপাখ্যান।

যুধিষ্ঠির বলেন মুনি কর অবধান।
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিমাণ॥
কপটে সকল মম নিল রাজ্য ধন।
জটাচীর পরাইয়া পাঠাইল বন॥
যত ক্লেশ দুঃখে আমি বঞ্চি যে এথায়।
রাজপুত্র হয়ে এত দুঃখ নাহি পায়॥
রাজার বচন শুনি হাসে মুনিবর।
কতক্ষণে বৃহদশ্ব করিল উত্তর॥
কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্যভিতর।
ইন্দ্র চন্দ্র সম তোমা সঙ্গে সহোদর॥
ব্রহ্মার সদৃশ দ্বিজ সঙ্গে শত শত।
দাস দাসী আর যত তব অনুগত॥
এই হেতু দুঃখ নাহি দেখি যে তোমার।
তোমা হতে নল দুঃখ পাইল অপার॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মুনি সেই নল বিবরণ॥
রাজপুত্র হয়ে আমা সমান দুঃখিত।
অবশ্য শুনিতে হয় তাঁহার চরিত॥
কহ শুনি মুনিরাজ তাঁহার কথন।
কোন দেশে ঘর তাঁর কাহার নন্দন॥
বৃহদশ্ব বলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমা হতে বড় দুঃখী নিষধ-রাজন॥
নল নামে নরপতি বীরসেনসুত।
ইন্দ্রের সদৃশ রাজা মহাগুণযুত॥
রূপেতে কন্দর্প তুল্য অতি জিতেন্দ্রিয়।
যশস্বী তেজস্বী ধীর অক্ষে বড় প্রিয়॥
নিষধ রাজ্যেতে নল মহাগুণবান।
বিদর্ভেতে ভীম রাজা তাঁহার সমান॥
বংশের কারণ রাজা বড় চিন্তা মন।
কত দিনে আসে তথা মহর্ষি দমন॥
পুত্র হেতু ভার্য্যা সহ তাঁহারে পূজিল।
হৃষ্ট হয়ে মুনি তাঁরে এই বর দিল॥
রূপেতে সংসারে নারী করিবে দমন।
দময়ন্তী কন্যা পাবে বড় সুলক্ষণ॥
দমনের বরে কন্যা হল দময়ন্তী।
যক্ষ রক্ষ দেব নরে না দেখি যে কান্তি।
নাহিক সমান রূপে গুণে লক্ষ্মী সমা।
নলের কারণে হল অতি নিরূপমা॥
সমান বয়স্ক সঙ্গে শত সখীগণ।
দময়ন্তী পাশে তারা থাকে অনুক্ষণ॥
দময়ন্তী সাক্ষাতে যতেক সখীগণ।
নিরবধি বাখানে নলের রূপ গুণ॥
নলের চরিত্র শুনি ভীমের নন্দিনী।
কাম-দাবানলে দগ্ধা যেমন হরিণী॥
দময়ন্তী-গুণ নল শুনি লোকমুখে।
সদাই অস্থির রাজা শর বাজে বুকে॥
দময়ন্তী চিন্তাতে নলের মগ্ন মন।
কত দিনে দেখ তার দৈবের ঘটন॥
অন্তঃপুর উদ্যানে বিহরে দুঃখমতি।
জলতটে হংস এক দেখে নরপতি॥
নিকটে পাইয়া হংস ধরিল তখন।
রাজা প্রতি বলে হংস বিনয় বচন

ছাড়হ আমারে রাজা না কর নিধন।
করিব তোমার প্রীতি চিন্ত যে কারণ ॥
তব অনুরূপরূপা ভীমের নন্দিনী।
তার সহ মিলন করাব নৃপমণি ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হংসেরেঁ ছাড়িল।
অন্তরীক্ষে গতি পক্ষী বিদর্ভেতে গেল ॥
অন্তঃপুর-মধ্যে যথা সরোবর ছিল।
সেইখানে গিয়া হংস খেলিতে লাগিল ॥
এইকালে দময়ন্তী সহচরী সনে।
পুষ্প তুলিবার ছলে আইল সেখানে ॥
সরোবর-মধ্যে হংস দেখি রূপবতী।
ধরিবার আসে যান মন্দ মন্দ গতি ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি হংসে ধরিল স্ত্রীগণে।
বিদর্ভীরে হংস কহে মনুষ্য বচনে ॥
নিষধ রাজ্যেতে রাজা নল মহামতি।
অশ্বিনীকুমার রূপে নিন্দে রতিপতি ॥
নরলোকে তার সম নাহি রূপে গুণে।
করাইব মিলন তোমার তার সনে ॥
যদি ভাগ্যে থাকে তব ভর্ত্তা হবে নল।
তোমার যৌবন রূপ হইবে সফল ॥
সার্থক হউক রূপ শুনহ বচন।
নল নৃপতিরে যদি করহ বরণ ॥
শুনিয়া ভৈমীর মন অনঙ্গে পীড়িল।
বিধাতা আমার হেতু নলেরে সৃজিল ॥
নল নৃপতিরে আমি করিব বরণ।
এত বলি হংসে পাঠাইল সেইক্ষণ ॥
কহিল সকল কথা নলের গোচর।
শুনিয়া উদ্বিগ্ন সে হইল নৃপবর ॥
যে হইতে হংসভাষা বৈদর্ভী শুনিল।
নলের ভাবনা করি সকল ত্যজিল ॥
বিবর্ণ বদন ভূরি সঘনে নিশ্বাস।
ত্যজিল আহার আর সদা হাহা ভাষ ॥
দময়ন্তী-দুঃখ দেখি সব সখীগণ।
ভীম নরপতি পাশে করে নিবেদন ॥
শুনিয়া নৃপতি বড় হইল চিন্তিত।
কোন হেতু দময়ন্তী হইল দুঃখিত ॥

মহাদেবী বলে কিবা চিন্ত নৃপবর।
যুবতী হইল কন্যা কর স্বয়ম্বর ॥
শুনিয়া বিদর্ভপতি উদ্যোগী হইল।
রাজ্যে রাজ্যে দূত গিয়া নিমন্ত্রণ দিল ॥
দেশে দেশে বার্ত্তা পেয়ে যত রাজগণ।
বিদর্ভনগরে সবে করিল গমন ॥
হয় হস্তী পদাতিকে পূরিল মেদিনী।
বার্ত্তা পেয়ে আসিলেন যত নৃপমণি ॥
বিদর্ভে আইল যত রাজ্যের ঈশ্বর।
যথাযোগ্য স্থানে সব বসে নৃপবর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর।

দময়ন্তী-স্বয়ম্বর শুনিয়া সময়।
পুরাতন ঋষি আসে অমর আলয় ॥ (৪)
যথাবিধি তাঁরে পূজি দেব সুরেশ্বর।
জিজ্ঞাসিল কোথা ছিলে ওহে মুনিবর ॥
ঋষি বলে গিয়াছিনু পৃথিবীমণ্ডল।
আশ্চর্য্য দেখিনু তথা শুন আখণ্ডল ॥
বিদর্ভরাজার কন্যা দময়ন্তী নামা।
দেব যক্ষ নাগ নরে দিতে নারে সীমা ॥
তার রূপে সুশোভিত হল ভূমণ্ডল।
চন্দ্র মগ্ন হৈল দেখি বদন কমল ॥
ভীমরাজা করিল কন্যার স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন যত নৃপবর ॥
দময়ন্তী রূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিতে আইল কত বিনা নিমন্ত্রণে ॥
নারদের এই বাক্য শুনি দেবগণ।
দময়ন্তী রূপে মগ্ন হল সর্ব্বজন ॥
দময়ন্তী প্রাপ্তি বাঞ্ছা করি দেবগণ।
স্বয়ম্বর-স্থানে সবে করিল গমন ॥
পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর।
অহর্নিশি আসিতেছে বিদর্ভনগর ॥
সসৈন্যে চলিল নল পেয়ে নিমন্ত্রণ।
পথে নল সহ ভেট হল দেবগণ ॥

দেখিয়া নলের রূপ বিস্ময় অন্তর।
দময়ন্তী বাঞ্ছা ত্যাগ করিল অমর ।।
ইহা দেখি অন্যে না বরিবে কদাচন।
এত চিন্তি নল প্রতি বলে দেবগণ ।।
সাধু সর্ব্বগুণাশ্রয় তুমি মহারাজ।
সহায় হইয়া তুমি কর এক কাজ ।।
কৃতাঞ্জলি করি বলে নিষধনন্দন।
কে তোমরা আমা হতে কিবা প্রয়োজন ।।
ইন্দ্র বলে আমি ইন্দ্র ইনি বৈশ্বানর।
শমন বরুণ এই জলের ঈশ্বর ।।
সবে আসিয়াছি দময়ন্তী লভিবারে।
সবাকার দূত হয়ে যাহ তথাকারে ।।
কি বলে বৈদর্ভী জানি আইস সত্বরে।
নলেরে এতেক বাক্য কহিল অমরে ।।
রাজা বলে দ্রুতগতি যাইতেছি আমি।
কেমনে ভেটিব কন্যা অগম্য সে ভূমি ।।
রক্ষকেরা পুররক্ষা করিছে যতনে।
এ বেশে পুরুষ আমি যাইব কেমনে ।।
দেবগণ বলে আমা সবার প্রভাবে।
না হবে বারণ তুমি অলক্ষ্যেতে যাবে ।।
দেবগণ-বাক্য নল করিয়া স্বীকার।
চলিয়া গেলেন দময়ন্তীর আগার ।।
সখীগণমধ্যে দময়ন্তীরে দেখিল।
দেখিয়া তাঁহার রূপ অজ্ঞান হইল ।।
অতি সুকুমাররূপা অনঙ্গমোহিনী।
কৃশোদরা মনোহরা বিশাললোচনী ।।
পূর্ব্বে হংসমুখে রাজা যতেক শুনিল।
সত্য সত্য বলি রাজা সকল মানিল ।।
নল দেখি দময়ন্তী হল চমকিত।
কেবা এ পুরুষবর এথা উপনীত ।।
ইন্দ্র কিম্বা কামদেব অশ্বিনীকুমার।
ধন্য ধাতা হেন রূপ সৃজিল ইহার ।।
বসিতে আসন দিতে হৃদয়ে বিচারে।
সাহস করিয়া কিছু কহিতে না পারে ।।
কতক্ষণে মন্দ হাসি কহে মৃদুভাষে।
কে তুমি পোড়াহ মোরে কন্দর্প-হুতাশে
কেমনে আসিলে এথা কেহ না দেখিল।
লক্ষ লক্ষ রক্ষকেতে যে পুরী রাখিল ।।
পবনাদি দেবে মোর পিতা দণ্ড করে।
এত দুর্গ পার হয়ে এলে কি প্রকারে ।।
রাজা বলে আমি নল জান বরাননে।
এথা আইলাম দেবতার দূতপণে ।।
ইন্দ্রাগ্নি বরুণ যম পাঠান আমারে।
সবাকার ইচ্ছা বড় তোমা লভিবারে ।।
এ চারি জনের মধ্যে যারে হয় মন।
আজ্ঞা কর তারে গিয়া করি নিবেদন ।।
এই হেতু তব পুরে করি আগমন।
দেবের প্রভাবে না দেখিল কোন জন ।।
কন্যা বলে দেবগণ বন্দিত সবার।
সে কারণে তাসবায় মম নমস্কার ।।
নিষ্ফল এথায় আসিছেন দেবগণ।
পূর্ব্বে নল নৃপতিরে করেছি বরণ ।।
হংসমুখে পূর্ব্বে আমি বরেছি তোমায়।
কেমনে আমারে ত্যাগ কর নররায় ।।
কায়মনোবাক্যে রাজা তুমি মম পতি।
তোমা ভিন্ন বিষ অগ্নি জলে মোর গতি ।।
নল বলে যেই দেবে পূজে সর্ব্বজন।
তপস্যা করিয়া বাঞ্ছে যাঁর দরশন ।।
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল বিনাশিতে পারে।
হেন জন বাঞ্ছে তোমা ত্যজ কেন তাঁরে ।।
ইন্দ্র দেবরাজ দৈত্য দানবমর্দ্দন।
ত্রৈলোক্যের উপরে যাঁহার প্রভুপণ ।।
শচীর সমানা হবে যাঁহারে বরিলে।
হেন দেব ত্যজি কেন মনুষ্য ইচ্ছিলে ।।
দিক্‌পাল বৈশ্বানর সবাকার গতি।
যাঁর ক্রোধে মুহূর্ত্তেকে ভস্ম হয় ক্ষিতি ।।
বরুণ যে জলেশ্বর নর-অন্তকারী।
কেমনে বরিবে অন্যে তাঁকে পরিহরি ।।
কন্যা বলে অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন।
তুমি ভর্ত্তা তুমি কর্ত্তা করিনু বরণ ।।
শুভকার্য্যে বিলম্ব না কর মহামতি।
গলে মাল্য দিতে রাজা দেহ অনুমতি ।।

নল বলে ইহা সম নাহিক অধর্ম্ম।
দূত হয়ে কেমনে করিব হেন কর্ম্ম ॥
এত শুনি বৈদর্ভীর বিষণ্ণ বদন।
দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করেন রোদন ॥
পুনঃ বলে দময়ন্তী চিন্তিয়া উপায়।
বরিব তোমারে দোষ না হবে তাহায় ॥
দেবগণ সহ তুমি এস স্বয়ম্বরে।
তাঁসবার মধ্যে আমি বরিব তোমারে ॥
এত শুনি নল রাজা করেন গমন।
দেবগণ পাশে গিয়া করে নিবেদন ॥
কেহ না দেখিল মোরে তব অনুগ্রহে।
দেখিলাম সে কন্যারে অন্তঃপুর-গৃহে ॥
কহিলাম সবাকার যে সব সন্দেশ।
প্রবন্ধেতে রূপ গুণ বিভব বিশেষ ॥
কারে না চাহিয়া কন্যা আমারে ইচ্ছিল।
আসিবার কালে পুনঃ এমত বলিল ॥
দেবগণ সঙ্গে এস স্বয়ম্বর স্থানে।
তোমারে বরিব তাঁসবার বিদ্যমানে ॥
বৈদর্ভীর চিত্ত বুঝি সব দেবগণ।
নলের সমান বেশ ধরেন তখন ॥
এইরূপে দেবগণ নলের সংহতি।
স্বয়ম্বর স্থানে চলি গেল শীঘ্রগতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দময়ন্তীর নল-বরণ।

স্বয়ম্বরে উপনিত যত দেবগণ।
যথাযোগ্য আসনেতে বসে সর্ব্বজন ॥
কুলে শীলে রূপে গুণে একই প্রকার।
বিবিধ রতন অঙ্গে শোভে সবাকার ॥
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ গমনে সিন্ধুজ।
পঞ্চমুখ ভুজঙ্গ সদৃশ ধরে ভুজ ॥
তবে বিদর্ভের রাজা শুভক্ষণ দিনে।
দময়ন্তী আনাইল সভাবিদ্যমানে ॥
দেখিয়া মোহিত হল সব রাজগণ।
দৃষ্টিমাত্র হরিলেক সবাকার মন ॥
যত যত মহারাজ আছিল সভায়।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় একদৃষ্টে চায় ॥
নল বিনা বৈদর্ভীর অন্যে নাহি মন।
কোথায় আছয়ে নল করে নিরীক্ষণ ॥
এক স্থানে দেখে ভৈমী সভার ভিতর।
নলের আকার পঞ্চ পুরুষ সুন্দর ॥
বর্ণেতে নলের সহ নাহি কিছু ভেদ।
দেখি দময়ন্তী চিত্তে করে বড় খেদ ॥
পঞ্চবিধ নল দেখি বরিব কাহারে।
হৃদয়ে করিল চিন্তা বঞ্চিল আমারে ॥
দেবলিঙ্গে নরলিঙ্গে বিভেদ আছয়।
দেবমায়া বলে কিছু সেই ব্যক্ত নয় ॥
উপায় না দেখি ভৈমী বিচারিল মনে।
করযোড়ে স্তুতিবাদ করে দেবগণে ॥
তোমরা যে অন্তর্যামী জানহ সকল।
পূর্ব্বে হংসমুখে আমি বরিয়াছি নল ॥
প্রসন্ন হইয়া সবে মোরে দেহ বর।
জ্ঞাত হয়ে পাই আমি আপন ঈশ্বর ॥
সত্যেতে সংসারবর্ত্তে আমি যদি সতী।
তোমা সবামধ্যে যেন চিনি নিজ পতি।
বৈদর্ভীর মনোভাব জানি দেবগণ।
আপন আপন চিহ্ন করান দর্শন ॥
অনিমেষ নয়ন স্বেদাম্বুহীনকায়া।
অম্লান কুসুম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়া ॥
বৈদর্ভী জানিল তবে এ চারি অমর।
নল পরপতি দেখে ভূমির উপর ॥
হৃষ্টা হয়ে শীঘ্রগতি মালা দিল গলে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সবে সাধু সাধু বলে ॥
তবে নল নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
দময়ন্তী প্রতি বলে আশ্বাস করিয়া ॥
যাবৎ শরীরে মম থাকিবেক প্রাণ।
তাবৎ ধরিব তোমা প্রাণের সমান ॥
নলেরে বৈদর্ভী তবে করিল বরণ।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হল যত দেবগণ ॥
তুষ্ট হয়ে ইষ্টবর দিল চারি জন।
অলক্ষিত বিদ্যা দিল সহস্রলোচন ॥

অমৃত দিলেন তবে জলের ঈশ্বর।
যথায় চাহিবে জল পাবে নরবর॥
অগ্নি বলে যাহা ইচ্ছা করিবে রন্ধন।
বিনা অগ্নি রন্ধন হইবে ততক্ষণ॥
প্রাণিবধ বিদ্যা দিল সূর্য্যের নন্দন।
অস্ত্র তূণ ধনু দিয়া করিল গমন॥
নিবর্ত্তিয়া স্বয়ম্বর সবে গেল ঘর।
দময়ন্তী লয়ে গেল নল নৃপবর॥
দময়ন্তী বিনা রাজা অন্যে নাহি মতি।
কুতূহলে ক্রীড়া করে যেন কাম রতি॥
বহু যজ্ঞ সমাধিল কৈল বহু দান।
পুণ্যবলে নাহি কেহ নলের সমান॥
মহাভারতের কথা পরম পবিত্র।
আরণ্যকে অনুপম নলের চরিত্র॥

নল পুষ্করের দ্যূত ক্রীড়া।

স্বয়ম্বরে নিবর্ত্তিয়া যায় দেবগণ।
পথেতে দ্বাপর কলি ভেটে দুইজন॥
জিজ্ঞাসিল দুই জনে যাহ কোথাকারে।
কলি বলে যাই বৈদর্ভীর স্বয়ম্বরে॥
সে কন্যার রূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
প্রাপ্তি ইচ্ছা করি তথা যাই দুই জনে॥
হাসি ইন্দ্র বলে সাঙ্গ হল স্বয়ম্বর।
নলেরে বরিল ভৈমী সভার ভিতর॥
এত শুনি ক্রোধে কলি বলে আরবার।
দেব স্বামী ত্যজি দুষ্টা বরে নর ছার॥
এই হেতু দণ্ড আমি করিব তাহারে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার গোচরে
দেবগণ বলে তার দোষ নাহি তিলে।
আমা সবাকার বাক্যে বরিলেক নলে॥
নলের চরিত্র কিছু কহনে না যায়।
সংসারের যত গুণ বঞ্চে নলাশ্রয়॥
সমুদ্র গভীর ছিল স্থির ছিল মেরু।
পৃথিবীতে ক্ষমা ছিল চন্দ্র ছিল চারু॥
সবারে ছাড়িয়া নলে করিল আশ্রয়।
যজ্ঞ সভা তৃপ্ত দেব যাহার আলয়॥
সত্যব্রতী দৃঢ়প্রীতি তপঃশৌচ দানী।
আমা সবাকার মাঝে নলেরে বাখানি॥
হেন নলে দুঃখদাতা হবে যেই জন।
বিপুল দুঃখেতে মজিবেক সেই জন॥
এত বলি দেবগণ করিল গমন।
দ্বাপর কলিতে দোঁহে চিন্তে মনে মন॥
নলের যতেক গুণ বলে সুরপতি!
হেন জনে দিবে দণ্ড কাহার শকতি॥
কলি বলে তুমি মোর হইবে সহায়।
যেমনে দণ্ডিব মনে করিব উপায়॥
রাজ্যভ্রষ্ট করাব বিচ্ছেদ দুই জনে।
পাশায় করিয়া মত্ত নৈষধ রাজনে॥
অক্ষপাটি হবে তুমি সহায় আমার।
কলি-বাক্যে দ্বাপর করিল অঙ্গীকার॥
এতেক বিচারি দোঁহে করিল গমন।
নলের সহিত কলি থাকে অনুক্ষণ॥
নৃপতির-পাপছিদ্র খুঁজে নিরন্তর।
হেনমতে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর॥
একদিন নরপতি সন্ধ্যার কারণে।
অল্প শৌচ কৈল পদে ভ্রম হল মনে॥
ছিদ্র পেয়ে প্রবেশিল কলি তাঁর দেহে।
নিজ বুদ্ধি হীন হল রাজার হৃদয়ে॥
পুষ্কর নামেতে ছিল রাজার সোদর।
তাহার সদনে কলি চলিল সত্বর॥
কলি বলে অবধান করহ পুষ্কর।
বৈভব বাঞ্ছহ যদি মম বাক্য ধর॥
নলের সহিত পাশা খেল গিয়া তুমি।
সহায় হইয়া তোরে জিনাইব আমি॥
কলির আশ্বাস পেয়ে পুষ্কর চলিল।
খেলিব দেবন বলি নলে আহ্বানিল॥
এতেক শুনিয়া নল পুষ্করের দম্ভ।
অহঙ্কারে ক্ষণেক না করিল বিলম্ব॥
পণ করি খেলিতে লাগিল দুই জন।
হিরণ্য বিবিধ আর রজত কাঞ্চন॥
পুষ্করের বশ অক্ষ দ্বাপর প্রভাবে।
নাহি হয় অন্যথা সে যাহা মাগে যবে।

পুনঃ ক্রোধে পণ করিলেন রাজা নল।
মতিচ্ছন্ন হইল না বুঝে মায়াবল ॥
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী যত পৌরজন।
কার শক্তি না হল করিতে নিবারণ ॥
তবে যত বন্ধুগণ একত্র হইয়া।
দময়ন্তী স্থানে সবে জানাইল গিয়া ॥
মহাদুঃখ উৎপাত আনেন নৃপতি।
কর গিয়া আপনি নিবর্ত্ত তুমি সতী ॥
এত শুনি দময়ন্তী বিষণ্ণবদন।
অতিশীঘ্র নৃপস্থানে করিল গমন ॥
রাজারে বলেন ভৈমী বিনয় বচন।
মন্ত্রিসহ দ্বারে আছে অমাত্যের গণ ॥
আজ্ঞা কর সবে আসি করুক দর্শন।
ত্যজহ দেবন পাশা রাজ্যে দেহ মন ॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা নাহি শুনে বাণী।
মাথা তুলি ভৈমীরে না চাহে নৃপমণি ॥
পুনঃপুনঃ কহে ভৈমী বারিতে নারিল।
জ্ঞানহত হল রাজা নিশ্চয় জানিল ॥
নিজ নিজ গৃহে তবে গেল পুরজন।
অন্তঃপুরে গেল ভৈমী করিয়া রোদন ॥
হেনমতে নল রাজা খেলে বহু দিন।
ক্রমে ক্রমে বৈভবাদি সব হল হীন ॥
অক্ষ বিনা নৃপতির নাহি অন্যমন।
সকল ত্যজিয়া রাজা খেলে অনুক্ষণ ॥
দেখিয়া বৈদর্ভী মনে আতঙ্ক পাইল।
বৃহৎসেনা নামে ধাত্রী প্রতি সে বলিল ॥
শীঘ্র আন বাষ্ণেয় সারথিকে ডাকিয়া।
আজ্ঞামাত্র গেল ধাত্রী আরতি বুঝিয়া ॥
সেইক্ষণে আইল সারথি বিচক্ষণ।
সারথি দেখিয়া ভৈমী বলেন বচন ॥
সর্ব্বনাশ হেতু পথ করিল রাজন।
এ মহাবিপদে তুমি করহ তারণ ॥
ইন্দ্রসেন পুত্র আর কন্যা ইন্দ্রসেনা।
মম জ্ঞাতিগৃহে রাখি এস দুইজনা ॥
বিলম্ব না কর রথ আন শীঘ্রগতি।
আজ্ঞামাত্র রথ সাজি আনিল সারথি ॥
রথে চড়াইল দুই কুমার কুমারী।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুণ্ডিন নগরী ॥
রথ অশ্ব সহিত থুইল রাজপুরে।
পুনঃ গেল বাষ্ণেয় সে নিষধ নগরে ॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশীদাস বিরচিল নলের আখ্যান ॥

নল-দময়ন্তীর বন-গমন ও নলের দময়ন্তী ত্যাগ।

পুষ্করের সহ পাশা খেলে রাজা নল।
একে একে রাজ্য ধন হারিল সকল ॥
বসন ভূষণ আর রত্ন অলঙ্কার।
সকল হারিল রাজা কিছু নাহি আর ॥
হাসিয়া পুষ্কর তবে বলিল বচন।
খেলিব কি আছে আর শীঘ্র কর পণ ॥
অবশেষে তব কিছু নাহি দেখি আর।
রাণী দময়ন্তী পণ করহ এবার ॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধে লোহিত লোচন।
নাহিক কহিতে শক্তি বিষণ্ণবদন ॥
তবে রাজা বস্ত্র রত্ন যা ছিল শরীরে।
বাহির করিয়া রায় দিলেন পুষ্করে ॥
একবস্ত্র পরিধানে বাহির হইল।
অন্তঃপুরে থাকি তবে বৈদর্ভী শুনিল ॥
অঙ্গের ভূষণ যত ফেলিল খুলিয়া।
চলিল রাজার সহ একবস্ত্রা হৈয়া ॥
আজ্ঞা দিল পুষ্কর আপন অনুচরে।
এই কথা জ্ঞাত কর নগরে নগরে ॥
নল রাজা যাইবেক সন্নিকটে যার।
নলেরে রাখিলে তার সবংশে সংহার ॥
আজ্ঞামাত্র রাজ্যে রাজ্যে জানাইল চর।
রাজাজ্ঞা শুনিয়া সবে হৃদে পায় ডর ॥
তিন দিন ছিল নল নগরভিতর।
রাজার ভয়েতে কেহ না যায় নগর ॥
কে করে জিজ্ঞাসা তারে না যায় নিকটে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নল গেল নদীতটে ॥
তিন রাত্রি দিনান্তরে করি জলপান
তার পরে বনমধ্যে করিল প্রয়াণ ॥

পাছু পাছু দময়ন্তী করিল গমন।
অরণ্যের মধ্যে প্রবেশিল দুই জন।।
বহু দিন ক্ষুধা তৃষ্ণা শরীর পীড়িত।
বনমধ্যে স্বর্ণপক্ষী দেখে আচম্বিত।।
পক্ষী দেখি আনন্দিত ভাবিল রাজন।
মাংস ভক্ষি পক্ষ বেচি পাব বহু ধন।।
ধরিবার উপায় চিন্তিল মনে মন।
পক্ষীর উপর ফেলে পিন্ধন বসন।।
বস্ত্র লয়ে উড়িল মায়াবী বিহঙ্গম।
আকাশে উড়িয়া বলে আরে মতিভ্রম।।
সর্ব্বনাশ কৈনু অক্ষে ভ্রষ্ট করি জ্ঞান।
আমি কলি দ্বাপর বলিয়া এবে জান।।
আমা সবা এড়ি ভৈমী বরিল তোমারে।
তাহার উচিত ফল দিলাম উহারে।।
এত শুনি নরপতি ভৈমী প্রতি বলে।
যতেক কহিল পক্ষী শ্রবণে শুনিলে।।
অক্ষে যেই হারাইল সেই বস্ত্র নিল।
বিস্ময়ে আমার প্রিয়ে জ্ঞান হত হল।।
এখন যে বলি শুন তাহার কারণে।
এই যে দেখহ পথ যাইতে দক্ষিণে।।
অবন্তী নগরে লোক যায় এই পথে।
এই যে দেখহ পথ কোশলা যাইতে।।
এই পথে যাহ প্রিয়ে বিদর্ভনগরে।
শুনিয়া হইল ভৈমী কম্পিত অন্তরে।।
রোদন করিয়া ভৈমী কহে রাজা প্রতি।
তব বাক্য শুনি মোর স্থির নহে মতি।।
রাজ্যনাশ বনবাস বিবস্ত্র হইলে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা মহাদুঃখ সাগরে ডুবিলে।।
সব পাসরিবে আমি থাকিলে সংহতি।
আমারে ত্যজিতে কেন চাহ নরপতি।।
ভার্য্যার বিহনে রাজা নাহি সুখলেশ।
আমারে ত্যজিলে বনে পাবে বড় ক্লেশ।।
নল বলে সত্য তুমি যতেক কহিলে।
ভার্য্যাসম মিত্র আর নাহি ক্ষিতিতলে।।
ত্যজিবারে পারি আমি আপন জীবন।
তোমা ত্যাগ না করিব আমি কদাচন।।
ভৈমী বলে মোরে যদি ত্যাগ না করিবে।
বিদর্ভের পথ কেন দেখাইয়া দিবে।।
এই হেতু শঙ্কা মম হতেছে রাজন।
তোমা ছাড়ি গেলে মোর নিশ্চয় মরণ।।
এক বাক্য বলি রাজা যদি লয় মনে।
বিদর্ভনগরে চল যাই দুই জনে।।
তোমারে দেখিলে পিতা হবে হরষিত।
দেবতুল্য তোমারে পূজিবে নিত্য নিত্য।।
নল বলে নহে দেবি যাবার সময়।
এ বেশে কুটুম্বগৃহে উচিত না হয়।।
আপনি জানহ তুমি স্বয়ম্বর কালে।
তব পিতৃগৃহে গেনু চতুরঙ্গ দলে।।
এখন এ বেশে গেলে হাসিবেক লোক।
বৈরীর হইবে হর্ষ সুহৃদের শোক।।
পরম বন্ধুর গৃহে যায় যদি দীন।
শক্রসম হইলেও হয় মানহীন।।
অনাহারে থাকি তপ করিব কাননে।
দুঃখী হয়ে বন্ধুগৃহে না যাব কখনে।।
তবে পুনঃপুনঃ ভৈমী অনেক কহিল।
না শুনিল নল রাজা নিশ্চয় জানিল।।
যেই বস্ত্র ছিল ভৈমী করিয়া পিন্ধন।
সেই বস্ত্র সারিয়া পরিল দুই জন।।
ছাড়িয়া যাবেন স্বামী ভয় করি মনে।
এক বস্ত্র উভয়ে পরিল সে কারণে।।
বেগেতে চলিতে নারে যায় ধীরে ধীরে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ভ্রমে দুর্ব্বল শরীরে।।
দিব্য এক স্থান রাজা দেখিল কাননে।
পরিশ্রান্ত হইয়া শুইল দুই জনে।।
আঁকাড়ি করিয়া ভৈমী ধরিয়া রাজারে।
পাছে স্বামী যায় ছাড়ি সভয় অন্তরে।।
একে সুকুমারী বহু দিন নিরাহারা।
শোবামাত্র দময়ন্তী হল জ্ঞানহারা।।
দুঃখে সন্তাপিত নল নিদ্রা নাহি পায়।
মনে বিচারিল যে বৈদর্ভী নিদ্রা যায়।।
এ ঘোর অরণ্যে ভৈমী সঙ্গে যদি থাকে
মম দুঃখ দেখি নিত্য মজিবেক শোকে।

আমারে না দেখি কোন পথিক সংহতি।
ক্রমে ক্রমে যাইবেক পিতার বসতি॥
এ দুঃখ সমুদ্র হতে হইবে মোচন।
আমিহ একক হলে যাব যথা মন॥
একাকী রাখিয়া যাব ঘোর বনস্থল।
সেহ ভয় নাহি কেহ করিবে না বল॥
তপস্বিনী পতিব্রতা ভকতি আমাতে।
এরে কে করিবে বল নাহি ত্রিজগতে॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা হত নিজ জ্ঞান।
দময়ন্তী-ত্যজিবারে করে অনুমান॥
একবস্ত্র আচ্ছাদন দোঁহাকার কায়।
মনে চিন্তে কি করিব ইহার উপায়॥
পাছে জাগে দময়ন্তী চিন্তিত রাজন।
ভাবিত হইল বড় কি করি এখন॥
কেমনে ত্যজিব আমি একবস্ত্র পরা।
শরীরে আছিল কলি দুষ্ট খরতরা॥
জানিয়া রাজার মন কলি খড়্গরূপ।
সম্মুখে হেরিয়া খড়্গ হরষিত ভূপ॥
অস্ত্র লয়ে অর্দ্ধবাস ছেদন করিল।
মায়াতে মোহিত রাজা আকুল হইল॥
ধীরে ধীরে তথা হতে গমন করিল।
কত দূর হতে তবে বাহুড়ি আইল॥
দেখিল বৈদর্ভী নিদ্রা যায় অচেতন।
ব্যাকুল হইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
সিংহ ব্যাঘ্র লক্ষ লক্ষ এ ঘোর কাননে।
কি গতি হইবে প্রিয়া আমার বিহনে॥
হে সূর্য্য পবন চন্দ্র বনের দেবতা।
তোমা সব রক্ষা কর আমার বনিতা॥
এত বলি নরপতি করিল গমন।
পুনঃ কত দূর হইতে ফিরিল রাজন॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা দুই দিকে মন।
ভার্য্যা-স্নেহ ছাড়িতে না পারে কদাচন॥
দময়ন্তী-দুঃখে দুঃখী কহিছে অন্তরে।
অনাথ করিয়া প্রিয়ে যাই হে তোমারে॥
পুনরপি বিধি যদি করায় ঘটন।
দেখিব তোমারে নহে এই দরশন॥
এত চিন্তি নরপতি আকুল হৃদয়।
পাছে দময়ন্তী জাগে পুনঃ হল ভয়॥
অতিবেগে চলিয়া যাইতে সেইক্ষণ।
প্রবেশ করিল গিয়া নির্জ্জন কানন॥

দময়ন্তীকে সর্পগ্রাস।

কতক্ষণে দময়ন্তী নিদ্রা অবশেষে।
সজাগ হইয়া দেখে স্বামী নাহি পাশে॥
মূর্চ্ছিতা হইয়া ভৈমী ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর হয়ে যায় গড়াগড়ি॥
উঠিয়া সঘনে চতুর্দ্দিকে ধায় রড়ে।
নাথ নাথ বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়ে॥
অনাথা ডাকয়ে কেন না দেহ উত্তর।
কোন দিকে গেলে প্রভু নিষধঈশ্বর॥
কোন দোষে দূষী আমি নহি তব পায়।
তবে কেন আমারে ত্যজিলা মহাশয়॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা কহে সর্ব্বলোকে।
তবে কেন নিদ্রিত ছাড়িয়া গেলে মোকে
লোকপাল মধ্যে পূর্ব্বে সত্য কৈলে প্রভু।
শরীর থাকিতে তোমা না ছাড়িব কভু॥
সত্যবাদী হয়ে সত্য ছাড় কি কারণ।
লুক্কায়িত আছ কোথা দেহ দরশন॥
দুঃখ-সিন্ধুমধ্যে প্রভু কেন দেহ দুঃখ।
অতি শীঘ্র এস নাথ দেখি তব মুখ॥
ক্ষুধার্ত্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কিবা গেলে জলপানে॥
এত বলি বনে বনে ভৈমী পর্য্যটিয়া।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে যায় ধা(ই)য়া॥
ব্যাঘ্র সিংহ মহিষ শূকর যত ছিল।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে তাহারা বেড়িল॥
স্বামী অন্বেষিয়া ভৈমী করে বনভ্রম।
অকস্মাৎ সম্মুখেতে দেখে ভুজঙ্গম॥
বিকট দশন আর বিকট গর্জ্জন।
ভৈমীরে দেখিয়া অহি বিস্তারে বদন॥
বিপরীত মূর্ত্তি অহি দেখিয়া নিকটে।
হা নাথ বলিয়া ডাকে পড়িয়া সঙ্কটে॥

আর না দেখিব প্রভু তোমার বদন।
নিশ্চয় হইনু অজগরের ভক্ষণ ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী বলিয়া হা নাথ।
দূরেতে থাকিয়া তাহা শুনে এক ব্যাধ ॥
শীঘ্রগতি আসি ব্যাধ দেখি অজাগর।
দুইখান করিল মারিয়া তীক্ষ্ণ শর ॥
সর্প মারি মৃগজীবী কহে বৈদর্ভীরে।
কে তুমি একাকী ভ্রম এ কানন ঘোরে ॥
সকল বৃত্তান্ত তারে বৈদর্ভী কহিল।
বৈদর্ভীর রূপে ব্যাধ আকুল হইল ॥
সম্পূর্ণ চন্দ্রমামুখ পীন-পয়োধর।
বচন অমৃতে ব্যাধে বিন্ধে খরশর ॥
কামাতুর হয়ে যায় ভৈমী ধরিবারে।
ব্যাধেরে দেখিয়া ভৈমী কহিছে অন্তরে।
সত্যশীল নল রাজা যদি মোর পতি।
নল বিনা অন্যে যদি নাহি থাকে মতি ॥
এ পাপিষ্ঠ পরশিতে না পারে আমায়।
এখনি হউক ভস্মরাশি দুরাশয় ॥
এতেক বলিতে ব্যাধ ভস্ম হয়ে গেল।
স্বামীর উদ্দেশে সতী বৈদর্ভী চলিল ॥

দময়ন্তীর পতি অন্বেষণ ও সুবাহুনগরে
সৈরিন্ধ্রী বেশে স্থিতি।

মহাঘোর বনে গিয়া করিল প্রবেশ।
নানাজাতি পশু তথা দেখয়ে বিশেষ ॥
সিংহ কোল ব্যাঘ্র দ্বিপ খড়্গী কৃষ্ণসার।
মৃগ মৃগী দেখে আর মহিষ মার্জ্জার ॥
শল্লকী নকুল গাধা মূষিক বানর।
নানা জাতি নভোমার্গ স্পর্শে তরুবর ॥
শাল তাল পিয়াল যে অর্জ্জুন চন্দন।
শিমূল খর্জ্জুর জাম কদম্ব কাঞ্চন ॥
আম্রাতক বিভীতক ফল আমলকী।
পলাশ ডুম্বর ভল্লাতক হরীতকী ॥
খদির পাণ্ডবী পিচুমর্দ্দ কোবিদার।
শাকট কপিত্থ অশ্বত্থ বট যে আর ॥
নোয়াড়ি বদরী বিঞ্চি বহেড়া পর্কটি।
অশোক চম্পক কেন্দু তিন্তিড়ীক-ঝাটি
বাপী সর তড়াগ সিন্ধুর সম নদী।
নানা ঋতু রম্য স্থান বহু রত্ননিধি ॥
যত যত দেখে ভৈমী অন্যে নাহি মন।
স্বামী অন্বেষণে ভ্রমে গহন কানন ॥
যারে দৃষ্টি করে ভৈমী জিজ্ঞাসে তাহারে।
দেখিয়াছ মম প্রভু গেল কোথাকারে ॥
সিংহগ্রীব প্রভু মম বিশাললোচন।
দীর্ঘতর যুগ্ম ভুজ অর্দ্ধাঙ্গ বসন ॥
ওহে সিংহ মহাতেজা বনের ঈশ্বর।
বনের বৃত্তান্ত যত তোমার গোচর ॥
সত্য কহ প্রাণনাথ গেল কোন দিগে।
অনাথা তোমার স্থানে এই ভিক্ষা মাগে ॥
অনন্তরে এক মহা সরিৎ দেখিল।
প্রণাম করিয়া তারে ভৈমী জিজ্ঞাসিল ॥
তরঙ্গিণী কহিয়া স্বামীর সমাচার।
শীতল করহ তুমি হৃদয় আমার ॥
ক্ষুধায় বিশেষ শ্রমে আকুল শরীর।
জলপানে আসিয়াছিলেন তব তীর ॥
তথা হতে গেল ভৈমী না পেয়ে উত্তর।
অতি উচ্চতর এক দেখে গিরিবর ॥
তাহাকে জিজ্ঞাসে ভৈমী করিয়া রোদন।
অতি উচ্চতর শৃঙ্গ পরশে গগন ॥
বহুদূর তব দৃষ্টি যায় শৈলবর।
কহ মোরে কোথায় আছেন প্রাণেশ্বর ॥
পঙ্কজ কেশর অঙ্গ কর স্পর্শে জানু।
কর্ণান্তে নয়ন মুখশোভা শীতভানু ॥
বীরসেনসুত প্রভু নিষধ-ঈশ্বর।
দেখেছ কি প্রাণনাথে কহ গিরিবর ॥
এইমত গিরিপৃষ্ঠে ভ্রমে কত দিন।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লিষ্টা বদন মলিন ॥
যুগল নয়নে বহে জলধর প্রায়।
অর্দ্ধ ভাষা মুক্তকেশা ধূলি সর্ব্বগায় ॥
তথা হতে চলি যায় উত্তর মুখেতে।
মুনির আশ্রমে যায় তৃতীয় দিনেতে ॥
অনাহারী বাতাহারী দীর্ঘ গোঁপ দাড়ি।
কর পদ সর্পবৎ নখ যেন বেড়ি ॥

দেখি দময়ন্তী তাঁরে ভূমিষ্ঠ হইয়া।
প্রণতি করিয়া রহে অগ্রে দাঁড়াইয়া॥
ভৈমীরে জিজ্ঞাসে মুনি মধুর বচনে।
কে তুমি কি হেতু কর ভ্রমণ কাননে॥
দময়ন্তী বলে আমি পতিবিরহিণী।
এই বনে হারাইল মম পতিমণি॥
অন্বেষণ করি তাঁরে করি সেই ধ্যান।
হারাধন পাই যদি তবে রহে প্রাণ॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ কোন দেশে যাব।
নিশ্চয় কি পুনরপি দরশন পাব॥
এত শুনি মুনিরাজ আশ্বাস করিল।
না কর রোদন তব দুঃখ শেষ হল॥
পাইবে স্বামীরে পুনঃ পাবে রাজ্যভার।
পুত্র কন্যা সহ সুখে বঞ্চিবে অপার॥
এত বলি ঋষিবর অন্তর্ধান হৈল।
বিস্ময় মানিয়া তবে বৈদর্ভী চলিল॥
নদ নদী কণ্টক পর্ব্বত ঘোর বনে।
রাত্রি দিন চলি যায় নিরানন্দ মনে॥
যাইতে যাইতে দেখে এক নদীকূলে।
বহুদ্রব্য সঙ্গে লয়ে বহু লোক চলে॥
ভৈমীকে দেখিয়া লোক বিস্ময় মানিল।
বিপরীত দেখি কেহ ভয়ে পলাইল॥
কভু হাসে কভু নাচে চিত্রের পুত্তলী।
রাক্ষসী পিশাচী কিবা মানুষী বাতুলী॥
জিজ্ঞাসে দয়ার্দ হয়ে তবে কোন জন।
কে তুমি একাকী ভ্রম নির্জ্জন কানন॥
বৈদর্ভী বলিল নহি রাক্ষসী পিশাচী।
স্বামী অন্বেষিয়া ভ্রমি আমি ত মানুষী॥
অরণ্যের মধ্যে স্বামী ছাড়ি গেল মোরে।
সত্য কহ তোমরা কি দেখিয়াছ তাঁরে॥
এতেক শুনিয়া বলে বণিকের গণ।
তোমা ভিন্ন এ বনে না দেখি অন্যজন॥
চেদি রাজ্য যাই মোরা বাণিজ্য কারণ।
আইস আমার সঙ্গে যদি লয় মন॥
আশ্বাস পাইয়া ভৈমী চলিল সংহতি।
সেই পথে অন্বেষিয়া যায় নিজপতি॥

হেনমতে কত পথে এক রম্যস্থলে।
একটী যে সরোবর শোভিত কমলে॥
শ্রমযুক্ত উত্তরিল বাণিজ্য কারণ।
সেই নিশি যথায় বঞ্চিল সর্ব্বজন॥
নিশাকালে হস্তিগণ জলপানে এল।
নিদ্রিত আছিল পথে চরণে চাপিল॥
দশনে চিরিল কারে শুণ্ডে জড়াইল।
বণিকগণের মধ্যে মহারোল হল॥
প্রাণভয়ে কোন দিকে যায় কোন জন।
দময়ন্তী করিলেন বৃক্ষ আরোহণ॥
বৃক্ষোপরি আরোহিয়া করেন রোদন।
হায় বিধি মোর ভাগ্যে ছিল এ লিখন॥
জন্মকাল হতে আমি জানি নিজ মনে।
এমন দুষ্কৃতি আমি না করি কখনে॥
তবে কেন বিধি মোর কৈল হেন গতি।
অধিক সন্তাপ মোর উপজিল নিতি॥
মোর স্বয়ম্বরে এসেছিল দেবগণ।
নিরাশ হইয়া ক্রোধ কৈল সর্ব্বজন॥
সেই হেতু আমার না দেখি শ্রেয় আর।
এত কষ্টে পাপ আত্মা না যায় আমার॥
রজনী প্রভাত হলে যে যেখানে ছিল।
চারিদিক হতে আসি একত্র মিলিল॥
ভয় পেয়ে তথা হতে যায় শীঘ্রগতি।
কত দিনে চেদিরাজ্যে উত্তরিল সতী॥
বিবর্ণবদন কৃশা অঙ্গে অর্দ্ধ বাস।
ধূলিতে ধূসর কায় ঘন বহে শ্বাস॥
বন হতে নগরেতে করিল প্রবেশ।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক দেখি তাঁর বেশ॥
যুবা বৃদ্ধ নগরেতে যত নারীগণ।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া চলিল সর্ব্বজন॥
কেহ বা কর্দ্দম দেয় কেহ দেয় ধূলা।
বৈদর্ভীরে বেড়িয়া হইল লোকমেলা॥
সুবাহু রাজার মাতা প্রাসাদে আছিল।
দময়ন্তী দেখিয়া ধাত্রীরে আজ্ঞা দিল॥
হের দেখ নারী এক নগরে আইসে।
মলিনা বিবর্ণরূপা বেষ্টিতা মানুষে॥

শীঘ্র গিয়া তাহারে আনহ মোর স্থানে ।
আজ্ঞামাত্র ভৈমীকে আনিল সেইক্ষণে ॥
ভৈমীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল রাজমাতা ।
কহ নিজ পরিচয় কাহার বনিতা ॥
নিজরূপ আচ্ছাদন করেছ কি কারণ ।
মেঘে ঢাকিয়াছে যেন রবির কিরণ ॥
দময়ন্তী বলে শুন কহি রাজমাই ।
জাতিতে মানুষী আমি সৈরিন্ধ্রী বলাই ॥
দ্যূতে হারি স্বামী মোর পশিল কাননে ।
অপ্রমিত গুণ তাঁর না যায় কথনে ॥
সঙ্গেতে ছিলাম আমি ছাড়িলেন মোরে ।
তাঁরে অন্বেষিয়া আমি আইনু নগরে ॥
এত বলি দময়ন্তী করেন রোদন ।
আশ্বাসিয়া রাজমাতা বলেন বচন ॥
না কান্দহ কন্যে তুমি চিত্ত কর স্থির ।
তব দুঃখ দেখি মম বিদরে শরীর ॥
পাইবে স্বামীর দেখা থাক মোর বাসে ।
লোক পাঠাইব তব পতির উদ্দেশে ॥
ভৈমী বলে এত যদি করুণা আমারে ।
তবে সে থাকিতে পারি তোমার মন্দিরে ॥
পুরুষ সহিত দেখা না হবে কখন ।
পুরুষের স্থানে না পাঠাবে কদাচন ॥
না ছুঁইব উচ্ছিষ্ট না পদে দিব হাত ।
পূর্ব্বাপর ব্রত মম কহি রাজমাত ॥
বৃদ্ধ দ্বিজ পাঠাইবে স্বামী অন্বেষণে ।
এতেক করিলে রহি তোমার সদনে ॥
সেইরূপ হইবে বলিয়া রাজমাতা ।
ডাকিল সুনন্দা নামে আপন দুহিতা ॥
রাজমাতা বলে তবে তনয়ার প্রতি ।
সখ্য কর তুমি এই সুন্দরী সংহতি ॥

কর্কট নাগের দংশনে নলের বিকৃতাকার ।

হোথা ভৈমী ছাড়ি, পরি অর্দ্ধ সাড়ী,
চলিল নৃপতি নল ।
বায়ুবেগে ধায়, পাছু নাহি চায়,
অঙ্গে বহে শ্রমজল ॥
নকালে শুনি, দাবানল ধ্বনি,
রাখ রাখ নলরাজ ।
:হ পুণ্যশ্লোকে, রক্ষা কর মোকে,
পুড়ি আমি অগ্নিমাঝ ॥
নি দয়াদয়, ডাকেন নির্ভয়,
স্মরণ কে করে মোরে ।
নি ফণিপতি, কহে নল প্রতি,
নিবেদি দুঃখ তোমারে ॥
ামি নাগরাজ, অনন্ত অনুজ,
কর্কট নামে ভুজঙ্গ ।
ারদের শাপে, সদা পুড়ি তাপে,
অচল হইল অঙ্গ ॥
শষ হইল দুঃখ, দেখি তব মুখ,
শাপান্ত করিল মুনি ।
বলম্ব না কর, সত্বর উদ্ধার,
দহে দারুণ আগুনি ॥
পর্ব্বত আকার, শরীর আমার,
দেখি পাছে কর ভয় ।
তুমি পরশিতে, সম্বরিব হাতে,
না হইবে শ্রম তায় ॥
শুনি নরপতি, দয়াময় অতি,
আনিল অনল হতে ।
পাইয়া অভয়, নাগরাজ কয়,
সখ্য হল তব সাথে ॥
তব শ্রম কাজ, শুন মহারাজ,
কোলে করি মোরে লহ ।
বিপুল শবদে, গণি পদে পদে,
কত দূর লয়ে যাহ ॥
তার বাক্য শুনি, পদে পদে গণি,
দশ চরণ চলিল ।
দশ ডাক শুনি, দংশিলেক ফণী,
ছাড়িয়া অন্তর হল ॥
নল বলে ভাল, সখা ধর্ম্ম রৈল,
সখারে দংশন কর ।
নাহি দোষ তব, জাতির স্বভাব
উপকারি জনে মার ॥

বলে নাগপতি, না ভাব দুর্গতি,
করিয়াছি উপকার।
কুৎসিত মূরতি, হল নরপতি,
অঙ্গ দেখ আপনার ॥
দুঃখের সময়, কভু ভাল নয়,
ভূপতি-লক্ষণ রূপ।
কেহ না লক্ষিবে, যথায় যাইবে,
যে হেতু হল বিরূপ ॥
যবে ইচ্ছা মনে, আমার স্মরণে,
আপন রূপ পাইবে।
রাজা ঋতুপর্ণ, পালে চতুর্ব্বর্ণ,
তাহার সারথি হবে ॥
বৈদর্ভী রূপসী, তোমার প্রেয়সী,
আরো তনয় তনয়া।
কুশলে ভেটিবে, পুনঃ রাজ্য হবে,
নিষধ-রাজ্যেতে গিয়া ॥
এতেক কহিয়া, বস্ত্র এক দিয়া, (৭)
অন্তর্ধান হয়ে গেল।
নাগের বচন, শুনিয়া রাজন,
অযোধ্যাপুরী চলিল ॥
ভারত কমল, শ্রবণ মঙ্গল,
সাধু জন করে আশ।
কৃষ্ণদাসানুজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাস ॥

ঋতুপর্ণালয়ে বাহুক নামে নল রাজার অবস্থিতি।

তবে নল নরপতি দশম দিবসে।
অযোধ্যায় প্রবেশিল বহু পথক্লেশে ॥
রাজার দুয়ারে গিয়া বলে নরপতি।
মম তুল্য কেহ নাহি অশ্ব-শিক্ষাকৃতী ॥
বাহুক আমার নাম শুন মহামতি।
নিষধ রাজার আমি ছিলাম সারথি ॥
আর এক মহাবিদ্যা জানি যে রাজন।
বিনা অনলেতে পারি করিতে রন্ধন ॥
এত শুনি কহে রাজা করিয়া আশ্বাস।
যথোচিত চাহ দিব রহ মম পাশ ॥
যত অশ্বপালোপরে হবে তুমি পতি।
যা বাঞ্ছিবে তাহা দিব থাকিবে সংহতি ॥
এত শুনি নল রাজা রহিল তথায়।
দিবস রজনী রাজা নিদ্রা নাহি যায় ॥
অন্ন জল নাহি রুচে পত্নীরে ভাবিয়া।
সদা ভাবে দময়ন্তী কোথা গেল প্রিয়া ॥
না জানি সে কি করিল আমার বিহনে।
নিরাহারে নীরাহারে আছে কোন স্থানে ॥
কতেক কান্দিল প্রিয়া মোরে না দেখিয়া।
কি কুকর্ম্ম করিলাম নিষ্ঠুর হইয়া ॥
ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাঘ্র নির্জ্জন কাননে।
একাকিনী বনে নারী বঞ্চিবে কেমনে ॥
পতিব্রতা অনুরক্তা আমাতে সতত।
হেন স্ত্রী ছাড়িয়া আমি বাঁচি মৃতবত ॥
বনপর্ব্বে নলাখ্যান যেই জন শুনে।
অশেষ দুঃখেতে পার হয় সেই জনে ॥
পাপকর্ম্মে তার মন কভু নাহি যায়।
মদ দম্ভ রাগ দ্বেষ তাহারে না পায় ॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥

বিদর্ভ-ভূপতি ভীমের নল-দময়ন্তীর উদ্দেশ ও চেদি-রাজ্যে দময়ন্তীর সন্ধান প্রাপ্তি।

ভার্য্যাসহ গেল নল অরণ্যভিতর।
দূতমুখে বার্ত্তা পায় ভীম নৃপবর ॥
শুনিয়া শোকার্ত্ত বড় ভীম নরপতি।
সহস্র সহস্র দ্বিজ আনি শীঘ্রগতি ॥
দ্বিজগণ প্রতি রাজা বলিল বচন।
নল-দময়ন্তী দোঁহে কর অন্বেষণ ॥
অন্বেষণ করিয়া কহিবে বার্ত্তা আসি।
সহস্র সহস্র গবী দিব রত্ন ভূষি ॥
গ্রাম দেশ ভূমি দিব নানা রত্ন ধন।
দুই জন মধ্যে যে দেখিবে এক জন ॥
এত বলি দ্বিজগণে মেলানি করিল।
সেইক্ষণে দ্বিজগণ চতুর্দ্দিকে গেল ॥
সুদেব নামেতে দ্বিজ ভ্রমি নানাদেশ।
সুবাহু রাজার পুরে করিল প্রবেশ ॥

দৈবাৎ ভৈমীরে তথা কৈল দরশন।
সুনন্দা সহিত সতী করেন গমন ॥
চন্দ্রাননী বিশালাক্ষী দীর্ঘ মুক্তকেশা।
চারু পীনপয়োধরা সুনাসা সুবেশা ॥
পদ্ম যেন বিদলিত হস্তিদন্তাঘাতে ;
চন্দ্র যেন বিদলিত সৈংহিকেয় দাঁতে।
ক্ষিতিমধ্যে নাহিক ইহার রূপসীমা।
এই সে সৈরিন্ধ্রী হবে বিদর্ভচন্দ্রিমা ॥
স্বামীর বিচ্ছেদে কৃশা বিবর্ণবদনী।
ভৈমী পাশে গিয়া শেষে বলে দ্বিজমণি
মোর দিকে বরাননে কর অবধান।
সুদেব ব্রাহ্মণ আমি ভ্রাতৃসখা জান ॥
তোমারে চাহিয়া ভ্রমি দেশ-দেশান্তর।
চারিদিকে গিয়াছেন দ্বিজ বহুতর ॥
কন্যা-পুত্র দুই তব আছে শুভ তরে।
তব শোকে পিতা মাতা প্রাণমাত্র ধরে।
এত শুনি দময়ন্তী করেন রোদন।
শুনিয়া আইল অন্তঃপুরনারীগণ ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি সৈরিন্ধ্রী কান্দিল।
বার্ত্তা পেয়ে রাজমাতা বিপ্রে জিজ্ঞাসিল ॥
কাহার তনয়া এই কাহার গৃহিণী।
কি কারণে স্থানভ্রষ্টা হল প্রভাবিনী ॥
যদি তুমি জানহ জানাহ দ্বিজবর।
শুনিয়া সুদেব তাঁরে করিল উত্তর ॥
বিদর্ভ-ঈশ্বর ভীম তাঁহার দুহিতা।
পুণ্যশ্লোক নলরাজা তাঁহার বনিতা ॥
নিজভর্ত্তা রাজ্য দেশ পাশায় হারিল।
অরণ্যে পশিল গিয়া কেহ না দেখিল ॥
এই হেতু সহস্র সহস্র দ্বিজগণ।
দেশ-দেশান্তরে গিয়া করে পর্য্যটন ॥
মম ভাগ্যে তব গৃহে পাই দেখিবারে।
ভ্রূ-মধ্যেতে তিল দেখি চিনিনু ইহাঁরে ॥
বিশেষত ক্ষিতিমধ্যে নাহিক উপমা।
মুনিগণ বলে দোঁহে কান্ত কান্তা সমা ॥

দময়ন্তীর পিত্রালয়ে আগমন।

এত শুনি রাজমাতা আপনা পাশরে।
দময়ন্তী কোলে করি অশ্রুজল ঝরে ॥
এত কাল গুপ্তভাবে আছ মম ঘরে।
কি কারণে পরিচয় না দিলে আমারে ॥
তোমার জননী হয় মম সহোদরা।
সুদাম রাজার কন্যা ভগিনী আমরা ॥
বীরবাহু মম পতি ভীম তব পিতা।
সে কারণে তুমি মোর ভগিনীদুহিতা ॥
এই রাজ্য ধন যে আপন করি জান।
এত বলি বৈদর্ভীর করিল সম্মান ॥
শুনি দময়ন্তী তবে প্রণাম করিল।
বিনয় পূর্ব্বক তাঁরে কহিতে লাগিল ॥
পিতৃ মাতৃ বিহীন যুগল শিশু আছে।
জনক জননী মোর দুঃখ পাইতেছে ॥
আজ্ঞা কর আমারে গো করিতে গমন।
শুনি রাজমাতা আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে করিয়া সুবেশ।
দিব্য রথ দিয়া পাঠাইল নিজদেশ ॥
সুদেব ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন।
নানাদেশ ভ্রমি আসে পিতার ভবন ॥
শুনিল ভীমের পত্নী আইল তনয়া।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় রাণী মুক্তকেশা হৈয়া ॥
পিতা মাতা পুত্র কন্যা কৈল সম্ভাষণ।
একে একে মিলিলেক যত বন্ধুজন ॥
ভোজন করিয়া ভৈমী করিল শয়ন।
একান্তে মায়েরে কহে করিয়া ক্রন্দন ॥
জীয়ন্ত আছি যে আমি না করিহ মনে।
কেবল আছয়ে তনু নল দরশনে ॥
নিশ্চয় নলের যদি না পাই উদ্দেশ।
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ ॥
এত শুনি মহাদেবী রাজস্থানে গিয়া।
কন্যার যতেক কথা কহিল কান্দিয়া ॥
শুন শুন নরপতি মোর নিবেদন।
চতুর্দ্দিকে পুনর্ব্বার যাক দ্বিজগণ ॥

নলের বিচ্ছেদে কন্যা প্রাণ না রাখিবে।
কন্যার বিচ্ছেদে মম প্রাণ কিসে রবে ॥
এত শুনি নরপতি আনি দ্বিজগণে।
চতুর্দ্দিকে পাঠাইল নল অন্বেষণে ॥
সব দ্বিজগণে তবে বৈদর্ভী ডাকিল।
সবাকারে এইরূপে বচন বলিল ॥
একাকী নির্জ্জনে চিরি লয়ে অর্দ্ধ সাড়ী।
কোন দোষে ছাড়ি গেল অনুরক্তা নারী ॥
যেই দেশে যেই গ্রামে করিবে প্রয়াণ।
এই কথা জিজ্ঞাসিহ সবে সেই স্থান ॥
ইহার উত্তর যদি দেয় কোন জন।
শীঘ্র আসি মম পাশে কহিবে তখন ॥
ইহার সম্বাদ মোরে যেই আসি দিবে।
নিশ্চয় জানিহ সেই ভৈমীকে কিনিবে ॥
এত শুনি চলিলেন যত দ্বিজগণ।
রাজ্যপুর গ্রামপুর পথি লোষ্ট্র বন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শুনিলে পরম সুখ জন্মে দিব্য জ্ঞান ॥

দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর শ্রবণে ঋতুপর্ণের বিদর্ভে-যাত্রা ও নলের দেহ হইতে কলি-ত্যাগ।

তবে বহু দিনেতে পর্ণাদ নামধর।
দময়ন্তী নিকটে কহিল দ্বিজবর ॥
ভ্রমিলাম বহু-রাজ্য কত লব নাম।
ঋতুপর্ণ নামে রাজা অযোধ্যায় ধাম ॥
যেমন বলিলে তুমি শুনাইনু তায়।
না করিল প্রত্যুত্তর ঋতুপর্ণ রায় ॥
সভায় বসিয়া যারা করিল শ্রবণ।
জানিয়া না কৈল কিছু রাজমন্ত্রিগণ ॥
বাহুক নামেতে এক রাজার সারথি।
বিনা অগ্নি পাক করে বিকৃতি আকৃতি ॥
শুনিয়া সে মুহুর্মুহু করিল করুণ।
কুশল তোমার জিজ্ঞাসিল পুনঃপুনঃ ॥
পশ্চাৎ আমারে সেই করিল উত্তর।
কুলস্ত্রীর ধর্ম্ম এই শুন দ্বিজবর ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী বলি তারে
কদাচ পতির দোষ প্রকাশ না করে ॥
মূর্খ কিম্বা ধনহীন হয় যদি পতি।
অধর্ম্ম অসৎ কর্ম্ম করে নিতি নিতি ॥
সতী নারী পতিদোষ কখন না ধরে।
সে দোষ ঢাকিয়া পুনঃ গুণ ব্যক্ত করে ॥
তার ধর্ম্ম হয় অতি এই সে বিধান।
স্বামী হতে অতিকষ্ট নারী যদি পান ॥
তথাপি স্বামীর নিন্দা কদাচ না করে।
নিজকর্ম্ম নিন্দে কিম্বা নিন্দে আপনারে ॥
শুনি তার বাক্য আইলাম শীঘ্রগতি।
করহ উপায় যেই মনে লয় সতি ॥
এত শুনি দময়ন্তী অশ্রুপূর্ণমুখী।
কহিল সকল কথা জননীরে ডাকি ॥
শুন গো জননি মোর যদি হিত চাও।
সুদেব ব্রাহ্মণে শীঘ্র অযোধ্যা পাঠাও ॥
পর্ণাদেরে কহে দিয়া বহু রত্ন গ্রাম।
নিজগৃহে গিয়া দ্বিজ করহ বিশ্রাম ॥
যে করিলে তুমি তাহা কেহ নাহি করে।
নল এলে বাঞ্ছা যাহা দিব তা তোমারে ॥
প্রণাম করিয়া দ্বিজে বিদায় করিল।
সুদেব ব্রাহ্মণে ডাকি বৈদর্ভী বলিল ॥
অযোধ্যানগরে বিপ্র যাহ একবার।
অসময়ে তুমি মম কর উপকার ॥
এই পত্র দেহ গিয়া ঋতুপর্ণ প্রতি।
বিশেষিয়া রাজারে করাহ অবগতি ॥
দময়ন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় স্বয়ম্বর।
যতেক নৃপতি গেল বিদর্ভনগর ॥
বহু দিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ।
যদি চাহ যাহ শীঘ্র না কর বিলম্ব ॥
যদি রাজা বলে তার স্বামী নল ছিল।
ইহা তবে কহিবে না জানি কোথা গেল ॥
জীয়ে বা না জীয়ে নল না পাইল বার্ত্তা।
সে কারণে বৈদর্ভী ইচ্ছিল অন্য ভর্ত্তা ॥
আজি রাত্রি প্রভাতে হইবে স্বয়ম্বর।
পারিলে তথায় শীঘ্র যাহ নৃপবর ॥
নল সম নাহি লোক চালাইতে রথ।
নিমেষেতে যায় শত যোজনের পথ ॥

নিশ্চয় জানিব তথা যদি নল স্থিত ।
তবে শীঘ্র বার্ত্তা পেলে আসিবে ত্বরিত ।।
এত শুনি চলিল সুদেব দ্বিজবর ।
কত দিনে উপনীত অযোধ্যানগর ।।
কহিয়া ভৈমীর কথা পত্রখানি দিল ।
পত্র পেয়ে ঋতুপর্ণ বাহুকে ডাকিল ।।
অশ্বতত্ত্ব জান তুমি সর্ব্বলোকে জানে ।
বিদর্ভ যাইতে কি পারিবে রাত্রি দিনে ।।
আজি নিশা প্রভাতে উদয়ে তিমিরান্তে ।
ভীমপুত্রী ভৈমী বরিবেক অন্য কান্তে ।।
এত শুনি নল রাজা হইল বিস্মিত ।
দময়ন্তী করে হেন কর্ম্ম কদাচিত ।।
মুহূর্ত্তেক নিজ চিত্তে করিয়া ভাবনা ।
নিশ্চয় জানিল এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা ।।
কোন স্ত্রী এমন নাহি করে কোন দেশে ।
তনয় তনয়া দুই আছয়ে বিশেষে ।।
সতী সাধ্বী দময়ন্তী ভক্তা যে আমায় ।
আমার কারণ হেন করিছে উপায় ।।
অসৎকর্ম্ম দ্যূতে আমি পশিলাম বনে ।
তেঁই আমি মন্দ ভাষা শুনিনু শ্রবণে ।।
মিথ্যা কথা ঋতুপর্ণ সত্য করি জানে ।
সত্য কিম্বা মিথ্যা গিয়া জানিব সেখানে ।
এত চিন্তি নরপতি করিল উত্তর ।
নিশাকালে লব রথ বিদর্ভনগর ।।
এত শুনি কহে রাজা হইয়া উল্লাস ।
প্রসাদ যে চাহ তুমি লহ মম পাশ ।।
নল বলে কার্য্যসিদ্ধ করিয়া তোমার ।
তবে রাজা মাগিব প্রসাদ আপনার ।।
এত বলি অশ্বশালে প্রবেশ করিল ।
একে একে সকল তুরঙ্গ নিরখিল ।।
দেখিতে শরীর কৃশ সিন্ধুদেশী ঘোড়া ।
বাছিয়া বাহির কৈল নল পাঁচ ঘোড়া ।।
ঘোড়া দেখি ঋতুপর্ণ আরক্ত লোচন ।
বাহুকের প্রতি বলে কঠিন বচন ।।
সহস্র সহস্র মম আছে অশ্বগণ ।
পার্ব্বতীয় ঘোড়া সব পবনগমন ।।
তাহা ছাড়ি হীনশক্তি দুর্ব্বল আনিলে ।
কেমনে বহিবে রথ কিমত বুঝিলে ।।
পরিহাস কর মোরে বুঝি অনুমানে ।
পুনঃপুনঃ কহে রাজা কঠিন বচনে ।।
বাহুক বলিল যদি যাইবে রাজন ।
আমার বচনে কর রথ আরোহণ ।।
ইহা ভিন্ন অন্য ঘোড়া না পারে যাইতে ।
এত বলি চারি ঘোড়া যুড়িলেক রথে ।।
চতুরঙ্গে সাজে তবে যত সৈন্যগণ ।
ঋতুপর্ণ রাজা কৈল রথ আরোহণ ।।
চালাইয়া দিল রথ বাহুক সারথি ।
শূন্যেতে উঠিল ঘোড়া বায়ুবেগগতি ।।
কোথায় রহিল রথ কোথা সৈন্যগণ ।
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনেমন ।।
এই কি মাতলি যে সারথি পুরুহূত ।
অশ্বিনীকুমার কিম্বা আপনি মরুত ।।
হেন শক্তি নাহি কারো পৃথিবীমণ্ডলে ।
মানুষের মধ্যে শক্তি ধরে রাজা নলে ।।
নলরাজা বিনা আর নহিবেক আন ।
বীর্য্য ধৈর্য্য ভাষা গুণ নলের সমান ।।
কেবল দেখিতে পাই কুৎসিত আকার ।
ছদ্মবেশে হইয়াছে সারথি আমার ।।
এত মনে ঋতুপর্ণ করিয়া বিচার ।
বন সর গিরি আদি কত হল পার ।।
হেনকালে নৃপতির পড়িল উত্তরী ।
বাহুকে বলিল রথ রাখ অশ্ব ধরি ।।
উত্তরী লইতে রাজা পাছু পানে চায় ।
বাহুক বলিল হেথা উত্তরী কোথায় ।।
পঞ্চ যোজনের পথ উত্তরী রহিল ।
শুনি ঋতুপর্ণ রাজা বিস্ময় মানিল ।।
রাজা বলে বাহুক শুনহ মোর বাণী ।
আমি এক দ্রব্যসংখ্যা বিদ্যা ভাল জানি ।।
গণিতে সর্ব্বজ্ঞ নাহি আমার সমান ।
এই বৃক্ষে পত্র ফল বুঝ পরিমাণ ।। (৬)
পঞ্চ কোটি পত্র আছে দুই কোটি ফল ।
এত শুনি বলে তবে মহারাজা নল ।।

হেন বিদ্যা নাহি যাহা আমি নাহি জানি।
পরীক্ষিব তব বিদ্যা ফল পত্র গণি ॥
রাজা বলে চল শীঘ্র বিলম্ব না সয়।
নিকট হইল স্বয়ম্বরের সময় ॥
স্বয়ম্বর হইতে আসিব নিবর্ত্তিয়া।
তবে মম বিদ্যা তুমি বুঝিবে গণিয়া ॥
বাহুক বলিল যে কুণ্ডিন অল্প পথ।
না পোহাবে রজনী লইব আমি রথ ॥
মুহূর্ত্তেক রথ অশ্ব ধর নৃপবর।
ফল পত্র গণি আমি আসিব সত্বর ॥
এতেক বলিয়া গেল অশ্বত্থের তল।
গণিয়া বুঝিল যে হইল পত্র ফল ॥
বিস্ময় মানিয়া বলে নল নরপতি।
এই বিদ্যা আমারে বিতর মহামতি ॥
এমত শুনিয়া রাজা বাহুক-বচন।
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে বলিল রাজন ॥
অশ্ববিদ্যা-মন্ত্র যদি শিখাও আমারে।
আমি এ গণনাবিদ্যা শিখাব তোমারে ॥
স্বীকার করিল নল করাইব শিক্ষা।
তবে ঋতুপর্ণ কাছে কৈল মন্ত্রদীক্ষা ॥
মহামন্ত্র দীক্ষা যদি করিলেন নল।
শরীরে আছিল কলি হইল বিকল ॥
একে কর্কটের বিষ জর জর দহে।
অধিক রাজার মন্ত্রে কলি স্থির নহে ॥
সেইক্ষণে অঙ্গ হতে হইল বাহির।
মুখেতে গরল বহে কম্পিত শরীর ॥
কলি দেখি নরপতি ক্রোধে কম্পকায়।
হাতে খড়্গ করি রাজা কাটিবারে যায় ॥
কৃতাঞ্জলি করি কলি বলে সবিনয়।
মোরে না করিহ নাশ শুন মহাশয় ॥
দময়ন্তীশাপে মোর সদা পোড়ে অঙ্গ।
বিশেষ দহিল দংশি কর্কট ভুজঙ্গ ॥
তোমা হতে দুঃখ রাজা বিশেষ আমার
বুঝি ক্রোধ কর ক্ষমা না কর সংহার ॥
আমারে না মার তব হইবেক কাজ।
এক কীর্ত্তি দিব বহু পৃথিবীর মাঝ ॥
যেই জন তব কীর্ত্তি করিবে ঘোষণ।
তাহারে আমার বাধা নাহি কদাচন ॥
আর এক কথা বলি শুন নরবর।
কহিতে তোমার কীর্ত্তি নাহি অবসর ॥
কর্কটক ঋতুপর্ণ দময়ন্তী নল।
নাম নিলে নাহি আমি যাব সেই স্থল ॥
এত শুনি কলিরে ছাড়িল নরবর।
রথে চড়ি গেল দোঁহে বিদর্ভনগর ॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
শ্রবণে খণ্ডয়ে তাপ ভবসিন্ধু তরি ॥
কাশীরাম দাসে প্রভু নীল শৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড় ॥

ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভ-নগরে প্রবেশ।

রথ চালাইয়া দিল নিষধ ঈশ্বর।
নিমেষেকে পাইল সে বিদর্ভনগর ॥
আকাশে আইসে রথ মেঘের গর্জ্জনে।
মেঘ অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে ॥
তৃষ্ণাতে চাতক সব করে কলরব।
উর্দ্ধমুখ করি চাহে জলাকাঙ্ক্ষী সব ॥
বিদর্ভের লোক সব একদৃষ্টে চায়।
রথশব্দ শুনি ভৈমী উল্লাস হৃদয় ॥
রথ চালাইয়া এই জন্মায় বিস্ময়।
নল বিনা হেন শক্তি অন্যের কি হয় ॥
আজি যদি আমি নল প্রভু না পাইব।
জ্বলন্ত অনলে তবে প্রবেশ করিব ॥
পরনিন্দা পরদ্বেষ কটুবাক্য লোকে।
কখনহ যদি মোর ভাষে নাহি মুখে ॥
কভু নাহি কহি কটু প্রভুরে উত্তর।
তবে আজি ভেটিব আপন প্রাণেশ্বর ॥
এত বলি দময়ন্তী প্রাসাদে চড়িয়া।
গবাক্ষদ্বারেতে রথ চাহে নিরখিয়া ॥
রথ হতে নামে তবে ইক্ষ্বাকুনন্দন।
যথা ভীম নরপতি করিল গমন ॥
না দেখিয়া স্বয়ম্বর বিস্ময় হইয়া।
কহে হায় কি করিনু হেথায় আসিয়া।

ঋতুপর্ণ রাজা দেখি ভীম নরপতি।
বসিতে আসন তাঁরে দিল মহামতি ॥
ভীম রাজা বলে শুন অযোধ্যার নাথ।
হেথা আগমন কেন হল অকস্মাৎ ॥
শুনিয়া নৃপতি মনে মানিল বিস্ময়।
মিথ্যা স্বয়ম্বর হেন জানিল নিশ্চয় ॥
স্বয়ম্বর হইলে আসিত রাজগণ।
ভাবিয়া নৃপতি তবে বলিল বচন ॥
আসিয়াছিলাম অন্য আছিল কারণ।
আসিলাম করিবারে তোমা সম্ভাষণ ॥
ভীম রাজা বলিলেন কি ভাগ্য আমার।
সেকারণে তোমার হেথায় আগুসার ॥
শ্রমযুক্ত আছ আজি থাক মম বাস।
এত বলি দিল এক অপূর্ব্ব আবাস ॥
আবাস ভিতরে উত্তরিল নরপতি।
অশ্বশালে উত্তরিল বাহুক সারথি ॥
অশ্বগণে পরিচর্য্যা করিয়া বান্ধিল।
প্রাসাদ উপরে থাকি বৈদর্ভী দেখিল ॥
ঋতুপর্ণ রাজা আর সারথি তাহার।
নল রাজা না দেখি যে কেমন বিচার ॥
এত ভাবি পাঠাইল কেশিনী দূতীরে।
যাহ শীঘ্র কেশিনী জিজ্ঞাস সারথিরে ॥
দেখিয়া উহার মুখ হৃষ্ট মম মন।
শীঘ্র আসি কহ ইহা বুঝিয়া কারণ ॥
এত শুনি কেশিনী চলিল শীঘ্রগতি।
মধুর বচনে কহে সারথির প্রতি ॥
রাজকন্যা দময়ন্তী পাঠাইল হেথা।
কে তুমি কি হেতু এলে জিজ্ঞাসিতে কথা ॥
বাহুক বলিল মোর অযোধ্যায় স্থিতি।
ঋতুপর্ণ নৃপতির হই যে সারথি ॥
এথা হতে গিয়াছিল এক দ্বিজবর।
শুনিলেন ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ॥
রজনী প্রভাতে বরিবেক অন্য স্বামী।
এই হেতু ঋতুপর্ণ আসে শীঘ্রগামী ॥
শতেক যোজন হতে আসিল নৃপতি।
বাহুক আমার নাম তাহার সারথি ॥
পুণ্যশ্লোক নল বীরসেনের কুমার।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি সারথি তাঁহার ॥
তাঁর ভার্য্যা ভৈমীর তাদৃশ আচরণ।
শুনিয়া উদ্বিগ্ন বড় হল মম মন ॥
দ্বিতীয় বয়সে এই তৃতীয়ে কি হবে।
দৈবে যাহা করে তাহা কে অন্য করিবে ॥
এত শুনি কেশিনী বাহুক প্রতি কয়।
তুমি যদি সারথি নৃপতি কোথা রয় ॥
অর্দ্ধবাসা একাকিনী রাখি ঘোর বনে।
অনুরক্তা নারী ছাড়ি গেলেন কেমনে ॥
সেই বস্ত্র পরিধিয়া আছয়ে অদ্যাপি।
নাহি রুচে অন্ন জল পুণ্যশ্লোকে জপি ॥
এত শুনি ব্যথিত হইল রাজা নল।
বারিধারা নয়নেতে বহে অশ্রুজল ॥
রাজা বলে যেই হয় কুলবতী নারী।
স্বামীর বিশ্বাস কথা রাখে গুপ্ত করি ॥
আপন মরণ বাঞ্ছে স্বামীর কারণ।
তথাপি স্বামীর নিন্দা না করে কখন ॥
বিবস্ত্র হইয়া যেই পশিল কানন।
অল্প ভাগ্য নহে তার পাইল জীবন ॥
হেনজনে ক্রোধ করিবার যোগ্য নয়।
রাজ্যভ্রষ্ট জ্ঞানভ্রষ্ট প্রাণমাত্র রয় ॥
এত বলি শোকাকুল কান্দে নরপতি।
কেশিনী সকল জানাইল ভৈমী প্রতি ॥
ভৈমী বলে নল এই নহে অন্য জন।
পুনরপি যাহ তুমি বুঝহ লক্ষণ ॥
কি আচার কি বিচার কোন কর্ম্ম করে।
বুঝিয়া আমারে আসি কহিবে সত্বরে ॥
আজ্ঞা পেয়ে দাসী তবে করিল গমন।
দেখিয়া সকল কর্ম্ম আইল তখন ॥
কেশিনী বলিল শুন রাজার নন্দিনী।
বাহুকের যত কর্ম্ম দেবমধ্যে গণি ॥
রন্ধন সামগ্রী যত ঋতুপর্ণ নৃপে।
মাংস আদি পাঠাইয়া দিল তব বাপে ॥
সে সব সামগ্রী দিল বাহুকের স্থান।
দেখিয়া তাহার কর্ম্ম হয়েছি অজ্ঞান ॥

শূন্যকুম্ভে কিঞ্চিৎ করিল দৃষ্টিপাত।
পূর্ণকুম্ভ তখনি হইল অকস্মাৎ ॥
সেই জলে সব দ্রব্যজাত প্রক্ষালিল।
তৃণকাষ্ঠ ছিল কিন্তু অনল না ছিল ॥
তৃণ ? হস্তে করি কাষ্ঠমধ্যে দিল।
মাত্রে তৃণকাষ্ঠ আপনি জ্বলিল ॥
ক্ষণমাত্রে সব দ্রব্য করিল রন্ধন।
ভৈমী বলে আর কেন বুঝেছি কারণ ॥
কেশিনী এখনি তুমি যাহ আরবার।
ব্যঞ্জন আনহ তুমি রন্ধন তাহার ॥
কেশিনী মাগিল গিয়া বাহুকে ব্যঞ্জন।
দময়ন্তী স্থানে গিয়া দিল সেইক্ষণ ॥
খাইয়া ব্যঞ্জন ভৈমী হরষিত মন।
নিশ্চয় জানিনু এই নলের রন্ধন ॥
তবে কন্যা পুত্র দিলে কেশিনী সংহতি।(৭)
কি বলে বুঝিয়া তুমি এস শীঘ্রগতি ॥
কেশিনীর সঙ্গে দেখি নন্দন নন্দিনী।
শীঘ্রগতি উঠি কোলে করে নৃপমণি ॥
দোঁহা-মুখ দেখি রাজা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পুনঃপুনঃ চুম্ব দিয়া আলিঙ্গন করে ॥
কতক্ষণে কেশিনীরে বলিল রাজন।
দুই শিশু দেখি মোর স্থির নহে মন ॥
এইমত কন্যা-পুত্র আছে যে আমার।
বহুদিন দেখা নাই সঙ্গে দোঁহাকার ॥
সেই অনুতাপ চিত্তে হইল রোদন।
অপত্য-বিচ্ছেদ-তাপ নহে সম্বরণ ॥
পাছে কেহ দেখিয়া কহিবে কোন কথা।
লয়ে যাহ দুই শিশু কার্য্য নাহি হেথা ॥
এতেক শুনিয়া তবে কেশিনী চলিল।
যতেক প্রস্তাব গিয়া ভৈমীরে কহিল ॥
শুনিয়া বৈদর্ভী ব্যগ্রা হইল দর্শনে।
শীঘ্র গিয়া জানাইল জননীর স্থানে ॥
আজ্ঞা যদি কর যাই নলে দেখিবারে।
শুনিয়া বৃত্তান্ত রাণী আজ্ঞা দিল তারে ॥
তনয় তনয়া সঙ্গে করিয়া কামিনী।
পতি দরশনে যায় মরালগামিনী ॥

আরণ্যকে উত্তম নলের উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন।

অশ্বশালেগিয়া ভৈমী,নিকটেদেখিলস্বামী
জটিল মলিন জীর্ণ বাস।
দুঃখানলে,অঙ্গ দহে, চক্ষে অশ্রুজল বহে,
সকরুণে কহে মৃদুভাষ ॥
হেদে হে বাহুকনাম,এবা দেখি কোনঠাম,
ধর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ এক জনে।
ক্ষুধাতৃষ্ণাপরিশ্রমে,স্ত্রীকোলেআছিলঘুমে
একা ছাড়ি পলাইল বনে ॥
বিনা নল পুণ্যশ্লোক, পৃথিবীর অন্যলোক,
কে করিল কহ নাম ধরি।
সদাকাল অনুব্রতা,বিশেষ পুত্রের মাতা,
কোন দোষে নহে দোষকারী ॥
যমাগ্নি বরুণ ইন্দ্র, ত্যজিয়া অমরবৃন্দ,
করিল বরণ যেই জনে।
সদা বাঞ্ছা অনুবর্ত্তী,কি হেতু এমন বৃত্তি,
ত্যাগ করি নির্জ্জন কাননে ॥
সভায় করিল সত্য,রাখিব তোমারেনিত্য,
করিয়া প্রাণের সমশর।
নল হেন সত্যবাদী, এমন করিল যদি,
আর কি করিবে অন্য নর ॥
দময়ন্তী-বাক্য শুনি,লাজে কহে নৃপমণি,
পাইলে কে ছাড়ে হেন রামা।
রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট, করিলেক যেই দুষ্ট,
বিচ্ছেদ করায় তোমা আমা ॥
তোমাকে ছাড়িয়া বনে,হের দেখবরাননে,
অস্থিচর্ম্ম প্রাণমাত্র জাগে।
ইহানাভাবিয়াচিতে,দেখিলাআমারেজীতে,
না বুঝিয়া মম অনুযোগে ॥
কলিছাড়ি গেলআমা,তেঁইদেখিলামতোমা
ক্রোধ সম্বরহ শশিমুখি।
যেই নারী পতিব্রতা,না ধরে স্বামীর কথা,
স্বামী-দোষ নয়নে না দেখি ॥

আর শুনিলাম বার্ত্তা, বরিবা কি অন্য ভর্ত্তা,
কহিল তোমার দ্বিজবর।
রাজ্যে রাজ্যে দূত গেল, সর্ব্বলোকে বার্ত্তা দিল
ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর॥
কোশলে শুনিয়া কথা, তেঁই আইলাম হেথা,
কারে বর দেখিব নয়নে।
এমত কুৎসিত কর্ম্ম, রাজকুলে লয়ে জন্ম,
কহ করিয়াছে কোন জনে॥
শুনিয়া স্বামীর বাণী, করিয়া যুগলপাণি,
নিতম্বিনী কহে সবিনয়।
তব হেতু মহারাজ, ত্যজিলাম কুললাজ,
ত্যজিলাম গুরুজনভয়॥
পূর্ব্বে তব অন্বেষণে, পাঠাইনু দ্বিজগণে,
পর্ণাদ কহিল সমাচার।
তেঁই এ উপায় করি, পাঠাই অযোধ্যাপুরী,
কোন স্থানে নাহি যাই আর॥
কর্ত্তব্য বচন মনে, তোমা বিনা অন্য জনে,
নাহি চাহি নয়নের কোণে।
যদি কর পাপ জ্ঞান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ,
বাহির হউক এইক্ষণে॥
চন্দ্রসূর্য্য বায়ু সাক্ষী, এখনি বলিবে ডাকি,
যদি আমি হই পতিব্রতা।
ভৈমী বলে উচ্চৈঃস্বরে, পুষ্পবৃষ্টি দেবে করে,
ডাকি বলে পবন দেবতা॥
ত্যজ রাজা মনস্তাপ, বৈদর্ভীর নাহি পাপ,
স্বধর্ম্মেতে হয়েছে রক্ষিতা।
যাবৎ গিয়াছ তুমি, রক্ষা করিয়াছি আমি,
তোমা হেতু কেবল চিন্তিতা॥
অকস্মাৎ এই বাণী, শুনিল দুন্দুভিধ্বনি,
গগনে হইল আচম্বিত।
দেখি মনে হৈল শান্তি, খণ্ডিল নলের ভ্রান্তি,
ভৈমীর বুঝিয়া ধর্ম্মমন॥
ধরিয়া যুগল করে, বসাইল উরুপরে,
আশ্বাস করিল মৃদুভাষে।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাসে॥

ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশে প্রত্যাগমন ও নলের পুনর্ব্বার রাজ্য-প্রাপ্তি।

পরে কর্কটক দত্ত বসন পরিয়া।
নিজ পূর্ব্বরূপ নাগে লভিল স্মরিয়া॥
দেখা চারি বৎসরে হইল দোঁহাকার।
পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন পুনঃ শিষ্টাচার॥
দোঁহে দোঁহাকার দুঃখ কহিল শুনিল।
প্রভাতে উভয়ে ভীম নৃপেরে ভেটিল॥
জামাতা দেখিয়া রাজা আনন্দ অপার।
আলিঙ্গন দিয়া বলে সকলি তোমার॥
ঋতুপর্ণ শুনিল এ সব সমাচার।
জানিল যে নল রাজা বাহুক আমার॥
দময়ন্তী প্রত্যাশা ছাড়িল নৃপবর।
শীঘ্রগতি গেল যথা নিষধ-ঈশ্বর॥
ঋতুপর্ণ বলে ভাগ্য আছিল আমার।
তেঁই সে হইল এ মিলন দোঁহাকার॥
অজ্ঞাতের দোষ যত ক্ষমিবে আমারে।
শুনিয়া নিষধরাজ বলিল তাঁহারে॥
কখনহ দোষী তুমি নহ মম স্থানে।
কখন আমার ক্রোধ নাহি হয় মনে॥
ত্রাসিত কলির ত্রাসে বড় দুঃখ পেয়ে।
ছিলাম তোমার পাশে আনন্দিত হয়ে।
তোমার আশ্রয়ে থাকি বিপদ সময়।
সুখেতে ছিলাম যে আপন আলয়॥
বিপদ সময়ে রাজা যারে যেই রাখে।
ধর্ম্মেতে বাড়য়ে সেই ধর্ম্ম রাখে তাকে।
অতএব শুন রায় করি নিবেদন।
এমত বিপদে স্থান দেয় কোন জন॥
হইলে পরম সখা আর কি বলিব।
গাইব তোমার গুণ যত কাল জীব॥
যাহ সখা নিজরাজ্যে করহ গমন।
এত বলি উভয়ে করিল আলিঙ্গন॥
সারথি করিয়া আর কোশলের রায়।
আপনার রাজ্যে গেল লইয়া বিদায়॥
তবে নল নরপতি শ্বশুরে কহিয়া।
নিষধরাজ্যেতে গেল কত সৈন্য লৈয়া॥

এক রথ ষোল হাতী পঞ্চাশ তুরঙ্গ ।
দুই শত পদাতিক নৃপতির সঙ্গ ।।
নিজরাজ্যে আসিলেন নল নরপতি ।
পুষ্কর সমীপে যান অতি শীঘ্রগতি ।।
পুষ্করে বলিল তো'রে সর্ব্বরাজ্য দিয়া ।
অরণ্যে গেলাম আমি দেবনে হারিয়া ।।
পুনঃ তব সহিত খেলিব একবার ।
আপনার আত্মা পণ করিব এবার ।।
জিনিলে তোমার আত্মা হইবে আমার ।
হারিলে আমার আত্মা হইবে তোমার ।।
দ্যূতক্রীড়া করিব আনহ পাশাসারি ।
নহিলে উঠহ শীঘ্র ধনুঃশর ধরি ।।
নলের বচন শুনি পুষ্কর হাসিয়া ।
বলে বড়ভাগ্য মানি তোমারে দেখিয়া ।।
দময়ন্তী সহ তুমি প্রবেশিলে বনে ।
এই তাপ অনুক্ষণ জাগে মোর মনে ।।
দময়ন্তী দেবনে না কৈলে রাজা পণ ।
আমার বাঞ্ছিত বিধি করিল ঘটন ।।
এত বলি পুষ্কর আনিল পাশাসারি ।
দুই জনে বসে তবে আত্ম পণ করি ।।
দেখহ ধর্ম্মের কর্ম্ম দেখ সর্ব্বজন ।
দুষ্ট কলি দ্বাপর তব নাহিক এখন ।।
এত বলি দেবন ফেলিল নলরায় ।
অবশ্য করেন পার ধর্ম্মের নৌকায় ।।
জিনিল নৃপতি নল হারিল পুষ্কর ।
পুষ্কর ভাবিল মনে জীবন দুষ্কর ।।
হারিয়া নলের হাতে উড়িল জীবন ।
পুষ্কর কম্পিততনু সজল নয়ন ।।
ধার্ম্মিক অধর্ম্মভীরু দয়ার সাগর ।
অনুজে চাহিয়া তবে বলে নৃপবর ।।
না ডরিহ পুষ্কর নাহিক তব দোষ ।
যতেক করিলে তাতে নাহি করি রোষ ।।
কলিতে করিল সব দৈব নিবন্ধন ।
পূর্ব্বমত নির্ভয়ে থাকহ হৃষ্টমন ।।
তব প্রতি প্রীতি মোর যেইরূপ ছিল ।
সন্দেহ নাহিক তার সেরূপ রহিল ।।

এত শুনি করপুটে বলিছে পুষ্কর ।
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক দেব দৈত্য নর ।।
বহুদোষে দোষী আমি ক্ষমিলে আমারে
তোমার সদৃশ ক্ষমী নাহি চরাচরে ।।
এত বলি প্রণমিয়া পড়িল ধরণী ।
আশ্বাস করিল তারে নল নৃপমণি ।।
পাত্র-মিত্রগণ আর নগরের প্রজা ।
সর্ব্বলোক আনন্দিত নল হবে রাজা ।।
দ্বিজগণে পাঠাইয়া বৈদর্ভী আনিল ।
দীর্ঘকাল মহাসুখে রাজত্ব করিল ।।
কত দিনে নরপতি চিন্তি মনে মন ।
ইন্দ্রসেনে রাজ্যভার করিল অর্পণ ।।
নিজপুত্রে করি রাজা নল নরপতি ।
স্বর্গলোকে গেল দময়ন্তীর সংহতি ।।
বৃহদশ্ব বলে রাজা শুনিলে সকল ।
তোমার অধিক দুঃখ পেয়েছিল নল ।।
সম্পদ কাহার কভু নাহি রহে চির ।
ক্ষণমাত্র রহে যেন জোয়ারের নীর ।।
আসিতে না হয় সুখ যাইতে না দুঃখ ।
সদাকাল সমান ভুঞ্জিবা দুঃখ সুখ ।।
পরমার্থ-চিন্তা রাজা কর অনুক্ষণ ।
দুঃখ সুখ হয় সব কর্ম্ম নিবন্ধন ।।
নলের চরিত্র আর কলির শাসন ।
একমন হয়ে যদি শুনে কোন জন ।।
খণ্ডয়ে বিপদভয় স্ববাঞ্ছিত পায় ।
বংশবৃদ্ধি হয় তার সুখে কাল যায় ।।
কদাচ কলির বাধা নাহি হয় তারে ।
যতেক সঙ্কট ভয় তাহা হতে তরে ।।
তব দুঃখ নরপতি যাবে অল্পদিনে ।
এত বলি অক্ষবিদ্যা দিলেন রাজনে ।।
সবা সম্ভাষিয়া মুনি করিল গমন ।
প্রণাম করেন তাঁরে ধর্ম্মের নন্দন ।।
কাম্যবনে ধর্ম্মপুত্র চারি সহোদর ।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে সদা কাতর অন্তর ।।
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান ।
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান ।।

হরির ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদাকাল হয় তার গোলোকে গমন ॥

জনমেজয়ের বৈশম্পায়নকে কাম্যক-বনস্থ
পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।

বলেন জনমেজয় কহ মুনিরাজ।
পার্থ বিনা কাম্যবনে পাণ্ডব-সমাজ ॥
কি করিল কিমতে বঞ্চিল দুঃখ শোকে।
বিস্তারিয়া মুনিবর কহিবে আমাকে ॥
মুনি বলে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন বিহনে।
অনুশোচে পক্ষী যেন পক্ষের কারণে ॥
বিষ্ণু বিনা যথা নাহি শোভে সুরগণ।
কুবের বিহনে যথা চৈত্ররথ বন ॥
কান্দিয়া দ্রৌপদী বলে রাজার গোচর।
পার্থে না দেখিয়া স্থির না হয় অন্তর ॥
যে অর্জ্জুন বহুবাহু কার্ত্তবীর্য্য সম।
বলবান রণে মত্ত গজেন্দ্রবিক্রম ॥
তাহা বিনা সকলি দেখি যে শূন্যময়।
ক্ষণমাত্র নাহি হয় স্বচ্ছন্দ-হৃদয় ॥
অগ্রসর হয়ে তবে বলে বৃকোদর।
শোকানলে নিরন্তর দহিছে অন্তর ॥
যতদিন নাহি দেখি অর্জ্জুনের মুখ।
মুহূর্ত্তেক নরপতি নাহি মম সুখ ॥
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি অর্জ্জুন বিহনে।
দশদিক অন্ধকার দেখি রাত্রি দিনে ॥
যার ভুজাশ্রিত কুরু পাঞ্চাল পাণ্ডব।
দৈত্য মারি দেবে যেন পাইল বাসব ॥
রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে বুলি করিয়া সন্ন্যাস।
পুনঃ রাজ্য পাব বলি যার করি আশ ॥
যার ভুজে দগ্ধ হবে যত কুরুবর।
সে অর্জ্জুন বিনা মম দহিছে অন্তর ॥
অনন্তরে নকুল বলেন সকরুণ।
দেবাসুরে নাহি তুল্য অর্জ্জুনের গুণ ॥
জান ত তাহার গুণ রাজসূয়কালে।
ভৃত্যবৎ খাটাইল নৃপতি সকলে ॥
কোন স্থানে নাহি সুখ না দেখি তাঁহায়
আহার শয়ন আদি লাগে কটুপ্রায় ॥

সহদেব কান্দিয়া বলিছে নৃপ-আগে।
যতদিন নাহি দেখি পার্থ মহাভাগে ॥
নিমেষে না হয় সুস্থ আমার শরীর।
গরলে ব্যাপিত যেন অঙ্গ নহে স্থির ॥
যাদব নিকরে বীর পরাজয় করি।
হরিয়া আনিল বলে সুভদ্রা সুন্দরী ॥
আজি গৃহ শূন্য দেখি তাহার বিহনে।
কোনমতে শান্তি নাহি হয় মম মনে ॥

মহর্ষি নারদের যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন ও
তীর্থ-স্নানের ফল বর্ণন।

এইমতে রোদন করয়ে ভ্রাতৃগণ।
শোকাকুল অধোমুখ ধর্ম্মের নন্দন ॥
হেনকালে নারদ করেন আগমন।
আশীর্ব্বাদ করি বৈসে মহা তপোধন ॥
নারদেরে যুধিষ্ঠির করেন বিনয়।
কহ মুনিবর মম খণ্ডুক বিস্ময় ॥
তীর্থস্নান করি ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে।
কোন ফল লভে নর তা কহ আমারে ॥
নারদ কহেন পূর্ব্বে ভীষ্ম সত্যব্রত।
পৌলস্ত্যের স্থানে জিজ্ঞাসিল এইমত ॥
পৌলস্ত্য কহিল যাহা তব পিতামহে।
সে সকল কহি শুন অন্যমত নহে ॥
যার হস্ত পদ মন সদা পরিষ্কৃত
বিদ্যা কীর্ত্তি তপস্যাতে যেই হয় রত ॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে সর্ব্বদা সানন্দ।
অহঙ্কার নাহি যার নহে ক্রোধে অন্ধ ॥
অল্পাহারী জিতেন্দ্রিয় সত্য ব্রতাচার।
আত্মতুল্য সর্ব্বপ্রাণী দৃষ্টিতে যাহার ॥
ঈদৃশ হইলে সেই তীর্থফল পায়।
পদে পদে যজ্ঞফল ত্যজি তীর্থে যায় ॥
দরিদ্রের শক্য নাহি হয় যজ্ঞকর্ম্ম।
যজ্ঞের বিশেষ তীর্থস্নানে পায় ধর্ম্ম।
দৃঢ়ভক্তি করি রাত্রে তীর্থে যদি থাকে।
সর্ব্ব-যজ্ঞফল পায় যায় ইন্দ্রলোকে ॥
পুষ্কর নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান ।(৮)
সর্ব্বপাপে মুক্ত সেই দেবতা সমান ॥

একগুণ দানে কোটিগুণ ফল লভে।
অমর কিন্নর দৈত্য সেই তীর্থে সেবে ॥
দশ কোটি তীর্থ আছে পৃথিবী ভিতর।
নৈমিষ কানন পর চম্পানদীবর ॥
তদন্তরে দ্বারাবতী যায় যেই জন।
দশকোটি যজ্ঞফল পায় সেইক্ষণ ॥
তদন্তরে যায় সিন্ধু সাগরসঙ্গম।
তাহে স্নানে কোন কালে নাহি দণ্ডে যম
শঙ্কুকর্ণেশ্বর দেবে করি দরশন।
দশ অশ্বমেধ ফল পাই সেইক্ষণ ॥
কামাখ্যা নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান
সিদ্ধিপদ পায় আর জন্মে দিব্যজ্ঞান ॥
তদন্তরে কুরুক্ষেত্রে যায় যেই জন।
যাহার নামেতে সর্ব্বপাপ বিমোচন ॥
বায়ুতে ক্ষেত্রের ধূলি যদি লাগে গায়।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে সুরপুরে যায় ॥
স্নানে ব্রহ্মলোকে যায় নাহিক সংশয়।
সরস্বতী স্নানেতে নিষ্পাপ অঙ্গ হয় ॥
গোকর্ণে করিয়া স্নান দেখে নারায়ণ।
সদাকাল নিবসয়ে বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
বাচা নামে তীর্থ যথা জন্মিল বরাহ।
স্নান কৈলে মুক্ত হয় পাপশূন্য দেহ ॥
রামহ্রদ নামে মহাতীর্থ গুণধর।
যাহাতে করিলে স্নান হয় পুণ্যবর ॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম মারি ক্ষত্রগণ।
ক্ষত্রিয় রক্তেতে সেই করিল তর্পণ ॥
তুষ্ট হয়ে পিতৃগণ নাচে নিরন্তর।
পুণ্যতীর্থ হোক যে বলিল ভৃগুবর ॥
ইথে যে করিবে পিতৃলোকের তর্পণ।
ব্রহ্মলোকে বসিবে তাহার পিতৃগণ ॥
কপিল নামেতে তীর্থ তাহার অন্তর।
সরযূর স্নানে সূর্য্যলোক যায় নর ॥
স্বর্গদ্বার আদি করি যত তীর্থ সার।
সপ্তঋষ্যাশ্রম মহাসরযূ কেদার ॥
গোদাবরী বৈতরণী নর্ম্মদা কাবেরী।
জাহ্নবী যমুনা জয়া সর্ব্বদাতা বারি ॥
অশ্বমেধ বাজপেয় রাজসূয় আদি।
যত যত যজ্ঞ বেদ করিয়াছে বিধি ॥
সর্ব্বযজ্ঞফল লভে তীর্থগণ স্নানে।
সর্ব্বপাপ ধৌত হয় বৈসে দেবাসনে ॥
এত বলি চলিল নারদ তপোধন।
তীর্থযাত্রা ইচ্ছিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
কহে কাশীদাস প্রভু নীলশৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড় ॥

ক্ষেত্রতীর্থ-মাহাত্ম্য। (৯)

বামে সিন্ধুতনয়া নিকটে সুদর্শন।
জলদ অঙ্গেতে শোভে তড়িত বসন ॥
বদন নয়ন শোভা জগমনফাঁদ।
নির্ম্মল গগনে যেন শোভে পূর্ণচাঁদ ॥
যে মুখ দেখিবামাত্র আঁখির নিমেষে।
সেইক্ষণে মুক্ত হয় জন্ম কর্ম্মপাশে ॥
জন্মে জন্মে তপব্রতে ক্লেশ করে কায়।
ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে সর্ব্বতীর্থে যায় ॥
যাহাতে না পায় যজ্ঞ দানে সেবি দেবে।
নিমেষেক শ্রীমুখ দেখিয়া তাহা লভে ॥
ব্রহ্মা শিব শচীপতি আদি দেবগণ।
নিত্য নিত্য আসে মুখ দর্শন কারণ ॥
তাহা যে দেখয়ে লোক পশ্চাতে থাকিয়া
বেত্রের প্রহারে লোক জর্জ্জর হইয়া ॥
যার অংশে অবতার হয় পৃথিবীতে।
যুগে যুগে দুষ্ট নাশে শিষ্টেরে পালিতে ॥
অজ ভব অগোচর যাঁহার মহিমা।
দেবগণ পুরাণে না পায় যাঁর সীমা ॥
ব্রহ্মাণ্ড ডুবায় ব্রহ্ম প্রলয়ের কালে।
সপ্ত কল্পজীবী মুনি ভাসি সিন্ধুজলে ॥
বিশ্রাম পাইল মুনি প্রভুর নিকটে।
সেই হতে রহিল আপনি বৃক্ষবটে ॥
কে বর্ণিতে পারে মার্কণ্ডেয় হ্রদগুণ।
যার জলে স্নানে ভূমে জন্ম নহে পুনঃ ॥

দক্ষিণেতে শ্বেতগঙ্গা মাধব সমীপে।
যাহে স্নানে স্বর্গে নর বৈসে দেবরূপে॥
রোহিণীকুণ্ডের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পীয়ে যার বারি॥
গরুড় অরুণ কাক বৈকুণ্ঠেতে গেল।
সেই হতে জন্মক্ষেত্রে পথ ত্যাগ কৈল॥
কোটি কোটি তীর্থ লয়ে যথা মহা নদী।
নানাশব্দ বাদ্যে প্রভু সেবে নিরবধি॥
যার বায়ে সকল গায়ের পাপ খণ্ডে।
যার নাদ শুনিলে এড়ায় যমদণ্ডে॥
সর্ব্বপাপ যায় ফল হয় দরশনে।
সদাকাল বৈসে স্বর্গে সহ দেবগণে॥
সমুদ্রে করিয়া স্নান যদি পূজা দেখে।
চতুর্ভুজ হয়ে রহে ইন্দ্রের সম্মুখে॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে যদি করে স্নান।
পুনর্জন্ম নহে তার দেবতা সমান॥
অশ্বমেধ দান যত করিল ভূপতি।
কোটি কোটি ধেনুখুরে ক্ষুণ্ণা বসুমতী॥
গোমূত্র ফেণায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোজন্ম।
যাহে স্নানে খণ্ডে কোটি জন্মের অধর্ম্ম॥
এই পঞ্চ তীর্থ নীলশৈল মধ্যে বৈসে।
পাপলেশ নাহি থাকে তাহার পরশে॥
ভাগ্যবন্ত লোক যেই সদা করে স্নান।
কাশীদাস তার পদে করয়ে প্রণাম॥

ইন্দ্রাদেশে লোমশ মুনির কাম্যকবনে আগমন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিত বংশধর।
কাম্যবনে নিবসয়ে চারি সহোদর॥
হেনকালে আইল লোমশ মুনিবর।
দীপ্তিমান তেজ যেন দীপ্ত বৈশ্বানর॥
মুনি দেখি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
দিলেনপ্রণাম করি বসিতে আসন॥
জিজ্ঞাসেন কিহেতু আইলা মুনিবর।
আশীষ করিয়া মুনি করিল উত্তর॥
ইচ্ছা অনুসারে আমি করি পর্য্যটন।
এক দিন সুরপুরে করিনু গমন॥

দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম মনে।
ইন্দ্র সহ ধনঞ্জয় বসে একাসনে॥
আমারে কহিল তবে সহস্রলোচন।
যুধিষ্ঠির স্থানে তুমি করহ গমন॥
কহিবে সম্বাদ এই তাঁহার গোচরে।
কুশলে নিবসে পার্থ অমরনগরে॥
দেবকার্য্য সাধি অস্ত্র-পারগ হইলে।
আসিবেন ধনঞ্জয় কতদিন গেলে॥
ভ্রাতৃগণ সহ তুমি তীর্থে কর স্নান।
তপ আচরণ কর দ্বিজে দেহ দান॥
তপের উপরে আর অন্য কর্ম্ম নাই।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা তপোবলে পাই॥
কিন্তু আমি কর্ণেরে যে ভালমতে জানি।
অর্জ্জুনের ষোল অংশে তারে নাহি গণি॥
তার ভয় অন্তরে যে আছে ধর্ম্মরায়।
তাহা ত্যজ ধর্ম্ম তার করিবে উপায়॥
তব ভ্রাতৃ পার্থ যে কহিল সমাচার।
নিবেদন করি শুন কুন্তীর কুমার॥
হিমালয়ে হৈমবতী করিয়া সেবন।
সুরাসুরে অগোচর পাইয়াছে ধন॥
সমুদ্র মথনে যেই অস্ত্র উপজিল।
মন্ত্র সহ পাশুপত পশুপতি দিল॥
যে অস্ত্র থাকিলে হস্তে ত্রৈলোক্য অজিত।
হেন অস্ত্র দিল যম হয়ে হরষিত॥
কুবের বরুণ যম দিল অস্ত্রগণ।
সম্প্রীতে আছে যে সুখে ইন্দ্রের ভবন॥
নৃত্য গীত বিশ্বাবসুতনয়া শিখায়।
তার হেতু তাপ নাহি ভাব সর্ব্বদায়॥
আমারে বলিল পুনঃ বিনয় বচন।
আপনি থাকিয়া তীর্থ করাবে ভ্রমণ॥
তীর্থে নিবসয়ে দৈত্য দানব দুর্জ্জন।
তুমি রক্ষা করিবে গো মোর ভ্রাতৃগণ॥
রাখিল দধীচি যথা দেব পুরন্দরে।
অঙ্গিরা রাখিল যথা দেব দিবাকরে॥
ইন্দ্রের বচনে তব অনুজ সম্মতি।
তীর্থস্নানে নরপতি চল শীঘ্রগতি॥

দুইবার দেখিয়াছি তীর্থ আছে যথা ।
তব সহ যাইব তৃতীয়বার তথা ॥
বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ ।
বিনা সব্যসাচী যেতে নারে অন্য জন ।
তুমিহ যাইতে পার রাজধর্ম্মবলে ।
পরাক্রম বিশেষু অনুজগণ মিলে ॥
হইবে বিপুল ধর্ম্ম অধর্ম্মের ক্ষয় ।
নিজরাজ্য পাবে শেষে হবে শত্রু জয় ॥
লোমশের বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির ।
আনন্দেতে পুলকিত হইল শরীর ॥
বিনয়পূর্ব্বক করিলেন সদুত্তর ।
কথা নহে সুধাবৃষ্টি কৈলা মুনিবর ॥
কি বলিব প্রত্যুত্তর মুখে না আইসে ।
বাঞ্ছা পূর্ণ হল মম তব কৃপাবশে ॥
যে অর্জ্জুন লাগি মোর ক্ষণ নাহি সুখ ।
চক্ষু মেলি নাহি চাহি ভ্রাতৃগণ-মুখ ॥
পাইলাম তাহার কুশল সমাচার ।
ইহার অধিক লাভ কি আছে আমার ।
সবার ঈশ্বর যেই ইন্দ্র দেবরাজ ।
আপনি করেন বাঞ্ছা অর্জ্জুনের কাজ ॥
যে আজ্ঞা করিলে মুনি তীর্থের কারণ
পূর্ব্ব হতে আমি এই করিয়াছি পণ
বিশেষ আমার সঙ্গে যাবেন আপনি
তীর্থযাত্রা মোর পক্ষে বহু লাভ গণি
লোমশ বলেন রাজা যাইবে কিমতে
এই দ্বিজগণ আছে তোমার সঙ্গেতে
বিষম দুর্গম পথ পর্ব্বত কানন ।
ফল মূল নাহি মিলে দুষ্ট জন্তুগণ ॥
যাইতে নারিবে সবে থাকিতে সংহতি
ইহা সবে বিদায় করহ নরপতি ॥
যুধিষ্ঠির কহে তবে শুন দ্বিজগণ ।
হস্তিনানগরে সবে করহ গমন ॥
যেই যাহা বাঞ্ছ ধৃতরাষ্ট্রেরে মাগিবে
নিজ নিজ বৃত্তি যদি তথা না পাইবে
পাঞ্চাল দেশেতে সবে করিবে গমন
যথোচিত পূজা তথা পাবে সর্ব্বজন ।

এত বলি সবারে পাঠান হস্তিনায় ।
যথোচিত পূজা কৈল অন্ধরাজ তায় ॥
অল্প দ্বিজ সঙ্গে নিয়া ধর্ম্ম নরপতি ।
তিন রাত্রি কাম্যবনে লোমশ সংহতি ॥
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ ধৌম্য পুরোহিত ।
তীর্থ করিবারে যাত্রা করেন ত্বরিত ॥
হেনকালে উপনীত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ।
নারদ পর্ব্বত আর বহু মুনিগণ ॥
যথোচিত পূজিলেন ধর্ম্মের নন্দন ।
আশীষ করিয়া কহিছেন মুনিগণ ॥
তীর্থযাত্রা করিবারে যদি আছে মন ।
মন শুদ্ধ কর রাজা করিয়া যতন ॥
নিয়মী সুবুদ্ধি হলে তীর্থফল পায় ।
মন শুদ্ধ নহিলে ভ্রমণ মিথ্যা হয় ॥
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ করিয়া স্বীকার ।
মুনিগণ চরণে করেন নমস্কার ॥
অভেদ্য কবচ সবে অঙ্গেতে পরিল ।
দ্রৌপদী সহিত রাজা রথে আরোহিল ।
পুরোহিত আদি আর যত ভ্রাতৃগণ ।
চতুর্দ্দশ রথ আরোহিল সর্ব্বজন ॥
মার্গশীর্ষ মাস শেষ পূর্ব্বমুখে গতি ।
তীর্থযাত্রা করিলেন পাণ্ডব সুকৃতী ॥

যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা ও অগস্ত্যোপাখ্যান ।

চলিলেন ধর্ম্মরাজ সহ মুনিগণে ।
কত দিনে উপনীত নৈমিষ কাননে ।
গোমতীতে স্নান করি করি বহু দান ।
তথা হতে পরতীর্থে করেন পয়াণ ॥ (১
যেখানে প্রয়াগ তীর্থ যমুনাসঙ্গম ।
কত দিনে উপনীত অগস্ত্য আশ্রম ॥
লোমশ কহিল তবে পূর্ব্ব বিবরণ ।
দৈত্য মারি আশ্রম করিল তপোধন ॥
স্বচ্ছন্দে সকল পৃথ্বী করিল ভ্রমণ ।
এক দিন শুন রাজা তার বিবরণ ॥
এক দিন এক গর্ত্তে দেখে মুনিরাজ ।
পিতৃগণ অধোমুখ আছে তার মাঝ ॥

দেখিয়া হইল শঙ্কা জিজ্ঞাসে সবারে।
কি হেতু পড়িলে সবে গর্ত্তের ভিতরে ॥
সবে বলে না করিলে বংশের উৎপত্তি।
তেঁই আমা সবাকার হল হেন গতি ॥
যদি শ্রেয় চাহ তুমি আমা সবাকার।
বংশ জন্মাইয়া তুমি করহ উদ্ধার ॥
পিতৃগণ বচন শুনিয়া মুনিরাজ।
বংশ হেতু চিন্তিত হইল হৃদি মাঝ ॥
বিদর্ভরাজার কন্যা অতি অনুপমা।
রূপে গুণে মনোহরা লোপামুদ্রা নামা ॥
যৌবন সময় তার দেখিয়া রাজন।
কারে দিব লোপামুদ্রা চিন্তে মনেমন ॥
হেনকালে উপনীত মহা-তপোধন।
যথোচিত পূজা করি জিজ্ঞাসে রাজন ॥
কি হেতু আসিলে আজ্ঞা কর মুনিবর।
শুনি মুনিরাজ তবে করিল উত্তর ॥
পিতৃগণ আদেশেতে জন্মাব সন্ততি।
তব কন্যা লোপামুদ্রা দেহ নরপতি ॥
এত শুনি নরপতি হল অচেতন।
প্রত্যুত্তর দিতে মুখ না আসে বচন ॥
উঠিয়া গেলেন রাজা মহাদেবী স্থানে।
রাণীকে কহেন রাজা করুণবচনে ॥
মাগে লোপামুদ্রারে অগস্ত্য মহাঋষি।
নাহি দিলে শাপেতে করিবে ভস্মরাশি ॥
এত বিচারিয়া সবে সন্তাপিত শোকে।
শুনি লোপামুদ্রা কহে জননী-জনকে ॥
মম হেতু তাপ কেন ভাবহ হৃদয়।
আমারে অগস্ত্যে দিয়া খণ্ডাহ এ ভয় ॥
কন্যার বুঝিয়া দৃঢ় নৃপতি সত্বর।
বিধিমতে মুনি করে দেন নৃপবর ॥
লোপামুদ্রা প্রতি তবে কহে তপোধন।
মম ভার্য্যা হলে কর মম আচরণ ॥
দিব্য বস্ত্র ত্যজ রত্ন ভুষণ সকল।
শিরেতে ধরহ জটা পিন্ধহ বাকল ॥
মুনিবাক্যে সেইক্ষণে সকল ত্যজিল।
জটাচীর লোপামুদ্রা ভুষণ করিল ॥

তবে ত অগস্ত্য মুনি ভার্য্যারে লইয়া।
গঙ্গাতীরে মহামুনি রহিলেন গিয়া ॥
নিরন্তর করে কন্যা মুনির সেবন।
তপ শৌচ আচমন মুনি আচরণ ॥
হেনমতে তথা থাকি বহু দিন গেল।
এক দিন মুনিরাজ ভার্য্যারে কহিল ॥
পুত্রহেতু তোমারে করিয়াছি গ্রহণ।
বংশ না হইলে তোমা কিসের কারণ ॥
এত শুনি লোপামুদ্রা যুড়ি দুই কর।
বিনয়পূর্ব্বক কহে মুনির গোচর ॥
কামদেব কৈল ধাতা সৃষ্টির কারণ।
বিনা কামে নাহি হয় বংশের সৃজন ॥
জটাচীর ফলাহার ধুলাতে ধূসর।
ইথে কাম কিমতে জন্মিবে মুনিবর ॥
আপনি না জান এই মুনি বংশকাজ।
বংশ হেতু ইচ্ছা যদি কর মুনিরাজ ॥
পূর্ব্বে যথা ছিল মম বস্ত্র অলঙ্কার।
দিব্য গৃহ দাসগণ ভক্ষ্য উপহার ॥
সে সকল বস্তু যদি পাই পুনর্ব্বার।
তবে ত জন্মিবে পুত্র উদরে আমার ॥
এত শুনি অগস্ত্যের চিন্তা হল মনে।
উপায় চিন্তিল পুনঃ কন্যার বচনে ॥
শ্রুতর্ব্বা নামেতে রাজা ইক্ষ্বাকুনন্দন।
ভার্য্যাসহ তথাকারে গেল তপোধন ॥
দেখিয়া শ্রুতর্ব্বা রাজা পূজে বহুতর।
জিজ্ঞাসিল কি হেতু আইলা মুনিবর ॥
মুনি বলে বৃত্তিহেতু আসিলাম আমি।
বৃত্তি অর্থ কিছু রাজা দেহ মোরে তুমি ॥
যে কিছু মাগিল মুনি সব দিল রাজা।
পাত্র মিত্র সহিত করিল বহু পূজা ॥
দিব্য গৃহ আসন ভুষণ দাসগণ।
বাঞ্ছামত পাইয়া রহিল তপোধন ॥
তবে যত প্রজাগণ রাজার সংহতি।
অগস্ত্যেরে কহে তারা করিয়া মিনতি ॥
ইল্বল নামেতে দৈত্য মায়ার সাগর ।(১১)
বাতাপি নামেতে আছে তার সহোদর ॥

মায়াবলে ধরে দুষ্ট গাড়র মুরতি।
কাটিয়া ব্যঞ্জন করি ভুঞ্জায় অতিথি ॥
কতক্ষণে ইল্বল বাতাপি বলি ডাকে।
পেট চিরি বাহিরায় ভুঞ্জিয়া যে থাকে ॥
এইমতে মারে দুষ্ট বহু দ্বিজগণ।
অদ্যাবধি হিংসা করে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
ইল্বলের ভয়েতে তাপিত এ নগর।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি চিন্তিত অন্তর ॥
আশ্বাসিয়া সবাকারে করিল নির্ভয়।
একাকী চলিল মুনি ইল্বল-আলয় ॥
মুনি দেখি ইল্বল পূজিল বহুতর।
জিজ্ঞাসিল সবিনয়ে করিয়া আদর ॥
কি হেতু আসিলে আজ্ঞা কর তপোধন
শুনিয়া উত্তর কৈল কুম্ভকনন্দন ॥
বহু পরিশ্রমে আসিলাম তব পুর।
বহু দিন উপবাস ভুঞ্জাও প্রচুর ॥
সম্পূর্ণ করিয়া মোরে করাহ ভোজন।
হাসিয়া ইল্বল বলে বৈস তপোধন ॥
কাটিয়া মায়াবী মেষ করিয়া রন্ধন।
অগস্ত্য মুনিরে দিল করিতে ভোজন ॥
মুনি বলে এই মাংসে কি হবে আমার
সকল আনিয়া দেহ যত আছে আর ॥
শির কাটি চারি পদ আনি দেহ মেষ।
তাবৎ খাইব আমি না রাখিব শেষ ॥
মুনিবাক্য শুনিয়া ইল্বল আনি দিল।
অস্থিসহ মুনিবর সকল খাইল ॥
কতক্ষণে ইল্বল ডাকিল সহোদরে।
বাহিরাও বাতাপি বলিল বারে বারে।
হাসিয়া বলেন মুনি কেন ডাক পাপী।
অগস্ত্যের ঠাঁই কোথা পাইবে বাতাপি
বাতাপি পাইবে আর না করিহ আশ।
এত দিনে মরিলেক করি প্রাণিনাশ।
এত শুনি ইল্বল যুড়িয়া দুই কর।
স্তুতি করি কহে তবে মুনির গোচর ॥
কি করিব প্রিয় তব কহ মুনিবর।
মুনি বলে প্রাণিহিংসা করিলে বিস্তর ॥

যত রত্ন ধন তুমি পাইয়াছ তায়।
সকল আমায় দিয়া রাখ আপনায় ॥
সেইক্ষণে দুষ্ট দৈত্য আনি সব দিল।
দ্রব্য লয়ে মুনিরাজ আশ্রমে চলিল ॥
বসন ভূষণ দিব্য রত্ন অলঙ্কার।
দেখি লোপামুদ্রা হল সানন্দ অপার ॥
সন্তুষ্টা হইয়া কন্যা ভাবে মনে মন।
বংশ হেতু মুনিবরে করে নিবেদন ॥
মুনি বলে পুত্র বাঞ্ছা কতেক তোমার।
লোপামুদ্রা বলে হোক একটী কুমার ॥
এক পুত্র গুণবান হোক তপোধন।
অকৃতী সহস্র পুত্রে নাহি প্রয়োজন ॥
তবে প্রীত হয়ে কাম বাড়িল দোঁহার।
মুনির ঔরসে তাঁর জন্মিল কুমার ॥ (১২)
তাঁহা হতে তাঁর পুত্র হইল পণ্ডিত।
শুনিলে পূর্ব্বের কথা অগস্ত্য-চরিত ॥
অগস্ত্য মুনির কথা অদ্ভুত মানুষে।
হেলায় সমুদ্র পান করিল গণ্ডূষে ॥
গ্রহ পথ রুদ্ধ করিলেক বিন্ধ্যাচল।
অন্ধকারে ব্যাপিলেক পৃথিবীমণ্ডল ॥
অগস্ত্য-প্রভাবে লোকে সে ভয় ঘুচিল।
অন্ধকার দূর হল সূর্য্যপথ পাইল ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ মুনিরাজ সে অগস্ত্য বিবরণ ॥
কি কারণে মুনিরাজ সমুদ্র শুষিল।
কোন হেতু অন্ধকার কিরূপে খণ্ডিল ॥

অগস্ত্যযাত্রার বিবরণ ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের দর্প চূর্ণ।

লোমশ বলেন শুন ধর্ম্মের কুমার।
যেমতে খণ্ডিল রাজা ঘোর অন্ধকার ॥
গিরিমধ্যে নগেন্দ্র সুমেরু গিরিবর।
প্রদক্ষিণ করি তারে ভ্রমে দিনকর ॥
তাহা দেখি বিন্ধ্যগিরি সক্রোধ হইয়া।
দিনমণি প্রতি তবে বলিল ডাকিয়া ॥
যেমত আবর্ত্ত কর সুমেরুশিখরে।
সেইমত প্রদক্ষিণ করহ আমারে ॥

সূর্য্য বলে রথে বসি আবর্ত্তন করি।
সৃষ্টি সৃজিলেক যেই সৃষ্টি-অধিকারী ॥
তাঁর নিয়োজিত পথে করিব ভ্রমণ।
শক্তি নাহি অন্য পথে করিতে গমন ॥
এত শুনি বিন্ধ্য বলে সক্রোধ বচনে।
দেখি মেরু প্রদক্ষিণ করিবে কেমনে ॥
বাড়িল বিষম বিন্ধ্য করিয়া আক্রোশ।
না হয় রবির গতি না হয় দিবস ॥
ক্রোধ করি কামরূপী বাড়াইল অঙ্গ।
ব্যাপিল আকাশপথ না চলে বিহঙ্গ ॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ হল অন্ধকার।
প্রলয় হইল হেন মানিল সংসার ॥
দেবগণ মিলি সবে করে নিবেদন।
না শুনিল বিন্ধ্যগিরি কাহার বচন ॥
তবে যত দেবগণ একত্র হইয়া।
অগস্ত্য মুনির আগে নিবেদিল গিয়া ॥
চন্দ্র-সূর্য্য-পথ রুদ্ধ বিন্ধ্যগিরি করে।
তোমা বিনা নাহি দেখি তাহাকে নিবারে
রক্ষা কর মুনিরাজ সৃষ্টি হল নাশ।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি করিল আশ্বাস ॥
বিন্ধ্যগিরি-পাশে তবে যায় তপোধন।
মুনি দেখি প্রণাম করিল সর্ব্বজন ॥
নাগ নর পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম।
অগস্ত্য মুনির তেজে কেহ নহে সম ॥
মুনি দেখি বিন্ধ্যগিরি প্রণাম করিল।
ঈষদ্ হাসিয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল ॥
যাবৎ না আসি আমি দক্ষিণ হইতে।
তাবৎ পর্ব্বত তুমি থাক এইমতে ॥
এত বলি মুনিরাজ করিল গমন।
পুনঃ সে উত্তরে নাহি গেল কদাচন ॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি গিরি কভু নাহি উঠে
সৃষ্টি রক্ষা করিলেন অগস্ত্য কপটে ॥
পুনঃ জিজ্ঞাসেন তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
কিরূপে শুষিল মুনি সাগর গভীর ॥
লোমশ বলেন পূর্ব্বে দৈত্য বৃত্রাসুর।
পরাক্রমে জিনিয়া বেড়ায় তিন-পুর ॥
কালকেয় আদি যত দ্বিতীয় দানব।
বৃত্রাসুর সহিত থাকয়ে তুষ্ট সব ॥
দৈত্যভয়ে দেবগণ রহিতে নারিল।
ইন্দ্র আগে করিয়া ব্রহ্মারে নিবেদিল ॥
ব্রহ্মা কন যেই হেতু এলে দেবগণ।
পূর্ব্বে চিন্তিয়াছি আমি তাহার কারণ ॥
লৌহ দারু মেরু যত আছে অস্ত্রসার।
কোন মতে নহে বৃত্রাসুরের সংহার ॥
দধীচি মুনির স্থানে করহ গমন।
সবে মিলি বর মাগ শুন দেবগণ ॥
প্রসন্ন হইলে যে মাগিবে এইদান।
নিজ অস্থি দিয়া লোকে কর পরিত্রাণ ॥
শরীর ত্যজিবে মুনি লোকের কারণ।
তাঁর অস্থি লয়ে কর বজ্রের সৃজন ॥
বজ্র অস্ত্রে ইন্দ্র তারে করিবে প্রহার।
বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুর হইবে সংহার ॥
এত শুনি দেবগণ করিল গমন।
সরস্বতী নদীতীরে আইল তখন ॥
মহাতেজোময় মূর্ত্তি দেখে দধীচির।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি জিনি জ্বলন্ত শরীর ॥
মুনিরে বেড়িয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল অগণন ॥
দেবতাসমূহ সব দিক্‌পালগণে।
দেখিয়া দধীচি মুনি ভাবে মনে মনে ॥
জানিয়া সকল তত্ত্ব কহে মুনিবর।
কি হেতু আসিলে আজি সকল অমর ॥
সবাকার হেতু আমি ত্যজিব শরীর।
অস্থি মাংস বিষ্ঠা তনু সহজে অচির ॥
হয় হোক ইহাতে লোকের উপকার।
উপকার-হীন ব্যর্থ রহে তনু ছার ॥
পূর্ব্বভাগ্যে লোককার্য্যে লাগিল শরীর।
এত বলি তনু ত্যাগ হল দধীচির ॥
হেন উপকার কোথা নাহি করে কেহ।
পরোপকারের জন্য ত্যজে নিজ দেহ ॥
দধীচি মুনির গুণ বর্ণনা না যায়।
হেন উপকার বল কে করে কোথায় ॥

যুধিষ্ঠির কন প্রভু বল অতঃপর।
অস্থি নিয়া কি কর্ম্ম করিল পুরন্দর

বৃত্রাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ।

লোমশ বলেন রাজা কর অবধান।
বৃত্রাসুরে যেইরূপে মারে মরুত্বান॥
অস্থি লয়ে দেবগণ করিল গমন।
দেবশিল্পী স্থানে দিল করিতে রচন॥
সে উগ্র প্রকারে বজ্র করিয়া নির্ম্মাণ।
শীঘ্রগতি আনি দিল ইন্দ্র বিদ্যমান॥
বজ্র নিয়া জাগি থাকে দেব পুরন্দর।
হেনকালে এল বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর॥
প্রলয় দানব দৈত্য সংহতি করিয়া।
সুমেরু-শিখর যেন পর্ব্বত বেড়িয়া॥
মার মার শব্দে করি মহা-কলরব।
প্রলয় সময়ে যেন উথলে অর্ণব॥
পর্ব্বত আয়ুধ কেহ ধরে দৈত্যগণ।
নানা অস্ত্র চতুর্ভিতে করে বরিষণ॥
গজেন্দ্রে চড়িয়া ইন্দ্র বজ্র লয়ে হাতে।
দেবগণ সহ যায় বৃত্রেরে মারিতে॥
ইন্দ্রে দেখি ঘোর নাদে গর্জ্জে দৈত্যেশ্বর
ভয়ঙ্কর নাদে কাঁপে যত চরাচর॥
আকাশ পাতাল যুড়ি মুখ মেলি ধায়।
দেখিয়া অমরপতি ভয়েতে পলায়॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র যায় রড়ারড়ি।
পাছু পাছু দৈত্যগণ ধায় তাড়াতাড়ি॥
কোথায় পাইব রক্ষা করি অনুমান।
বিষ্ণুর সদনে গিয়া রাখে নিজপ্রাণ॥
ভয়ার্ত্ত দেখিয়া আশ্বাসিয়া নারায়ণ।
উপায় চিন্তেন দৈত্যনিধন কারণ॥
দিলেন আপন তেজ হরি পুরন্দরে।
বিষ্ণু-তেজ পেয়ে পুনঃ চলিল সমরে॥
অন্য দেবগণে তেজ দিল ঋষিগণ।
পুনঃ দেবাসুরে হয় ঘোরতর রণ॥
অনেক হইল যুদ্ধ লিখন না যায়।
বৃত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল দেবরায়॥
বজ্রের ভীষণ শব্দ দৈত্যের গর্জ্জন।
ত্রৈলোক্যের লোক যত হল অচেতন॥
বজ্রাঘাতে অসুরের মুণ্ড হল চূর্ণ।
আর যত ছিল সবে পলাইল তূর্ণ॥
যতেক দানব দৈত্য কালকেয়গণ।
সমুদ্রভিতরে প্রবেশিল সর্ব্বজন॥

অগস্ত্যমুনির সমুদ্রপান এবং দেবগণের
যুদ্ধে অসুরদিগের নিধন।

লোমশ বলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
সমুদ্র আশ্রয় নিল কালকেয়গণ॥
সমস্ত দিবস থাকে জলের ভিতর।
রাত্রিতে উঠিয়া খায় যত মুনিবর॥
বশিষ্ঠ আশ্রমে খাইল সপ্ত শত ঋষি।
তিন শত খায় চ্যবনাশ্রমেতে বসি॥
ভরদ্বাজ আশ্রমেতে বিংশ মুনি ছিল।
রজনীর মধ্যে গিয়া সকলি খাইল॥
হেনমতে খায় তারা বহু মুনিগণ।
অনাহারী বাতাহারী মহাতপোধন॥
ভয় ত্যজি ছিল সবে গেল পলাইয়া।
পর্ব্বত গহ্বরে রহে কোটরে বসিয়া॥
ভাঙ্গিল মুনির মেলা কেহ নাহি আর।
যাগ-যজ্ঞহীন হল সকল সংসার॥
উপায় করিল বহু তার দেবগণ।
লক্ষিতে না পারে তারা আইসে কখন॥
উপায় না দেখি আর ব্যাকুল হইয়া।
নারায়ণ স্থানে সবে জানাইল গিয়া॥
সৃষ্টিকর্ত্তা হর্ত্তা তুমি তুমি শ্রীনিবাস।
তুমি উদ্ধারিবা মোরা করিয়াছি আশ॥
বৃত্রাসুর মল কিন্তু কালকেয়গণ।
লক্ষিতে না পারি তারা আইসে কখন॥
করিল দ্বিজের নাশ না দেখি নিস্তার।
আমরা উপায় বহু করিনু তাহার॥
না পারিয়া তব পায় করি নিবেদন।
তোমা বিনা সৃষ্টি রাখে নাহি হেন জন॥
এত শুনি রোষভরে কহে পীতাম্বর।
ইহার উপায় আর নাহি পুরন্দর॥

বরুণ আশ্রিত হয়ে আছে দুষ্টগণ।
সিন্ধু শুকাইতে সবে করহ যতন ॥
পাইয়া বিষ্ণুর আজ্ঞা তবে দেবগণ।
ব্রহ্মার সহিত গেল অগস্ত্য-সদন ॥
কর যুড়ি দেবগণ তাঁরে স্তুতি করে।
সঙ্কটেতে তুমি রক্ষা কর বারেবারে ॥
নহুষের ভয়ে পূর্ব্বে করিলা নিস্তার।
বিন্ধ্যভয়ে বসুধার খণ্ডিলে আঁধার ॥
রাক্ষস বধিয়া বিনাশিলা লোকভয়।
এবার করহ রক্ষা হইয়া সদয় ॥
মুনি বলে কোন কার্য্য করিব সবার।
যাহা বল করি তাহা এই অঙ্গীকার ॥
এত বলি চলিল অগস্ত্য মুনিবর।
সঙ্গেতে চলিল সব অমর কিন্নর ॥
অগস্ত্য সমুদ্র পীবে অদ্ভুত কথন।
দেখিতে চলিল যত ত্রৈলোক্যের জন ॥
সমুদ্র নিকটে গিয়া বলে তপোধন।
তোমারে শুষিব আমি লোকের কারণ ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ দেখিবে কৌতুকে।
নিমিষে সমুদ্র পান করিব চুমুকে ॥
তবে ত অগস্ত্য মুনি একই গণ্ডূষে।
ক্ষণমাত্রে সিন্ধুজল পান করি শোষে ॥
কোথায় লহরী গেল শব্দ হুড়াহুড়ি।
জলজন্তু ছটফটি শুষ্কস্থলে পড়ি ॥
বিস্ময় মানিল তবে ত্রৈলোক্যের জন।
অগস্ত্য মুনিরে তবে করিল স্তবন ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরা অপ্সরী।
মুনির সম্মুখে তারা দেখয়ে মাধুরী ॥
করিল কুসুমবৃষ্টি মুনির উপরে।
সাধু সাধু বলি শব্দ হল দিগন্তরে ॥
জলহীন সিন্ধু দেখি যত দেবগণ।
যে যাহার অস্ত্র লয়ে ধাইল তখন ॥
যতেক অসুরগণে বেড়িয়া মারিল।
কত দৈত্য ক্ষিতি বিদারিয়া প্রবেশিল ॥
হত দৈত্য নিরখিয়া ক্ষান্ত দেবগণ।
পুনরপি অগস্ত্যেরে করিল স্তবন ॥

তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল সংসার।
লোকের কণ্টক দৈত্য হইল সংহার ॥
সমুদ্রের জল যে শুষিলা মুনিবর।
পুনরপি সেই জলে পূর রত্নাকর ॥
মুনি বলে তোমরা উপায় কর সবে।
জলপান করিলাম আর কোথা পাবে ॥
এত শুনি দেবগণ বিষণ্ণবদন।
শীঘ্রগতি গেল সবে ব্রহ্মার সদন ॥
দৈত্যনাশ হেতু সিন্ধু শুষিল বারুণি।
কিমতে পূরিবে সিন্ধু কহ পদ্মযোনি ॥
ব্রহ্মা বলে নিজালয়ে যাহ সর্ব্বজন।
উপায় নাহিক সিন্ধু পূরিতে এখন ॥
শুষ্ক সিন্ধু রহিবেক দীর্ঘকাল যবে।
জ্ঞাতি হেতু ভগীরথ গঙ্গাকে আনিবে ॥
ভগীরথ হতে পূর্ণ হবে জলনিধি।
শুষ্ক রহিবেক সিন্ধু তাবৎ অবধি ॥
ব্রহ্মার বচনে সবে গেল নিজালয়।
এই শুন পূর্ব্বকথা ধর্ম্মের তনয় ॥

সগরবংশোপাখ্যান এবং কপিলের শাপে সগরসন্তান ভস্ম।

এত শুনি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মুনি সিন্ধুপূরণ-কথন ॥
কেবা ভগীরথ-জ্ঞাতি কারণ কি হয়।
বিস্তারিয়া মুনিরাজ কহ মহাশয় ॥
লোমশ বলেন শুন ধার্ম্মিক রাজন।
সগর নামেতে রাজা বাহুর নন্দন ॥
তালজঙ্ঘ হৈহয়াদি রাজা বশ করি।
পৃথিবী পালন করে দুষ্ট জনে মারি ॥
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা হইল চিন্তিত।
তপস্যা করিতে গেল ভার্য্যার সহিত ॥
শৈব্যা আর বৈদর্ভী যুগল ভার্য্যা তাঁর।
কৈলাস পর্ব্বতে তপ করে বহুবার ॥
তাঁর তপে আবির্ভূত হয়ে মহেশ্বর।
বলিলেন সগরেরে মাগি লহ বর ॥
বংশ হেতু এই বর মাগিল রাজন।
দেহ ষাটি সহস্র তনয় ত্রিলোচন ॥

হর বলিলেন বর মাগিলে রাজন।
হইবে তোমার ষাটি সহস্র নন্দন ॥
সময়ে সবাই এককালে হবে ক্ষয়।
বংশ রক্ষা করিবেক একই তনয় ॥
শৈব্যার উদরে যেই এক পুত্র হবে।
তাহাতে ইক্ষ্বাকুবংশ উন্নতি পাইবে ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইলেন হর।
সগর চলিয়া গেল আপনার ঘর ॥
দুই ভার্য্যা সহ বাস করে মতিমান।
কতদিনে দোঁহাকার হল গর্ব্ভাধান ॥
সময়ে প্রসব হল রাণী দুই জন।
শৈব্যা প্রসবিল এক সুন্দর নন্দন ॥
বৈদর্ভীর গর্ব্ভে এক অলাবু জন্মিল।
দেখিয়া নৃপতি ফেলাইতে আজ্ঞা দিল ॥
হেনকালে ঘোরনাদে হল শূন্যবাণী।
কি কারণে বংশ ত্যাগ কর নৃপমণি ॥
যত বীচি আছে এই অলাবু ভিতর।
ঘৃতপূর্ণ হাঁড়ি মধ্যে রাখ নৃপবর ॥
ইহাতে পাইবে ষাটি সহস্র নন্দন।
এত শুনি নরপতি রাখে সেইক্ষণ ॥
ঘৃতহাঁড়ি প্রতি এক ধাত্রী নিয়োজিল।
ষাইট-সহস্র পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥
তেজোবীর্য্যে রূপে সবে সগর সমান।
মদগর্ব্বে সবাকারে করে অল্প জ্ঞান ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ নরগণ।
সবারে করিল পীড়া সগর-নন্দন ॥
দেবগণ জানাইল ব্রহ্মার গোচরে।
সৃষ্টিনাশ কৈল প্রভু সগরকুমারে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন না চিন্তহ দেবগণে।
কর্ম্মদোষে সকলে মরিবে অল্প দিনে।
এত শুনি চলি গেল যতেক অমর।
কত দিনে যজ্ঞদীক্ষা লইল সগর ॥
হয়মেধ আরম্ভিল বাহুর নন্দন।
ঘোড়া রক্ষিবারে নিয়োজিল পুত্রগণ ॥
সসৈন্য তাহারা ষাটি সহস্র নন্দন।
ঘোড়া রক্ষিবারে গেল পর্ব্বত কানন ॥

জলহীন সিন্ধুমধ্যে করয়ে ভ্রমণ।
ঘোড়ার রক্ষণে তবে থাকে সর্ব্বজন ॥
ইন্দ্র বলে আর কেন রাজ্য পাছে যায়।
শত যজ্ঞ সাঙ্গ হলে কি হবে উপায় ॥
যজ্ঞ-বিঘ্ন না করিলে রাজা ইন্দ্র হয়।
মন্ত্রণা করিল ইন্দ্র চুরি করি হয় ॥
স্বপদ রাখিতে ইন্দ্র করিল চাতুরী।
আপনি আসিয়া শেষে অশ্ব করে চুরি ॥
চুরি করি নিয়া ঘোড়া রাখে পাতালেতে।
যেখানে কপিল মুনি ছিলেন যোগেতে ॥
সেখানে রাখিয়া ঘোড়া শক্র পলাইল।
প্রাতঃকালে সেনাগণ জাগিয়া উঠিল ॥
সিন্ধুমধ্যে ঘোড়া নাহি দেখি আচম্বিত।
কেহ না জানিল ঘোড়া গেল কোন ভিত ॥
সকল সমুদ্রে ঘোড়া করে অন্বেষণ।
নদ নদী গিরি গুহা নগর কানন ॥
কোথা না দেখিয়া অশ্ব চিন্তিত হইয়া।
সগরের স্থানে সবে জানাইল গিয়া ॥
শুনি রাজা দৈববশে করিল উত্তর।
ঘোড়া না আনিয়া কেন আইলি রে ঘর ॥
খুঁজিয়া না পাও যদি পৃথিবী ভিতর।
তবে সিন্ধুমধ্যে ঘোড়া হইল অন্তর ॥
যত্ন করি সেই স্থল খুঁজ গিয়া সবে।
ঘোড়া না আনিয়া গৃহে ফিরি না আসিবে ॥
পিতৃ-আজ্ঞা পাইয়া চলিল সর্ব্বজন।
কোদালি ধরিয়া পৃথ্বী করিল খনন ॥
জলহীন জন্তুগণ মৃত্তিকাতে ছিল।
কোদালির প্রহারেতে অনেক মরিল ॥
স্কন্ধ শির হস্ত কার কাটা গেল পাদ।
প্রহারে সকল জন্তু করে ঘোর নাদ ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ যত জন্তুগণ মৈল।
পুঞ্জ করি অস্থি সব স্থানে স্থানে থু(ই)ল ॥
এইমত বারিনিধি খনিতে খনিতে।
অশ্ব অন্বেষণে গেল পৃথ্বী পূর্ব্বভিতে ॥
তথায় খনিয়া ক্ষিতি বিদার করিল।
পাতালপুরেতে গিয়া সবে প্রবেশিল ॥

তথা গিয়া দেখিল কপিল মহামুনি।
দীপ্তিমান তেজ যেন জ্বলন্ত আগুনি ॥
তাঁহার আশ্রমেতে দেখিয়া হয়বর।
হৃষ্ট হয়ে ঘোড়া গিয়া ধরিল সত্বর ॥
অহঙ্কারে মুনিবরে করে অনাদর।
দেখিয়া কপিল মুনি কুপিল অন্তর ॥
বাহিরায় দুই চক্ষু হইতে অনল।
ভস্মরাশি করিলেক কুমার সকল ॥
নারদের মুখে বার্ত্তা পাইল সগর।
শোকাকুল হয় রাজা বিরস অন্তর ॥
স্তব্ধ হয়ে শোকাকুল চিন্তে নরপতি।
শিববাক্য স্মরি শেষে স্থির করে মতি ॥
অংশুমান পৌত্র অসমঞ্জের নন্দন।
তাহারে ডাকিয়া রাজা বলেন বচন ॥
কপিলের ক্রোধে ভস্ম হল পুত্রগণ।
যজ্ঞ নষ্ট হইবেক অশ্বের বিহন ॥
পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছি তোমার পিতায়।
তোমা বিনা অন্য নাহি যজ্ঞের উপায় ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
কি হেতু অত্যজ্য পুত্রে ত্যজিল সগর ॥
মুনি বলে অসমঞ্জা শৈব্যাগর্ভে জন্ম।
যৌবন সময়ে বড় করিল কুকর্ম্ম ॥
দুগ্ধমুখ শিশুগণ ধরে হস্তে গলে।
উপরে তুলিয়ে ভূমে আছাড়িয়া ফেলে ॥
একত্র হইয়া তবে যত প্রজাগণ।
সগর রাজার প্রতি কৈল নিবেদন ॥
তাতরূপে আমা সবে করহ পালন।
দুষ্ট দৈত্য পরচক্রে করহ তারণ ॥
অসমঞ্জা ভয় হতে কর রাজা পার।
প্রজাদুঃখ শুনি দুঃখ হইল রাজার ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আজ্ঞা দিল যত প্রজাগণে।
গ্রাম হতে বাহির করহ এইক্ষণে ॥
এইমতে নিজপুত্রে ত্যজিল সগর।
পৌত্রে যে কহিল রাজা শুন নরবর ॥
তোমা বিনা কুলাঙ্কুর কেহ নাহি আর।
যজ্ঞ-বিঘ্ন নরক হইতে কর পার ॥
পিতামহ-বচন শুনিয়া অংশুমান।
যথায় কপিল মুনি গেল তাঁর স্থান ॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
তুষ্ট হয়ে বলে ইষ্ট মাগহ রাজন ॥
এত শুনি অংশুমান বলে যোড়করে।
কৃপা যদি কর প্রভু দেহ অশ্ববরে ॥
দ্বিতীয়ে মাগিল পিতৃগণের সদ্গতি।
বাঞ্ছাপূর্ণ হক বলি বলে মহামতি ॥
সত্যশীল ক্ষমাশীল ধর্ম্মে তব জ্ঞান।
তব পিতা হইতে সগর পুত্রবান্ ॥
মম ক্রোধে দগ্ধ যত সগরকুমার।
তব পৌত্র করিবেক সবার উদ্ধার ॥
শিবে তুষ্ট করিবে আনিবে সুরধুনী।
যজ্ঞ সাঙ্গ কর অশ্ব লইয়া এখনি ॥
মুনিরে প্রণাম করি লয়ে অশ্ববর।
অংশুমান দিল পিতামহের গোচর ॥
আলিঙ্গন দিয়া বহু করিল সম্মান।
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা কৈল সমাধান ॥
পৌত্রে রাজ্য দিয়া শেষে গেল তপোবন
অংশুমান শাসিলেক সকল ভুবন ॥
হইল দিলীপ নামে তাঁহার নন্দন।
দেখি আনন্দিত বড় হইল রাজন ॥
বহুদিন রাজ্য করি অংশুমান ধীর।
পুত্রে রাজ্যভার দিয়া হইল বাহির ॥
দিলীপ পাইল নিজ পিতৃসিংহাসন।
শুনিল কপিল-কোপে দগ্ধ পিতৃগণ ॥
গঙ্গাহেতু তপস্যা করিল বহুকাল।
তথাপি আনিতে গঙ্গা নারিল ভূপাল ॥
তাঁহার নন্দন মহারথ ভগীরথ।
যাঁর যশকর্পূরে পূরিল ত্রিজগত ॥
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ।
লোকমুখে শুনি কথা চিন্তিত রাজন ॥
মন্ত্রীরে করিয়া রাজা রাজ্য সমর্পণ।
গঙ্গার উদ্দেশে গেল দিলীপনন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভগীরথের ভূতলে গঙ্গা আনয়ন ও সগরবংশের উদ্ধার।

হিমালয়ে গিয়া মহাতপ আরম্ভিল।
কঠোর তপেতে সব তপস্বী তাপিল ॥
ফলাহার পত্রাহার কৈল বাতাহার।
অনাহারে কৈল তনু অস্থি-চর্ম্ম সার ॥
দেবমানে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্টা গঙ্গা দিতে আইলেন বর ॥
গঙ্গা বলিলেন রাজা তপ কেন কর।
প্রীত হইলাম আমি মাগ ইষ্ট বর ॥
জাহ্নবীর বাক্য শুনি হয়ে হৃষ্ট মন।
করযোড় করি মাগে দিলীপনন্দন ॥
কপিলের কোপানলে পোড়ে পিতৃগণ।
তা সবার মুক্তি হেতু করি আরাধন ॥
যাবৎ তোমার জলে না হয় সেচন।
তাবৎ সদ্গতি নাহি পাবে পিতৃগণ ॥
তোমার চরণে এই করি নিবেদন।
উদ্ধার কর গো মাতা মম পিতৃগণ ॥
যদি কৃপা করিলা গো মাগি তব পায়।
আপনি তথায় গিয়া উদ্ধার সবায় ॥
গঙ্গা বলে তব প্রীতে যাইব তথায়।
মম বেগ সহে হেন করহ উপায় ॥
গগন হইতে চ্যুত হইব যখন।
মম বেগ সহে হেন নাহি অন্য জন ॥
বিনা নীলকণ্ঠ কারো শক্তি নাহি লোকে
তপস্যায় বশ করি আনহ ত্র্যম্বকে ॥
এত শুনি ভগীরথ করিল গমন।
কৈলাসশিখরে শিবে করেন ভজন ॥
তপস্যায় তুষ্ট হইলেন দিগম্বর।
গঙ্গা ধরিবারে ভগীরথ মাগে বর ॥
নিজ ইষ্ট জানি তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর।
প্রীতিতে বলেন চল যাব নৃপবর ॥
হিমালয় পর্ব্বতে কহেন উমাপতি।
আনহ কোথায় আছে তব হৈমবতী ॥
ভববাক্যে ভগীরথ গঙ্গা চিন্তা করে।
ব্রহ্মলোকে গঙ্গা তাহা জানিল অন্তরে ॥
আকাশ হইতে গঙ্গা দেখি শূলপাণি।
পড়িলেন হরশিরে করি ঘোর ধ্বনি ॥
মকর কুম্ভীর মীন পূর্ণ মহাজলে।
মুক্তমালা শোভে যেন চন্দ্রচূড়গলে ॥
শিবশির হতে গঙ্গা হলেন ত্রিধারা।
এক ধারা আসিয়া পড়িল বসুন্ধরা ॥
স্বর্গেতে যে ধারা তার মন্দাকিনী খ্যাতি।
মর্ত্ত্যে অলকানন্দা পাতালে ভোগবতী ॥
ভগীরথ প্রতি বলিলেন ভাগীরথী।
তোমার কারণ আমি আইলাম ক্ষিতি ॥
পিতৃগণ তোমার আছয়ে কোন দিগে।
কোন পথে যাইব চলহ মম আগে ॥
আজ্ঞামাত্র আগে চলে দিলীপনন্দন।
কলকল শব্দে গঙ্গা চলিল তখন ॥
হিমালয় পর্ব্বতে হইল উপনীত।
পথ না পাইয়া গঙ্গা হইল ভাবিত ॥
অতঃপর ঐরাবতে কর রাজা ধ্যান।
নতুবা কেমনে বল হইবে পয়াণ ॥
গঙ্গাবাক্যে ঐরাবতে করিলেন স্তুতি।
স্তবেতে হইয়া তুষ্ট আসে গজপতি ॥
রাজা বলে মহাশয় নিস্তার এ দায়।
গিরি বিদারিয়া পথ দেহ গঙ্গা মায় ॥
শুনি করী দুষ্টমতি বলিল রাজারে।
পথ করি দিতে পারি যদি ভজে মোরে ॥
কর্ণে হাত দিয়া রাজা আইল সত্বর।
ছলেতে জানায় সব পশুর উত্তর ॥
যাহ বাছা ভগীরথ কহিবে করীরে।
বেগে দাণ্ডাইলে আমি ভজিব তাহারে ॥
দেখিবে দুর্গতি তার কিবা দশা ঘটে।
শীঘ্রগতি আন তারে জিনিয়া কপটে ॥
মাতঙ্গ-নিকটে গিয়া বলে ভগীরথ।
শুনি করী শীঘ্রগতি করি দিল পথ ॥
গিরি খণ্ড করি দন্তে টানিয়া ফেলিল।
মহাবেগে মহামায়া গমন করিল ॥
সম্মুখে পড়িয়া হস্তী ভাসিয়া চলিল।
আছাড়ে বিছাড়ে তার প্রাণমাত্র ছিল ॥

স্তব করে গজবর ত্রাহি ত্রাহি ডাকে।
বলে মাগো পশু আমি কি চিনি তোমাকে॥
দয়াময়ি দয়া করি রাখিলা জীবন।
প্রাণ লয়ে ঐরাবত পলায় তখন॥
বেগেতে চলিল গঙ্গা আনন্দিতমনে।
উপনীতা হল জহ্নু মুনির আশ্রমে॥
দেখিয়া গঙ্গারে মুনি করিলেন পান।
গঙ্গা না দেখিয়া রাজা হল হতজ্ঞান॥
মুনিবরে স্তব করে কাতর অন্তরে।
তুষ্ট হয়ে মুনিবর গঙ্গা দিল পরে॥
কলকল শব্দে হয় গঙ্গার পয়াণ।
কত শত লোক তরে নাহি পরিমাণ॥
তাহা দেখি হর্ষান্বিত দিলীপনন্দন।
বেগেতে আইল গঙ্গা কপিল-আশ্রম॥
যথায় আছিল ভস্ম সগরসন্তান।
পরশে পরম জল বৈকুণ্ঠে পয়াণ॥
চতুর্ভুজ হয়ে স্বর্ণরথে আরোহিল।
ঊর্দ্ধবাহু করি সবে আশীর্ব্বাদ কৈল॥
পিতৃগণে মুক্ত দেখি আনন্দ অপার।
প্রণাম করিয়া নাচে দিলীপকুমার॥
ভগীরথ হতে সমুদ্রে হইল জল।
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু সকল॥
শুনিলে পৃথিবীপাল সগরোপাখ্যান॥
ভগীরথ তুল্য আর নাহি পুণ্যবান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস বিরচিল সগর আখ্যান॥

পরশুরামের দর্প-চূর্ণ। (১৩)

লোমশ বলেন এই মহাতীর্থ স্থান।
পরশনে হয় তার বৈকুণ্ঠে প্রস্থান॥
পূর্ণ গঙ্গা এই স্থানে বিন্দুসর নাম।
যেই স্থানে হতবীর্য্য হইলেন রাম॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন কহ তপোধন।
হতবীর্য্য রাম হইলেন কি কারণ॥
লোমশ বলিল পূর্ব্বে রাম দাশরথি।
বিষ্ণু অংশে চারি ভাই রঘুকুলপতি॥
লক্ষ্মী অংশে জন্মিলেন জনকনন্দিনী।
তাঁহার বিবাহে পণ কৈল নৃপমণি॥
ধূর্জ্জটীর ধনুর্ভঙ্গ যে জন করিবে।
তাহারে আমার কন্যা জানকী বরিবে
দেশে দেশে বার্ত্তা দিল জনক রাজন।
বিশ্বামিত্র-স্থানে রাম করেন শ্রবণ॥
যজ্ঞরক্ষা করিলেন রাক্ষসে মারিয়া।
সীতা লভিলেন রাম ধনুক ভাঙ্গিয়া॥
সীতা লয়ে যান রাম অযোধ্যানগর।
পথেতে ভেটিল কুলান্তক ভৃগুবর॥
দুর্জ্জয় ধনুক বামে দক্ষিণে কুঠার।
পৃষ্ঠে শর তূণ তাঁর শিরে জটাভার॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড শরীর।
কর্কশ বচনে কহে চাহি রঘুবীর॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গি তোর এত অহঙ্কার।
সীতারে লইয়া যাস অগ্রেতে আমার
না জানিস ভৃগুরাম ক্ষত্রিয়কুমার।
ক্ষণেক তিষ্ঠহ বুঝি পরাক্রম তোর॥
এত বলি দুর্জ্জয় ধনুক দিল ফেলি।
দিলেন ধনুকে গুণ রাম মহাবলী॥
রাম বলিলেন জামদগ্নির নন্দন।
ধনুকেতে গুণ দিনু কি করি এখন॥
ইহা শুনি ভৃগুপতি দিল দিব্য শর।
শর সহ বিষ্ণুতেজ নিল রঘুবর॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু কহে দাশরথি।
কোথায় মারিব অস্ত্র কহ ভৃগুপতি॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু মম বধ্য নহ।
অব্যর্থ আমার অস্ত্র কোথা মারি কহ॥
স্তুতি করি কহে তবে ভৃগুর কুমার।
অস্ত্র মারি স্বর্গপথ রুদ্ধহ আমার॥
এক বাণে স্বর্গরোধ করেন তাঁহার।
পরশুরামের গেল যত অহঙ্কার॥
মুনি বলে কহিলাম রামের আখ্যান।
কাশীদাস বিরচিল শুনে পুণ্যবান॥

লোমশ বলেন ডাকি ধর্ম্মের নন্দনে।
শ্যেন কপোতের কথা করহ শ্রবণে ॥
এই যে বিতস্তা নদী শিবিরাজ্য দেশে।
সারস সারসী ক্রীড়া করিছে উল্লাসে ॥
জলা উপজলা দুই যমুনার পাশ।
মুনিগণ এই তটে করে অধিবাস ॥
উশীনর নামে নৃপ আছিল তথায়।
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ইন্দ্র পরাভব পায় ॥
যজ্ঞের প্রভাবে ধরা কাঁপে থর থর।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভাবিয়া কাতর ॥
সুরপতি চিন্তাকুল কনক আসনে।
ইন্দ্রত্ব বা লয় বুঝি ভাবে মনে মনে ॥
হেনকালে হুতাশন হন উপনীত।
উশীনর-যজ্ঞ-কথা করিল বিদিত ॥
উভয়েতে যুক্তি করি অতি সঙ্গোপনে।
বিহগ-বেশেতে যান ছলিতে রাজনে ॥
ধরিল কপোতরূপ দেব হুতাশন।
দেবরাজ শ্যেনরূপ করেন ধারণ ॥
সভাতলে যজ্ঞে ব্রতী আছেন রাজন।
শ্যেনভয়ে কপোতক লইল শরণ ॥
উশীনর-উরুদেশে লুকাল ভয়েতে।
আক্রমণ করি শ্যেন আইল পশ্চাতে ॥
ছদ্মবেশী কপোতক কহিল রাজায়।
লইনু শরণ প্রভু রাখ ঘোরদায় ॥
কপোতের অরি শ্যেন নিরদয় হয়ে।
নাশিতে জীবন মোর আসিয়াছে ধেয়ে
কপোতে ব্যাকুল হেরি কহে উশীনর।
তোমারে রক্ষিতে প্রাণ দিব কলেবর ॥
আশ্রিতে রক্ষিতে যদি যায় মোর প্রাণ
তথাপি এ পণ কভু নাহি হবে আন ॥
শ্যেন কহে মহারাজ একি আচরণ।
মোর ভক্ষ্যে রক্ষ তুমি কিসের কারণ ॥
সবে কহে ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা উশীনর।
ধর্ম্মহীন কর্ম্ম কেন কর নৃপবর ॥
মহাপাপ খাদ্যে বাধা ক্ষুধার সময়।
ভক্ষ্য ছাড়ি দেহ মোর হয়ে সদাশয় ॥
রাজা বলে পক্ষিরাজ কি করিব আমি।
অনর্থক না বুঝিয়া নিন্দ মোরে তুমি ॥
কপোত প্রাণের ভয়ে লয়েছে শরণ।
কেমনে কালেরে তারে করিব অর্পণ ॥
পরিত্যাগ করে যেবা শরণ-আগতে।
গো-ব্রাহ্মণ-বধ সম ভুঞ্জিবে পাপেতে।
শ্যেন বলে মহারাজ করহ শ্রবণ।
আহার বিহনে নাহি বাঁচে জীবগণ ॥
ধন জন ছাড়ি বাঁচে যাবত জীবন।
আহার ছাড়িলে জীব না বাঁচে কখন ॥
ক্ষুধায় আকুল আমি না সরে বচন।
ক্ষণেক বিলম্ব হলে যাইবে জীবন ॥
আমি যদি মরি তবে আমার বিহনে।
দারা পুত্র আদি মম মরিবে জীবনে ॥
এক প্রাণী দিলে যদি বাঁচে বহু প্রাণী।
অধর্ম্ম না হয় তাহে সত্য ধর্ম্ম গণি ॥
সামান্য লাভেরে ত্যজি বহু লাভ যাহে।
লইবে আশ্রয় তার শাস্ত্রমতে কহে ॥
রাজা বলে যদি তবে খাদ্যে প্রয়োজন।
অন্য খাদ্য খাও তুমি রহিবে জীবন ॥
বৃষ মৃগ ছাগ মেষ মহিষ বরাহ।
এখনি আনিয়া দিব যেই মাংস চাহ ॥
শ্যেন বলে অন্য মাংস মোরা নাহি খাই।
কপোত মোদের খাদ্য দেহ মোরে ভাই ॥
কপোতের মাংস দেহ করিব ভোজন।
এত শুনি সকাতরে কহেন রাজন ॥
শিবিরাজ্য চাহ কিম্বা যাহা মোর আছে
এখনি দানিব তোমা না ডরিব পাছে ॥
যা বলিবে করিব তা যাহে তুষ্ট তুমি।
আশ্রিত কপোতে কিন্তু না ত্যজিব আমি ॥
এত শুনি কহে শ্যেন শুনহ রাজন।
কপোত যদ্যপি তব স্নেহের ভাজন ॥
নিজমাংস খণ্ড করি কপোত সমান।
দেহ মোরে তুলা দ্বারা করি পরিমাণ ॥

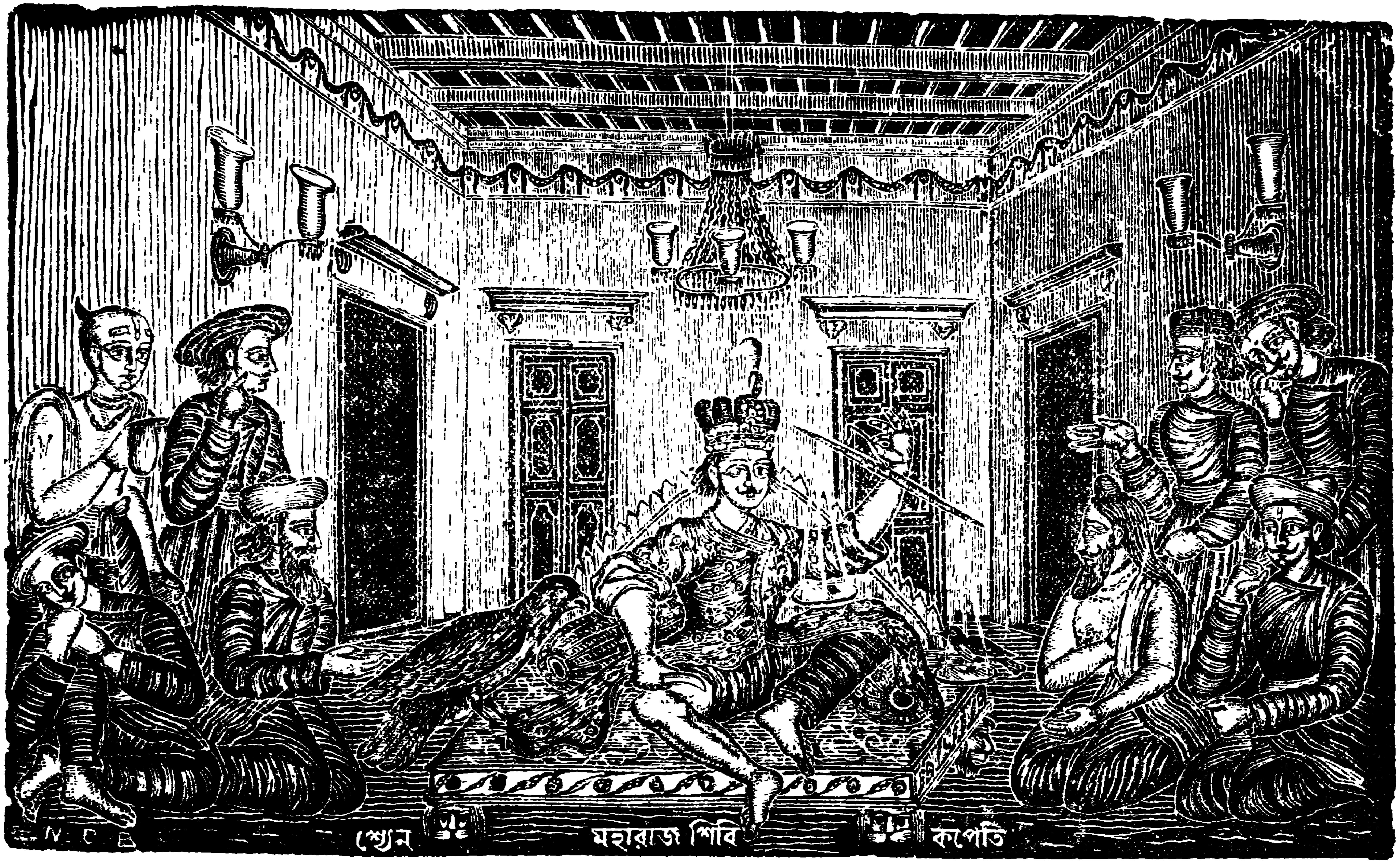

রাজা উশীনর শ্যেনরূপী ইন্দ্রকে আত্মমাংস কর্ত্তন পূর্ব্বক তুলা দ্বারা কপোতের
(হুতাশনের) সহিত পরিমাণ করিয়া দিতেছেন।

তব মাংস কপোতের তুল্য যদি হয়।
সেই মাংসে তৃপ্ত হব শুন মহাশয়॥
ছদ্মবেশে বহ্নি ইন্দ্র ছলেন রাজনে।
উশীনর মুগ্ধ হল দোঁহার ছলনে॥
উশীনর নৃপমণি, শ্যেনের বচন শুনি,
ভাসিলেন আহ্লাদ সাগরে।
আশ্রিতেরক্ষিনুজানি,আপনারেধন্যমানি
তুলা যন্ত্র আনিয়া সত্বরে॥
নিজহস্তে তুলা ধরি,নিজমাংস খণ্ড করি,
কপোতের তুল্য করিবারে।
নিজমাংস যত দেয়, তবু নাহি তুল্য হয়,
হুতাশন কপোতের ভারে॥
মাংস দেয় রাশিরাশি,তবু ভার হয় বেশী,
কি করিব ভাবেন রাজন।
মাংস কাটি দিনুযত,না হয় কপোত মত,
অসম্ভব না হেরি এমন॥
ক্ষণকাল চিন্তাকরি, ভক্তিভাবে হরিস্মরি,
তুলে বসে নিজে উশীনর।
হেরিয়া নৃপের মতি,শ্যেনরূপী সুরপতি,
কহিলেন শুন নৃপবর॥
সুরপতি মম নাম, রাজ্য করি সুরধাম,
কপোত-বেশেতে হুতাশন।
ধার্ম্মিকতাদেখিবারে,মোরাদোঁহেছলকরে
আসিয়াছি তোমার সদন॥
হেরি তোমা ধর্ম্মনিষ্ঠ, হইলাম বড় তুষ্ট,
বদ্ধ হৈনু তব ধর্ম্ম ফলে।
তোমার মহিমা ভবে, যাবত ধরণী রবে,
ধন্য ধন্য গাহিবে সকলে॥
নরজ্বালা হল নাশ, সশরীরে স্বর্গবাস,
হল তব শুন নরপতি।
ত্যজিয়া সংসার মায়া,ধরিয়া দেবেরকায়া,
চল চল মোদের সংহতি॥
শূন্য হতে রথ আসে, চলিল অমরবাসে,
যজ্ঞের প্রভাবে উশীনর।
অপ্সরী যোগিনী কত,দেবানী কিন্নরীযত,
পুষ্পবৃষ্টি করেন অমর॥

ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন ও হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ। (১৫)

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল ওহে মুনিবর।
চারি ভাই কি করিল কহ অতঃপর॥
স্বর্গেতে রহিয়া কিবা করে ধনঞ্জয়।
কত দিনে ভ্রাতৃসহ সমবেত হয়॥
আমারে বিশেষ করি কহ মুনিরাজ।
শুনিতে উল্লাস বড় হয় হৃদিমাঝ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে চারি সহোদর॥
যত দ্বিজবর ধৌম্য লোমশ সংহতি।
ছয় রাত্রি তথা বাস করে ধর্ম্মমতি॥
এক দিন দেখ তথা দৈবের ঘটন।
বহিল উত্তর দিকে মন্দ সমীরণ॥
সুগন্ধি সুন্দর বায়ু অতি সুশীতল।
পদ্মগন্ধে প্রপূরিল সব বনস্থল॥
আমোদে করিল মুগ্ধ সবাকার মন।
পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন॥
উত্তর মুখেতে সবে করে অনুমান।
যোগের সাধনে যেন যোগীর ধেয়ান॥
কেহ কহে স্বর্গ হতে আসিতেছে গন্ধ।
কেহ কহে পৃথিবীতে কে করে আনন্দ॥
কোন মতে কেহ না জানিল নিরূপণ।
লোমশেরে জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন॥
জানহ বৃত্তান্ত যদি কহ মুনিবর।
কোথা হতে আসিতেছে গন্ধ মনোহর॥
কোন মত পুষ্প সেই কার উপবন।
চেষ্টায় পাইব কিম্বা অসাধ্য সাধন॥
মুনি বলে আছে গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
সরোবর আছে তাহে পুষ্প শতে শতে॥
কুবেরের পুষ্প সেই অতি মনোহর।
রক্ষক আছয়ে লক্ষ যক্ষ অনুচর॥
সুবর্ণের পুষ্প সেই গন্ধের অবধি।
চেষ্টায় হইবে প্রাপ্ত বাঞ্ছা কর যদি॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি কহিলেন মুনি।
ব্যগ্র হয়ে বৃকোদরে কহে যাজ্ঞসেনী॥

আমা প্রতি শ্রদ্ধা যদি তোমার আছয়।
অষ্টোত্তর শত পুষ্প দেহ মহাশয়॥
পূজিব ঈশ্বরপদ করেছি বাসনা।
তোমার কৃপায় যদি পূরে সে কামনা॥
তোমার অসাধ্য নাহি এ তিন ভুবনে।
মনোযোগ কর তুমি মোর নিবেদনে॥
কৃষ্ণারে ব্যাকুলা দেখি বীর বৃকোদর।
অনুমতি লইলেন ধর্ম্মের গোচর॥
বন্দনা করিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
ধর্ম্মেরে প্রণাম করে করি কৃতাঞ্জলি॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে দেবের আলয়।
কাহার সহিত যেন বিরোধ না হয়॥
যাহ শীঘ্র ত্বরা করি এস ভ্রাতৃবর।
শুনিয়া উত্তরে যান বীর বৃকোদর॥
দেখিল সুন্দর বন ছায়া সুশীতল।
দিব্য সরোবর তথা সুবাসিত জল॥
মধুর সুস্বাদু ফল নানাবিধ ফুল।
মকরন্দ লোভে উড়ি ভ্রমর আকুল॥
কোন স্থানে শোভিত গুবাক নারিকেলে
পলাশ রসাল তাল পূর্ণ বনফলে॥
বিবিধ কুসুমে দেখে বিচিত্র উদ্যান।
দেবের আশ্রম হেন করে অনুমান॥
কোকিলের কলরব বিনা নাহি আর।
মধুপানে মত্ত করে ভ্রমর ঝঙ্কার॥
সর্ব্বদা বসন্তঋতু নিবসে সে বনে।
বিহার করয়ে তাহে আনন্দিতমনে॥
পাসরে পুষ্পের কথা দেখি বনস্থল।
প্রাণভয়ে পশু-পক্ষী সকল পলায়॥
বৃক্ষাঘাতে মারিলেক মৃগ রাশি রাশি।
প্রমাদ গণিল যত কাননিবাসী॥
বারণে বারণ মারে মৃগেন্দ্রে মৃগেন্দ্র।
হরিণে হরিণ মারে সবে নিরানন্দ॥
সিংহনাদ ছাড়ি করে হুহুঙ্কার ধ্বনি।
গগনে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী॥
মহাশব্দে প্রপূরিল সব বনস্থল।
প্রাণভয়ে পশু-পক্ষী পলায় সকল॥
ক্ষুদ্র মৃগ বরাহ ব্যাঘ্রাদি বনচরে।
পলায় মহিষ ব্যাঘ্র গজেন্দ্রের ডরে॥
গজেন্দ্র পলায় দূরে মৃগেন্দ্রের ভয়।
মৃগেন্দ্র পলায় বনে মানিয়া সংশয়॥
একেরে অন্যের ভয় যত মৃগ পশু।
বিকল হইয়া ধায় যুবা বৃদ্ধ শিশু॥
পবননন্দন ভীম ভীমপরাক্রম।
বিহার করেন তথা নাহি মনভ্রম॥
হেনমতে কতদিন পরম কৌতুকে।
স্বচ্ছন্দগমনে বীর ভ্রমে মনসুখে॥
চলিতে উত্তর পথে পবননন্দন।
কত দূরে দেখে বীর কদলীর বন॥
পরম সুন্দর বন দূরেতে আছয়।
যেমন মেঘের ঘটা গগনে উদয়॥
দেখি আনন্দিত হল ভীম মহাবল।
ত্বরান্বিত হয়ে বীর আইল সে স্থল॥
নানাপুষ্পে আলিঙ্গন পীয়ে মকরন্দ।
শীতল সৌরভে অতি বাড়িল আনন্দ॥
প্রবেশিয়া দেখে বনে সুপক্ক কদলী।
করিল উদর পূর্ণ ভীম মহাবলী॥
গতায়াতে ভাঙ্গে যত কদলীর বন।
মড়মড়ি শব্দেতে চমকে সর্ব্বজন॥
মারিল যতেক পশু নাহি তার অন্ত।
সেই বনে আছিল দুরন্ত হনুমন্ত॥
ভাঙ্গিল কদলীবন করি অনুমান।
ক্রোধভরে শীঘ্রগতি করিল পয়াণ॥
কুবুদ্ধি পাইল আজি কোন দেবতায়
আপনারে না জানিয়া আমারে
এতেক বলিয়া বীর যাইতে সত্বরে।
আসিতেছে বৃকোদর দেখে কত দূরে॥
দেখিয়া জানিল এই মম ভ্রাতৃবর।
নতুবা এমন দর্প করে কোন নর॥
জানি ছদ্ম করিল পবন অঙ্গজনু।
হইলা সত্বর জীর্ণ অতিক্ষীণ তনু॥
ব্যাধিতে পীড়িত অঙ্গ অস্থিমাত্র সার।
পড়িল পথেতে গিয়া ভীম আগুসার॥

দুদিকে কণ্টকবন নাহি পরিমাণ।
মধ্য পথ যুড়ি রহে বীর হনুমান ।।
হেনকালে উপনীত ভীম মহাবল।
দেখে পড়িয়াছে পথে বানর দুর্ব্বল ।।
ভীম বলে পথ ছাড়ি দেহ রে বানর।
আবশ্যক কার্য্য আছে যাইব সত্বর ।।
ভীমের শুনিয়া বীর এতেক বচন।
মায়া করি অতিকষ্টে মেলিল নয়ন ।।
ধীরে ধীরে কহে তবে বিনয় আচরি।
জিজ্ঞাসা করয়ে অতি করিয়া চাতুরী ।।
কে তুমি কোথায় যাবে কহ মহাবল।
জরাযুক্ত অঙ্গ মোর ব্যথায় বিকল ।।
নড়িতে নাহিক শক্তি অবশ শরীর।
লঙ্ঘিয়া গমন কর সুখে মহাবীর ।।
এতেক শুনিয়া ভীম চিন্তে মনে মন।
সকল শরীর আত্মারূপী নারায়ণ ।।
ইহারে লঙ্ঘিয়া আমি যাইব কেমনে।
এতেক বিচারি তবে কহে হনুমানে ।।
ধার্ম্মিক বানর তুমি বৃদ্ধ পুরাতন।
অনীতি করিতে যুক্তি দেহ কি কারণ ।।
শুনি যে শাস্ত্রেতে হেন আছে বিবরণ।
যত্র জীব তত্র শিব রূপে নারায়ণ ।।
দেখিয়া শুনিয়া কেন করিব দুর্নীতি।
লঙ্ঘিয়া যাইতে বল নাহি ধর্ম্মে মতি ।।
হনুমান বলে আমি জাতিতে বানর।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কোথা পশুর গোচর ।।
ব্যথায় কাতর অঙ্গ দেখ মহাশয়।
কহিলাম বাক্যমাত্র মনে যাহা লয় ।।
তুমি ধর্ম্মবান বড় হও সত্যবাদী।
পরম সুজন অতি দয়াগুণনিধি ।।
অভিপ্রায়ে বুঝিলাম বড় বংশে জন্ম।
পথ ছাড়াইয়া রাখ বাড়িবেক ধর্ম্ম ।।
তবে ভীম হেলা করি নিজ বাম হাতে।
ধরিয়া তুলিতে যায় নারিল নাড়িতে ।।
বিস্ময় মানিয়া তবে বীর বৃকোদর।
শক্ত করি ধরিলেন দিয়া দুই কর ।।
যতেক আপন শক্তি কৈল প্রাণপণ।
মহাশ্রমে নাড়িবারে নারে কদাচন ।।
বহিল অঙ্গেতে ঘাম হইল ফাঁফর।
বিনয়পূর্ব্বক কহে যুড়ি দুই কর ।।
কে তুমি দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
রাক্ষস মানুষ কিবা নাগের ঈশ্বর ।।
জানিলাম মোর দর্প নাশিতে বিশেষে।
ছলিতে আইলে বৃদ্ধ বানরের বেশে ।।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষম মহাশয়।
অবধানে শুন এবে মম পরিচয় ।।
চন্দ্রবংশে জন্ম রাজা পাণ্ডু মহামতি।
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মোর পবনসন্ততি ।।
ভীমসেন নাম মম জান মহাশয়।
মম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয় ।।
রাজ্য ধন নিয়া শত্রু পাঠাইল বনে।
তপস্বীর বেশে ভ্রমি ভাই পঞ্চজনে ।।
কহিলাম নিজকথা তোমার অগ্রেতে।
সম্প্রতি যাইব গন্ধমাদন পর্ব্বতে ।।
আনিব সুবর্ণ-পদ্ম ঈশ্বরের হেতু।
আমারে পাঠাইলেন ভাই ধর্ম্মসেতু ।।
যে কিছু বৃত্তান্ত কহিলাম মহাশয়।
কৃপা করি দেহ মোরে নিজ পরিচয় ।।
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
প্রসন্ন হইয়া তবে কহেন মারুতি ।।
জিজ্ঞাসিলে শুন তবে মম বিবরণ।
কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম পবননন্দন ।।
রামকার্য্য হেতু মোরে সৃজিল বিধাতা
হনুমান নাম মোর রাখিলেন পিতা ।।
রাবণ রামের সীতা হরিল যখন।
প্রাণপণে সাধিলাম রাম-প্রয়োজন ।।
সাগর লঙ্ঘিয়া কৈনু সীতার উদ্দেশ।
তবে রাম করিলেন সৈন্য সমাবেশ ।।
সমুদ্রে বান্ধিয়া সেতু সৈন্য হল পার।
হইল রাবণ রাজা সবংশে সংহার ।।
সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজবাস।
আমারে করিয়া কৃপা করিলেন দাস ।।

তুষ্টা হয়ে সীতাদেবী মোরে দিল বর।
এই হেতু চারি যুগ হইনু অমর ।।
এই কদলীর খণ্ড মোরে দিল দান।
রামের সেবক আমি নাম হনূমান ।।(১৬)
এতেক শুনিয়া তবে ভীম মহাবল।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পড়ি ভূমিতল ।।
ভীম বলে অপরাধ ক্ষমহ গোঁসাই।
যুধিষ্ঠির তুল্য তুমি মম জ্যেষ্ঠ ভাই ।।
হনূমান বলে ভাই কেন হেন কহ।
প্রাণের সমান তুমি কভু দোষী নহ ।।
পূর্ব্বে দেখিয়াছি আমি জেনেছি কারণ
করিলাম এত ছল জানিবারে মন ।।
ভীমসেন বলে যদি কৃপা হল মোরে।
এক নিবেদন করি তোমার গোচরে ।।
নিজমূর্ত্তি মহাশয় করিয়া প্রকাশ।
পূরাও আমার যে মনের অভিলাষ ।।
শুনিয়া হাসিল তবে হনূমান বীর।
দেখিতে দেখিতে হল পূর্ব্বের শরীর ।।
অতিতপ্ত স্বর্ণ জিনি কিবা অঙ্গশোভা।
বালসূর্য্য সম যেন চমৎকার প্রভা ।।
মনের আবেশে বাড়ে বীর হনূমন্ত।
কি দিব উপমা যেন পর্ব্বত জ্বলন্ত ।।
চক্ষু বুজি ভীমসেন ডাকে পরিত্রাহি।
অস্পন্দ হইল অঙ্গ আর নাহি চাহি ।।
মূর্চ্ছাগত হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তথাপিহ মহাবীর বাড়ে কুতূহলে ।।
ঊর্দ্ধে লক্ষ যোজন হইল পদ নখ।
ব্রহ্মাণ্ড উপরে গিয়া ঠেকিল মস্তক ।।
বিশেষে দেখিয়া দুঃখী বীর বৃকোদর।
পূর্ব্বমত দেহ পুনঃ ধরে মায়াধর ।।
আশ্বাসিয়া বৃকোদরে করে সচেতন।
মৃত দেহে সঞ্চারিল যেমন জীবন ।।
বৃকোদর কহে দাণ্ডাইয়া যোড়করে।
বিস্তর বিনয় করি বানর-ঈশ্বরে ।।
ভাগ্যেতে দেখিনু তোমা পূর্ব্বপুণ্যফলে।
মনের বাসনা পূর্ণ হল এত কালে ।।
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আমার পরম শত্রু আছে দুর্য্যোধন ।।
বনবাস উপরমে যদি যুদ্ধ হয়।
সেই কালে সাহায্য করিবে মহাশয় ।।
হাসিয়া কহিল তবে পবনসন্তান।
কাল দেশ পাত্র বুঝি করিব বিধান ।।
যখন যাহার সঙ্গে করিবে বিবাদ।
তোমার সম্মুখে বীর হবে সিংহনাদ ।।
অর্জ্জুনের কপিধ্বজে হয়ে অধিষ্ঠান।
দুই স্থানে নিজশক্তি করিব বিধান ।।
দুই শব্দে যেমন একত্র বজ্রাঘাত।
শুনিয়া অনেক সৈন্য হইবে নিপাত ।।
যাহ গন্ধমাদনেতে পুষ্প আছে যথা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব নাহি করিহ সর্ব্বথা ।।
কুবেরের পুষ্প সেই রাখয়ে রক্ষক।
সাধিবে আপন কার্য্য বিনয় পূর্ব্বক ।।
সবার বন্দিত দেব বেদে হেন কয়।
অনাদর করিলে যে পাপবৃদ্ধি হয় ।।
এতেক কহিয়া বীর মধুর বচন।
বিদায় করিল ভীমে দিয়া আলিঙ্গন ।।
কত দূর আগুসরি পথ দেখাইল।
ভূমেতে পড়িয়া ভীম প্রণাম করিল ।।
পরম কৌতুকে তবে বৃকোদর বীর।
চলিল উত্তর মুখে নির্ভয় শরীর ।।
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন তাঁর দাস ।।

যক্ষগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ ও সৌগন্ধিক পুষ্পাহরণ।

অতঃপর ভীম, পরাক্রমে ভীম,
চলিল উত্তর পথে।
দুই ভিতে যত, আছয়ে পর্ব্বত,
নানাবর্ণ বৃক্ষ তাতে ।।
পরম কৌতুকে, আপনার সুখে,
স্বচ্ছন্দ গমনে যায়।
মহাবলবান, কি করে সন্ধান,
কে বুঝিবে অভিপ্রায় ।।

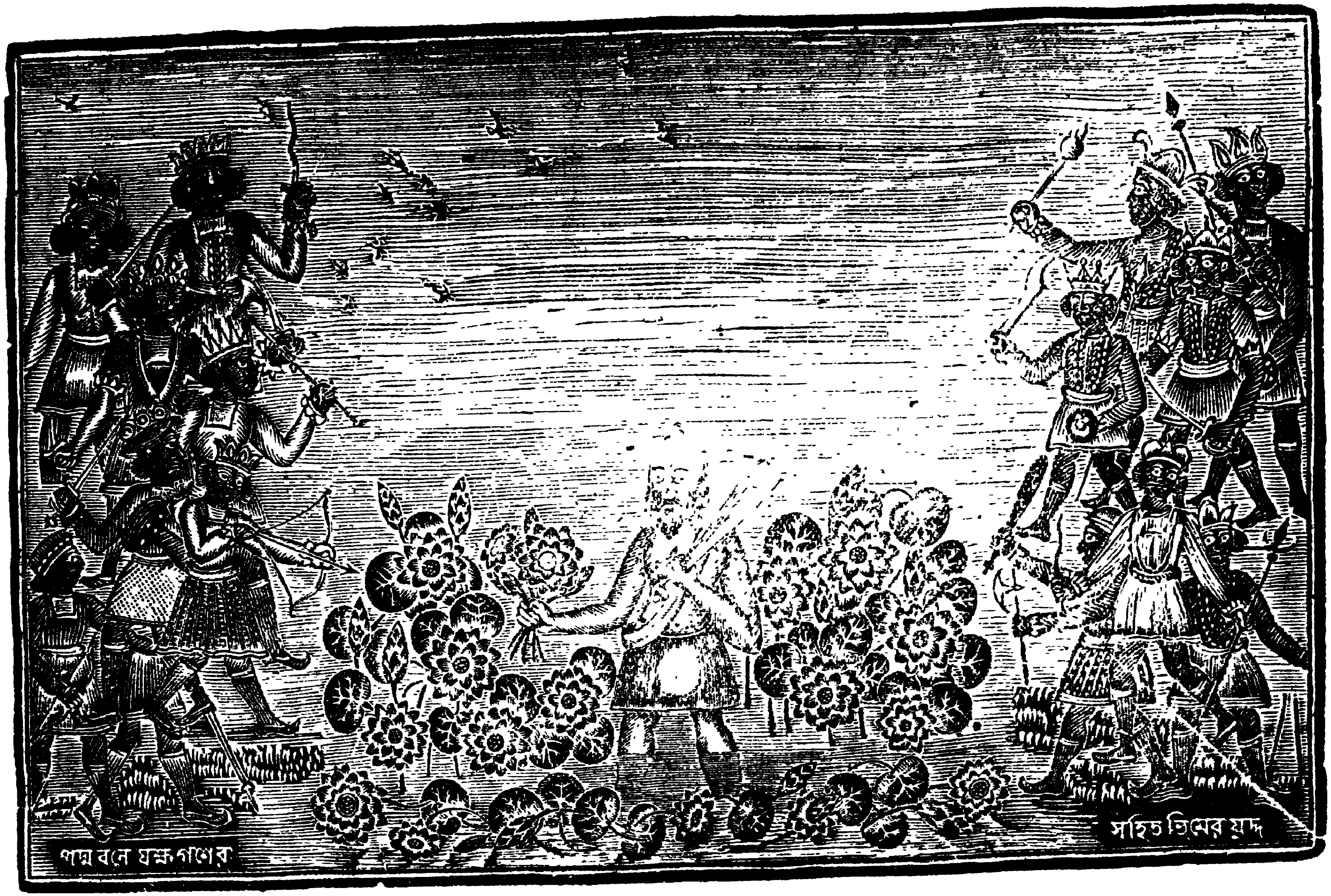

পদ্মব ভীমের সহিত যক্ষগণের যুদ্ধ

কত দিনান্তর, গন্ধ-গিরিবর,
বন-উপবন শোভা।
উচ্চ সব শাখা, বিস্তারে অলেখা,
নব-জলধর-আভা ॥
সপ্ত শৃঙ্গ তথি, শোভা করে অতি,
তাহে নানা তরুগণ।
পবননন্দন, আনন্দিত মন,
সুখে কৈল আরোহণ ॥
প্রতি শৃঙ্গে পক্ষ, মৃগ লক্ষ লক্ষ,
পশুগণ অগণিত।
নানা পুষ্প বনে, মধুকরগণে,
মধুপানে আনন্দিত ॥
কোকিল কাকলি, গুঞ্জরিছে অলি,
বিবিধ পক্ষীর রব।
দেখে নানা স্থানে, সকল সোপানে,
দেবের আশ্রম সব ॥
তাহার উত্তর, রম্য সরোবর,
সুবর্ণ পঙ্কজ বন।
দক্ষিণ পবন, বহে অনুক্ষণ,
আমোদে মোহিত মন ॥
গন্ধ অনুসারে, চলিল উত্তরে,
পুষ্প হেতু মহাবুদ্ধি।
দেখি সরোবর, বীর বৃকোদর,
জানিল কার্য্যের সিদ্ধি ॥
সুবাসিত জলে, কনককমলে,
মধুপান করে ভৃঙ্গ।
তথি লাখে লাখ, হংস চক্রবাক,
বিহরে রমণী সঙ্গ ॥
ডাহুকী ডাহুকে, ভ্রমে নানা সুখে,
সারস সরস মতি।
পুষ্প মকরন্দ, সদা বহে গন্ধ,
বায়ু বহে মন্দগতি ॥
কারণ্ডবৃন্দ, পরম আনন্দ,
সদাই সানন্দ হয়ে।
মজি মনোভবে, কেলি করে সবে,
নিজ পরিবার লয়ে ॥

তথা লক্ষ লক্ষ, যক্ষরাজ পক্ষ,
আছয়ে রক্ষক লক্ষ।
মানিয়া বিস্ময়, ভীমসেন কয়,
কখন এ নহে লক্ষ্য ॥
নির্ভয় শরীর, বৃকোদর বীর,
দেখিয়া নির্ম্মল জল।
স্নান করি হৃষ্ট, পূজা কৈল ইষ্ট,
কৌতুকে তুলি কমল ॥
দেখি পরস্পর, কহে অনুচর,
কুবের-কিঙ্কর যত।
দেবের উদ্যানে, ভয় নাহি মনে,
দেখি যে অজ্ঞানবত ॥
কেহ বলে উঠ, না করিহ হঠ,
কনক কমল ফুল।
অল্পতর প্রাণ, মানুষ অজ্ঞান,
কি জানে ইহার মূল ॥
কেহ সাধু জন, মধুর বচন,
কহে ভীমসেন প্রতি।
কহ মহামতি, কাহার সন্ততি,
কি হেতু হেথা আগতি ॥
এই সরোবর, যক্ষের ঈশ্বর,
ঈশ্বর ইহার হয়।
দেখি সাধু হেন, ভাল মন্দ জান,
তারে নাহি কর ভয় ॥
ভীম বলে মোর, নাম বৃকোদর,
পাণ্ডুর নন্দন আমি।
ভয় নাহি মনে, এ তিন ভুবনে,
স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র ভ্রমি ॥
ক্ষিতিপালশ্রেষ্ঠ, মম ভাই জ্যেষ্ঠ,
যুধিষ্ঠির মহারাজা।
পুষ্প অনুসারে, পাঠাইল মোরে,
করিবেন দেবপূজা ॥
পুষ্প লয়ে আমি, যাব শীঘ্রগামী,
করিতে ঈশ্বরসেবা।
অন্য কর্ম্ম নয়, কি কারণে ভয়,
এমত দুর্ব্বল কেবা ॥

অনুচর কয়,   যাহ মহাশয়,
যক্ষরাজে গিয়া বল।
নহিলে বলহ,   করিবে কলহ,
তবে কি হইবে ভাল ॥
হাসি বৃকোদর,   কহে ওরে চর,
কি হেতু যাইব তথা।
আসিয়া পাণ্ডব,   পুষ্প নিল সব,
কহ গিয়া এই কথা ॥
ভীম মহাবল,   তোলয়ে কমল,
না মানিল যদি মানা।
কুবের-কিঙ্কর,   হাতে ধনুঃশর,
রুষিল সকল সেনা ॥
ভীমের উপর,   সবে এড়ে শর,
বত পড়ে গায়।
ক্রোধে বৃকোদর,   উঠিয়া সত্বর,
মারিল বৃক্ষের ঘায় ॥
মারিল যতেক,   কহিব কতেক,
যে কিছু আছিল শেষ।
কান্দি উচ্চৈঃস্বরে,   কহিল কুবেরে,
নিশ্চয় মজিল দেশ ॥
নর এক জন,   বিকৃতি লক্ষণ,
মারিয়া রক্ষকুল।
করিলেক হত,   সরোবরে যত,
আছিল কমলফুল ॥
কহে নাম মোর,   বীর বৃকোদর,
পাণ্ডুনৃপতির সুত।
শুন মহাশয়,   কহিনু নিশ্চয়,
যক্ষকুল হল হত ॥
কহে যক্ষরাজ,   দ্বন্দ্বে নাহি কাজ,
তনয় অধিক হয়।
আমার উত্তর,   কহিয়া সত্বর,
পুষ্প দেহ যত চায় ॥
আসি চরগণে,   মধুর বচনে,
সান্ত্বাইল ভীমসেনে।
হেথা ধর্ম্মসুত,   ত্রিবিধ উৎপাত,
দেখয়ে শর্ব্বরী দিনে ॥
উচাটন মতি,   মুনিগণ প্রতি,
করিলেন নিবেদন।
কহ মুনিবর,   ভাই বৃকোদর,
না আইল কি কারণ ॥
মুনিগণ কয়,   না করিহ ভয়,
ভীমে কে হিংসিতে পারে।
কহে যুধিষ্ঠির,   প্রাণ নহে স্থির,
যাবৎ না দেখি তারে ॥
ভারতের কথা,   অতি সুখদাতা,
কহিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালির ছন্দে,   মনের আনন্দে,
বিরচিল তাঁর দাস ॥

ভীমান্বেষণে যুধিষ্ঠিরাদির যাত্রা।

যুধিষ্ঠির বলে মুনি কর অবধান।
ভীমের বিলম্বে মম আকুল পরাণ ॥
কেমন কুবুদ্ধি প্রভু হল মম মনে।
ভীমেরে পাঠানু আমি পুষ্পের কারণে ॥
যখন বিপদকাল হয় উপস্থিত।
পাপযুক্ত বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয় চিত ॥
কুকর্ম্ম যতেক বুঝে সুকর্ম্মের প্রায়।
নহে প্রবর্ত্তিব কেন কপট পাশায় ॥
আশ্চর্য্য দেখহ আর বিধির ঘটন।
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণা সহ আইলাম বন ॥
অস্ত্রশিক্ষা হেতু পার্থ স্বর্গেতে রহিল।
মিছা কার্য্যে পুষ্প হেতু ভীমসেন গেল ॥
ব্যস্ত প্রাণ না দেখিয়া দোঁহাকার মুখ।
বিধি দেয় দুঃখের উপরে আর দুঃখ ॥
এত বলি ঘটোৎকচে করেন স্মরণ।
স্মরণ করিবামাত্র ভীমের নন্দন ॥
আসিয়া সবার পদে করিল প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন নরপতি ॥
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বদন তোমার।
মন দিয়া শুন বাপু কহি সমাচার।
পুষ্প হেতু গেল ভীম জনক তোমার।
চারিদিন না পাই তাহার সমাচার ॥

এই হেতু চিন্তা সদা হতেছে আমার।
ঘটোৎকচ এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার ॥
প্রাণের অধিক মম বৃকোদর ভাই।
শীঘ্রগতি চল সবে তথাকারে যাই ॥
আমারে লইবে আর ভাই দুই জন।
সকল বর্ণের গুরু লইবে ব্রাহ্মণ ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা জননী তোমার।
সেকারণে লইবারে মোর অঙ্গীকার ॥
ঘটোৎকচ বলে দেব তোমার আজ্ঞায়।
পৃথিবী বহিতে পারি কত বড় দায় ॥
মোর পৃষ্ঠে আরোহণ কর সব জনে।
তোমার প্রসাদে তথা যাব এইক্ষণে ॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
প্রশংসা করিয়া বহু দেন আলিঙ্গন ॥
আরোহণ কৈল আগে ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
কৃষ্ণা সহ তিন ভাই বসে কুতূহলী ॥
চলিল ভীমের পুত্র ভীমপরাক্রম।
অনায়াসে গমনে তিলেক নাহি শ্রম ॥
দেখিয়া বনের শোভা আনন্দিত সবে।
কুসুমিত কাননে কোকিল কলরবে ॥
মধুপানে মত্ত হয়ে ভ্রমর ঝঙ্কার।
অনঙ্গ মোহিত অঙ্গ রঙ্গে সবাকার ॥
পশু পক্ষী মৃগেতে পূরিত বনস্থল।
দিব্য সরোবর তাহে শোভিত কমল ॥
বিহরে কৌতুকে রাজহংস চক্রবাক।
নানাবর্ণে কচ্ছপ বিহরে লাখে লাখ ॥
বিবিধ তড়াগ কূপ বহু নদ নদী।
স্থাবর জঙ্গম যত কে করে অবধি ॥
প্রতি ডালে নানাপক্ষী করে কলরব।
কৌতুক দেখিছে যেন মহামহোৎসব ॥
লঙ্ঘিয়া উদ্যান সব উপবন যত।
উদ্দেশ পাইল গন্ধমাদন পর্ব্বত ॥
নানা কথা কহিতে লাগিল মুনিগণ।
শুনিয়া সানন্দ বড় ধর্ম্মের নন্দন ॥
এই মত অল্পদিনে রাজা যুধিষ্ঠির।
উপনীত যথা আছে বৃকোদর বীর ॥
দেখিল অনেক সৈন্য কুবের-কিঙ্কর।
যুদ্ধেতে লইল প্রাণ বীর বৃকোদর ॥
দিব্য সরোবর দেখে অগাধ সলিল।
কমল কুমুদ রক্ত শ্বেত পীত নীল ॥
জলজন্তু বিহঙ্গম অতি মনোহর।
কুসুম উদ্যান চারি তটের উপর ॥
ক্রীড়ায় কৌতুকী মন ভীম মহামতি।
হেনকালে দেখিল আগত ধর্ম্মপতি ॥
লোমশ ধৌম্যের কৈল চরণ বন্দন।
মাদ্রীপুত্র দুই জনে কৈল আলিঙ্গন ॥
মধুর সম্ভাষে তুষ্টা কৈল যাজ্ঞসেনী।
ভীমে সম্বোধিয়ে কহে ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
শুন ভাই তব যোগ্য নহে এই কর্ম্ম।
দেব দ্বিজ হিংসা নহে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
হেন কর্ম্ম কভু নাহি করিবে সর্ব্বথা।
কিছু না কহিয়া ভীম রহে হেঁট মাথা ॥
বিদায় নিল যে তবে ঘটোৎকচ বীর।
দিন কত তথায় রহেন যুধিষ্ঠির ॥
সুবর্ণ পঙ্কজ পুষ্প তুলি সর্ব্বজনে।
ইষ্টের অর্চ্চনা করে আনন্দিতমনে ॥
ছায়া সুশীতল জল স্থল মনোরম।
সহজে সুখের স্থান দেবের আশ্রম ॥
মৃগয়া করেন নিত্য ভীম মহাবল।
আনয়ে বনের ফল ব্রাহ্মণ সকল ॥
ভক্তিভাবে দ্রুপদনন্দিনী সাবধানা।
ব্রাহ্মণ পালনে রতা জননী সমানা ॥
এমনি কৌতুকযুক্ত আছে সর্ব্বজন।
এক দিন শুন তথা দৈবের ঘটন ॥
মৃগয়া করিতে ভীম গেল দূর বনে।
ধৌম্য পুরোহিত গেল সরোবরে স্নানে।
লোমশ পুষ্পের হেতু প্রবেশিল বন।
নিঃসহায় আশ্রমে থাকেন চারি জন ॥
হেনকালে জটাসুর বকের বান্ধব। (১৭)
বন্ধুর পরম শত্রু জানিয়া পাণ্ডব ॥
হিংসা হেতু আশ্রয় করিল সেই বন।
ছিদ্র চাহি সাবধানে থাকে অনুক্ষণ ॥

না পারে লঙ্ঘিতে দুষ্ট ভীমে করি ভয়।
বিশেষ রক্ষকমন্ত্র ব্রাহ্মণ পঠয় ॥
দৈবযোগে সেইদিন দেখি শূন্যালয়।
শীঘ্রগতি আসে তথা দুষ্ট দুরাশয় ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অতি গভীর গর্জ্জনে।
কহিতে লাগিল দুষ্ট ধর্ম্মের নন্দনে ॥
আরে পাপমতি দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাণ্ডব।
হিড়িম্বক আদি মোর বন্ধু ছিল সব ॥
সবাকে মারিল দুষ্ট ভীম তোর ভাই।
সেই অনুতাপে আমি নিদ্রা নাহি যাই ॥
স্ববাঞ্ছিত ফল আজি বিধাতা ঘটাল।
সেকারণে চারি জন একান্তে মিলিল ॥
নিশ্চয় নিধন আজি করিব সবাকে।
ভীমার্জ্জুন মরিবেক তোমাদের শোকে ॥
নিপাত হইল শত্রু কাল হল পূর্ণ।
এতেক বলিয়া দুষ্ট ধরিলেক তূর্ণ ॥
পৃষ্ঠে আরোপিয়া সবে অতি শীঘ্রগতি।
ভীমে ভয় করিয়া পলায় দুষ্টমতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

জটাসুর বধ এবং পাণ্ডবদিগের
বদরিকাশ্রমে যাত্রা।

যুধিষ্ঠির বলে পাপ রাক্ষস অধম।
বুঝিলাম আজি তোরে স্মরিলেক যম ॥
অহিংসক জনেরে হিংসয়ে যেই জন।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন ॥
না বুঝিয়া কি কারণে করিস কুকর্ম্ম।
পাপেতে পড়িলি দুষ্ট মজাইলি ধর্ম্ম।
ধর্ম্ম নষ্ট করি যার সুখে অভিলাষ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয় নরকেতে বাস ॥
ফলিবে এখনি দুষ্ট তোর দুষ্টাচার।
হইবি ভীমের হাতে সবংশে সংহার ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা এই সব দেখি।
পরিত্রাহি ডাকে দেবী মুদি দুই আঁখি ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু কৃপার নিধান
করহ কমলাকান্ত কষ্টে পরিত্রাণ ॥
তোমারে পাণ্ডববন্ধু লোকে বলি কয়।
সেই কথা পালন করিতে যোগ্য হয় ॥
কোথা গেলে ভীমসেন করহ উদ্ধার।
তোমা বিনা এদুস্তরে কে তারিবে আর ॥
কোথায় রহিলে গিয়া বীর ধনঞ্জয়।
রক্ষা কর পাণ্ডুবংশ মজিল নিশ্চয় ॥
বিকলা হইয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চরায়।
কত দূরে ভীমসেন শুনিবারে পায় ॥
বুঝিল অমনি বীর কান্দে যাজ্ঞসেনী।
ব্যগ্র হয়ে বীরবর ধাইল অমনি ॥
দেখিল পলায় দুষ্ট হরি চারি জনে।
ডাকিয়া কহিল ভীম আশ্বাসবচনে ॥
তিলার্দ্ধ মনেতে ভয় না কর রাক্ষসে।
এখনি মারিব দুষ্টে চক্ষুর নিমিষে ॥
এত বলি উপাড়িয়া দীর্ঘ তরুবর।
ডাকি বলে রহরে পাপিষ্ঠ দুরাচার ॥
ভীমের পাইয়া শব্দ বেগে ধায় জটা।
গগনমণ্ডলে যেন নবমেঘ ছটা ॥
অসুরের কর্ম্ম দেখি বেগে বীর ধায়।
ঘুরায়ে রক্ষের বাড়ি মারিল মাথায় ॥
বৃক্ষাঘাতে ব্যথা পেয়ে অতি ক্রোধমনে।
ভীমেরে ধরিল দুষ্ট ছাড়ি চারি জনে ॥
ধাইয়া ভীমের হাতে দিল এক টান।
চলিতে নারিল ভীম পায় অপমান ॥
ক্রোধে কম্পমান তনু বৃক্ষ লয়ে হাতে।
প্রহার করিল দুষ্ট মারুতির মাথে ॥
পরশি ভীমের মাথে বৃক্ষ হৈল চূর।
বক্ষেতে চাপড় ক্রোধে মারিল অসুর ॥
করাঘাতে কম্পমান বৃকোদর বীর।
অঙ্গে বহে শ্রমজল হইল অস্থির ॥
মারিল জটার বুকে দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত।
পর্ব্বত উপরে যেন হৈল বজ্রাঘাত ॥
ভীমের ভৈরব নাদ অসুরের শব্দ।
কাননিবাসী যত শুনি হল স্তব্ধ ॥
বৃক্ষাঘাতে করাঘাতে পদাঘাতে ঘাতে।
দ্বিতীয়-প্রহর যুদ্ধ হল হেনমতে ॥

মল্লযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে মহাবল।
সিংহনাদে প্রপূরিল সর্ব্ব বনস্থল ।।
ধরাধরি করি দোঁহে ক্ষিতিমধ্যে পড়ি।
যুগল হস্তীর প্রায় যায় গড়াগড়ি ।।
ক্ষণেক উপরে ভীম ক্ষণেক রাক্ষস।
সমান শকতি দোঁহে সমান সাহস ।।
তবে বীর বৃকোদর পেয়ে অবসর।
সারিয়া উঠিল জটাসুরের উপর ।।
বুকের উপরে বসি পদে চাপে কর।
বাম হাতে গলা চাপি ধরিল সত্বর ।।
তুলিয়া দক্ষিণ কর মুষ্ট্যাঘাত মারি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই সারি ।।
পদাঘাতে শিরোদেশ করিলেন চূর।
ত্যজিল পরাণ পাপ দুরন্ত অসুর ।।
দেখিয়া আনন্দযুক্ত ধর্ম্মের নন্দন।
শিরোঘ্রাণ করি ভীমে দেন আলিঙ্গন ।।
কৌতুকে লোমশ ধৌম্য করে আশীর্ব্বাদ
মরিল অসুর দুষ্ট ঘুচিল বিষাদ ।।
আসিয়া আশ্রমে সবে হরিষ বিধানে।
নিত্য নিয়মিত করিলেন জনে জনে ।।
পরদিন প্রাতঃকালে ধর্ম্ম অধিকারী।
কহেন লোমশ প্রতি করযোড় করি ।।
মম এক নিবেদন শুন মহাশয়।
অতঃপর এইস্থানে থাকা যোগ্য নয় ।।
দেখ দুষ্ট জটাসুর মরিল পরাণে।
শুনিয়া রুষিবে আসি তার বন্ধুজনে ।।
সেকারণে এইস্থানে বাস যোগ্য নয়।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম উচিত যা হয় ।।
লোমশ বলেন সত্য কহিলে সুমতি।
এই যুক্তি সবার বলি লয় মম মতি ।।
ব্যাসের আশ্রম বদরিকা পুণ্যস্থানে।
তথায় চলহ সবে থাকি প্রীতমনে ।।
এতেক শুনিয়া সবে লোমশের স্থানে।
প্রশংসা করিয়া তথা যায় সর্ব্বজনে ।।
পর্ব্বত উপরে বৃক্ষ ছায়া সুশীতল।
কমলে শোভিত রম্য সরোবরজল ।।
দেখেন অনেকবিধ কৌতুক বিহিত।
বদরিকা পুণ্যাশ্রমে সবে উপনীত ।।
আনন্দে রহেন তথা চারি সহোদর।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে সবে কাতর-অন্তর ।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ।।

পাণ্ডবগণের বদরিকাশ্রম হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন।

কহেন জনমেজয় কহ তপোধন।
বদরিকাশ্রমে যান পাণ্ডুর নন্দন ।।
কেমনে রহেন তথা অর্জ্জুন বিহনে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনিব শ্রবণে ।।
মুনি বলে অবধান কর নৃপবর।
বনবাসে গত হয় চতুর্থ বৎসর ।।
পঞ্চ বর্ষ প্রবেশিয়া সপ্ত মাস গেল।
এক দিন পঞ্চ জন একান্তে বসিল ।।
অর্জ্জুন বিহনে সবে নিরানন্দ-মন।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণা করিয়া রোদন ।।
দেখ মহারাজ এই দৈবের কারণ।
সর্ব্বসুখ-বিলাসে বঞ্চিত এই জন ।।
যে হেতু অর্জ্জুন গেল অস্ত্র শিখিবারে।
হইল বৎসর পঞ্চ না দেখি তাহারে ।।
প্রাণের বিহনে যেন শরীর ধারণ।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে আমি আছি হে তেমন ।।
তোমা সবাকার মনে না জানি কি লয়।
পার্থের বিহনে মম প্রাণ স্থির নয় ।।
ভীম বলে যা কহিলে দ্রুপদনন্দিনী।
শীর্ণ মম কলেবর এই সব গণি ।।
সূর্য্যের সমান সেই সর্ব্ব-গুণাধার।
শাসিলাম মহী বাহুবলেতে যাহার ।।
যাহার তেজেতে হল সুরাসুর বশ।
এ তিন ভুবনে যার প্রকাশিল যশ ।।
তাহার বিহনে প্রাণ ধারণ কি হয়।
হেনকালে কহে দোঁহে মাদ্রীর তনয় ।।
যতদিন নাহি দেখি পার্থ মহাবীর।
আহারে অরুচি চিত্ত সদাই অস্থির ।।

কোথা দিব তুলনা সে অর্জ্জুনের গুণ।
পাণ্ডবকুলের চক্ষু কেবল অর্জ্জুন ॥
তবে যদি পার্থ সহ নহে দরশন।
আমরা ত্যজিব প্রাণ এই নিরূপণ ॥
এত শুনি কহিলেন ধর্ম্ম নৃপমণি।
কহিলে যতেক কথা সব আমি জানি ॥
অসাধ্য সাধন হেতু যেই ভাই মূল।
তাহার বিচ্ছেদে মম পরাণ আকুল ॥
কিন্তু আমি শুনিয়াছি মুনির বচন।
অর্জ্জুন অজেয় হেন কহে সর্ব্বজন ॥
চিন্তা না করিহ কিছু তাহার কারণে।
পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল এত দিনে ॥
কহিল আমারে পার্থ গমনের কালে।
আশীর্ব্বাদ করিহ যে আসি ভালে ভালে
চিন্তা না করিহ কিছু আমার কারণে।
পঞ্চবর্ষে আসি পুনঃ নমিব চরণে ॥
গন্ধমাদনেতে সবে করিবে গমন।
সেইখানে আসি আমি মিলিব তখন ॥
চলহ তথায় শীঘ্র যাই সর্ব্বজন।
অবশ্য অর্জ্জুন সঙ্গে হবে দরশন ॥
এত বলি মত্ত ভাষে ধর্ম্মের নন্দন।
লোমশ মুনিরে করিলেন নিবেদন ॥
মুনি আশ্বাসিয়া কহিলেন এই কথা।
চল শীঘ্র অবশ্য যাইব সবে তথা ॥
চলিল লোমশ আগে ধৌম্যের সহিত।
কৃষ্ণা সহ চারি ভাই যান হরষিত ॥
দুর্গম কানন-পথ লঙ্ঘি শত শত।
উদ্দেশিয়া যান গন্ধমাদন পর্ব্বত ॥
নানাবিধ গিরি বন বহু নদ নদী।
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা কে করে অবধি ॥
নানা মিষ্ট আলাপনে হর্ষযুক্ত মন।
ছাড়ি মৈনাকাদি করিলেন গমন ॥
উত্তরেতে হিমালয় পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ।
কত দূরে গন্ধমাদন হৈল দৃষ্ট ॥
পরম সুন্দর শুক্ল স্ফটিক সঙ্কাশ।
দেখিয়া সবার হল পরম উল্লাস ॥
যত্নে উঠিলেন সবে অতি উচ্চ গিরি।
তথা থাকি দেখিলেন কুবেরের পুরী ॥
দূরেতে নগরবর অতিশোভা ধরে।
হইল অমরাবতী ভ্রম সবাকারে ॥
বিবিধ প্রশংসা তাঁর করি সর্ব্বজন।
কৌতুকে দেখয়ে সবে পর্ব্বতোপবন ॥
কুবের-শাসন সেই হয় গিরিবর।
রক্ষা হেতু আছে লক্ষ যক্ষ অনুচর ॥
একদিন প্রাতঃকালে উঠি যুধিষ্ঠির।
কৃষ্ণা সহ চারি ভাই হলেন বাহির ॥
সহিতে লোমশ ধৌম্য আদি মুনিগণ।
পরম কৌতুকে প্রবেশেন পুষ্পবন ॥
শীতল সৌরভ বহে মন্দ সমীরণ।
প্রফুল্ল হইল গন্ধে সবাকার মন ॥
নানা পুষ্পে মধুপান করিছে ভ্রমর।
কোকিল ঝঙ্কার করে বসন্ত-কিঙ্কর ॥
দেখিয়া প্রশংসা করি সাধু সাধু বলি।
মনের মানসে সবে নানাপুষ্প তুলি ॥
গতায়াতে ভগ্ন হল বহু পুষ্পবন।
দেখিয়া কুপিল যত অনুচরগণ ॥
ডাকিয়া বলিল শুন মনুষ্য অধম।
এত দিনে সবাকারে স্মরণ কৈল যম ॥
আরে মন্দমতি এই দেবের আলয়।
ঈদৃশ করিলি কাজ মনে নাহি ভয় ॥
ইহার উচিত ফল এইক্ষণে দিব।
মুহূর্ত্তেকে যমালয়ে সবারে পাঠাব ॥
এত বলি চতুর্দ্দিকে বেড়ে সর্ব্বজনে।
অন্ধকার করিলেক অস্ত্র বরিষণে ॥
দেখিয়া কুপিল তবে ভীম মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিল রক্ষক সকল ॥
মারিল সকল তাহা কে করে গণনা।
প্রাণভয়ে পলাইল শেষ যত জনা ॥
অতিত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় অতিবেগে।
কান্দিয়া কহিল গিয়া কুবেরের আগে।
অবধান মহারাজ করি নিবেদন।
পুষ্পবনে আসিয়াছে নর এক জন ॥

ভাঙ্গিয়া পুষ্পের বন মারিল রাক্ষসে।
কাহারে না করে ভয় অসম সাহসে।।
বলেতে সমান তার নহে কোন জন।
বিনয় করিলে তবু না শুনে বচন।।
যতেক রক্ষকগণ মারিল সকল।
তাহে রক্ষা পাইয়াছি আমরা কেবল।।
বিরোধ তাহার সাথে বড়ই সংশয়।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম উচিত যে হয়।।
শুনিয়া চরের মুখে এতেক ভারতী।
জ্বলন্ত অনল তুল্য কোপে যক্ষপতি।।
সাজিল অনেক সৈন্য চতুরঙ্গ সেনা।
যক্ষ রক্ষ পিশাচ গন্ধর্ব্ব অগণনা।।
যথায় ধর্ম্মের সুত কুসুমকাননে।
উত্তরিল যক্ষপতি অতি ক্রোধমনে।।
দেখিয়া জানিল এই রাজা যুধিষ্ঠির।
মাদ্রীপুত্র দুই সহ বৃকোদর বীর।।
নিকট হইল যবে ধর্ম্ম নরবর।
কহিতে লাগিল ক্রোধে গুহ্যক ঈশ্বর।।
বড়বংশে জন্ম রাজা নহ ত অজ্ঞান।
কি কারণে কর কর্ম্ম নীচের সমান।।
দেবতা ব্রাহ্মণ হেতু ক্ষত্রিয়ের জন্ম।
পুনঃপুনঃ হিংসা কর ত্যজিয়া স্বধর্ম্ম।।
ক্ষমায় না কহি কিছু ধর্ম্ম ভয় বাসি।
পুনঃপুনঃ ক্ষিপ্ত মত কর্ম্ম কর আসি।।
নহি আমি হীনশক্তি না হই দুর্ব্বল।
মুহূর্ত্তেকে দিতে পারি সমুচিত ফল।।
এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়।
করযোড় করিয়া কহেন সবিনয়।।
কৃপার সাগর তুমি দয়ার নিধান।
বিশেষ বালক হয় কিবা তার জ্ঞান।।
জনক না লয় যথা বালকের দোষ।
কৃপা করি দূর কর মনের আক্রোশ।।
ইত্যাদি অনেক মতে করিয়া স্তবন।
যক্ষরাজে তুষিলেন ধর্ম্মের নন্দন।। (১৮)
তুষ্ট হয়ে বর দিয়া মধুর সম্ভাষে।
মনুষ্য-বাহনে গেল আপন নিবাসে।।
পরম কৌতুক মনে ধর্ম্ম নরপতি।
মনোরম্য দেখি তথা করেন বসতি।।
নানাসুখে মহানন্দে রহে সর্ব্বজন।
অনুক্ষণ ধ্যান অর্জ্জুনের আগমন।।
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস।।

ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের সপ্ত স্বর্গ দর্শনার্থ যাত্রা।

এদিকে ইন্দ্রের পুরে বীর ধনঞ্জয়।
ইন্দ্রের আদরে পান সর্ব্বত্র বিজয়।।
নানাবিদ্যা পাইলেন নাহি পরিমাণ।
রূপে গুণে পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
আছিল ছত্রিশ কোটি যত পরাৎপর।।
শিক্ষাইল অস্ত্র সহ সবে নিজ মায়া।
ইন্দ্রের নন্দন জানি সবে করে দয়া।।
নৃত্য-গীতে বিশারদ ক্ষমী নম্র ধীর।
শান্তি শক্তি সদা সর্ব্বগুণেতে গভীর।।
হেনমতে মহাসুখে আছে কুন্তীসুত।
দেখিয়া আনন্দযুত দেব পুরুহূত।।
তবে ইন্দ্র জানিল অর্জ্জুন-পরাক্রম।
সুরাসুর নাগ নরে কেহ নহে সম।।
নিবাতকবচ দৈত্য কালকেয় আদি।
অসাধ্য সাধন যত দেবের বিবাদী।।
বিনা পার্থ নাশিবারে নাহি অন্য জন।
জানিলাম অর্জ্জুনেরে এই সে কারণ।।
প্রাণের অধিক প্রিয় পুত্র ধনঞ্জয়।
হেন সঙ্কটেতে পাঠাইতে যোগ্য নয়।।
নহিলে না হয় কিন্তু বৈরী নিপাতন।
সাক্ষাতে কহিতে লজ্জা করে বিবেচন।।
এমত উদ্বেগচিত্ত অমরের পতি।
ডাকিয়া আনিল শীঘ্র মাতলি সারথি।।
একে একে কহিল যতেক সমাচার।
পার্থ বিনা নাহি ইথে করিতে উদ্ধার।।
না কহিয়া ধনঞ্জয়ে এই বিবরণ।
ছলে পাঠাইব স্বর্গ করিতে ভ্রমণ।।

সহিত যাইবে তুমি জানাবে সকল।
প্রথমে যাইবে যত দেবতার স্থল॥
সপ্ত স্বর্গে বাস করে যত যত জন।
দেবতা গুহ্যক সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ॥
ক্রমে ক্রমে দেখাইবে সবার আলয়।
প্রফুল্ল দেখিবে যবে বীর ধনঞ্জয়॥
আমার পরম শত্রু কহিবে অসুর।
গতায়াতে পথভ্রমে যাইবে সে পুর॥
জানিয়া বিরোধ পার্থ অবশ্য করিবে।
অর্জ্জুনের বাণে দুষ্ট সংহার হইবে॥
এমত হইলে তবে ঘুচিবে অনর্থ।
এইরূপে সাধ কার্য্য না জানিবে পার্থ॥
শুনিয়া মাতলি কহে যে আজ্ঞা তোমার।
এরূপ হইলে হবে অসুর সংহার॥
মাতলিরে বিদায় করিল সুরমণি।
কোনমতে গেল দিন প্রভাত রজনী॥
উঠিয়া আনন্দমতি সহস্রলোচন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন॥
বসিয়া সবার মাঝে সহস্রলোচন।
মাতলি আসিয়া আগে করে নিবেদন॥
হেনকালে উপনীত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
নিজপার্শ্বে বসাইল শচীর ঈশ্বর॥
প্রশংসা করিয়া অঙ্গে বুলাইল হাত।
কহিল পার্থের প্রতি বিবুধের নাথ॥
স্বকার্য্য সাধিলা প্রভু আপনার গুণে।
অনেক বিলম্ব হল সেই সে কারণে॥
না দেখি তোমার মুখ ধর্ম্মের তনয়।
চিন্তাযুক্ত থাকিবেন মম মনে লয়॥
এখন বিলম্বে আর নাহি কিছু কাজ।
ভেটিতে উচিত হয় শীঘ্র ধর্ম্মরাজ॥
রথ আরোহণ করি মাতলি সংহতি।
স্বর্গের বিভব দেখি এস শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞা পেয়ে আনে রথ মাতলি সত্বর।
ইন্দ্রেরে প্রণাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সসজ্জ হইয়া ধনুর্ব্বাণ লয়ে হাতে।
গোবিন্দ বলিয়া বীর চড়িলেন রথে॥
মাতলি চালায় রথ অতি বিচক্ষণ।
পবন অধিক বেগ রথের গমন॥
ক্রমে ক্রমে দেখে যত অমর-আলয়।
নন্দনকাননে যান বীর ধনঞ্জয়॥
অতি সে সুন্দর বন মুনি-মনোলোভা।
প্রফুল্লিত পুষ্পবন মনোহর শোভা॥
নিরন্তর মূর্ত্তিমন্ত আছে ছয় ঋতু।
মত্ত হয়ে বিহার করয়ে মৎস্যকেতু॥
মধুপানে মদমত্ত ভ্রমর ঝঙ্কার।
কোকিলের রব বিনা নাহি শুনি আর॥
প্রতিডালে কলরব করে নানা পক্ষ।
মৃগ মৃগী মৃগেন্দ্রাদি চরে লক্ষ লক্ষ॥
নানা পক্ষী সুশোভিত রম্য ফুল ফল।
মন্দ মন্দ সদাগতি বায়ু সুশীতল॥
দেখিয়া বনের শোভা পরম কৌতুকে।
দিন কত সেইস্থানে রহে হেন সুখে॥
তথা হতে গেল পার্থ গন্ধর্ব্বের পুরী।
দেখিল নিবসে যত কৌতুকে বিহারি॥
নৃত্যগীতে আনন্দিত সবাকার মন।
সমান বয়স বেশ বসে যত জন॥
হেনকালে অপ্সর কিন্নর আদি যত।
ভ্রমণ করয়ে পার্থ চালাইয়া রথ॥
যথাক্রমে সপ্ত স্বর্গ দেখিয়া সকল।
আনন্দে বিহ্বল চিত্ত পার্থ মহাবল॥
আপনারে সাধুবাদ করিলেন মনে।
ধন্য আমি এত সব দেখিনু নয়নে॥
তবে ত মাতলি গেল যমের ভবন।
নানা কাব্য দেখিলেন কুন্তীর নন্দন॥
দেখেন ধর্ম্মের সভা কর্ম্মের বিচার।
পুণ্যবন্ত সুখে আছে দুঃখে পাপাচার॥
পুণ্যবন্ত লোক যত দিব্য সিংহাসনে।
করিছে বিবিধ ভোগ আনন্দ বিধানে॥
পাপীর কষ্টের কথা কহনে না যায়।
প্রহার করিয়া তারে নরকে ডুবায়॥
মহাপাপী যত জন পড়িয়া নরকে।
কৃমির কামড়ে পাপী পরিত্রাহি ডাকে।

ঘোর অন্ধকার কূপে পাপী মারা যায়।
গোময় পোকায় তার মাথা খুলি খায়॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন।
মাতলি জানিয়া তবে করিল গমন॥
চোরের নিদ্রায় যথা নাহি প্রয়োজন।
ইন্দ্রকার্য্যে জাগে যথা মাতলির মন॥
সপ্ত স্বর্গে ছিল যত কৌতুক অশেষ।
অর্জ্জুনে দেখায়ে যায় দৈত্যগণদেশ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

নিবাতকবচ বধ।

ইন্দ্রবাক্য মনে করি মাতলি সারথি।
দৈত্যের দেশেতে তবে যায় দ্রুতগতি॥
যাইতে দৈত্যের পুরী দেখি বামভাগে।
শীঘ্রগতি রথ তবে চালাইল বেগে॥
কালকেয় নিবাতকবচ সেই দেশে।
মাতলি চালায় রথ চক্ষুর নিমেষে॥
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ।
বিস্ময় মানিয়া পার্থ করে অনুমান॥
দেবের বসতি নহে মম অগোচর।
ভুবন তিনের সার কাহার নগর॥
মাতলিরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
কহ সত্য জান যদি কাহার আলয়॥
সর্ব্বলোক সুখী আছে নানা পরিচ্ছদ।
ইন্দ্রের অধিক দেখি প্রজার সম্পদ॥
মাতলি কহেন পার্থ কর অবধান।
নিবাতকবচ নাম দৈত্যের প্রধান॥
দেবের অবধ্য হয় তপস্যার বলে।
নাহিক সমান স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে॥
ইন্দ্রের বিপক্ষ বড় এই দৈত্যগণ।
ইন্দ্রের সমান তেজ সৈন্য পরাক্রম॥
মহাবলবন্ত সব নিবাতের দেশে।
ইন্দ্রত্ব লইতে পারে চক্ষুর নিমেষে॥
এই দুষ্ট দেবেন্দ্রের মহা শত্রু হয়।
নিদ্রা নাহি শচীনাথে এই দৈত্যভয়॥

তোমার এ বধ্য বটে জানিয়া বিশেষ।
আনিনু তোমারে পার্থ শুন এই দেশ॥
মাতলি কহিল যদি এতেক ভারতী।
কহিতে আরম্ভ করে পার্থ মহামতি॥
পিতার পরম শত্রু এই দুরাচার।
কি হেতু বিলম্ব আর করিতে সংহার॥
নিশ্চয় পূরাব আজি পিতৃ-মনোরথ।
নির্ভয় হইয়াচালাইয়া দেহ রথ॥
মাতলি কহিল রথ চালাইতে নারি।
রথী মাত্র একা তুমি এ কারণে ডরি॥
লক্ষ লক্ষ সেনা আছে বহু যোদ্ধাবর।
একা তুমি কি প্রকারে করিবে সমর॥
চল শীঘ্র জানাইব অমরের নাথে।
অনুমতি দিলে কত সৈন্য লয়ে সাথে॥
পশ্চাৎ করিব যুদ্ধ আসিয়া হেথায়।
যে আজ্ঞা তোমার হয় মনে যেই লয়॥
এতেক কহিল যদি সারথি মাতলি।
ক্রোধভরে গর্জ্জি উঠি কহে মহাবলী॥
একা মোরে দেখি বুঝি ঘৃণা কর মনে।
বিরোধ করিবে কেবা বল মম সনে॥
সুরাসুর একত্রেতে আসে যদি বাদে।
চক্ষুর নিমেষে নিবারিব অপ্রমাদে।
এখনি মারিব যত অমরের বৈরী।
না মারিলে বৃথা আমি পার্থ নাম ধরি।
ধনু টঙ্কারিয়া শঙ্খ বাজায় সঘন।
পুনঃপুনঃ গাণ্ডীবেতে পার্থ দেন গুণ॥
মহাক্রোধে সিংহনাদ করে মহাবল।
দেখি কম্পমান হল ত্রৈলোক্যমণ্ডল॥
শত বজ্রাঘাত জিনি বিপরীত শব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হল মহাস্তব্ধ॥
কালকেয় নিবাতকবচ বীর আদি।
ক্রোধভরে যায় যত অমরবিবাদী॥
সসজ্জ হইয়া যত অস্ত্র লয়ে হাতে।
আরোহণ করি সবে অশ্ব গজ রথে॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দ সৈন্য কোলাহলে।
বেড়িল আসিয়া সবে পার্থ মহাবলে॥

মাতলি সারথি রথে ইন্দ্রতুল্য রূপ।
দেখিয়া জানিল সবে অমরের ভূপ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সবে করে অস্ত্রবৃষ্টি।
প্রলয় কালেতে যেন মজাইতে সৃষ্টি॥
না হয় মানস পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজাল করিয়া পূরিল দিশপাশ॥
দিবা দ্বিপ্রহরে হল ঘোর অন্ধকার।
অন্যের থাকুক নাহি পবনসঞ্চার॥
অগ্নি অস্ত্র এড়িলেন পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে শরজাল পড়িল সকল॥
মেঘ হতে মুক্ত যেন হইল মিহির।
প্রকাশ পাইল তথা পার্থ মহাবীর॥
মেঘ অস্ত্র পার্থ করিলেন বরিষণ।
বায়ু অস্ত্রে দৈত্যবর করে নিবারণ॥
এড়িল পর্ব্বত অস্ত্র দৈত্যের ঈশ্বর।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
তবে দৈত্য ধনঞ্জয়ে মারে দশ বাণ।
বাজিল পার্থের বুকে বজ্রের সমান॥
ব্যথায় ব্যথিত পার্থ হয়ে মূর্চ্ছাগত।
মুহূর্ত্তেকে উঠিলেন গর্জ্জি সিংহমত॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া ক্রোধের আবেশে।
সহস্র তোমর এড়ে দৈত্যের উদ্দেশে॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগনমণ্ডলে।
প্রাণভয়ে দৈত্যগণ পলায় সকলে॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি ক্রুদ্ধ দৈত্যের ঈশ্বর।
ঐষিক বাণেতে কাটে সহস্র তোমর॥
বাণ ব্যর্থ দেখি পার্থ দুঃখিত অন্তরে।
দিব্য অস্ত্র মারিলেন দৈত্যের উপরে॥
বাণাঘাতে মূর্চ্ছাগত হল দৈত্যপতি।
রথ চালাইয়া বেগে পলায় সারথি॥
পরে দৈত্যপতি জ্ঞান পায় কতক্ষণে।
কালকেয়গণ আসি ভেটিল অর্জ্জুনে॥
মহাবল মহাশিক্ষা যত বীরবর।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ পার্থ একেশ্বর॥
মানুষী রাক্ষসী দেবী গান্ধর্ব্বী পিশাচী
দ্রোণ স্থানে যত অস্ত্র পায় সব্যসাচী॥
প্রহর পর্য্যন্ত যুঝি পার্থ মহাবল।
রুধির সহিত অঙ্গে বহে ঘর্ম্ম জল॥
দেখিয়া আনন্দমতি দৈত্যের ঈশ্বর।
উপায় না দেখি পার্থ হলেন ফাঁফর॥
মনে ভাবে পরম সঙ্কট আজি হৈল।
মাতলি এতেক দেখি কহিতে লাগিল॥
নিশ্চয় জানিনু পার্থ হলে জ্ঞানহত।
প্রাণপণে দেখাইলে নিজ শক্তি যত॥
তথাপি দুরন্ত দৈত্য না হল সংহার।
বিনা ব্রহ্ম অস্ত্রে ইথে নাহি প্রতীকার॥
পাশুপত অস্ত্র আছে পশুপতি দান।
এড়িলে ভুবন যার পতঙ্গ সমান॥
সে হেন আছয়ে তব মহারত্ন নিধি।
এমত সংযোগে তারে নিযোজিত বিধি।
এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মম মনে।
এ সময়ে সেই অস্ত্র নাহি ছাড় কেনে॥
শুনি পাশুপত বীর নিলেন তৎক্ষণে।
মন্ত্র পড়ি যুড়িলেন ধনুকের গুণে॥
কোটিসূর্য্য জিনি অস্ত্র হল তেজোময়।
থাকুক অন্যের কার্য্য অর্জ্জুন সভয়॥
অস্ত্র অবতার কালে ত্রিবিধ উৎপাত।
নির্ঘাত উলকা সদা বহে তপ্ত বাত॥
প্রলয় জানিয়া সবে স্বর্গের নিবাসী।
রহিল অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাষী॥
অস্ত্রমুখে যেই হল হুতাশনবৃষ্টি।
দহন করিল তাতে অসুরের সৃষ্টি॥
জ্বলন্ত অনলে যেন শিমুলের তুলা।
তাদৃশ হইল ভস্ম দুষ্ট দৈত্যগুলা॥
অস্ত্র জাত অনলের প্রচণ্ড বাতাসে।
জীব জন্তু না রহিল দানবের দেশে॥
হেনকালে শূন্যবাণী শুনি এই রব।
সম্বর সম্বর পার্থ মজিল যে সব॥
ভাল হল দুষ্ট দৈত্য হইল নিধন।
মনুষ্যেরে ত্যাগ ইহা না করো কখন॥
সংহার কারণ সৃষ্টি বিধির সৃজন।
বিনাশ করিতে ইহা ধরে ত্রিলোচন॥

যাবৎ না দহে ক্ষিতি অস্ত্রের আগুনে।
মন্ত্রবলে সম্বরিয়া রাখ নিজ তূণে॥
পুনঃপুনঃ এইমত হল শূন্য বাণী।
আনন্দে বিহ্বল পার্থ ইষ্টসিদ্ধি জানি॥
মন্ত্রবলে অস্ত্র সম্বরেন বীরবর।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিজঘর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অস্ত্রশিক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের পুনর্মর্ত্য-
লোকে আগমন।

কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে সারথি মাতলি।
বায়ুবেগে রথ চলাইল মহাবলী॥
নানা কাব্য কথায় হরিষ দুইজন।
মুহূর্ত্তেকে গেল তবে ইন্দ্রের ভুবন॥
অর্জ্জুনের আগমনে ইন্দ্রের আনন্দ।
সঙ্গেতে করিয়া যত দেবতার বৃন্দ॥
আগুসরি নিজে ইন্দ্র যান কত পথ।
হেনকালে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ॥
নিকটে দেখিয়া পার্থ শচীর ঈশ্বরে।
রথ হতে ভূমিতলে নামিয়া সত্বরে॥
প্রণাম করিয়া পার্থ ইন্দ্রের চরণে।
সম্ভাষা করেন সবে যত দেবগণে॥
দেব পুরন্দর আদি হরিষে বিভোল।
প্রেমাবেশে কহিলেন পার্থে দিয়া কোল
ধন্য-ধন্য পুত্র তুমি ধন্য তব শিক্ষা।
ধন্য তারে যেই জন তোমা দিল দীক্ষা॥
জানিনু তোমাতে ধন্যা ভোজরাজসুতা।
তোমা হেন পুত্র হেতু আমি ধন্য পিতা॥
তোমা হতে দূর হল আমার অরিষ্ট।
এত দিনে পরিপূর্ণ হইল অভীষ্ট॥
এত বলি কুতূহলী দেব পুরন্দর।
দিলেন যুগল তূণ তাঁরে দিব্য শর॥
মস্তকে কিরীট দিল কর্ণেতে কুণ্ডল।
দশ নাম নিরূপণ করে আখণ্ডল॥
আছিল অর্জ্জুন নাম দ্বিতীয় ফাল্গুনি।
নক্ষত্রানুসারে নাম রাখিল জননী॥
খাণ্ডব দহিল যবে আমা সবে জিনি।
সেইকালে জিষ্ণু নাম দিয়াছি আপনি॥
আমা হতে কিরীট পাইলে সুশোভন।
এই হেতু কিরীটী কহিবে সর্ব্বজন॥
করিছে রথের শোভা শ্বেত চারি হয়।
লোকে শ্বেতবাহন বলিয়া তোমা কয়॥
দিলেন বীভৎসু নাম গোবিন্দ আপনি।
যথা যাহ তথা এস তুমি যুদ্ধ জিনি॥
এই হেতু তব নাম হইল বিজয়।
বর্ণভেদে সবে যেন কৃষ্ণ নাম কয়॥
উভয় হস্তেতে তব সমান সন্ধান।
সব্যসাচী নাম তেঁই করি অনুমান॥
ধনঞ্জয় নাম পেলে ধনপতি জিনি।
যোগের সাধন এই সর্ব্বলোকে জানি॥
কাম্য করি দশ নাম নরে যদি জপে।
অশুভ বিনাশ হয় তরে সর্ব্ব পাপে॥
হেনমতে আনন্দে রহিল সর্ব্বজন।
প্রভাতে উঠিয়া তবে সহস্রলোচন॥
মাতলিরে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি।
সুসজ্জ করিয়া রথ আন শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞামাত্র আনিল সারথি বিচক্ষণ।
বিচিত্র সাজন গতি নর্ত্তক খঞ্জন॥
অমর ঈশ্বর তবে অর্জ্জুনে ডাকিল।
মধুর সম্ভাষা করি কহিতে লাগিল॥
শুন পুত্র বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।
শীঘ্রগতি ভেট গিয়া ধর্ম্মের নন্দন॥
নানা জাতি বিভূষণে করি পুরস্কার।
কোলে করি চুমিলেন পার্থে বারেবার॥
অর্জ্জুন পড়িল তবে ইন্দ্রের চরণে।
প্রণাম করিয়া দাণ্ডাইল বিদ্যমানে।
করযোড়ে কহে পার্থ সকরুণ ভাষে।
তোমার আজ্ঞায় যাই ধর্ম্মরাজ পাশে॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আপনি জানহ যত কৈল দুষ্টগণ॥
তাসবারে দিব আমি সমুচিত ফল।
কৃপা করি তুমি পিত রবে অনুবল॥

ইন্দ্র বলে যা বলিলে ওহে ধনঞ্জয় ।
যথা তুমি তথা আমি জানিহ নিশ্চয় ।।
মনের বাসনা পূর্ণ হইবে তোমার ।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার ।।
বসুমতীপতি যোগ্য সেই সে ভাজন ।
কালেতে উচিত ফল পাবে দুর্য্যোধন ।।
এতেক শুনিয়া পার্থ হরষিতমন ।
অমরাবতীতে বাস করে যত জন ।।
বিদায় সবার কাছে করিয়া গ্রহণ ।
রথে আরোহিয়া যান পুলকিত মন ।।
পথেতে কৌতুক নানা কথার আবেশে ।
কতক্ষণে উপনীত ভারত প্রদেশে ।।
এইমতে যাইতে মাতলি ধনঞ্জয় ।
দেখিলেন কত দূরে গিরি হিমালয় ।।
পরে যথা ধর্ম্ম গন্ধমাদন পর্ব্বত ।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ ।।
চিন্তায় ব্যাকুল চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির ।
অর্জ্জুনে দেখিয়া হন প্রফুল্ল-শরীর ।।
ভূমি নামিলেন পার্থ ত্যজি ইন্দ্ররথ ।
যুধিষ্ঠির-চরণে হৈলেন দণ্ডবৎ ।।
অর্জ্জুনে করিয়া কোলে ধর্ম্মের নন্দন ।
চিরদিন সমাগমে করি আলিঙ্গন ।।
পূর্ণচন্দ্র শোভা দেখি হর্ষে জলনিধি ।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি ।।
ধর্ম্মের আনন্দ-জলে পার্থ করি স্নান ।
ভীমের চরণে নতি করেন বিধান ।।
আলিঙ্গন করি দুই মাদ্রীর নন্দনে ।
দ্রৌপদীরে তুষিলেন মধুর বচনে ।।
শুনিয়া লোমশ মুনি ধৌম্য পুরোহিত ।
শীঘ্রগতি তথা আসি হন উপনীত ।।
সম্ভ্রমে উঠিয়া পার্থ পড়েন চরণে ।
প্রশংসিয়া আশীর্ব্বাদ কৈল দুই জনে ।
হেনমতে মহানন্দে বসে সর্ব্বজন ।
কৌতুক বিধানে যত কথোপকথন ।।
ভারতপঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস ।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন তাঁর দাস ।।

যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভ বৃত্তান্ত কথন ।

মধুর সম্ভাষে তবে ধর্ম্ম নরপতি ।
সবিনয়ে কহিলেন মাতলির প্রতি ।।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন জন ।
দেবেন্দ্রে কহিবে মম তুমি নিবেদন ।।
রাজপুত্র হয়ে মম সমান দুঃখেতে ।
আমার না মনে লয় আছে পৃথিবীতে ।।
সহায় সম্পদ মাত্র তাঁহার চরণ ।
আপনি কহিবে ভাই এই নিবেদন ।।
বিদায় হইয়া শক্রসারথি চলিল ।
ধর্ম্ম কহিছেন পার্থে যাহা মনে ছিল ।।
কহ ভাই এবে নিজ শুভ সমাচার ।
যে কর্ম্ম করিলে তাহা লোকে চমৎকার
শুনিতে উৎসুক বড় আছে মম মন ।
ক্রমে ক্রমে কহ ভাই সব বিবরণ ।।
শুনিয়া লোমশ ধৌম্য দেন অনুমতি ।
কহিতে লাগিল পার্থ সবাকার প্রতি ।।
বিদায় হইয়া গিয়া সবার চরণে ।
চলিতে উত্তরমুখে প্রবেশিয়া বনে ।।
তপস্যার অনুসারে হইয়া বিকল ।
হিমালয়ে দেখিলাম অতিরম্য স্থল ।।
দেখিয়া বনের শোভা করিতে ভ্রমণ ।
দিলেন জটিলবেশে ইন্দ্র দরশন ।।
ছল করি কহিলেন যত ছল কথা ।
কদাচিত ভাবিত না হইবে সর্ব্বথা ।।
দিলেন প্রকাশ্যরূপে পাছে পরিচয় ।
আমি ইন্দ্র বর মাগ বীর ধনঞ্জয় ।।
শুনি কহিলাম মম এই নিবেদন ।
প্রসন্ন হইলে যদি দেহ অস্ত্রগণ ।।
ইন্দ্র বলিলেন অস্ত্র পাইবে পশ্চাৎ ।
তপস্যায় আগে তুষ্ট কর বিশ্বনাথ ।।
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হরিষ-মানসে ।
আরম্ভ করিনু তপ হরের উদ্দেশে ।।
পর্ণাহার ফলাহার আহার ত্যজিয়া ।
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে বৎসর ব্যাপিয়া ।।

হেনমতে তুষ্ট করিলাম আশুতোষে।
আসিলেন শিব মায়া করিতে বিশেষে।।
শিকার শূকর এক ধায়ে যায় আগে।
পশ্চাৎ কিরাত বীর আসিতেছে বেগে।।
অসমর্থ দেখি তারে শ্রান্ত-কলেবর।
দয়া করি অস্ত্র মারি বধিনু শূকর।।
দেখিয়া কিরাত হন ক্রোধ পরায়ণ।
ছলেতে নিন্দিয়া বহু মাগিলেন রণ।।
ক্রোধে করিলাম যত অস্ত্রেতে প্রহার।
গিলিল ধনুক সহ সে অস্ত্র আমার।।
তবে মল্লযুদ্ধ করিলাম প্রাণপণে।
তুষ্ট হয়ে পরিচয় দিলেন সে ক্ষণে।।
মন্ত্রসহ দিলেন সে অস্ত্র পাশুপত।
এ তিন ভুবনে যার অতুল মহত্ত্ব।।
বর দিয়া সদানন্দ করিয়া গমন।
ইন্দ্রে জানালেন এই সব বিবরণ।।
শুনি রথ পাঠাইল শচীর ঈশ্বর।
আমারে নিলেন স্বর্গে করিয়া আদর।।
নানা নৃত্য গীত বাদ্যে হর্ষ কুতূহলে।
সভায় বসিয়া দেখি অমর সকলে।।
দেখি নৃত্য করিতেছে কৌতুকে অপ্সরী।
আছিল তাহার মাঝে উর্ব্বশী সুন্দরী।।
তারে দেখি পূর্ব্বকথা হইল স্মরণ।
ঈষদ্ হাসিয়া আমি করি নিরীক্ষণ।।
তাহাতে সঙ্কেত বুঝি আনন্দ বিশেষে।
ইন্দ্রের আদেশে সেই আসে মম পাশে
দেখিয়া অন্তরে বড় হইল বিস্ময়।
পূর্ব্বপিতামহ মাতা এই নারী হয়।।
প্রণাম করিয়া তবে করি নিবেদন।
কহ গো জননী নিশাগমন কারণ।।
অন্যভাবে সেই নারী কহে বিপরীত।
কহিতে লাগিল তবে হইয়া দুঃখিত।।
যতক্ষণ দেখিয়াছি তোমার বদন।
হৃদয়ে পশিল মম নির্ভয়ে মদন।।
সে কারণে আসিলাম ঘোর নিশাকালে
এ হেন কুৎসিত ভাষা কি হেতু কহিলে
না করিলে আশা পূর্ণ পুরুষের কাজ।
ক্লীব হয়ে থাক তুমি স্ত্রীগণের মাঝ।।
এত বলি নিজঘরে চলিল দুঃখিত।
পুরন্দর শুনি পাছে হলেন লজ্জিত।।
উর্ব্বশীরে আজ্ঞা দিল সহস্রলোচন।
করহ অর্জ্জুনে শীঘ্র শাপ-বিমোচন।।
উর্ব্বশী কহিল শাপ খণ্ডন না যায়।
ক্লীব হবে বৎসরেক অজ্ঞাত সময়।।
উপকার হইবে অজ্ঞাতবাস যবে।
স্বস্তি স্বস্তি উচ্চারণ করে ইন্দ্র তবে।।
তার পর দেব তবে কত দিনান্তর।
তব স্থানে পাঠান লোমশ মুনিবর।।
তবে ইন্দ্র করিলেন অস্ত্র সমর্পণ।
সেমত দিলেন আর যত দেবগণ।।
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বাদি সবে করি দয়া।
অস্ত্র সহ শিক্ষাইল সবে নিজ মায়া।।
হেনমতে নিজকার্য্য করিনু সাধন।
দেখিয়া বিস্মিত হন সহস্রলোচন।।
আছিল দুরন্ত দৈত্য অমরবিবাদী।
কালকেয় নিবাতকবচ দৈত্য আদি।।
স্নেহের কারণ ইন্দ্র কিছু না কহিল।
নগর ভ্রমণ হেতু ছলে পাঠাইল।।
একে একে দেখিলাম অমর-নিলয়।
সঞ্জীবনীপুর যথা ব্রহ্মার আলয়।।
দেখিয়া তাঁহার পুরী করিতে গমন।
মাতলি আনিল রথ যথা দৈত্যগণ।।
নগর প্রাচীর ঘর পুষ্পের উদ্যান।
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ।।
দেখিয়া বিস্ময় বড় হইল আমার।
পূর্ব্বে না দেখিয়াছিনু হেন চমৎকার
মাতলি সারথি ছিল অতি বিচক্ষণ।
জিজ্ঞাসিলে কহিলেক সব বিবরণ।।
পিতৃবৈরী জানি হৃদে করিনু বিরোধ
ধাইল দানব দুষ্ট করি মহাক্রোধ।।
অপ্রমেয় বল ধরে অপ্রমেয় ধন।
সমুদ্র সদৃশ তাহা কে করে গণন।।

নানা অস্ত্র ধরি দৈত্য ভেটে সর্ব্বজনে ।
দ্বিতীয় প্রহর যুদ্ধ করি প্রাণপণে ।।
সন্ধান করিনু পাছে অস্ত্র পাশুপত ।
ভস্ম হয়ে উড়ি যায় দুষ্ট দৈত্য যত ।।
কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে প্রফুল্ল হৃদয় ।
আইলাম পুনঃ সুখে ইন্দ্রের আলয় ।।
শুনিয়া আনন্দমতি অমরপ্রধান ।
অগ্রসর হয়ে বহু করিল সম্মান ।।
দিল দিব্য কিরীট কুণ্ডল মনোহর ।
অক্ষয় যুগল তূণ পূর্ণ দিব্য শর ।।
আশ্বাস করিয়া কহিলেন এই কথা ।
যেই আমি সেই তুমি জানিহ সর্ব্বথা ।।
যেমন আমার শত্রু করিলে নিধন ।
এমত মারিব আমি তব শত্রুগণ ।।
আমা হতে তব কার্য্য হইবেক যেই ।
শুনিলে করিব মম অঙ্গীকার এই ।।
মাতলি সহিত তবে পাঠাইয়া দিল ।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুন যথা যে হইল ।।
কেবল ভরসামাত্র তোমার চরণ ।
মুহূর্ত্তেকে বিনাশিতে পারি ত্রিভুবন ।।
শত কর্ণ আসে যদি দুর্য্যোধন শত ।
সপক্ষ করিয়া সাথে দিক্পাল যত ।।
কেবল তোমার মাত্র চরণপ্রসাদে ।
ক্ষুদ্র জন্তু সম জ্ঞানে বধিব নির্ব্বাদে ।।
অর্জ্জুনের মুখে শুনি এতেক বচন ।
যুধিষ্ঠির কহিলেন করি আলিঙ্গন ।।
এ তিন ভুবনে তব অদ্ভুত চরিত্র ।
আমার ভারতবংশ করিলে পবিত্র ।।
শত্রুরূপ গভীর সাগর হতে পার ।
সহায় সম্পদ মম তুমি কর্ণধার ।।
এই সব রহস্যে হরিষ মনোরথে ।
রহিলেন পঞ্চ ভাই গন্ধমাদনেতে ।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ।।

যুধিষ্ঠিরের নিকটে ইন্দ্রাদি দেবের আগমন । (১৯)

তথায় অমরাবতী দেব পুরন্দর ।
মাতলির মুখে শুনি ধর্ম্মের উত্তর ।।
মনেতে মানিয়া সুখ হরিষ বিধানে ।
শীঘ্রগতি ডাকিলেন যত দেবগণে ।।
কহিল যে কথা সব দিল তাহে মতি ।
কহিতে লাগিল ইন্দ্র সবাকার প্রতি ।।
পরম বান্ধব তুল্য রাজা যুধিষ্ঠির ।
বিক্রমে বিশাল যাঁর ভাই পার্থ বীর ।।
নিঃশঙ্ক করিল দেবে একাকী অর্জ্জুন ।
কোটিকল্পে পরিশোধ না হয় কখন ।।
হেন জনে উপরোধ করিতে উচিত ।
কি যুক্তি সবার এই মম সমীহিত ।।
গন্ধমাদনেতে আছে ভাই পঞ্চজন ।
চল সবে ধর্ম্মে গিয়া করি দরশন ।।
শুনি অনুমতি দিল যত দেবগণ ।
মাতলিরে কহে রথ করিতে সাজন ।।
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা মাতলি সারথি ।
দ্রুতগতি রথসজ্জা করে মহামতি ।।
আহ্বান করিয়া নিল যতেক অমর ।
কৌতুকে বসিল রথোপরি পুরন্দর ।।
শীঘ্র করি সারথি সে চালাইল রথ ।
মুহূর্ত্তে উত্তরে গন্ধমাদন পর্ব্বত ।।
কাননিবাসী যথা পঞ্চ সহোদর ।
উপনীত হন তথা দেব পুরন্দর ।।
ইন্দ্রে দেখি মহানন্দে উঠি ধর্ম্মপতি ।
চরণে ধরিয়া বহু করেন প্রণতি ।।
সহিত আছিল যত আর দেবগণ ।
একে একে সবাকারে করেন বন্দন ।।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিয়া বিধিমতে ।
করযোড়ে কহিলেন দেব শচীনাথে ।।
পূর্ব্বপিতামহ তপ করিল দুর্ল্লভ ।
সে কারণে আজি মম এতেক বিভব ।।
এখন জানিনু আমি নহি হীনতপা ।
তুমি হেন জন আসি যারে কৈলে কৃপা ।।

যজ্ঞ তপ জপ আর ব্রত আচরণ।
এ সব করিয়া নাহি পায় দরশন ॥
আমার ভাগ্যের আজি নাহিক অবধি।
পাইলাম গৃহে বসি হেন রত্ন নিধি ॥
এত শুনি কহে তবে দেব পুরন্দর।
কহিলে যে কিছু সত্য ধর্ম্ম নৃপবর ॥
আপনাকে নাহি জান তুমি স্বয়ং ধর্ম্ম।
পৃথিবী করিল ধন্য তোমার সুকর্ম্ম ॥
তুমি রাজা হলে ধন্য অবনিমণ্ডল।
অনুগত আর যত অনুজ সকল ॥
তোমা সবাকার গুণ করিয়া গণন।
অশেষ পাপেতে মুক্ত হয় পাপিগণ ॥
তবে যে কহিলে কষ্ট পাইলে কাননে।
বিধির নিযুক্ত নাহি লঙ্ঘে সাধুজনে ॥
ধর্ম্ম অবতার তুমি ধর্ম্ম আচরণ।
কিন্তু না করিহ রাজা ধর্ম্মেতে হেলন ॥
ভীমার্জ্জুন দেখ এই অনুজ তোমার।
অনায়াসে খণ্ডাইবে পৃথিবীর ভার ॥
আমা আদি তোমার আত্মীয় সমুদয়।
একা পার্থ সবাকারে করিল নির্ভয় ॥
শক্রভয় তুমি কিছু না করিহ মনে।
ভীমার্জ্জুন বধিবেক কর্ণ দুর্য্যোধনে ॥
ইত্যাদি অনেক কথা কহি পুরন্দর।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মাগ ইষ্ট বর ॥
ধর্ম্মপুত্র বলে মম এই নিবেদন।
ধর্ম্মে বিচলিত যেন নহে মম মন ॥
সদাই সদয় থাকে তোমা হেন জন।
শুনিয়া হাসিয়া কহে সহস্রলোচন ॥
হেনমতে শান্ত করি রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দেবরাজ ইন্দ্র গেল আপনার পুরে ॥

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ-সহ কাম্যক-
বনে যাত্রা। (২০)

স্বর্গে গেল সুরপতি, হইয়া আনন্দমতি,
যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।
আপনার ভাগ্য জানি, সফল করিয়া মানি,
আনন্দে বিধানে পরস্পর ॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি, লোমশধৌম্যেরপ্রতি,
কহিলেন করি যোড়করে।
আজ্ঞা কর মহাশয়, যে কর্ম্ম করিতে হয়,
তাহা কহ করি অতঃপরে ॥
বসতি কোথায় করি, কর আজ্ঞা শিরেধরি,
তথাকারে করিব গমন।
কহিল লোমশ তবে, কাম্যবনে চল সবে,
সার যুক্তি লয় মম মন ॥
ধৌম্য বলে কহ যত, সকলি মনের মত,
যুধিষ্ঠির মানেন সকল।
শুনিয়া ধর্ম্মের সেতু, গমন স্বচ্ছন্দ হেতু,
ঘটোৎকচে স্মরণ করিল ॥
সত্যশীল ধর্ম্মমণি, হিড়িম্বানন্দন জানি,
শীঘ্রগতি হল উপনীত।
সবারে প্রণাম করে, দাঁড়াইল যোড়করে,
দেখি রাজা আনন্দে পূরিত ॥
তবে ঘটোৎকচ কয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
কি কারণে করিলা স্মরণ।
ধর্ম্ম কন শুন কথা, কাম্যক কানন যথা,
নিয়া চল করিব গমন ॥
শুনি ভীম-অঙ্গজনু, বাড়াইল নিজ তনু,
করিলেক বিস্তার যোজন।
তবে ধর্ম্ম নরপতি, সবান্ধবে শীঘ্রগতি,
করিলেন তাহে আরোহণ ॥
ভীমের নন্দন ধীর, পরাক্রমে মহাবীর,
অনায়াসে করিল গমন।
নাহি মনে কিছু ভ্রম, তিলেক নাহিক শ্রম,
উত্তরিল কাম্যক কানন ॥
মৃগ পশু বিহঙ্গম, বনস্থলে পূর্ণতম,
বৃক্ষগণ শোভে ফলফুলে।
কৌতুক বিধানে তবে, আশ্রম করেন সবে,
পুণ্য তীর্থ প্রভাসের কূলে ॥
সবার আনন্দ মন, বনে গিয়া ভীমার্জ্জুন,
মৃগয়া করিয়া নিত্য আনি।
কেবল সূর্য্যের বরে, ভুঞ্জায় সবার তরে,
রন্ধন করিয়া যাজ্ঞসেনী ॥

এমন সানন্দমনে, বসতি করেন বনে,
কৃষ্ণাসহ পঞ্চ সহোদর।
একদিন নিশাশেষে,আসিয়া ধর্ম্মেরপাশে,
কহিছে লোমশ মুনিবর ।।
শুন ধর্ম্ম নরপতি, যাইব অমরাবতী,
তুষ্ট হয়ে করহ বিদায়।
শুনি ভাই পঞ্চজনে, আসিয়া বিরসমনে,
পড়িল প্রণাম করি পায় ।।
লোচনসলিলে রাজা,বিধিমতে করিপূজা,
বহু স্তুতি করিলেন শেষে।
কহিয়া সবার স্থানে, পরম সন্তোষ মনে,
মহামুনি গেল স্বর্গবাসে ।।
ধর্ম্ম আগমন শুনি, আইল যতেক মুনি,
ক্রমে ক্রমে যত বন্ধুজন।
ধর্ম্মেতে ধর্ম্মের সভা,উপমা তাহার কিবা,
হস্তিনা হইল কাম্যবন ।।
বলরাম জগন্নাথ, যতেক যাদব সাথ,
গেলেন ধর্ম্মের অন্বেষণে।
যত পরিবার সঙ্গে, আনন্দ প্রসঙ্গ রঙ্গে,
উপনীত রম্য কাম্যবনে ।।
কৃষ্ণ-আগমন শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
অমৃতে সিঞ্চিল কলেবর।
আনন্দ মন্দির পর, আগুসরি কত দূর,
সবান্ধবে পঞ্চ সহোদর ।।
চিরদিন অদর্শনে, নমস্কার আলিঙ্গনে,
আশীর্ব্বাদ সুমঙ্গল ধ্বনি।
বসেন কৌতুকমতি, রামকৃষ্ণ ধর্ম্মপতি,
সবান্ধবে আর যত মুনি ।।
বলরাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চ জন,
জিজ্ঞাসেন কুশল বারতা।
শুনিয়া কহেন ধর্ম্ম, হইল যতেক কর্ম্ম,
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব কথা ।।
শুনি রাম যদুপতি, আনন্দ-প্রসন্ন-মতি,
প্রশংসা করেন পার্থ বীরে।
তবে তার কতক্ষণে, চলিলেন সর্ব্বজনে,
স্নান হেতু প্রভাসের তীরে ।।

জলক্রীড়া করিসবে,আসিয়া আশ্রমেতবে,
ভোজন করেন পরিতোষে।
যথাসুখে আচমন, করি শেষে সর্ব্বজন,
বসিলেন হরিষ মানসে ।।
হেনকালে যদুবীর, সম্বোধিয়া যুধিষ্ঠির,
কহিলেন সুমধুর বাণী।
তোমার ভাগ্যেরকথা,এমনি করিলধাতা,
বনেতে হস্তিনা তুল্য মানি ।।
যতেক দেখহ কর্ম্ম, সকলের সার ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম বলে ধর্ম্মী বলবন্ত।
অধর্ম্মী যে জন হয়, চিরদিন নাহি রয়,
অল্পদিনে অধর্ম্মীর অন্ত ।।
ইহা জানি ধর্ম্মরাজ,সাধিবে আপন কাজ,
সত্যে নাহি হবে বিচলিত।
পূর্ব্বে মহাজন যত, সবাকার এক পথ,
কেহ নাহি করিল অনীত ।।
সত্য জান মহাশয়,তোমার এ দুঃখ নয়,
বহু দুঃখে দুঃখী দুর্য্যোধন।
বিপুল বৈভব যত, নিশার স্বপন মত,
অল্পদিনে হইবে নিধন ।।
কৃষ্ণের বচন শুনি, সত্য সত্য যত মুনি,
কহিল ধর্ম্মের সন্নিধানে।
নিশ্চয় জানিহ তুমি,ভবিষ্য কহিনু আমি,
অল্পদিনে ক্ষয় দুর্য্যোধনে ।।
আশীর্ব্বাদ করি তবে,যথাস্থানে গেলসবে,
বন্ধুগণ হইয়া বিদায়।
আশ্বাসিয়া সর্ব্বজনে,গেল সবে নিজস্থানে,
দুঃখিত অন্তর ধর্ম্মরায় ।।
তবে রাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চ জন,
চাহিলেন বিদায় বিনয়ে।
আজ্ঞা কর ধর্ম্মপতি, যাব তবে দ্বারবতী,
কহ যদি প্রসন্ন হৃদয়ে ।।
ধর্ম্ম কন মৃদুভাষে, অবশ্য যাইবে দেশে,
রাখিবে আমার প্রতি মন।
কি আর কহিব আমি,সকলি জানহ তুমি,
দুই চক্ষু রাম নারায়ণ ।।

হেন করি সম্বিধান, বিদায় হইয়া যান,
রেবতীশ সত্যভামাপতি।
রথেচড়ি সবান্ধবে,নানাকাব্যমহোৎসবে,
উপনীত যথা দ্বারাবতী॥
সবে গেল নিজঘর, আছে পঞ্চ সহোদর,
কাম্যবন করিয়া আশ্রয়।
জপ যজ্ঞ দান ব্রত, নানা ধর্ম্ম অবিরত,
করি নিত্য আনন্দ-হৃদয়॥
বনেতে বিচিত্র কথা,ব্যাসের চরিত্র গাথা,
বর্ণিবারে কাহার শকতি।
গীতিছন্দে অভিলাষ,ভণে দ্বৈপায়নদাস,
কৃষ্ণপদে মাগিল ভকতি॥

দুর্য্যোধনের সপরিবারে প্রভাস-
তীর্থে যাত্রা।

জনমেজয় বলে মুনি কর অবধান।
শুনিতে বাসনা বড় ইহার বিধান॥
সর্ব্বজন গেল যদি হইয়া বিদায়।
কি কর্ম্ম করিল সবে রহিয়া কোথায়॥
মুনি বলে অবধান কর কুরুবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর॥
প্রভাস তীর্থের তীরে বিচিত্র কানন।
ফল পুষ্প অপ্রমিত মৃগ পশুগণ॥
মৃগয়া করেন নিত্য বীর ধনঞ্জয়।
রন্ধনে দ্রুপদসুতা আনন্দ হৃদয়॥
তীর্থ করি আইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
শ্রুতমাত্র মিলিলেন পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ॥
পূর্ব্বমত ভোজনাদি করে বৃন্দ বৃন্দ।
লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞসেনী রন্ধনে আনন্দ॥
এইমত পঞ্চ ভাই কাননে নিবসে।
হোথা দুর্য্যোধন রাজা আনন্দেতে ভাসে।
বিপুল বিভব ভোগ করে ইন্দ্র প্রায়।
অর্থ রাজ্য সৈন্য যত কহনে না যায়॥
নিজরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য একত্র মিলিত।
বিশেষ যে রাজ্য পূর্ব্বে অর্জ্জুন-শাসিত॥
সে সকল রাজা হৈল তাহে অনুগত।
কর দিয়া সবে তারা থাকে শত শত॥
অশ্ব গজ পত্তি যত কে করে গণনা।
সমুদ্র সমান সব অপ্রমিত সেনা॥
ইন্দ্র দেবরাজ যথা অমর সমাজে।
দুর্য্যোধন মহারাজ পৃথিবীর মাঝে॥
এক দিন সভাতলে বসি কুরুপতি।
শকুনি বলিছে তারে শুন পৃথ্বীপতি॥
উজ্জ্বল ভারতবংশ হৈল তোমা হতে।
তুমি মহারাজ হলে ভুবন-মাঝেতে॥
তোমার সমান রূপ না দেখি বিপক্ষ।
কর দিয়া সেবে তোমা রাজা লক্ষ লক্ষ॥
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল।
কুবের জিনিয়া রত্ন ভাণ্ডার সকল॥
বিপুল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান।
কিন্তু মনে করি আমি এক মন্দ জ্ঞান॥
যে পুষ্প না হইল ঈশ্বরের পর্য্যাপ্ত।
যে ধনে নাহিক হয় ব্রাহ্মণ সুতৃপ্ত॥
যে সম্পদ ভুঞ্জি নাহি বন্ধুগণ তুষ্ট।
যে সম্পদ শত্রুগণ না করিল দৃষ্ট॥
সে সকল ব্যর্থ করি পূর্ব্বাপর কয়।
এই অনুতাপ মম জাগিছে হৃদয়॥
সদা তৃপ্ত আছে তব গুণে যত বন্ধু।
পৃথিবী পূরিল তোমা শুদ্ধ যশ-ইন্দু॥
এ সকল অতুল ঐশ্বর্য্য যে হইল।
সবে মাত্র এ সম্পদ শত্রু না দেখিল॥
পূর্ব্বে ভাল মন্ত্রণা না করিলাম সব।
দেশ ছাড়ি বনে পাঠাইলাম পাণ্ডব॥
নগরের অন্তে যদি অর্পিতাম স্থল।
নিত্য নিত্য দেখাতাম বিভূতি সকল॥
দৃষ্টানলে দগ্ধ সদা হত পঞ্চজন।
অসহ্য বজ্রের সম বাজিত সঘন॥
কোথায় রহিল গিয়া নির্জ্জন কাননে।
তোমার ঐশ্বর্য্য এত জানিবে কেমনে॥
কর্ণ বলে যা কহিলে গান্ধারাধিকারী।
ইহা অনুশোচি আমি দিবস শর্ব্বরী॥
নারীর যৌবন যথা স্বামীর বিহনে।
বল তথা ব্যর্থ না দেখিলে শত্রুগণে॥

বিভব হয় যে নষ্ট বৈরীরে রাখিলে।
বিধির নিয়ম ইহা জানি আমি ভালে ॥
যত দিন ইহা সব না দেখে পাণ্ডব।
লাগয়ে আমার মনে বিফল এ সব ॥
কিন্তু এক করিয়াছি বিচার নির্ণয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয় ॥
প্রভাস তীর্থের তীরে তপস্বীর বেশে।
বাস করে শত্রুগণ তথা নানাক্লেশে ॥
চল সবে যাব তথা স্নান করিবারে।
হইবে অনন্ত পুণ্য স্নানে তীর্থনীরে ॥
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গদল।
সবাকার পরিবার ভৃত্যাদি সকল ॥
ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল বিভব।
দেখিয়া দ্বিগুণ দগ্ধ হইবে পাণ্ডব ॥
ঘোষযাত্রা করি সর্ব্বলোকেতে কহিবে।
কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণী কেহ না জানিবে
ইহার বিধান এই মম মনে আসে।
এক যাত্রা দুই কার্য্য হইবে বিশেষে ॥
কর্ণের এতেক বাণী শুনি সেইক্ষণ।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল দুর্য্যোধন ॥
দুঃশাসন জয়দ্রথ ত্রিগর্ত্ত প্রভৃতি।
সাধু সাধু বলি উঠে যতেক দুর্ম্মতি ॥
কর্ণ বলে বিলম্ব না কর কুরুপতি।
সুসজ্জ সকল সৈন্য কর শীঘ্রগতি ॥
আজ্ঞামাত্র দুর্য্যোধন হইল বাহির।
ডাকিল সকল সৈন্য সব যোদ্ধাবীর ॥
যত বন্ধু বান্ধব সহিত পরিবার।
রাণীগণ শুনি হল আনন্দ অপার ॥
দ্রৌপদী সহিত দেখা দ্বিতীয় উৎসব।
তীর্থস্নান তৃতীয় চিন্তিয়া এই সব ॥
বিশেষ সন্তুষ্ট নারী যাত্রা মহোৎসবে।
সর্ব্বকাল বন্দীরূপে থাকে বদ্ধভাবে ॥
নৃযান গোযান আর অশ্বযান সাজে।
রথে রথী চড়িল পদাতি পদব্রজে ॥
বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজনা।
সমুদ্র সদৃশ সেনা কে করে গণনা ॥
সাজাইয়া সর্ব্বসৈন্য দুঃশাসন বেগে।
করযোড়ে দাণ্ডাইল নৃপতির আগে ॥
শুনিয়া কৌরবপতি উঠিল সম্ভ্রমে।
বাহির হইয়া নিরীক্ষয়ে ক্রমে ক্রমে ॥
সমুদ্রলহরী যেন রথের পতাকা।
মেঘের সদৃশ হস্তী নাহি যায় লেখা ॥
মনোযব মনোজ্ঞ উত্তম তুরঙ্গম।
পৃথিবী আচ্ছাদি বীর বিশাল বিক্রম ॥
সশস্ত্র সকল সৈন্য দেখিতে সুন্দর।
শমন সভয় হয় কিবা ছার নর ॥
কর্ণ বলে বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন।
ভীষ্মদেব শুনে যদি করিবে বারণ ॥
এই হেতু তিলেক না বিলম্ব যুয়ায়।
শীঘ্রগতি চল সখা এই অভিপ্রায় ॥
শুনিয়া কৌরবপতি বিলম্ব না কৈল।
গমন সময় সব বিদুর জানিল ॥
যথা রাজা সৈন্য মাঝে যায় শীঘ্রগতি।
মধুর সম্ভাষে কহে দুর্য্যোধন প্রতি ॥
শুনি তাত যাবে নাকি প্রভাসের স্নানে।
পুণ্যকার্য্যে বাধা নাহি কহি সে কারণে ॥
কুরুবংশশ্রেষ্ঠ তুমি রাজচক্রবর্ত্তী।
পূরিল ভুবন তিন তোমার সুকীর্ত্তি ॥
এ সময়ে যত কর ধৈর্য্য আচরণ।
ভূষিত বিভব হবে দ্বিগুণ শোভন ॥
সবাকার মন মুগ্ধ প্রভাস গমনে।
নিষেধ নাহিক করি আমি সে কারণে ॥
নানা চিত্র বিচিত্র সুন্দর বনস্থল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তথা নিবসে সকল ॥
বহু সিদ্ধ ঋষিগণ উপনীত তথা।
কার সনে দ্বন্দ্ব নাহি করিহ সর্ব্বথা ॥
দুর্য্যোধন বলে তাত যে আজ্ঞা তোমার।
যদি দ্বন্দ্ব করি তবে কি ভয় আমার ॥
মম সৈন্য দেখ তাত তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্র যম আসে যদি জিনিব বিবাদে ॥
তথাচ বিরোধে মম কোন প্রয়োজন।
শীঘ্র তুমি নিজ গৃহে করহ গমন ॥

বিদুরে মেলানি করি কৌরবের পতি ।
না করি বিলম্ব আর চলে শীঘ্রগতি ।।
বিনা ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণী কৃপাচার্য্য বীর ।
সর্ব্ব সৈন্য দুর্য্যোধন হইল বাহির ।।
চলিতে চরণভরে কম্পিতা ধরণী ।
ধূলা উড়ি আচ্ছাদিল দিনে দিনমণি ।।
সৈন্য-কোলাহল জিনি সাগর গর্জ্জন ।
প্রমাদ গণিল সবে না বুঝি কারণ ।।
নগর ছাড়িয়া বনে করিল প্রবেশ ।
মহাকলরব শব্দে পূরিল বিশেষ ।।
মেঘের সদৃশ ধূলি গগনমণ্ডলে ।
বহু ক্ষেত্র ভাঙ্গি সবে চলে বহু স্থলে ।।
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস ।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস ।।

দুর্য্যোধনের সৈন্য দর্শনে ভীমার্জ্জুনের রণসজ্জা ও যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা ।

এখানে প্রভাতে উঠি ভাই পঞ্চজন ।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন ।।
স্নান হেতু যান সবে সহ দ্বিজগণ ।
ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশেন বন ।।
মৃগয়া করিতে যান ভীম ধনঞ্জয় ।
রাজার নিকটে রহে মাদ্রীর তনয় ।।
মহাবনে প্রবেশিল ক্রমে দুই ভাই ।
রাশি রাশি মৃগ মারিলেন ঠাঁই ঠাঁই ।।
বনের ভ্রমণে দোঁহে শ্রান্ত কলেবর ।
বিশ্রাম করেন বসি দুই সহোদর ।।
শুনিলেন হেনকালে সৈন্য-কোলাহল ।
প্রলয় গর্জ্জন যেন সাগরের জল ।।
কটকের পদধূলি ঢাকিল গগন ।
মেঘে আচ্ছাদিল যেন সূর্য্যের কিরণ ।।
বলেন অর্জ্জুন প্রতি পবননন্দন ।
চল শীঘ্র মৃগয়াতে নাহি প্রয়োজন ।।
শুন ভাই হইতেছে সৈন্য-কোলাহল ।
পদধূলি আচ্ছাদিল গগনমণ্ডল ।।
কৃষ্ণা সহ রহিলেন পাণ্ডবের নাথ ।
বিশেষ বালক মাদ্রীপুত্র দুই সাথ ।।
কি কর্ম্ম করিনু ভাই আসি দুই জনে ।
কেবা আসি বিরোধিল ধর্ম্মের নন্দনে ।।
এতেক বিচারি শীঘ্র যান দুই জন ।
এথায় মাদ্রীর পুত্র ধর্ম্মের নন্দন ।।
সহদেবে আজ্ঞা দেন ধর্ম্ম নৃপমণি ।
দেখ ভাই বনে আসে কাহার বাহিনী ।।
মৃগয়া করিতে গেল ভীম ধনঞ্জয় ।
বিলম্ব দেখিয়া মম আকুল হৃদয় ।।
এই বনে বাস করে গন্ধর্ব্ব কিন্নর ।
বিরোধে আসক্ত সদা বীর বৃকোদর ।।
কি জানি কাহার সাথে হইল বিরোধ ।
বনে কিবা এসেছিল কোন মহাযোধ ।।
আর এক মম মনে লাগে অভিপ্রায় ।
ক্লেশী কৃশ শক্তিহীন দেখিয়া আমায় ।।
বনমাঝে থাকি আমি তপস্বীর বেশ ।
সহায় সম্পদহীন হীন-রাজ্য-দেশ ।।
দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ শকুনির মন্ত্রণায় ।
মন্দমতি দুর্য্যোধন আসিছে হেথায় ।।
শীঘ্র কহ সহদেব করিয়া নির্ণয় ।
হেনকালে উপনীত ভীম ধনঞ্জয় ।।
দেখিয়া আনন্দচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন ।
আলিঙ্গন দিয়া কন কহ বিবরণ ।।
অর্জ্জুন বলেন দেব নির্ণয় না জানি ।
ঘোরশব্দে আসিতেছে কাহার বাহিনী ।।
শুনিয়া বিস্ময় বড় জন্মিল হৃদয় ।
বিশেষ রাখিয়া একা গেলাম তোমায় ।।
ব্যগ্র হয়ে শীঘ্র আসিলাম সে কারণে ।
ধর্ম্ম বলিলেন ইহা হয়েছিল মনে ।।
তোমা দুই জনে দ্বন্দ্ব হইল কার সনে ।
করিতেছিলাম চিন্তা আমি সে কারণে ।।
তোমা দোঁহা দেখি গেল সন্দেহ সকল ।
কিন্তু ভাই কাছে ক্রমে সৈন্য-কোলাহল ।।
বিপক্ষ সপক্ষ পরপক্ষ এস জানি ।
অনুমানে জানি ভাই অনেক বাহিনী ।।
আজ্ঞামাত্র পার্থ রথ করিতে স্মরণ ।
কপিধ্বজ যুক্ত রথ দিল দরশন ।।

ধর্ম্মেরে প্রণাম করি পার্থ উঠি রথে।
চলিলেন বায়ুবেগে অন্তরীক্ষপথে।।
শব্দ অনুসারে পার্থ পশ্চিমেতে যান।
দেখেন কৌরবসেনা সমুদ্র প্রমাণ।।
ধ্বজ ছত্র রথ রথী পদাতি কুঞ্জর।
দেখি জানিলেন পার্থ কৌরব পামর।।
তবে পুনঃ ফিরি আসে অতি শীঘ্রগতি।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল যথা ধর্ম্মপতি।।
পার্থ দেখি তুষ্ট হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
জিজ্ঞাসেন কার সৈন্য কহ বিবরণ।।
অর্জ্জুন কহেন দেব কি জিজ্ঞাস আর।
দেখিলাম সৈন্য সহ কুরু-কুলাঙ্গার।।
আমা সবা হিংসিবারে আসিল এখানে।
নহে এই বনস্থলে কোন প্রয়োজনে।।
এত শুনি মহাক্রোধে বীর বৃকোদর।
আস্ফালন করি ভুজে উঠিল সত্বর।।
করযোড় করি বলে সম্বোধিয়া ধর্ম্ম।
দেখ মহারাজ দুষ্ট দুর্য্যোধন-কর্ম্ম।।
কপটে কপটী সব রাজ্য ধন নিল।
জটা বল্ক পরাইয়া কাননে পাঠাল।।
দেশ হতে রত্ন ধন কিছু নাহি আনি।
কোনমতে তার বাঞ্ছা নাহি কৈনু হানি।
সময় নির্ণয় আমি না করি লঙ্ঘন।
তথাচ আসিল দুষ্ট করিতে হিংসন।।
ধর্ম্ম হেতু এত কষ্ট আমা পঞ্চ জনে।
সে ধর্ম্ম ফলিল আজি দুষ্ট দুর্য্যোধনে।।
এতেক যে সৈন্য সাজি আসিছে হেথায়।
তবু মনে লাগে ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রায়।।
প্রসন্ন হইয়া রাজা আজ্ঞা কর মোরে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিব শতেক সোদরে।।
উঠ শীঘ্র ধনঞ্জয় বিলম্বে কি কাজ।
এত অপমানে কি তিলেক নাহি লাজ।।
নিয়ম পূরিতে দিন যে কিছু আছয়।
আমি না লঙ্ঘিনু সেই পাপিষ্ঠ লঙ্ঘয়।।
হে নকুল সহদেব বীরের প্রধান।
স্ববাঞ্ছিত সিদ্ধ কেন না কর বিধান।।

এতেক কহিল যদি বৃকোদর বীর।
ক্রোধেতে অবশ হল পার্থের শরীর।।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল।
মাদ্রীপুত্র দুই জন গর্জ্জিয়া উঠিল।।
সুসজ্জ করিল সবে যার যে বাহন।
তূণ হতে লন তুলি দিব্য-অস্ত্রগণ।।
আড়া ভাঙ্গি তূণ মধ্যে রাখে পুনর্ব্বার।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দিলেন টঙ্কার।।
কবচে আবৃত তনু নানা অস্ত্র পেঁচি।
দেবদত্ত শঙ্খনাদ কৈল সব্যসাচী।।
পুনঃপুনঃ গদা লোফে পবননন্দন।
তখন কহেন ধর্ম্ম মধুর বচন।।
শুন ভাই কোন কর্ম্ম তোমার অসাধ্য।
সহজে অর্জ্জুন এই দেবের অবধ্য।।
বাল্য সূর্য্যসম দুই মাদ্রীর তনয়।
ইন্দ্র যম আসে যদি কি তাহে বিস্ময়।।
কিন্তু আগে কারণ করহ নিরূপণ।
কোন কার্য্য হেতু এথা আসে দুর্য্যোধন।।
বনের ভ্রমণ কিবা তীর্থে হেতু স্নান।
মৃগয়া করিতে কিবা করিল বিধান।।
নির্ণয় না জানি আগে যদি কর যুদ্ধ।
নিশ্চয় হইবে তবে ধর্ম্মপথ রুদ্ধ।।
যদি আগে তারা হিংসা করিবে আমার।
আমিহ মারিব তারে নাহিক বিচার।।
নির্ব্বলের বল ধর্ম্ম তাহে করি হেলা।
দুস্তর সাগরে আর আছে কোন ভেলা।।
ধর্ম্মপুত্র-মুখে শুনি এতেক বচন।
বিরসবদনে নিবর্ত্তিল চারি জন।।
কূলে নিবারিল যেন সমুদ্র লহরী।
সুসজ্জ বসিল সবে ধর্ম্ম বরাবরি।।
সম্মুখে বসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
অমর-বেষ্টিত যেন দেব আখণ্ডল।।
মৃগচর্ম্ম কুশাসনে তপস্বীর বেশ।
বল্ক পরিধান শিরে জটাভার কেশ।।
কথোপকথনে অতি সবার আনন্দ।
হেনকালে আসে দুর্য্যোধন মতিমন্দ।।

ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী আর ভাই পঞ্চ জনা।
দক্ষিণ করিয়া চলে নৃপতির সেনা॥
আগে চলে অগণিত পদাতিক ঢালি।
মনোরম তুরঙ্গমে সব মহাবলী॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ তবে মেঘবর্ণ হাতী।
অসংখ্য বিচিত্র চিত্র কত শত রথী॥
হেনকালে কৌরবের যত নারীগণ।
ঘুচাল রথের যত বস্ত্র আচ্ছাদন॥
অঙ্গুলীতে দেখাইয়া কহে এই বাণী।
হের দেখ কুটীরেতে দ্রুপদনন্দিনী॥
বড় ভাগ্যে দেখিলাম কহে সর্ব্বজনা।
পাছে পাছে চলে সৈন্য কে করে গণনা॥
শকট বলদ উষ্ট্রে নানা দ্রব্য সারি।
শত মুদিখানা সঙ্গে দোকানি পসারি॥
যে কিছু বিভব বিত্ত রাজার আছিল।
সংহতি সুহৃদ বন্ধু সকলি আনিল॥
উপমার যোগ্য হেন নহে সুরপতি।
বর্ণনা করিতে তাহা কাহার শকতি॥
এইরূপে যায় রাজা কৌরবের পতি।
প্রলয় কালের যেন কলরব অতি॥
সম্ভাষা করিতে এল সঞ্জয়নন্দন।
সম্ভ্রমে সবার করে চরণ বন্দন॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কহ সমাচার।
কোন কর্ম্মে দুর্য্যোধন করে আগুসার॥
সঞ্জয়নন্দন বলে কর অবধান।
করিবেন ঘোষযাত্রা প্রভাসেতে স্নান॥
রাজা বলে একর্ম্মে আমার অভিপ্রায়।
আর মোর আশীর্ব্বাদ কহিবে রাজায়॥
এ তীর্থে অনেক সিদ্ধ ঋষির আলয়।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ সম্প্রদায়॥
দেখ তিনি কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ নরপতি।
বিরোধ না হয় যেন কাহার সংহতি॥
তথা হতে শুনিয়া সঞ্জয়সুত গেল।
ধর্ম্মের যতেক কথা রাজারে কহিল॥
শুনি অহঙ্কারে মূঢ় অবজ্ঞা করিল।
অবজ্ঞায় দুষ্ট কর্ণ শকুনি হাসিল॥
সহজে তপস্বী লোকে দেবতার ভয়।
কার শক্তি ক্ষত্রিয়ের কাছে অগ্র হয়॥
এত বলি মৌনভাবে রহে সর্ব্বজনে।
পুণ্য তীর্থ প্রভাসেতে যায় কতক্ষণে॥
নানা চিত্র বিচিত্র উদ্যান মনোহর।
প্রফুল্ল কমলবনে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
কোকিল কুহরে নিত্য নিজমত্ততায়।
মুনির মানস হরে বসন্তের রায়॥
বিবিধ বনের শোভা কে করে বর্ণন।
দেখিয়া আনন্দচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন॥
দুঃশাসন কর্ণ আদি হরিষ বিধান।
রহিল সকল সৈন্য যথাযোগ্য স্থান॥
সারি সারি বস্ত্রগৃহ দেখিতে সুরঙ্গ।
পর্ব্বত সমান যেন পর্ব্বতের ভঙ্গ॥
বেড়িল বসনে যথা প্রভাসের বারি।
কৌতুক বিধানে স্নান করে যত নারী॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা সহোদর শত।
ত্রিগর্ত্ত শকুনি কর্ণ অমাত্য আরত॥
স্নান করি কুতূহলে করে নানা দান।
হয় হস্তী গবীগণ নাহি পরিমাণ॥
পরম কৌতুকে সবে স্নান দান করি।
বিচিত্র বসন নানা অলঙ্কার পরি॥
জলপান করি তবে বসে সর্ব্বজন।
কৌতুকে বসিয়া করে তাম্বূল ভক্ষণ॥
আলস্য ত্যজিয়া কেহ করিল শয়ন।
কেহ পাশা খেলে কেহ করয়ে রন্ধন॥
ভারতপঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

দুর্য্যোধনের সৈন্যসহ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ।

এইমতে রহে সৈন্য যুড়ি বনস্থল।
গতায়াতে লণ্ডভণ্ড উদ্যান সকল॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটনে।
গন্ধর্ব্ব উদ্যান এক ছিল সেই বনে॥
চিত্রসেন নাম তাঁর গন্ধর্ব্বপ্রধান।
যাঁর নামে সুরাসুর সদা কম্পমান॥

তাঁহার কিঙ্কর ছিল বনের রক্ষক।
দেখিল উদ্যান ভাঙ্গে রাজার কটক।।
বহু সৈন্য দেখি একা না করি বিরোধ।
দুর্য্যোধন অগ্রে গিয়া কহিছে সক্রোধ।।
শুন রাজা মোর বাক্যে কর অবগতি।
প্রভু মোর চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের পতি।।
কুসুম উদ্যান তাঁর এই বনে ছিল।
প্রবেশি তোমার সৈন্য সকলি ভাঙ্গিল।।
বনের রক্ষক আমি কিঙ্কর তাঁহার।
না করিলে ভাল কর্ম্ম কি কহিব আর।।
এই কথা মোর মুখে পাইবে সম্বাদ।
আসিয়া ইঙ্গিতে রাজা করিবে প্রমাদ।।
এত শুনি মহাক্রোধে কহে বীর কর্ণ।
বিকচ কমল প্রায় চক্ষু রক্তবর্ণ।।
ওরে দুষ্ট এত কর কার অহঙ্কার।
কি ছার গন্ধর্ব্ব তোর কিবা গর্ব্ব তার।।
যে কথা কহিলি তুই আসি মম কাছে।
এতক্ষণ জীয়ে রহে হেন কেবা আছে।।
সহজে অত্যল্পবুদ্ধি দ্বিতীয় নফর।
যাহ শীঘ্র আন গিয়া আপন ঈশ্বর।।
বলাবল বুঝি লব সংগ্রামের কালে।
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে।।
এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল।
মহাদুঃখমনে বক্ষী কান্দিয়া চলিল।।
বসি আছে চিত্রসেন আপন আবাসে।
হেনকালে অনুচর কহে মৃদুভাষে।।
রক্ষা হেতু তুমি মোরে রাখিলে উদ্যানে।
দুর্য্যোধন রাজা আসি প্রভাসের স্নানে।
তার সৈন্য উদ্যান করিল লণ্ডভণ্ড।
রাজারে কহিনু গিয়া তার এই দণ্ড।।
কতেক কুৎসিত ভাষা কহিল তোমারে।
দুর্য্যোধন-সেনাপতি কর্ণ নাম ধরে।।
মনুষ্য হইয়া কবে এত অহঙ্কার।
দোষমত দণ্ড যদি না দিবা তাহার।।
এইমত দুষ্টাচার করিবেক সবে।
লঘু গুরু মনুষ্য দেবেতে কিবা তবে।।

এত শুনি মহাক্রোধে উঠিল গন্ধর্ব্ব
কি ছার মনুষ্য আজি নাশিব যে সর্ব্ব।।
মরণকালেতে পিপীলিকা-পাখা উঠে।
যাইতে করিল বাঞ্ছা শমন নিকটে।।
ক্রোধভরে রথারোহে চলে শীঘ্রগতি।
ধনুক টঙ্কার শুনি কম্পমান ক্ষিতি।।
দিব্য সুশাণিত শরে পূরি যুগ্ম তূণ।
ক্রোধভরে আসিতেছে জ্বলন্ত আগুন।।
কত দূরে দেখে সবে রথের পতাকা।
শূন্যপথে আসে যেন জ্বলন্ত উলকা।।
কুরুসৈন্য নিকটে আইল সেইক্ষণ।
কহিতে লাগিল অতি গভীর গর্জ্জন।।
আরে দুষ্ট ত্যজ আজি জীবনের সাধ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে বিবাদ।।
এতেক বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে কৈল অন্ধকার।।
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব-গর্ব্ব কর্ণে হল ক্রোধ।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ ধায় মহাযোধ।।
সূর্য্য-অস্ত্র এড়িলেক সূর্য্যের নন্দন।
কাটিয়া সকল অস্ত্র কৈল নিবারণ।।
তবে ত গন্ধর্ব্ব এড়ে তীক্ষ্ণ পাঁচ বাণ।
অর্দ্ধপথে কর্ণবাণে হল দশখান।।
গন্ধর্ব্ব দেখিল অস্ত্র কাটিলেক কর্ণ।
ক্রোধে কম্পমান তনু চক্ষু রক্তবর্ণ।।
সিংহমুখ দিব্য অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
অস্ত্রে অগ্নি বাহিরায় ঝলকে ঝলকে।।
মহাবীর কর্ণ তবে অপূর্ব্ব সন্ধানে।
কাটিল গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণে।।
সর্পবাণ যুড়িল যে গন্ধর্ব্ব তখন।
যুড়িল গরুড়বাণ সূর্য্যের নন্দন।।
তবে কর্ণ দিব্য ভল্ল মন্ত্রে অভিষেকি।
কহিল গন্ধর্ব্ব আগে কর্ণ বীর ডাকি।।
আরে দুষ্ট অহঙ্কারে না দেখ নয়নে।
গর্ব্ব চূর্ণ হবে আজি পড়ি মোর বাণে।।
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ কৈল বিসর্জ্জন।
উঠিয়া আকাশপথে করিল গর্জ্জন।।

অস্ত্র দেখি ব্যস্ত হয়ে গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
শীঘ্রহস্তে এড়ে বীর চোক চোক শর ॥
দুই অস্ত্রে মহাযুদ্ধ হইল অম্বরে।
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে ॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কর্ণ সক্রোধ অন্তর।
চিত্রসেনে প্রহারিল শতেক তোমর ॥
বাণাঘাতে ব্যগ্র হয়ে গন্ধর্ব্বের পতি।
ডাকিয়া বলিল তবে কর্ণ বীর প্রতি ॥
ধন্য তোর বীরপণা ধন্য তোর শিক্ষা।
এখন বুঝহ তুমি আমার পরীক্ষা ॥
এতেক বলিয়া প্রহারিল দশবাণ।
ব্যথায় ব্যথিত কর্ণ হইল অজ্ঞান ॥
কতক্ষণে চেতন পাইল মহাবল।
বেড়িল গন্ধর্ব্বে আসি কৌরব সকল ॥
শতপুর করিয়া বেড়িল সর্ব্বসেনা।
ধনুক টঙ্কার যেন সঘন ঝন্ঝনা ॥
দশদিক যুড়িয়া করিল অন্ধকার।
গন্ধর্ব্ব সবার অস্ত্র করিল সংহার ॥
প্রাণপণে সবে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
সবে নিবারণ করে গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ॥
পরশুরামের শিষ্য কর্ণ মহাবীর।
অচল পর্ব্বত প্রায় যুদ্ধে রহে স্থির ॥
রাখিয়া আপন সেনা আপন বিক্রমে।
প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিল মহাশ্রমে ॥
তবে ত গন্ধর্ব্ব মনে করিল বিচার।
জানিল কৌরবসেনা রণে অনিবার ॥
মায়া বিনা এ সকল নারিব জিনিতে।
মায়ার পুত্তলী এই বিচারিল চিত্তে ॥
রথ লুকাইল তবে না দেখি যে আর।
অন্তর্দ্ধান হইয়া করিল অন্ধকার ॥
অন্তরীক্ষে পড়ে বাণ দেখি সর্ব্বজনে।
অচ্ছিদ্রে বরিষে যেন ধারার শ্রাবণে ॥
কোথায় গন্ধর্ব্ব আছে কেহ নাহি দেখে।
বৃষ্টিবত অস্ত্র সব পড়ে লাখে লাখে ॥
মুখে মাত্র মার মার শুনি সবাকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর ॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
হয় হাতী রথ রথী কে করে অবধি ॥
কতক্ষণ রণ সহি ছিল কর্ণ বীর।
তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল স্থির ॥
শূন্য তূণ ছিন্ন গুণ অঙ্গে জলশ্রম।
বিষণ্ণবদন সবে হয় মনোভ্রম ॥
সহিতে না পরি ভঙ্গ দিল কর্ণবীর।
পলায় কৌরবসেনা ভয়েতে অস্থির ॥
অম্বর নাহিক কার নাহি বান্ধে কেশ।
পলায় সকল সৈন্য পাগলের বেশ ॥
বেগে ধায় পশ্চাৎ না চায় কোন জন।
স্ত্রীগণ রক্ষকমাত্র রাজা দুর্য্যোধন ॥
কতক্ষণ সহে যুদ্ধ প্রাণ ব্যগ্র তায়।
হেনকালে চিত্রসেন আইল তথায় ॥
দুর্য্যোধনে ডাকি বলে পরিহাসবাণী।
গগনে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী ॥
আরে মন্দমতি দুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্ব চালন ॥
কোথা তোর সে বন্ধু সহায় সমুদিত।
একেলা ছাড়িল নারীগণের সহিত ॥
এই অহঙ্কারে তুমি না দেখ নয়নে।
আজিকার রণে যাবি শমন সদনে ॥

যুদ্ধে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের জয় এবং নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের বন্ধন।

কর্ণ ভঙ্গ দিল রণে, আকুল গন্ধর্ব্ব-বাণে,
পলায় সকল সেনাপতি।
পলায় ত্রিগর্ত্তনাথ, সৌবল শকুনি সাথ,
কর্ণ দুঃশাসন বিবিংশতি ॥
যত যত মহাবীর, রণেতে নহিল স্থির,
প্রমাদ গণিয়া সর্ব্বজন।
কেকরে তাহার লেখা, কেবল রাখিয়া একা,
নারীবৃন্দ সহ দুর্য্যোধন ॥
মহা ত্রস্ত হয়ে যায়, নারীপানে নাহি চায়,
রথ চালাইয়া শীঘ্রগতি।
অশ্ব গজ ধায় রড়ে, পথেতে পদাতি পড়ে,
উঠে হেন নাহিক শকতি ॥

হেনমতে সৈন্য সব, করি মহাকলরব,
প্রাণ লয়ে পলায় তরাসে।
প্রতিশব্দে কোলাহল, পূর্ণ হল বনস্থল,
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি হাসে ॥
তবে দুর্য্যোধনে কয়, দুষ্টবুদ্ধি পাপাশয়,
না জানিস গন্ধর্ব্ব কেমন।
আরে মন্দমতিমান, ভালমন্দ নাহিজ্ঞান,
অহঙ্কারে করিস হেলন ॥
না জানিস নিজ বল, এখন উচিত ফল,
মোর হাতে অবশ্য পাইবে।
লইব তোমার প্রাণ,ইহাতে নাহিক আন,
মনের মানস পূর্ণ হবে ॥
এত বলি নিজ অস্ত্র, যুড়িলেন লঘুহস্ত,
গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ক্রোধমনে।
অব্যর্থ জানয়ে সন্ধি,এবে সে করিলবন্দী,
ধরিলেক রাজা দুর্য্যোধনে ॥
বন্দী হল কুরুশ্রেষ্ঠ, সপক্ষ দিলেক পৃষ্ঠ,
দোসর নাহিক আর সাথে।
স্ত্রীবৃন্দ সহিত রাজা,রথে তুলি মহাতেজা,
শীঘ্রগতি যায় স্বর্গপথে ॥
ঘোর আর্ত্তনাদ করি,কান্দয়ে সকল নারী,
হায় হায় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কপালে কঙ্কণাঘাত, ঘন ডাকে জগন্নাথ,
পার কর বিপত্তি-সাগরে ॥
আমি সর্ব্বধর্ম্মহীন, পাপকর্ম্ম প্রতিদিন,
তব ভক্তিলেশ নাহি মনে।
সত্য মোরা হীনতপা, কেবল করহ কৃপা,
দীনবন্ধু নামের কারণে ॥
ইত্যাদি অনেক করি,স্তুতি করে কুলনারী,
কেহ নিন্দা করে নিজপতি।
দুষ্টবুদ্ধি স্বামীগণ, ধর্ম্ম হিংসা অনুক্ষণ,
সে কারণে হল হেন গতি ॥
কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপতি,ধর্ম্মেতে যাঁহার মতি,
অনুগত ভাই চারিজন।
কেবল ধর্ম্মের সেতু,প্রাণ ত্যজে ধর্ম্মহেতু,
তাঁরে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন ॥

সতী সাধ্বী পতিব্রতা, দেব দ্বিজ অনুগতা,
সতত ধর্ম্মেতে যাঁর মতি।
লক্ষ্মীঅংশযাজ্ঞসেনী,সভামধ্যেতারেআনি
চুলে ধরি করিল দুর্গতি ॥
সে ধর্ম্ম ফলিল আজি, বিপদসাগরে মজি,
সবাই হারানু জাতি কুল।
বার্ত্তাপাইলেধর্ম্মরাজ,জানিয়াকুলেরলাজ,
কেবল রক্ষার মাত্র মূল ॥
তবে দুর্য্যোধননারী,এই যুক্তি মনেকরি,
অনুচরে কহে শীঘ্রগতি।
বিলম্ব না কর তাত, যথা পাণ্ডবের নাথ,
কহ গিয়া সকল দুর্গতি ॥
কহিবে বিনয় করি, মো সবার নাম ধরি,
নিশ্চয় মজিল কুরুবংশ।
মো সবারকর্ম্মফলে,এ কুৎসা কলঙ্ককুলে,
চিত্রসেন হাতে জাতিধ্বংস ॥
অনুচর কহে বাণী, সত্য কহ ঠাকুরাণী,
পাসরিলা পূর্ব্ব কথা সব।
যে কর্ম্ম করিয়া তাঁরে,পাঠাইলা বনান্তরে,
তাঁহা ভিন্ন কে আছে বান্ধব ॥
যেআজ্ঞা তোমারমাতা,এখনি যাইবতথা,
কহিব সকল সমাচার।
ধর্ম্মরাজ মহাশয়, ধীর বটে ধনঞ্জয়,
ভীমহস্তে নাহিক নিস্তার ॥
রাণী বলে ধর্ম্মরাজ,জানিয়া কুলের লাজ,
আমা সবার আপদ ভঞ্জনে।
না করিবেভেদমতি,পরদুঃখে দুঃখীঅতি,
উদ্ধারিবে পাঠায়ে অর্জ্জুনে ॥
স্বামী মোর অপরাধী,ইহাতে অবজ্ঞাযদি,
করিয়া উদ্ধার না করিবে।
মিলিয়া সকল নারী, বিষ অগ্নি ভর করি,
কিবা জলে প্রবেশি মরিবে ॥
এত শুনি শীঘ্র দূত, গেল যথা ধর্ম্মসুত,
মাদ্রীর তনয় ভীমার্জ্জুন।
বেষ্টিত ব্রাহ্মণভাগে,করযোড় করিআগে,
কহিতে লাগিল সকরুণ ॥

অবধান মহারাজ, দৈবের দুর্গতি কাজ,
রাজা এল প্রভাসের স্নানে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম, খণ্ডন না যায় ধর্ম্ম,
বন্দী হল চিত্রসেন-বাণে ॥
গন্ধর্ব্বের মায়াবলে,পোড়াইল অস্ত্রানলে,
প্রাণেতে কাতর যত সেনা।
কর্ণ শাল্ব দুঃশাসন, যত মহাযোধগণ,
প্রাণ লয়ে যায় সর্ব্বজনা ॥
একা ছিল দুর্য্যোধন, রক্ষা হেতু নারীগণ,
প্রাণপণে যুঝিল রাজন।
যতেক নারীর সহ, করাইয়া রথারোহ,
লয়ে যায় করিয়া বন্ধন ॥
প্রতিকারে নহে শক্য,পৃষ্ঠে ভঙ্গ দিলপক্ষ,
শেষে যায় জাতি কুল প্রাণ।
আকুল হইয়া মনে, তব ভ্রাতৃবধূগণে,
পাঠাইয়া দিল তব স্থান ॥
আরোবাকিকবআমি,আজন্মআমারস্বামী,
তোমার চরণে।
কুলের কলঙ্কোদয়, ভয়ার্ত্ত জনের ভয়,
দূর কর আপনার গুণে ॥
ইহা সবাকারদোষে, যদি এইঅভিরোষে,
উদ্ধার না কর ধর্ম্মপতি।
হইবে বধের ভাগী,জীব বা কিসের লাগি,
অনল গরল জলে গতি ॥
তোমার কুলের,নারী, গন্ধর্ব্ব লইয়া হরি,
যাবত না যায় অতিদূর।
দেখিয়া উচিত কর্ম্ম, করহ কুলের ধর্ম্ম,
রক্ষা কর কুলের ঠাকুর ॥
শুনিয়া চরের কথা,মর্ম্মে পাইলেন ব্যথা,
ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
কুলের কলঙ্ক আর, ভয়ান্বিত অবলার,
রক্ষা হেতু হলেন অস্থির ॥
বিষম নিগ্রহ জানি, বিচারিয়া ধর্ম্মমণি,
অর্জ্জুনেরে কহেন বিশেষ।
শীঘ্রআন দুর্য্যোধনে,কহিচিত্রসেনস্থানে,
যাবৎ না যায় নিজদেশ ॥
বিনয় পূর্ব্বক তথা, কহিবা মধুর কথা,
বহুবিধ আমার বিনয়।
যদি তাহে সাধ্য নহে,দ্বৈপায়নদাস কহে,
দণ্ড দিবা উচিত যে হয় ॥

ধর্ম্মাজ্ঞায় ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা এবং নারী-
গণের সহিত দুর্য্যোধনের মুক্তি।

যুধিষ্ঠির বলিলেন যাহ শীঘ্রগতি।
গন্ধর্ব্ব না যায় যেন আপন বসতি ॥
ছাড়াইয়া আন গিয়া প্রধান কৌরবে।
প্রণয়পূর্ব্বক হলে দ্বন্দ্ব না করিবে ॥
এত যদি কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
গর্জ্জিয়া উঠিল ভীম অর্জ্জুন সুমতি ॥
ধন্য মহাশয় তুমি ধর্ম্ম অবতার।
এখনো ঈদৃশ বুদ্ধি অদৃষ্ট আমার ॥
আমা সবাকারে দুষ্ট যতেক করিল।
কাল পেয়ে সেই বৃক্ষ এখন ফলিল ॥
অহর্নিশি জাগে সেই মনের অনিষ্ট।
গন্ধর্ব্ব করিল তাহা ঘুচিল অরিষ্ট ॥
অধর্ম্মে বাড়ায় রাজা অধর্ম্মীর সুখ।
তাহা দেখি নিত্য পাই পরম কৌতুক ॥
ক্রমে ক্রমে সকল সংসার করে জয়।
যথাকালে মূল সহ বিনাশিত হয় ॥
যত গর্ব্ব করিল কৌরব দুরাশয়।
নিঃশত্রু হইল রাজ্য চল নিজালয় ॥
এতেক বলেন যদি ভাই দুই জন।
মনেতে চিন্তেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
বিনা ক্রোধে কার্য্যসিদ্ধি না হয় নিশ্চয়
তবে ধর্ম্ম কহিলেন ডাকি ধনঞ্জয় ॥
কহিলে যতেক পার্থ অন্যথা না করি।
সে মম পরম শত্রু আমি তার বৈরী ॥
আত্মপক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করিব যখন।
তারা শত সহোদর মোরা পঞ্চ জন ॥
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত।
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত ॥
সে কারণে কহি ভাই করিতে উদ্ধার।
পূর্ব্বাপর আছে ভাই নীতি বিধাতার ॥

আর এক কথা শুন বিচারিয়া মনে।
যদি না আনিবে তুমি রাজা দুর্য্যোধনে ॥
দুষ্টবুদ্ধি অতিশয় রাজা চিত্রসেনে।
পশ্চাৎ হইবে তার অহঙ্কার মনে ॥
লইবেক দুর্য্যোধনে সহ নারীবৃন্দ।
অমরমণ্ডলী তথা আছেন সুরেন্দ্র ॥
সুবাকার আগে কহিবেক সমাচার।
জিনিনু কৌরবসেনা রণে অনিবার ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চ জন তথায় আছিল।
যত মোর পরাক্রম বসিয়া দেখিল ॥
তাহার কুলের বধূ সহ দুর্য্যোধনে।
বান্ধিয়া আনিনু দেখিলেক সর্ব্বজনে ॥
বারণ করিতে শক্তি নহিল কাহার।
কহিবে ইন্দ্রের আছে এই সমাচার ॥
শুনিয়া হাসিবে যত অমর-সমাজ।
অবজ্ঞা করিবে তোমা ইন্দ্র দেবরাজ ॥
তুমি যে অবজ্ঞা কর ভাবিয়া বিপক্ষ।
দেবতা জানিবে তুমি বলেতে অশক্য ॥
আনিতে বলিনু আমি ইহা মনে করি।
নহে দুর্য্যোধন মম কোন উপকারী ॥
শুনিয়া উঠিল কোপে বীর ধনঞ্জয়।
এমত কহিবে দুষ্টবুদ্ধি পাপাশয় ॥
এই দেখ মহাশয় তোমার প্রসাদে।
না জীবে গন্ধর্ব্ব আজি পড়িল প্রমাদে ॥
এত বলি মহাক্রোধে উঠিয়া অর্জ্জুন।
গাণ্ডীব নিলেন হাতে বান্ধি যুগ্ম তূণ ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণমিয়া করি কৃতাঞ্জলি।
রথে গিয়া চড়িলেন শ্রীগোবিন্দ বলি ॥
পবনগমন জিনি চলে স্বর্গপথ।
ক্ষণে উত্তরিল যথা চিত্রসেনরথ ॥
পাছে যান ধনঞ্জয় ফিরিয়া নেহালি।
শীঘ্রগতি রথ চালাইল মহাবলী ॥
তবে পার্থ মনে মনে করেন বিচার।
পলায় গন্ধর্ব্ব ভয়ে অই কুলাঙ্গার ॥
অতিবেগে ধায় রথ যাবে স্বর্গমাঝে।
বিদিত হইবে তবে দেবতা-সমাজে ॥

ইহা জানি শরজালে রোধিলেন পথ।
ফাঁফর গন্ধর্ব্বপতি না চলিল রথ ॥
চতুর্দ্দিকে ফিরি দেখে যেতে নাহি শক্য।
পিঞ্জরের মধ্যে যেন রহে পোষা পক্ষ ॥
সেইক্ষণে উপনীত বীর ধনঞ্জয়।
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি কহে সবিনয় ॥
কহ পার্থ কোন হেতু আসিলে হেথায়।
দুর্য্যোধন উপকারে আসিতেছ প্রায় ॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মোর মনে।
আজন্ম হিংসিল দেখ তোমা পঞ্চ জনে ॥
কহিতে না পারি পূর্ব্বে আর যত ক্লেশ।
সম্প্রতি দেখি যে বনে তপস্বীর বেশ ॥
তাহার উচিত ফল পায় দৈববশে।
পথ ছাড় শীঘ্রগতি যাই নিজবাসে ॥
পার্থ বলিলেন জ্ঞান নাহিক তোমায়।
কহিলে যতেক কথা পাগলের প্রায় ॥
আপনা আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে।
আত্মপক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে ॥
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস অজ্ঞান।
আমা সবে ভিন্ন ভাব করেছিস জ্ঞান ॥
যুধিষ্ঠির তুল্য মম ভাই দুর্য্যোধন।
তাহারে লইয়া যাস করিয়া বন্ধন ॥
এই কুলবধূগণে তুমি লয়ে যাবে।
লোকেতে হইবে কুৎসা কলঙ্ক রটিবে ॥
কুলের কুৎসায় সুখী কুলাঙ্গার জন।
কি মতে সহিবে তাহা আমার এ মন ॥
এই হেতু শীঘ্রগতি আইনু হেথায়।
ছাড় দুর্য্যোধনে নহে যাবে যমালয় ॥
করহ সকল মুক্ত নহে ফল দিব।
মুহূর্ত্তে শমন গৃহে তোমারে পাঠাব ॥
চিত্রসেন বলে তোর জানিলাম মতি।
বুঝিয়া করিল বিধি এতেক দুর্গতি ॥
মরিতে বাসনা তব হইল নিশ্চয়।
দুই ভাই এক সঙ্গে যাবি যমালয় ॥
এত বলি দিল শীঘ্র ধনুকে টঙ্কার।
দশদিক শরজালে হল অন্ধকার ॥

দেখি পার্থ হইলেন জ্বলন্ত অনল।
নিমেষের মধ্যে কাটিলেন সে সকল ॥
দোঁহার বিচিত্র শিক্ষা দোঁহে লঘুহস্ত।
বৃষ্টিবৎ শত শত পড়ে কত অস্ত্র ॥
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে।
জ্বলন্ত উলকা প্রায় উঠয়ে অম্বরে ॥
হইল দোঁহার অঙ্গ শরেতে জর্জ্জর।
ভ্রূভঙ্গ তিলেক নাহি দোঁহে ধনুর্দ্ধর ॥
গন্ধর্ব্ব আপন মায়া করিল প্রকাশ।
সন্ধান পূরিয়া অস্ত্র এড়িলেন পাশ ॥
দিব্য অস্ত্র এড়ি পার্থ করে নিবারণ।
দশ অস্ত্র অঙ্গে তার করেন ঘাতন ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষসিক দীক্ষা।
নরেতে নাহিক তুল্য অর্জ্জুনের শিক্ষা ॥
যে বাণে গন্ধর্ব্ব বান্ধে রাজা দুর্য্যোধনে।
সেই বাণ ধনঞ্জয় যুড়ে ধনুর্গুণে ॥
বান্ধি গন্ধর্ব্বের গলা ভুজের সহিত।
নিজ রথে চড়াইয়া চলেন ত্বরিত ॥
দুর্য্যোধন নারী সহ গন্ধর্ব্বের পতি।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত ধর্ম্মের বসতি ॥
সমর্পিয়া সকলেরে করে নিবেদন।
যেরূপে গন্ধর্ব্ব-পতি করিলেক রণ ॥
যুধিষ্ঠির খুলিলেন দোঁহার বন্ধন।
পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন ॥
এই চিত্রসেন জান গন্ধর্ব্বের পতি।
ইহাঁকে উচিত নহে এতেক দুর্গতি ॥
চিত্রসেনে কহিলেন তুমি মতিমন্ত।
চালন করহ কেন ক্ষত্রিয় দুরন্ত ॥
বালক অর্জ্জুন করিলেক অপরাধ।
চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ ॥
না কহিবে ইন্দ্রকে এ সব অপমান।
যাহ শীঘ্র নিজালয়ে করহ প্রয়াণ ॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্বপতি আনন্দিতমনে।
আশীর্ব্বাদ করি তবে চলে সেইক্ষণে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুর্য্যোধনের সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান।

গন্ধর্ব্ব বিদায় হয়ে গেল নিজস্থান।
দুর্য্যোধন আসি ধর্ম্মে করিল প্রণাম ॥
বসিল মলিনমুখে হয়ে নম্রশির।
মধুর বচনে কহিছেন যুধিষ্ঠির ॥
শুন ভাই হেন কর্ম্ম না করিহ আর।
পৌরুষ নাহিক ইথে আমা সবাকার ॥
বিশেষে বৈভবকালে ধর্ম্ম আচরণ।
ধন হলে নাহি করে ধর্ম্মকে হেলন ॥
কহিলেন এই মত বহু নীতিবাণী।
অগ্রসরি নারীগণে আনে যাজ্ঞসেনী ॥
দ্রৌপদীরে প্রণমিল যত নারীগণ।
যতেক দুঃখের কথা কৈল নিবেদন ॥
দুস্তর সাগর মাঝে ডুবিল তরণী।
নিজগুণে উদ্ধারিল ধর্ম্মনৃপমণি ॥
বুঝিলাম কুরুবংশ রক্ষার কারণে।
নিবসতি তোমা সবে কৈলে এই বনে ॥
তবে কৃষ্ণা সবাকারে করিল সম্মান।
ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া দিল দিব্য অন্নপান ॥
একত্র হইল তবে যত সৈন্যগণ।
পরম কৌতুকে সবে করিল ভোজন ॥
রাজা আদি করিয়া ভুঞ্জিল ক্রমে ক্রমে
নারীবৃন্দ আকুল হইল সবে ঘুমে ॥
ভয়ে কেহ নাহি শোয় রাজার কারণে।
দ্রৌপদী সহিত আছে কথোপকথনে ॥
তবে মানী দুর্য্যোধন মলিনবদনে।
বিদায় হইয়া চলে ধর্ম্মের চরণে ॥
মধুর সম্ভাষে রাজা করিয়া বিদায়।
অগ্রসরি কত দূর যান ধর্ম্মরায় ॥
শীঘ্রগামী চলে সবে যত সেনাগণ।
বিরস-বদনে যায় রাজা দুর্য্যোধন ॥
নগরে যাইবামাত্র আছে কত পথ।
সেইখানে দুর্য্যোধন রহাইল রথ ॥
মাতুল শকুনি আর কর্ণ দুঃশাসনে।
সম্বোধি কহিতে লাগে সুদুঃখিতমনে ॥

স্বসৈন্য সহিত দেশে যাহ সর্ব্বজন।
নিশ্চয় কহিনু আমি ত্যজিব জীবন।।
পূর্ব্বে না বুঝিনু আমি আপনার বল।
সমুচিত বিধি তার দিয়াছেন ফল।।
পূর্ব্বে যদি এ সকল কহিতে হে সবে।
যুধিষ্ঠির সহ কেন বিরোধ হইবে।।
ভীমার্জ্জুন হতে মোরে স্নেহ তাঁর অতি
স্বচ্ছন্দে পালিত মোরে ধর্ম্ম নরপতি।।
ভ্রাতৃভেদ করাইলে করিয়া আশ্বাস।
আমি মন্দমতি তাহে করিনু বিশ্বাস।।
অনুক্ষণ কহ সবে মারিব পাণ্ডব।
চক্ষু কর্ণে বিবাদ ঘুচিল আজি সব।।
পলাইলে সবে মোরে রাখি যুদ্ধভূমে।
বান্ধিয়া লইতেছিল গন্ধর্ব্ব আশ্রমে।।
আর দেখ অপরূপ রহস্য বিধির।
আজন্ম হিংসিনু আমি রাজা যুধিষ্ঠির।।
উদ্ধার করিল সেই আমা হেন জনে।
মরণ অধিক লাজ মস্তক মুণ্ডনে।।
চিত্রসেন-হস্তে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শতগুণে।
অযশ উদ্ধার মোর করিল অর্জ্জুনে।।
কোন লাজে লোকমাঝে দেখাব বদন।
নিশ্চয় না যাব দেশে এই নিরূপণ।।
তবে কর্ণ মহাবীর দেখিয়া অশক্য।
কহিতে লাগিল কথা রাজ-হিত পক্ষ।।
শুন রাজা কি কারণে চিন্ত অকারণ।
জয় পরাজয় যত দৈবের ঘটন।।
ইন্দ্র দেবরাজ হন অমর ঈশ্বর।
সদাকাল দেখ তাঁর দানবের ডর।।
কতবার স্বর্গভ্রষ্ট করাইল তাঁরে।
পুনর্ব্বার পায় রাজ্য উপায় প্রকারে।।
পূর্ব্বাপর হেন নীতি বিধির আছয়।
কখন বা জয় যুদ্ধে কভু পরাজয়।।
কহিলে যে যুধিষ্ঠির উদ্ধার-কারণ।
আপনার স্বীয় ধর্ম্ম কৈল প্রবর্ত্তন।।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অধর্ম্মের ভয়ে।
সে কারণে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয়ে।।
সৈন্য হেতু সেনাপতি জয় করে রন।
পূর্ব্বাপর এইমত বিধির ঘটন।।
শুন ওহে মহারাজ আমার বচন।
আজি আমি কহি কথা করিব যেমন।।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সবাকার আগে।
মহাবীর ধনঞ্জয় থাক্ মোর ভাগে।।
তব হস্তে ভীমসেন না ধরিবে টান।
আর জনে সংহারিব পতঙ্গ সমান।।
পরাজয় হেতু রাজা কর অভিমান।
শাস্ত্রমত কহি শুন তাহার বিধান।।
বিদ্যার সমান বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে।
অপত্য সমান স্নেহ নাহি অন্য জনে।।
শত্রু কেহ নহে রাজা ব্যাধির সমান।
সবারে অধিক দেখ দৈব বলবান।।
দৈবকারণ বুঝি ক্ষমা করিলাম সবে।
মনুষ্য হইলে বলি অপমান ভবে।।
এতেক বলিল যদি সূর্য্যের নন্দন।
তথাপিহ মৌনভাবে আছে দুর্য্যোধন।।
হেনকালে মিলি দৈত্য দানব সকল।
দুর্য্যোধন-দুঃখে কহে হইয়া বিকল।।
আমার বংশেতে জন্ম হইল ইহার।
তেঁই সে ইহার দুঃখে দুঃখ সবাকার।।
আশ্বাস করিয়া সবে বলে শূন্যবাণী।
ঘরে যাহ ওহে রাজা কর্ণকথা শুনি।।
যাহ কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা আপন আশ্রয়।
কর্ণের প্রতিজ্ঞা রাজা কভু মিথ্যা নয়।।
যুদ্ধে পরাজয় হেতু না করিহ মনে।
দেবতা মনুষ্যে যুদ্ধ ভঙ্গ সে কারণে।।
এত শুনি উঠিলেন কৌরবের পতি। (২১)
সসৈন্যেতে নিজালয়ে যায় শীঘ্রগতি।।
পাইয়া এ সব বার্ত্তা ভীষ্ম মহাবল।
ধৃতরাষ্ট্র-অগ্রে গিয়া কহিল সকল।।
তোমার পুত্রের কথা করহ শ্রবণ।
যে হেতু বিলম্ব তার হল এতক্ষণ।।
যথায় কাম্যকবন প্রভাসের তীর।
পঞ্চ সহোদর যথা রাজা যুধিষ্ঠির।।

দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ শকুনির দুষ্টপণে।
দেখাতে বৈভব গেল লয়ে সর্ব্বজনে ॥
গন্ধর্ব্ব অধিপ সহ সংগ্রাম হইল।
সসৈন্যে শকুনি কর্ণ দূরে পলাইল ॥
নারীবৃন্দ-সহ পরে ধরি দুর্য্যোধনে।
গন্ধর্ব্ব লইতেছিল করিয়া বন্ধনে ॥
দয়ার সাগর অতি ধর্ম্মের তনয়।
উদ্ধারিতে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয় ॥
এখন এরূপ যার ধর্ম্ম আচরণ।
ইহার সর্ব্বত্র জয় জানিহ রাজন ॥
শুনিয়া অন্ধের হল বিকলিত মন।
বহুমতে নিন্দা করে নিজ পুত্রগণ ॥

হস্তিনায় সশিষ্য দুর্ব্বাসার আগমন।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ।
সহজে অশুদ্ধবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন ॥
আজন্ম হিংসিল দুষ্ট নানা দুরাচারে।
ক্ষমাবন্ত ধর্ম্মশীল ধর্ম্ম-অবতারে ॥
তথাপিহ করি স্নেহ তারেন সঙ্কটে।
হেন জনে দুঃখ দুষ্ট দিলেক কপটে ॥
মৃত্যু হতে উদ্ধারিল যেই মহাজন।
পুনরপি বাঞ্ছা করে তাহার মরণ ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম না করে গণন।
সে হেতু সবংশে মজে রাজা দুর্য্যোধন ॥
শুনিলাম মিষ্টকথা তোমার বদনে।
অতঃপর কি করিল দুষ্টবুদ্ধিগণে ॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান।
পিতামহগণ তবে গেল কোন স্থান ॥
শুনিতে আনন্দ বড় জন্ময়ে অন্তরে।
মুনিবর বিবরিয়া বলহ আমারে ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর।
কাম্যক কাননে আছে পঞ্চ সহোদর ॥
যজ্ঞ জপ ব্রত তপ ধর্ম্ম আচরণ।
পূর্ব্ববত শত শত ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
এথায় আসিয়া তবে কৌরবপ্রধান।
গন্ধর্ব্বপতির হাতে পেয়ে অপমান ॥
আহারে অরুচি হল অভিমান মনে।
একান্তে বসিয়া কহে যত দুষ্টগণে ॥
হে কর্ণ প্রাণের সখা মাতুল ঠাকুর।
কিমত প্রকারে মোর দুঃখ হবে দূর ॥
করিলে সুযুক্তি সবে যতেক মন্ত্রণা।
বিশেষ হইল সেই আপন যন্ত্রণা ॥
সুন্দর দেখিতে যেন পরিল অঞ্জন।
বিধির বিপাকে অন্ধ হইল নয়ন ॥
গর্ব্বান্ধ করিল যত মম অপমান।
ততোধিক শত্রুহস্তে হয়ে পরিত্রাণ ॥
ইহা হতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ গণি শতগুণে।
এতেক দুর্গতি হবে ইহা কেবা জানে ॥
আর দেখ পাণ্ডবের পুণ্যের প্রকাশ।
স্বর্গের অধিক সুখ অরণ্য-নিবাস ॥
ইন্দ্রের সমান সঙ্গী চারি সহোদর।
সূর্য্যতুল্য শত শত কত দ্বিজবর ॥
মনের মানসে সবে করে নানাভোগ।
দ্রুপদনন্দিনী একা করয়ে সংযোগ ॥
জানিনু নিশ্চয় তারা দৈবে বলবান।
মম সুখ নহে তার শতাংশে সমান ॥
সূর্য্যের সমান পঞ্চ শত্রু বলবন্ত।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে করিবেক অন্ত ॥
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
সুরাসুর নর আদি আছে যত জনে ॥
মাতুল ত্রিগর্ত্ত তুমি আমি দুঃশাসন।
বহুশ্রম করিলে না পারি কদাচন ॥
বনের নিবাস শেষ যে কিছু আছয়।
ইতিমধ্যে এমন উপায় যদি হয় ॥
প্রকারে পরম শত্রু যদি হয় নাশ।
আমার মনের হয় পূর্ণ অভিলাষ ॥
এতেক কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে দুষ্ট মন্ত্রীগণ ॥
কি কারণে তুমি কর পাণ্ডবের ভয়।
নিজ-পরাক্রম নাহি জান মহাশয় ॥
বুদ্ধিবলে করিব উপায় যত আছে।
তাহাতে নিস্তার পায়ে যদি তারা বাঁচে

অস্ত্রের অনলে দগ্ধ করিব পাণ্ডবে।
সামান্য কর্ম্মেতে কেন চিন্ত এত সবে।
দুষ্ট মন্ত্রিগণ যত কহিলেক ভাষা।
তার কত দিনান্তরে আসিল দুর্ব্বাসা॥
সঙ্গেতে সহস্র দশ শিষ্য মহাঋষি।
মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রায় উত্তরিল আসি॥
দুর্য্যোধন শুনে যবে ঋষি-আগমন।
আগুসরি কত দূরে গেল সর্ব্বজন॥
যতেক অমাত্য আর সহোদর শত।
মুনির চরণে সবে হল দণ্ডবত॥
প্রণাম করিল শিষ্যগণে সর্ব্বজনে।
বসাইল মুনিরাজে রত্নসিংহাসনে॥
সুশীতল আনি জল রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি করিল ধৌত মুনির চরণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া পূজে মুনিরাজে
সেই মতে পূজিলেক শিষ্যের সমাজে।
করযোড় করি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল কিছু বিনয় বচন॥
নিবেদন আছে কিছু কিন্তু ভয় হয়।
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়॥
আজি মোরে সুপ্রসন্ন হল দেবগণ।
সে কারণে দেখিলাম তোমার চরণ॥
মুনি বলে শুনিয়াছি তব ভাগ্য কথা।
সে হেতু আসিতে বাঞ্ছা বহুদিন এথা।
তোমার বৈভব যত শুনি লোকমুখে।
দেখিতে আসিনু হেথা মনের কৌতুকে॥
রাজা বলে উগ্র তপ কৈল পিতৃগণ।
জানিনু প্রসন্ন মোরে দেব-দ্বিজগণ॥
পাইলাম আজি পূর্ব্ব তপস্যার ফল।
নিশ্চয় জানিনু মোর জনম সফল॥
জানিলাম আজি মোরে সুপ্রসন্ন বিধি
নতুবা আমার গৃহে কেন তপোনিধি॥
বহুবিধ স্তব কৈল কৌরবসমাজ।
বসিবারে আজ্ঞা করি কহে মুনিরাজ।
মুনি বলে ভাগ্যবন্ত তুমি ক্ষিতিতলে।
নহিবে এমন আর ক্ষত্রিয়ের কুলে॥
মহাবংশ-জাত তুমি খ্যাত চরাচর।
তব পূর্ব্ব পিতামহ যত পূর্ব্বাপর॥
মহাকীর্ত্তিমন্ত যত সবে মহাতেজা।
সে মত হইলে তুমি নিজে মহারাজা॥
কিন্তু পূর্ব্ব পিতামহ করিল যে কর্ম্ম।
সেইমত প্রাণপণে পাল কুলধর্ম্ম॥
যজ্ঞ তপ ব্রত আর ব্রাহ্মণ ভোজন।
সুনীতে করিবে নিত্য প্রজার পালন॥
দ্রব্য কিনি মূল্য দিবে উচিত যে হবে।
বিক্রয় করিতে ঔপাধিক না লইবে॥
পালন করিবে প্রজা পুত্রের সমানে।
দোষমত শাস্তি দিবে দুষ্টবুদ্ধি জনে॥
মান্যজনে নিত্য নিত্য বাড়াইবে মান।
যে কিছু কহিবে কথা বিনয়-প্রধান॥
সতত না হয় শান্তি সদা নহে রোষ।
কালের উচিত কর্ম্ম পরম পৌরুষ॥
দুষ্ট বুদ্ধিদাতা কর্ম্ম দুষ্ট দুরাচার।
সে সকলের সহ নাহি করিবে ব্যভার॥
সদত শাসনে যেন থাকে সর্ব্ব ক্ষিতি।
অনুরক্ত থাকে যেন সকল নৃপতি॥
পরপক্ষে কদাচিত নহিবে বিশ্বাস।
রাখিবে অন্তর জানি যত দাসী দাস॥
বিরূপ না হও কভু আত্মপক্ষ জনে।
পালিবে এ সব কথা পরম যতনে॥
নহুষ যযাতি আদি পূর্ব্ববংশ যত।
পৃথিবী পালিত সবে করি এইমত॥
সে সবা হইতে তব বিপুল বিভব।
দ্বিগুণ পাইবে শোভা হইলে এ সব॥
এত শুনি সবিনয়ে বলে কুরুপতি।
যাহা করিয়াছি আমি আপন শকতি॥
অতঃপর যাহা হয় তব উপদেশ।
আপনি করিয়া কৃপা কহিলে বিশেষ॥
পালন করিব যত্নে তব এই কথা।
আপনি হইলে মম জ্ঞান-চক্ষুদাতা॥
পূর্ব্বপিতামহগণ ছিল উগ্রতপা।
সে কারণে কর প্রভু এত দূর কৃপা॥

এখন হইল প্রভু সফল জীবন।
বিবিধ অনেক স্তুতি কৈল দুর্যোধন ॥
হেনমতে কথোপকথনে মুনিরাজ।
করিল আনন্দমতি কৌরবসমাজ ॥
নানা বাক্য কথায় কৌতুক মনসুখে।
মুনিরে করিল বশ যত সভ্যলোকে ॥
একদা একান্তে বসি রাজা দুর্য্যোধন।
ডাকিল শকুনি কর্ণ ভাই দুঃশাসন ॥
কর্ণে সম্বোধিয়া কহে কৌরব-প্রধান।
আমার বচনে সখা কর অবধান ॥
বিচার করিনু এক আমি মনে মনে।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরা রহে কাম্যবনে ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মীর সমান।
তাহার প্রসাদে সবে পায় পরিত্রাণ ॥
সূর্য্যের কৃপার ফলে কিঞ্চিৎ রন্ধনে।
পরম সন্তোষে তাহা ভুঞ্জে লক্ষ জনে ॥
যত লোক যায় তথা সবে অন্ন পায়।
যতক্ষণ যাজ্ঞসেনী কিছু নাহি খায় ॥
অক্ষয় থাকয়ে যত চতুর্ব্বিধ ভোগ।
অপূর্ব্ব দেখহ কিবা বিধির সংযোগ ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা করিলে ভোজন।
কিঞ্চিৎ মাগিলে নাহি পায় কোন জন ॥
প্রতিদিন হেন মতে ভুঞ্জায় সবায়।
দশ দণ্ড নিশাযোগে নিজে কিছু খায় ॥
সেই কালে সেইস্থানে যাবে মুনিরাজ।
সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ ॥
দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যাবে সেই স্থানে।
সেবায় নহিবে ক্ষম ভাই পঞ্চ জনে ॥
দোষ দেখি মহামুনি দিবে ব্রহ্মশাপ।
মরিবে পাণ্ডববংশ ঘুচিবে সন্তাপ ॥
তোমা সবাকার মনে না জানি কি লয়।
ঋষিরে কহিব বুঝি যদি যোগ্য হয় ॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় সর্ব্বজন ॥
সবে বলে মহারাজ যে আজ্ঞা তোমার।
করিলে মন্ত্রণা এই সংসারের সার ॥
এমনি কৌতুকমতি আছে সর্ব্বজন।
ভক্তিভাবে করে নিত্য মুনির সেবন ॥
একদা দিনান্তে বসি হর্ষে মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া যত কৌরবসমাজ ॥
হিত উপদেশ আর মধুর উত্তর।
দুর্য্যোধনে সম্বোধিয়া কহে মুনিবর ॥
শুন রাজা ত্রিভুবনে পূরে তব যশ।
তোমার সেবায় বড় হইলাম বশ ॥
ইষ্ট বর মাগি লহ মম বিদ্যমান।
বিদায় করহ শীঘ্র যাই যথাস্থান ॥
মুনির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
গদগদভাবে কহে বিনয় বচন ॥
ধন ধর্ম্ম ধরা পুত্র বিভব বিপুল।
কেবল তোমার মাত্র আশীর্ব্বাদ মূল ॥
পরিপূর্ণ আছে সৈন্য রাজ্য অধিকার।
কেবল রহুক ভক্তি চরণে তোমার ॥
আর এক নিবেদন শুন মহাশয়।
কহিতে সঙ্কোচ করি কৃপা যদি হয় ॥
যথায় কাম্যকবনে পাণ্ডুর তনয়।
সংহতি করিয়া যদি শিষ্য সমুদয় ॥
উত্তীর্ণ হইবে যবে দশ দণ্ড নিশি।
সেকালে অতিথি হবে ওহে মহাঋষি ॥
ভক্তিভাব বুঝিয়া জানিবা তার মন।
সবে বলে ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডুর নন্দন ॥
পূজা করে দেব-দ্বিজে ভক্তি অতিশয়।
সেই কথা পরীক্ষা করিতে যোগ্য হয় ॥
সকালে সকল দ্রব্য হয় উপস্থিত।
রন্ধন করেন কৃষ্ণা নিত্য নিয়মিত ॥
ভোজন করয়ে যত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ।
তাহার মধ্যেতে যদি হয় লক্ষ জন ॥
নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ থাকে সে সময়।
অনায়াসে খায় তথা যত লোক যায় ॥
অভক্তি ভক্তির ভাব না হয় বিদিত।
সেকারণে কালাতীতে যাইতে উচিত ॥
দশদণ্ড নিশা যবে উত্তীর্ণ হইবে।
পাক সমাপন করি যাজ্ঞসেনী খাবে ॥

শয়নের উদ্যোগ করিবে সর্ব্বজন।
সেই কালে শিষ্যসহ যাবে তপোধন॥
তবে যদি মধ্যাহ্ন কালের অনুসারে।
যে জন করয়ে ভক্তিভাব বলি তারে॥
সন্দেহ ভাঙ্গিতে ইথে তোমা ভিন্ন নাই
অবশ্য যাইতে তথা দেখিবে গোঁসাই॥
দুর্য্যোধন নৃপতির নম্র কথা শুনি।
কৃপা করি কহিতে লাগিল মহামুনি॥
কোন ভার দিলে রাজা এই কোন কথা।
তব প্রীতি হেতু আমি যাইব সর্ব্বথা॥
জানিব সত্যের ভাব রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দ্বিতীয় করিব স্নান পুষ্করের নীরে॥
তৃতীয় তোমার বাক্যে করিব এ কাজ।
শীঘ্রগতি বিদায় করহ মহারাজ॥
শুনিয়া আনন্দমতি রাজা দুর্য্যোধন।
সবান্ধবে প্রণাম করিল হৃষ্টমন॥
বহুবিধ বিনয় করিল সর্ব্বজনে।
সেই মতে সাদরে সম্ভাষি শিষ্যগণে॥
বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন।
রহিল আনন্দমনে রাজা দুর্য্যোধন॥

কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্ব্বাসার আগমন।

বিদায় হইয়া মুনি দুর্য্যোধন-স্থানে।
বহু শিষ্য সহ যায় আনন্দিতমনে॥
যাইতে যাইতে মুনি বিচারিল মনে।
কহিল ডাকিয়া কাছে যত শিষ্যগণে॥
চল সবে এই পথে প্রভাসের তীর।
কাম্যবনে যাব যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
বহুদিন পরে তারে করিব দর্শন।
পরম ধর্ম্মাত্মা তারা ভাই পঞ্চজন॥
প্রভাসের স্নান আর ধর্ম্মের সম্ভাষ।
দুর্য্যোধন রাজার মনের অভিলাষ॥
অনায়াসে তিন কর্ম্ম হবে এককালে।
এতেক বলিয়া মুনি পূর্ব্বদিকে চলে॥
জনপদ ছাড়ি সবে প্রবেশিল বন।
হেনকালে অস্তাচলে যান বিকর্ত্তন॥

পূর্ব্বদিক সুপ্রসন্ন কৈল কলানিধি।
কুমুদিনী বিকসিতা দেখিয়া কৌমুদী॥
মাধব মাসেতে সিতপক্ষ চতুর্দ্দশী।
সেই দিন যাত্রা করে দুর্ব্বাসা মহর্ষি॥
কৌতুকে পথেতে নানা কথার প্রবন্ধ।
বিচিত্র বনের শোভা দেখিয়া সানন্দ॥
অতিক্রান্ত হল ক্রমে যবে অর্দ্ধ নিশি।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত গেল মহাঋষি॥
যথায় ধর্ম্মের পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
উত্তরিল মহামুনি প্রভাসের তীর॥
যুধিষ্ঠির শুনি তবে মুনি-আগমন।
আগুসরি কত দূর যান পঞ্চজন॥
দুর্ব্বাসা দেখিয়া সবে আনন্দিতমন।
সেই মত চলিল যতেক দ্বিজগণ॥
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির করেন বিচার।
এ রাত্রে কি হেতু মুনি করে আগুসার॥
বিশেষে দুর্ব্বাসা মুনি আর কেহ নয়।
অল্পদোষে মহারোষে করিবে প্রলয়॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন চিন্তা করি মিছা।
অবশ্য হইবে যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
দেখিতে দেখিতে তথা আসে মুনিরাজ।
সংহতি সহস্র দশ শিষ্যের সমাজ॥
সম্ভ্রমে চরণে পড়িলেন দণ্ডবৎ।
আদর করেন যেন দেবের সম্মত॥
মুনিরে প্রণাম করি ভাই পঞ্চজনে।
সেইমত সম্ভাষেন যত শিষ্যগণে॥
আছিল রাজার সঙ্গে যতেক ব্রাহ্মণ।
মুনিরাজে সম্ভাষণা করে সর্ব্বজন॥
বয়োধিকে মান্য করি প্রণাম করিল।
জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠেরে আশীর্ব্বাদ দিল॥
সমান সমান জনে ধরি দেয় কোল।
নমস্কারে আশীর্ব্বাদে হল মহাগোল॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুড়ি দুই কর।
বিনয় করেন মুনিরাজ বরাবর॥
ধর্ম্ম বলিলেন মুনি করি নিবেদন।
শুনিবারে ইচ্ছা আগমনের কারণ

কোন দেশ হতে আজি হল আগমন।
কোন দেশ করিবেন মঙ্গল-ভাজন ॥
তীর্থ অনুসারে কিম্বা মম ভাগ্যোদয়।
বিশেষ করিয়া কহ কৃপা যদি হয় ॥
মুনি বলে শুন যদি জিজ্ঞাসিলে তুমি।
সশিষ্যে হস্তিনাপুরে গিয়াছিনু আমি ॥
অনেক করিল সেবা ভাই শত জনে।
তোমারে দেখিতে বড় ইচ্ছা হল মনে ॥
এ হেতু এথায় এবে করি আগমন।
যেমন পাণ্ডব কুরু আমার তেমন ॥
আর এক কথা শুন ধর্ম্মের নন্দন।
পথশ্রমে ক্ষুধাতুর আছি সর্ব্বজন ॥
রন্ধন করিতে কহ যাহ শীঘ্রগামী।
তাবত প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করি আমি ॥
শুনিয়া মুনির কথা ধর্ম্মের তনয়।
মনেতে চিন্তেন আজি না জানি কি হয়।
অন্তরে জন্মিল ভয় পাছে করে ক্রোধ।
অনুমতি দিলেন মুনির উপরোধ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন মম ভাগ্যোদয়।
সে কারণে আগমন আমার আলয় ॥
সন্ধ্যা হেতু গতি এবে কর মহাশয়।
করিব যে কিছু মম ভাগোদয়ে হয় ॥
তবে মুনি চলিলেন সহ শিষ্যগণে।
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণে ॥
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির আপন আশ্রমে।
দ্রৌপদীরে আসিয়া কহেন ক্রমে ক্রমে ॥
ধর্ম্মের যতেক কথা দ্রৌপদী শুনিল।
উপায় না দেখি কিছু প্রমাদ গণিল ॥
কৃষ্ণা বলে যেই কথা কৈলে মহাশয়।
হেন বুঝি বিধি কৈল অকালে প্রলয় ॥
সশিষ্য অতিথি হল উগ্রতপা ঋষি।
আমার নাহিক শক্তি আজিকার নিশি ॥
রজনী প্রভাতে কালি সূর্য্যের প্রসাদে।
দশলক্ষ হইলে ভুঞ্জাব অপ্রমাদে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণা উত্তম কহিলে।
মুনি-ক্রোধানলে আজি সবে দগ্ধ হৈলে ॥
কি কর্ম্ম করিবে কালি প্রভাতে কে জানে।
দুর্ব্বাসার ক্রোধ সহে কাহার পরাণে ॥
দ্রৌপদী কহিল এ কি দৈবের সংযোগ।
আমার কর্ম্মের ফল কে করিবে ভোগ ॥
সুকর্ম্মের চিহ্ন যদি হত মহারাজ।
দিবসে আসিত তবে মুনির সমাজ ॥
আমা সবা হতে কিছু নহে প্রতীকার।
কেবল কারণ কৃষ্ণ করিতে উদ্ধার ॥
তবে ত দ্রৌপদী দেবী ভাবে মনেমন।
কৃষ্ণ বিনা এ সময়ে রাখে কোন জন ॥
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু জগতের পতি।
রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র পাণ্ডব-সারথি ॥
তুমি যদি এইবার করহ রক্ষণ।
নতুবা পাণ্ডব-বংশ হইল নিধন ॥
এমত দ্রৌপদী দেবী অলক্ষণ ভাবে।
যুধিষ্ঠিরে কহে দেবী কহ কিবা হবে ॥
বড়ই অনর্থ হল দুর্ব্বাসাগমনে।
বুঝিলাম রক্ষা নাহি শুনহ রাজনে ॥
দ্রৌপদীর মুখে রাজা শুনিয়া বচন।
জ্ঞানহত যুধিষ্ঠির হইল তখন ॥
হেঁটমুখে বসি রাজা ভাবিতে লাগিল।
দুর্ব্বাসার ক্রোধে বুঝি সকলি মজিল ॥
এ সময় কৃষ্ণ বিনা কে করে তারণ।
ভকতের নাথ কৃষ্ণ পতিত-পাবন ॥
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রে বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে
পার কর জগন্নাথ বিপদসাগরে ॥
পার কর শ্রীগোবিন্দ মোরে মহাশয়।
রাখহ পাণ্ডবকুল মজিল নিশ্চয় ॥
তোমা হেন আছে যার মহারত্ননিধি।
এমন সংযোগ তারে মিলাইল বিধি ॥
তোমারে পাণ্ডববন্ধু বলি লোকে কয়।
সে কথা পালন কর ওহে দয়াময় ॥
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ ভাই আকুল হইয়া।
ডাকিতেছে কোথা কৃষ্ণ উদ্ধার আসিয়া
তথায় কৌতুকে কৃষ্ণ দ্বারকানগরে।
শয়ন করিয়াছেন রুক্মিণীর ঘরে ॥

ব্যগ্র হয়ে ভক্ত ডাকে বলি জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে যেন কণ্টকের ঘাত॥
রহিতে নাহিক শক্তি ভক্তদুঃখ জানি।
ব্যস্ত হয়ে উঠিলেন দেব চক্রপাণি॥
চিন্তান্বিত অত্যন্ত করেন ছটফট।
রুক্মিণী কহেন দেখি করিয়া কপট॥
চিত্তের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণ।
হেন বুঝি কোথা যাবে হইয়াছে মন॥
অরণ্যে দ্রৌপদী সখী আছয়ে যথায়।
অকস্মাৎ মনে হল বুঝি অভিপ্রায়॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন প্রাণপ্রিয়তমা।
অদ্যকার এই অপরাধ কর ক্ষমা॥
ভক্তাধীন করি মোরে সৃজিল বিধাতা।
আমার কেবল ভক্ত সুখদুঃখদাতা॥
মম ভক্তজন যথা তথা থাকে সুখে।
আমিহ তথায় থাকি পরম কৌতুকে॥
মম ভক্তজন দেখ যদি দুঃখ পায়।
সে দুঃখ আমার হেন জানিহ নিশ্চয়॥
সে কারণে ভক্তদুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকতবৎসল॥
আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
বিপদসাগরে পড়ি হয়েছে অস্থির॥
দুঃখ পেয়ে বলি ডাকে কোথা জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে সেই করাতের ঘাত॥
যতক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ততক্ষণ মম দুঃখ না হবে খণ্ডন॥
এই আমি চলিলাম যথা ধর্ম্মমণি।
এত শুনি কহেন রুক্মিণী ঠাকুরাণী॥
তোমায় একান্ত ভক্তি আছয়ে পাণ্ডবে।
সর্ব্বকাল এইরূপ জানি অনুভবে॥
বিশেষ করিল বশ দ্রুপদের সুতা।
তোমার বাসনা সর্ব্বকাল থাক তথা॥
এখন রজনীকালে উচিত না হয়।
সে কারণে নিবেদন করি মহাশয়॥
যাইবে অবশ্য কালি তপন উদয়।
যে ইচ্ছা তোমার কর তুমি ইচ্ছাময়॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন সত্য কহিলে যে তুমি।
ক্ষণেক তথায় যদি নাহি যাই আমি॥
সবংশে মজিবে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আমার গমন তবে কোন প্রয়োজন॥
এত বলি করিলেন গরুড়ে স্মরণ।
আইল স্মরণমাত্রে বিনতানন্দন॥
বসিল উড়িয়া বীর যথা জগন্নাথ।
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর করি যোড়হাত॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যুধিষ্ঠিরের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের কাম্যকবনে আগমন।

আসিয়া খগেন্দ্র কহে বন্দিয়া চরণ।
কি হেতু নিশাতে প্রভু করিলে স্মরণ॥
কি হেতু হইল আজি চিত্ত উচাটন।
শীঘ্রগতি কহ হরি তার বিবরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখা পাণ্ডুপুত্রগণ।
বসতি করেন যথা করিব গমন॥
এত বলি খগোপরে করি আরোহণ।
নিমিষেকে উপনীত যথা কাম্যবন॥
এথায় ভাবিতচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
হেনকালে আসিলেন হরি খগাসন॥
যুধিষ্ঠির শুনি তবে কৃষ্ণ আগমন।
পাইলেন প্রাণ যেন প্রাণহীন জন॥
ব্যগ্র হয়ে কত দূরে গিয়া পঞ্চ জনে।
নিকটেতে পাইলেন দৈবকীনন্দনে॥
আনন্দ বাড়িল তার নাহিক অবধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন-নিধি॥
চিরদিন-সমাগমে দেন আলিঙ্গন।
আনন্দসলিলে পূর্ণ হইল লোচন॥
পূর্ণ করি মানিলেন মন অভিলাষ।
অন্য অন্য সর্ব্বজনে করিল সম্ভাষ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কহ সমাচার।
যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণ কি কহিব আর॥
কহিতে বদনে মম নাহি স্ফুরে ভাষা।
এত রাত্রে শিষ্য সহ অতিথি দুর্ব্বাসা॥

প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণ।
উপায় করিতে শক্ত নহে কোন জন ॥
সবংশে মজিনু আমি বুঝি অভিপ্রায়।
কাতর হইয়া তেঁই ডাকিনু তোমায় ॥
তোমা বিনা পাণ্ডবের আর কেহ নাই।
আত্ম-নিবেদন এই কহিলাম ভাই ॥
রাখিবে রাখহ নহে যাহা মনে লয়।
বিলম্ব না সহে বড় সঙ্কট সময় ॥
যুধিষ্ঠির এত যদি কহে নারায়ণে।
গোবিন্দ কহেন চিন্তা না করিহ মনে ॥
শিষ্যগণ সহ মুনি আসুক হেথায়।
সবাকারে ভুঞ্জাইব সে আমার দায় ॥
এত বলি আনন্দিত করিয়া ধর্ম্মমণি।
ত্বরিত গেলেন কৃষ্ণ যথা যাজ্ঞসেনী ॥
কৃষ্ণে দেখি দ্রৌপদীর পূরে অভিলাষ।
বসিতে আসন দিয়া কহে মৃদুভাষ ॥
ভকতবৎসল প্রভু তুমি অন্তর্যামী।
দীনবন্ধু নাম সত্য জানিলাম আমি ॥
কি জানি তোমার ভক্তি আমি হীনজ্ঞান
দুঃখিত দেখিয়া প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
সশিষ্য দুর্ব্বাসা মুনি অতিথি আপনি।
উচিত বিধান শীঘ্র কর চক্রপাণি ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তাহা বিচারিব পাছু।
ক্ষুধায় শরীর পোড়ে খাই দেহ কিছু ॥
বিলম্ব না সহে মোরে অন্ন দেহ আনি।
পশ্চাৎ করিব যাহা কহ যাজ্ঞসেনী ॥
কৃষ্ণা বলে জানি নিজে সব সমাচার।
আপনি এমত কহ অদৃষ্ট আমার ॥
অন্ন দিতে আমি যদি হতেম ভাজন।
ঘোর অন্ধকারে নাহি হত আগমন ॥
ছল করি কহ কথা জানিয়া সকল।
বুঝিতে না পারি হরি মম কর্ম্মফল ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ক্ষুধানলে তনু দয়।
পাইলে উত্তম পরিহাসের সময় ॥
কহিতে নাহিক শক্তি স্থির নহে মন।
উঠ উঠ বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন ॥

এত শুনি কহে তবে দ্রুপদতনয়া।
বুঝিতে না পারি দেব কর কোন মায়া ॥
যখন হইল গত দশ দণ্ড নিশি।
ভুঞ্জিলেন সেইকালে যত দেব ঋষি ॥
অবশেষে ছিল কিছু করিনু ভোজন।
শূন্যপাত্র আছে মাত্র দেখ নারায়ণ ॥
দিন নহে দ্বিতীয় প্রহর হল নিশি।
কি কর্ম্ম করিব শূন্য অরণ্যনিবাসী ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাজ্ঞসেনী শুন বলি।
অবশ্য আছয়ে কিছু দেখ পাকস্থলী ॥
রন্ধন ব্যঞ্জন অন্ন যে কিছু আছয়।
অল্পেতে হইব তৃপ্ত কিছু হলে হয় ॥
আলস্য ত্যজিয়া উঠ করহ তল্লাস।
বিলম্ব না সহে আর ছাড় উপহাস ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কৃষ্ণা গুণবতী।
দেখাইতে পাকপাত্র আনে শীঘ্রগতি ॥
আনিয়া দ্রৌপদী কহে দেখ জগন্নাথ।
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত ॥
শাকের সহিত এক অন্নমাত্র ছিল।
ঈশ্বরে প্রদান হেতু অনন্ত হইল ॥
ভোজন করিয়া তৃপ্ত দেব দামোদর।
জলপান করিলেন ভরিল উদর ॥
কৌতুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
উদ্গার করিয়া দেন উদরেতে হাত ॥
দ্রৌপদীরে কহিলেন মোর ক্ষুধা গেল।
আজিকার ভোজনেতে মহাতৃপ্তি হল ॥
ইহা বলি পুনঃপুনঃ তুলেন উদ্গার।
ত্রিভুবনে সেই মত হইল সবার ॥
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে যেই নারায়ণ।
তাঁহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন ॥
হেথায় দুর্ব্বাসা ঋষি সহ শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারে কিছু ইহার কারণ ॥
উদর পূরিল মন্দানলে সবাকার।
সঘনে নিশ্বাস বহে উঠিছে উদ্গার ॥
বিস্ময় মানিয়া তবে কহে মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া নিজ শিষ্যের সমাজ ॥

মুনি বলে শুন শুন সব শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ ॥
অকস্মাৎ হল দেখ উদর আধ্যান।
পাইতেছি যত কষ্ট নাহি পরিমাণ ॥
অনুমান করি কিছু না পারি বুঝিতে।
পথশ্রমে এমন কি পারিবে হইতে ॥
শিষ্যগণ বলে যাহা কৈলে মহাশয়।
আমা সবাকার মনে হইল বিস্ময় ॥
সন্ধ্যা হেতু যায় মুনি প্রভাসের জলে।
শরীর দহিতেছিল ক্ষুধার অনলে ॥
অকস্মাৎ এই মত হল সবাকার।
উদর পূরণে ঘন উঠে ধুমোদ্গার ॥
অন্য অন্য বিচার করেন জনে জন।
কেহ না কহিল কারে লজ্জার কারণ ॥
মুনি বলে মহাশ্চর্য্যে ডুবে মম মন।
ব্রহ্মাণ্ড ভাবিয়া কিছু না পাই কারণ ॥
যখন সন্ধ্যায় আসি প্রভাসের তীরে।
রন্ধন করিতে বলিলাম যুধিষ্ঠিরে ॥
সংযোগ করিল তারা করি প্রাণপণ।
কোন লাজে তারে গিয়া দেখাব বদন ॥
বুঝিয়া বিধান তবে করহ বিচার।
শিষ্যগণ বলে প্রভু কি কহিব আর ॥
আজি তথা গিয়া লজ্জা পাব কি কারণ
উঠিতে শকতি নাহি কে করে ভোজন ॥
ঈশ্বর করিলে কালি উঠিয়া প্রত্যূষে।
অতিথি হইয়া যাব পাণ্ডব সকাশে ॥
ইহার উপায় আর নাহি মহাশয়।
মুনি বলে এই কথা মম মনে লয় ॥
বঞ্চিব রজনী আজি প্রভাসের কূলে।
যে কিছু কর্ত্তব্য কালি উঠিয়া সকালে।
এত বলি সবে তবে করিল শয়ন।
জানিলেন সব তত্ত্ব দৈবকীনন্দন ॥
কৃষ্ণা সহ যান কৃষ্ণ যথা যুধিষ্ঠির।
সবার সম্মুখে কহে দেব যদুবীর ॥
শুন শুন ধর্ম্মরাজ করি নিবেদন।
দ্রৌপদী প্রস্তুত কৈল করিয়া রন্ধন ॥
সকল সম্পূর্ণ হইল বিলম্ব কি আর।
ভীমেরে করহ আজ্ঞা মুনি ডাকিবার ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা পাণ্ডব নন্দন।
আশ্চর্য্য তখন রাজা ভাবে মনে মন ॥
প্রস্তুত হইল সব কারণ জানিল।
মুনিরে ডাকিতে রাজা ভীমে আজ্ঞা দিল ॥
কতদূরে গিয়া ডাকে পবন নন্দন।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন ভীমের গর্জ্জন ॥
শীঘ্র এস মুনিগণ বিলম্বে কি কাজ।
প্রস্তুত হয়েছে সব ডাকে ধর্ম্মরাজ ॥
ভীমের পাইয়া শব্দ যত মুনিগণ।
শীঘ্রগতি মিলি সবে দুর্ব্বাসারে কন ॥
শুন শুন ডাকে অই পবননন্দন।
ইহার উপায় মুনি কি হবে এখন ॥
এই রাত্রে যদি সবে করিব ভোজন।
চলিতে নহিবে শক্তি হইবে মরণ ॥
নাহি গেলে মহাবীর আসিবে হেথায়।
মনেতে ভাবিয়া মুনি করহ উপায় ॥
তুমি না করিলে ত্রাণ কে করিবে আর।
পলাইতে শক্তি নাই তুমি কর পার ॥
সকলে পাইল ভয় যত ঋষি মুনি।
অন্তরে জপেন নাম রাখ চক্রপাণী ॥
উদর হয়েছে ভারি উঠিছে উদ্গার।
এসময়ে যদুনাথ সবে কর পার ॥
এইমত বহু স্তব কৈল সর্ব্বজন।
ভীমেরে ডাকেন কৃষ্ণ শুনহ বচন ॥
পথশ্রমে নিদ্রায় আছেন মুনিগণ।
নিদ্রাভঙ্গ নাহি কর পবননন্দন ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা পবননন্দন।
তথা হতে ধর্ম্ম কাছে আসে ততক্ষণ ॥
অনন্তর মিষ্টবাক্যে কহে জগন্নাথ।
আনন্দেতে যাহ নিদ্রা পাণ্ডবের নাথ ॥
মুনির কারণে মনে না করিহ ভয়।
আজি না আসিবে মুনি জানিহ নিশ্চয় ॥
স্নান দান করি কালি প্রভাসের কূলে।
ভোজন করিবে সবে আসিয়া সকালে ॥

শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
ধর্ম্ম বলেন বিলম্ব তাই এতক্ষণ ॥
তোমার অসাধ্য দেব আছে কোন কর্ম্ম।
পাণ্ডবকুলের আজি হল পুনর্জ্জন্ম ॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
সহায় সম্পদ মম তুমি নারায়ণ ॥
না জানি পূর্ব্বেতে কত করিনু কুকর্ম্ম।
সে কারণে দুঃখে দুঃখে গেল মম জন্ম ॥
প্রথম বয়সে বিধি দিল নানা শোক।
অল্পকালে পিতা মম গেল পরলোক ॥
গোঁয়াইনু সেই কাল পরের আলয়।
দুঃখ না জানিনু অতি অজ্ঞান সময় ॥
তদন্তরে দুষ্টবুদ্ধি দিলেক যন্ত্রণা।
জতুগৃহে প্রাণ পাই বিদুর-মন্ত্রণা ॥
বনের অশেষ দুঃখ ভ্রমণ সঙ্কটে।
আপনি রাখিলে ধৃতরাষ্ট্রের কপটে ॥
এ সব সঙ্কট হতে তুমি মাত্র ত্রাতা।
এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা ॥
রাজ্যনাশ বনবাস হীন সর্ব্বধর্ম্মে।
বিধির নিযুক্ত এই পূর্ব্বমত কর্ম্মে ॥
সবে মাত্র পূর্ব্ববংশে ছিল উগ্রতপা।
কেবল তাহার ফলে তুমি কর কৃপা ॥
এতেক কহেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
অনন্তরে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
কহিলে যতেক কথা সব আমি জানি ॥
পাইলে যতেক দুঃখ অন্যথা না হয়।
কিন্তু তুমি ধর্ম্ম নাহি ত্যজ মহাশয় ॥
তুমি যে কহিলে আমি হীন সর্ব্বধর্ম্মে।
পৃথিবী পবিত্র হল তোমার সুকর্ম্মে ॥
দান ধর্ম্মে রাজনীতে এ তিন ভুবনে।
আছয়ে তোমার তুল্য নাহি লয় মনে ॥
দুর্ব্বলের বল ধর্ম্ম আমি জানি ভালে।
এই দুঃখ তোমার খণ্ডিবে অল্পকালে ॥
অধর্ম্মী জনের সুখ কভু সিদ্ধ নয়।
জোয়ারের জল প্রায় ক্ষণকাল রয় ॥
মনেতে রাখিবে মম এই নিবেদন।
মহাকষ্টে মোরে নাহি ছেড়ো কদাচন ॥
এত বলি জনার্দ্দন লইয়া বিদায়।
গরুড় উপরে চড়ি যান দ্বারকায় ॥
কৃষ্ণেরে বিদায় করি ভাই পঞ্চ জন।
হৃষ্টমনে সবে তবে করেন শয়ন ॥

দুর্ব্বাসার পারণ। (২২)

প্রভাতে উঠিয়া তবে ধর্ম্মের নন্দন।
নিত্য কৈল নিয়মিত কর্ম্ম সমাপন ॥
দুর্ব্বাসা অতিথি হেতু সচিন্তিত মন।
নানা কার্য্যে নানা স্থানে ধায় সর্ব্বজন ॥
ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশিল বনে।
ভীমার্জ্জুন দোঁহে যান মৃগয়া কারণে ॥
স্নান করি আসিলেন দ্রুপদনন্দিনী।
আনন্দ বিধানে পূজে দেব দিনমণি ॥
নানা দ্রব্য কৌতুকে আনিল সর্ব্বজন।
দ্রুপদনন্দিনী গেল করিতে রন্ধন ॥
যথায় রন্ধন করে দ্রুপদনন্দিনী।
সত্বর তথায় আসিলেন ধর্ম্মমণি ॥
কহেন মধুরবাক্যে ধর্ম্মের নন্দন।
শীঘ্রগতি গুণবতি করহ রন্ধন ॥
আজিকার দিন যদি যায় ভালমতে।
তবে জানি কিছুকাল বাঁচিব জগতে ॥
মহোগ্র দুর্ব্বাসা ঋষি সর্ব্ব লোকে বলে।
সংসার দহিতে পারে কোপের অনলে ॥
স্নান করি অবিলম্বে আসিবে সেজন।
সংহতি করিয়া যত শিষ্য তপোধন ॥
স্বচ্ছন্দ বিধানে যদি পায় অন্ন-পান।
তবে সে হইবে সবাকার পরিত্রাণ ॥
এই হেতু চিন্তা বড় হয় মোর মনে।
যা করিতে পার কৃষ্ণে আপনার গুণে ॥
তোমা হতে সঙ্কটেতে সবে সদা তরি।
তুমি করিয়াছ বন হস্তিনানগরী ॥
তোমার যতেক গুণ না হয় বর্ণনা।
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা পাণ্ডবের সম্ভাবনা ॥

আসিয়া রাখিল কৃষ্ণ ছিল যত দায়।
এখন করহ তুমি উচিত যে হয়॥
কৃষ্ণা বলে মহারাজ করি নিবেদন।
অল্প কার্য্যে এত চিন্তা কর কি কারণ॥
ধর্ম্মপথ-মত যদি আমি হই সতী।
একান্ত আমার যদি ধর্ম্মে থাকে মতি॥
সূর্য্যের বচন আর তোমার প্রসাদে।
দশ লক্ষ হলে ভুঞ্জাইব অপ্রমাদে॥
চিন্তা না করহ কিছু ইহার কারণ।
এই দেখ মহারাজ করি হে রন্ধন॥
যাহ শীঘ্র শিষ্য সহ আন মুনিবর।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির হরিষ অন্তর॥
হেথায় দুর্ব্বাসা মুনি উঠিয়া সকালে।
করিল আহ্নিক জপ প্রভাসের জলে॥
সেই মত কৈল যত শিষ্যের সমাজ।
হেনকালে সবে ডাকি কহে মুনিরাজ॥
সবে জান কালি যে কহিনু ধর্ম্মরাজে।
অত্যন্ত লজ্জিত আমি আছি সেই কাজে॥
চল শীঘ্র সেইস্থানে যাব সর্ব্বজন।
করিব ধর্ম্মের প্রতি শান্তি আচরণ॥
এত বলি শিষ্য সহ চলে মুনিরাজ।
শুনিয়া আনন্দমতি পাণ্ডব-সমাজ॥
আগুসরি কত দূর সর্ব্বজন আসি।
সাদরে সশিষ্য চলিলেন মহাঋষি॥
অনেক করিয়া ভক্তি ভাই পঞ্চ জনে।
বসাইল মৃগচর্ম্ম কুশের আসনে॥
সুশীতল জল আনি ধর্ম্মের নন্দন।
কৌতুকে করেন ধৌত মুনির চরণ॥
আনন্দ বিধানে তবে পঞ্চ সহোদরে।
সেই পাদোদক আনি পরম সাদরে॥
পান করি বন্দনা করেন সবে শিরে।
তবে ধর্ম্ম নৃপবর কহে ধীরে ধীরে॥
নিশ্চয় আমারে আজি সুপ্রসন্ন বিধি।
পাইলাম আজি যত্ন বিনা রত্ননিধি॥
সুপ্রভাত হল মোর আজিকার নিশি।
কৃপা করি আসিলেন নিজে মহাঋষি॥
পৃথিবীতে ভাগ্যহীন আমার সমান।
নহিল না হবে হেন করি অনুমান॥
তপস্যা করিল পূর্ব্বে পিতামহগণ।
যে কিছু আমার আর পূর্ব্ব উপার্জ্জন॥
কৃপা কর আমারে সে ফলে সর্ব্বজনে।
নহিলে অধম আমি তরি কোন গুণে॥
যুধিষ্ঠির-মুখে শুনি এতেক বচন।
তুষ্ট হয়ে বলে তবে মহা-তপোধন॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
আপনারে না জানিয়া কহ কেন বাণী॥
তুমি ধর্ম্মবন্ত সত্যবাদী মতিমান।
পৃথিবীতে নাহি কেহ তোমার সমান॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি ক্ষত্রিয় সুধীর।
সমুদ্র সমান অতি গুণেতে গভীর॥
অসার সংসার এই সারমাত্র ধর্ম্ম।
তোমার হইল রাজা সহজ এ কর্ম্ম॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ঐশ্বর্য্য মত্তভা।
তোমার নিকটবর্ত্তী নহিল সর্ব্বথা॥
সুখ দুঃখ শরীরের সহযোগ ধর্ম্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম॥
তাহাতে সন্তাপ নাহি করে জ্ঞানবান।
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান॥
সাধুর গণনে রাজা তুমি অগ্রগণ্য।
পৃথিবীর লোক যত করে ধন্য ধন্য॥
তোমার বংশেতে যত মহারাজ ছিল।
ধার্ম্মিক তোমার তুল্য নহিবে নহিল॥
কহিলাম সত্য এই লয় মম মন।
বসুমতীপতি-যোগ্য তুমি হে ভাজন॥
এ তিন ভুবনে তব পরিপূর্ণ যশ।
তোমার গুণেতে রাজা হইলাম বশ॥
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহারাজ।
সম্প্রতি তোমার ঠাঁই পাইলাম লাজ॥
কহিয়া তোমারে এথা করিতে রন্ধন।
সন্ধ্যা হেতু প্রভাসেতে গেনু সর্ব্বজন॥
সায়ংসন্ধ্যা জপ আদি যে কিছু আছিল।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বজন সমাপ্ত করিল॥

পথশ্রমে উঠিবারে শক্তি কারো নাই।
আলস্যেতে শয়ন করিল সেই ঠাঁই ॥
আসিতে না পারে কেহ এই সে কারণ।
তব স্থানে লজ্জা বড় হইল রাজন ॥
ক্ষুধার্ত্ত আছয়ে সবে করিবে ভোজন।
স্নান করি গিয়া যদি হইল রন্ধন ॥
ধর্ম্ম বলে কালি মম দুরদৃষ্ট ছিল।
সে কারণে সবাকারে আলস্য হইল ॥
হইল আমার যদি সুকর্ম্মের লেশ।
তবে মহামুনি আসি করিলে প্রবেশ ॥
দেবের দুর্ল্লভ হয় তব আগমন।
অল্প ভাগ্যে এ সব না হয় কদাচন ॥
মম শক্তি অনুরূপ অন্ন জল স্থল।
তোমার প্রসাদে মুনি প্রস্তুত সকল ॥
এত বলি মহানন্দে উঠি ধর্ম্মপতি।
নিকটে ডাকেন ভীমার্জ্জুন মহামতি ॥
আজ্ঞা দেন ধর্ম্মসুত করিবারে স্থান।
শ্রুতমাত্র দুই ভাই হল সাবধান ॥
নানা দিকে স্থান করি দিল অন্ন জল
নিযুক্ত করিল তাহে রক্ষক সকল ॥
আনন্দ বিধানে তবে ভাই দুই জনে।
শীঘ্রগতি জানাইল ধর্ম্মের নন্দনে ॥
ধর্ম্ম বলে অবধান কর মুনিরাজ।
অতঃপর বিলম্বেতে নাহি কিছু কাজ ॥
হইবে রৌদ্রের তেজ হলে অতি বেলা।
বিধাতা নিযুক্ত করিলেন বৃক্ষতলা ॥
মুনি বলে যুধিষ্ঠির তুমি সাধু জন।
অট্টালিকা হতে ভাল তোমার আশ্রম ॥
কদর্য্য স্থানেতে যদি সাধুজন রয়।
স্বর্গের সমান তাহা বেদে হেন কয় ॥
এত বলি মহানন্দে উঠে মুনিবর।
আনন্দ বিধানে বসে সহ শিষ্যবর ॥
বসিলেন মুনিগণ যথাযোগ্যস্থান।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই হরিষ বিধান ॥
অন্ন পরিবেশনাদি করে সবে আনি।
বাড়িয়া ব্যঞ্জন অন্ন দেন যাজ্ঞসেনী ॥
সবে অতি শীঘ্রহস্ত ভাই পঞ্চ জন।
যেই যাহা চাহে তাহা দেন সেইক্ষণ ॥
অপরূপ দেখ তার দৈবের কারণ।
একবার এক দ্রব্য করয়ে রন্ধন ॥
আপনার ইচ্ছাবশে যত করে ব্যয়।
সূর্য্য অনুগ্রহে পুনঃ পরিপূর্ণ হয় ॥
স্থানে স্থানে বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
ভোজন করেন সবে বড় কুতূহলী ॥
না জানি খায় বা কত দেয় কত আনি।
খাও খাও বলে সবে এই মাত্র শুনি ॥
অবিলম্বে তাহা পায় যাহা অভিলাষী।
ভোজন করিল দশ সহস্র তপস্বী ॥
অনন্তরে উঠি সবে করে আচমন।
সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় সর্ব্বজন ॥
দুর্ব্বাসা বলেন রাজা তুমি ভাগ্যবান।
নাহিল নহিবে আর তোমার সমান ॥
এমন প্রকার যদি পাই বনবাস।
তবে আর কিবা কার্য্য স্বর্গে অভিলাষ ॥
তোমার ভ্রাতারা সবে মহা গুণবান।
দ্রুপদনন্দিনী হয় লক্ষ্মীর সমান ॥
ভোজনে যেমন তৃপ্ত হইলাম আমি।
এই মত নিরন্তর হবে তুষ্ট তুমি ॥
কদাচিত চিন্তা কিছু না করিহ মনে।
খণ্ডিবে তোমার দুঃখ অতি অল্পদিনে ॥
তোমারে দিলেক দুঃখ যাহার মন্ত্রণা।
মজিবে তাহার বংশ পাইয়া যন্ত্রণা ॥
কহিলাম ধর্ম্মপুত্র মিথ্যা নহে বাণী।
দ্রৌপদী দেখহ এই লক্ষ্মী স্বরূপিণী ॥
বিদায় করহ শীঘ্র যাই তপোবন।
শুনিয়া কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
সফল এ জন্ম কর্ম্ম মানিনু আপনি।
যাহে এত কৃপা কর কৃপাসিন্ধু মুনি ॥
মম এই নিবেদন তোমার অগ্রেতে।
কদাচিত বিচলিত নহি সত্যপথে ॥
দুর্ব্বাসা বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান্।
পৃথিবীতে নাহি আর তোমার সমান ॥

সত্য করি কহি কথা শুন দিয়া মন।
যবে গিয়াছিনু আমি হস্তিনা-ভুবন ॥
সেবাতে করিল বশ রাজা দুর্য্যোধন।
এথায় আসিতে মোরে কহে পুনঃপুনঃ।
নিয়ম করিয়া মোরে পাঠাইল হেথা।
দশ দণ্ড রাত্রি পর তুমি যাবে তথা ॥
মনেতে করিল সেই নিশাকালে গেলে।
অতিথী নারিবে সেহ পড়িবে জঞ্জালে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহামুনি।
সম্পদ বিপদ মোর দেব চক্রপাণি ॥
আর এক নিবেদন শুন মহাশয়।
তুমি যে আসিলে হেথা মোর ভাগ্যোদয় ॥
তোমার চরণে যদি থাকে মোর মন।
আমারে করিতে নষ্ট নারে অন্য জন ॥
এত বলি ধর্ম্মপুত্র নমস্কার কৈল।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল ॥
আর চারি-ভাই তবে বন্দে মুনিরাজে।
সেইমত সম্ভাষণ করে শিষ্যমাঝে ॥
সবে আশীর্ব্বাদ করি বেদবিধিমতে।
তুষ্ট হয়ে সর্ব্বজন চলে পূর্ব্বপথে ॥
আনন্দিত ভ্রাতৃসহ ধর্ম্মের কুমার।
দুর্য্যোধন পায় ক্রমে সব সমাচার ॥
পরাণে কাতর দুষ্টবুদ্ধি দুরাশয়ে।
অসহ্য বজ্রের প্রায় বাজিল হৃদয়ে ॥
আহারে অরুচি চিত্ত সতত চঞ্চল।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সদা শরীর দুর্ব্বল ॥
এইরূপে দুর্য্যোধন চিন্তাকুল হয়ে।
একান্তে বসিল যত পাত্রমিত্র লয়ে ॥
ত্রিগর্ত্ত শকুনি কর্ণ দুঃশাসন আদি।
হেনকালে কহে রাজা কর্ণেরে সম্বোধি ॥

দুর্য্যোধনের মনোদুঃখ শ্রবণে কর্ণের প্রবোধ-বাক্য।

এই মত নরপতি, চিন্তিয়া আকুল-মতি,
অত্যন্ত উদ্বেগে ব্যগ্র হয়ে।
ডাকাইল সর্ব্বজনে, বসিল নিভৃত স্থানে,
যত পাত্র-মিত্রগণ লয়ে ॥
দুর্য্যোধন হেনকালে,কর্ণেসম্বোধিয়া বলে,
অবধান কর মোর বোলে।
দুঃখের নাহিক ওর, দগ্ধ হল তনু মোর,
অনুক্ষণ চিন্তার অনলে ॥
বিশেষ তোমরা সবে, মন্ত্রণার অনুভবে,
যে কিছু করিলে সুবিচার।
করিতে আমার হিত,বিধি কৈল বিপরীত,
এক চিন্তা কৈলে হয় আর ॥
পুনঃপুনঃ এই মত, উপায় করিনু যত,
হিংসা হেতু পাণ্ডুপুত্রগণে।
পরম সঙ্কট আর, হিতপক্ষ প্রতীকার,
না জানি করিল কোন জনে ॥
সকল বালকমিলে,ক্রীড়ার কৌতুককালে,
ভীমেরে দেখিয়া বলবান।
কেহ তারেনহেশক্য,নিবারিতে প্রতিপক্ষ,
কালকূট করাইনু পান ॥
বান্ধি হস্ত পদ গলে,ফেলিনু গভীর জলে,
দৈবযোগে গেল রসাতল।
কেবা দিল প্রাণদান, রসকূপ করি পান,
অযুত হস্তীর ধরে বল ॥
অনন্তরেজতুগৃহে,তারে পোড়াইয়া দেহে,
ভাবিলাম করিব সংহার।
বুদ্ধিবলে তাহে তরি, দুরন্তরাক্ষস মারি,
পাইল পরম প্রতীকার ॥
কালকাটিঅনায়াসে,গেলপাঞ্চালেরদেশে,
পাঞ্চালী পাইল স্বয়ম্বরে।
কি দিব ভাগ্যের লেখা,দ্রুপদ হইল সখা,
জিনিলেক লক্ষ দণ্ডধরে ॥
অনন্তরে রাজ্যে আসি,অবনিমণ্ডল শাসি,
যে কর্ম্ম করিল যজ্ঞকালে।
কে তার উপমা দিবে,না হইল না হইবে,
ক্ষিতিমধ্যে ক্ষত্রিয়ের কুলে ॥
পিতামহ-মুখে শুনি, যদুকুলে চক্রপাণি,
পূর্ণব্রহ্ম নিজে অবতার।
নৃপতি চরণ ধৌতে,নিযুক্ত করিল তাতে,
হেন জন যজ্ঞেতে যাহার ॥

হইল এমনি ক্রম, স্থলে হল জলভ্রম,
তাহাতে ঘটিল যে দুর্দ্দশা।
তাহেপেয়েঅপমান,বাঞ্ছা হল ত্যজি প্রাণ,
সেই দুঃখে খেলাইনু পাশা ॥
হারিলেক রাজ্য ধন, দাসত্ব করিল পণ,
তাহে জয় হইল আমার।
অন্ধরাজ-বুদ্ধিদোষে,আপনার ভাগ্যবশে,
যাজ্ঞসেনী করিল উদ্ধার ॥
সবে মিলি পুনর্ব্বার, মন্ত্রণা করিয়া সার,
বানবাস কৈনু নিরূপণ।
না পাইল কোন দুঃখ,বনেতারনানাসুখ,
স্বর্গে যেন সহস্রলোচন ॥
হিড়িম্বাদি জটাসুরে, মুহূর্ত্তেকে যমপুরে,
পাঠাইল করিয়া বিক্রম।
ভীমসেন শত্রুগণে, নিপাত করিল রণে,
অনায়াসে না জানিল শ্রম ॥
একা পার্থ মহাবল, স্বর্গ মর্ত্য রসাতল,
জিনিবারে হইল ভাজন।
দ্বিতীয় বিক্রম সীমা,ভীমপরাক্রম ভীমা,
যার নামে সভয় শমন ॥
মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের সম, অপ্রমেয় পরাক্রম,
মাদ্রীপুত্র যুগল বিশেষে।
আর একঅনুমানি,লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞসেনী,
পাইল পাণ্ডব পুণ্যবশে ॥
তাহার সুকর্ম্ম যত, বিশেষ কহিব কত,
বলিতে না পারি একমুখে।
একদ্রব্য সুসংযোগে,স্বর্গেরঅধিকভোগে,
বনেতে পাণ্ডব আছে সুখে ॥
নিত্য নিয়মিত যত, প্রতিদিন শত শত,
ব্রাহ্মণেরে করায় ভোজন।
লক্ষাবধিযত আসে, তারাসব ভাগ্যবশে,
বিমুখ না যায় কোন জন ॥
সেদিনহিংসিতেতারে,পাঠাইনুদুর্ব্বাসারে
শিষ্য দশ সহস্র সংহতি।
শুনিলাম লোকমুখে,ভোজন করিয়াসুখে,
মুনি গেল আপন বসতি ॥
ইহা পূর্ব্বেসর্ব্বজনে,গেলাম প্রভাসস্নানে,
দেখিনু সকল বিদ্যমান।
যে কর্ম্ম করিল তায়,বুঝিলাম অভিপ্রায়,
নাহি তার শতাংশে সমান ॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত, বল বুদ্ধি ধৈর্য্য যত,
পাণ্ডবের আছয়ে সকল।
সবাই সমান গুণ, বিশেষত ভীমার্জ্জুন,
ক্ষিতিমধ্যে দুই মহাবল ॥
যে কিছু উপায় শেষে,মন্ত্রণারসমাবেশে,
যদ্যপি না হয় প্রতীকার।
বুদ্ধিবলেঅনায়াসে,কালকাটিকোনদেশে,
আসিয়া দিবেক মহামার ॥
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সম, যেন মহাকাল যম,
বারণ করিবে কোন জন।
এই চিন্তা অবিরত, কুম্ভকার চক্রবত,
সতত অস্থির মম মন ॥
অতি সে উদ্বিগ্নমনে,সবাকার বিদ্যমানে,
কহিল কৌরব অধিপতি।
দুর্য্যোধন মনক্লেশ, জানি হিত উপদেশ,
সূর্য্যপুত্র কহে মহামতি ॥
মহারাজ কি কারণে,এতেক উদ্বেগমনে,
কি হেতু পাণ্ডবে কর ভয়।
তোমার নিয়োগবলে,স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে,
উপমার যোগ্য হেন নয় ॥
কহিলে যে মহারাজা,পাণ্ডব প্রবলতেজা,
আসিয়া দিবেক মহামার।
বহুদিন তারা আছে,আমরাওআছিকাছে
হিংসা কবে করিল কাহার ॥
বনের নিবাস গত, শেষ দিন আছে যত,
যদ্যপি বঞ্চিবে মহাক্লেশে।
কহ কোথা আছেঠাঁই,লুকাইবে পঞ্চভাই,
অজ্ঞাতে বঞ্চিবে কোন দেশে ॥
যতেক নৃপতিচয়, কেবল তোমার ভয়,
কাছে না রাখিবে কোন জন।
পাঠাইব চরগণে, নগর পর্ব্বত বনে,
খুঁজিলে পাইব দরশন ॥

আছে পূর্ব্ব নিরূপণ, দ্বাদশ বৎসর বন,
বঞ্চিবেক অজ্ঞাত বৎসর।
এতেক যে কালান্তরে কেবা জীয়ে কেবা মরে,
চিরজীবী নহে কোন নর॥
শুভ ভাগ্যবশে যদি, বঞ্চিয়া অজ্ঞাতবিধি,
আসিবেক যখন সকল।
বনবাস মহাকষ্ট, চিন্তাকুল জ্ঞানভ্রষ্ট,
শক্তিহীন হইবে দুর্ব্বল॥
তখন করিব ক্রম, প্রকাশিয়া পরাক্রম,
স্বকার্য্য সাধিব কুতূহলে।
নিমেষেকে পঞ্চজনে, পাঠাইব যমস্থানে,
তোমার পুণ্যের মহাবলে॥
আমার বিক্রম জানি, কি কারণে নৃপমণি,
ক্ষুদ্রজনে কর এত ভয়।
ভীষ্মদ্রোণ অশ্বত্থামা, সবে অনুগত তোমা,
কি করিবে পাণ্ডুর তনয়॥
এত বলি কর্ণ বীর, হিতপক্ষ নৃপতির,
কহিল শুনিল জ্ঞানবান।
সূর্য্যপুত্র কহে যত, তাহা নহে অন্য মত,
সবে তাহা করিল প্রমাণ॥
এই মত সর্ব্বজনে, কহিলেন দুর্য্যোধনে,
আশ্বাস করিয়া বহুতর।
শুনিয়া এ সব বাণী, দুর্য্যোধন মহামানী,
কতক্ষণে করিল উত্তর॥
বলবুদ্ধি অনুভবে, যে কিছু কহিবে সবে,
অন্যথা না করি কদাচন।
কিন্তু নহি দীর্ঘজীবী, সর্ব্বদা এ সব ভাবি,
যোগবত চিন্তি অনুক্ষণ॥
বনের বিচিত্র কথা, শ্রবণে মঙ্গল গাথা,
প্রকাশিল মহামুনি ব্যাস।
সেই কথা মনসুখে, শুনিয়া লোকের মুখে,
পাঁচালি রচিল তাঁর দাস॥

দুর্য্যোধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রথের দ্রৌপদী
হরণে যাত্রা।

দুর্য্যোধন কহে সবে কি যুক্তি করিলে।
বিধাতা দিবেক বলি নিশ্চিন্ত রহিলে॥
বিধিকৃত হলে জানি অবশ্যই জয়।
তিনি না করিলে জানি সব মিথ্যা হয়॥
সংসারে থাকিয়া লোক করিবে উদ্যোগ।
নিত্য নিত্য ভুঞ্জিবেক নানা উপভোগ॥
অনুক্ষণ করিবেক স্বকার্য্য সাধন।
পূর্ব্বমত আছে হেন বিধি নির্ব্বন্ধন॥
ফল পায় যেবা রাখে বিধাতাতে মন।
জীবনেতে উপায় করিবে সর্ব্বজন॥
বুদ্ধিতে পাণ্ডব যদি গুপ্তবাস তরে।
অনর্থ করিবে আসি মহাক্রোধ-ভরে॥
ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম এক এক জন।
কাহার হইবে শক্তি করিবে বারণ॥
মাতুল ত্রিগর্ত্ত তুমি আমি দুঃশাসন।
মহা শ্রম করিলে না পারি কদাচন॥
মন্ত্রণা করিয়া যদি সংহারিতে পারি।
উদ্বেগ সাগর হতে অনায়াসে তরি॥
কহিলে যতেক কথা মনে নাহি লয়।
পরাক্রমে পাণ্ডবেরে কে করিবে জয়॥
সুযুক্তি ইহার এই লয় মম মন।
আনিব দ্রুপদসুতা করিয়া হরণ॥
দ্রুপদনন্দিনী হয় পাণ্ডবের প্রাণ।
অশেষ সঙ্কটে নিত্য করে পরিত্রাণ॥
বুদ্ধিবল করি যদি তাহাকে হরিবে।
নিশ্চয় দেখিবে তবে পাণ্ডব মরিবে॥
সে কারণে কহি আমি এ সব সম্মত।
গুপ্তবেশে সেইস্থানে যাক জয়দ্রথ॥
বুদ্ধিবলে বিশারদ তারে ভাল জানি।
প্রকার করিয়া যেন হরে যাজ্ঞসেনী॥
লুকায়ে রাখিবে কৃষ্ণা অতি গুপ্তস্থানে।
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন না পায় সন্ধানে॥
কৃষ্ণার বিচ্ছেদে বড় পাইবেক শোক।
এইরূপে পঞ্চ ভাই হইবে বিয়োগ॥
নিষ্কণ্টক হবে রাজ্য ঘুচিবে জঞ্জাল।
নির্ব্বিরোধে রাজ্যভোগ করি চিরকাল॥
তোমা সবাকার যদি হয় ত সম্মতি।
তবে সে কর্ত্তব্য এই লয় মম মতি॥

কহিল এতেক যদি কৌরব প্রধান।
প্রশংসা করিল তবে মন্ত্রী জ্ঞানবান ॥
ধন্য ধন্য মহাশয় মন্ত্রণা তোমার।
করিলে যে মন্ত্রণা এ সংসারের সার ॥
অবশ্য কর্ত্তব্য এই সবাকার মত।
গুপ্তবেশে সেইস্থানে যাক জয়দ্রথ ॥
দুষ্টমতিগণ যদি এতেক কহিল।
শুনিয়া নৃপতি তবে আনন্দিত হল ॥
তবে জয়দ্রথে আজ্ঞা দিল দুর্য্যোধন।
তুমি শীঘ্র কাম্যবনে করহ গমন ॥
সাবধান হয়ে তুমি রবে চূড়ামণি।
বুদ্ধিবলে হরিয়া আনিবে যাজ্ঞসেনী ॥
এতেক কহিল যদি কৌরব-ঈশ্বর।
কতক্ষণে জয়দ্রথ করিল উত্তর ॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি যাই কাম্যবন।
কিন্তু পাণ্ডবেরে সবে জানহ যেমন ॥
দ্বিতীয় শমন তুল্য একৈক পাণ্ডব।
শতাংশে সমান তার নহি মোরা সব ॥
বিশেষে আপনি মনে কর অবধান।
গন্ধর্ব্ব-সমরে একা পার্থ কৈল ত্রাণ ॥
জীয়ন্ত বাঘের চক্ষু আনে কোন জনে।
কার শক্তি হিংসিবে সে পাণ্ডুপুত্রগণে ॥
যদি বা তোমার বাক্য নাহি করি আন।
নিমিষেকে বৃকোদর বধিবেক প্রাণ ॥
বিশেষ দ্রুপদসুতা লক্ষ্মী অবতার।
মহাবল পঞ্চ ভাই রক্ষক তাহার ॥
একান্ত থাকিবে যার জীবনের আশা।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত প্রত্যাশা ॥
জয়দ্রথ-মুখে তবে এই বাক্য শুনি।
বিনয় পূর্ব্বক তারে কহে নৃপমণি ॥
কহিলে যতেক কথা আমি সব জানি।
পাণ্ডবের সম্মুখে কে হরে যাজ্ঞসেনী ॥
কি ছার কৌরবসেনা কর্ণ গণি কিসে।
অন্যে কি করিবে যারে দণ্ডপাণি ত্রাসে।
একা পার্থ জিনিলেক এ তিন ভুবন।
সুরাসুর নাগ নরে সম কোন জন ॥
সুযুক্তি করেছি এই শুন দিয়া মন।
আনিবে দ্রুপদসুতা করিয়া গোপন ॥
নিকটে নিকটে সদা রবে সাবধানে।
অতি সঙ্গোপনে যেন কেহ নাহি জানে।
স্নান দানে সবে যবে যাবে চারিভিত।
সেইকালে সেইস্থানে হবে উপনীত ॥
হরিয়া দ্রুপদসুতা প্রকার বিশেষে।
যত্ন করি লুকাইবে অতি দূরদেশে ॥
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন উদ্দেশ না পায়।
তার শোকে পাণ্ডবেরা মরিবে নিশ্চয় ॥
সুসিদ্ধ হইবে তবে মনের অভীষ্ট।
নিঃসঙ্কটে রাজ্যভোগ করিব যথেষ্ট ॥
তোমা বিনা অন্য জন ইথে নহে শক্য।
সহায় সম্পদ তুমি তুমি সে সপক্ষ ॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
অমূল্যে কিনিলে তুমি রাজা দুর্য্যোধন ॥
পুনঃপুনঃ কহে রাজা মৃদু মৃদু ভাষ।
শুনি জয়দ্রথ করে বচন প্রকাশ ॥
কি কারণে এত কথা কহ নরপতি।
অবশ্য পালিব আমি তব অনুমতি ॥
এই আমি চলিলাম কাম্যককানন।
প্রাণপণে সম্পাদিব তব প্রয়োজন ॥
এত শুনি তুষ্ট হল প্রধান কৌরব।
সাজাইয়া দিল রথ করিয়া গৌরব ॥
সবে সম্ভাষিয়া বীর চড়ে গিয়া রথে।
চালাইয়া দিল কাম্যকাননের পথে ॥
যাইতে যাইতে রথে করিল বিচার।
রাজার সাহসে আজি কৈনু অঙ্গীকার।
পড়িলে ভীমের হাতে নাহিক নিস্তার।
ঈশ্বর করেন যদি হবে প্রতীকার ॥
এতেক চিন্তিয়া মনে যুক্তি কৈল সার।
চৌর্য্য বিনা কার্য্যসিদ্ধি নহিবে আমার।
এইরূপে জয়দ্রথ চিন্তাকুলমনে।
উপনীত হল গিয়া মহাঘোর বনে ॥
দুদিকে কানন-শোভা মধ্য দিয়া পথ।
নানাবর্ণ সুবাসিত পুষ্প শত শত ॥

বিবিধ কুসুমে দেখে শোভিয়াছে বন।
মকরন্দ পান করে সুখে অলিগণ ॥
বিবিধ অনেক শোভা দেখিয়া কাননে।
কাম্যবন নিকটে আইল কত দিনে ॥
নন্দনকানন তুল্য দেখে কাম্যবন।
অনেক আশ্রম তথা দেখে মুনিগণ ॥
স্থানে স্থানে দেখে কত দেবের আশ্রম
বিবিধ বিহঙ্গবর করে নানাক্রম ॥
হইল কৌতুক মনে করিতে ভ্রমণ।
উত্তরিল কতক্ষণে যথা পঞ্চ জন ॥
তাহার নিকটে লুকাইল জয়দ্রথ।
ছিদ্র চাহি থাকে বীর নিরখিয়া পথ ॥
শমন সমান জানি ভীম ধনঞ্জয়।
নিকটে যাইতে নারে পরাণের ভয় ॥
হেন মতে তথা রহে হইয়া গোপন।
এক দিন শুন রাজা দৈবের ঘটন ॥

দ্রৌপদী-হরণ ও ভীমহস্তে জয়দ্রথের অপমান।

শুন জন্মেজয় রাজা দৈবের ঘটনে।
জয়দ্রথ গুপ্তভাবে রহে কাম্যবনে ॥
উঠিয়া প্রভাতকালে ভাই দুই জন।
রাজার নিকটে রাখি মাদ্রীর নন্দন ॥
মৃগয়া করিতে যান ভীম ধনঞ্জয়।
স্নান হেতু যান ক্রমে বিপ্র সমুদয় ॥
পরে চলিলেন স্নানে ভাই তিন জন।
বসিয়া দ্রৌপদী একা করেন রন্ধন ॥
জয়দ্রথ দেখে শূন্য হইল মন্দির।
জানিয়া সময় তথা গেল মহাবীর ॥
কুঁড়ের দুয়ারে গিয়া রাখিলেক রথ।
শূন্যালয় দেখি আনন্দিত জয়দ্রথ ॥
রথ হতে ভূমিতলে নামে মহাবীর।
কুটুম্ব জানিয়া কৃষ্ণা হইল বাহির ॥
মনেতে জানিল এই অপূর্ব্ব অতিথি।
পূজা হেতু চিন্তা তার করে গুণবতী ॥
শূন্যালয় তথা আর নাহি কোন জন।
আপনি আনিয়া দিল দিব্য কুশাসন ॥
পাদ প্রক্ষালন হেতু আনি দিল জল।
জিজ্ঞাসা করিল কহ ঘরের কুশল ॥
কোথা হতে এলে এবে যাবে কোনদেশে।
এবনে আসিলা কোন প্রয়োজনোদ্দেশে ॥
জয়দ্রথ বলে আর নাহি কোন কাজ।
ভেটিবারে আসিলাম ধর্ম্ম মহারাজ ॥
একামাত্র দেখি তুমি করিছ রন্ধন।
কহ দেখি কোথা গেল ধর্ম্মের নন্দন ॥
কোন কার্য্য হেতু গেল ভীম ধনঞ্জয়।
ব্রাহ্মণমণ্ডলী কোথা মাদ্রীর তনয় ॥
কৃষ্ণা বলে স্নানে গেল ব্রাহ্মণ-সমাজ।
মাদ্রীপুত্রদ্বয় গেল সহ ধর্ম্মরাজ ॥
ভীমার্জ্জুন গেল বনে মৃগয়া কারণে।
মুহূর্ত্তে এখনি সবে আসিবে এখানে ॥
দ্রৌপদীর মুখে শুনি এসব বচন।
দুষ্ট জয়দ্রথের হল সচঞ্চল মন ॥
বিচার করিল মনে সবে দূরে গেল।
উচিত সময় মোর বিধাতা মিলাল ॥
চতুর্দ্দিকে চাহে কেহ নাহিক কোথায়।
চঞ্চল হইয়া বীর ঘন ঘন চায় ॥
নিকটে আছিল কৃষ্ণা তুলি নিল রথে।
শীঘ্রগতি চালাইল হস্তিনার পথে ॥
কৃষ্ণা বলে দুষ্ট কর্ম্ম কর কুলাঙ্গার।
বুঝিলাম কাল পূর্ণ হইল তোমার ॥
বড় বংশে জনমিয়া কর নীচ কর্ম্ম।
মুহূর্ত্তে এখনি তার ফলিবেক ধর্ম্ম ॥
যাবৎ পুরুষসিংহ ভীম নাহি দেখে।
প্রাণ লয়ে যাহ শীঘ্র ছাড়িয়া আমাকে ॥
আরে দুষ্ট কি করিলে হলি মতিচ্ছন্ন।
নিশ্চয় তোমার কাল হইল সংপূর্ণ ॥
আরে অন্ধ ভাল-মন্দ জানহ সকল।
হেন কর্ম্ম কর যাতে ফলয়ে সুফল ॥
পরপক্ষ জন যদি আসি করে রণ।
সাহায্য করিয়া তাকে রাখে বন্ধুগণ ॥
তোর ক্রিয়া শুনে লোক কর্ণে দেয় কর।
হেন দুরাচার তুই অধম পামর ॥

হেনমতে তিরস্কার করে যাজ্ঞসেনী।
চোরা নাহি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী॥
ভাল-মন্দ জয়দ্রথ কিছু নাহি কহে।
চালাইয়া দিল রথ তিলেক না রহে॥
দ্রৌপদী দেখিল তবে পড়িনু বিপাকে।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি পরিত্রাহি ডাকে।
কি জানি কৃষ্ণের পায় কৈনু অপরাধ।
সে কারণে হল মম এতেক প্রমাদ॥
কোথা গেল মহারাজ ধর্ম্ম-অধিকারী।
কোথা গেল মাদ্রীপুত্র বিক্রমে কেশরী॥
ভুবনবিজয়ী কোথা পার্থ মহামতি।
তোমার রক্ষিতা জনে হল হেন গতি॥
পরিত্রাহি ডাকে কোথা ভীম মহাবল।
দুষ্ট জনে আসি দেহ সমুচিত ফল॥
তোমরা যে পঞ্চভাই রহিলে কোথায়।
জয়দ্রথ মন্দমতি বলে লয়ে যায়॥
শূন্যালয়ে আছি দুষ্ট জানিয়া ধরিল।
সিংহের বনিতা নিতে শৃগালে ইচ্ছিল॥
সকল লোকের সাক্ষী দেব বিকর্ত্তন।
আজন্ম জানহ তুমি সবাকার মন॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
ইহার উচিত ফল লভুক দুর্ম্মতি॥
এইমত যাজ্ঞসেনী পাড়িছে দোহাই।
হেনকালে আশ্রমেতে আসে তিন ভাই।
শূন্যালয় দেখি মনে হইলেন স্তব্ধ।
শুনিলেন দ্রৌপদীর ক্রন্দনের শব্দ॥
ব্যগ্র হয়ে তিন ভাই ধনু লয়ে হাতে।
শব্দ অনুসারে ধায় শীঘ্র সেই পথে॥
চিন্তাকুল ধায় সবে না দেখেন পথ।
দুর হতে দেখিলেন যায় জয়দ্রথ॥
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে ঘনেঘন।
দুর হতে আশ্বাসিয়া কহে তিন জন॥
ভয় নাই ভয় নাই বলেন বচন।
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন॥
মৃগয়া করিয়া আসে ভাই দুই জন।
সেই পথে জয়দ্রথ করিছে গমন॥
দুর হতে শুনিলেন ক্রন্দনের রোল।
উদ্ধার করহ ভীম ডাকে এই বোল॥
অর্জ্জুন কহেন ভীম শুনি বিপরীত।
হেথা যাজ্ঞসেনী কেন ডাকে আচম্বিত॥
কি হেতু আসিল কৃষ্ণা নির্জ্জন কাননে।
না জানি হিংসিল আসি কোন দুষ্টগণে॥
কিম্বা কেবা বিরোধিল ধর্ম্মের তনয়।
আকুল আমার মন গণিয়া প্রলয়॥
ভীম বলে এ কথা না লয় মম মনে।
কে যাইতে ইচ্ছা করে শমন-ভবনে॥
চল শীঘ্র ভাল নহে এ সব কারণ।
সমুচিত ফল দিব জানি নিরূপণ॥
এত বলি দুই বীর যান বায়ুপ্রায়।
শব্দ অনুসারে যান দ্রৌপদীর রায়॥
হেনকালে দূরে দেখিলেন এক রথ।
ধ্বজা দেখি জানিলেন যায় জয়দ্রথ॥
তবে পার্থ মায়ারথ করেন স্মরণ।
চিন্তামাত্রে রথবর আসিল তখন॥
আরোহণ করিলেন দোঁহে হৃষ্টমতি।
চালাইয়া দেন রথ পবনের গতি॥
দেখিল নিকট হল অর্জ্জুনের রথ।
প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ॥
রথ হতে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে॥
দেখিয়া ভীমের মনে হইল সন্তাপ।
রথ হতে ভূমিতলে পড়ে দিয়া লাফ॥
অধিক ধাইল দুষ্ট অতি চিন্তাকুলে।
চক্ষুর নিমিষে ভীম ধরে তার চুলে॥
মৃগেন্দ্র রুষিয়া যেন ধরে ক্ষুদ্রপশু।
ক্ষুধিত খগেন্দ্রমুখে যেন সর্পশিশু॥
সেই মত তার চুল ধরিলেন টানি।
ক্রোধভরে গেল যথা পার্থ যাজ্ঞসেনী॥
কহিল কৃষ্ণারে তবে আশ্বাস বচন।
ধীরা হও যাজ্ঞসেনী ত্যজ দুঃখ মন॥
যেমত তোমাকে দুঃখ দিল দুষ্টমতি।
তাহার উচিত ফল মুখে মার লাথি॥

আছিল মনের ক্রোধ দ্রুপদনন্দিনী।
সম্বরিতে নারে ক্রোধ দহিছে পরাণি॥
তাহাতে ভীমের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
অধর্ম্ম নাহিক ইথে বিচারে জানিল॥
তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে।
তিন বার পদাঘাত করে তার মুখে॥
জয়দ্রথে কহে তবে ভীম মহাবল।
অবশ্য ভুঞ্জিতে হয় স্বকর্ম্মের ফল॥
আরে দুষ্ট থাকে যার জীবনের আশা।
সে কি করয়ে হেন দুরন্ত ভরসা॥
এই মুখে কৃষ্ণা হরি দিয়াছিলি রড়।
এত বলি গণি মারে দশটী চাপড়॥
বজ্রতুল্য খাইয়া ভীমের করাঘাত।
সঘনে কাঁপয়ে যেন কদলীর পাত॥
হেনমতে বৃকোদর মারিল প্রচুর।
চুলে ধরি টানি তবে লয় কত দূর॥
অনেক নিন্দিল তারে গভীর গর্জ্জনে।
পুনশ্চ টানিয়া তারে আনে কতক্ষণে॥
মুক্তকেশ ন্যস্তবেশ বহে রক্তধার।
ফাঁফর হইয়া কান্দে নাহিক নিস্তার॥
চুলে ধরি ভূমিতলে ঘষে তার মুখ।
দেখি দ্রৌপদীর হৃদে পরম কৌতুক॥
পুনঃ পুনঃ প্রহারিল বীর বৃকোদর।
প্রাণমাত্র অবশেষ রহে কলেবর॥
মূর্চ্ছাগত হয়ে ভূমে পড়ে অচেতন।
হেনকালে উপনীত ধর্ম্মের নন্দন॥
দেখিয়া তাহার দুঃখ দুঃখিত হৃদয়।
রক্ষা হেতু বিচারিয়া ধর্ম্মের তনয়॥
কহিলেন শুন ভীম করিলে কি কর্ম্ম।
বিশেষে ভগিনীপতি মারিলে অধর্ম্ম॥
ভাল পাইলেক দুষ্ট সমুচিত ফল।
দোষমত ফল দণ্ড হইল সকল॥
কিন্তু বধ্য নহে রাখ ইহার জীবন।
ভগিনী করিয়া রাঁড়ি নাহি প্রয়োজন॥
ভগিনী ভাগিনা দোঁহে হইবে অনাথ।
কান্দিবে সকলে আর সেই জ্যেষ্ঠতাত॥
সে কারণে কহি ভাই শুনহ বচন।
ছাড়হ লইয়া যাক্ নির্লজ্জ জীবন॥
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে নারি বৃকোদর।
জয়দ্রথ এড়ি বীর হইল অন্তর॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে সেই মূঢ়মতি।
মনে মনে চিন্তা করে পেনু অব্যাহতি॥
নিঃশব্দে রহিল বীর হয়ে নম্রশির।
ভৎর্সিয়া কহেন তারে রাজা যুধিষ্ঠির॥
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে করিয়া কপটে।
কি হেতু মরিতে আইলি এমত সঙ্কটে॥
ক্ষণেক না হত যদি মম আগমন।
এতক্ষণ যাইতিস শমন-সদন॥
পলাইয়া যাহ লয়ে নির্লজ্জ জীবন।
কুবুদ্ধি দিলেক তোরে যেই দুষ্ট জন॥
সেই সব জনে গিয়া কহিবি সকল।
কত দিনান্তরে হবে সে সবার ফল॥
আমাকে দিলেক যত দুঃখ আর কষ্ট।
এই মত সর্ব্বজন হইবেক নষ্ট॥
এত বলি আশ্রমেতে যান ছয় জনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে॥

জয়দ্রথের শিবারাধনায় যাত্রা।

ক্ষান্ত হইলেন যদি ভাই পঞ্চ জনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে॥
পাঠাইয়া দিল মোরে কৌরব-প্রধান।
তার কার্য্য সাধিবারে বিধি হল আন॥
কোন লাজে তারে গিয়া দেখাইব মুখ।
উপায় চিন্তিব যাহে খণ্ডিবেক দুঃখ॥
এত কষ্ট দিল মোরে পাণ্ডব দুরন্ত।
তা সবা জিনিলে মম দুঃখ হবে অন্ত॥
ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম পাণ্ডব সকল।
কেমনে হইব শক্য আমি হীনবল॥
তপোবলে পাণ্ডবেরা হয় বলবান।
আমার তপস্যা বিনা গতি নাহি আন॥
কঠোর তপস্যা করি শুদ্ধ কলেবর।
তপেতে করিব তুষ্ট দেব মহেশ্বর॥

প্রসন্ন হইবে যবে ত্রিদশের নাথ।
পাণ্ডব জিনিতে বর মাগিব পশ্চাৎ ॥
তবে যদি কার্য্যসিদ্ধি নহে কদাচন।
ত্যজিব জীবন করিলাম এই পণ ॥
এত বলি হিমালয় পর্ব্বতেতে গেল।
শুচি হয়ে মন আত্মা সংযত করিল ॥
নিয়ম করিয়া নিত্য করে নানা ক্লেশ।
তপ আরম্ভিল করি হরের উদ্দেশ ॥
কত দিন বঞ্চিলেন খেয়ে মাত্র ফল।
অতঃপর ভুঞ্জে বীর শুধু মাত্র জল ॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুণি।
বসিয়া তাহার মাঝে দিবস রজনী ॥
চারি মাস বর্ষাকাল বসি বৃক্ষতলে।
মস্তকে পাতিয়া ধরে বরিষার জলে ॥
শীতেতে শীতল যথা সুশীতল নীর।
তাহাতে নিমগ্ন হয়ে থাকে মহাবীর ॥
তপস্যায় বৎসরেক করি মহাক্লেশ।
কঠোর তপেতে বশ হলেন মহেশ ॥
জানিয়া একান্ত ভক্তি দেব মহেশ্বর।
মায়াদেহ ধরে হর বিপ্র কলেবর ॥
যথা জয়দ্রথ আছে হিমালয় গিরি।
তাহার নিকটে চলিলেন ত্রিপুরারি ॥
সমাধি করিয়া রাজা আছয়ে মননে।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত হরের চরণে ॥
হেনকালে ডাকি তারে বলেন ঈশ্বর।
তপস্যা ত্যজহ রাজা মাগ ইষ্টবর ॥
এত শুনি জয়দ্রথ উঠিল কৌতুকে।
অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণমূর্ত্তি দেখিল সম্মুখে ॥
বিস্মিত হইয়া কহে তুমি কোন জন।
মহেশ কহেন আমি দেব পঞ্চানন ॥
রাজা বলে তুমি যদি দেব বিশ্বনাথ।
তোমার যে নিজমূর্ত্তি ভুবনে বিখ্যাত ॥
কৃপা করি সেই রূপ করহ প্রকাশ।
তবে সে আমার মনে হইবে বিশ্বাস ॥
ভক্ত জানি নিজরূপ ধরিলেন হর।
রজত পর্ব্বত জিনি দীপ্ত কলেবর ॥
কটিতটে ফণীরাজ পরা বাঘছাল।
শিরে জটা বিভুতি ভুষণ অঙ্গভাল ॥
নাগযোগ্য উপবীত গলে হাড়মাল।
সুচারু চন্দ্রের-কলা শোভিয়াছে ভাল ॥
বাম করে শোভে শৃঙ্গ দক্ষিণে ডমরু।
দেখিয়া এমত রূপ বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
আপনারে কৃতকৃত্য মানে মহাবল।
দণ্ডবৎ হয়ে তবে পড়ে ভুমিতল ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায় ধরি অভয় চরণ।
ভক্তিভাবে বহুবিধ করিল স্তবন ॥
অনাথের নাথ তুমি কৃপার নিধান।
কৃপা করি নিজগুণে কর পরিত্রাণ ॥
মহেশ কহেন রাজা মাগ ইষ্টবর।
শুনি জয়দ্রথ কহে যুড়ি দুই কর ॥
আমারে অনাথ দেখি কৃপা কর যদি।
জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা কর কৃপানিধি ॥
এত শুনি শূলপাণি করেন উত্তর।
মনোনীত দেখি রাজা মাগ ইষ্টবর ॥
জয়দ্রথ বলে অন্য বরে কার্য্য নাই।
জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা করহ গোঁসাই ॥
মহেশ বলেন তুমি নহ জ্ঞানযুত।
পুনঃপুনঃ কি কারণ কহ অসঙ্গত ॥
পাণ্ডব ভুবন জয়ী শুন মহামতি।
তাহারে জিনিতে পারে কাহার শকতি ॥
মনুষ্য জানিয়া তুমি করহ অবজ্ঞা।
আমিত তোমার মত নহি হীনপ্রজ্ঞা ॥
প্রয়োজন নাহি আর কহিয়া বিস্তর।
যাহা ইচ্ছা নরপতি মাগ ইষ্টবর ॥
আপনার ইষ্ট যে সে শিবের অনিষ্ট।
স্পষ্ট বুঝি পুনঃ কহে জয়দ্রথ দুষ্ট ॥
এখনি জানিনু তুমি পাণ্ডবের সখা।
কি হেতু আসিয়া দিলা অধমেরে দেখা ॥
যাহ প্রভু নিজস্থানে করহ গমন।
প্রাণ ত্যজি করিলাম এই নিরূপণ ॥
বলেন ধূর্জটি বাক্য ব্যয় কর মিছা।
করিবে যে কর তবে আপনার ইচ্ছা ॥

পরাণ ত্যজহ কিম্বা যাহা লয় মতি।
এই বর দিতে নাহি আমার শকতি ॥
জয়দ্রথ পুনঃ বলে করহ গমন।
হেথায় রহিয়া তবে কোন প্রয়োজন ॥
নৃপতির এই বাক্য শুনি দিগম্বর।
কৈলাসশিখরে যান দুঃখিত অন্তর ॥
পুনর্ব্বার জয়দ্রথ আরম্ভিল তপ।
পাণ্ডবেরে পরাভব অন্তরেতে জপ ॥
নানা ক্লেশে মহাবীর বঞ্চে অহর্নিশি।
তার তপ দেখি চমকিত সর্ব্বঋষি ॥
ঊর্দ্ধ্ব পদে অধোমুখে করি অনাহার।
হেনমতে বৎসরেক গেল পুনর্ব্বার ॥
জানিয়া একান্ত তবে নৃপ ভাব ভক্তি।
হরের রহিতে আর না হইল শক্তি ॥
যথায় নৃপতি বসি করে তপক্লেশ।
সন্নিকটে পুনরপি আসিয়া মহেশ ॥
রাজারে কহেন তপ কর কি কারণ।
চতুর্ব্বর্গ চাহ যাহে লয় তব মন ॥
রাজ্য অর্থ বিদ্যা কিম্বা সন্ততি বৈভব।
যাহা চাহ তাহা লহ কি আছে দুর্লভ ॥
ইহা কহিলেন যদি করুণার নিধি।
জয়দ্রথ নৃপতিরে বিড়ম্বিল বিধি ॥
মহামদে অন্ধ রোষে আচ্ছাদিল মন।
সকল ছাড়িয়া চাহে পরের হিংসন ॥
জয়দ্রথ বলে যদি তুমি বর দিবে।
নিশ্চয় আমার মন জিনিব পাণ্ডবে ॥
ইহা বিনা অন্য বরে মম কার্য্য নাই।
বুঝিয়া বিধান এই করহ গোঁসাই ॥
শুনিয়া কহেন শিব শুনহ পামর।
পৃথিবীতে কত কত আছে ইষ্টবর ॥
ইহা ছাড়ি ইচ্ছা কর পরের হিংসন।
বিশেষে পাণ্ডব তাহে নহে অন্য জন ॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য যেই অজেয় সংসারে।
কোন জন হবে শক্য জিনিতে তাহারে ॥
বিশেষ অর্জ্জুন নামে তাহে এক জন।
তাহার মহিমা বল জানে কোন জন ॥
পরম পুরুষ সেই ব্রহ্ম সনাতন।
দুই দেহ ধরিলেন নিজে নারায়ণ ॥
বিশেষে হরিতে পৃথিবীর মহাভার।
নর নারায়ণ রূপ পূর্ণ অবতার ॥
নররূপ ধরি পার্থ কুন্তীর নন্দন।
যদুকুলে শ্রীগোবিন্দ নিজে নারায়ণ ॥
মহামদে অন্ধমতি না জান কারণ।
এদিগে জিনিতে বর দিবে কোন জন ॥
হইবে গোবিন্দ যবে অর্জ্জুনের পক্ষ।
বরে কিসে গণি আমি না হইব শক্য ॥
যদ্যপি একান্ত হল তোমার মনন।
জিনিবে অর্জ্জুন বিনা আর চারিজন ॥
রাজা বলে ভাল আজ্ঞা কৈলে দেবরাজ।
বিনা পার্থ জিনি অন্যে মম কিবা কাজ
একান্ত যদ্যপি কৃপা আছয়ে আমায়।
আজ্ঞা কর জিনি যেন সহ ধনঞ্জয় ॥
জীবন সফল তবে পূর্ণ হবে আশ।
এত শুনি কহিলেন পুনঃ কৃত্তিবাস ॥
বড় বংশে জন্মি তোর হীনবুদ্ধি হয়।
কি কারণে কর রাজা অসৎ আশ্রয় ॥
অর্জ্জুন অজেয় জান এ তিন ভুবনে।
সুরাসুর নাগ আদি আমা আদি জনে ॥
আমার একান্ত ভক্ত পার্থ আদি বীর।
অভেদ অর্জ্জুন আমি একই শরীর ॥
বিশেষ আমার মিত্র প্রধান যাদব।
তাহার প্রধান সখা তৃতীয় পাণ্ডব ॥
আর ইন্দ্রদেব হতে লভিয়াছে জন্ম।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত যে অর্জ্জুনের কর্ম্ম ॥
জিনিতে নারিবে রাজা কভু হেন জনে।
উপায় করিব এক তোমার কারণে ॥
অভিমন্যু পুত্র তার বড় বলবান।
কৃষ্ণের ভাগিনা প্রিয় প্রাণের সমান ॥
জিনিবে সমরে তারে দিলাম এ বর।
বিমুখ করিবে আর চারি সহোদর ॥
আত্মা হতে পুত্র হয় শাস্ত্রে হেন কয়।
অভিমন্যু বধিলে মরিবে ধনঞ্জয় ॥

আর দেখ অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চ জন।
অস্ত্রাঘাতে কদাচিত নহিবে মরণ ॥
কি কর্ম্ম করিবে তবে করিয়া বিমুখ।
চিরকালে পুত্রশোকে পাইবেক দুঃখ ॥
এত শুনি তুষ্টমতি হয়ে নরপতি।
চরণে ধরিয়া বহু করিল প্রণতি ॥
কৈলাসশিখরে তবে যান মহেশ্বর।
জয়দ্রথ যায় তবে হস্তিনা নগর ॥

হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন।

হেথায় কৌরবপতি চিন্তাকুল হয়ে।
নিত্য অনুতাপ করে মন্ত্রিগণ লয়ে ॥
রাজা বলে কহ মোরে যত মন্ত্রিগণ।
জয়দ্রথ নৃপতির বিলম্ব কারণ ॥
কেহ বলে জয়দ্রথ গেল বহু দিন।
কি কর্ম্মে হইবে শক্য বল-বুদ্ধিহীন ॥
কেহ বলে পাণ্ডব দেখিল জয়দ্রথে।
নিশ্চয় ত্যজিল প্রাণ ভীম-বজ্রহাতে ॥
কেহ বলে কার্য্য সিদ্ধ করিতে নারিল।
লজ্জায় না দিল দেখা নিজরাজ্যে গেল ॥
এইমতে চিন্তাকুল আছে নরপতি।
হেনকালে জয়দ্রথ আসিল দুর্ম্মতি ॥
নিরখিয়া ভূপতির আনন্দ প্রচুর।
সভাসুদ্ধ নরপতি গেল কতদূর ॥
বহুকাল পরে পেয়ে বন্ধু দরশন।
পরস্পর হর্ষভরে করে আলিঙ্গন ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিতমনে।
হাতে ধরি বসাইল নিজ সিংহাসনে ॥
বসিয়া কৌতুকে দোঁহে কথোপকথন।
রাজা বলে কহ শুনি বিলম্ব কারণ ॥
নিবেদিল জয়দ্রথ দুঃখ আপনার।
পূর্ব্বাপর অদ্যোপান্ত যত সমাচার ॥
শুনি জয়দ্রথ-মুখে সব বিবরণ।
হরিষ বিষাদ মনে রহে দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন বলে আমি চিন্তা করি মিছা।
হইবে অবশ্য যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥
অকারণে চিন্তা করি নাহি প্রয়োজন।
বিধির নিযুক্ত হয় যখন যেমন ॥
সভা ভাঙ্গি নিজস্থানে গেল সর্ব্বজন।
দুঃখমনে নিজ গৃহে রহে দুর্য্যোধন ॥

যুধিষ্ঠিরের নিকটে মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন।

জন্মেজয় বলে শুনি কহ অতঃপর।
কোন কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
আশ্রমেতে আসিলেন ভাই পঞ্চ জন ॥
সমাপ্ত করিয়া কর্ম্ম নিত্য নিয়মিত।
ভোজনান্তে বসিলেন সকলে দুঃখিত ॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন।
মার্কণ্ডেয় মুনি করিলেন আগমন ॥
মহাতেজোবন্ত যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখিয়া সম্ভ্রমে উঠিলেন পঞ্চ জন ॥
আগুসরি কত দূরে গিয়া পঞ্চ জনে।
প্রণিপাত করিলেন মুনির চরণে ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন মার্কণ্ডেয় মুনি।
আর সবে প্রণমিল লোটায়ে ধরণী ॥
সেইমত সম্ভাষেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
বসাইয়া মুনিরাজে মহা কুতূহলী ॥
আপনি করেন ধৌত মুনির চরণ।
আনিয়া সুগন্ধি জল ধর্ম্মের নন্দন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া পূজে বিধিমতে।
শান্তাইয়া তাঁরে লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করি নিবেদন।
কহ শুনি এখানে কি হেতু আগমন ॥
মুনি বলে ইচ্ছা হল তোমা দরশনে।
এই হেতু মম আগমন কাম্যবনে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাগ্য ছিল যে আমার।
সেই হেতু নিজে প্রভু কৈলে আগুসার ॥
এইরূপে নানাবিধ কথোপকথনে।
বসিলেন মহানন্দে সবে যোগ্য স্থানে ॥
মহা অভিমান মনে রাজা যুধিষ্ঠির।
বিরসবদনে বসিলেন নম্রশির ॥

দেখিয়া মুনির মনে জন্মিল বিস্ময় ।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে কহ ধর্ম্মের তনয় ।।
অভিপ্রায় বুঝি তব চিত্ত উচাটন ।
মলিন বদন দেখি নিরানন্দমন ।
বহু দুঃখ পাইয়াছ অল্প আছে শেষ ।
অতঃপরে অবিলম্বে পাবে রাজ্য দেশ ।।
কত কত দুঃখ সহিয়াছ নিজ অঙ্গে ।
তথাচ থাকিতে নানা কথার প্রসঙ্গে ।।
পাপরূপ চিন্তা হয় বহু দোষ ধরে ।
সুবদ্ধি পণ্ডিত জনে মতি লোপ করে ।।
বহু দুঃখে চিন্তা নাহি করি সে কারণে ।
তাহা বুঝাইব কত তোমা হেন জনে ।।
চিরাদনে আসিলাম তব দরশনে ।
দুঃখিত দেখিয়া অতি দুঃখ লাগে মনে ।।
রাজা বলে কি আদেশ কর মুনিবর ।
আমা সম দুঃখী নাহি ত্রৈলোক্যভিতর ।।
না হইল না হইবে আমার সমান ।
উত্তম মধ্যমাধমে দেখহ প্রমাণ ।।
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্বভাগ্য ফলে ।
পিতৃহীনে বিধি দুঃখ দিল অল্পকালে ।।
পরান্নে বঞ্চিনু কাল পরের আলয় ।
না জানিনু দুঃখ অতি অজ্ঞান সময় ।।
ছল করি যেই কর্ম্ম কৈল দুষ্টগণে ।
পাইনু যতেক দুঃখ জানহ আপনে ।।
সে দুঃখ ভুঞ্জিয়া যেই তুলিলাম মাথা ।
এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা ।।
ছলেতে লইল দুষ্ট রাজ্য অধিকার ।
আমার নিযুক্ত হৈল বৃক্ষতলা সার ।।
রাজপুত্র হতভাগ্য মোরা পঞ্চ জনে ।
চিরকাল দুঃখে দুঃখে বঞ্চিনু কাননে ।।
আমা সবাকার দুঃখ নাহি করি মনে ।
ভ্রমিব কর্ম্মের ফলে বিধির ঘটনে ।।
রাজপত্নী হয়ে কৃষ্ণা সমান দুঃখিতা ।
মহারণ্যে ভ্রমে যেন সামান্যা বনিতা ।।
নানা সুখভোগে পূর্ব্বে পিতার মন্দিরে ।
দুঃখেতে বঞ্চিল কাল আসি মমঘরে ।।

নারীমধ্যে হেন আর নাহি সুশিক্ষিতা
দান ধর্ম্ম শিল্পকর্ম্ম করণে দীক্ষিতা ।।
যেন রূপ তেন গুণ একই সমান ।
কতবার মহাকষ্টে কৈল পরিত্রাণ ।।
নিজ দুঃখে দুঃখী নাহি হই তপোধন ।
দ্রৌপদীর দুঃখ হেরি সকাতর মন ।।
বিশেষ অপূর্ব্ব শুন আজিকার কথা ।
শূন্যালয় দেখিয়া আইল জয়দ্রথা ।।
রন্ধনে আছিল কৃষ্ণা দেখি শূন্যঘরে ।
হরিয়া লইতেছিল হস্তিনা নগরে ।।
তেমতি ধাইলাম পথে পঞ্চ সহোদর ।
চক্ষুর নিমিষে তবে ধরি বৃকোদর ।।
ধরিয়া তাহারে চুলে করিল লাঞ্ছনা ।
পরাণ রাখিল মাত্র শুনি মম মানা ।।
কেবল তোমার মুনি চরণপ্রসাদে ।
নিমিষেকে পরিত্রাণ কৈনু অপ্রমাদে ।।
এইমাত্র আশ্রমেতে আসি পঞ্চ জনে ।
সে কারণে বসে আছি নিরানন্দমনে ।।
বড়ই অসহ্য বজ্র নারীর হরণ ।
ইহার হইতে শ্রেষ্ঠ শতাংশে মরণ ।।
আজন্ম পাইনু দুঃখ নাহি পরিমাণ ।
নাহিক না হবে দুঃখী আমার সমান ।।
যুধিষ্ঠির নৃপতির এই বাক্য শুনি ।
ঈষৎ হাসিয়া তবে কহে মহামুনি ।।
কহিলে যতেক কথা ধর্ম্মের নন্দন ।
দুঃখ হেন বলি নাহি লয় মম মন ।।
কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্য ভিতর ।
ইন্দ্র চন্দ্র তুল্য সঙ্গে চারি সহোদর ।।
বিশেষ সংহতি যার যাজ্ঞসেনী নারী ।
মহিমা কহিতে যার আমি নাহি পারি ।।
এতেক ব্রাহ্মণ নিত্য করাও ভোজন ।
তুমি যদি বনবাসী গৃহী কোন জন ।।
দয়া সত্য ক্ষমা শান্তি নিত্য দান ধর্ম্ম ।
পৃথিবী ভরিয়া রাজা তোমার সুকর্ম্ম ।।
নিশ্চয় কহিনু এই লয় মম মন ।
বসুমতীপতিযোগ্য তুমি সে ভাজন

অল্পদিনে দেখ রাজা কৌরবের অন্ত।
কহিনু তোমারে রাজা ভবিষ্য বৃত্তান্ত ॥
আর যে কহিলে তুমি দুষ্ট জয়দ্রথে।
দ্রৌপদী লইতেছিল হস্তিনার পথে ॥
নারীতে এতেক কষ্ট কেহ নাহি পায়।
কিছু দুঃখ নাহি মনে আমার তাহায়।
পর নয় জয়দ্রথ বন্ধু যারে বলি।
হস্তিনা আপন রাজ্য কুটুম্ব সকলি ॥
সবে গিয়া উদ্ধারিলা হস্তিনা না যায়।
এ কোন কৃষ্ণার দুঃখ মম অভিপ্রায় ॥
দ্রৌপদী হইতে শত গুণেতে দুঃখিতা।
লক্ষ্মীরূপা জনকনন্দিনী নাম সীতা॥
অনাদি পুরুষ যাঁর প্রভু নারায়ণ।
হরিয়া লইল তাঁরে লঙ্কার রাবণ ॥
দশ মাস ছিল বন্দী অশোক কাননে।
নিত্য নিত্য প্রহারিত যত চেড়ীগণে ॥
তবে রাম মারি সব রক্ষ দুরাচার।
মহাক্লেশে করিলেন সীতার উদ্ধার ॥
দ্রৌপদী হইতে সীতা দুঃখিতা বিখ্যাত।
যারে তারে জিজ্ঞাসহ কে না আছে জ্ঞাত
চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বনে মহাক্লেশে।
জটা বল্ক পরিধান তপস্বীর বেশে ॥
দশ মাস মহাকষ্ট রামের বিচ্ছেদ।
কি দুঃখ কৃষ্ণার রাজা কেন কর খেদ ॥
মার্কণ্ডেয়-মুখে এত শুনিয়া বচন।
জিজ্ঞাসা করেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
নিবেদন করি মুনি কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান ॥
জন্মিলেন কি কারণে মর্ত্তে্য নারায়ণ।
কি মতে তাঁহার সীতা হরিল রাবণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

জয় বিজয়ের অভিশাপ এবং হিরণ্যাক্ষ
হিরণ্যকশিপুর জন্ম।

ইহা কহিলেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
[illegible] কহিলেন মহা তপোধন ॥
শুন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মসুত নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
যবে সত্যযুগ আসি করিল প্রবেশ।
বৈকুণ্ঠে ছিলেন প্রভু দেব হৃষীকেশ ॥
দ্বার রক্ষা হেতু ছিল উভয় কিঙ্কর।
জ্যেষ্ঠ জয় বিজয় কনিষ্ঠ সহোদর ॥
ব্রাহ্মণের দ্বার রোধ নহে কদাচন।
এক দিন দেখ রাজা দৈবের ঘটন ॥
ব্রাহ্মণ যাইতেছিল কৃষ্ণ সম্ভাষণে।
বেত্র দিয়া দ্বারে তাঁরে রাখে দুই জনে ॥
দোঁহাকার কর্ম্ম দেখি দ্বিজের সন্তাপ।
পৃথিবীতে জন্ম দোঁহে দিল এই শাপ ॥
বজ্রতুল্য দ্বিজবাক্য শুনি দুই জন।
দুঃখিত চলিল যথা প্রভু নারায়ণ ॥
কহিল শাপের কথা করিয়া বিশেষ।
কহিলেন শুনি তবে দেখ হৃষীকেশ ॥
আমা হতে শত গুণে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।
হইল তাঁহার মুখে অলঙ্ঘ্য উত্তর ॥
কাহার শকতি তাহা করিবে হেলন।
অবশ্য জন্মিবে ক্ষিতিমধ্যে দুই জন ॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর কথা ঈশ্বরের মুখে।
জিজ্ঞাসা করিল দোঁহে অতিশয় দুঃখে ॥
কর্ম্মদোষে দ্বিজবাক্য লঙ্ঘন না যায়।
কিরূপে হইবে শান্তি জন্মিব কোথায় ॥
আজ্ঞা কর শীঘ্র পাই যাহাতে তোমায়।
কতকাল থাকিব ছাড়িয়া তব পায় ॥
গোবিন্দ বলেন জন্ম লহ মর্ত্ত্যলোকে।
কহি এক উপযুক্ত উপায় তোমাকে ॥
মোর মিত্রভাবে জন্ম ধর গিয়া যদি।
ভ্রমণ করিবে সপ্ত জনম অবধি ॥
শত্রুরূপে হিংসা যদি করহ আমার।
গর্ব্বের যন্ত্রণা মাত্র তিন জন্ম সার ॥
চিন্তা না করিহ কিছু আমার হিংসনে।
আমিহ জন্মিব গিয়া ভক্তের কারণে ॥
যদি দোঁহে জন্ম লবে শুন বারে বারে।
শাপান্ত করিব আমি তিন অবতারে ॥

এতেক প্রভুর মুখে শুনিয়া উত্তর।
মর্ত্ত্যেতে জন্মিল দোঁহে দুঃখিত অন্তর॥
হেনকালে মহাশ্চর্য্য শুন আর কথা।
দক্ষের নন্দিনী দিতি কশ্যপবনিতা॥
পুত্রকাম্য করি গেল স্বামীর গোচর।
সায়ংসন্ধ্যা করিবারে যায় মুনিবর॥
দিতি বলে পশ্চাৎ করিবে সন্ধ্যা তুমি।
আজ্ঞা কর পুত্রকাম্যে আইলাম আমি॥
মুনি বলে হল এই রাক্ষসী সময়।
ইথে পুত্র জন্ম হলে কভু ভাল নয়॥
দিতি বলে মুনিরাজ নহিলে না হয়।
মানস করহ পূর্ণ জন্মাহ তনয়॥
হেনমতে এই কথা কহে যদি দিতি।
পুত্রবর দিয়া মুনি কহে দুঃখমতি॥
মুনি বলে না শুনিলে আমার বচন।
হইবে অবশ্য তব যুগল নন্দন॥
মহাবল পরাক্রম আমার ঔরসে।
কিন্তু তারা দুষ্ট হবে সময়ের দোষে॥
ধর্ম্মপথ বিরোধী জিনিবে ত্রিভুবন।
দেখিয়া দেবের দুঃখ প্রভু নারায়ণ॥
অবতরি নিজ-হস্তে বধিবে দোঁহাকে।
তুমিহ পরম দুঃখ পাবে পুত্রশোকে॥
এতেক বলিলে মুনি ভবিষ্য উত্তর।
নিজালয়ে গেল দিতি দুঃখিত অন্তর॥
মুনির ঔরসে রাজা দিতির গর্ব্ভেতে।
জয় বিজয়ের জন্ম হল হেনমতে॥
যথাকালে প্রসবিল দেবী দাক্ষায়ণী।
প্রত্যক্ষ হইল যত মুনির কাহিনী॥
জন্মকালে হল তবে বিবিধ উৎপাত।
ধরণী কাঁপিল শব্দে সঘনে নির্ঘাত॥
প্রাতঃকাল হতে যেন বাড়ে দিনকর।
জন্মমাত্র হৈল মত্ত মহাবলধর॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই জন।
ধর্ম্মপথ বিরোধিতে করিলেক মন॥
যজ্ঞ নষ্ট করিয়া হিংসিল দেবগণে।
ইন্দ্রপদ লইয়া বসিল সিংহাসনে॥

একত্র হইয়া তবে যত দেবগণে।
নিজ দুঃখ জানাইল বিধাতার স্থানে॥
অতি দুঃখ পান ব্রহ্মা দেব দুঃখ শুনি।
আশ্বাসিয়া কহিলেন তবে পদ্মযোনি॥
ভয় না করিহ সবে যাহ যথাস্থানে।
পূর্ব্বেতে বিচার আমি করিয়াছি মনে॥
অখিল দেবের গতি দেব নারায়ণ।
তাঁহা বিনা নিস্তারিতে নাহি কোন জন॥
আমার বচনে ঘরে যাহ সর্ব্বজন।
শুনিয়া আনন্দে সবে করিল গমন॥
অপূর্ব্ব শুনহ তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধ হেতু দৈত্যপতি হইল অস্থির॥
সুরাসুর সবে জিনি যত ত্রিভুবনে।
হেন জন নাহি যুদ্ধ করে তার সনে॥
যুদ্ধ বিনা রহিতে না পারে দৈত্যপতি।
মল্লযুদ্ধ করে হীনবলের সংহতি॥
হিরণ্যকশিপু ভ্রাতে রাখি সিংহাসনে।
আপনি চলিল রাজা যুদ্ধ অন্বেষণে॥
মহাপরাক্রমে ধায় গদা লয়ে হাতে।
দৈবযোগে নারদ সহিত দেখা পথে॥
মুনি দেখি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়।
কার সনে যুদ্ধ করি কহ মহাশয়॥
নারদ বলেন তব সম যোদ্ধা হরি।
দৈত্য বলে তারে বল কোথা চেষ্টা করি॥
কহ মুনি কোথা তার পাব দরশন।
তোমার প্রসাদে তবে সুখে করি রণ॥
নারদ বলেন তব বিক্রম বিশাল।
সেই ভয়ে লুকাইয়া আছেন পাতাল॥
ধরিয়া বরাহমূর্ত্তি আছে দুঃখমনে।
শীঘ্র চল তথা যুদ্ধ কর তাঁর সনে॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি বিক্রমে বিশাল।
মুনিরাজে নমস্করি প্রবেশে পাতাল॥
তথায় দেখিল পুরী পূর্ণ সব জল।
না পায় বিষ্ণুর দেখা চিন্তি মহাবল॥
জলেতে গদার বাড়ি মহাক্রোধে মারে।
কহ হরি কোথা গেলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে

হেনকালে কৃপাসিন্ধু প্রভু নারায়ণ।
ভক্তের উদ্ধার হেতু দেন দরশন ॥
কত দূরে গর্জ্জি দেব করে মহাশব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হল মহাস্তব্ধ ॥
মহাক্রোধে ধায় বীর গদা লয়ে হাতে।
দৈবাৎ বরাহ সহ দেখা হল পথে ॥
হিরণ্যাক্ষ বলে কহ তোমার গর্জ্জন।
শুনিয়া কম্পিত তিন ভুবনের জন ॥
নহে বা এমন দর্প হেথা কেবা করে।
নিশ্চয় মজিবে আজি আমার প্রহারে ॥
বাক্যযুদ্ধ হল আগে পরে গালাগালি।
পশ্চাতে করিল যুদ্ধ দুই মহাবলী ॥
বিশেষ প্রকারে যুদ্ধ হল বহুতর।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহিতে বিস্তর ॥
তথায় লইয়া দুষ্ট দৈত্যের পরাণ।
কামরূপী বরাহ রহেন যথাস্থান ॥
অনেক বিলম্ব দেখি যত পুরজন।
ভাবিত হইল সবে না বুঝে কারণ ॥
কনিষ্ঠ আছিল তার অমরের রিপু।
সিংহাসনে মহারাজ হিরণ্যকশিপু ॥
ভ্রাতার বিলম্ব দেখি চিন্তাকুল মন।
হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার নন্দন ॥
নারদে দেখিয়া দৈত্য আনন্দিত মনে।
হাতে ধরি বসাইল রত্নসিংহাসনে ॥
মুনিরাজে জিজ্ঞাসিল ভ্রাতার বারতা।
নারদ কহিল রাজা শুন তার কথা ॥
যুদ্ধ হেতু তব ভ্রাতা ভ্রমি বহুকাল।
যোগ্য না দেখিয়া পাছে প্রবেশে পাতাল
পূর্ব্বে ক্ষিতি উদ্ধারিতে দেবাদেব-হরি।
দেবকার্য্য সাধিতে বরাহরূপ ধরি ॥
দৈবযোগে তাঁর সহ দেখা রসাতলে।
দারুণ হইল যুদ্ধ দুই মহাবলে ॥
তাঁর ঠাঁই হিরণ্যাক্ষ হইল নিধন।
এত দিন না জান এ সব বিবরণ ॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি পায় বড় শোক।
এদিকে নারদ চলিলেন ব্রহ্মলোক ॥
দৈত্যপতি বলে মোর খণ্ডিল বিস্ময়।
বিষ্ণু সে আমার শত্রু জানিনু নিশ্চয়।
তাহা বিনা না হিংসিব কভু অন্যজনে।
পাইব তাহার দেখা ধর্ম্মের হিংসনে ॥
এতেক বিচারি দৈত্য করি বড় ক্রোধ।
যথা ধর্ম্ম তথা যজ্ঞ করয়ে বিরোধ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে সবে পায় ভয়।
নিস্তেজ হইল সবে গণিয়া প্রলয় ॥
কত দিনান্তরে রাজা শুন বিবরণ।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

প্রহ্লাদ-চরিত্র।

শুন যুধিষ্ঠির রাজা অপূর্ব্ব কথন।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥
দিনে দিনে হল শিশু মহাজ্ঞানবান।
বৈষ্ণবেতে নাহি কেহ তাহার সমান ॥
নারায়ণ-পরায়ণ শান্ত শুদ্ধমতি।
তাহার পরশে হয় শুদ্ধ বসুমতী ॥
পুত্রের চরিত্র দেখি দুঃখিত অন্তরে।
নিযুক্ত করিল গুরু পড়াইতে তারে ॥
আশ্চর্য্য শুনহ বলি তার বিবরণ।
পাঠশালে গুরু বসি থাকে যত ক্ষণ ॥
কেবল রাখিয়া মাত্র পুস্তকেতে দৃষ্টি।
মনে মনে জপে নিজ নারায়ণ ইষ্টি ॥
কার্য্য হেতু গুরু যবে যায় যথা তথা।
তবে শিশুগণে ডাকি কহে এই কথা ॥
শুন ভাই এই পাঠে কোন প্রয়োজন।
না জানহ বড় শত্রু আছয়ে শমন ॥
তরিয়া যাইতে আর নাহিক উপায়।
কৃষ্ণপদে রাখ চিত্ত কারো নাহি দায় ॥
এমত প্রকারে নিত্য কহে শিশুগণে।
আর দিন তারা সবে কহেন ব্রাহ্মণে ॥
শুনিয়া শিষ্যের কথা গুরু ধায় বেগে।
প্রহ্লাদ চরিত্র কহে নৃপতির আগে ॥

বিপ্র বলে শুন রাজা হইল প্রমাদ।
সকল করিল নষ্ট তোমার প্রহ্লাদ ॥
যতেক পড়াই আমি তাহে নাহি মন।
অনুক্ষণ জপে বিষ্ণু রাম নারায়ণ ॥
কৃষ্ণ বিনা তার আর নাহি মনোরথ।
সকল বালকে লওয়া(ই)ল সেই পথ ॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি ব্রাহ্মণ কহিল।
ক্রোধভরে নরপতি পুত্রেরে ডাকা(ই)ল ॥
জিজ্ঞাসিল কহ বাপু বিচার কেমন।
আমার পরম শত্রু সেই নারায়ণ ॥
কেবা সেই বিষ্ণু তার চিন্তা কর বৃথা।
অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নাহি শুন কথা ॥
শিশু বলে এই কথা পড়িলে কি হবে।
অনিত্য সংসার পিতা কেমনে তরিবে ॥
না জান পরম শত্রু আছে যে শমন।
ইথে কে করিবে রক্ষা বিনা নারায়ণ ॥
অখিল সংসার মাঝে যত চরাচর।
সেই নারায়ণ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ॥
এ তিন ভুবনে আছে যাঁহার নিয়ম।
তাঁহার আশ্রয় নিলে কি করিবে যম ॥
অসংখ্য তাঁহার মায়া কহনে না যায়।
সর্ব্বভূতে অনুরূপ ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
নিযুক্ত করেন নানা বুদ্ধি স্থানে স্থানে।
বৈরিরূপে সদা তুমি ভাব তাঁরে মনে ॥
অভাগ্য তাহারে বলি ভক্তি নাহি যার।
চিরকাল দুঃখে ভ্রমে মিথ্যা জন্ম তার ॥
ধ্যান করি ব্রহ্মা যাঁর নাহি পান দেখা।
তুমি আমি কিবা ছার তাহে কোন লেখা ॥
আমার পরম বিদ্যা সেই দেব হরি।
অশেষ বিপদ হতে যাঁর নামে তরি ॥
তাহা ছাড়ি অন্য পাঠ পড়ে যেই জন।
অমৃত ছাড়িয়া করে গরল ভক্ষণ ॥
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
মহাক্রোধে বলে তবে দানবের পতি ॥
মোর বংশে হল এই দুষ্ট দুরাশয়।
কাষ্ঠের ভিতর যথা থাকে ধনঞ্জয় ॥
জন্মিলে পুড়িয়া কাষ্ঠে করে ছারখার।
তেমনি জন্মিল দুষ্ট কুপুত্র আমার ॥
আমার শত্রুর গুণ গায় অবিরত।
আত্মপক্ষ ত্যজি হয় পর অনুগত ॥
না রাখিহ এই শিশু মারহ তৎকাল।
বিলম্ব হইলে বহু বাড়িবে জঞ্জাল ॥
রাজার প্রমুখে শুনি যত দৈত্যগণ।
চতুর্দ্দিকে ধরি সবে করে প্রহরণ ॥
একে একে করিল সকলে অস্ত্রাঘাত।
কিছুতেই না হইল তাহার নিপাত ॥
বিস্ময় মানিয়া পুত্রে ডাকে দৈত্যপতি।
জিজ্ঞাসিল কি প্রকারে পেলে অব্যাহতি।
এখন করহ ত্যাগ শত্রুগণ-কথা।
নিজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করহ সর্ব্বথা ॥
নিতান্ত যদ্যপি তোর আছে ইষ্টে মন।
করহ শিবের সেবা করিয়া যতন ॥
প্রহ্লাদ কহিল মোরে রাখিলেন হরি।
হরি সখা থাকিতে কে হয় মম অরি ॥
কত শিব কত ব্রহ্মা কত দেব দেবী।
না পায় তাঁহার অন্ত বহুকাল সেবি ॥
আমার পরম ব্রহ্ম তাঁহার চরণ।
অন্য পাঠ পঠনেতে নাহি প্রয়োজন ॥
এত শুনি মহাক্রোধে দৈত্যের ঈশ্বর।
কহে শিশু মার আনি দন্তাল কুঞ্জর ॥
প্রহ্লাদে বেড়িল আসি যতেক বারণ।
আজ্ঞামাত্র ধরিল যতেক দৈত্যগণ ॥
অঙ্কুশ আঘাতে দন্ত দিল দন্তিগুলা।
অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন সুকোমল মূলা ॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত।
কহ পুত্র কি প্রকারে ভাঙ্গে গজদন্ত ॥
শিশু বলে কুম্ভিদন্ত বজ্রের সমান।
কি মতে ভাঙ্গিব আমি নহি বলবান ॥
একান্তে আছয়ে যার নারায়ণে মতি।
তাহার করিতে মন্দ কাহার শকতি ॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি অতি দুঃখমনে।
ডাকিয়া আনিল যত অনুচরগণে ॥

যেইরূপে পার শীঘ্র মার এই পাপ।
ইহার জীবনে বড় পাইব সন্তাপ ।।
ইহা শুনি যত দৈত্য প্রহ্লাদে লইল।
বিষম অনল জ্বালি তাহাতে ফেলিল ।।
কৃষ্ণ বলি অগ্নি মাঝে পড়া মাত্র শিশু
শীতল হইল বহ্নি না হইল কিছু ।।
দেখিয়া যতেক দৈত্য দুঃখিত অন্তর।
নিকটে পর্ব্বত ছিল অতি উচ্চতর ।।
সবে মিলি গিরি শিরে প্রহ্লাদেরে তুলি
অবনীমণ্ডলে তারে ফেলাইল ঠেলি ।।
পড়ে শিশু নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে।
বালক শুইল যেন তুলার উপরে ।।
দেখিয়া দৈত্যের পতি চিন্তাকুল মনে।
নিকটে ডাকিয়া তবে যত মন্ত্রিগণে ।।
সংহার করিতে শিশু দিল তার হাতে।
কতেক প্রহার করে নারিল বধিতে ।।
তবে রাজা নিকটেতে ডাকি মল্লগণে।
ক্রীড়াযুদ্ধ আরম্ভিল বধিতে নন্দনে ।।
প্রহ্লাদে মারিতে কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ।
তাহাতে হইল দগ্ধ সকল ব্রাহ্মণ ।।
তবে ত দেখিয়া শিশু দ্বিজের মরণ।
পরিত্রাহি ডাকে রক্ষা কর নারায়ণ ।।
এইত ব্রাহ্মণ হয় তোমার শরীর।
ইহার মৃত্যুতে আমি হইনু অস্থির ।।
বিশেষে আমার হেতু ব্রাহ্মণের ক্লেশ।
আমারে করিয়া কৃপা রাখ হৃষীকেশ ।।
তবে যদি ব্রাহ্মণ না হইবে সজীব।
অগ্নিতে প্রবেশ করি আমিহ মরিব ।।
এরূপ অনেক শিশু করিল স্তবন।
ভক্তদুঃখ দেখি তবে দেব নারায়ণ ।।
জীয়াইয়া দিলেন সে সকল ব্রাহ্মণে।
দেখিয়া প্রহ্লাদ হল কুতূহলী মনে ।।
দৈত্যপতি শুনি এই সব সমাচার।
না জানিয়া মূঢ়মতি বলে পুনর্ব্বার ।।
যাহ সবে সযত্নেতে আন কালসাপ।
দংশিয়া মারুক আজি কুলাঙ্গার পাপ ।।

রাজার আজ্ঞায় যায় যত দৈত্যগণ।
ভুজঙ্গ আনিয়া দিল করিতে দংশন ।।
পরম বৈষ্ণব তেজ শিশুর শরীরে।
তাহাতে সে সব তেজ কি করিতে পারে।
পাষাণ বান্ধিয়া তবে প্রহ্লাদের গলে।
ক্রোধমনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে ।।
শিশুর সম্ভ্রম কিছু নহিল তাহায়।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত গোবিন্দের পায় ।।
ডাকিয়া বলিল শিশু রাখহ সঙ্কটে।
তোমার কিঙ্কর মরে দুষ্টের কপটে ।।
অবশ্য মরণ নাথ দুঃখ নাহি তায়।
সবেমাত্র ভজিতে না পেনু রাঙ্গা পায় ।।
এরূপ অনেক মতে করিল স্তবন।
জানিয়া সেবক-দুঃখ দেব নারায়ণ ।।
পাষাণ ভাসিল জলে কৃষ্ণের কৃপায়।
বিষ্ণুভক্ত জনে কভু নাহিক সংশয় ।।
তাহা অবলম্ব করি আপনার সুখে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপে শিশু পরম কৌতুকে ।।
জানিয়া একান্ত ভক্ত দেব দামোদর।
ভক্তের অধীন প্রভু আসিয়া সত্বর ।।
কোলে করি আলিঙ্গন করেন তাহায়।
পদ্মহস্ত বুলাইলেন প্রহ্লাদের গায় ।।
কহেন প্রহ্লাদে তবে মাগ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহিল শিশু যুড়ি দুই কর ।।
যাহারে এতেক শ্রদ্ধা আছয়ে তোমার।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার বর কোন ছার ।।
ইঙ্গিতে ইন্দ্রের পদ দিতে পার তুমি।
কেবল লাঞ্ছনা তাহা জানিলাম আমি ।।
রাজ্য ধন ভ্রাতৃ পুত্র দারা পরিবার।
প্রভুপণে সবাকে করিব অহঙ্কার ।।
মহামদে মত্ত হয়ে অনীতি করিব।
আছুক অন্যের দায় তোমা পাসরিব ।।
ব্রহ্মপদ দিলে প্রভু নাহি প্রয়োজন।
কেবল আমার বাঞ্ছা তোমার চরণ ।।
তবে যদি বর দিবে অখিলের পতি।
কৃপা করি কর মোর পিতার সদ্গতি ।।

শুনিয়া শিশুর মুখে এতেক বচন।
তুষ্ট হয়ে শ্রীগোবিন্দ দেন আলিঙ্গন॥
প্রহ্লাদে কহেন তুমি শরীর আমার।
মম ভোগ সুখ দুঃখ সকলি তোমার॥
উদ্ধার করিব আমি তোমার জনকে।
নিজালয়ে যাও তুমি পরম কৌতুকে॥
দুষ্ট দৈত্যগণে তুমি না করিহ ভয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি বৈকুণ্ঠেতে যান দৈত্যরিপু।
চর জানাইল যথা হিরণ্যকশিপু॥
শুন রাজা তোমার পুত্রের সমাচার।
ভাসিল পাষাণ জলে সহিত তাহার॥
নানাবিধ যন্ত্রণা দিলাম মোরা সবে।
না জানি পাইল প্রাণ কার অনুভবে॥
শুনিয়া চরের মুখে এতেক বচন।
নিকটে ডাকিল দৈত্য আপন নন্দন॥
বিনাশ কালেতে বুদ্ধি বিপরীত হয়।
চরগণে আদেশিয়া পুত্রকে আনায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

নৃসিংহাবতার ও হিরণ্যকশিপু বধ। (২৩)

নিকটে আনিয়া রাজা অপন সন্ততি।
মধুর বচনে কহে প্রহ্লাদের প্রতি॥
কহ পুত্র বিস্ময় যে হল মোর মনে।
এতেক বিপদে তোরে রাখে কোন জনে॥
শিশু বলে যেই সর্ব্বভূতে নারায়ণ
সঙ্কট হইতে তারে আছে কোন জন॥
নয়ন থাকিতে পিতা না হইও অন্ধ।
তোমারে কহিনু ঘুচাইয়া মনোধন্ধ॥
একান্ত হইয়া ভজ সেই বিষ্ণুপদ।
নষ্ট না করিহ পিতা এ সুখ সম্পদ॥
বিদ্যমানে কহিলে যে মোরে বধিবারে।
কত না করিলে পিতা অশেষ প্রকারে॥
যত অস্ত্র প্রহারিল সব দৈত্যগণে।
হস্তিদন্ত ঠেকি দেহে ভাঙ্গে ততক্ষণে॥
শীতল হইল অগ্নি দেখিলে পরীক্ষা।
পড়িনু পর্ব্বত হতে তাহে পেনু রক্ষা॥
মহামত্ত মল্লগণ হল হীনদর্প।
আরো জান বিষ-রস হীন কালসর্প॥
প্রমাদে পাইনু রক্ষা যজ্ঞের অনলে।
সমুদ্রে ফেলিলে তবে শিলা বান্ধি গলে॥
সাক্ষাতে দেখিলে তবে ভাসিল পাষাণ।
তথাচ নহিল দূর তোমার অজ্ঞান॥
এ হেন বিভব সুখ সম্পদ তোমার।
যার ক্রোধে নিমিষেকে হবে ছারখার॥
এত শুনি দৈত্যপতি কহিল পুত্রেরে।
কোথা আছে তোর বিষ্ণু কোন রূপ ধরে।
শিশু বলে আছে প্রভু সবার অন্তর।
অনন্ত যাঁহার গুণ বেদে অগোচর॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত কীট সকল সংসারে।
আত্মারূপে আছে প্রভু সবার ভিতরে॥
দৈত্য বলে বিষ্ণু আছে সবার হৃদয়।
সংসার বাহির পুত্র এই স্তম্ভ নয়॥
ইতিমধ্যে বিষ্ণু যদি থাকিবে সর্ব্বথা।
যথার্থ জানিব তবে তোমার এ কথা॥
প্রহ্লাদ কহিল শুন মোর নিবেদন।
যত জীব তত শিব রূপ নারায়ণ॥
স্তম্ভ মধ্যে অবশ্যই আছে মোর প্রভু।
অন্যথা আমার বাক্য না জানিহ কভু॥
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
নির্ণয় জানিতে তবে দৈত্যকুলপতি॥
হাতে খড়্গ লয়ে উঠে করি মহাদম্ভ
মধ্যখানে হানিলেক স্ফটিকের স্তম্ভ॥
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী।
ভক্তবাক্য পালিবারে দেব চক্রপাণি॥
সেবকের বাক্য আর রাখিতে সংসার।
স্তম্ভমধ্যে আসি হরি হন অবতার॥
পূর্ব্বেতে ব্রহ্মার স্তবে যিনি নারায়ণ।
মনুষ্য শরীর আর সিংহের বদন॥
স্তম্ভ কাটি নিরখিয়া দেখে দৈত্যপতি
দেখিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনন্ত আকৃতি॥

সুন্দর সিংহের মুখ মনুষ্য শরীর।
মুহূর্ত্তেকে স্তম্ভ হতে হইল বাহির॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ে যেন প্রভাতের ভানু।
নরসিংহ বিস্তারিল ক্রমে নিজ তনু॥
দেখিয়া বিরাটমূর্ত্তি কাঁপে দৈত্যঘটা।
ব্রহ্মাণ্ড ঠেকিল গিয়া দিব্য সিংহজটা॥
গভীর গর্জ্জিয়া কহে অট্ট অট্ট হাস।
শব্দ শুনি ত্রৈলোক্যমণ্ডলে হল ত্রাস॥
এমত প্রকারে রাজা দেব নরহরি।
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে রোষ ভরে ধরি॥
ঊরুমধ্যে রাখি তারে বিদারিয়া বুক।
মারেন দুরন্ত দৈত্য দেবের কৌতুক॥
মহামূর্ত্তি দেখি ভয় পায় দেবগণ।
নির্ভয় প্রহ্লাদ মাত্র করিল স্তবন॥
কৃপা কর কৃপাসিন্ধু অনাথের নাথ।
ত্রৈলোক্য কাঁপিল শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত॥
বিশেষ বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া তোমার।
সুরাসুর মূর্চ্ছাগত নর কোন ছার॥
সম্বরহ নিজমূর্ত্তি দেখি লাগে ভয়।
কি কারণে কর প্রভু অকালে প্রলয়॥
হেনমতে কহে শিশু হইয়া বিকল।
অন্তর্যামী নারায়ণ জানিল সকল॥
শান্তমূর্ত্তি হয়ে তবে কহে ভগবান।
নহিল না হবে ভক্ত তোমার সমান॥
মহাভক্ত তুমি হও শরীর আমার।
চিরকাল কর সুখে রাজ্য অধিকার॥
একান্ত আমার ভক্তি না ছাড়িবে মনে।
তাপ না করিহ কিছু পিতার মরণে॥
জন্মিবে তোমার বংশে যত মহাবল।
অবশ্য আমার ভক্ত হইবে সকল॥
হেনমতে শান্তাইয়া প্রহ্লাদ কুমার।
অভিষেক করি তারে দেন রাজ্যভার॥
এইমতে দুই ভাই শাপে মুক্ত হয়।
পুনর্ব্বার হল দোঁহে রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অথ রামায়ণ।

রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম।

বলিলেন মার্কণ্ডেয় শুন সমাচার।
পূর্ব্বে লঙ্কা রাক্ষসের ছিল অধিকার॥
মহামত্ত হয়ে সবে হিংসিলেক দেবে।
ব্রহ্মার সদনে গিয়া জানাইল সবে॥
শুনিয়া কহিল ব্রহ্মা দেব-নারায়ণে।
বিষ্ণুচক্রে ছেদিলেন যত দৈত্যগণে॥
হতশেষ যত ছিল প্রবেশে পাতাল।
ছদ্মরূপে তথা সবে বঞ্চে চিরকাল॥
বিশ্রবা নামেতে ছিল পুলস্ত্যনন্দন।
হইল তাঁহার পুত্র নামে বৈশ্রবণ॥
পুত্র দেখি প্রজাপতি করিয়া সম্মান।
দিক্‌পাল করি দিল লঙ্কাপুরে স্থান॥
পাতালে রাক্ষস ছিল দীর্ঘকাল যায়।
স্বস্থান লইতে পুনঃ করিল উপায়॥
সুমালী নামেতে ছিল নিশাচরপতি।
নিকষা নামেতে তার কন্যা গুণবতী॥
কহিল কন্যারে সব ডাকিয়া সাক্ষাতে।
উপায় করহ তুমি নিজ স্থান লতে॥
পূর্ব্বেতে আমার রাজ্য ছিল পুরী লঙ্কা।
পাতালে এখন আসি দেবে করি শঙ্কা॥
লঙ্কায় কুবের আছে বিশ্রবা নন্দন।
প্রকারে লইব লঙ্কা শুনহ বচন॥
বিশ্রবার স্থানে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
প্রসন্ন করিয়া তারে জন্মাহ সন্ততি॥
ইহা হতে পুত্র হলে সাধি নিজকার্য্য।
দৌহিত্রে সম্ভব হয় মাতামহরাজ্য॥
বিশেষ বৈমাত্র ভাই তাহার হইবে।
দুই মতে রাজ্য নিতে তারে সম্ভবিবে॥
পিতৃবাক্য শুনি তবে নিকষা রাক্ষসী।
আইল মুনির কাছে পুত্র অভিলাষী॥
কায়মনোবাক্যে সেবা করিল বিস্তর।
তুষ্ট হয়ে কহে মুনি লহ ইষ্টবর॥

কন্যা বলে পুত্রকাম্যে আসিলাম আমি।
বশিষ্ঠ নন্দন দুই আজ্ঞা কর তুমি ।।
বিশ্রবা বলিল এই সময় কর্কশ।
হইবে যুগল পুত্র দুর্জ্জয় রাক্ষস ।।
মুনির চরণে করি অনেক বিনয়।
হরিষ বিধানে কন্যা পুনরপি কয় ।।
মনে দুঃখ জনমিল পুত্র কথা শুনি।
সর্ব্বগুণে এক পুত্র দেহ মহামুনি ।।
সন্তুষ্ট হইয়া তারে কহে তপোধন।
সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ হবে তৃতীয় নন্দন ।।
এতেক শুনিয়া কন্যা আনন্দে রহিল।
যথাকালে ক্রমে তিন পুত্র প্রসবিল ।।
জ্যেষ্ঠ জয় নামে হল দুর্জ্জয় রাবণ। (২৪)
কুম্ভকর্ণ বিজয় অনুজ বিভীষণ ।।
জন্মমাত্র তিন ভাই মহাবল হল।
মাতৃবাক্য শুনি সবে তপ আরম্ভিল ।।
মহাক্লেশে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হয়ে প্রজাপতি দিতে এল বর ।।
রাবণ বলিল অন্য বরে কার্য্য নাই।
অমর হইব আজ্ঞা করহ গোঁসাই ।।
ব্রহ্মা বলে জন্ম হলে অবশ্য মরণ।
বহু ভোগ করিবে জিনিয়া ত্রিভুবন ।।
জিনিবা দেবতাসুর নাগ যক্ষ রক্ষ।
অধীন তোমার হবে আর হবে ভক্ষ্য ।।
কুম্ভকর্ণ দুরন্ত যে জানি পদ্মযোনি।
নিজ সৃষ্টি রাখিবারে চিন্তিলা আপনি ।।
তার মুখে বীণাপাণি-দেবীরে বসাল।
ভ্রমবশে নিদ্রাবর রাক্ষস মাগিল ।।
শুনিয়া দিলেন বিধি তাহে সেই বর।
রাবণ কহিল তবে হইয়া কাতর ।।
এ তিন ভুবনে তুমি সবাকার পতি।
কি হেতু পৌত্রের কর এতেক দুর্গতি ।।
ব্রহ্মা বলে ছয়মাসে দিন জাগরণ।
সে দিন করিবে যুদ্ধে জয় ত্রিভুবন ।।
যদ্যপি জাগাও পুনঃ থাকিতে নিদ্রায়।
নিশ্চয় মরিবে সেই দিন সর্ব্বথায় ।।
হেনমতে শান্তাইয়া ভাই দুই জনে।
তবে বর নিতে কহে শেষে বিভীষণে ।।
বিভীষণ কহে অন্য বরে কার্য্য নাই।
বিষ্ণুভক্তি আজ্ঞা মোরে করহ গোঁসাই।।
কদাচিত নহে যেন অধর্ম্মেতে মতি।
তুষ্ট হয়ে স্বস্তি স্বস্তি বলে প্রজাপতি ।।
আমি তোরে তুষ্ট হয়ে দিনু এই বর।
ধর্ম্ম কর চারি যুগ হইয়া অমর ।।
এতেক কহিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থানে।
পরম সন্তোষ পায় ভাই তিন জনে ।।
কত দিনে দশানন লঙ্কা নিল কাড়ি।
রহিল পরম সুখে কুবেরে খেদাড়ি ।।
তবে ব্রহ্মা দুই পক্ষে কৈল সমাধান।
কৈলাস-পর্ব্বতে দিল কুবেরের স্থান ।।
তিন পুর জিনি ক্রমে করে অধিকার।
হইল ছত্রিশকোটি কোটি পরিবার ।।
মেঘনাদ তার পুত্র অতি মহাবল।
ইন্দ্রজিত নাম তার দিল আখণ্ডল ।।
ক্রমেতে জিনিল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।
লঙ্কায় আসিয়া খাটে দেবতা সকল ।।
এরূপে রাবণ রাজা করিল উৎপাত।
তবে ইন্দ্র দেবগণে লয়ে নিজ সাথ ।।
ব্রহ্মার অগ্রেতে গিয়া কৈল নিবেদন।
আদ্যোপান্ত রাক্ষসের যত বিবরণ ।।
তবে ব্রহ্মা নিজ সঙ্গে লয়ে দেবগণে।
উত্তরিল যথা প্রভু অনন্ত শয়নে ।।
অনেক কহিল বিধি দেবের বিধান।
জানিয়া কারণ সব দেব ভগবান ।।
আশ্বাস করিয়া কহে মধুর বচনে।
ভয় না করিহ সুখে থাক সর্ব্বজনে ।।
অবনীতে অবতার হইয়া আপনি।
নাশিব রাক্ষসগণে শুন পদ্মযোনি ।।
এতেক শুনিয়া সবে প্রভুর উত্তর।
আনন্দ বিধানে গেল যে যাহার ঘর ।।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী।
সংক্ষেপে কহিব তাহা শুন ধর্ম্মমণি ।।

শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম ও শ্রীরামের সীতা সহ বিবাহ। (২৫)

সূর্য্যবংশে মহারাজ দশরথ নামে।
পুত্র হেতু যজ্ঞ করে মহাপরিশ্রমে ॥
পূর্ব্বেতে আছিল তাঁর অনেক সুকর্ম্ম।
তেঁই তাঁর বংশে হরি লইলেন জন্ম ॥
ত্রিভুবনে অবতীর্ণ দেব দুঃখ অন্ত।
বিধিবাক্যে নিজ ভক্তে করিতে শাপান্ত
এতেক চিন্তিয়া মনে প্রভু ভগবান।
চারি অংশে নিজজন্ম করেন বিধান ॥
তথায় নৃপতি যজ্ঞ করে আনন্দেতে।
অকস্মাৎ চরু উঠে যজ্ঞকুণ্ড হতে ॥ (২৬)
যজ্ঞপূর্ণ করে রাজা কার্য্যসিদ্ধি জানি।
চরু লয়ে গেল যথা আছে দুই রাণী ॥
আনন্দে কহেন গিয়া দোঁহাকার আগে।
ইহাতে ভোজন দোঁহে কর তুল্যভাগে ॥
নৃপতির মুখে শুনি এইরূপ বাণী।
নিলেন আনন্দে সেই চরু দুই রাণী ॥
সুমিত্রা নামেতে আর তৃতীয়া মহিষী।
আইল দোঁহার কাছে পুত্র অভিলাষী ॥
অর্দ্ধ অর্দ্ধ করি যবে খান দুই জনে।
হেনকালে সুমিত্রাকে দেখি বিদ্যমানে।
পুনর্ব্বার করিল তা অর্দ্ধঅর্দ্ধ ভাগে।
স্নেহ করি দিল দোঁহে সুমিত্রার আগে ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তবে সুমিত্রারে কয়।
অবশ্য হইবে তব যুগল তনয় ॥
দুই পুত্র হয় যেন দোঁহে অনুগত।
তিন জনে প্রসঙ্গ হইল এই মত ॥
অমনি খাইল চরু আনন্দিতমনে।
যথাকালে গর্ব্ভবতী হল তিন জনে ॥
সিংহাসনে তুষ্টমনে আছে নৃপমণি।
একে একে প্রসবিল তিন রাজরাণী ॥
কৌশল্যার গর্ব্ভে জন্ম নিলেন শ্রীরাম
পূর্ণ অবতার মূর্ত্তি দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
দ্বিতীয় কৈকেয়ী গর্ব্ভে জন্মিল ভরত।
এতিন ভুবনে যার অতুল মহত্ত্ব ॥
লক্ষ্মণ নামেতে জ্যেষ্ঠ সুমিত্রার সুত।
দ্বিতীয় শত্রুঘ্ন সর্ব্ব লক্ষণসংযুত ॥
হেনমতে জন্মিলেন বিষ্ণু অবতার।
উল্লাসিত ধরাধাম হর্ষ সবাকার ॥
দিনে দিনে বাড়ে যেন সিতপক্ষ চন্দ্র।
অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ দেখিতে আনন্দ ॥
মিথিলার অধিপতি জনক রাজর্ষি।
বহুদিন লাঙ্গলেতে যজ্ঞভূমি চষি ॥
তথায় জন্মিল লক্ষ্মী অযোনিসম্ভবা।
পাইল লাঙ্গলমুখে পরম দুর্ল্লভা ॥
জন্ম অনুরূপ নাম রাখিলেন সীতা।
কন্যার পালনে রাণী পরম সুস্থিতা ॥
এদিকে কারণ জানি যাবতীয় দেবে।
সঙ্গোপনে শিবধনু রাখিলেন সবে ॥
জনকেরে কহিলেন সুরগণ ডাকি।
লক্ষ্মীর সমান এই তোমার জানকী ॥
দুর্জ্জয় ধনুক ভাঙ্গিবেক যেই জন।
তাঁহারে জানকী দিবে কর এই পণ ॥
সেইরূপে রাজঋষি প্রতিজ্ঞা করিল।
পত্র দিয়া পৃথিবীর নৃপতি আনিল ॥
ধনুক দেখিয়া সবে ডরে পলাইল।
দুই চারি পরাভবে কেহ না আসিল ॥
যেরূপে বিবাহ করিলেন রঘুবীর।
শুনহ পূর্ব্বের কথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
রাবণের অনুচর রাক্ষস রাক্ষসী
যজ্ঞ আরম্ভিলে মুনি নষ্ট করে আসি ॥
যজ্ঞ রক্ষা কারণে বিধান করি মনে।
বিশ্বামিত্র মুনি গেল দশরথ-স্থানে ॥
মুনি দেখি পূজি রাজা আনন্দিত মন।
জিজ্ঞাসিল এখানে কি হেতু আগমন ॥
মুনি বলে যজ্ঞ নষ্ট করে নিশাচরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে ॥
শুনি রাজা বিচারিল পাছে দেয় শাপ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেলে হইবে সন্তাপ ॥
দুই মতে বিপরীত বুঝিয়া রাজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে করিলেন সমর্পণ ॥

দোঁহে সঙ্গে করি মুনি যান হরষিতে।
হেনকালে তাড়কা সহিত দেখা পথে ॥
যেমন উদয় ঘোর কাদম্বিনীমাল।
গলে মুণ্ডমালা পরিধান বাঘছাল ॥
দেখিয়া রাক্ষসী মূর্ত্তি ভীত মহাঋষি।
নির্ভয় করিয়া রাম মারেন রাক্ষসী ॥
তবে দোঁহে লয়ে গেল যজ্ঞের সদন।
শ্রীরামেরে বলিলেন সব বিবরণ ॥
শুন রাম সদা নাহি রহে এথা দুষ্ট।
আরম্ভ করিলে যজ্ঞ আসি করে নষ্ট ॥
যজ্ঞধূম নিরখিলে করে রক্তবৃষ্টি।
কোথায় থাকয়ে কার নাহি চলে দৃষ্টি ॥
শ্রীরাম কহেন সবে হইয়া নির্ভয়।
যজ্ঞ কর আসুক ঐ রক্ষ দুরাশয় ॥
কেবল তোমার মাত্র চরণ-প্রসাদে।
কোন্ ছার রাক্ষসেরে নাশিব অবাধে ॥
এতেক শুনিয়া মুনিগণ মহাসুখে।
আরম্ভ করিল যজ্ঞ মনের কৌতুকে ॥
হেনকালে নভোমার্গে হেরি ধূমচয়।
আইল মারীচ দুষ্ট জানিয়া সময় ॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন কৈল রাক্ষসের মায়া।
যজ্ঞভূমে আসি তার লাগিলেক ছায়া ॥
দেখিয়া সকল মুনি শ্রীরামেরে কয়।
ঐ দেখ আইল রাম রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
কোদণ্ডপণ্ডিত রাম দেখিয়া নয়নে।
যুড়েন ঐশীক বাণ ধনুকের গুণে ॥
মহাশব্দ করি বাণ অগ্নি হেন জ্বলে।
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগনমণ্ডলে ॥
পলাইল নিশাচর মনে পেয়ে শঙ্কা।
লুকাইয়া রহে ত্রাসে প্রবেশিয়া লঙ্কা ॥
নিরাপদে যজ্ঞ করে যত মুনিগণে।
আশীর্ব্বাদ করে বহু শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
যজ্ঞ সাঙ্গে বিশ্বামিত্র আনন্দিত মন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিয়া করিল গমন ॥
রামেরে কহিল পথে ধনুকের কথা।
শুনিয়া বলেন রাম চল যাই তথা ॥

হেনমতে সঙ্গে করি দুই সহোদরে।
উত্তরিল মহামুনি মিথিলানগরে ॥
দেখিয়া জনক কৈল বহু সমাদর।
শ্যামমূর্ত্তি দেখি রামে দুঃখিত অন্তর ॥
গুপ্তে বিশ্বামিত্রে রাজা কহে কোন ক্রমে
আমার বাসনা হয় কন্যা দেই রামে ॥
রূপ দেখি কন্যা দান করিলে বিশেষে।
কলঙ্ক রটিবে উভয়ত সর্ব্বদেশে ॥
বলিবে জনকরাজা বর-রূপ দেখি।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিয়া দান করিল জানকী ॥
সূর্য্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন।
বিবাহ করিবে রাম না সাধিয়া পণ ॥
নিদারুণ পণে আমি না দেখি উপায়।
কহ মুনি কি কর্ম্ম করিব হায় হায় ॥
সীতাদেবী শুনি বার্ত্তা আসে সঙ্গোপনে।
দেখিয়া রামের রূপ চিন্তা করে মনে ॥
বিচার করিয়া দেবী মানিয়া বিস্ময়।
কুলিশ সমান এই ধনুক দুর্জ্জয় ॥
মধুর কোমল মূর্ত্তি শ্রীরঘুনন্দন।
হায় বিধি কৈল পিতা নিদারুণ পণ ॥
অন্য অন্য পরস্পরে কথোপকথন।
হরিষ বিষাদে এইমত সর্ব্বজন ॥
বিশ্বামিত্র-মুখে রাম হয়ে অবগত।
ভাঙ্গিবারে শরাসন হলেন উদ্যত ॥
দৃঢ় করি কাঁকালি বান্ধিয়া বস্ত্র সারি।
ধনুক তুলেন রাম বাম হাতে ধরি ॥
হেনকালে যোড়করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সমাদরে বন্দিলেন যত দেবগণ ॥
বাসুকিরে বলিলেন ক্ষণ হও স্থির।
যাবৎ ধনুকে গুণ না দেন রঘুবীর ॥
শুনহ সকল নাগ অষ্ট কুলাচলে।
সাবধানে ধর ধরা যেন নাহি টলে ॥
লক্ষ্মণ কহিল রামে যোড় করি হাত।
শীঘ্রগতি শরাসন ভাঙ্গ রঘুনাথ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করিয়া প্রণাম।
দেবগণে করিলেন বন্দনা শ্রীরাম ॥

মুনিগণে প্রণমিয়া দেব হৃষীকেশে।
নোয়াইয়া ধনুর্গুণ দেন অনায়াসে ॥
যখন ধনুকে হাটু দিল রঘুমণি।
থর থর তখনে যে কাঁপিল মেদিনী ॥
মুনি ঋষি সিদ্ধগণ ভাবিতে লাগিল।
মনুষ্য নহেন রাম তখনি জানিল ॥
পুনর্ব্বার টঙ্কারিয়া দিতে মাত্র টান।
মাঝখানে ভাঙ্গি ধনু হল দুইখান ॥
শত বজ্রাঘাত জিনি মহাশব্দ হল।
আছুক অন্যের কাজ বাসুকি টলিল ॥
সেই শব্দ শুনি তবে লঙ্কার রাজন।
বলিল আমারে এই করিবে নিধন ॥
এইমতে শরাসন ভাঙ্গে রঘুবীর।
মিথিলানগর হল আনন্দমন্দির ॥
যুধিষ্ঠির বলে মুনি এ বড় বিস্ময়।
পূর্ণ অবতার বিষ্ণু রাম মহাশয় ॥
আপনারে প্রণমিল কিসের কারণ।
কৃপা করি কর মুনি সন্দেহ ভঞ্জন ॥
মুনি বলে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
সত্যযুগে হল এই অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য বধি নারায়ণ।
নৃসিংহ বিরাটমূর্ত্তি হলেন যখন ॥
তাঁহার চীৎকার শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত।
ব্রাহ্মণী গর্ভিণী তার হল গর্ভপাত ॥
শাপ দিল মহামুনি পেয়ে দুঃখভার।
যেই জন করিলেক এত অহঙ্কার ॥
আপনারে না জানে সে অন্য অবতারে।
বল বুদ্ধি বিক্রম সে সকল পাসরে ॥
ব্রাহ্মণের অভিশাপ বৃথা নহে কভু।
ব্রহ্মপদাঘাত বুকে ধরিলেন প্রভু ॥
বিস্মিত হলেন আপনারে সে কারণ।
ব্রহ্মার বিধানে পূর্ব্বে রাবণ নিধন ॥
সে কারণে হন প্রভু মনুষ্য শরীর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই রাজা যুধিষ্ঠির ॥
দুর্জ্জয় ধনুক যদি ভাঙ্গিলেন রাম।
জনক রাজার হল পূর্ণ মনস্কাম ॥

সীতা সম্প্রদান হেতু বিচারিল মনে।
শুনিয়া কহেন রাম জনকের স্থানে ॥
অযোধ্যানগরে দূত পাঠাও রাজন।
পিতাকে জানাও আগে আমার মনন ॥
সহিত আসিবে আর ভাই দুই জন।
বিবাহ করিব তবে এই নিরূপণ ॥
জনক পাঠান তবে যত দূতগণে।
কহিল সকল কথা নৃপতির স্থানে ॥
শুনিয়া হলেন রাজা আনন্দে পূরিত।
দুই পুত্র সহ রাজা আইল ত্বরিত ॥
মহাকোলাহল শব্দ চতুরঙ্গ দলে।
বেষ্টিত হইয়া রাজা মহাকুতূহলে ॥
মিথিলানগরে আসিলেন দশরথ।
জনক আইল আগুসরি কত পথ ॥
সমাদরে অভ্যর্থনা করে বহু মান।
শুভক্ষণে রামে সীতা কৈল সম্প্রদান ॥
সীতানুজা কন্যা ছিল পরম রূপসী।
লক্ষ্মণে প্রদান কৈল সুখে রাজঋষি ॥
জনকের সহোদর কুশধ্বজ নাম।
দুই কন্যা ছিল তাঁর রূপে অনুপম ॥
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে করাইল বিভা।
বৈকুণ্ঠ জিনিয়া হল মিথিলার শোভা ॥
চতুর্দ্দিকে মুনিগণ করে বেদধ্বনি।
আনন্দে পূরিল দশরথ নৃপমণি ॥
দুই ভ্রাতা কৈল তবে চারি কন্যাদান।
কৌতুকে যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ ॥
দশরথ নৃপতিরে পূজিল বিশেষ।
আনন্দবিধানে রাজা যান নিজ দেশ ॥
মুনিগণে প্রণমিল ক্রমে সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন ॥
শীঘ্রগতি যায় রাজা উঠি নিজ রথে।
হেনকালে ভৃগুরাম আগুলিল পথে ॥
দুর্জ্জয় শরীর তাঁর দেখি লাগে ভয়।
গভীর গর্জ্জন ক্রোধে রঘুবীরে কয় ॥
আরে দুগ্ধপোষ্য তুই রণে করিস্ আশা।
মম নাম ধর তুমি এতেক ভরসা ॥

ক্ষত্রকুলান্তক আমি জানে সর্ব্বজনে।
সেই কথা পরীক্ষা করিব বিদ্যমানে ॥
তোরে না করিলে বধ লুপ্ত হয় নাম।
পৃথিবীর মধ্যে যেন থাকে এক রাম ॥
হরের ধনুক ভাঙ্গি হলি বলবান।
জীর্ণধনু ভাঙ্গিয়াছ কি তার বাখান ॥
দশরথ নৃপবর পেয়ে বড় ভয়।
করযোড়ে কৈল স্তুতি অনেক বিনয় ॥
না জানিয়া কৈল কর্ম্ম হইয়া অজ্ঞান।
সেবক বলিয়া মোরে দেহ পুত্র দান ॥
পিতৃ-দুঃখ দেখি তবে রাম মহাশয়।
হাসিয়া কহেন পিতা না করিহ ভয় ॥
ডাকিয়া কহেন রাম তবে ভৃগুরামে।
কি হেতু তোমার দুঃখ হল মম নামে ॥
যাহ বিপ্র ত্যজ আজি পূর্ব্ব অহঙ্কার।
অবধ্য ব্রাহ্মণ বলে পাইলে নিস্তার ॥
নহে বা এতেক দুঃখ সহে কার প্রাণে।
দহন করিব ক্ষিতি আমি এক বাণে ॥
যখন ক্ষত্রিয় সহ তোমার সংগ্রাম।
সেইকালে মহীতলে নাহি হল রাম ॥
কহিলে শিবের ধনু ছিল পুরাতন।
দেখিব তোমার ধনু দেহ ত কেমন ॥
এত শুনি ভৃগুরাম ধনু লয়ে হাতে।
ক্রোধভরে বাড়াইয়া দেন রঘুনাথে ॥
বিষ্ণুতেজ ছিল ভৃগুরামের শরীরে।
ধনুক সহিত প্রবেশিল রঘুবীরে ॥
তবে রাম গুণ দিয়া যুড়ি দিব্য শর।
হাসিয়া কহেন তবে শুন দ্বিজবর ॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ তুমি বৃথা নহে বাণ।
শীঘ্র কহ তোমার রুধিব কোন স্থান ॥
হতবুদ্ধি হয়ে তবে কহিল ভার্গব।
না জানিয়া করি দোষ ক্ষমা কর সব ॥
স্বর্গ অভিলাষ নাই তব দরশনে।
স্বর্গপথ রুদ্ধ করি রাখ এই বাণে ॥
তবে রাম স্বর্গপথ বাণে কৈল রোধ।
দেখিয়া সকলে করে চমৎকার বোধ ॥
বিনয় করিয়া ভৃগুরাম গেল বনে।
দশরথ রাজা গেল আপন ভবনে ॥
বিবাহ করিয়া যান চারি সহোদর।
আনন্দমন্দির হল অযোধ্যানগর ॥
শাস্ত্রপাঠ নিমিত্ত ভরত মহাশয়।
শত্রুঘ্ন সহিত ছিল মাতামহালয় ॥
এইরূপ নিয়মেতে কত কাল গেল।
রাজ্য দিতে রঘুনাথে রাজা বিচারিল ॥
পাত্র মিত্র ডাকি সবে কহে সমাচার।
অধিবাস কর রামে দিব রাজ্যভার ॥
কৈকেয়ী দাসীর মুখে শুনি এই কথা।
অভিমানে রহিলেন ভরতের মাতা ॥
রজনীতে দশরথ গেল তার স্থানে।
দেখিল কৈকেয়ী আছে মহা অভিমানে ॥
অনেক সাধিতে রাজা শেষে কহে রাণী।
পাসরিলা মহারাজ পূর্ব্বের কাহিনী ॥
দুই বর দিতে মোরে কৈলে অঙ্গীকার।
সেই বর দিয়া আজি সত্যে হও পার ॥
রাজা বলে প্রাণপ্রিয়ে এই কোন দায়।
অবিলম্বে বর লহ দিব সর্ব্বথায় ॥
কৈকেয়ী কহিল নাথ এই এক বর।
ভরতে করহ এবে রাজ্যে দণ্ডধর ॥
দ্বিতীয় করহ পূর্ণ এই অভিলাষ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ যাবে রাম বনবাস ॥
শুনিয়া এতেক রাজা কৈকেয়ীর বাণী।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়িল ধরণী ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা উঠি কতক্ষণে।
কৈকেয়ীরে বর দিয়া রহে দুঃখমনে ॥
তবে রাম শুনিয়া এ সব সমাচার।
পালিতে পিতার সত্য করি অঙ্গীকার ॥
বিদায় হইতে যান নৃপতির স্থানে।
ধূলায় ধূসর রাজা অতি দুঃখমনে ॥
তথা না পাইয়া কিছু পিতার উত্তর।
বিদায় হইতে যান মায়ের গোচর ॥
শ্রীরামের বনবাস শুনি এই বাণী।
শোকভরে হতজ্ঞান কান্দে মহারাণী ॥

বিলাপ করিয়া পুত্রে কত কৈল মানা।
মধুর বচনে রাম করেন সান্ত্বনা ॥
পিতৃসত্য পালিবারে চলিলেন বন।
সংহতি চলিল সীতা অনুজ লক্ষ্মণ ॥

দশরথের মৃত্যু ও শ্রীরামাদির পঞ্চবটীতে অবস্থান।

দশরথ শুনি তবে রামের প্রস্থান।
হা রাম বলিয়া তবে ত্যজিল পরাণ ॥
পূর্ব্বেতে আছিল অন্ধ মুনির এ শাপ।
মরিবে পুত্রের শোকে পেয়ে মনস্তাপ ॥
হেনমতে নৃপতির হইল নিধন।
অযোধ্যার ঘরে ঘরে উঠিল রোদন ॥
বিচার করিল পাত্র-মিত্রগণ যত।
দূত পাঠাইয়া দেশে আনিল ভরত ॥
ভরত শুনিল আসি সব সমাচার।
জননীরে নিন্দা করি করে তিরস্কার ॥
নৃপতির সৎকার হল সেই ক্ষণে।
ভরতেরে কহে পাত্র বৈস সিংহাসনে ॥
ভরত কহিল সবে হলে জ্ঞানহত।
সে কারণে বলিতেছ অজ্ঞানের মত ॥
পিতৃসত্য হেতু প্রভু চলিলেন বনে।
আমি রাজ্যে নরপতি হব সিংহাসনে ॥
এমত অনীতি কর্ম্ম করে কোন লোকে।
ঈশ্বর থাকিতে রাজা সম্ভবে সেবকে ॥
বিশেষে মায়ের কর্ম্ম শুনিতে দুষ্কর।
চল সবে যাই শীঘ্র রামের গোচর ॥
মাগিয়া মায়ের দোষ প্রভুর চরণে।
যত্নে ফিরাইব সবে কমললোচনে ॥
যেমন করিয়া বেশ রাম যান বন।
তেমন বাকল পরি ভাই দুই জন ॥
শিরে জটাভার ধরি তপস্বীর বেশ।
চিত্রকূট পর্ব্বতেতে পেলেন উদ্দেশ ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি পড়িয়া চরণে।
করযোড়ে কহিলেন রাম বিদ্যমানে ॥
আজন্ম আমার মন জানহ গোঁসাই।
তোমার চরণ বিনা গতি অন্য নাই ॥
আমারে করহ ক্ষমা জননীর দোষ।
কৃপা করি কর দূর মনের আক্রোশ ॥
চল রাম নরপতি হবে সিংহাসনে।
শূন্য রাজ্য বিলম্ব না সহে সে কারণে ॥
তব বনযাত্রা বার্ত্তা শুনি লোকমুখে।
প্রাণ ত্যজিলেন রাজা সেই মনোদুঃখে।
তবে রাম শুনিলেন সব সমাচার।
পিতৃশোকে কান্দিলেন পেয়ে শোকভার ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিলেন বলি বাপ বাপ।
সেই মত সর্ব্বজন করিল সন্তাপ ॥
ভরতের চরিত্রেতে তুষ্ট রঘুনাথ।
আলিঙ্গন করি অঙ্গে বুলালেন হাত ॥
কি দোষ তোমার ভাই কেন হেন কহ।
প্রাণের সমান তুমি কভু দোষী নহ ॥
জননীর কিবা দোষ দৈবের ঘটন।
দেশে গেলে পিতৃসত্য হইবে লঙ্ঘন ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি নিবসিব বনে।
তত দিন রাজা হয়ে বৈস সিংহাসনে ॥
ভরত কহিল ইহা শোভা নাহি পায়।
কিমতে পঞ্চাস্য ভার জম্বুকে কুলায় ॥
তবে যদি পিতৃবাক্য করিবে পালন।
চতুর্দ্দশ বর্ষ বাস কর তুমি বন ॥
পাদুকাযুগল তবে দেহ নরপতি।
নতুবা রহিব আমি তোমার সংহতি ॥
ভরতের ব্যবহারে কমললোচন।
তুষ্ট হয়ে পুনরায় দেন আলিঙ্গন ॥
পাদুকা দিলেন রাম বুঝি মনোরথ।
মাথায় করিয়া সুখে চলিল ভরত ॥
দেশে আসি পাদুকা রাখিয়া সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিকে তাহা বেড়ি বসে সর্ব্বজনে ॥
সাবধানে রাত্রি দিনে পালে রাজধর্ম্ম।
ইহা বিনা ভরতের নাহি অন্য কর্ম্ম ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ চিত্রকূট গিরিবরে।
করিলেন পিতৃশ্রাদ্ধ ত্রিদশবাসরে ॥
লক্ষ্মণ কহিল প্রভু চল এথা হতে।
পুনর্ব্বার ভরত আসিবে তোমা নিতে ॥

এই মত বিচার করিয়া তিন জনে।
কতক্ষণে যান অগস্ত্যের তপোবনে॥
কারণ জানিয়া মুনি পরম আদরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিল আপনার ঘরে॥
দিনেক বঞ্চিয়া তথা মাগেন বিদায়।
জিজ্ঞাসেন কহ মুনি বঞ্চিব কোথায়॥
জানিয়া ভবিষ্য কথা কহে তপোধন।
আশ্রম করহ সুখে পঞ্চবটী বন॥
শুনিয়া গেলেন রাম আনন্দিতমন।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
মুহূর্ত্তেকে উপনীত পঞ্চবটীবনে।
আশ্রম করেন রাম যথাযোগ্যস্থানে॥
বহুদিন রহিলেন পঞ্চবটী বনে।
এক দিন শুন তথা দৈবের ঘটনে॥
শূর্পনখা নামে রাবণের সহোদরা।
স্বচ্ছন্দগমনে ফিরে অত্যন্ত মুখরা॥
চতুর্দ্দশ সহস্র সংহতি নিশাচর।
খর ও দূষণ সঙ্গে দুই সহোদর॥
দূর হতে দেখে দোঁহে দিব্য রূপধারী।
কামে হতচিন্তা হয়ে দুষ্টা নিশাচরী॥
সীতার সমান রূপ ধরিয়া রাক্ষসী।
বিনয়ে কহিল সেই রাম পাশে আসি॥
নিবেদন করি আমি দেবের দুহিতা।
ভজিব তোমারে আজ্ঞা করহ সর্ব্বথা॥
শ্রীরাম কহেন তুমি ভজ অন্য জনে।
সঙ্গেতে আমার নারী দেখ বিদ্যমানে॥
এত শুনি লক্ষ্মণেরে কহিল রাক্ষসী।
লক্ষ্মণ কহিল আমি আজন্ম তপস্বী॥
তবে শূর্পনখা অতিশয় দুঃখমনে।
কার্য্যসিদ্ধ নৈল মোর সীতার কারণে॥
ইহারে খাইলে দুঃখ খণ্ডিবে আমার।
এত বলি ধায় মুখ করিয়া বিস্তার॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে যুড়িলেন বাণ।
দিব্য অস্ত্রে রাক্ষসীর কাটে নাক কাণ॥
কান্দিয়া রাক্ষসী খর দূষণেরে কয়।
দোঁহে আসি যুদ্ধ দিল ক্রোধে অতিশয়।
দেখিয়া উঠেন রাম অতিক্রোধমনে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিল নিশাচরগণে॥
তাহা দেখি শূর্পনখা ধায় অতি বেগে।
কান্দিয়া কহিল গিয়া রাবণের আগে॥
শুন ভাই বলি দশরথের নন্দন।
ভার্য্যা সহ বনে আসে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মারে বাণে।
নাক কাণ কাটে মোর অস্ত্র খরশাণে॥
যতেক কামিনী আছে এই ত্রিজগতী।
সবার হইতে সেই সীতা রূপবতী॥
দেখিয়া আনন্দ বড় হল মোর মনে।
আনিতে করিনু ইচ্ছা তোমার কারণে॥
তাহাতে এ গতি মোর শুন মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয়॥
অনুক্ষণ রক্ষা করে দুই মহাবীর।
হরিয়া আনিতে সীতা মন কর স্থির॥
শুনিয়া রাবণ হল ক্রোধেতে অজ্ঞান।
বিশেষ শুনিয়া ভগিনীর অপমান॥
সীতার রূপের কথা ভেদিল অন্তরে।
কাছে ডাকি অবিলম্বে বলে মারীচেরে॥
যাহ শীঘ্রগতি তুমি পঞ্চবটী বনে।
মায়া করি দূরে লহ শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
আপনি যাইব আমি তপস্বীর বেশ।
সীতারে হরিব যেন না পায় উদ্দেশ॥
মারীচ কহিল রাজা মোর শক্তি নয়।
আছে যে রামের বাণে ভাল পরিচয়॥
বালক কালের শিক্ষা আমি জানি ভালে
মুনি-যজ্ঞ নষ্ট হেতু গেলাম যে কালে॥
না দেখিয়া অস্ত্র রাম করিল সন্ধান।
প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরী রক্ষা হল প্রাণ॥
এখন যৌবনকালে ধরে মহাবল।
এ কর্ম্ম করিলে তার ভাল পাব ফল॥
এত শুনি দশানন ক্রোধচিত্ত হয়ে।
মারীচে মারিতে যায় হাতে খড়্গ লয়ে।
ভয়েতে মারীচ বলে যাব পঞ্চবটী।
তুমি বা মারহ কিবা রাম ফেলে কাটি॥

অসহ্য তোমার বাক্য রাক্ষস দুর্জ্জন।
তুমি মার কিবা রাম অবশ্য মরণ॥
এত বলি চলিল মারীচ নিশাচর।
রাবণ চলিল রথে হরিষ অন্তর॥
উত্তরিল মারীচ যথায় রঘুবর।
কাঞ্চনের মৃগ অঙ্গ দেখিতে সুন্দর॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তর।
আনিতে কহিল রামে যুড়ি দুই কর॥
সীতার রক্ষণে রাখি লক্ষ্মণ ঠাকুরে।
মায়ামৃগ খেদাড়িয়া রাম যান দূরে॥
কতক্ষণে শ্রীরাম মারেন দিব্য শর।
ভাই রে লক্ষ্মণ বলি পড়ে নিশাচর॥
ইহা শুনি বিস্ময় মানিয়া সীতা মনে।
শেষে পাঠাইয়া দিল তথায় লক্ষ্মণে॥

সীতা হরণ ও শ্রীরামের পঞ্চ বানরের সহিত মিলন।

হেনকালে আসি তথা রাবণ দুর্জ্জয়।
হরিয়া লইল সীতা দেখি শূন্যালয়॥
শীঘ্র চালাইল রথ শ্রীরামের শঙ্কা।
পলায় পরাণ লয়ে যথা পুরী লঙ্কা॥
পরিত্রাহি ডাকে সীতা রাম রাম বলি।
চিহ্ন হেতু স্থানে স্থানে অলঙ্কার ফেলি॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী দশরথসখা।
বহুযুদ্ধ করিলে কাটিল তার পাখা॥
পড়িয়া রহিল পথে পক্ষী পুরাতন।
লঙ্কাপুরী প্রবেশিল ক্রমে দশানন॥
রাবণ বিনয় করি সীতারে বুঝায়।
কৃপা করি দেবি তুমি ভজ সর্ব্বথায়॥
সীতা বলে মম প্রভু রাম বিনা নাই।
কত দিনে সবংশে মজিবে তাঁর ঠাঁই॥
ইহা শুনি বন্দী কৈল অশোককাননে।
রক্ষক রহিল চেড়ী শত শত জনে॥
মৃগ মারি রঘুনাথ আশ্রমে আসিতে।
লক্ষ্মণ সহিত তবে দেখা হল পথে॥
শ্রীরাম কহেন ভাই কি কর্ম্ম করিলে।
একাকী রাখিয়া সীতা কি হেতু আসিলে
লক্ষ্মণ বলেন দেবী তব শব্দ শুনি।
আমারে নিন্দিয়া বহু পাঠান আপনি॥
শীঘ্রগতি আশ্রমে আসিয়া দুই বীর।
শূন্যালয় দেখি দোঁহে হলেন অস্থির॥
অনেক বিলাপ করি দুই সহোদর।
অন্বেষণ করিবারে চলেন সত্বর॥
শোকাকুল হয়ে ভ্রমে কাননে কাননে।
জিজ্ঞাসেন ডাকি রাম তরুলতাগণে॥
ত্যজিয়া আহার পানী আলস্য শয়ন।
এইমতে দুই ভাই করেন ভ্রমণ॥
সীতার কঙ্কণ এক ছিল সেই পথে।
তুলিয়া নিলেন রাম কান্দিতে কান্দিতে॥
যত দূর চিহ্ন পান বসন ভূষণ।
সেই অনুসারে দোঁহে করেন গমন॥
দেখিলেন রাম জটায়ুকে মৃতবত।
পর্ব্বতপ্রমাণ পক্ষী যুদ্ধে প্রাণ হত॥
তাহার নিকটে চলিলেন দুই জন।
জটায়ু তুলিল মুণ্ড জানিয়া কারণ॥
জিজ্ঞাসিতে পক্ষিরাজ কহিলেন কথা।
লঙ্কাপুরী দশানন হরি নিল সীতা॥
অরুণনন্দন আমি তব পিতৃসখা।
বধূর অবস্থা দেখি যুদ্ধে আসি একা॥
অনেক করিনু যুদ্ধ করি প্রাণপণ।
হতপাখা হল শেষে বধূর কারণ॥
তোমারে সংবাদ দিতে আছিল জীবন।
উদ্ধার করিও রাম এই নিবেদন॥
এতেক বলিয়া পক্ষী ত্যজিল জীবন।
জানিয়া পিতার সখা ভাই দুই জন॥
অগ্নিকার্য্য করি তার পম্পানদীতটে।
তথা হতে যান ঋষ্যমূকের নিকটে॥
তথায় দেখেন পঞ্চ বানর প্রধান।
সুষেণ সুগ্রীব নল নীল হনূমান॥
দোঁহারে প্রণাম করি জিজ্ঞাসে সম্ভ্রমে।
শ্রীরাম সকল কথা কহিলেন ক্রমে॥
সুগ্রীব জানিল এই পুরুষ রতন।
প্রণাম করিয়া করে নিজ নিবেদন॥

মোর জ্যেষ্ঠ বালি রাজা রাজ্য অধিকারী।
বলে রাজ্য নিল আমি যুদ্ধেতে না পারি
মুনিশাপে আসে হেথা তার শক্তি নাই।
সে কারণে আছি প্রাণে শুনহ গোঁসাই ॥
শ্রীরাম বলেন কপিরাজ তুমি মিতা।
তব রাজ্য দিব আমি তুমি দিবে সীতা ॥
সুগ্রীব বলিল তবে যে আজ্ঞা তোমার।
সীতা উদ্ধারিতে প্রভু হল মোর ভার ॥
শ্রীরাম কহেন কালি প্রত্যূষ সময়।
বালিকে মারিয়া রাজা করিব তোমায় ॥
হেনমতে রঘুনাথ বালিরাজা মারি।
সুগ্রীবেরে করিলেন রাজ্য অধিকারী ॥
চারিমাস সেইস্থানে রহে রঘুনাথ।
কপিরাজ সুগ্রীবেরে লয়ে তবে সাথ ॥
সমুদ্র-সমীপে যান সৈন্য সমাবেশে।
হনূমানে পাঠাইল সীতার উদ্দেশে ॥
পবননন্দন বীর পোড়াইল লঙ্কা।
রাজপুত্র মারি বীর নৃপে দিল শঙ্কা ॥
সীতার উদ্দেশ করি আসে মহাবীর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হইলেন তাহে স্থির ॥
হেনকালে শুন রাজা দৈব বিবরণ।
রাবণ অনুজ ধর্ম্মশীল বিভীষণ ॥
করযোড় করি নৃপে কহে বিধিমতে।
সীতা দিয়া শরণ লইতে রঘুনাথে ॥
ধন রাজ্য বংশ বৃদ্ধি কর নরপতি।
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে মারিলেক লাথি ॥
যেই কালে বিভীষণে প্রহারে চরণে।
রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিল বিভীষণে ॥
অতি দুঃখে বহির্গত হল বিভীষণ।
রামের চরণে গিয়া লইল শরণ ॥
শ্রীরাম কহেন তুমি শত্রু-সহোদর।
কিরূপে বিশ্বাস তোমা করিব অন্তর ॥
বিভীষণ বলে প্রভু মনে ভাব যদি।
তোমার সেবক আমি জনম অবধি ॥
ইথে অন্য মত যদি করি কদাচন।
হইব কলির রাজা কলির ব্রাহ্মণ ॥
কলিতে জন্মিব আর জীব চিরকাল।
শুনিয়া রামের হল আনন্দ বিশাল ॥
লক্ষ্মণ কহেন হাসি করি যোড়কর।
উত্তম করিল দিব্য রাক্ষস ঈশ্বর ॥
তপস্যা করিয়া চিরকাল যাহা পায়।
পরদ্রোহ করিয়া এ সব যদি হয় ॥
ইহা ছাড়ি অন্য বাঞ্ছা করে কোন জন।
হাসিয়া কহেন রাম বালক লক্ষ্মণ ॥
কলিতে ব্রাহ্মণ রাজা দীর্ঘজীবী-জন।
এই তিনে পরিত্রাণ নাহি কদাচন ॥
করিল কঠোর দিব্য রাক্ষসের পতি।
না বুঝি হাসিলে ভাই তুমি শিশুমতি ॥
আজি হতে মিত্র মম হলে বিভীষণ।
তোমারে অর্পিব লঙ্কা মারিয়া রাবণ ॥
বিচার করিল তিন জন এই মত।
লঙ্কায় গমনে সবে হলেন উদ্যত ॥
বানর সকলে সিন্ধু বান্ধে অবহেলে।
পাষাণ ভাসিল রাজা সাগরের জলে ॥
বান্ধে নল জলনিধি রাম উপরোধে।
কটক সকলে পার হয়ে কার্য্য সাধে ॥

শ্রীরামের লঙ্কায় প্রবেশ ও যুদ্ধ।

প্রধান প্রধান যুদ্ধপতি দিল থানা।
সকল লঙ্কায় হল শ্রীরামের সেনা ॥
ভয়েতে রাবণ বন্ধ করিলেক দ্বার।
মন্ত্রী লয়ে পরামর্শ করে যুদ্ধ সার ॥
সবান্ধবে সসজ্জেতে আসে দশানন।
দেখি চমকিত হল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণে মানিয়া বিস্ময়।
একে একে বিভীষণ দিল পরিচয় ॥
শুনি রাম কহেন রাক্ষস বিভীষণে।
নাহিক বুদ্ধির লেশ অজ্ঞান রাবণে ॥
শতেক ইন্দ্রের নাহি এত পরিচ্ছদ।
কি কারণে নষ্ট করে এতেক সম্পদ ॥
অন্য অন্য এই মত করিছে বিচার।
যুদ্ধ করি পরস্পর হল মহামার ॥

সেনাপতি সেনাপতি হইল সংগ্রাম।
ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণ রাক্ষসপতি রাম ।।
রণেতে পণ্ডিত রাম যুদ্ধে পরিপাটী।
মাথার মুকুট দশ ফেলিলেন কাটি ।।
লজ্জা পেয়ে পলাইল রাজা দশানন।
উভয় সৈন্যেতে আর নাহি দরশন ।।
তবে রাম পাঠালেন বালির নন্দনে।
অনেক ভর্ৎসিল গিয়া রাজা দশাননে ।।
অঙ্গদের বাক্যে দশানন দুঃখমতি।
পাঠাইল বহু বহু শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ।।
মুনি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব শুন ধর্ম্ম নৃপবর ।।
বজ্রদন্ত মহাবাহু মহাকায় আদি।
প্রহস্ত করিল যুদ্ধ নাহিক অবধি ।।
পড়িল রাক্ষসসেনা নাহি পরিমিত।
ক্রোধভরে আসে তবে বীর ইন্দ্রজিত ।।
করিল রাক্ষসীমায়া বহু বহু রণে।
নাগপাশে বন্দী হন শ্রীরাম লক্ষ্মণে ।।
গরুড় স্মরিয়া রাম পবন আদেশে।
নাগপাশে মুক্ত হৈলা প্রকার বিশেষে ।।
গর্জ্জিয়া বানরগণ করে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ ।।
বিস্ময় মানিয়া অতি চিন্তাকুলমনে।
মহাপাশ মহোদরে পাঠাইল রণে ।।
আর চারি সেনাপতি রাবণকুমার।
ক্রোধাবেগে আসি সবে করে মহামার।
শিলাবৃক্ষ লয়ে যুদ্ধ করিল বানর।
অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ যত নিশাচর ।।
উভয় সৈন্যেতে হল যুদ্ধ অপ্রমিত।
ছয় সেনাপতি মরে সৈন্যের সহিত ।।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ।
পুনর্ব্বার আসে তবে বীর মেঘনাদ ।।
অপূর্ব্ব রাক্ষসীমায়া ইন্দ্রজিত জানে।
দেখিতে না পায় কেহ থাকে কোনখানে
করিল সংগ্রাম ঘোর রাবণ-সন্ততি।
চারি দ্বারি মারিল প্রধান সেনাপতি ।।
থাকুক অন্যের কার্য্য শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
জিনিয়া পরম সুখে কহিল রাবণে ।।
কেবল জীবিত মাত্র ছিল তিন জন।
হনূমান সুষেণ রাক্ষস বিভীষণ ।।
উপদেশ কহিলেক সুষেণ প্রধান।
গন্ধমাদন-গিরি আনি বীর হনূমান ।।
ঔষধ চিনিয়া দিল সুষেণ বানর।
আপনি বাঁটিয়া দিল রাক্ষস ঈশ্বর ।।
যেইমাত্র পাইলেক ঔষধের ঘ্রাণ।
যত ছিল মৃত সৈন্য সবে পায় প্রাণ ।।
মৃত সৈন্য প্রাণ পায় হনুর প্রসাদে।
কাঁপিল রাবণ বানরের সিংহনাদে ।।
তবে বহু যুদ্ধ করি মরে অকম্পন।
ভয় পেয়ে কুম্ভকর্ণে জাগায় রাবণ ।।
নিদ্রা হতে উঠি যায় রাজ-সম্ভাষণে।
দেখিয়া বিস্মিত হল ভাই দুই জনে ।।
বিভীষণে জিজ্ঞাসিল কহ সমাচার।
সত্তরি যোজন উচ্চ শরীর কাহার ।।
তবে বৃথা কি কারণে করিতেছ রণ।
রাক্ষসের মায়া কিছু না বুঝি কারণ ।।
বিভীষণ বলে ভয় ত্যজহ অন্তর।
কুম্ভকর্ণ নামে মোর এক সহোদর ।।
পূর্ব্বে ব্রহ্মা বর দিয়া কৈল নিরূপণ।
নিদ্রা ভাঙ্গি জাগাইলে অবশ্য মরণ ।।
পাঁচ মাসে জাগাইল ভয় পেয়ে মনে।
সন্দেহ নাহিক আজি মরিবেক রণে ।।
এত যদি কহিলেক রক্ষ বিভীষণ।
তুষ্ট হয়ে রাম তারে দেন আলিঙ্গন ।।
রাবণ কহিল কুম্ভকর্ণে সমাচার।
ক্রোধে মহাবীর আসি দিল মহামার ।।
গিলিল বানর একেবারে শতে শতে।
বাহির হইল কেহ নাক কাণ পথে ।।
দেখিয়া বিকটমূর্ত্তি ধায় সৈন্যগণ।
অস্ত্র যুড়ি অগ্রে যান কমললোচন ।।
রামে দেখি কুম্ভকর্ণ ধায় গিলিবারে।
সত্বরে মারেন রাম ব্রহ্মঅস্ত্র তারে ।।

সেই বাণে মরিল দুরন্ত নিশাচর।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন যতেক অমর॥
ভাবিত হইল রাজা সৈন্য নাহি আর।
কি প্রকারে এ বিপদে পাইব নিস্তার॥
বানর পড়িয়া লঙ্কা কৈল ছারখার।
কাহারে পাঠাব যুদ্ধে কে করিবে পার॥
ভাবিয়া পাঠায় শেষে মকরাক্ষ বীরে।
সে আসি অনেক যুদ্ধ করিল সমরে॥
বহু যুদ্ধ করি মৈল শ্রীরামের বাণে।
কুম্ভ ও নিকুম্ভ পরে প্রবেশিল রণে॥
বল বুদ্ধি বিক্রমেতে বাপের সমান।
প্রাণপণে যুঝিল সুগ্রীব হনুমান॥
দুই ভাই পড়ে ক্রমে সহ সর্ব্বসেনা।
বিনা ইন্দ্রজিত বীরে নাহি সম্ভাবনা॥
তবে ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল দশানন।
সসৈন্যে মারহ তুমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সংহতি লইয়া তবে সেনা অপ্রমিত।
যুদ্ধ হেতু অগ্রসর হয় ইন্দ্রজিত॥
ক্রোধে আসি মেঘনাদ করে বহু রণ।
তেমতি করিল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
মায়ায় রাক্ষস যুদ্ধ করে বহুতর।
দেখাদেখি মহাযুদ্ধ হল পরস্পর॥
সহিতে নারিল যুদ্ধ রাবণনন্দন।
ভঙ্গ দিয়া প্রবেশিল নিজ নিকেতন॥
প্রবেশ করিয়া সেই যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে বিভীষণ লক্ষ্মণে কহিল॥
যজ্ঞ আরম্ভিল দেব রাক্ষসকুমার।
যজ্ঞ সাঙ্গ হলে মৃত্যু নাহিক উহার॥
বিধিবাক্য আছে হেন আমি জানি ভালে
তবে সে মারিতে পার যজ্ঞ নষ্ট কৈলে॥
শুনিয়া হইল সবে হরষিত মন।
যজ্ঞ নষ্ট কৈল গিয়া পবননন্দন॥
তবে ব্রহ্ম অস্ত্র তারে মারিল লক্ষ্মণ।
পরাণ পাইল যেন সহস্রলোচন॥
বার্ত্তা পেয়ে শোকাকুল রাক্ষসের পতি।
রাবণ আসিল রণে অতি ক্রোধমতি॥

রাবণ বধ।

পুত্রশোকে রণে আসে রাজা দশানন।
দেখি অগ্রসর হন ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণের সঙ্গে আসে বীর বিভীষণ।
বিভীষণে দেখি করে রাবণ চিন্তন॥
এই পাপ হতে মোর সবংশে নিধন।
ইহারে বধিয়া শেষে বধিব লক্ষ্মণ॥
এতেক ভাবিয়া দুষ্ট অতি ক্রোধমনে।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া অস্ত্র মারে বিভীষণে॥
এড়িলেক শেলপাট ভীষণ দর্শন।
দিব্য অস্ত্র এড়ি তাহা কাটিল লক্ষ্মণ॥
মহাক্রোধে পুনঃ শেল মারে বিভীষণে।
পুনশ্চ লক্ষ্মণ তাহা কাটে দিব্য বাণে॥
দুই শেল অস্ত্র যদি কাটিল লক্ষ্মণ।
যমদণ্ড শেল হাতে লইল রাবণ॥
ডাকিয়া কহিল তবে লক্ষ্মণের তরে।
বুঝিলাম বীরপণা রক্ষা কৈলে পরে॥
আপনা সম্বর শীঘ্র যায় শক্তিবর।
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর হলেন ফাঁফর॥
প্রাণপণে বাণ মারে নারে নিবারিতে।
কালদণ্ড সম শক্তি আসে শূন্যপথে॥
নির্ভরে বাজিল গিয়া লক্ষ্মণের বুকে।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রক্ত উঠে মুখে॥
শোকাকুল রঘুনাথ হলেন অজ্ঞান।
পর্ব্বত আনিল তবে বীর হনুমান॥
পর্ব্বতে ঔষধি ছিল তার অনুভবে।
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ আনন্দিত সবে॥
কাল পূর্ণ হল রণে আসিল রাবণ।
আপনি গেলেন রণে কমললোচন॥
রাবণে দেখিয়া রথে রঘুনাথে ক্ষিতি।
ইন্দ্র পাঠাইল রথ মাতলি সংহতি॥
সেই রথে রঘুনাথ চড়েন কৌতুকে।
মাতলি লইল রথ রাবণ-সম্মুখে॥
অপ্রমিত যুদ্ধ হল দুই মহাবলে।
উপমা নাহিক স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে॥

যার যত শিক্ষা ছিল দোঁহে কৈল রণ।
মহাক্রোধভরে তবে কমললোচন ॥
রাবণের দশ মুণ্ড কাটিলেন শরে।
পুনর্ব্বার উঠে মুণ্ড বিধাতার বরে ॥
পুনঃপুনঃ যত বার কাটেন রাবণে।
বিনাশ না হয় দুষ্ট পূর্ব্বের সাধনে ॥
যোড়করে বিভীষণ করে নিবেদন।
অন্য অস্ত্রে না মরিবে দুর্জ্জয় রাবণ ॥
মৃত্যুবাণ আছে ওর মন্দোদরী-পাশ।
সে বাণ আনিলে হবে রাবণের নাশ ॥
হনুমানে আদেশিলে কমললোচন।
ছলেতে আনিল বাণ পবননন্দন ॥
সেই বাণ লয়ে রাম যুড়িয়া ধনুকে।
ক্রোধভরে মারিলেন রাবণের বুকে ॥
হেনমতে ভূমিতলে পড়ে দশানন।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল তবে যত দেবগণ ॥
সীতারে আনিল কাছে তবে বিভীষণ।
দেখিয়া কহেন তাঁরে কমললোচন ॥
তোমারে রাখিল দশ মাস নিশাচরে।
নাহি জানি ছিলে সীতা কেমন প্রকারে ॥
আমারে করিবে নিন্দা এই বড় ভয়।
পরীক্ষা করহ সীতা যদি মনে লয় ॥
এমত শুনিয়া সীতা অতি দুঃখমনে।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইতে কহেন লক্ষ্মণে ॥
লক্ষ্মণ করিল কুণ্ড প্রবেশিল সীতা।
কৌতুক দেখিতে যত আসিল দেবতা ॥
রাম পড়িলেন সীতা বিচ্ছেদ অনলে।
হেনকালে উঠে অগ্নি সীতা লয়ে কোলে ॥
ব্রহ্মা আদি সর্ব্বদেব একত্র মিলিল।
করিয়া অনেক স্তুতি রামেরে কহিল ॥
আপনা না জানি কর মনুষ্য আচার।
তুমি নারায়ণ সীতা লক্ষ্মী অবতার ॥
আসিল দেখিতে তোমা যত পিতৃলোক।
হের দেখ দশরথ তোমার জনক ॥
দেবগণ বলে রাম মাগ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহেন রাম জীউক বানর ॥
পরে রামে সম্ভাষণ করি সর্ব্বজনে।
যতেক বিবুধ গেল আপন ভুবনে ॥
বিভীষণে দেন রাম রাজ্য অধিকার।
বানর কটকে কৈল বহু পুরস্কার ॥
সসৈন্যে গেলেন রাম অযোধ্যানগর।
সিংহাসনে বসিলেন রাজরাজেশ্বর ॥
সেবক উদ্ধার হেতু প্রভুর এ কর্ম্ম।
হেনমতে দুই ভাগে লয়ে দোঁহে জন্ম ॥
জন্মিল বিজয় জয় ভূমে পুনর্ব্বার।
দন্তবক্র শিশুপাল নাম দোঁহাকার ॥
পূর্ণব্রহ্ম যদুকুলে হয়ে অবতার।
তব যজ্ঞে শিশুপালে করেন উদ্ধার ॥
তিন অবতারে কৃষ্ণ দেব ভগবান।
ভক্তজনে করিলেন এই পরিত্রাণ ॥
রামের এতেক দুঃখ ধরিয়া শরীর।
কি দুঃখ তোমার বনে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
সীতার দুঃখের কথা শুনিলে শ্রবণে।
দ্রৌপদীর দুঃখ তার নহে এক গুণে ॥
সবার দুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ।
সীতাদুঃখে দ্রৌপদীর বিদরিল মন ॥
মুনি বলে শুন রাজা দুঃখ হল অন্ত।
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত ॥
বিশেষ দ্রৌপদী এই সাবিত্রী সমান।
যে জন উভয় কুল কৈল পরিত্রাণ ॥
নানা সুখ ত্যজিলেক স্বামীর কারণে।
তথাপি না ত্যজিলেক স্বামী সত্যবানে ॥
ক্ষত্রকুলে তাঁর তুল্য নহে কোন জন।
দ্রৌপদীরে দেখি যেন তাঁহার লক্ষণ ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতার।
অক্ষেতে দাসত্ব মুক্ত কৈল সবাকার ॥
এতেক ব্রাহ্মণ যার ভুঞ্জে অপ্রমাদে।
কদাচ না হবে দুঃখ ইহার প্রসাদে ॥
পশ্চাতে জানিবে রাজা নয়নে দেখিবে।
কহিলাম পূর্ব্বকথা যেমন ফলিবে ॥

রামোপাখ্যান সমাপ্ত।

সাবিত্রী উপাখ্যান।

জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির শুন মহামুনি।
কহিলে রামের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
হইল শরীর মুক্ত সফল এ জন্ম।
সাবিত্রী কাহার নাম কিবা তাঁর কর্ম্ম ॥
কিবা ধর্ম্ম আচরিল কিবা উগ্রতপে।
কোন কোন কুল উদ্ধারিল কোন রূপে ॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় জন্মিল অন্তরে।
মুনিরাজ বিস্তারিয়া কহ গো আমারে ॥
মুনি বলে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
মদ্রদেশে ছিল অশ্বপতি মহীপাল।
অপুত্রক শিবসেবা করে বহুকাল ॥
সন্তান-বিহীন রাজা নিরানন্দ-মতি।
কত দিনে হল এক কন্যা রূপবতী ॥
তপ্তস্বর্ণ জিনি তার শরীরের শোভা।
কলঙ্ক-বিহীন কলানিধি মুখ-আভা ॥
বিহঙ্গম-চঞ্চু জিনি বিরাজিত নাসা।
দশন মুকুতাপাঁতি সুমধুর ভাষা ॥
কামের কামান জিনি তার যুগভুরু।
মৃণাল জিনিয়া বাহু রামরম্ভা উরু ॥
কুরঙ্গনয়নী ধনী মনোহর কেশ।
মৃগেন্দ্র লজ্জিত হয় দেখি মধ্যদেশ ॥
রূপের সমান তার গুণের গণনা।
শুদ্ধমতি সর্ব্বশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণা ॥
কদাচ নাহিক অন্যমতি ধর্ম্ম বিনা।
নানাবিধ শিল্পকর্ম্মে অতি সে প্রবীণা ॥
সুপ্রিয়বাদিনী সতী সর্ব্বভূতে দয়া।
অশ্বপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া ॥
সাবিত্রী রাখিল নাম সবিত্রী তাহার।
সর্ব্বদা পবিত্রা কন্যা পবিত্র আচার ॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা বাপের মন্দিরে।
স্বচ্ছন্দ-গমনে যায় যথা ইচ্ছা করে ॥
সমান বয়স প্রিয়সখীগণ সাথে।
ভ্রমণ করয়ে সুখে চড়ি দিব্য রথে ॥
বিশেষ বাপের রাজ্য কিছু নাহি ভয়।
উপনীত হল গিয়া মুনির আলয় ॥
বিবিধ কৌতুক দেখে নরবর-সুতা।
হেনকালে শুন রাজা অত্যাশ্চর্য্য কথা ॥
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি।
শত্রু নিল রাজ্য বনে করিল বসতি ॥
তাহার নন্দন ছিল নামে সত্যবান।
রূপেতে নাহিক কেহ তাহার সমান ॥
মুনিপুত্রগণ সহ আছিল ক্রীড়ায়।
সাবিত্রী থাকিয়া দূরে দেখিল তাহায় ॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ কিশোর বয়েস।
দেখিয়া নরেন্দ্রসুতা জিজ্ঞাসে বিশেষ ॥
কাহার নন্দন এই কহ মুনিগণ।
যার রূপে সমুজ্জ্বল এই তপোবন ॥
বনবাসী জন কহে কর অবধান।
দ্যুমৎসেনের পুত্র নাম সত্যবান ॥
সাবিত্রী শুনিয়া কথা হন হৃষ্টমতি।
মনেতে বরিয়া তারে কৈল নিজপতি ॥
গৃহেতে আসিয়া তবে নৃপতির সুতা।
জননীর কাছে গিয়া কহে সব কথা ॥
কন্যাবাক্যে রাণী গিয়া কহে নৃপবরে।
শুনিয়া কহিল রাজা দুঃখিত অন্তরে ॥
কোন বংশে জন্ম তার কিবা তার ধর্ম্ম।
না জানি কেমনে আমি করি হেন কর্ম্ম ॥
এইরূপে আছে রাজা নিরানন্দমন।
একদিন উপনীত ব্রহ্মার নন্দন ॥
নারদ মুনিরে দেখি সুখী সর্ব্বজনে।
হৃষ্টমতি নরপতি মুনি আগমনে ॥
বসালেন দিব্য সিংহাসনের উপর।
বেদের বিহিত স্তুতি করেন বিস্তর ॥
আনন্দে বসিল সবে কথোপকথনে।
সহসা সাবিত্রী কন্যা আসে সেই স্থানে ॥
কন্যা দেখি নৃপতিরে কহে তবে মুনি।
পরমা সুন্দরী এই কাহার নন্দিনী ॥
অশ্বপতি বলে মুনি কি কহিব আর।
অপত্য আমার এই কন্যামাত্র সার ॥

মুনি বলে সুলক্ষণা তোমার দুহিতা।
বিবাহ দিয়াছ কিবা এ অবিবাহিতা ।।
রাজা বলে শিশুমতি অত্যল্প বয়েস।
যোগ্যাযোগ্য ভাল মন্দ না জানে বিশেষ
বরিয়াছে মনে মনে কারে তপোবনে।
নিরূপণ নাহি জানি সন্দ আছে মনে ।।
ভাল হল ভাগ্যবশে আসিলে আপনি।
ঘুচিল মনের ধন্দ ওহে মহামুনি ।।
নারদ কহেন তবে সাবিত্রীর প্রতি।
কোন বংশে জন্ম তার কাহার সন্ততি ।।
সাবিত্রী কহিল দেব মুনির আশ্রমে।
দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান নামে ।।
নারদ কহিল আমি জানি সর্ব্ব বার্ত্তা।
তাহা ছাড়ি তুমি মাগো বর অন্য ভর্ত্তা ।।
সাবিত্রী কহিল পূর্ব্বে বরিয়াছি মনে।
অন্যে বরি ভ্রষ্টা হব কিসের কারণে ।।
মুনি বলে দোষ নাই শুন মোর কথা।
সাবিত্রী কহিল মুনি না হবে সর্ব্বথা ।।
পুনঃপুনঃ দোঁহাকার এই বাক্য শুনি।
ব্যস্ত হয়ে তারে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি ।।
তাহার বৃত্তান্ত শুনি কহ মুনিবর।
কি হেতু বরিতে কহ অন্য কোন বর ।।
কোন বংশে জন্ম তার কাহার নন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ব্যস্ত বড় মন ।।
নৃপতির মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিল কৃপাবশে তপোধন ।।
সূর্য্যবংশে শূরসেন রাজার সন্ততি।
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি ।।
মহিমা-সাগর মহারাজ গুণবান।
পৃথিবীতে নাহি শুনি তাঁহার সমান ।।
খণ্ডন না যায় রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
কত দিনে নৃপতির চক্ষু হল অন্ধ ।।
চক্ষুহীন শিশু-পুত্র নাহি অন্য জন।
সময় পাইয়া রাজ্য নিল শত্রুগণ ।।
ভার্য্যা পুত্র সঙ্গে করি করে বনবাস।
মহাক্লেশে আছে সর্ব্বসুখেতে নিরাশ ।।
বিচার করিয়া দেখ দৈবের সংযোগ।
শরীর ধরিলে হয় দুঃখ-সুখভোগ ।।
রাজা বলে চরিতার্থ হনু তপোধন।
এই চিন্তা করি সদা নিরানন্দমন ।।
দুঃখ সুখ শরীরের সহযোগে জন্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম ।।
আপন ইচ্ছায় ভাল মন্দ কিছু নয়।
দৈবের সংযোগ সেই যখন যে হয় ।।
বরযোগ্য বটে যদি সেই সত্যবান।
আজ্ঞা কর কন্যাধনে করি তারে দান ।।
মুনি বলে তাহে মানা করিতেছি আমি।
পুনঃপুনঃ মোরে কেন জিজ্ঞাসহ তুমি ।।
কুলে শীলে রূপে গুণে তোমা হতে শ্রেষ্ঠ।
সকল সুন্দর বটে একমাত্র কষ্ট ।।
আজি হতে যেই দিনে বর্ষ পূর্ণ হবে।
সেই দিন সত্যবান নিশ্চয় মরিবে ।।
কহিনু ভবিষ্য কথা যদি লয় মনে।
যোগ্য দেখি কন্যা দান কর অন্য জনে ।।
শুনিয়া মুনির মুখে এতেক ভারতী।
কহিতে লাগিল অশ্বপতি নরপতি ।।
কদাচ কর্ত্তব্য মম নহে এই কর্ম্ম।
শিশুর ক্রীড়ায় নাহি কভু ধর্ম্মাধর্ম্ম ।।
ধনে মানে কুলে শীলে হবে-গুণবান।
বিচার করিয়া তারে দিব কন্যা দান ।।
দোষ না থাকিবে তার হবে রাজ্যেশ্বর।
এমন পাত্রেতে কন্যা দিব মুনিবর ।।
কন্যা-দানকর্ত্তা পিতা আছে পূর্ব্বাপর।
তাহে যদি মন নহে হবে স্বয়ম্বর ।।
আনাইব পৃথিবীর যত নৃপচয়।
দেখিয়া বরিবে কন্যা যারে মনে লয় ।।
কি হেতু বরিবে অল্প আয়ু সত্যবান।
বিশেষ বৈধব্য-দুঃখ মরণ সমান ।।
শুনিয়া দোঁহার মুখে এতেক ভারতী।
সাবিত্রী যুড়িয়া কর কহে গুণবতী ।।
শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাপি নয়নে নাহি হেরি অন্য জন ।।

যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি ।
জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী ॥
বিধবাযন্ত্রণা যদি থাকে মোর ভোগ ।
খণ্ডন না যাবে পিতা দৈবের সংযোগ ॥
অনিত্য সংসার এই অবশ্য মরণ ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন জন ॥
মৃত্যুর উৎপত্তি দেখ শরীরের সাথে ।
আজি কিম্বা কালি কিম্বা শত বৎসরেতে ।
অসার সংসারে মাত্র আছে এক ধর্ম্ম ।
কিমতে তাহারে ছাড়ি করি অন্য কর্ম্ম ॥
ধিক্ ধিক্ কিবা ছার সুখ অভিলাষ ।
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে যে করে সুখ-আশ ॥
কি করিবে সুখে পিতা কত কাল জীব ।
কুকর্ম্মে আজন্ম কাল নরকে থাকিব ॥
এত শুনি ধন্য ধন্য করি তপোধন ।
আশীর্ব্বাদ করি যান নিজ নিকেতন ॥
অশ্বপতি দুঃখ অতি পাইল অন্তরে ।
কহিল অনেক কথা সাবিত্রীর তরে ॥
বুঝাইল নরপতি বিবিধ বিধান ।
সাবিত্রী কহিল মম পতি সত্যবান ॥
ভারত-পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস ।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস ॥

সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ ।

একান্ত বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন ।
বন হতে সত্যবানে আনেন তখন ॥
বিধিমতে পরিণয় দেন নরপতি ।
সত্যবান গেল তবে আপন বসতি ॥
পুত্রের বিবাহবার্ত্তা মহোৎসব শুনি ।
হরিষ বিষাদে মনে কহে রাজা রাণী ॥
নিদারুণ বিধি কৈল এমত সংযোগ ।
নিরাশ করিল মোরে দিয়া বহু ভোগ ॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি ত্যজি নিজ দেশ ।
বনেতে নিবাস করি তপস্বীর বেশ ॥
বধূ মম অশ্বপতি নৃপতির বালা ।
কি রূপে এ হেন জন রবে বৃক্ষতলা ॥
অনেক কহিল এই মত রাজা রাণী ।
সাবিত্রী দেখিতে যত আসিল ব্রাহ্মণী ॥
অনেক প্রশংসা করি কহে সর্ব্বজন ।
সমানে সমানে বিধি করিল মিলন ॥
তুমি রাণী ভাগ্যবতী রাজা মহাসাধু ।
সে কারণে লভিলে গো সাবিত্রীকে বধূ ॥
অনেক লক্ষণ দেখি ইহাঁর শরীরে ।
এত বলি সবে গেল নিজ নিজ পুরে ॥
পরম আনন্দ মনে রহে চারি জন ।
নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বন ॥
নানাবিধ ফল মূল করণ্ডেতে ভরে ।
প্রতিদিন আনি দেয় সাবিত্রী গোচরে ॥
সাবিত্রী-মাহাত্ম্য কথা অতি চমৎকার ।
যাঁর নামে ধন্য ধন্য জগৎ সংসার ॥
শ্বশুর শাশুড়ী সেবে দেবের সমানে ।
নানাসেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে ॥
লক্ষ্মীর সমান হয় সতী পতিব্রতা ।
নিত্য নিয়মিত পূজে ব্রাহ্মণ দেবতা ॥
দেবতা সেবিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাইল ।
মধুর সম্ভাষে বনবাসী বশ কৈল ॥
অত্যন্ত তুষিল সর্ব্বভূতে দয়াবতী ।
তার গুণে তুল্য দিতে নাহি বসুমতী ॥
যত্নে আচরিল যত নানাবিধ কর্ম্ম ।
নিত্য নিয়মিত যত বেদবিধি ধর্ম্ম ॥
ইষ্টেতে একান্ত মতি করে আচরণ ।
শিল্প যত কর্ম্ম চিত্র বিচিত্র রচন ॥
দেখিয়া সানন্দ রাজা রাণী সত্যবান ।
সাবিত্রী বসতি করে বর্ষ সেই স্থান ॥
নারদের বাক্য সতী স্মরে অনুক্ষণ ।
লোকলাজে নানাকাজে নিবারিয়া মন ॥
নিমেষ মুহূর্ত্ত দণ্ড প্রাণ আদি করি ।
দণ্ডে দণ্ডে গণি যায় দিবস শর্ব্বরী ॥
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ দ্বিপক্ষেতে মাস ।
হেনমতে যায় মাস বাড়য়ে নিরাশ ॥
এইমত অনুক্ষণ সাবিত্রীর মনে ।
রাজা রাণী সত্যবান কিছুই না জানে ॥

এমন প্রকারে শুন ধর্ম্ম নরবর।
বৎসরেক শেষমাত্র দ্বিতীয় বাসর ॥
চিন্তায় আকুল হল নৃপতির সুতা।
বিচারিল পূর্ণ হল নারদের কথা ॥
অবশ্য হইবে যাহা করিবে ঈশ্বর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর ॥
হেনমতে মনে মনে ভাবি সারোদ্ধার।
আরম্ভ করিল তবে সংসারের সার ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণপক্ষে পেয়ে চতুর্দ্দশী।
লক্ষ্মী-নারায়ণে সতী পূজে অহর্নিশি ॥
শুদ্ধভাবে একমনে বসিল সুন্দরী।
অনায়াসে বঞ্চিলেক দিবস শর্ব্বরী ॥
প্রভাতে উঠিয়া সতী হয়ে সযতন।
বিধিমতে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
দক্ষিণান্ত করি কার্য্য কৈল সমাপন।
আশীর্ব্বাদ করি গেল যত দ্বিজগণ ॥
এইরূপে বঞ্চিলেক দ্বিতীয় প্রহর।
সেই দিনে পূর্ণ সত্যবানের বৎসর ॥
তাহাতে নৃপতিসুতা চিন্তাকুলমনা।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটনা ॥
নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বন।
ফল মূল কাষ্ঠ যত করে আহরণ ॥
দিবসের শেষ দেখি রাজার তনয়।
বিচারিল বনে যেতে হইল সময় ॥
করণ্ড কুঠার নিল আপনার করে।
বিদায় হইল গিয়া মায়ের গোচরে ॥
রাণী বলে শুন পুত্র দিবা অবশেষ।
এমত সময়ে বনে না কর প্রবেশ ॥
সত্যবান বলে মাতা না করিহ ভয়।
এখনি আসিব মাতা জানিহ নিশ্চয় ॥
এত বলি চলিলেন রাজার কুমার।
সাবিত্রী পাইয়া বার্ত্তা দেখে অন্ধকার ॥
শোকাকুলা বিবেচনা করি মনে মন।
পূর্ণ হল যাহা কৈল ব্রহ্মার নন্দন ॥
কাল পূর্ণ হল আজি রাজার নন্দনে।
কর্ম্মসূত্রে টানি এবে লয় মৃত্যুস্থানে ॥

বিবাহ জনম মৃত্যু যথা যেই মতে।
সময়ে আপনি সবে যায় সেই পথে ॥
সে হেতু যেখানে তার আছে মৃত্যুস্থান।
নৃপতিনন্দন তথা করিছে প্রয়াণ ॥
সতী ভাবে কাল প্রাপ্ত যদি মম পতি।
আমার উচিত হয় যাইতে সংহতি ॥
কারে না কহিল কিছু নৃপতির সুতা।
শীঘ্রগতি গেল তবে পতি যায় যথা ॥
নৃপতি শুনিয়া বলে নিষেধ বচন।
সাবিত্রী নিষেধ নাহি মানে কদাচন ॥
রাজরাণী বার্ত্তা পান বধূ যায় বন।
চিন্তাকুলা মহারাণী আসি সেইক্ষণ ॥
সাবিত্রীর প্রতি কহে মধুর বচন।
কহ বধূ চিন্তা কর কিসের কারণ ॥
ফল মূল লয়ে স্বামী আসিবে এখন।
কি কারণে মহাকষ্টে যাবে তুমি বন ॥
অন্য কেহ নাই তাহে দেখ ঘোর বন।
কি কারণে চিন্তা কর স্বামীর কারণ ॥
দুই দিন হল তাহে আছ উপবাসী। (২৭
ভোজন করহ ঘরে আসি সুখে বসি ॥
শাশুড়ীর মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিল করযোড়ে সেইক্ষণ ॥
আসিয়া পশ্চাতে আমি করিব ভোজন।
আজ্ঞা দেহ তবে রাণী দেখি আসি বন ॥
বিশেষত আছে হেন শাস্ত্রের প্রসঙ্গ।
ব্রতশেষে বঞ্চিবেক নিজপতি সঙ্গ ॥
দেখিয়া বনের শোভা দিবস বঞ্চিব।
আনন্দে স্বামীর সঙ্গে এখনি আসিব ॥
সাবিত্রীর অভিলাষ বুঝি রাজরাণী।
নিরস্তা হইল আর না কহিল বাণী ॥
সাবিত্রী চলিল তবে সহ সত্যবান।
অত্যন্ত কাননমাঝে করিল প্রয়াণ ॥
বিবিধ কৌতুক দেখি যান দুইজন।
বহুবিধ ফল মূল কৈল আহরণ ॥
মুনিবাক্য মনে করি নৃপতির সুতা।
অত্যন্ত আকুলা হল আর চিন্তাযুতা ॥

আদর্শ-সতী

সাবিত্রী-সত্যবান

" যমদূতাঃ পলায়ন্তে সতীমালোক্য দূরতঃ।
*　　*　　*　　*
ন তথা বিভীমো বহ্নে র্ন তথা বিদ্যুতো যথা।
আপতন্তীঃ সমালোক্য বয়ং সত্যাঃ পতিব্রতাঃ ॥ "

না জানি কেমনে হবে পতির নিধন।
সত্যবান নাহি জানে এত বিবরণ ॥
ভ্রমণ করিয়া সুখে তুলে মূল ফল।
পাত্র পরিপূর্ণ হল নাহি আর স্থল ॥
রাখিয়া আঁকশি সাজি সাবিত্রীর কাছে
কাষ্ঠহেতু সত্যবান উঠে গিয়া গাছে ॥
কুঠারে কাটিল তবে বৃক্ষ সহ ডাল।
উপস্থিত হল আসি ক্রমে মৃত্যুকাল ॥
অকস্মাৎ শিরঃপীড়া করিল অস্থির।
সহস্র নাগেতে যেন দংশিলেক শির ॥
সত্যবান বলে শুন রাজার তনয়া।
বুঝিতে না পারি কিবা হল দেবমায়া ॥
দশদিক অন্ধকার দেখি অকস্মাৎ।
সহস্র সহস্র শেল মারয়ে নির্ঘাত ॥
দেহ হতে যায় বুঝি এবে মোর প্রাণ।
নিস্তার নাহিক আর হইনু অজ্ঞান ॥
সাবিত্রী কহিল আমি জানি পূর্ব্বকথা।
ধৈর্য্য ধর অবিলম্বে যাবে শিরোব্যথা ॥
এক কথা বলি আমি শুন দিয়া মন।
বৃক্ষ হতে শীঘ্র তুমি নামহ এখন ॥
শয়ন করিয়া সুখে থাকহ ঠাকুর।
হইবে সকল পীড়া মুহূর্ত্তেকে দূর ॥
নিজ অঙ্গে বস্ত্র পাতি সতী পুণ্যবতী।
ঊরুতে রাখিয়া শির শোয়াইল পতি ॥

সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকটে
সাবিত্রীর বরপ্রাপ্তি।

চেতন-রহিত হল রাজার তনয়।
ক্রমে ক্রমে আয়ু শেষ হইল তথায় ॥

দেখিয়া নৃপতিসুতা ভাবে মনে মন।
কাল পরিপূর্ণ হল রাজার নন্দন ।।
অবশ্য আসিবে এথা কৃতান্তকিঙ্কর।
দেখিব কেমনে লয় আমার ঈশ্বর ।।
সাবিত্রী এতেক ভাবি রহে ঘোর বনে।
হেথায় ডাকিল যম যত দূতগণে ।।
সত্যবানে আনিবারে কহে ধর্ম্মরাজ।
আজ্ঞাতে আসিল শীঘ্র দূতের সমাজ ।।
যথায় কাননে পড়ি নৃপতিনন্দন।
তাহার নিকটে গেল যমদূতগণ ।।
পরশিতে না পারিল সাবিত্রীর তেজে।
নিরস্ত হইয়া দূত কহে ধর্ম্মরাজে ।।
দূতমুখে ধর্ম্মরাজ পাইয়া বারতা।
আপনি আসিল শীঘ্র সত্যবান যথা ।।
দেখিয়া সাবিত্রী বলে তুমি কোন জন।
ধর্ম্মরাজ বলে আমি সবার শমন ।।
রাজপুত্র সত্যবান এই তব স্বামী।
কালপূর্ণ হল আজি লয়ে যাই আমি ।।
শুনিয়া সাবিত্রী কহে যে আজ্ঞা তোমার
বিধির নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘে শক্তি আছে কার ।।
মায়াতে মোহিত সব কেবা কার পতি।
সবে সত্য ধর্ম্মমাত্র অখিলের গতি ।।
এতেক কহিয়া সতী ছাড়ে সত্যবানে।
করযোড়ে রহিলেন যম বিদ্যমানে ।।
সত্যবান পাশে আসি তবে সূর্য্যসুত।
শরীর হইতে বারি করিল অদ্ভুত ।।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ তনু দেখিতে সুন্দর।
বন্ধন করিয়া নিয়া চলিল সত্বর ।।
দেখিয়া পতির দশা হয়ে দুঃখমতি।
কিছু না কহিয়া চলে যমের সংহতি ।।
দেখিয়া কৃতান্ত তবে জিজ্ঞাসিল তারে।
কে তুমি কি হেতু বল যাবে কোথাকারে ।।
কালেতে হইল তব পতির মরণ।
তার জন্যে বৃথা চিন্তা কর কি কারণ ।।
জগতে নিয়ম আছে সব এই মত।
কালপূর্ণ হলে সবে যায় মৃত্যুপথ ।।
আমার বচনে ঘরে রহ গুণবতী।
ত্বরায় স্বামীর এবে চিন্ত ঊর্দ্ধগতি ।।
ধর্ম্মরাজ-মুখে শুনি এতেক উত্তর।
রাজার নন্দিনী কহে করি যোড় কর ।।
যে কিছু কহিলে প্রভু সব জানি আমি।
কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার স্বামী ।।
সহজে সংসার মিথ্যা বিশেষ আমার।
মায়াপাশে কি কারণে যাব পুনর্ব্বার ।।
কালপূর্ণ মরে পতি দুঃখ নাহি ভাবি।
সকলে মরিবে কেহ নহে চিরজীবী ।।
এই মত বিশ্বমাঝে আছে যত জন।
জনম লভিলে হয় অবশ্য মরণ ।।
ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ।
নিজ ইচ্ছা নহে করে বিধির সংযোগ ।।
স্বকর্ম্ম ভুঞ্জিবে এবে মম এই পতি।
আমার কি সাধ্য করি তাঁর ঊর্দ্ধগতি ।।
আপনি আপন বন্ধু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম্ম ।।
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সদা অনুগত।
পূর্ব্বাপর আছে এই নীতি শাস্ত্রমত ।।
সে কারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম্ম।
সতের সঙ্গতি হলে করে নানা কর্ম্ম ।।
সংসারের সার সঙ্গ বলে মুনিগণে।
সঙ্গদোষে চোর হয় সাধু সঙ্গগুণে ।।
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম সন্তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি ।।
পৃথিবীতে সাধ্বী তুমি নৃপতির সুতা।
তোমার জননী ধন্যা ধন্য তব পিতা ।।
শ্রবণে শুনিনু তব বাক্য-সুধারস।
বর লহ গুণবতি হনু তব বশ ।।
সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগি লও আমার গোচর ।।
সাবিত্রী কহিল যদি হলে কৃপাবান।
অপুত্রক আছে পিতা দেহ পুত্রদান ।।
যম বলে তারে আমি দিনু পুত্রবর।
যাহ শীঘ্রগতি তুমি আপনার ঘর ।।

সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন ।
তব সঙ্গ ছাড়িবারে নাহি চায় মন ॥
সতের সংসর্গে যেন কাশীতে নিবাস ।
আমারে করিতে চাহ ইহাতে নিরাশ ॥
পূর্ব্বে পিতৃপুণ্যবলে নিজ ভাগ্যবশে ।
তোমা হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে ॥
ইহা হতে কর্ম্মবন্ধ না হইল ক্ষয় ।
জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয় ॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি ।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥
পুনঃপুনঃ মহানন্দ জন্মাতেছ মনে ।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবনে ॥
সাবিত্রী কহিল যদি কৃপা হল মোরে ।
শ্বশুর আছেন অন্ধ চক্ষু দেহ তাঁরে ॥
শমন কহেন চক্ষু হইবে তাঁহার ।
রজনী অধিক হয় যাও নিজাগার ॥
রাজার নন্দিনী কহে সব জান তুমি ।
সংসার বাসনা কভু নাহি করি আমি ॥
নাহি চাহি পুত্র বন্ধু নাহি চাহি পতি ।
আজ্ঞা কর সদা ধর্ম্মে রহে যেন মতি ॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দণ্ডপাণি ।
পরম সুশীলা তুমি রাজার নন্দিনী ॥
তব বাক্যে হর্ষ-পূর্ণ হল মম মন ।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবন ॥
সাবিত্রী কহিল আর না করিব লোভ ।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু পাছে হয় ক্ষোভ
সে কারণে বর নিতে ভয় বাসি মনে ।
শুনিয়া কৌতুকে যম কহে সেই ক্ষণে ॥
পতির জীবন ছাড়ি মাগ অন্য বর ।
দিব তাহা যাহা চাহ আমার গোচর ॥
সাবিত্রী কহিল বর মাগি যে শমন ।
রাজ্যহীন আছে রাজা দেহ রাজ্যধন ॥
যম বলে শুন রাজ্য পাবে নৃপবর ।
বিলম্বে নাহিক কার্য্য যাহ নিজ ঘর ॥
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন ।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির সৃজন ॥
মায়াতে মোহিত সবে সত্যপথ ত্যজে ।
ঘর ঘোর দুঃখ-হ্রদে ইচ্ছাবশে মজে ॥
আমার আমার করি বলে সর্ব্বজন ।
মিথ্যা ঘর পরিবারে মজাইয়া মন ॥
বান্ধব শ্বশুর নারী পুত্র পিতা মাতা ।
অনর্থের হেতু সব মহা দুঃখদাতা ॥
এসব পালন হেতু ত্যজে নিজ ধর্ম্ম ।
ভরণ পোষণ করে করিয়া কুকর্ম্ম ॥
পশ্চাতে অধর্ম্মভাগী হয় সেই জনা ।
নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা ॥
নয়ন থাকিতে অন্ধপ্রায় যত লোক ।
কর্ম্মসূত্রে বন্ধ যেন তসরের পোক ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ সেই বৃক্ষপত্র খায় ।
যথাকালে আপনার কর্ম্মফল পায় ॥
জানিয়া তথাপি তারা থাকে অনায়াসে ।
পাছে বিপরীত বুদ্ধি হয় কোন দোষে ॥
সুখেতে থাকিব হেন ভাবিয়া অন্তরে ।
নিজসূত্রে বন্দী হয়ে অবশেষে মরে ॥
সেই মত পৃথিবীতে হল যত লোক ।
মায়ামোহে মজি সবে শেষে পায় শোক
সংসার অসার প্রভু সার ধর্ম্মপথ ।
তাহা বিনা নাহি মম অন্য মনোরথ ॥
ঘর ঘোর মহাবন্ধে যেতে কদাচন ।
নিশ্চয় জানিহ দেব নাহি মম মন ॥
উৎপত্তিতে তপ্তজীব চিন্তার হুতাশে ।
শীতল হউক দেব তোমার পরশে ॥
আজ্ঞা কর মুহূর্ত্তেক থাকিব সংহতি ।
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি ॥
তোমার চরিত্র ধন্য লাগে চমৎকার ।
অগোচর নহে মম অখিল সংসার ॥
অল্পকালে ধর্ম্ম প্রতি হেন তব মতি ।
তোমার তুলনাযোগ্য নাহি দেখি ক্ষিতি ॥
পৃথিবীতে খ্যাত হল তোমার সুযশ ।
মধুর বচনে তব হইলাম বশ ॥
পতির জীবন ভিন্ন মাগ অন্য বর ।
যাহা ইচ্ছা মাগি লহ আমার গোচর ॥

কন্যা বলে এই সত্যবানের ঔরসে।
হইবেক এক পুত্র পঞ্চম বরষে ॥
হেনমতে দেহ মোরে শতেক নন্দন।
অঙ্গীকার নিজ বাক্য করহ পালন ॥
কৃতান্ত কহিল ঘরে যাহ গুণবতি।
মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি ॥
এত বলি শীঘ্রগতি চলিল শমন।
সাবিত্রী তাঁহার পাছে করেন গমন ॥
যম বলে কি কারণে যাহ তুমি কোথা।
চারি বর দিনু কেন ত্যক্ত কর বৃথা ॥
সাবিত্রী কহিল দেব উত্তম কহিলে।
জন্মিবে শতেক পুত্র নিজে বর দিলে ॥
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে
আমার হইবে পুত্র সত্যবান হতে ॥
ইহার বিধান আগে কর ধর্ম্মরায়।
তোমার সংহতি মম নাহি কোন দায় ॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম লজ্জিত হয়ে কহে মৃত্যুপতি ॥
এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা।
পবিত্র হইবে লোক শুনি তব কথা ॥
বিশেষ করিলে ব্রত চতুর্দ্দশী দিনে।
পাইলে এ চারি বর তাহার কারণে ॥
দ্বিতীয় তোমার কর্ম্ম কহনে না যায়।
নতুবা শুনেছ কোথা মলে প্রাণ পায় ॥
লহ ত তোমার পতি রাজা সত্যবান।
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান ॥
যে ব্রত সাধিলে সতি বসি অহর্নিশি।
লোক পরে করিবে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী ॥
ভক্তিভাবে এই কথা কহে যেই জন।
পাইবে পরম পদ না যায় খণ্ডন ॥
তোমার মহিমা যেবা করিবে স্মরণ।
আমা হতে ভয় তার না রবে কখন ॥
তোমার গুণেতে বশ হইলাম আমি।
যাহ শীঘ্র গৃহে যাও লয়ে নিজ স্বামী ॥
পৃথিবীতে ভোগ কর পরম কৌতুকে।
অন্তকালে দুইজনে যাবে বিষ্ণুলোকে ॥

এত বলি মৃত্যুপতি ছাড়ি সত্যবানে।
আনন্দ বিধানে যান আপনার স্থানে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সত্যবানের পুনর্জীবন।

নিজপতি পেয়ে সতী হরষিত মতি।
স্বামীর নিকটে যান পুনঃ শীঘ্রগতি ॥
মহানন্দে লয়ে সেই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষে।
স্বামী অঙ্গে নিয়োজিল পরম হরিষে ॥
চৈতন্য পাইয়া উঠে রাজার নন্দন।
নিদ্রা হতে হল যেন পুনঃ জাগরণ ॥
হেনকালে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
অস্ত গেল দিবাকর আইল রজনী ॥
দেখি সত্যবান অতি চিন্তাকুল মনে।
কহিতে লাগিল সাবিত্রীরে সম্বোধনে ॥
কহ প্রিয়ে কি করিব অতি ঘোর নিশি।
কি মতে পাইব রক্ষা অরণ্যেতে বসি ॥
চিনিতে না পারি পথ অন্ধকার ঘোর।
কেন প্রিয়ে না করিলে নিদ্রাভঙ্গ মোর ॥
হায় বিধি কালনিদ্রা মোরে আনি দিলে
কান্দিবেক মাতাপিতা হয়ে শোকাকুলে ॥
সাবিত্রী কহিল প্রভু শুন মম কথা।
হইল যে কর্ম্ম তাহা চিন্তা কর বৃথা ॥
নিদ্রাভঙ্গ করি যদি পাপ বড় হয়।
সেই জন্যে জাগাইতে মনে হল ভয় ॥
বিচার করিনু মনে আছে কিছু বেলা।
নিশ্চিতে রহিনু আমি মনে করি হেলা ॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন বেলা নারিনু বুঝিতে।
মম দোষ নাহি কিছু না ভাবিহ চিতে ॥
অকারণে গৃহে যেতে কর মনোরথ।
রাত্রিকালে বনস্থলে না জানিব পথ ॥
চল প্রভু এই বৃক্ষে আরোহণ করি।
কোন মতে বঞ্চি প্রভু এ ঘোর শর্ব্বরী ॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি করিব গমন।
যে আজ্ঞা তোমার এই মম নিবেদন ॥

সত্যবান কহে প্রিয়ে উত্তম কহিলে।
ইহা না করিয়া কোথা যাব রাত্রিকালে
এত বলি উঠে দোঁহে বৃক্ষের উপরে।
চিন্তায় আকুল রহে দুঃখিত অন্তরে ।।
তথায় হইল চক্ষু অন্ধ নৃপতির।
পুত্রের বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির ।।
শোকাকুলে কান্দে কত রাজার ঘরণী।
কোথায় রহিল পুত্র এ ঘোর রজনী ।।
তিন দিন উপবাসী বধূ গেল সাথে।
না জানি কেমনে নষ্ট হইল বা পথে ।।
এত কালে স্বামী যদি পেলে চক্ষুদান।
হারাইল রত্ননিধি পুত্র সত্যবান ।।
হায় বধূ গুণবতি পুত্র সত্যবান।
তোমা দোঁহে না দেখিয়া ফাটে মম প্রাণ
ঘোর বনে বনজন্তু শত শত ছিল।
অভাগীর কর্ম্মদোষে দোঁহারে হিংসিল।।
নাম ধরি কান্দি উঠে দম্পতি দুজনে।
কারণ জানিতে যান যত মুনিস্থানে ।।
একে একে কহে তবে যত মুনিগণ।
কি হেতু তোমরা এত করিছ রোদন ।।
আশ্বাস করিয়া কয় না করিহ ভয়।
সুখের লক্ষণ রাজা জানিহ নিশ্চয় ।।
আমা সবাকার বাক্য কভু নহে আন।
সর্ব্বসুখে বধূ পুত্র পাবে বিদ্যমান ।।
সান্ত্বনা করিয়া দোঁহে পাঠাইল ঘর।
চিন্তাকুলে রহে দোঁহে দুঃখিত অন্তর ।।
এতেক কষ্টেতে বঞ্চিলেক সেই নিশি।
হেনকালে সূর্য্যোদয় হয় পূর্ব্বদিশি ।।
প্রভাত জানিয়া তবে রাজার নন্দন।
ফল মূল কাষ্ঠ লয়ে করিল গমন ।।
এথা রাজা রাণী করে পথ নিরীক্ষণ।
হেনকালে সন্নিধানে আসে দুই জন ।।
তিতিল দোঁহার অঙ্গ প্রেম-অশ্রুজলে।
সেই মত হর্ষ হল সর্ব্ব বনস্থলে ।।
আশ্রমে আসিল দোঁহে প্রফুল্ল বদনে।
সত্যবান বধূ সহ আসিয়া ভবনে ।।
শুনিয়া আসিল যত ছিল মুনিগণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে জিজ্ঞাসে কারণ ।।
কহিল সাবিত্রী সবাকারে বিবরণ।
আদ্য অন্ত যত সব বনের কথন ।।
এত শুনি সর্ব্বজন সাবিত্রীর কথা।
জানিল মনুষ্য নহে অশ্বপতিসুতা ।।
অনেক প্রশংসা করে মিলি সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন ।।
সাবিত্রী-চরিত্র কথা শুনি রাজরাণী।
আপনাকে কৃতকৃত্য ভাগ্যবান মানি ।।
স্নান দান করি রহে হরিষ অন্তরে।
শুন ধর্ম্মরাজ তার কত দিনান্তরে ।।
অশ্বপতি নরপতি হল পুত্রবান।
শত্রু জিনি নিজরাজ্য নিল সত্যবান ।।
সাবিত্রীর শত পুত্র হল যথাকালে।
নিজ রাজ্যে একত্র বঞ্চিল কুতূহলে ।।
সাবিত্রীর তুল্য নাই এ তিন ভুবনে।
দুই কুল উদ্ধারিল আপনার গুণে ।।
মৃত জন প্রাণ পাইল অন্ধ চক্ষু দান।
অপুত্রক ছিল রাজা হল পুত্রবান ।।
জন্মাইল আপনার শতেক সন্ততি।
নিজরাজ্য উদ্ধারিল সতী গুণবতী ।।
এই হেতু সর্ব্বজন ভুবন ভিতরে।
সাবিত্রী সমান বলি আশীর্ব্বাদ করে ।।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রৌপদীরে দেখি আমি তাহার লক্ষণ ।।
এত বলি নিজ স্থানে গেল মুনিরাজ।
আনন্দ বিধানে রহে পাণ্ডব সমাজ ।।
ভারত-চরিত্র রচে মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধেতে রচিল তাঁর দাস ।।

যুধিষ্ঠিরের কাম্যকবন ত্যাগ এবং দ্রৌপদীর অহঙ্কার বিবরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন শুন কুরুবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর ।।
মার্কণ্ডেয় মুনি যদি করিল গমন।
হইল বিষাদে মগ্ন সবাকার মন ।।

হেন আম্র দ্রৌপদীকে পাড়ি দিল পার্থ।
দোঁহার কর্ম্মের দোষে হইল অনর্থ ॥
তপস্যা করিয়া মুনি আশ্রমেতে আসি।
আম্র না পাইয়া করিবেক ভস্মরাশি ॥
চিন্তিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায়।
কি কর্ম্ম করিলে পার্থ হায় হায় হায় ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে রাজা যুধিষ্ঠির।
অশক্য জানিয়া বড় হলেন অস্থির ॥
করযোড়ে কহিলেন গোবিন্দের আগে।
পাণ্ডবেরে ভাল মন্দ তোমারে সে লাগে ॥
পাণ্ডবের রক্ষা করে নাহি হেন জন।
গুপ্ত কথা নহে এই দৈবকীনন্দন ॥
রাখিবে রাখহ নহে যাহা লয় মনে।
তোমার আশ্রিত জনে মারে কোন জনে ॥
তোমা হতে যেই কর্ম্ম না হবে শমতা।
অন্য জন সে কর্ম্মেতে চিন্তা করে বৃথা ॥
তোমার আশ্রিত মোরা ভাই পঞ্চজন।
কিমতে পাইব রক্ষা কহ নারায়ণ ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা কহেন শ্রীপতি।
বৃক্ষেতে ফলিয়া আম্র ছিল হে যেমতি ॥
সেই মত বৃক্ষে যদি লাগে পুনর্ব্বার।
তবে সে হইবে রাজা সবার নিস্তার ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এ তিন ভুবন।
ত্রিবিধ সমস্ত লোক পালে যেই জন ॥
উৎপত্তি প্রলয় হয় যাঁহার আজ্ঞায়।
ডালে আম্র লাগাইতে তাঁর কোন দায় ॥
গোবিন্দ বলেন এক আছে প্রতীকার।
বৃক্ষ-ডালে আম্র লাগে সবার নিস্তার ॥
করিলে করিতে পার নহে বড় কাজ।
কপট ত্যজিয়া যদি কহ ধর্ম্মরাজ ॥
যুধিষ্ঠির বলে কৃষ্ণ যে আজ্ঞা তোমার।
মম সাধ্য হয় যদি এই প্রতীকার ॥
প্রতীকারে মৃত্যু ইচ্ছা করে কোন জনে।
আজ্ঞা কর পালিব তা করি প্রাণপণে ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা নহে বড় কাজ।
সবার নিস্তার হয় শুন মহারাজ ॥
দ্রুপদনন্দিনী আর তোমা পঞ্চজনে।
কোন কথা অনুক্ষণ জাগে কার মনে ॥
সবার মনের কথা কহ মম আগে।
কপট ত্যজিয়া কহ তবে আম্র লাগে ॥
এই মত সর্ব্বজনে করি অঙ্গীকার।
প্রথমে কহেন কথা ধর্ম্মের কুমার ॥
শুন চিন্তামণি চিন্তা করি অনুক্ষণ।
পূর্ব্বমত বিভবাদি হলে নারায়ণ ॥
ব্রাহ্মণ ভোজন যজ্ঞ করি অহর্নিশি।
ইহা বিনা অন্য আমি নহি অভিলাষী ॥
অনুক্ষণ মম মনে এই মনোরথ।
শুনিয়া অকাল আম্র উঠে কত পথ ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে হরিষ অন্তর।
কহিতে লাগিল তদন্তরে বৃকোদর ॥
ভীম বলে কৃষ্ণচন্দ্র শুন মম বাণী।
এই চিন্তা করি আমি দিবস রজনী ॥
গদাঘাতে শত ভাই কৌরব সংহারি।
দুষ্ট দুঃশাসন-বুক নখ দিয়া চিরি ॥
উদর পূরিব আমি তাহার শোণিতে।
কৃষ্ণার কুন্তল বান্ধি দিব এই হাতে ॥
মহামদে মত্ত হয়ে দুষ্টবুদ্ধি কুরু।
বস্ত্র তুলি দ্রৌপদীরে দেখালেক ঊরু ॥
ভাঙ্গিয়া পাড়িব রণমধ্যে গদা মারি।
এই চিত্তে করি আমি দিবস শর্ব্বরী ॥
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
কত দূরে আম্র তবে উঠে ঊর্দ্ধগতি ॥
অর্জ্জুন কহেন এই জাগে মম মনে।
অরণ্যে যখন আসি ভাই পঞ্চজনে ॥
দুই হাতে চতুর্দ্দিকে ফেলাইল ধূলা।
তাদৃশ অস্ত্রেতে কাটি দুষ্ট ক্ষত্রগুলা ॥
দিব্যবাণে কর্ণবীরে করিব নিধন।
ভীমসেন মারিবেক ভাই শত জন ॥
এ সব ভাবিয়া করি কালের হরণ।
আমার মনের কথা শুন নারায়ণ ॥
তবে আম্র কত দূরে উঠে ঊর্দ্ধপথে।
নকুল কহিল তবে কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥

শুন কৃষ্ণ যেই কথা মনে চিন্তা করি।
দেশে গিয়া রাজা হলে ধর্ম্ম অধিকারী॥
পূর্ব্বমত রব আমি হয়ে যুবরাজ।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব নৃপতি সমাজ॥
বিচারিয়া বলিব দেশের ভাল মন্দ।
তবে আম্র কত দূরে উঠিল সচ্ছন্দ॥
সহদেব বলে অনুক্ষণ ভাবি মনে।
রাজ্যে গিয়া যুধিষ্ঠির বসিলে আসনে॥
করিব রাজার আগে চামর ব্যজন।
করিব সবার তত্ত্ব যত পুরজন॥
নিযুক্ত রহিব নিত্য ব্রাহ্মণ ভোজনে।
সব দুঃখ পাসরিব জননী পালনে॥
মনের মানস কহিলাম নিষ্কপটে।
এতেক কহিতে আম্র কত দূর উঠে॥
অতঃপর ধীরে ধীরে বলে যাজ্ঞসেনী।
ইহা চিন্তা করি আমি দিবস রজনী॥
আমারে দিয়াছে দুঃখ দুষ্টগণ যত।
ভীমার্জ্জুন-হাতে হবে সর্ব্বজন হত॥
তাসবার নারীগণ কান্দিবেক দুঃখে।
দেখি পরিহাস করি মনের কৌতুকে॥
পূর্ব্বমত নিত্য করি যজ্ঞ মহোৎসব।
পালন করিব সুখে যতেক বান্ধব॥
এতেক কহিল যদি কৃষ্ণা গুণবতী।
পুনশ্চ আম্রের হল নিম্নে অধোগতি॥
মহাভীত হয়ে তবে কহে যুধিষ্ঠির।
কি হেতু পড়িল আম্র কহ যদুবীর॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কি কহিব কথা।
সকল করিল নষ্ট দ্রুপদদুহিতা॥
কহিল সকল যত কপট বচন।
সে কারণ পড়ে আম্র ধর্ম্মের নন্দন॥
ব্যগ্র হয়ে পঞ্চ ভাই কহে করপুটে।
উপায় করহ কৃষ্ণ যাহে আম্র উঠে॥
গোবিন্দ কহেন কৃষ্ণা কহ সত্যকথা।
নিশ্চয় বৃক্ষেতে আম্র লাগিবে সর্ব্বথা॥
কহিল কৃষ্ণার প্রতি ধর্ম্ম নরপতি।
কি কারণে সৃষ্টি নষ্ট কর গুণবতি॥
কপট ত্যজিয়া কহ গোবিন্দের আগে।
সবার জীবন রয় গাছে আম্র লাগে॥
এতেক কহিল যদি ধর্ম্মের তনয়।
কিছু না কহিয়া দেবী মৌনভাবে রয়॥
দেখিয়া কুপিত তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্রৌপদীরে মারিবারে যুড়ে দিব্য শর॥
অর্জ্জুন কহেন শীঘ্র কহ সত্য কথা।
কাটিব নচেৎ তীক্ষ্ণ শরে তোর মাথা॥
এতেক কহিল যদি পার্থ মহামতি।
লজ্জা ত্যজি কহে তবে কৃষ্ণা গুণবতী॥
দ্রৌপদী কহিল দেব কি কহিব আর।
কায়মনোবাক্যে তুমি জান সবাকার॥
যজ্ঞকালে কর্ণবীর আসিল যখন।
তারে দেখি মনে মনে চিন্তিনু তখন॥
এই জন হত যদি কুন্তীর নন্দন।
ইহার সহিত পতি হত ছয় জন॥
এখন হইল সেই কথা মম মনে।
এতেক কহিতে আম্র উঠে সেইক্ষণে॥
বৃক্ষেতে লাগিল যেন ছিল পূর্ব্বমত।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হল আনন্দিত॥
নিস্তার পাইয়া মৌনে রন যুধিষ্ঠির।
গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহে বৃকোদর বীর॥
এই কি তোমার রীতি কৃষ্ণা দুষ্টমতি।
এক পতি সেবা করে সতী কুলবতী॥
বিশেষ তোমার এই পতি পঞ্চ জন।
তথাপি বাঞ্ছিস মনে সূতের নন্দন॥
ইহাতে কহাস লোকে পতিব্রতা সতী।
প্রকাশ করিলি তোর কুৎসিত প্রকৃতি॥
সভা মধ্যে বলাইস পরম পবিত্র।
এতদিনে ব্যক্ত হল নারীর চরিত্র॥
অবিশ্বাসী সর্ব্বনাশী তুই দুষ্টমতি।
কি জন্যে হইল তোর এমন কুরীতি॥
যদ্যপি শত্রুর প্রতি আছে তোর মন।
বিশ্বাস করিবে আর তোরে কোনজন॥
এত বলি মহাক্রোধে গদা লয়ে ভীম।
দ্রৌপদী মারিতে যায় বিক্রমে অসীম॥

ঈষদ্ হাসিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
শীঘ্রগতি ভীমের ধরেন দুই হাত॥
সহাস্যে শ্রীমুখে তবে কহে ভীমসেনে।
দ্রৌপদীরে নিন্দা তুমি কর অকারণে॥
কদাচিৎ দ্রৌপদীর দুষ্ট নহে মন।
কহিব তোমারে আমি ইহার কারণ॥
সকল বৃত্তান্ত জানি সবাকার আমি।
অকারণ দ্রৌপদীরে নিন্দ পার্থ তুমি॥
এমত নাহিক নারীমধ্যে কোন জন।
তবে যে কহিল কৃষ্ণা ত্রাসের কারণ॥
ইহার কারণ আছে অতি গুপ্তকথা।
এখন উচিত নহে কহিব সর্ব্বথা॥
দেশে গিয়া নরপতি বসিলে আসনে।
বলিব বিশেষ করি তবে সর্ব্বজনে॥
কৃষ্ণার সমান সতী পতিব্রতা নারী।
ক্ষিতিমধ্যে নাহি কেহ কহিবারে পারি
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর।
নিরস্ত হইয়া বসে বীর বৃকোদর॥
আশ্চর্য্য মানিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
লজ্জায় মলিনমুখে রহে যাজ্ঞসেনী॥
অলঙ্ঘ্য কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে
কেবল কৃষ্ণার গর্ব্ব চূর্ণ করিবারে॥
করিলেন এত ছদ্ম মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
কৌতুকেতে স্নানদান করে সর্ব্বজনা॥
আহার করিল ফল মূল কুতূহলে।
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণেরে কহিল সত্যবোলে॥
অতঃপর জগন্নাথ কর অবধান।
এ স্থান হইতে করি আমরা প্রস্থান॥
কৃষ্ণ কন আসিয়াছি মুনির আশ্রমে।
বিনা সম্ভাষিয়া তাঁরে যাইব কেমনে॥
অন্য কেহ নহে রাজা তুমি উপস্থিত।
আসিয়া আশ্রমে মুনি হবেন দুঃখিত॥
বলিবেন যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে আসি।
অবজ্ঞা করিয়া গেল মোরে না সম্ভাষি॥
সে হেতু দিনেক থাকা হেথা যুক্তি হয়।
এ যুক্তি সবার মনে লয় কি না লয়॥

ধর্ম্ম বলিলেন দেব যে আজ্ঞা তোমার
ভুবন ভিতরে লঙ্ঘে হেন শক্তি কার॥
এত বলি মনসুখে রহে সর্ব্বজন।
হেথা মুনি জানিলেন কৃষ্ণ আগমন॥
নিজের প্রশংসা করি নিজে বহুতর।
ধন্য আমি সুপবিত্র হল কলেবর॥
তপস্যা করিয়া যাঁরে দৃষ্টি অভিলাষী।
অযত্নে তাঁহার দেখা পাই ঘরে বসি॥
এত বলি মনসুখে তুলি ফল মূল।
হরিষ অন্তরে চলে হইয়া আকুল॥
আশ্রমে আসিয়া মুনি হল উপনীত।
মধ্যাহ্ন সময়ে যেন আদিত্য উদিত॥
পূরাইতে জনার্দ্দন ভক্ত মনোরথ।
আসিলেন অগ্রসরি কত দূর পথ॥
সেইমত সর্ব্বজন আসিল সংহতি।
মুনিবরে প্রণমিল সবে হৃষ্টমতি॥
শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া কহে মুনি সন্দীপন।
অনন্ত তোমার মায়া জানে কোন জন।
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ।
কি শক্তি আমার প্রভু করিতে স্তবন॥
বহুমত স্তব করি মুনি সন্দীপন।
আশ্রমে আসিয়া দিল বসিতে আসন॥
তদ্রূপ আসন দেন আর সর্ব্বজনে।
রহিলেন সর্ব্বজন আনন্দিত মনে॥
অতিথি বিধানে কৈল সবাকার পূজা।
পরম আনন্দমতি যুধিষ্ঠির রাজা॥
নানা কথা কৌতুকেতে রহে মনোরথে।
রজনী বঞ্চিয়া সবে উঠিল প্রভাতে॥
পঞ্চ ভাই প্রণমিয়া তপোধনবরে।
বিদায় হইয়া যান হরিষ অন্তরে॥
কহিলেন বহু কৃষ্ণ মুনি সন্দীপনে।
সম্ভাষ করিল তবে ভাই পঞ্চজনে॥
তথা হতে পূর্ব্বভিতে করেন গমন।
দুই দিকে দেখে কত রমণীয় বন॥
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

যুধিষ্ঠিরের শূরসেন-বনে স্থিতি।

মুনি বলে শুন কথা কহিতে বিস্তর।
এইমত পঞ্চ ভাই সঙ্গে দামোদর ॥
শূরসেন নামে বন যমুনার তটে।
উপনীত সর্ব্বজন তাহার নিকটে ॥
জল স্থল দেখি সব বিচিত্র কানন।
বিশ্রাম করিতে বসিলেন সর্ব্বজন ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা কর অবধান।
বনমধ্যে নাহি আর হেন রম্যস্থান ॥
জলস্থল যথাযোগ্য বহু মৃগ পাখী।
ইহাতে আশ্রম কর পরম কৌতুকী ॥
নাহিক ইহার চতুর্দ্দিকে রাজচয়।
অজ্ঞাতে মনের সুখে বঞ্চ মহাশয় ॥
কলিঙ্গ তৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ গুজরাট।
কাম্বোজ কর্ণাট মদ্র বিভঙ্গ বিরাট ॥
অযোধ্যা পাঞ্চাল কাশী কনখল দেশ।
সিদ্ধিসেন কাশী ভোজ কাশ্মীর বিশেষ
ইত্যাদি অনেক রাজ্য নিকটে আছয়।
কদাচিত নাহি ইথে কৌরবের ভয় ॥
ইতিমধ্যে বাস করি যেই কোন দেশে।
একবর্ষ অজ্ঞাতেতে রহ গুপ্তবেশে ॥
তদন্তরে রাজ্যে গিয়া হইবে নৃপতি।
আমারে বিদায় কর যাই দ্বারাবতী ॥
বিশেষে হইল তব অজ্ঞাত সময়।
এখন জনতা বেশী করা ভাল নয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ কি কহিব আর।
তোমারে একান্ত লাগে পাণ্ডবের ভার।
সহায় সম্পত্তি সখা বন্ধু মিত্র ভাই।
তোমা বিনা পাণ্ডবের আর কেহ নাই।
পুনঃপুনঃ রাখিয়াছ বিষম সঙ্কটে।
অজ্ঞাতে রাখহ কৃষ্ণ দুষ্টের কপটে ॥
গোবিন্দ কহেন রাজা না করিহ ভয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিহ নিশ্চয় ॥
যখন যে কার্য্য তব হবে উপস্থিত।
জ্ঞাতমাত্র আসি আমি করিব বিহিত ॥
এত বলি যান কৃষ্ণ দ্বারকানগর।
শুনিয়া পাণ্ডব পঞ্চ দুঃখিত অন্তর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম জানিবার জন্য ধর্ম্মের ছলনা ও জল আনিতে ভীমের গমন।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ অতঃপর।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর ॥
রহস্য শুনহ বলি কহে মুনিবর।
তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পঞ্চ সহোদর ॥
বৃক্ষতলে বসি রাজা বলেন ভীমেরে।
জল কোথা আছে ভীম আনহ সত্বরে ॥
আজ্ঞামাত্র বৃকোদর করেন গমন।
সে বনে না পায় জল করে অন্বেষণ ॥
কোথায় পাইব জল চিন্তে মহামতি।
পবননন্দন যায় পবনের গতি ॥
কত দূরে দেখে এক কুসুমকানন।
নানাজাতি ফল ফুলে অতি সুশোভন ॥
অশোক কিংশুক জাতী টগর মল্লিকা।
চম্পক মাধবী কুরু ঝাঁটি শেফালিকা ॥
পলাশ কাঞ্চন ইন্দ্রমণি নানা ফুল।
মধুলোভে উড়ে বসে মত্ত অলিকুল ॥
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে আপনার সুখে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে পরম কৌতুকে ॥
তথা হতে যায় বীর অতি মনোদুঃখে।
কোথায় পাইব জল যাব কোন মুখে ॥
চিন্তাকুল বৃকোদর করিছে গমন।
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন ॥
জানিতে পুত্রের ধর্ম্ম আসি ধর্ম্মরায়।
দিব্য এক সরোবর সৃজেন তথায় ॥
আপনি মায়ায় বকপক্ষিরূপ-ধরি।
রহিলেন সেইস্থানে ছদ্মবেশ করি ॥
পাইয়া জলের তত্ত্ব বীর বৃকোদর।
ত্বরিত আসেন তথা হরিষ অন্তর ॥
জল দেখি তুষ্ট হয়ে পবননন্দন।
পান করিবারে বীর নামিল তখন ॥

মায়াপক্ষী বলে ওহে শুন মতিমান।
সমস্যা পূরণ করি কর জলপান॥
নতুবা তোমার মৃত্যু হবে জলপানে।
সমস্যা পূরণ কর আমার বচনে॥
মহাভারতের কথা সুধা হতে সুধা।
কাশীদাস কহে পানে খণ্ডে ভবক্ষুধা॥

প্রশ্ন শ্লোকঃ।

"কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব॥"

অস্যার্থঃ।

কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

ভীমান্বেষণে অর্জ্জুনের গমন।

ভীম বলে আগে করি জল আস্বাদন।
তবে সে করিব তব সমস্যা পূরণ॥
তৃষ্ণায় আকুল ভীম অহঙ্কারী মনে।
জলস্পর্শ মাত্রে বীর মরে সেইক্ষণে॥
হেথায় ভাবিত রাজা আশ্রমে বসিয়া।
ধীরে ধীরে কহিলেন অর্জ্জুনে চাহিয়া॥
শুন ভাই ধনঞ্জয় না বুঝি কারণ।
ভীমের বিলম্ব কেন হয় এতক্ষণ॥
শীঘ্রগতি বৃকোদরে কর অন্বেষণ।
বুঝি ভীম কার সনে করিতেছে রণ॥
আজ্ঞামাত্র পার্থ বীর উঠিয়া সত্বর।
নিলেন গাণ্ডীব হাতে তূণপূর্ণ শর॥
প্রণাম করিয়া বীর ধর্ম্মের চরণে।
চলিলেন ধনঞ্জয় ভীম অন্বেষণে॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া পার্থ বীরবর।
চলিলেন নিজসুখে নির্ভয় অন্তর॥
বসন্ত সময় তাহে কোকিল কুহরে।
মকরন্দে অলিকুল সদা কেলি করে॥
কুহু কুহু রবে পিক করিতেছে গান।
স্বচ্ছন্দগমনে বীর সরোবরে যান॥
কতক্ষণে উত্তরিয়া মায়াসরোবরে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যান পান করিবারে॥
হেনকালে বকরূপী কন ধর্ম্মরায়।
প্রশ্ন বলি জলপান কর ধনঞ্জয়॥
প্রশ্ন না বলিয়া যদি কর বারি পান।
পরশ করিবামাত্র যাবে যমস্থান॥
ধর্ম্মবাক্য ধনঞ্জয় না শুনি শ্রবণে।
আপনার দম্ভে চলিলেন বারিপানে॥
পড়িয়াছে বৃকোদর জলের উপর।
দেখি শোক করিলেন মনে বীরবর॥
এই জল হতে হল ভ্রাতার নিধন।
আমি কোন লাজে আর রাখিব জীবন॥
মায়াজল স্পর্শমাত্র বীর ইন্দ্রসুত।
শরীর হইতে তার গেল পঞ্চভূত॥
এখানে ভাবিত অতি রাজা যুধিষ্ঠির।
দোঁহার বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে যাও শীঘ্রগতি॥

ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে নকুলের যাত্রা।

নকুলের প্রতি, কহেন ভূপতি,
শুনহ আমার বাণী।
ভাই দুই জন, জলের কারণ,
গেল কোথা নাহি জানি॥
কর অন্বেষণ, গহন কানন,
জল আন শীঘ্রগতি।
পাপিষ্ঠ তৃষ্ণায়, প্রাণ ফাটি যায়,
শুন ভাই মহামতি॥
রাজ-আজ্ঞা শুনি, চলিল তখনি,
মাদ্রীর তনয় বীর।
মহা-সত্ত্বোদয়, নির্ভয়-হৃদয়,
মনে মনে ভাবে বীর॥
দেখিতে সুন্দর, অতি শোভাকর,
কুসুম উদ্যান যত।
অতি সুশোভন, সেই ত কানন,
পশু পক্ষী আদি কত॥

দেখিয়া কানন, আনন্দিত মন,
চলিল সত্বরে ধীর।
কতক্ষণ পরে, মায়াসরোবরে,
আসিল নকুল বীর॥
দেখি সরোবর, হরিষ অন্তর,
বিহরে কত বিহঙ্গ।
আরো লাখে লাখ, হংস চক্রবাক,
বিরাজে রমণীসঙ্গ॥
নকুল হেরিয়া, আকুল হইয়া,
চলে সরোবর-তীর।
কহে এ সময়, ধর্ম্ম মহাশয়,
শুন হে নকুল বীর॥
প্রশ্ন চারি কও, তবে জল খাও,
নহে যাবে যমপুরে।
তৃষ্ণায় আকুল, হইয়া নকুল,
সে কথা অগ্রাহ্য করে॥
জলপান তরে, চলিল সত্বরে,
সেই মায়াসরোবরে।
বিধির ঘটন, কে করে খণ্ডন,
পরশন মাত্রে মরে॥
এথা রাজা বসি, হইল হতাশী,
বিলম্ব দেখিয়া অতি।
দুঃখযুক্ত মন, চিত্ত উচাটন,
অত্যন্ত উদ্বিগ্নমতি॥
অরণ্যের কথা, সুখ-মোক্ষদাতা,
রচিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে, মনোহর ছন্দে,
বিরচিল কাশীদাস॥

ভীমার্জ্জুন-নকুলের অন্বেষণে সহদেবের যাত্রা।

যুধিষ্ঠির রাজা অতি ব্যাকুলিতমনে।
সহদেবে কহিলেন মলিনবদনে॥
আমার বচনে ভাই কর অবধান।
তিন জনে না দেখিয়া বাহিরায় প্রাণ॥
অস্থির আমার মন হয় কি কারণে।
কার সনে বনে যুদ্ধ করে তিন জনে॥
যাহ সহদেব জল আনহ সত্বরে।
অন্বেষণ কর আর তিন সহোদরে॥
এত শুনি সহদেব চলেন সত্বর।
প্রবেশ করেন গিয়া কানন ভিতর॥
দেখিয়া বনের শোভা হরষিতমন।
চতুর্দ্দিকে দেখে বহু কুসুমকানন॥
নির্ভয়-শরীর বীর করিল গমন।
কত শত শোভা দেখে কে করে গণন॥
জন্মেজয় রাজা বলে কহ মুনিবর।
বিস্মিত হইল কিছু আমার অন্তর॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বুদ্ধির সাগর।
পৃথিবীতে নাহি তাঁর তুল্য কোন নর॥
সসাগরা রাজ্য পালে যেই মহামতি।
বুদ্ধিতে নহেক সম শুক্র বৃহস্পতি॥
বুদ্ধির সাগর রাজা বুদ্ধি গেল কোথা।
বিশেষ করিয়া মুনি কহ এই কথা॥
সহদেবে জিজ্ঞাসিত যদি নৃপমণি।
সকল কহিত তাঁরে ভবিষ্য কাহিনী॥
সহদেব-স্থানে সব পাইলে সংবাদ।
তবে না হইত মুনি এমত প্রমাদ॥
মুনি বলে অবধান কর মহামতি।
দৈব খণ্ডাইতে কারো না হয় শকতি॥
মায়া করি ধর্ম্ম তাঁর বুদ্ধি নিল হরি।
এ জন্য বলিল রাজা আন গিয়া বারি॥
এথা সহদেব বীর বনের ভিতর।
মনের আনন্দে যান নির্ভয় অন্তর॥
বনমধ্যে তিন জনে করে অন্বেষণ।
ভ্রমণ করেন বহু গহন কানন॥
ভীমের দেখিল চিহ্ন অরণ্যেতে আছে।
পদাঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করি গেছে॥
চিহ্ন দেখি সেই পথে যান মহাবীর।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল সরোবরতীর॥
সরোবর দৃষ্টমাত্রে মাদ্রীর তনয়।
তৃষ্ণায় আকুল হল ধর্ম্মের মায়ায়॥
জলপান করিবারে যান সরোবরে।
বকরূপী ধর্ম্মরাজ কহেন তাহারে॥

চারি প্রশ্ন বলি তবে কর জলপান।
অগ্রে যদি পান কর যাবে যমস্থান ॥
ধর্ম্মবাক্য সহদেব না শুনি শ্রবণে।
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে যান বারিপানে ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে।
পরশ করিবামাত্র সহদেব মরে ॥
সুন্দর কমল তুল্য ভাসিতে লাগিল।
হেথা যুধিষ্ঠির-মনে চিন্তা উপজিল ॥
অনেক বিলম্ব দেখি ধর্ম্ম নরপতি।
চিন্তাযুক্ত কহিলেন দ্রৌপদীর প্রতি ॥
শুনহ আমার বাক্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
শ্রীহরি স্মরণ করি আন গিয়া বারি ॥
পাইয়া পতির আজ্ঞা পতিব্রতা নারী।
জলপাত্র লয়ে যান আনিবারে বারি ॥
মহাঘোর বনমধ্যে প্রবেশিয়া সতী।
ভয় পেয়ে শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকে গুণবতী ॥
বনমধ্যে যান কৃষ্ণা সশঙ্কিতা মনে।
কতক্ষণে উত্তরিল সরোবর-স্থানে ॥
পিপাসাকাতরা অতি শুষ্ক-কলেবর।
জলপান করিবারে গেল সরোবর ॥
জলেতে নামিল যেই দ্রুপদকুমারী।
হইল তাহার মৃত্যু স্পর্শি মায়াবারি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী-অন্বেষণে রাজা যুধিষ্ঠিরের গমন।

এখানে আশ্রমে বসি রাজা যুধিষ্ঠির।
সবার বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির ॥
কোথা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয়।
তোমা সবা না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায়।
কোথা লক্ষ্মী গুণবতী দ্রুপদনন্দিনী।
তোমার গুণেতে বশ ছিল যত মুনি ॥
আমার সঙ্গেতে প্রিয়ে বহুদুঃখ পেয়ে।
হস্তিনানগরে গেলে আমারে ছাড়িয়ে ॥
এই মত পরিতাপ করি নরপতি।
বনে বনে বিচরণ করে দুঃখমতি ॥
অরণ্যের মধ্যে রাজা করি অন্বেষণ।
ভীমের পাইয়া চিহ্ন করেন গমন ॥
যেই পথে গিয়াছেন বীর বৃকোদর।
কত শত বৃক্ষ চূর্ণ কত গিরিবর ॥
গমন করেন সেই পথে যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত সরোবরতীর ॥
সরোবর-তীরে দেখিলেন রম্য বন।
অপ্রমিত মৃগ পশু মহিষ বারণ ॥
দেখিয়া এ সব শোভা নাহি তাহে চান।
উদ্বিগ্নচিত্তেতে রাজা সরোবরে যান ॥
সরোবরে দৃষ্টি যেই করেন নৃপতি।
দেখেন ভাসিছে জলে ভীম মহামতি ॥
তার পাশে ধনঞ্জয় ভাসিতেছে জলে।
মাদ্রীপুত্র ভাসে দোঁহে পবন-হিল্লোলে ॥
দ্রৌপদী সুন্দরী ভাসে জলের উপরে।
শরীর ভেদিল যেন সহস্র তোমরে ॥
দেখি রাজা মুগ্ধ হয়ে পড়েন ধরণী।
অচেতনে ছটফট করে নৃপমণি ॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
দেখিয়া সবার মুখ হলেন অস্থির ॥
পুনর্ব্বার পড়িলেন ধরণী উপর।
চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্বর ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে পুনঃ পড়ে ঘনে ঘন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করেন রোদন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি ॥

রাজা যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ।

এইরূপে নরপতি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ রমানাথ রাখহ আমারে ॥
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায়।
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায় ॥
পিতৃগণ মোরে বুঝি দিল অভিশাপ।
এই জন্য জন্মাবধি পাই মনস্তাপ ॥
অত্যন্ত বালককালে হল মহাশোক।
অজ্ঞানে পিতার হল গতি পরলোক ॥

অনন্তরে অস্ত্রশিক্ষা করি যেইকালে।
বিহার কারণে যাই জাহ্নবীর জলে॥
তাহে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল ভীমেরে সংহার॥
উদ্ধার হইল ভীম পূর্ব্বকর্ম্মফলে।
নতুবা জীবন পায় কে কোথা মরিলে॥
মাতার সহিত পরে ছিনু পঞ্চ জন।
বিনাশে মন্ত্রণা করে যত শত্রুগণ॥
নির্ম্মাণ করিয়া জতুগৃহ দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল সকলে সংহার॥
তাহে সুমন্ত্রণা দিল বিদুর সুমতি।
তাঁহার কৃপায় তথা পাই অব্যাহতি॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া ভ্রমি বহু দেশ।
পাইলাম যত দুঃখ নাহি তার শেষ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি পাঞ্চাল নগরে।
স্বয়ম্বর-বার্ত্তা শুনি যাই সভাপরে॥
লক্ষ্য বিন্ধি ধনঞ্জয় জিনে রাজগণে।
দ্রৌপদী বরণ কৈল আমা পঞ্চজনে॥
বিবাহ করিয়া পুনঃ আসিলাম দেশে।
করেছি যতেক কর্ম্ম কৃষ্ণের আদেশে॥
বিদায় হইয়া কৃষ্ণ গেল দ্বারকায়।
বিধির নিযুক্ত কর্ম্ম লঙ্ঘন না যায়॥
কপট পাশায় দুষ্ট নিল রাজ্য ধন।
তোমা সবে সঙ্গে নিয়া আসি ঘোরবন॥
কাননে অনেক দুঃখ পেলে ভ্রাতৃগণ।
অনেক প্রমাদ হতে হইলে মোচন॥
কাননে আসিবামাত্র রাক্ষস কির্ম্মীর।
তোমা সবে বিনাশিতে করিলেক স্থির॥
রাক্ষসী মায়াতে কৈল ঘোর অন্ধকার।
মারিয়া রাক্ষসে ভীম করিল উদ্ধার॥
অনন্তরে জটাসুর এল কাম্যবনে।
তারে মারি পরিত্রাণ কৈলে চারি জনে॥
খেদ করি সরোবরে চাহে নৃপমণি।
দেখিয়া সবার মুখ পড়েন ধরণী॥
কতক্ষণে মূর্চ্ছা ত্যজি উঠেন নৃপতি।
ধনঞ্জয় ভাই বলি কান্দেন সুমতি॥
কেবা আর কুরুযুদ্ধে করিবে উদ্ধার।
যুদ্ধ হেতু স্বর্গে অস্ত্র শিখিলে অপার॥
যুদ্ধেতে হইয়া তুষ্ট দেব ত্রিলোচন।
পাশুপত অস্ত্র তোমা করেন অর্পণ॥
মাতলিরে পাঠালেন দেব পুরন্দর।
আদর করিয়া নিল স্বর্গের উপর॥
শিখিলে যতেক বিদ্যা নাহিক অবধি।
স্বর্গেতে আছিল বহু অমরবিবাদী॥
ছলে পাঠাইল ইন্দ্র নগর ভ্রমণে।
করিলে দেবের কার্য্য মারি দৈত্যগণে॥
দৈত্যবধে হৃষ্ট হয়ে যত দেবগণ।
নিজ নিজ মায়া সবে করিল অর্পণ॥
দেবের অসাধ্য কার্য্য করিলে সাধন।
তুষ্ট হয়ে অস্ত্র দিল সহস্রলোচন॥
কিরীট শোভন শিরে হাতে ধনুঃশর।
এ সব স্মরিয়া ভাই দহে কলেবর॥
রহিল প্রচণ্ড শত্রু রাজা দুর্য্যোধন।
সহায় যাহার আছে সূতের নন্দন॥
শেষ দুঃখ আছে মাত্র অজ্ঞাত বৎসর।
চল ভাই বঞ্চি গিয়া পঞ্চ সহোদর॥
এত বলি নরপতি চাহি মায়াজলে।
মূর্চ্ছাগত হয়ে পুনঃ পড়ে ধরাতলে॥
মূর্চ্ছা ত্যজি পুনর্ব্বার উঠেন সত্বর।
চাহিয়া সবার মুখ রোদন-তৎপর॥
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধন অতি কুলাঙ্গার।
কপটেতে এত দুঃখ দিল দুরাচার॥
কাননে করিনু বাস ভাই পঞ্চ জন।
অবশেষে সকলেতে হলেম নিধন॥
দুর্য্যোধনে কি দূষিব মম কর্ম্মফলে।
জন্মাবধি বিধি দুঃখ লিখিল কপালে॥
ভাবিয়া ভবিষ্য তত্ত্ব বুঝিয়া অসার।
নিতান্ত দেখেন রাজা নাহি প্রতিকার॥
মনোদুঃখে নরপতি মরিবারে যান।
পাছে থাকি বকরূপী ধর্ম্মরাজ কন॥
মৃত্যুপতি বলে রাজা তুমি জ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান॥

বুদ্ধিহ্রাস হল দেখি তোমা হেন জনে।
অগতি মরণ ইচ্ছা কর কি কারণে॥
অপঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেই জন।
অধোগতি হয় তার বেদের বচন॥
তোমার মহিমা শুনি দেব-ঋষিমুখে।
উপমার যোগ্য তব নাহি তিনলোকে॥
আত্মঘাতী জনে ত্রাণ নাহি কদাচন।
স্বর্গেতে তাহার স্থান নাহিক রাজন॥
ধর্ম্মবাক্যে যুধিষ্ঠির কহে সবিনয়।
আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয়॥
অল্পকালে পিতৃহীন হল বড় শোক।
মন্ত্রণা করিয়া দুঃখ দিল দুষ্টলোক॥
কপট পাশায় শেষে নিয়া রাজ্যধন।
বাকল পরায়ে সবে পাঠাইল বন॥
বহু দুঃখে বঞ্চিলাম কানন ভিতর।
এক আত্মা এই মোরা পঞ্চ সহোদর॥
দুঃখের উপরে বিধি এত দুঃখ দিল।
এবে সে জানিনু কৃষ্ণ মো সবে ত্যজিল॥
আমি ত শরীর ধরি পঞ্চজন প্রাণ।
সে প্রাণ হরিয়া যদি নিল ভগবান॥
নিতান্ত যদ্যপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে।
আমিহ ত্যজিব প্রাণ মৃত্যুসরোবরে॥
আমার যতেক দুঃখ শুনিলে নিশ্চয়।
তুমি কেন নিবারণ কর মহাশয়॥
নিষেধ না কর মোরে করহ পয়াণ।
ভ্রাতৃগণ-শোকে আমি ত্যজিব পরাণ॥
এত বলি নরপতি অধৈর্য্য হইয়া।
মরিবারে যান দ্রুত শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন কর অবধান।
ধৈর্য্য ধর নরপতি ত্যজ দুঃখজ্ঞান॥
অসার সংসারমধ্যে সারমাত্র ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন তুমি করহ অধর্ম্ম॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কার নয়।
ভবিষ্য বৃত্তান্ত এই শুন মহাশয়॥
কালপ্রাপ্ত হয়ে তব ভাই চারিজন।
আসিয়া এ সরোবরে ত্যজিল জীবন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন জানিনু কারণ।
এত দিনে বিধি মোরে করিল বঞ্চন॥
জীবন রাখিতে আর নাহি লয় মতি।
এত বলি মরিবারে যান নরপতি॥
বকরূপী ধর্ম্মরাজ ডাকে পুনরায়।
না শুনিয়া যান রাজা মরণ-আশায়॥
অত্যন্ত কাতর দেখি কহে মৃত্যুপতি।
শুন শুন যুধিষ্ঠির আমার ভারতী॥
অতিশয় তৃষ্ণা যদি হয়েছে তোমারে।
চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব কহিবে আমারে॥
না শুনিয়া অহঙ্কারে এই চারিজন।'
পানমাত্রে এই জলে পাইল মরণ॥
রাজা বলে কিবা প্রশ্ন কহ মহাশয়।
কহিতে লাগিল ধর্ম্ম চাহিয়া রাজায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয়ে তরি॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। (২৮)

"কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব॥"

কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

যুধিষ্ঠিরের প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

মাসর্ত্তুদর্ব্বী পরিবর্ত্তনেন সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন। অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

ঘটন কারণ হ'ল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্ত্তা।
ভূতগণে করে পাক এই শুন বার্ত্তা॥১॥

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং ॥২॥

অস্যার্থঃ।

প্রতিদিন জীব জন্তু যায় যমঘরে।
শেষ থাকে যারা তারা ইহা মনে করে॥
আপনারা চিরজীবী নাহি হব ক্ষয়।
ইহা হতে কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয় ॥২

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥ ৩॥

অস্যার্থঃ।

বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র এক মত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয়॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন ॥৩॥

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

দিবসাস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥ ৪॥

অস্যার্থঃ।

অপ্রবাসে ঋণ বিনা যাঁর কাল যায়।
যদ্যপি মধ্যাহ্নকালে শাক অন্ন খায়॥
তথাপি সেজন সুখী সংসার ভিতর।
বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর॥ ৪॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের ছলনা।

প্রশ্নের উত্তর শুনি ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি ধর্ম্ম বলি তবে দেন পরিচয়॥
বর মাগ নরপতি হয়ে একমন।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা এক জন॥
যুধিষ্ঠির শুনি তবে করে নিবেদন।
কেবল সতত যেন ধর্ম্মে থাকে মন॥
আর যদি অনুগ্রহ কর মহাশয়।
প্রাণ দেহ সহদেবে বিমাতৃতনয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা তুমি জ্ঞানহীন।
অত্যন্ত বালক তুমি না হও প্রবীণ॥
বিশেষে বৈমাত্র ভ্রাতা অনেক অন্তর।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা বৃকোদর॥
নতুবা অর্জ্জুনে রাজা বাঁচাইয়া লহ।
পরপুত্রে কি কারণে জীয়াইতে চাহ॥
লক্ষ্মীস্বরূপিণী যিনি কৃষ্ণা গুণবতী।
অথবা ইহারে প্রাণ দেহ নরপতি॥
আছয়ে প্রবল রিপু দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ভীমার্জ্জুন বিনা তারে কে করে নিধন॥
কুরুযুদ্ধে শক্তমাত্র পার্থ বৃকোদর।
কি কার্য্য হইবে তব জীয়াইলে পর॥
রাজা বলে পর নহে বিমাতৃনন্দন।
নকুল ও সহদেব মোর প্রাণ ধন॥
ভীমার্জ্জুন হতে স্নেহ করি অতিশয়।
বর দেহ প্রাণ পায় বিমাতৃতনয়॥
বিশেষে আমার এক শুন নিবেদন।
আমা হতে পিণ্ড পাবে মম পিতৃগণ॥
মম মাতামহগণ তারা পিণ্ড পাবে।
নকুলের মাতামহে কেবা পিণ্ড দিবে॥
সহদেব প্রাণ পেলে ধর্ম্ম রক্ষা পায়।
নতুবা পরম ধর্ম্ম একেবারে যায়॥
পরম ধর্ম্মেতে প্রভু করি যদি হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে নাহি আর ভেলা॥
হেন ধর্ম্ম লঙ্ঘিবারে মোর মন নয়।
নিতান্ত আমার কথা এই কৃপাময়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয়ে তরি॥

ধর্ম্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের বরলাভ ও
কৃষ্ণাসহ চারিভ্রাতার

শুনিয়া রাজার বাণী ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি তব পিতা বলি দেন পরিচয়॥

তব ধর্ম্ম জানিবারে করিয়া মনন।
এই সরোবর আমি করেছি সৃজন ।।
এত বলি ধর্ম্মরায় পুত্র নিয়া কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনমণ্ডলে ।।
ধন্য কুন্তী তোমা পুত্রে গর্ভে ধরেছিল।
তোমার ধর্ম্মেতে বিশ্ব পবিত্র হইল ।।
আমার বচন শুন পুত্র যুধিষ্ঠির।
শেষ দুঃখ সম্বরহ মন কর স্থির ।।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও মতিমন্ত।
অচিরে হইবে তব যাতনার অন্ত ।।
দয়াশীল ধর্ম্মবান্ ক্ষমাবান্ ধীর।
জানিলাম তুমি সর্ব্বগুণেতে গভীর ।।
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত।
কহিনু তোমারে আমি ভবিষ্য বৃত্তান্ত ।।
ধর্ম্ম না ছাড়িহ কভু ধর্ম্ম কর সার।
দুঃখের সাগরে হবে অনায়াসে পার ।।
এত বলি আশ্বাসিয়া মধুর বচনে।
কৃষ্ণা সহ বাঁচাইল ভাই চারি জনে ।।
প্রণাম করিয়া কহিছেন নৃপমণি।
সহায় সম্পদ তব চরণ দুখানি ।।
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে।
প্রাণ পেয়ে পঞ্চ জন ভাবিছেন মনে ।।
কি জন্যে এখানে মোরা আসি পঞ্চজন।
ভাবিয়া না পান কিছু ইহার কারণ ।।
হেনকালে দেখি তথা ধর্ম্মের নন্দনে।
শীঘ্রগতি তথা আসি ভেটে পঞ্চ জনে ।।
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠিরে কহ বিবরণ।
এখানে আমরা আসিলাম কি কারণ ।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুনহ কারণ।
মৃত্যু-সরোবর এই ধর্ম্মের সৃজন ।।
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ধর্ম্ম-মায়াবলে।
আসিয়া মরিলে সবে এই মৃত্যুজলে ।।
আমিহ আসিয়া মৃত্যু করিলাম পণ।
তবে ধর্ম্ম বকরূপে দিলেন দর্শন ।।
ছলনা করিয়া আগে অনেক প্রকারে।
শেষে দয়া করি বর দিলেন আমারে ।।
সেই বরে বাঁচাইয়া তোমা পঞ্চ জনে।
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে ।।
কহিলাম ভ্রাতৃগণ ইহার বিধান।
অতঃপরে এই জলে কর সবে স্নান ।।
এত বলি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
স্নান করিলেন সেই জলে মনোরঙ্গে ।।
সেই দিন রহিলেন তথা ছয় জন।
পরদিনে জন্মেজয় শুন বিবরণ ।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ।।

ব্যাসদেবের আগমন এবং অজ্ঞাত-
বাসের পরামর্শ।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠি ছয় জন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে সবে ঘনে ঘন ।।
হেনকালে আসিলেন ব্যাস তপোধন।
প্রণমিয়া নরপতি করে নিবেদন ।।
শুন প্রভু গত দিবসের এক ভাষা।
এই সরোবরে আমা সবার দুর্দ্দশা ।।
পথশ্রমে পিপাসায় হইয়া কাতর।
নিকটেতে জল নাই দূরে সরোবর ।।
জল অন্বেষণে ভীমে দিয়া অনুমতি।
তাহার বিলম্বে পার্থে দিলাম আরতি ।।
দ্রৌপদী সহিত এই ভাই চারি জন।
এই জল পরশিয়া ত্যজিল জীবন ।।
পশ্চাতে আসিয়া আমি দেখি সরোবরে
শবরূপে ভাসে সবে জলের উপরে ।।
দেখি মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়িলাম ভূমে।
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ উঠিলাম ক্রমে ।।
আমিহ মরিতে যাই সরোবর-নীরে।
বকরূপী ধর্ম্ম ডাকি বলিলেন ধীরে ।।
ওহে ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম উচিত না হয়।
আত্মহত্যা কি কারণে কর মহাশয় ।।
যদি বড় তৃষ্ণাযুক্ত হও মতিমান।
চারি প্রশ্ন বলি পরে কর জলপান ।।
প্রণাম করিয়া আমি কহিলাম তাঁরে।
কিবা প্রশ্ন আছে তব বলহ আমারে ।।

প্রশ্ন চারি বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয়।
যথার্থ উত্তর আমি করিলাম তাঁয় ॥
প্রশ্নের উত্তর শুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
কহিলেন এক ভাই লহ বাঁচাইয়া ॥
ভাবিয়া চাহিনু দেহ সহদেব ভাই।
বিমাতার পিতৃবংশে জলপিণ্ড নাই ॥
কপটেতে প্রতারণা অনেক করিয়া।(২৯)
জীয়ায়ে দিলেন শেষে ইষ্টবর দিয়া ॥
ইহা শুনি কহিলেন ব্যাস মহামুনি।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদবাক্য শুনি ॥
বিদায় হইয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই রাত্রি বঞ্চে তথা ভাই পঞ্চ জনে ॥
পর দিন প্রাতঃকালে উঠি সর্ব্বজনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মাদ্রীর নন্দনে ॥
কহ সহদেব ভাই বিচারে প্রবীণ।
দ্বাদশ বৎসর গত শেষ কত দিন ॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব সাবধান হয়ে।
গণিতে লাগিল শীঘ্র হাতে খড়ি লয়ে ॥
কহিল রাজার আগে করিয়া নির্ণয়।
দ্বাদশ বৎসর শেষ আছে দিন ছয় ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভাবে মনে মনে।
অজ্ঞাতবাসের হেতু কহেন সর্ব্বজনে ॥
সবে জান পূর্ব্বে যাহা হইল নির্ণয়।
উপস্থিত হ'ল আসি অজ্ঞাত সময় ॥
কোন দেশে কিবা বেশে বঞ্চি বৎসরেক।
নিকটে বেষ্টিত আছে নগর অনেক ॥
সবে মিলি সুপরামর্শ কর এইবার।
কিরূপে দুঃখের হ্রদে সবে হব পার ॥
এত শুনি কহে তবে ভাই চারি জনে।
সুযুক্তি ইহার সবে করি মনে মনে ॥
দোষ গুণ বুঝি সব করিব নির্ণয়।
অকারণে চিন্তা কেন কর মহাশয় ॥
কি হেতু চিন্তিব প্রভু মোরা সর্ব্বজন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন ॥

এই সব চিন্তা করি ধর্ম্ম-অধিকারী।
নির্ণয় করিতে আর গেল দিন চারি ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
এরূপে দ্বাদশবর্ষ যাপিল কানন ॥
নানাক্লেশে বিচরণ করে বহুবন।
সংক্ষেপে কহিনু আমি বনের ভ্রমণ ॥
অশ্বমেধ-ফল পায় যে শুনে এ কথা।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক অন্যথা ॥
সুবর্ণ ভৃঙ্গার আর ধেনু শত শত।
সুপণ্ডিতে দ্বিজে দান দেয় অবিরত ॥
নিত্য নিত্য শুনে পুণ্য ভারতের কথা।
নিশ্চয় জানিহ সত্য ফল হয় দাতা ॥
যেবা কহে যেবা শুনে করে অধ্যয়ন।
তুল্য ফল হয় তার সেই সাধু জন ॥
সুবৃষ্টি করুক মেঘ সর্ব্বদেশে দেশে।
পরিপূর্ণ হোক পৃথ্বী শস্য-সমাবেশে ॥
অক্ষয় হউক লোক ব্রহ্ম কীটময়।
ধর্ম্মবরে চরিতার্থ হোক ভক্তচয় ॥
ধন্য হ'ল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ ॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস।
অবহেলে কৃষ্ণপদে মম অভিলাষ ॥
হরিধ্বনি কর সবে গোবিন্দের প্রীতে।
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দেতে ॥
সর্ব্বশাস্ত্রবীজ হরিনাম দ্বি অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদ-অগোচর ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণে দেহ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা না হয় সন্দেহ ॥
পাঁচালী বলিয়া কেহ না করিবে হেলা।
অনায়াসে পাপনাশে গোবিন্দের লীলা
থাকিলে ভারত নীচগৃহে নহে দুষ্ট।
শুনিলে পাতক হয় সমূলে বিনষ্ট ॥
সম্পূর্ণ হইল হরি বল সর্ব্বজন।
এত দূরে বনপর্ব্ব হ'ল সমাপন ॥

বনপর্ব্ব সমাপ্ত।

বনপর্ব্বের টীকা।

টীকার নম্বর (২২ বা ১) পৃষ্ঠা ৩—সূর্য্যের অষ্টোত্তর শত নাম যথা—সূর্য্য, অর্য্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পুষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান্, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজঃ, আকাশ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, শৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্যুতাগ্নি, জাঠরাগ্নি, ঐন্ধনাগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সংবৎসর কর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, ব্যক্তাব্যক্ত পুরুষ, শাশ্বত যোগী, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, স্রষ্টা, সম্বর্ত্তক, বহ্নি, সর্ব্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, জয়, বিশাল, বেদ, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি শীঘ্রগ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, দিতিসুত, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিপিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সুক্ষ্মাত্মা, মৈত্রেয়।

টী (২) পৃ ৩৭—এই স্থানে মূলে "বকদাল্‌ভ্য সংবাদ" নামে একটী অধ্যায় আছে। বোধ হয়, ভ্রমপ্রমাদে কাশীদাসী মহাভারতে তাহা সন্নিবেশিত হয় নাই। সাধারণের অবগতির জন্য সেই অধ্যায়টীর অনুবাদ এই স্থানে প্রকাশিত হইল।

দ্বৈতবনে বাস কৈলে পাণ্ডুপুত্রগণ।
বিপ্রগণে পরিপূর্ণ হইল কানন॥
ঋক্ যজুঃ সামধ্বনি বিপ্রগণ করে।
পাণ্ডবের জ্যানিনাদে অন্য দিক পূরে॥
ব্রহ্মতেজ ক্ষত্রতেজ মিলিত হইল।
অপূর্ব্ব বনের শোভা বাড়িয়া উঠিল॥
একদিন যুধিষ্ঠির সায়ন্তন কালে।
বসিয়া আছেন তথা ঋষিগণে মিলে॥
হেনকালে বকদাল্‌ভ্য মহাতপোধন।
যুধিষ্ঠিরে সম্বোধিয়া কহেন বচন॥
"তপস্বীগণের হোম-বেলা উপস্থিত।
ঐ দেখ হোমানল হতেছে জ্বলিত॥
ভার্গব বশিষ্ঠ আর আঙ্গিরসগণ।
আত্রেয় আগস্ত্য আর কাশ্যপেয়গণ॥
ইত্যাদি তাপসকুল ধর্ম্মচর্য্যা করে।
তোমার রক্ষিত এই কানন মাঝারে॥
উপদেশ কিছু আমি করিব প্রদান।
মন দিয়া শুন ওহে পাণ্ডব ধীমান॥
বায়ুর সহায়ে যথা দেব হুতাশন।
অবহেলে দগ্ধ করে নিখিল কানন॥
সেইরূপ ব্রহ্মতেজ ক্ষত্রতেজে মিলি।
অরাতি কুলেরে ফেলে ভস্মসাৎ করি॥
বিপ্রের সাহায্য বিনা নাহি কভু জয়।
যাঁর উপদেশে মোহজাল ছিন্ন হয়॥
বিপ্রের আশ্রয়ে পূর্ব্বে বলি নরপতি।
একচ্ছত্রে শাসে এই সসাগরা ক্ষিতি॥
অবশেষে বিপ্র প্রতি করি অনাদর।
একেবারে হ'ল নষ্ট গেল রসাতল॥
নিস্তেজ অঙ্কুশাঘাতে কুঞ্জর যেমন।
ব্রাহ্মণ-বিহীন ক্ষত্র জানিবে তেমন॥
অনল সহায়ে যথা দেব হুতাশন।
দাহ্য বস্তু অনায়াসে করয়ে দহন॥
সেইরূপ বিপ্রসহ রাজগণ মিলে।
নির্ম্মূল অরাতিকুল করে অবহেলে॥
অলব্ধ লাভের তরে লব্ধের বর্দ্ধন।
বিপ্র পাশে উপদেশ করিবে গ্রহণ॥
সতত ভকতি শ্রদ্ধা বিপ্রের উপরে।
আছয়ে কৌন্তেয় তব জেনিছি অন্তরে॥
সেই হেতু তব যশ বিদিত ধরায়।
মনসুখে থাক তুমি যথায় তথায়॥"
ঋষিমুখে পাণ্ডবের গুণরাশি শুনি।
আনন্দে মজিল যত বনবাসী মুনি॥
জামদগ্ন্য পৃথুশ্রবা ভালুকি নারদ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন কৃতচেতা ও সহস্রপাদ॥
বৃষামিত্র কর্ণশ্রবা মুক্ত দ্বৈপায়ন।
স্থূলকর্ণ অগ্নিবেশ্য ও হোত্রবাহন॥
কাশ্যপ হারীত কৃতবাক বৃহদশ্ব।
বিভাবসু ঊর্দ্ধরেতা সুবাক্ লবণাশ্ব॥
হোত্রবাহনক আর সুহোত্রাদি করি।
বহু ঋষি বহু বিপ্র যত ব্রতধারী॥
পাণ্ডবের যথাযোগ্য সম্মান সৎকার।
সাধিয়া অন্তরে লভে আনন্দ অপার॥

টী (৩) পৃ ৪৪—মূক নামা দানব অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার জন্য বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

টী (৪) পৃ ৫৩—এই সময়ে দেবর্ষি নারদ ও মহাতপা পর্ব্বত, উভয়ে যদৃচ্ছাবশে ভ্রমণ করিতে করিতে ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

টী (৫) পৃ ৬৩—কর্কোটক ভুজঙ্গ নল রাজাকে তুই খানি বস্ত্র দেয়, কিন্তু কাশীদাসী ভারতে একখানির উল্লেখ আছে। এটী লিপিকরপ্রমাদ সন্দেহ নাই। যৎকালে কর্কোটক নলকে বস্ত্র যুগল প্রদান করে, তখন এই বলিয়াছিল ;—

"আমারে স্মরিয়া যবে পরিবে বসন।
তখনি আপন রূপ করিবে ধারণ॥"

টী (৬) পৃ ৬৬—মূলে লিখিত আছে, ঋতুপর্ণ যে বৃক্ষের পত্র গণনা করেন, সেটী বিভীতক বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের এক শত এক পত্র ও এক শত এক ফল ভূতলে পতিত ছিল, আর শাখায় পঞ্চকোটি পত্র এবং তুই সহস্র পঞ্চনবতি ফল ছিল।

টী (৭) পৃ ৬৯—দময়ন্তীর পুত্রের নাম ইন্দ্র ও কন্যার নাম ইন্দ্রসেনা।

টী (৮) পৃ ৭২—এই স্থানে মূলে পুষ্করাদি কয়েকটী তীর্থের, বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে। মহাত্মা কাশীদাস বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা এই স্থলে প্রকাশিত হইল।

পুষ্কর পরম তীর্থ খ্যাত চরাচরে।
সিদ্ধ সাধ্য বসু রুদ্র সদা বাস করে॥
দেবগণ মরুদ্গণ গন্ধর্ব্ব নিকর।
আদিত্য অপ্সরা তথা রহে নিরন্তর॥
এই স্থানে তপ করি যত যোগীজন।
মনের হরিষে লভে দিব্য যোগধন॥
দেব ঋষি সবে তপ করিয়া পুষ্করে।
বহু পুণ্য উপার্জ্জন করেছে সকলে॥
মনে মনে তথা যেতে যে করে বাসনা।
নিখিল পাতকে মুক্ত হয় সেই জনা॥
পিতৃদেবে পূজি হেথা করিলে স্নান।
অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল পায় সে ধীমান॥
এক বিপ্রে এই স্থানে করালে ভোজন।
উভ লোকে শুভগতি পায় সেই জন॥
ফল মূলে দ্বিজে হেথা পূজে যেই নর।
ফল মূল খেয়ে রহে হরিষ অন্তর॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল লভয়ে নিশ্চয়।
এ তীর্থে করিলে স্নান ভববন্ধ ক্ষয়॥
কার্ত্তিকের পূর্ণিমাতে করিলে গমন।
চরমে সে জন যায় ব্রহ্মার ভবন॥
দ্বি সন্ধ্যা পুষ্করে যেই করয়ে স্মরণ।
সর্ব্বতীর্থ স্নান ফল পায় সেই জন॥
জনার্দ্দন শ্রেষ্ঠ যথা সর্ব্ব দেবতার।
পুষ্কর তেমন শ্রেষ্ঠ তীর্থ সবাকার॥
বার বর্ষ শুদ্ধচিত্তে ইথে বাস কৈলে।
সর্ব্ব যজ্ঞ ফল পায় সেই পুণ্যফলে॥
শত বর্ষ অগ্নিহোত্র করিলে হেথায়।
কার্ত্তিক মাসেতে কিম্বা রহে পূর্ণিমায়॥
উভয়ে সমান ফল মহাপুণ্য হয়।
শুন পুষ্করের উৎপত্তি পরিচয়॥
তিন প্রস্রবণ বহে তিনটী ধারায়।
হিমাদ্রির তিন শৃঙ্গ হতে বাহিরায়॥
তাহাই পুষ্কর বলি খ্যাত চরাচর।
হেথা তপ জপ দান অতীব তুষ্কর॥
দ্বাদশ রজনী হেথা করি অবস্থান।
জম্বুমার্গে যেই সাধু করয়ে পয়াণ॥
অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধু জন।
তথা হতে যায় যেই তণ্ডুলিকাশ্রম॥
চরমে তাহার হয় ব্রহ্মলোকে গতি।
সে জন নাহিক ভুঞ্জে ভবের দুর্গতি॥
ত্রিরাত্র উপোষ করি অগস্ত্য সরেতে।
পিতৃদেবে পূজে যেই ঐকান্তিক চিতে॥
শাকফলে দেহ রক্ষা করে যেই জন।
কৌমার পদবী পায় সেই সাধুজন॥
কণ্বাশ্রমতীর্থে যেই করিয়া গমন।
মিতাহারে পিতৃদেবে করয়ে অর্চ্চন॥
সর্ব্বযজ্ঞফল পায় সেই সাধু নর।
প্রদক্ষিণ কৈলে হয় নির্ম্মল অন্তর॥
ভবানীপতির তীর্থ রুদ্রবট নাম।
পবিত্র অন্তরে তথা যে করে পয়াণ॥
গোসহস্র দালফল পায় সেই জন।
গাণপত্য দেন তারে দেব পঞ্চানন॥
পুণ্যবতী চর্ম্মণ্বতী নদীতে যাইয়া।
নিয়মে থাকিলে মিত-আহার করিয়া॥
অগ্নিষ্টোম যজ্ঞফল পায় সেই জন।
মহাপুণ্য সেই জন করয়ে অর্জ্জন॥
তৎপরে অর্ব্বুদতীর্থে করিয়া গমন।
যে জন দর্শন করে বশিষ্ঠ-আশ্রম॥
এক রাত্রি সেই স্থানে করিলে বসতি।
গোসহস্র দান ফল পায় সে সুমতি॥

প্রভাস পরম তীর্থ খ্যাত চরাচর।
দেবমুখ অগ্নি তথা রহে নিরন্তর ।।
ইথে স্নানে অগ্নিষ্টোম ফল লাভ হয়।
অতিরাত্রফল আর জানিবে নিশ্চয় ।।
অবশেষে সরস্বতী সাগরসঙ্গম।
ভক্তিভরে গিয়া স্নান করে যেই জন ।।
গোসহস্র দান ফল পায় সেই নর।
দিব্য তেজ ধরি যায় অমর-নগর ।।
তৎপরে সলিলরাজ আর বরদান।
এই দুই মহাতীর্থে করিবে পয়াণ ।।
পরে দ্বারাবতী তীর্থে গিয়া যেই জন।
পিণ্ডারকে স্নান করে হয়ে শুদ্ধমন ।।
বহু স্বর্ণ লাভ করে সেই সাধু নর।
অদ্যাপি তথায় মুদ্রা আছে বহুতর ।।
পদ্মচিহ্নে সমঙ্কিত সেই মুদ্রা হয়।
ত্রিশূলের চিহ্ন পদ্মে দেখিবে নিশ্চয় ।।
সাগর সঙ্গমে পরে করিয়া গমন।
তর্পণ করিবে পিতৃ-দেব-ঋষিগণ ।।
বারুণ লোকেতে গতি সে জনের হয়।
শুন এবে দমীনামা তীর্থ পরিচয় ।।
তথা স্নান করি রুদ্রে পূজিলে সুজন।
অশ্বমেধ যজ্ঞফল পায় সেই জন ।।
অবশেষে বসুধারা তীর্থেতে যাইবে।
অশ্বমেধ ফল তথা স্নানেতে পাইবে ।।
সিন্ধূত্তম মহাতীর্থ পাতক নাশন।
তথা স্নানে বহু স্বর্ণ লভে সাধু জন ।।
তুঙ্গীভদ্রে স্নানে হয় ব্রহ্মলোকে গতি।
শক্রকুমারিকা স্নানে স্বর্গেতে বসতি ।।
রেণুকা পরমতীর্থে যদি করে স্নান।
চন্দ্রতুল্য কান্তি পায় সেই মতিমান ।।
পঞ্চনদ স্নানে পায় পঞ্চযজ্ঞ ফল।
যোনিতীর্থে স্নানে হয় দিব্য কলেবর ।।
লক্ষ গোদানের ফল পায় সেই নরে।
শ্রীকুণ্ড পরম তীর্থে যাবে তার পরে ।।
গোসহস্র দানফল পায় সেই জন।
বিমল তীর্থেতে পরে করিবে গমন ।।
ইথে স্নানে সর্ব্বপাপ বিমোচন হয়।
দিব্যগতি পায় শেষে নাহিক সংশয় ।।
বিতস্তাতে স্নান আর করিলে তর্পণ।
বাজপেয় ফল পায় সেই সাধুজন ।।
বড়বা তীর্থেতে গিয়া স্নান আদি করে।
অগ্নিদেবে চরু দেয় যেই ভক্তিভরে ।।
লক্ষ গোদানের ফল রাজসূয় ফল।
অশ্বমেধ ফল পায় জানিবে সকল ।।

রুদ্রপদে গিয়া শিবে যদি পূজা করে।
অশ্বমেধ মহাফল পায় সেই নরে ।।
মণিমানে এক রাত্রি করিলে বসতি।
অগ্নিষ্টোম ফল পায় সেই মহামতি ।।
দেবিকা পরম তীর্থে করিলেক স্নান।
বিপ্রকুলে পরজন্মে জন্মে সে ধীমান ।।
কামতীর্থে পরিশেষে করিয়া গমন।
স্নান করি যেই করে যজন যাজন ।।
পরলোকে শুভগতি পায় সেই জন।
দীর্ঘসত্রে অবশেষে করিবে গমন ।।
অশ্বমেধ ফল লাভ হয় সেই স্থানে।
রাজসূয় ফল হয় হেথায় গমনে ।।
বিনশনে যাবে শেষে মনের হরিষে।
শিবোদ্ভেদে নাগোদ্ভেদে আর যে চমসে ।।
চমসে করিলে স্নান অগ্নিষ্টোম ফল।
শিবোদ্ভেদে গোসহস্র প্রদানের ফল ।।
নাগোদ্ভেদে স্নান কৈলে নাগলোকে গতি।
শশযানে যাবে শেষে সাধু মহামতি ।।
ইথে স্নানে দিব্য তেজ পায় নরবর।
অধিকন্তু গোসহস্র প্রদানের ফল ।।
কুমারকোটিতে শেষে করিয়া গমন।
স্নান করি পিতৃদেবে করিলে তর্পণ ।।
অযুতক গোদানের ফল সেই পায়।
রুদ্রকোটি তীর্থে শেষে যেই জন যায় ।।
অশ্বমেধ ফল তথা স্নানে লাভ করে।
সরস্বতী সঙ্গমেতে যাবে তার পরে ।।
তথায় করিলে স্নান পাতক নাশন।
ব্রহ্মলোকে গতি করে সেই সাধু জন ।।
সত্রাবসানক তীর্থ অতি পুণ্যতম।
যথা সদা করে যজ্ঞ তপোধনগণ ।।
গোসহস্র দানফল সেই তীর্থে হয়।
সংক্ষেপে বর্ণিত হল তীর্থ সমুদয় ।।

টী (৯) পৃ ৭৩—এই স্থলে মূলে কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থের মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিশেষ বর্ণিত আছে এবং ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের নিকট পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর দিকস্থ তীর্থ বিবরণ কীর্ত্তন করেন। ৺ কাশীরাম দাস বাহুল্য ভয়ে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখেন নাই, আমরা পাঠকগণের বিদিতার্থে এই স্থলে তাহা প্রকাশিত করিলাম :—

কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ ধরণী মাঝারে।
যথায় করিলে বাস সর্ব্বপাপ হরে ।।
কুরুক্ষেত্র-বাসে যেই করয়ে মনন।
দিব্যগতি হয় তার শাস্ত্রের বচন ।।

উত্তরে বিরাজে পুণ্যনদী সরস্বতী।
দক্ষিণে শোভিছে সদা নামে দৃষদ্বতী ॥
ইহার মধ্যস্থ স্থল কুরুক্ষেত্র কয়।
এ তীর্থ হেরিলে রাজসূয় ফল হয় ॥
এই তীর্থ হেরি পরে মোক্ষলোকে যাবে।
দ্বারপালে যক্ষে তথা প্রণাম করিবে ॥
গোসহস্র দানফল হইবে নিশ্চয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥
বিষ্ণুস্থানে যাবে শেষে অতি পুণ্যস্থান।
দেব নারায়ণ যথা সদা বিদ্যমান ॥
স্নান করি কেশবেরে করিবে প্রণাম।
অশ্বমেধ ফল পায় সেই মতিমান ॥
পারিপ্লব তীর্থে পরে করিবে গমন।
অগ্নিষ্টোম ফল যথা পায় নরগণ ॥
অতিরাত্র ব্রতফল হয় সেই স্থানে।
পৃথিবী তীর্থেতে যাবে আনন্দিত মনে ॥
শালুকিনী তীর্থ পরে করি দরশন।
গোসহস্র দান ফল লভিবে সুজন ॥
দশাশ্বমেধেতে স্নানে এই ফল হয়।
সর্পদেবী তীর্থে পরে যাবে সাধুচয় ॥
নাগলোকে গতি আর অগ্নিষ্টোম ফল।
এই দুই ফল পায় সেই সাধু নর ॥
দ্বারপাল তরন্তুকে অবশেষে যাবে।
গোসহস্র দান ফল তথায় লভিবে ॥
পঞ্চনদ তীর্থে পরে করিবেক স্নান।
অশ্বমেধ ফল পাবে সেই মতিমান ॥
অশ্বিনীকুমার তীর্থে অবশেষে যাবে।
সে তীর্থ ফলেতে সাধু রূপবান হবে ॥
বরাহ তীর্থেতে পরে করিবে গমন।
অগ্নিষ্টোম ফল তথা পাবে সেই জন ॥
সোমতীর্থে গিয়া শেষে করিবেক স্নান।
রাজসূয় যজ্ঞফল পাবে মতিমান ॥
গোসহস্র দানফল হংসতীর্থে হয়।
কৃতশৌচে হয় সাধু নির্ম্মলহৃদয় ॥
মঞ্জুবটে উপবাসী থাকে যেই জন।
গাণপত্য হয় লাভ শাস্ত্রের বচন ॥
যক্ষিণী তীর্থেতে পরে করিবেক স্নান।
সিদ্ধমনোরথ তথা হবে মতিমান ॥
পুষ্কর তীর্থের ফল এই স্থানে হয়।
পরশুরামের কৃত শাস্ত্রে হেন কয় ॥
রামহ্রদে অবশেষে করিবে গমন।
ভার্গব করেন হেথা পিতৃর তর্পণ ॥
পঞ্চহ্রদ করে তথা ভার্গব প্রবীর।
মহাতীর্থ বলি ইহা বলয়ে সুধীর ॥

এই স্থানে পিতৃগণে করিলে তর্পণ।
তার প্রতি মহাতুষ্ট হন পিতৃগণ ॥
বংশমূল তীর্থে গিয়া আস্নান করিলে।
সে জন উদ্ধার করে আপনার কুলে ॥
কায়শোধনক তীর্থে যদি করে স্নান।
দিব্য গতি পায় সেই সাধু মতিমান ॥
লোকোদ্ধার মহাতীর্থ জানে সর্ব্বজন।
ইথে স্নানে মহাপুণ্য লভে নরগণ ॥
শ্রীতীর্থেতে লক্ষ্মীলাভ করে সাধুগণ।
কপিলা তীর্থেতে পরে করিবে গমন ॥
সহস্র কপিলা দানে যেই ফল হয়।
ইথে স্নানে পূজা কৈলে সে ফল নিশ্চয় ॥
অগ্নিষ্টোম যজ্ঞফল সূর্য্যতীর্থে লভে।
অন্তে দিবাকর লোকে তার গতি হবে ॥
গোসহস্র দানফল গোভবনে হয়।
দেবীতীর্থে রূপবান হয় নরচয় ॥
দ্বারপাল তরন্তুক সরস্বতী তীরে।
অগ্নিষ্টোম ফল হয় সেই স্থানে গেলে ॥
ব্রহ্মাবর্ত্তে স্নান কৈলে ব্রহ্মলোকে যায়।
সুতীর্থ গমনে অশ্বমেধ ফল পায় ॥
কাশীশ্বর নামে তীর্থ অম্বুমতী দেশে।
ইথে স্নানে যায় নর ব্রহ্মার সকাশে ॥
মাতৃতীর্থে স্নান করে যেই সাধু জন।
বহু প্রজা পায় সেই পায় বহু ধন ॥
শ্বাবিল্লোম পিতৃতীর্থ অতি পুণ্যতম।
এই স্থানে লোমচ্ছেদ করে যেই জন ॥
দিব্য গতি হয় তার নাহিক সংশয়।
মানুষ তীর্থেতে শেষে যাবে সাধুচয় ॥
তথা ব্যাধসরে স্নান করে যেই জন।
অন্তকালে সুরপুরে সে করে গমন ॥
আপগা নদীতে শেষে করিয়া গমন।
একমাত্র বিপ্রে যেই করায় ভোজন ॥
কোটি বিপ্র ভোজনের ফল হয় তায়।
একরাত্রি বাসে অগ্নিষ্টোম ফল পায় ॥
ব্রহ্মোড়ুম্বরক তীর্থে করিয়া গমন।
কপিলকেদারে স্নান করে যেই জন ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে যায়।
সরক তীর্থেতে স্নানে পূর্ণকাম হয় ॥
কলসী তীর্থেতে স্নান করে যেই জন।
অগ্নিষ্টোম যজ্ঞফল পায় সেই জন ॥
অনাজন্ম নামে তীর্থ নারদের হয়।
ইহাতে করিলে স্নান দিব্যগতি হয় ॥
পুণ্ডরীকে স্নান কৈলে মহাপুণ্য হয়।
পুণ্ডরীক যজ্ঞফল সে লভে নিশ্চয় ॥

ত্রিপিষ্টপ তীর্থে পরে করিয়া গমন।
বৈতরণী জলে স্নান করে যেই জন।।
মনস্তাপ ঘুচে তার দিব্যগতি পায়।
ফলকী তীর্থেতে পরে যেই জন যায়।।
দৃষদ্বতী নদী জলে করয়ে স্নান।
অগ্নিষ্টোম ফল পায় সেই মতিমান।।
পাণিখাতে স্নান করে যেই মহোদয়।
অগ্নিষ্টোম অতিরাত্র ফল তার হয়।।
রাজসূয় যজ্ঞফল পায় সেই জন।
ঋষিলোকে যায় সেই শাস্ত্রের বচন।।
অবশেষে মিত্রতীর্থে করিবে গমন।
সর্ব্বতীর্থ ফল হেথা পাবে সেই জন।।
ব্যাসবনে অবশেষে গমন করিবে।
গোসহস্র দানফল তথায় পাইবে।।
মধুবটী তীর্থে পবে করিলে গমন।
গোসহস্র দান ফল পায় সেই জন।।
ব্যাসস্থলী তীর্থে নর ওই ফল পায়।
কিন্দত্ত কূপেতে পরে যেই জন যায়।।
এক প্রস্থ তিল দেয় তথা সেই জন।
মহাসিদ্ধি পায় সেই শাস্ত্রের বচন।।
তার পর বেদীতীর্থে গমন করিবে।
গোসহস্র দানফল তথায় পাইবে।।
সুদিন তীর্থেতে আর অহন্তীর্থে গিযে।
স্নান দান করে যেই একচিত্ত হয়ে।।
সূর্য্যলোকে যায় সেই মানব সুজন।
সকল পাপেতে মুক্ত হয় সেই জন।।
মৃগধূমে স্নান পূজা যেই জন করে।
অশ্বমেধ ফল লাভ করে সেই নরে।।
গোসহস্র দান ফল দেবীতীর্থে হয়।
বামনক তীর্থে গেলে বিষ্ণু লোক পায়।।
নিজকুল শুদ্ধ হয় কুলম্পুনে স্নানে।
মুনির বচন ইহা শাস্ত্রের প্রমাণে।।
পবনগণের হ্রদে করিলে সিনান।
বায়ুলোকে গতি করে সেই মতিমান।।
অমরহ্রদেতে স্নানে সুরপুরে যায়।
গোসহস্র দান ফল শালিহোত্রে পায়।।
শ্রীকুঞ্জ তীরথে অগ্নিষ্টোম ফল হয়।
সরস্বতী কুঞ্জে হয় ওই ফলোদয়।।
ব্রহ্ম তীর্থে ব্রাহ্মণত্ব পায় নরচয়।
কন্যাতীর্থে গোসহস্র দান ফল হয়।।
সোমতীর্থ ফলে হয় সোমলোকে গতি।
সপ্ত সারস্বতে পরে যাবে মহামতি।।
এই স্থানে স্নানপূজা করে যেই জন।
সারস্বত লোকে যায় সেই সাধু জন।।

ঔশনস তীর্থে গেলে পুণ্যলাভ করে।
কপালমোচনে গেলে সর্ব্বপাপ হরে।।
অগ্নিতীর্থ ফলে নর অগ্নিলোকে যায়।
বিশ্বামিত্র তীর্থ ফলে ব্রাহ্মণত্ব পায়।।
ব্রহ্মযোনি তীর্থ ফলে ব্রহ্মলোকে গতি।
উদ্ধারে সপ্তম কুল সেই মহামতি।।
পৃথূদকে স্নানে সর্ব্বপাপ বিনাশন।
অশ্বমেধ ফল আর স্বর্গেতে গমন।।
পৃথূদকে দেহ ত্যাগ করে যেই জন।
অবহেলে তরে সেই ভবের বন্ধন।।
গোসহস্রদান ফল মধুস্রবে হয়।
ভক্তিভরে স্নান হেথা করে সাধুচয়।।
সরস্বতী অরুণার মিলন যথায়।
যে জন ত্রিরাত্র রহে উপোসী তথায়।।
ব্রহ্মহত্যা পাপ দূর তাহাতেই হয়।
অগ্নিষ্টোম অতিরাত্র ফলের উদয়।।
অর্দ্ধকীল নামে তীর্থ বিদিত ধরায়।
ব্রাহ্মণত্ব পায় তথা যেই জন যায়।।
চল্লিশ শতেক গো দানে যেই ফল।
অবহেলে পায় তাহা সেই সাধু নর।।
শত সহস্রক তীর্থ সাহস্রক আর।
এই দুই মহাতীর্থ ধরণী মাঝার।।
গো-সহস্র দান ফল এই দুয়ে হয়।
রেণুকা তীর্থেতে পরে যাবে সাধুচয়।।
জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ হবে সেই স্থলে।
অগ্নিষ্টোমফল লাভ হবে পুণ্য ফলে।।
পঞ্চবটী তীর্থে গিয়া পূজিলে শঙ্করে।
সর্ব্বসিদ্ধ হয় তার জানিবে অন্তরে।।
তৈজস তীর্থেতে মহাপুণ্য লাভ হয়।
কুরুতীর্থ ফলে সাধু ব্রহ্মলোকে যায়।।
স্বর্গদ্বার তীর্থ ফলে সুরলোকে গতি।
অনরক তীর্থ স্নানে বিনাশে দুর্গতি।।
স্বস্তিপুরে অবশেষে করিলে গমন।
গো সহস্র দান ফল পায় সেই জন।।
পাবন তীর্থেতে পিতৃগণেরে তর্পিলে।
অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ফল হয় পুণ্যফলে।।
আপগা তীর্থেতে স্নানে গাণপত্য পায়।
স্থাণুবটে দিব্যগতি শাস্ত্রে হেন কয়।।
বদরী পাচনে পরে করিয়া গমন।
তিন দিন উপবাসী রহে যেই জন।।
বদরী ভোজন মাত্র করিতে হইবে।
সেই সাধু নিঃসংশয় দিব্য গতি পাবে।।
ইন্দ্রমার্গ তীর্থে গেলে ইন্দ্রলোকে যায়।
একরাত্র তীর্থে নর মহাপুণ্য পায়।।

আদিত্য আশ্রমে গিয়া সূর্য্যেরে পূজিলে।
সূর্য্যলোকে যায় সাধু সেই পুণ্যফলে ॥
সোম তীর্থে স্নান কৈলে সোমলোকে গতি
সারস্বত তীর্থে হয় সারস্বতী গতি ॥
কন্যাশ্রমে তিন রাত্রি উপোষ করিলে।
স্বর্গ আর কন্যা লভে সেই পুণ্য ফলে ॥
সন্নিহতী নামে তীর্থ বিদিত ভুবন।
গ্রহণ সময়ে স্নান করে যেই জন ॥
শত অশ্বমেধ ফল সে জনার হয়।
অমাবস্যা তিথি স্নানে মহাপুণ্যোদয় ॥
ওই দিনে সর্ব্ব তীর্থ মিলে সেই খানে।
শ্রাদ্ধ আদি সাধুগণ করিবে বিধানে ॥
মচক্রুকে দ্বারপাল যক্ষেরে পূজিলে।
ব্রহ্মলোকে যায় সাধু সেই পুণ্য ফলে ॥
কোটি তীর্থ স্নানে বহু স্বর্ণ লাভ হয়।
উত্তরবেদিকা তীর্থে মহাপুণ্যোদয় ॥
ধর্ম্ম তীর্থে স্নানে হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
সপ্তকুল পূত হয় শাস্ত্রের বচন ॥
জ্ঞান পাবনক তীর্থে যেই করে স্নান।
অগ্নিষ্টোম ফল পায় সেই মতিমান ॥
সৌগন্ধিক নামে বন অতি পুণ্যতম।
প্রবেশ মাত্রেতে হয় পাতক নাশন ॥
প্লক্ষা নদী পুণ্যতমা আর সরস্বতী :
তথা অশ্বমেধ ফল আর দিব্য গতি ॥
পঞ্চযক্ষা শতকুম্ভা সুগন্ধা নামেতে।
পুণ্যতীর্থ আছে সব পবিত্র ভারতে ॥
তথায় ত্রিশূলখাত নামে পুণ্যস্থান।
গাণপত্য লাভ হয় যেই করে স্নান ॥
অবশেষে শাকম্ভরী তীর্থেতে যাইবে।
ত্রিরাত্র উপবাস তথায় করিবে ॥
তিন দিন শাক মাত্র করিবে ভোজন।
বহু পুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বচন ॥
সুপর্ণাখ্য তীর্থে পরে করিয়া গমন।
রুদ্রদেবে ভক্তি ভরে যে করে পূজন ॥
গাণপত্য লাভ আর অশ্বমেধ ফল।
হরিষ অন্তরে পায় সেই সাধু নর ॥
ধূমাবতী তীর্থে তিন রাত্রি অনাহারে।
রহিলে বাঞ্ছিত ফল পায় সেই নরে ॥
রথাবর্ত্ত তীর্থে গেলে দিব্যগতি হয়।
রাধাতীর্থে সর্ব্বপাপ বিনাশে নিশ্চয় ॥
গঙ্গাদ্বারে স্নানে হয় কোটি তীর্থ ফল।
পুণ্ডরীক যজ্ঞ ফল লভয়ে সকল ॥
একরাত্রি যদি বাস করে কোন জন।
গো সহস্র দান ফল করে উপার্জ্জন ॥

শক্রাবর্ত্ত সপ্তগঙ্গ ত্রিগঙ্গ সলিলে।
তর্পণ করিলে পুণ্য পায় সেই ফলে ॥
কনখল তীর্থে স্নান করে যেই জন।
ত্রিরাত্র উপোষী রহে হয়ে শুদ্ধমন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল সেই জন পায়।
অন্তকালে দিব্য দেহে সুরপুরে যায় ॥
কপিলা বটেতে এক রাত্রি উপবাসে।
গো সহস্র দান ফল পায় পুণ্যবশে ॥
শান্তনু তীর্থেতে স্নান করে যেই জন।
অবিলম্বে দুরগতি হয় বিমোচন ॥
অশ্বমেধ ফল গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে।
সর্ব্বপাপ নষ্ট হয় সুগন্ধেতে স্নানে ॥
রুদ্রাবর্ত্তে স্নান কৈলে সুরলোকে যায়।
সরস্বতী সঙ্গম স্থলে বহু পুণ্য পায় ॥
গঙ্গা সহ সরস্বতী মিলেছে যেখানে।
অশ্বমেধ ফল তথা লভয়ে সিনানে ॥
ভদ্রকর্ণেশ্বরে গিয়া করিলে পূজন।
পুণ্যফলে দুরগতি হয় বিমোচন ॥
কুব্জাম্রকে গো সহস্র দান ফল হয়।
অরুন্ধতীবটে স্নানে ওই ফলোদয় ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল ব্রহ্মাবর্ত্তে গেলে।
যমুনা মোহানাব কিম্বা সিনান করিলে ॥
দর্ব্বীসংক্রমণ তীর্থে ওই ফল হয়।
শেষে সিন্ধুপ্রভবেতে যাবে সাধুচয় ॥
পঞ্চ রাত্রি বাসে তথা স্বর্ণলাভ হয়।
অশ্বমেধ ফল বেদী তীর্থেতে নিশ্চয় ॥
নীচ জাতি বিপ্র হয় বাশিষ্ঠেতে গেলে।
ঋষিলোকে যায় ঋষিকুল্যা স্নান কৈলে ॥
একমাস ভৃগুতুঙ্গে করি শাকাহার।
যেই রহে অশ্বমেধ ফল হয় তার ॥
বীর প্রমোক্ষোতে পরে করিবে গমন।
সর্ব্ব পাপ হবে নষ্ট শাস্ত্রের বচন ॥
কৃত্তিকাতে অগ্নিষ্টোম ফল লাভ হয়।
অতিরাত্র ফল মঘা তীর্থেতে নিশ্চয় ॥
বিদ্যালাভ হয় বিদ্যা তীর্থেতে সিনানে।
মহাশ্রমে শুভগতি শাস্ত্রের বিধানে ॥
বেতসিকা তীর্থে পরে করিলে গমন।
অশ্বমেধ ফল লাভ করে সেই জন ॥
সুন্দরিকা তীর্থে পরে গমন করিবে।
ব্রাহ্মণী তীর্থেতে যাবে অতি ভক্তিভাবে ॥
এই পুণ্যে ব্রহ্মলোকে যায় সেই নর।
নৈমিষ পরম তীর্থে যাবে তার পর ॥
একমাস এই স্থানে রহে যেই জন।
সর্ব্ব তীর্থ ফল সেই করে উপার্জ্জন ॥

গোমেধের যজ্ঞ ফল ইথে স্নানে হয় ।
সপ্তকুল পূত হয় জানিবে নিশ্চয় ॥
গঙ্গোদ্ভেদে তিন রাত্রি উপোষ করিলে ।
বাজপেয় ফল হয় সেই পুণ্যফলে ॥
সরস্বতী জলে যেই করয়ে তর্পণ ।
সারস্বতলোকে যায় সেই সাধুজন ॥
বাহুদাতে একরাত্রি কৈলে অবস্থান ।
স্বর্গপুরে পূজ্য হয় সেই মতিমান ॥
ক্ষীরবতী গিয়া পিতৃদেবের অর্চ্চিলে ।
বাজপেয় ফল পায় সেই পুণ্যফলে ॥
তৎপরে বিমলাশোকে করিয়া গমন ।
এক রাত্রি অবস্থান করে যেই জন ॥
সুরপুরে পূজনীয় সেই জন হয় ।
গোপ্রতার তীর্থে পরে যাবে সাধুচয় ॥
এই স্থানে স্নান করে যেই সাধু জন ।
নিষ্পাপ হইয়া যায় অমর ভুবন ॥
গোমতী তীর্থেতে স্নানে অশ্বমেধ ফল ।
শত সহস্রক তীর্থে গোসহস্র ফল ॥
কোটি তীর্থে কার্ত্তিকেরে করিলে অর্চ্চন ।
গো সহস্র দান ফল পায় সেই জন ॥
বারাণসী তীর্থে পরে করিয়া গমন ।
করিবে ভকতি ভরে হরের অর্চ্চন ॥
ভক্তিভরে কপিলাতে করিবেক স্নান ।
রাজসূয় যজ্ঞফল লভিবে ধীমান ॥
অবিমুক্ত তীর্থে পরে করিবে গমন ।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তাহে হবে বিনাশন ॥
এই স্থানে দেহত্যাগ যদি কেহ করে ।
মুক্তিপদ পায় সেই পুলক অন্তরে ॥
গোমতী গঙ্গার সহ যথায় সঙ্গম ।
মার্কণ্ডেয় তীর্থ সেই বিখ্যাত ভুবন ॥
তথায় করিলে স্নান অগ্নিষ্টোম ফল ।
তথা হতে যাবে পরে শ্রীগয়া নগর ॥
গয়া দরশনে অশ্বমেধ ফল হয় ।
প্রাচীন অক্ষয় বট সেই স্থানে রয় ॥
পিতৃক্রিয়া সেই স্থানে করে যেই জন ।
মুক্তিপদ পায় সেই শাস্ত্রের বচন ॥
মহানদী গিয়া স্নান করে যেই জন ।
অক্ষয় লোকেতে সেই করয়ে গমন ॥
অবশেষে যাবে সাধু ব্রহ্ম সরোবরে ।
ব্রহ্ম কুণ্ডে প্রদক্ষিণ করিবে সাদরে ॥
অশ্বমেধ ফল লাভ করিবে সে জন ।
ধেনুক তীর্থেতে পরে করিবে গমন ॥
একরাত্রি সেই স্থানে করিয়া যাপন ।
তিলধেনু বিপ্রকরে করিলে অর্পণ ॥

সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে সোমলোকে যায় ।
অশুভ কদাপি নাহি স্পর্শয়ে তাহায় ॥
গৃধ্রবটে শিব পাশে করিয়া গমন ।
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি ভস্ম মাখে যেই জন ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই সাধু নর ।
অবশেষে যাবে সাধু উদ্যন্ত ভূধর ॥
যোনিদ্বারে অবশেষে করিবে গমন ।
ভবের বন্ধন তাহে হবে বিমোচন ॥
গয়তীর্থে ফল্গুজলে যেই করে স্নান ।
মনোরথ সিদ্ধ তার শাস্ত্রের বিধান ॥
ধর্ম্মতীর্থে গিয়া কূপ করিয়া খনন ।
স্নান তর্পণাদি ক্রিয়া করে যেই জন ॥
নিষ্পাপ হইয়া সেই সুরপুরে যায় ।
অক্ষয় স্বরগফল লভয়ে তথায় ॥
মতঙ্গ আশ্রমে পরে গমন করিলে ।
গোমেধের ফল হয় তথা প্রবেশিলে ॥
ধর্ম্মতীর্থে স্নানে অশ্বমেধ ফল হয় ।
ব্রহ্মস্থানে রাজসূয় মহাফলোদয় ॥
রাজগৃহে ব্রহ্মহত্যা পাতকাদি হরে ।
মণিনাগ তীর্থে সাধু যাইবেক পরে ॥
তীর্থ দ্রব্য সেই স্থানে করিলে ভোজন ।
ভুজঙ্গে দংশিলে বিষ না রহে কখন ॥
অহল্যা হ্রদেতে স্নান করে যেই জন ।
দিব্যগতি পায় সেই শাস্ত্রের বচন ॥
জনকের কূপে স্নান যদি কেহ করে ।
বিষ্ণুলোকে যায় সেই হরিষ অন্তরে ॥
বিনশন তীর্থে যায় যেই সাধু জন ।
অন্তকালে সূর্য্যলোকে সে করে গমন ॥
অগ্নিষ্টোম ফল হয় বিশল্যাতে গেলে ।
অধিবঙ্গ তপোবনে যাবে তার পরে ॥
গুহ্যকলোকেতে বাস হইবে তাহার ।
মনের আনন্দে তথা রবে অনিবার ॥
কল্পনা নদীতে পরে করিবে গমন ।
পুণ্ডরীক যজ্ঞফল পাবে সেই জন ॥
মাহেশ্বরী ধারাতীর্থে করিলে গমন ।
অশ্বমেধ ফল হয় শাস্ত্রের বচন ॥
সুরপুষ্করিণী তীর্থ পুণ্যের আধার ।
যেই যায় দুরগতি বিনাশে তাহার ॥
সোমপদে অশ্বমেধ ফল লাভ করে ।
কোটি তীর্থে গেলে যায় বৈকুণ্ঠনগরে ॥
শালগ্রাম বনে শেষে করিলে গমন ।
অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধু জন ॥
জাতিস্মর তীর্থে পরে যেই জন যায় ।
জাতিস্মর হয় তথা শাস্ত্রে হেন কয় ॥

মাহেশ্বরপুরে শিবে করিলে অর্চ্চন।
মনোরথ সিদ্ধ তার শাস্ত্রের বচন ॥
বামন তীর্থেতে গিয়া কেশবে পূজিলে।
দুর্গতি বিনাশ হয় সেই পুণ্যফলে ॥
কুশিক আশ্রমে পরে করিবে গমন।
রাজসূয় যজ্ঞফল পাবে সেই জন ॥
অবশেষে যাবে সাধু চম্পক কাননে।
একরাত্রি রবে তথা আনন্দিত মনে ॥
গোসহস্র দান ফল হইবে তাহায়।
জ্যেষ্ঠিল তীর্থেতে পরে যেই জন যায় ॥
একরাত্রি বাসে তথা পূর্ব্ব-উক্ত ফল।
তথায় বিরাজে মূর্ত্তি দেবী-বিশ্বেশ্বর ॥
দেবদেবীমূর্ত্তি তথা করিয়া দর্শন।
মিত্রাবরুণের লোকে যে করে গমন ॥
ত্রিরাত্রি উপোষ করি তথায় রহিলে।
অগ্নিষ্টোম ফল হয় সেই পুণ্যফলে ॥
কল্যাণ উদক তীর্থে যাবে তার পর।
প্রজাপতি লোকে যাবে সেই সাধু নর ॥
নির্ব্বীর তীর্থেতে পরে করিয়া গমন।
অশ্বমেধ ফল লাভ করিবে সুজন ॥
নির্ব্বীর সঙ্গমে দান যেই জন করে।
সে জন অন্তিমে যায় ইন্দ্রের নগরে ॥
দেবকূটে অশ্বমেধ ফল লাভ হয়।
কৌশিক হ্রদেতে সিদ্ধি জানিবে নিশ্চয় ॥
এক মাস এই স্থানে যদি বাস করে।
অশ্বমেধ ফল সেই উপার্জ্জন করে ॥
অগ্নিধারা তীর্থে গেলে অগ্নিষ্টোম ফল।
ব্রহ্মসরে ওই ফল লভিবে সকল ॥
কুমার ধারাতে স্নান করে যেই জন।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ হয় বিনাশন ॥
গৌরীর শিখরে চড়ি স্তনকুণ্ডে গিয়ে।
স্নান পূজা করে যেই ভক্তিযুত হয়ে ॥
অশ্বমেধ বাজপেয় সর্ব্বফল হয়।
ইন্দ্রলোকে যায় শেষে জানিবে নিশ্চয় ॥
অবশেষে তাম্রারুণে করিবে গমন।
অশ্বমেধ ফল তথা হবে উপার্জ্জন ॥
নন্দিনী তীর্থেতে পরে গমন করিবে।
নরমেধ ফল তাহে নিশ্চয় পাইবে ॥
কালিকা সঙ্গমে পরে করিবেক স্নান।
তিন রাত্রি উপবাস করিবে ধীমান ॥
পাতক হইবে নাশ নাহিক সংশয়।
অবশেষে যাবে যথা তীর্থ সোমাশ্রয় ॥
তথা গিয়া কুম্ভকর্ণ আশ্রমে যাইবে।
সর্ব্বত্র সম্মান লাভ সে জন করিবে ॥

জাতিস্মর হতে বাঞ্ছা করে যেই জন।
করিবেক কোকামুখে সিনান পূজন ॥
নন্দাতীর্থে গেলে হয় পাতক নাশন।
বিপ্রত্ব লভিয়া যায় ইন্দ্রের ভবন ॥
ঋষভ দ্বীপেতে যথা ক্রৌঞ্চনিসূদন।
সরস্বতী-জলে তথা করিলে গাহন ॥
বিমানে চড়িয়া যায় অমর-নগরে।
পুণ্যবশে সেই জন দিব্য দেহ ধরে ॥
অবশেষে উদ্দালকে করিবে গমন।
তাহে গিয়া স্নান দান করিবে সুজন ॥
সর্ব্বপাপে হবে মুক্ত নাহিক সংশয়।
ধর্ম্মতীর্থে যাবে শেষে অতি পুণ্যময় ॥
বাজপেয় ফল তথা লভিবে সুজন।
বিমানে চড়িয়া যাবে অমরভুবন ॥
চম্পা তীর্থে তর্পণাদি যেই জন করে।
দণ্ডার্ক্কে যাইয়া স্নান করে ভক্তিভরে ॥
গো সহস্র দান ফল পায় সেই জন।
ললিতিকা তীর্থে পরে যাইবে সুজন ॥
রাজসূয় যজ্ঞ ফল সেই স্থানে হয়।
স্বর্গপুরে যায় শেষে জানিবে নিশ্চয় ॥
ধৌম্য ঋষি সম্বোধিয়া ধর্ম্মের নন্দনে।
কহিলেন পুনরায় মধুর বচনে ॥
পূর্ব্বদিক আদি করি ক্রমে চারিদিকে।
যত তীর্থ গিরি আদি যাহা কিছু থাকে ॥
সকল বৃত্তান্ত আমি করিব বর্ণন।
শোক তাপ নাহি রবে করিলে শ্রবণ ॥
নৈমিষ পরম তীর্থ পূর্ব্বদিকে রহে।
গোমতী তটিনী কল কল রবে বহে ॥
পূর্ব্বদিকে গয়া নামে আছে গিরিবর।
দেবর্ষি-সেবিত শোভে ব্রহ্ম সরোবর ॥
ফল্গু নামে নদী তথা অতি পুণ্যবতী।
অক্ষয় শ্রীবট আছে শুন মহামতি ॥
পিতৃগণে অন্নদান করিলে তথায়।
অক্ষয় হইবে তাহা শাস্ত্রে হেন কয় ॥
কৌশিকী তটিনী হয় অতি পুণ্যস্থান।
বিপ্রত্ব লভয়ে যথা করিলে পয়াণ ॥
ভাগীরথী পুণ্যতোয়া বিরাজে যথায়।
তাঁহার মাহাত্ম্য কথা কহনে না যায় ॥
পঞ্চালে উৎপলবন পরম সুন্দর।
যথায় কৌশিক ঋষি তাপসপ্রবর ॥
কত যজ্ঞ আরম্ভিলা পুত্রগণ লয়ে।
সে স্থান হেরিবে নর পবিত্র হৃদয়ে ॥
কান্যকুব্জ পুণ্যস্থান অতি মনোহর।
বিশ্বামিত্র এই স্থানে তাপস প্রবর ॥

ইন্দ্র সহ সোমরস করিয়া সেবন।
ব্রাহ্মণ হইনু বলি কহেন বচন ॥
প্রয়াগ পরম তীর্থ বিদিত ভুবনে।
যমুনা সহিতে গঙ্গা মিলেছে এখানে ॥
অগস্ত্য আশ্রম তথা অতি মনোরম।
অদ্যাপি নিবসে তথা বহু তপোধন ॥
কালঞ্জর গিরিবর অতি শোভমান।
পবিত্র হিরণ্যবিন্দু তথা বিদ্যমান ॥
পুণ্যজলা ভাগীরথী কল কল নাদে।
প্রবেশ করিছে গিয়া মণিকর্ণিকাতে ॥
কত শত পুণ্যজন নিবসে তথায়।
ব্রহ্মশালা মনোহর কিবা শোভা পায় ॥
এই সব দরশনে মহাপুণ্য হয়।
হেরিলে মতঙ্গাশ্রম বহু ফলোদয় ॥
কেদার নামেতে সেই শুদ্ধ তপোবন।
কুণ্ডোদ নামেতে গিরি তথা শোভমান ॥
এই স্থানে নলরাজা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়ে।
জলপান করে সাধু আনন্দ হৃদয়ে ॥
বাহুদা ও নন্দা নামে তরঙ্গিণী দ্বয়।
কল কল রবে তথা দিবানিশি বয় ॥
পূর্ব্বদিকে যত তীর্থ করিনু বর্ণন।
দক্ষিণ দিকের কথা শুন দিয়া মন ॥
দক্ষিণেতে গোদাবরী অতি পুণ্যবতী।
কত সাধু নিরন্তর করে নিবসতি ॥
বেণা আর ভীমরথী এই নদীদ্বয়।
উভয়ের তীরে আছে তাপস নিচয় ॥
পয়োষ্ণী নামেতে নদী মনোমুগ্ধকরী।
নৃগযজ্ঞে এই স্থানে সোমপান করি ॥
প্রমত্ত হইয়া ইন্দ্র হন অচেতন।
দক্ষিণা অনেক পায় বহু দ্বিজগণ ॥
পয়োষ্ণী-সলিল স্পর্শ করে যেই জন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় শাস্ত্রের বচন ॥
স্রোতস পর্ব্বতে আছে মাঠর কানন।
পথমধ্যে কণ্বাশ্রম অতি সুশোভন ॥
তথায় প্রবেশি তীর্থ অতি মনোহর।
ভার্গব আশ্রম সূর্পারক সে সুন্দর ॥
চন্দ্রা নামে মহাতীর্থ অতি পুণ্যময়।
বেষ্টিত অশোক তথা বহু তরুচয় ॥
অগস্ত্য বারুণ তীর্থ পাণ্ড্যদেশে শোভে।
কুমারী পরম তীর্থ জানিবেক ভবে ॥
তাম্রপর্ণী তীর্থে তপ করি আচরণ।
পুণ্যফলে রাজ্য লাভ করে সুরগণ ॥
গোকর্ণ পবিত্র হ্রদ অতি মনোহর।
তথা নাহি যেতে পারে অজ্ঞানী নিকর ॥
তথায় বিরাজে গিরি দেবসম নাম।
বহু পক্ষী মৃগ তথা করে অবস্থান ॥
বৈদূর্য্য নামেতে গিরি তথা মনোহর।
অগস্ত্য আশ্রম বলি খ্যাত চরাচর ॥
চমসোদ্ভেদন তীর্থ অতি পুণ্যতম।
প্রভাস নামেতে তীর্থ সিন্ধুকূলে রন ॥
উজ্জয়ন্ত নামে গিরি কিবা শোভা পায়।
তপস্যা করিলে তথা সুরলোকে যায় ॥
দ্বারবতী শোভে কিবা অতি মনোহর।
যথায় নিবসে সদা দেব দামোদর ॥
দক্ষিণ দিকের তীর্থ করিনু বর্ণন।
পশ্চিম দিকের কথা শুন দিয়া মন ॥
নর্ম্মদা তটিনী ভবে অতি পুণ্যবতী।
ইহার সলিল স্পর্শে লভে দিব্যগতি ॥
এই স্থানে দেবগণ করি আগমন।
স্নান পূজা করি হন হরিষে মগন ॥
বিশ্রবা ঋষির হেথা আশ্রম আছিল।
কুবের যক্ষের রাজা এস্থানে জন্মিল ॥
বৈদূর্য্য নামেতে গিরি বিরাজে হেথায়।
তাহে এক সরোবর কিবা শোভা পায় ॥
বিশ্বামিত্র নামে নদী আছে এই খানে।
বহু পুণ্য লাভ হয় তাহাতে সিনানে ॥
এস্থানে যযাতি রাজা সুরপুর হতে।
সাধু মাঝে নিপতিত হয়েন ভারতে ॥
মৈনাক অসিত নামে দুই গিরিবর।
বিরাজিছে এই স্থানে শোভার আকর ॥
এই স্থানে কক্ষসেন চ্যবন ঋষির।
বিরাজিছে রম্য দুটী আশ্রম কুটীর ॥
সামান্য তপস্যা হেথা কৈলে আচরণ।
সিদ্ধিলাভ অবহেলে করে উপার্জ্জন ॥
জম্বুমার্গ তীর্থ পরে অতি মনোহর।
যথায় নিবসে জ্ঞানী তাপস নিকর ॥
কেতুমালা গঙ্গাদ্বার সৈন্ধবকানন।
পুষ্কর ও ব্রহ্মসর অতি সুশোভন ॥
এই সব বহুতীর্থ পশ্চিমেতে রয়।
উত্তরের কথা এবে শুন পরিচয় ॥
যমুনা পবিত্রজলা অতি বেগবতী।
মহাপুণ্যা পুণ্যতোয়া নদী সরস্বতী ॥
প্লক্ষাবতরণ তীর্থ অতি মনোরম।
অগ্নিশির নামে তীর্থ অতি সুশোভন ॥
শরভঙ্গ তপোবন সরস্বতী তীরে।
বালখিল্য ঋষি সব তথা বাস করে ॥
দৃষদ্বতী তরঙ্গিণী অতি পুণ্যকরী।
বিমলসলিলা স্বচ্ছা সর্ব্বপাপহারী ॥

পুণ্যাখ্যা পাঞ্চাল্য দাল্‌ভ্যা দাল্‌ভ্যঘোষ আর।
ন্যগ্রোধাখ্যা কয় তীর্থ শোভার আধার ॥
সুব্রত ঋষির ছিল আশ্রম তথায়।
মহাপুণ্য স্থান সেই অতি শোভা পায় ॥
অবর্ণ ও অর্ণ নামে দুই তপোধন।
এই স্থানে পূর্ব্বে যজ্ঞ করে আচরণ ॥
এখানে বিশাখযূপে অমর নিকর।
সবে তপ করি হন হরিষ অন্তর ॥
পলাশ তীর্থেতে যজ্ঞ জমদগ্নি করে।
নদীগণ এই যজ্ঞে আগমন করে ॥
এই স্থানে ভাগীরথী হরিষ অন্তরে।
হিমাচল ভেদি দেবী আসে বেগভরে ॥
এই স্থানে গঙ্গাদ্বার বিদিত ভুবন।
ব্রহ্মর্ষি নিকর তথা করে আগমন ॥
পুরু নামে গিরিবর অতি মনোহর।
এই স্থানে জন্মে পুরুরবা কলেবর ॥
সনৎকুমার জন্মে এই গিরিবরে।
ভৃগুমুনি করে তপ ইহার শিখরে ॥
ভৃগুতুঙ্গ নাম হয় এই সে কারণ।
পরম পবিত্র সেই ভৃগু তপোবন ॥
বদরী কানন ভূমে অতি পুণ্যতম।
যথা নিরন্তর বসে দেব সনাতন ॥
সর্ব্বতীর্থ সেই স্থানে করে অধিষ্ঠান।
পরম-ঈশ্বর তথা করে অবস্থান ॥
যত তীর্থ আছে এই ভারত মাঝারে।
একে একে বলিলাম তোমার গোচরে ॥

টী (১০) পৃ নং ৭৫—যুধিষ্ঠির গোমতীতে স্নান পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে কন্যাতীর্থ, গোতীর্থ, কালকোটি, বিষপ্রস্থ, ধরাধর, নাভদা, প্রযাগ, বেণীতীর্থ, মহীধরতীর্থ, গয়শির, মহানদী, ব্রহ্মসর প্রভৃতি তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে অগস্ত্যাশ্রমে উপনীত হন।

টী (১১) পৃ নং ৭৬—দানবরাজ ইল্বলকে প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী জানিয়া মহাতপা অগস্ত্য তৎসকাশে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

টী (১২) পৃ নং ৭৭—কুমারের নাম দৃঢস্যু।

টী (১৩) পৃ নং ৮৪—মূলে এই স্থানে সগর-বংশ উদ্ধারের পর ঋষ্যশৃঙ্গ-বিবরণ বর্ণিত আছে। কাশীরাম দাস তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার অনুবাদ এই স্থলে প্রকাশিত করিলাম।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন লোমশের প্রতি।
তুমি সর্ব্ব জ্ঞানাধার ঋষি মহামতি ॥
এক্ষণেতে কৃপা করি আমার সদন।
কহ দেব এই কথা করিয়া বর্ণন ॥
কাশ্যপ-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ মহামুনি।
পরম পবিত্র তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে শুনি ॥
হরিণীর গর্ভে হ'ল তাঁহার উৎপত্তি।
অসম্ভব কথা এই শুনি নহে প্রীতি ॥
বিরুদ্ধ যোনিতে তিনি জনম লভিয়া।
তপস্যা আচারী হন সুমহৎ ক্রিয়া ॥
কেমনে হলেন তিনি তাহে অধিকারী।
মহা তেজবান তিনি বিশ্বের উপরি ॥
কহ দেব সেই কথা করিয়া বর্ণন।
শুনিয়া জুড়াই আমি তাপিত জীবন ॥
ইন্দ্রদেব রাজা হন স্বর্গের ঈশ্বর।
সে মুনির ভয়ে তিনি হইয়া সত্বর ॥
বরিষণ করিলেন এই মর্ত্ত্যপুরে।
কহ দেব সেই কথা আনন্দ অন্তরে ॥
শান্তা নাম্নী রাজকন্যা অতি রূপবতী।
যার রূপে ভুলিলেন ঋষি মহামতি ॥
সেই কথা কহ দেব করিয়া প্রকাশ।
শ্রবণ করিয়া পূর্ণ করি অভিলাষ ॥
আর এক কথা দেব শুনিতে মনন।
লোমপাদ রাজঋষি পুণ্যেতে মগন ॥
অনাবৃষ্টি হ'ল তাঁর রাজ্যেতে ঘটন।
না বর্ষিল বৃষ্টি কভু বারিধরগণ ॥
কেন হেন দুর্ঘটনা হইল ঘটন।
শুনিবারে সেই কথা ইচ্ছা সর্ব্বক্ষণ ॥
প্রকাশ করিয়া তাহা দাসের কারণে।
বলুন হে ঋষিবর আপন বদনে ॥
কহেন লোমশ ঋষি শুনহ রাজন।
কহি ঋষ্যশৃঙ্গঋষি-জন্ম বিবরণ ॥
ব্রহ্মঋষি বিভাণ্ডক তেজেতে প্রখর।
শৈশবকালেতে তিনি যেন বিজ্ঞবর ॥
কশ্যপের পুত্র তিনি কশ্যপ সমান।
অল্পকালে হয়ে তিনি পূর্ণ জ্ঞানবান ॥
কঠোর তপস্যা প্রতি সঁপিলেন মতি।
হ্রদ মধ্যে আরম্ভিল উগ্রতপ অতি ॥
করেন কঠোর তপ একান্ত হইয়া।
মূর্ত্তিমান তেজ যেন তপের লাগিয়া ॥
বহুদিন এইরূপে গত হলে পর।
একদা উর্ব্বশী যায় আকাশ উপর ॥
তাহার মোহনরূপ মুনি নিরখিয়া।
কন্দর্পের শরানলে হৃদয়ে দহিয়া ॥
অতিশয় হইলেন বিচলিত মন।
তাহাতে হইল তাঁর স্ববীর্য্য স্খলন ॥

বীর্য্যপাত হবামাত্র মুনি মহাশয় ।
নামিলেন জল মধ্যে ব্যাকুল হৃদয় ।।
সেই সময়েতে এক তৃষিত হরিণী ।
জলপান হেতু আসে ব্যাকুল পরাণী ।।
যেমন করিল আসি সেই জলপান ।
জলের সহিত রেতঃ জলের সমান ।।
প্রবেশিল তাহার যে উদর মধ্যেতে ।
তাহে গর্ভবতী হ'ল হরিণী ক্রমেতে ।।
ওহে রায় পূর্ব্ব জন্মে সেই সে হরিণী ।
আছিল স্বর্গের এক দেবের নন্দিনী ।।
ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁকে কহিল বচন ।
পর জন্মে হবে তব মৃগীতে গমন ।।
মৃগী হয়ে ঋষিপুত্র গর্ভেতে ধরিবে ।
প্রসব মাত্রেতে তুমি সে দেহ ত্যজিবে ।।
বিধির সে বাক্য বল অন্যথা কে করে ।
বিধি যা বলিল তাহা ঘটিলেক পরে ।।
মহা তেজবান ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর ।
লভিল জনম তার গর্ভের ভিতর ।।
তাঁহার শিরেতে এক শৃঙ্গ শোভা ছিল ।
তাই ঋষ্যশৃঙ্গ নাম বিখ্যাত হইল ।।
মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিতে গর্ব্বিত ।
জন্মাবধি তপে তাঁর প্রবৃত্তি নিশ্চিত ।।
সদা বনমধ্যে তিনি করিতেন বাস ।
কখন মনুষ্য সঙ্গে নাহিক সম্ভাষ ।।
একমাত্র পিতাকেই চিনিতেন তিনি ।
তেজের আকর সেই বিভাণ্ডক মুনি ।।
কাজেই অন্তর তাঁর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে ।
সদা অনুষ্ঠিত ছিল জ্ঞান একালেতে ।।
সেই কালে দশরথ-সখা লোমপাদ ।
অঙ্গদেশে আছিলেন মহাপুণ্যপাদ ।।
অঙ্গদেশপতি হয়ে স্বেচ্ছানুসারেতে ।
বড় অত্যাচার সবে একান্ত করাতে ।।
পুরোহিত আদি সব ব্রাহ্মণের গণ ।
করেছিল পরিত্যাগ হেরিয়া দুর্জ্জন ।।
ইহার কারণ ইন্দ্র স্বর্গের ভূপতি ।
তার বাক্যে অনাবৃষ্টি ঘটাইয়া অতি ।।
প্রজাগণে লাগিলেন করিতে পীড়ন ।
তাহাতে ঘটিল রাজ্যে বড় কুঘটন ।।
উপায় না হেরি আর তখন রাজন ।
তপোভাবাপন্ন যত ব্রাহ্মণের গণ ।।
জিজ্ঞাসিল তাঁ সবারে করিয়া যতন ।
রাজ্যেতে নাহিক হয় বিন্দু বরিষণ ।।
ইহার উপায় সবে করিতে হইবে ।
যাতে বৃষ্টি হয় সেই কার্য্য আচরিবে ।।

রাজার শুনিয়া বাক্য বিজ্ঞ বিপ্রগণ ।
আপন আপন যাহা হ'ল বিবেচন ।।
তাহাই প্রকাশ করি রাজার সদনে ।
করিলেন জনে জনে আনন্দিত মনে ।।
তার মাঝে একজন বিজ্ঞ মুনিবর ।
কহিলেন রাজস্থানে বচন উত্তর ।।
হে রাজন কি কহিব তোমার গোচর ।
তুমি অত্যাচার কৈলে ব্রাহ্মণ উপর ।।
এবে সে ব্রাহ্মণগণ হইয়া কুপিত ।
তব পরে হয়েছেন ক্রোধেতে পূর্ণিত ।।
তার প্রতীকার এবে করুন রাজন ।
ঋষ্যশৃঙ্গ নামে আছে মুনির নন্দন ।।
আজন্ম কাননবাসী স্ত্রীভেদ না জানে ।
যত্ন করি আন সেই মুনির নন্দনে ।।
তাঁহারে আনিতে যত্ন কর ওহে রায় ।
হইবে দেশেতে বৃষ্টি কি ভাবনা তায় ।।
রাজা লোমপাদ হেন করিয়া শ্রবণ ।
নিষ্কৃতি লাভের জন্য করিয়া যতন ।।
যত সব বিপ্রগণ আনিয়া ভক্তিতে ।
সন্তোষিত করিলেন সাধু সম্বলিতে ।।
তুষ্ট হয়ে দ্বিজগণ হইল বিদায় ।
হেরি তাহা সর্ব্ব প্রজা প্রফুল্লিত কায় ।।
এরূপ রাজার মতি হইল তখন ।
মন্ত্রীগণে আনাইয়া করিয়া যতন ।।
ঋষ্যশৃঙ্গ আনিবার যুক্তি যাহা সার ।
করিল জিজ্ঞাসা তাহা করি বার বার ।।
সুবুদ্ধি সুধীর তাঁর মন্ত্রীগণ যত ।
আনিবারে ঋষ্যশৃঙ্গে চিন্তি নানামত ।।
শেষে এই কহিলেন নৃপতির কাছে ।
আনিতে সে ঋষ্যশৃঙ্গে এই যুক্তি আছে ।।
চতুরা যদ্যপি হয় বারাঙ্গনাগণ ।
আনিবারে ঋষ্যশৃঙ্গে পাবে সর্ব্বক্ষণ ।।
তাদের পাঠান রায় করিয়া যতন ।
আনি দিতে ঋষ্যশৃঙ্গে আপন সদন ।।
তখনি নৃপতি আজ্ঞা কৈল ভৃত্যগণে ।
আন সব বেশ্যাগণে আমার সদনে ।।
আজ্ঞামাত্র ভৃত্য সব করিয়া গমন ।
তখনি আনিল যত বৃদ্ধ বেশ্যাগণ ।।
রাজা সেই বেশ্যাগণে করি নিরীক্ষণ ।
কহিলেন এই বাক্য তাদের সদন ।।
যে কোন কৌশলে পার করি প্রাণপণ ।
আন ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি মুনির নন্দন ।।
যাহাতে বিশ্বাস মুনি আমাদিগে হয় ।
আচরিবে যত্ন করি সেই কার্য্যচয় ।।

রাজমুখে বেশ্যাগণ হেন কথা শুনি।
শাপ ভয়ে হ'ল সবে ব্যাকুল পরাণী ॥
কি করিবে রাজবাক্য করিতে পালন।
করিল স্বীকার সবে চিন্তি মনে মন ॥
কিন্তু কহিলেন এই নৃপতির প্রতি।
যদি মহারাজ হতে চাহ মনে প্রীতি ॥
আনিব সে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নন্দন।
কিছু উপাদেয় বস্তু কর আহরণ ॥
সেই উপাদেয় বস্তু করিয়া প্রদান।
আনিব সে মুনিপুত্রে তোমা বিদ্যমান ॥
উপাদেয় বস্তু স্বাদ মুনি নাহি জানে।
ভুঞ্জিলে আসিবে সেই লোভের কারণে ॥
নরপতি বেশ্যাদের শুনিয়া বচন।
তখনই নানা বস্তু করি আহরণ ॥
বস্ত্রাদি নির্ম্মিত কত শোভার ভাণ্ডার।
দিল সেই বেশ্যাগণে ভক্তি করি সার ॥
বেশ্যাগণ সেই দ্রব্য করিয়া গ্রহণ।
নানা সাজে সাজি তারা আপনা আপন ।
আনিবারে ঋষ্যশৃঙ্গে করিল গমন।
রূপের ছটায় দীপ্ত হয় ত্রিভুবন ॥
নবীন যৌবনা সবে সেই বেশ্যাগণ।
হেরিলে মুনির মন টলে সর্ব্বক্ষণ ॥
লোমশ কহিল শুন যুধিষ্ঠির রায়।
হেনমতে বেশ্যাগণ হইয়া বিদায় ॥
সুবর্ণনির্ম্মিত এক তরী আরোহিয়া।
তাহাতে সুন্দর এক আশ্রম রচিয়া ॥
নানাবিধ ফল জল মধুর ভূষণে।
রাখিলেক যত্ন করি উদ্দেশ্য সাধনে ॥
কত বৃক্ষ রোপিলেক পুষ্প সমাকীর্ণ।
কত শত গুল্ম লতা পুষ্পগন্ধে পূর্ণ ॥
হেনমতে ঋবিসজ্জা করিয়া সকলে।
চলিল সে বেশ্যাগণ অতি কুতূহলে ॥
অনতি দূরেতে হেরি কাশ্যপ আশ্রম।
তরিগতি রুদ্ধ করি চিন্তে মনে মন ॥
কোন সময়েতে সেই বিভাণ্ডক ঋষি।
যাইবে আশ্রম ত্যজি আনন্দেতে ভাসি ॥
এই সে সুযোগ চিন্তা করিতে লাগিল।
তাহাই অপেক্ষা করি সকলে রহিল ॥
এক দিন বিভাণ্ডক মুনি মহাশয়।
নাহিক আশ্রমে হেরি যত বেশ্যাচয় ॥
দিব্য এক বারাঙ্গনা সুন্দরীর শেষ।
বয়সে অত্যল্প বাক্য মধুর বিশেষ ॥
করিল প্রেরণ তবে মুনি-আশ্রমেতে।
যথা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বসি আনন্দেতে ॥

বেশ্যার কুমারী বেশ্যা রূপে রূপবতী।
আশ্রমে প্রবেশ করি সুশ্রদ্ধায় অতি ॥
হেরি ঋষ্যশৃঙ্গে করি প্রণাম বন্দন।
বসিয়া নিকটদেশে কহিল বচন ॥
হে ঋষি প্রকৃতরূপে বলুন এক্ষণে।
কুশল ত সব এবে তাপসের গণে ॥
ফল আর মূল হয় তাপস-জীবন।
হতেছে ত ভাল রূপ হেথা উৎপাদন ॥
আপনি ত সুখে ঋষি আছ সর্ব্বক্ষণ।
তাপসগণের তপ বৃদ্ধি ত এখন ॥
আপন পিতার তেজ অতীব ভীষণ।
সেইরূপ এখন ত দীপ্ত সর্ব্বক্ষণ ॥
আপনার বেদ প্রতি ভক্তি ত হে ভাল।
সত্য করি কহ ঋষি পরম দয়াল ॥
সম্প্রতি এসেছি আমি তাপস দর্শনে।
হেরিয়া আনন তব অতি সুখী মনে ॥
এত যদি কহিলেক বেশ্যার নন্দিনী।
শ্রবণ করিয়া সেই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ॥
কহিলেন মহাশয় হেরিয়া আপনা।
মহাতেজঃপুঞ্জ বলি এবে গেল জানা ॥
বোধ হয় আপনিই আমার হে মুনি।
অভিবাদনীয় হও নাহি সঙ্গ মানি ॥
অতএব আপনারে ধর্ম্মানুসারেতে।
পাদ্য আদি ফল মূল অর্পিব যত্নেতে ॥
কৃষ্ণাজিন আচ্ছাদিত সুখস্পর্শ অতি।
কুশাসন উপবেতে বসুন সংপ্রতি ॥
হে ব্রহ্মন্ সত্য করি বলহ বচন।
কোথায় আশ্রম স্বীয় হয় নিরূপণ ॥
আপনি যে করেছেন ব্রত অনুষ্ঠান।
দেবতার ন্যায় উহা হয় অনুমান ॥
সে ব্রতের নাম কিবা প্রকাশ করিয়া।
বলুন হে শ্রেষ্ঠ ঋষি শুনি হরষিয়া ॥
এতেক শুনিয়া সেই মুনির বচন।
কহিল চতুরা বেশ্যা তাঁহার সদন ॥
হে ব্রহ্মন্ কি কহিব আশ্রমের কথা।
ত্রিযোজন ঊর্দ্ধে সেই শৈল দীপ্ত যথা ॥
উহার অপর দিকে আমার আশ্রম।
অতি রমণীয় স্থান হেরি হয় ভ্রম ॥
আমার স্বধর্ম্ম এই হয় সর্ব্বক্ষণ।
কারো নাহি করি অভিবাদন গ্রহণ ॥
কার পাদ্যোদক আমি গ্রহণ না করি।
সার ধর্ম্ম এই আমি সদা হে আচরি ॥
এ কারণ আমি মানা করি তব প্রতি।
মোরে অভিবাদন না কর মহামতি ॥

মম অভিবাঞ্ছ তুমি হও সর্ব্বক্ষণ।
মম সম ব্যক্তি হলে করি আলিঙ্গন।।
এই ব্রত আমার হে হয় ঋষিবর।
মিথ্যা নাহি কহি আমি কাহার গোচর।।
এত শুনি ঋষিপুত্র কহিলেন বাণী।
বুঝিয়াছি আপনি হে হও মহাজ্ঞানী।।
তোমার সৎকার আর কিসে হে করিব।
যা আছে তাহাই দিয়া সম্মান রাখিব।।
এত বলি ভল্লাতক আর আমলকী।
করূষক আর ইক্ষু পক্ক ফল দেখি।।
প্রদান করিয়া সেই বারাঙ্গনা প্রতি।
কহিলেন এই খাদ্য ঋষি মহামতি।।
প্রদান করিনু এই ফল সমুদয়।
যাহা ইচ্ছা ভুঞ্জাইয়া তুষহ হৃদয়।।
হাস্য করি বারাঙ্গনা সেই ফলচয়।
দূরেতে নিক্ষেপ করি করিয়া বিনয়।।
অমূল্য সুস্বাদযুক্ত যেই খাদ্য ছিল।
সেই ফল ঋষি-হস্তে প্রদান করিল।।
ঋষ্যশৃঙ্গ সেই ফল করিয়া ভক্ষণ।
একেবারে মহাতৃপ্ত মানিলেন মন।।
কত যে আনন্দযুক্ত হইলেন তাতে।
হেরি বারাঙ্গনা তাঁর ধরিয়া দু'হাতে।।
পুনশ্চ সুস্বাদপূর্ণ যত দ্রব্যচয়।
প্রদানিল ঋষিবরে ভুঞ্জিতে নিশ্চয়।।
আর যে সুরভি মাল্য সমুজ্জ্বল অতি।
তাঁহার গলেতে দিল শোভার মূরতি।।
বিচিত্র বসন দিল করিয়া পিন্ধন।
সুস্বাদু পানীয় দিল তৃষ্ণার কারণ।।
ঋষিসুত মহাসুখে করিলে ভুঞ্জন।
সেই কালে বারাঙ্গনা করিয়া যতন।।
আমোদ প্রমোদ হাস্য আর পরিহাস্য।
করিতে লাগিল কত চন্দ্র যিনি আস্য।।
কন্দুক লইয়া করে হয়ে অবনত।
করিতে লাগিল কেলি আশ্রমে নিয়ত।।
কখন বা গাত্রে গাত্রে করয়ে স্পর্শন।
কখন বা আলিঙ্গনে হরে তাঁর মন।।
কখন বা তিলকাদি পরাইয়া দিয়া।
দেখায় আপন মুখ ভ্রুকুটী করিয়া।।
কখন বা ভঙ্গ করি বৃক্ষশাখাচয়।
আবরিত করি মুখ রাখে সমুদয়।।
কখন মানের ভরে হইয়া মগন।
আধ আধ বাক্যে হরে ঋষিসুত-মন।।
এইরূপ নানা ক্রীড়া করিতে করিতে।
যখন সে ঋষিসুতে পাইল দেখিতে।।

হয়েছে বিকৃতচিত্ত মত্তের আকার।
সেই কালে বারাঙ্গনা চাতুরীর সার।।
ঘন ঘন আলিঙ্গন করিয়া প্রদান।
ঘন ঘন হানে তাহে কটাক্ষের বাণ।।
অগ্নিহোত্র ব্যপদেশে সে স্থান হইতে।
প্রস্থান করিল ধনী ভয়ভীত চিতে।।
ঋষিসুত একেবারে মদমোত্ত হয়ে।
আর সেই রমণীরে চক্ষে না হেরিয়ে।।
একেবারে হয়ে তিনি বিচেতন প্রায়।
ত্যাগ করি দীর্ঘ শ্বাস ব্যাকুলিত কায়।।
তাহারই চিন্তার্ণবে হইল মগন।
অশ্রুজল পড়ি ভাসে যুগল নয়ন।।
হেনকালে বিভাণ্ডক নামে ঋষিবর।
সিংহ সম পিঙ্গলাক্ষ তেজে দীপ্তকর।।
আপন আশ্রমে আসি দিলেন দর্শন।
দিনান্তে এলেন মুনি তপে ক্লিষ্ট মন।।
হেরিলেন পুত্র প্রতি করি নিরীক্ষণ।
ঋষ্যশৃঙ্গ একান্তেতে হইয়া মগন।।
বসিয়াছে এক স্থানে পাগলের প্রায়।
ঘন ঘন ঊর্দ্ধ দৃষ্টে সতত্ই চায়।।
না সরে মুখেতে বাক্য ভাষে গদ গদ।
দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে সদা অবসাদ।।
ঋষিবর হেন ভাব পুত্রের দেখিয়া।
কহিল পুত্রের প্রতি মিষ্ট সম্ভাসিয়া।।
কেন বৎস আজি তুমি হয়ে বিস্মরণ।
কর নাই ফল মূল কিছু আহরণ।।
কিসের নিমিত্ত তুমি অগ্নিহোত্র ক্রিয়া।
কর নাই সম্পাদন কহ বিশেষিয়া।।
কিসের নিমিত্ত তুমি স্রুক আদি সব।
নির্ম্মলতা কর নাই আছ নিরুৎসব।।
কিসের নিমিত্ত তুমি হোমীয় ধেনুকে।
করিয়াছ পীতবৎসা বলহ আমাকে।।
তোমাকে হেরিয়া আজি পূর্ব্বের মতন।
কিছুতেই বোধ নাহি হয় অনুক্ষণ।।
তোমাকে দেখি যে আজি দীনের মতন।
বিষম চিন্তায় যেন রয়েছ মগন।।
কহ পুত্র সবিশেষ করিয়া কীর্ত্তন।
আশ্রমে কি এসেছিল অন্য কোন জন।।
ঋষ্যশৃঙ্গ পিতৃমুখে হেন বাক্য শুনি।
কহিলেন পিতৃপদ বন্দিয়া দুখানি।।
হে দেব কি কব আর তব সমক্ষেতে।
এসেছিল এক ঋষি এই আশ্রমেতে।।
নাতিখর্ব্ব নাতিদীর্ঘ শিরে জটাভার।
এসেছিল ঋষিবর ব্রহ্মচারী সার।।

তাঁহার সে দিব্য কান্তি করিয়ে দর্শন।
দেবতা বলিয়া ভ্রম হয় অনুক্ষণ ॥
তাঁহার অঙ্গের বর্ণ স্মুবর্ণ সমান।
লোচন পদ্মের স্থায় স্নিগ্ধ প্রভামান॥
মনোহর অঙ্গজ্যোতি সূর্য্যদীপ্তি প্রায়।
মস্তকেতে জটাভার কি কব কথায় ॥
স্বর্ণ রজ্জু সুগ্রথিত দীর্ঘাকার অতি।
কি কব জটার কথা ঝুলে পড়ে ক্ষিতি ॥
কণ্ঠেতে বিদ্যুৎ প্রভা আলবাল সব।
রহিয়াছে লম্বমান শোভার উৎসব ॥
বক্ষঃস্থলে লোমহীন বর্ত্তুল সমান।
দুটী মাংসপিণ্ড শোভে হেরি হরে জ্ঞান ॥
কটিদেশ অতি ক্ষীণ শোভার মাধুরী।
হেরিয়া হয়েছে চিত্ত অধৈর্য্য আমারি ॥
তাঁর মনোহর চারু মধ্যদেশ হতে।
আমার মেখলা সম মেখলা অঙ্গেতে ॥
তাহার যে কত শোভা না হয় বর্ণন।
যেন চন্দ্রকলা প্রায় হতেছে শোভন ॥
চরণ দ্বয়েতে এক বস্তু শোভা পায়।
তাহার শব্দেতে প্রাণ সদা মোহ যায় ॥
করদ্বয়ে আমাদের অক্ষমালা প্রায়।
কূজিত কলাপদ্বয় বদ্ধ দেখা যায় ॥
তিনি যবে কর কিম্বা পাদপদ্মদ্বয়।
সঞ্চালন করি যান ওহে মহাশয় ॥
তখন তাঁহার করে নিবদ্ধ কলাপ।
চরণেতে বস্তু যেই নিবারে সন্তাপ ॥
সরোবরে যেন সব মরালের কুল।
কলরব করি যায় শব্দে প্রাণাকুল ॥
তাঁর চীরবস্ত্র শোভা কি বলিব আর।
মম পরিধানে যেই চীর অনিবার ॥
ইহার সহস্র গুণে সেই চীর শোভে।
দর্শন করিতে মন সততই লোভে ॥
তার মুখে যেইকালে নিঃসরে বচন।
আহ্লাদেতে মন প্রাণ মোহে সর্ব্বক্ষণ ॥
এমন মধুর স্বর কখন না শুনি।
স্বর নয় যেন সেই কোকিলের ধ্বনি ॥
কি আর কহিব পিতঃ তব শ্রীচরণে।
তাঁহার সে মুখে বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ॥
একেবারে মন প্রাণ হয়েছে ব্যাকুল।
ধৈর্য্য না ধরিতে পারি সদাই আকুল ॥
যেমন বসন্তকালে কানন সকল।
গন্ধে আমোদিত করে জল কিম্বা স্থল ॥
সেইরূপ ব্রহ্মচারী সমীরণ চীনে।
গন্ধেতে মোহিত কৈল সমস্ত বিপিনে ॥
তাঁহার শিরের জটা ললাট ভাগেতে।
হেনরূপে রাখিয়াছে বঙ্কিম ভাবেতে ॥
মধ্যদেশ দ্বিভাগেতে হয় শোভমান।
হেরিলে তাহার শোভা হত হয় প্রাণ ॥
কর্ণেতে বিচিত্র বস্তু বিদ্যুৎ আকার।
শোভিতেছে বক্রভাবে কিবা শোভা তার ॥
যখন সে ব্রহ্মচারী দক্ষিণ হস্তেতে।
কতগুলি বৃত্তাকার ফল সযত্নেতে ॥
গ্রহণ করিয়া ভূমে ফেলি বারম্বার।
নিক্ষিপ্ত ও উৎপতিত করে অনিবার ॥
বাতাহত তরু সম ঘূর্ণিত হইয়া।
করিতে লাগিল কত নানা মত ক্রিয়া ॥
তখনি দেখিনু দেব কুমার সমান।
হেরিয়া তাহারে মম মুগ্ধ হ'ল প্রাণ ॥
সেইকালে মন প্রাণ তাঁহারই করে।
অর্পণ করিনু আমি কি কব গোচরে ॥
তিনি যেইকালে মোরে দিয়া আলিঙ্গন।
আমার শিরের জটা করিয়া গ্রহণ।
আমার মস্তক অবনামিত করিয়া।
তাঁহার বদনপদ্ম মম মুখে দিয়া ॥
যেই শব্দ করিলেন করিয়া যতন।
তাতেই আমার মন নিল সেই জন ॥
আমি পিতঃ তাঁহারই সেবার কারণে।
ফল পাদ্য আহরণ করিনু যতনে ॥
তিনি তাহা ভক্তি করি গ্রহণ না করি।
বরঞ্চ আমারে পিতা সমাদর করি ॥
তাঁর সংগৃহীত ফল লইয়' যতনে।
দিলেন আমার করে ভুঞ্জন কারণে ॥
সেই কালে এইমাত্র কহিল বচন।
আমাদের ব্রত এইরূপ নিরূপণ ॥
আমি গো তাঁহার সেই প্রদানিত ফল।
একে একে খাইলাম জানিবে সকল ॥
সেই সব ফল পিত এ ফলের মত।
কখনই নাহি হয় জানিবে সতত ॥
ত্বক্ কি সারত্ব স্বাদে সব ভিন্নাকার।
এখনো ভুলিতে নারি তাহার যে তার ॥
কি কব গো সেই ফল ভুঞ্জনের পরে।
যেই জল প্রদানিল পিপাসার তরে ॥
সেই জল পান করি তখন ভাবিনু।
স্বর্গের অধিক সুখ ইহাতে লভিনু ॥
সেকালে এ ধরা কম্পমান গো বলিয়া।
হইতে লাগিল জ্ঞান জ্ঞানবুদ্ধি গিয়া ॥
তিনিই গো এই স্থানে পট্টসূত্রে গাঁথা।
সুন্দর মালতী মাল্য ছড়ায়ে সর্ব্বথা ॥

প্রস্থান করিয়াছেন আপন আশ্রমে।
তাঁর লাগি মম মন না রহে আশ্রমে॥
নিতান্ত বিকল চিত্ত তাঁহার কারণ।
সদত করিছে মন তাঁর অন্বেষণ॥
এমন কি হেন মন হয়েছে আমার।
তাঁহার সমীপে শীঘ্র হই আগুসার॥
নতুবা আমার ইচ্ছা এই অনিবার।
তিনিই সদত রন নিকটে আমার॥
হে পিতঃ করুণা করি বলুন এখন।
তাঁহার সে ব্রহ্মচর্য্য ধরম কেমন॥
তিনি যেইরূপ তপ করেন যতনে।
মম ইচ্ছা করি তাহা তাঁহার সদনে॥
সেরূপ করিতে তপ আমি অভিলাষী।
কহিনু চরণে পিতঃ সকল প্রকাশি॥
তাঁহার দর্শনাভাবে মম প্রাণ মন।
একান্তই উৎকণ্ঠিত জেন সর্ব্বক্ষণ॥
শুনিয়া পুত্রের কথা বিভাণ্ডক ঋষি।
কহিল মধুর বাক্য পুত্রেরে সম্ভাষি॥
বালক স্বভাব তব কিছু নাহি জ্ঞান।
এই যে কানন হয় মহাভয় স্থান॥
আমাদের তপোবিঘ্ন করিবার তরে।
ভ্রময়ে রাক্ষসগণ মায়ারূপ ধরে॥
অগ্রেতে তাহারা আসি আশ্রম-ভবন।
নানারূপে তোষে সব মুনিগণ-মন॥
তৎপরে হইলে মুগ্ধ মুনিগণ মন।
দূরেতে লইয়া যায় দিয়া প্রলোভন॥
একাকী বনের মধ্যে যেই কালে পায়।
তখনি দুর্জ্জয় মূর্ত্তি ধরে নিজকায়॥
যেই সনাতন ধর্ম্ম ঋষিরা আচরে।
তাহা হতে ভ্রষ্ট করি যে কোন প্রকারে॥
একেবারে অধঃপথে করে নিক্ষেপণ।
এইরূপ তাহাদের হয় আচরণ॥
ইহা জানি বনবাসী যত মুনিগণ।
কখন তাদের কথা না করে শ্রবণ॥
তাদের উদ্দেশ্য মাত্র এই বাছাধন।
কাননেতে বসে যত তাপসের গণ॥
কৌশলে বিপদে সবে করি নিক্ষেপণ।
হেরয়ে কৌতুক সদা হয়ে হৃষ্টমন॥
সেই সে কারণে পুত্র যত ঋষিগণ।
তাদের সে মায়া কভু না করে দর্শন॥
তাহাদের সুধাময় মহা পাপকারী।
সুরভির মালা যাহা সদা মনোহারী॥
তাপসের যোগ্য তাহা কখনই নয়।
গ্রহণ করিলে তপোধর্ম্ম নষ্ট হয়॥

তাহারা কখন পুত্র নহে ব্রহ্মচারী।
তাহারা রাক্ষস হয় মহা মায়াধারী॥
বিভাণ্ডক ঋষি এইরূপে পুত্রধনে।
নিষেধ করিয়া রাখি আশ্রম ভবনে॥
বেশ্যাগণ অন্বেষিতে করিল গমন।
খুঁজিলেন তিন দিন করিয়া যতন॥
কিছুতে তাদের নাহি পেয়ে দরশন।
পুনঃ আসি স্ব আশ্রমে কৈল প্রবেশন॥
বিভাণ্ডক ঋষি আসি আশ্রম ভবনে।
ফল অন্বেষণ হেতু গেলেন কাননে॥
বেশ্যাগণ এই তথ্য করিয়া সন্ধান।
পুনশ্চ আশ্রম দিকে হ'ল ধাবমান॥
বসেছিল ঋষিপুত্র হয়ে ম্রিয়মন।
যেমন হেরিল সেই গণিকা মোহন॥
অমনই সসম্ভ্রমে করি গাত্রোত্থান।
কহিলেন এই পাদ্য সুধার সমান॥
হে ব্রহ্মন কিবা দয়া অধীনের প্রতি।
এসেছেন ভাল কালে দেখে হ'ল প্রীতি॥
ফল হেতু পিতৃদেব গেছে দূর বন।
এই বেলা এই কার্য্য করুন ব্রহ্মন॥
লও মোরে সঙ্গে করি করিব গমন।
তোমার আশ্রম হেরি জুড়াইব মন॥
এত বেগে দুই জনে করিব গমন।
আসি পিতা যেন নাহি পান দরশন॥
চতুরা সে বারনারী শুনিয়া বচন।
একেবারে হইলেক আনন্দে মগন॥
ক্ষণমাত্র আর তথা বিলম্ব না করি।
তুলিলেক ঋষিসুতে নৌকার উপরি॥
নৌকাপরে ঋষিসুতে তুলিয়া যতনে।
তাঁহার মনের তুষ্টি সাধি প্রাণপণে॥
কত মত কেলি সবে করিতে লাগিল।
ঋষিসুত একেবারে বিভোল হইল॥
এদিকে তরণী বেগে করি সঞ্চালন।
উত্তরিল অঙ্গদেশে রাজার সদন॥
বেশ্যাগণ সেই স্থানে কৌশল করিল।
পরম আশ্রম এক তথা বিরচিল॥
রাজার সাহায্যে সেই বন হ'ল শোভা।
কি আর কহিব তাহা নয়নের লোভা॥
তথায় ঋষির সুতে করি আনয়ন।
দেখাইল বেশ্যাগণ আশ্রম ভবন॥
রাজার ভবন মধ্যে সে বন রচিল।
যেইকালে ঋষিবর তাহে প্রবেশিল॥
অমনি গর্জ্জন করি জলধরগণ।
মুষল ধারায় বৃষ্টি কৈল আরম্ভণ॥

দেখিতে দেখিতে ধরা জলে পূর্ণ হ'ল।
প্রজাগণ মহানন্দে ভাসিতে লাগিল ॥
নৃপতি প্রথমে তাহা করি নিরীক্ষণ।
একেবারে হইলেন আনন্দে মগন ॥
কিসে তুষিবেন সেই ঋষিবর মন।
হেনরূপ চিন্তা তিনি করি মনে মন ॥
শান্তা নাম্নী রূপবতী তনয়া আছিল।
সেই কন্যা ঋষিবরে যতনে অর্পিল ॥
আর কার্য্য করিলেন রাজন তখন।
যেই বিভাণ্ডক মুনি তেজে হুতাশন ॥
তাঁহার ক্রোধের শান্তি করণ কারণ।
আসিবার পথ যাহা ছিল নিদর্শন ॥
সেই পথে গো কৃষক পশু আদি করি।
রাখিয়া যতন করি সবের উপরি ॥
এই কথা কহিলেন আপনি রাজন।
বিভাণ্ডক ঋষি যবে দিবেন দর্শন ॥
নেত্রানলে দগ্ধ প্রায় সকলে হইবে।
সেইকালে সকলেতে এ কথা কহিবে ॥
হে ঋষি কোপের শান্তি করিয়ে এক্ষণ।
শ্রবণ করুন মোরা হই কোন জন ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ নামে যেই ঋষির নন্দন।
তিনিই গো হেথাকার হয়েন রাজন ॥
তাঁহারই অধিকৃত আমা সবে হই।
তাঁর কার্য্য করি সবে সদাকাল রই ॥
সে সম্পর্কে আমরাও তব দাস হই।
আজ্ঞা কর কিবা কার্য্য করিব গোঁসাই ॥
এইরূপ তাহা সবে কহিয়া বচন।
রহিল রাজ্যেতে রায় হয়ে হর্ষমন ॥
হেথা বিজ্ঞতম ঋষি ফল আহরিয়া।
আসিলেন আশ্রমেতে উত্তপ্ত হইয়া ॥
না করি আশ্রম মধ্যে পুত্রকে দর্শন।
বাহিরায় অন্বেষিতে পুত্রের কারণ ॥
খুঁজিলেন কত বন করি প্রাণপণ।
কিছুতে না হ'ল যবে পুত্র দরশন ॥
তখন তাঁহার অঙ্গ ক্রোধেতে পূরিল।
সমস্ত শরীরে লোম শিহরি উঠিল ॥
তখনি করেন তিনি মনে অনুমান।
কৌশলে হরিল নৃপ আমার সন্তান ॥
অঙ্গদেশ-অধিপতি লোমপাদ রায়।
সেই কৈল এই কার্য্য জ্ঞানেতে বুঝায় ॥
দেখিব দেখিব সেই রাজারে এখন।
করিব তাঁহার রাজ্য এখনি ধ্বংসন ॥
এত কহি মুনিবর ক্রোধেতে পূরিয়া।
লোমপাদ রাজ্যমুখে চলিল ধাইয়া ॥

পথিমধ্যে শ্রান্তি আর ক্ষুধার কারণ।
সেই লোমপাদ-স্থিত ছিল যত জন।
তাদের নিকটে ঋষি হ'ল উপনীত।
হেরিয়া তাঁহাকে তারা হয়ে শ্রদ্ধান্বিত ॥
অতিশয় করি ভক্তি নানা উপহারে।
তুষিলেক ঋষিবরে আতিথি সৎকারে ॥
ঋষি তথা ভূপতির সদৃশ হইয়া।
যাপিল যামিনী সেই আনন্দ মানিয়া ॥
অনন্তর মহাঋষি মহাপ্রীতি মানি।
জিজ্ঞাসিল তাহাদিগে এই মাত্র বাণী ॥
ওহে সব গোপগণ কহ পরিচয়।
সত্য করি কহ এই দেশ কার হয় ॥
তাহারা বিনয় করি অতীব যতনে।
এইমাত্র কহিলেক ঋষির চরণে ॥
ওহে বিজ্ঞ তপোধন কি কহিব আর।
আপন পুত্রের এই হয় অধিকার ॥
তব পুত্র-দাস মোরা হই অনুক্ষণ।
প্রকৃত বচন এই করুন শ্রবণ ॥
ঘোষগণ-মুখে ঋষি হেন কথা শুনি।
একেবারে হইলেন সুশীতল প্রাণী ॥
তাহার সে উগ্রকোপ সব দূরে গেল।
সর্ব্বতোভাবেতে ঋষি প্রকৃতিস্থ হ'ল ॥
আর তিনি তথাকারে বিলম্ব না করি।
যথা লোমপাদরাজ্য চম্পা সে নগরী ॥
ক্ষণেক মধ্যেতে তথা করিয়া গমন।
অঙ্গরাজ সহ কৈল সাক্ষাৎ দর্শন ॥
লোমপাদ মহারাজ ঋষিপদ হেরি।
একেবারে অকূলেতে লভি যেন তরী ॥
বিনয় সৎকার বহু করিয়া চরণে।
তুষিলেন ঋষিবরে পূর্ণানন্দ মনে ॥
ঋষিবর মহাতুষ্ট হইয়া তাহাতে।
হেরিলেন পুত্রমুখ মহা আনন্দেতে ॥
দেখেন তনয় নিজ নরনাথ প্রায়।
গ্রাম রাজ্য ধন প্রাণ লয়ে সমুদায় ॥
করিছে বিরাজমান বধূর সহিত।
বধূর রূপেতে হয় জগৎ মোহিত ॥
তাহা হেরি তাঁর ক্রোধ সব নিবর্ত্তিল।
নৃপ প্রতি তুষ্ট হয়ে পুত্রেরে কহিল ॥
থাক পুত্র এই স্থানে কর অবস্থান।
আমি করিলাম এবে স্বস্থানে প্রস্থান ॥
কিছুকাল এই স্থানে করি অবস্থান।
অবশেষে আশ্রমেতে করিবে পয়াণ ॥
এত বলি ঋষিবর সন্তুষ্টি মানিয়া।
চলেন আপনাশ্রমে পুলকে রাখিয়া ॥

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির নন্দন।
কিছুকাল রহে সুখে রাজার ভবন ॥
অবশেষে পিতৃ-আজ্ঞা করিয়া স্মরণ।
পত্নী সহ আশ্রমেতে করেন গমন ॥
শুদ্ধমতি শান্তাকন্যা লভি সাধু পতি।
সেবিতে লাগিল পদ মহানন্দ মতি ॥
রোহিণী যেমন পতি চন্দ্রকে লভিয়া।
সদানন্দে কাল হরে শ্রীপদ সেবিয়া ॥
বশিষ্ঠের পত্নী যেন অরুন্ধতী সতী।
পতিপদ সেবা করি আনন্দিত মতি ॥
অগস্ত্যের পত্নী যেন লোপামুদ্রা সতী।
পতিপদ সেবা করি সদা স্থিরমতি ॥
দময়ন্তী নলভার্য্যা যেমন প্রকার।
পতিপদ এ ভবেতে করিলেন সার ॥
ইন্দ্রের মহিষী যেন শচীদেবী হন।
সেইরূপ ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার মিলন ॥
ওহে যুধিষ্ঠির রায় করুন শ্রবণ।
সেই ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রম শোভার মোহন ॥
এই মহাহ্রদ সীমা প্রদীপ্ত করিছে।
মহাতীর্থ এই স্থানে মানস মোহিছে ॥
এই তীর্থে করি স্নান সর্ব্বপাপ হবি।
অন্য অন্য তীর্থে বায় ভ্রম ঘুরি ফিরি ॥
এমন পরমতীর্থ আর নাহি হয়।
ইহাতে করিলে স্নান সর্ব্বপাপ ক্ষয় ॥

টী (১৪) পৃ ৮৫—এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে জামদগ্নোর বিবরণ বর্ণিত আছে, কাশীদাসী ভারতে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য উহার অনুবাদ এই স্থানে প্রকাশিত করিলাম।

কহিল বৈশম্পায়ন মুনি মহাশয়।
শুনহ রাজন কহি ভারত বিষয় ॥
ভ্রাতৃগণ সহ মিলি রাজা যুধিষ্ঠির।
চলিল মহেন্দ্র গিরি উচ্চ যার শির ॥
একরাত্র মাত্র তথা করি অবস্থান।
সেখানে আছিল যত তাপস প্রধান ॥
৮ সকলেরে বিধিমতে করেন সম্মান।
মহর্ষি লোমশ অতি হয়ে শ্রদ্ধাবান ॥
অঙ্গিরা বশিষ্ঠ ভৃগু কশ্যপ সদনে।
যুধিষ্ঠির-পরিচয় কহিল আপনে ॥
রাজঋষি যুধিষ্ঠির হয়ে শ্রদ্ধান্বিত।
সকলের পাদপদ্ম করিয়া বন্দিত ॥
অকৃতব্রণ নামিত রাম অনুচরে।
সবিনয়ে জিজ্ঞাসিল যোড় হস্ত করে ॥

বলুন হে মহাধীর হয়ে দয়াবান।
ধীমান পরশুরাম করুণা-নিধান ॥
কোন দিনে সেই প্রভু তাপস সঙ্গেতে।
আসিবেন এই স্থানে সাক্ষাৎ করিতে ॥
আমার বাসনা এই শুন মহাশয়।
সেই যোগে হেরি আমি তাঁর পদদ্বয় ॥
কহিল অকৃতব্রণ শুনহ রাজন।
আপনি যে এই স্থানে কৈলে আগমন ॥
আপন প্রভাবে রাম ওহে মহাশয়।
এতক্ষণ হয়েছেন বিদিত নিশ্চয় ॥
আপনাতে তাঁর প্রীতি আছে অতিশয়।
বোধ করি এই হেতু ওহে মহাশয় ॥
এখনি আসিয়া তিনি আপন ইচ্ছায়।
দরশন দিয়া তুষ্ট করিবে তোমায় ॥
তাপসেরা চতুর্দ্দশী আর অষ্টমীতে।
তাঁহাকে দর্শন করি হর্ষ পান চিতে ॥
কল্যই হইবে সেই চতুর্দ্দশী তিথি।
দেখা দিতে আসিবেন মনে হবে প্রীতি ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন করিয়া বিনয়।
রাম প্রিয়পাত্র তুমি জানি যে নিশ্চয় ॥
এ কারণ আপনিও ওহে মহাশয়।
অতীত বৃত্তান্ত যত জ্ঞাত সমুদয় ॥
সে কারণ এই কথা জিজ্ঞাসি আপনে।
বলুন হে কৃপা করি আমার সদনে ॥
যত সব ক্ষত্রগণ জন্মিল ধরায়।
কিরূপে বা কি কারণে তারা সমুদয় ॥
ভগবান রাম-হস্তে হ'ল পরাজিত।
বলুন তাহার কথা হইব বিদিত ॥
যুধিষ্ঠির-মুখে শুনি এ হেন বচন।
কহিল অকৃতব্রণ শুনহ রাজন ॥
আমি ভৃগুবংশজাত পরশুরামের।
হৈহয়াদি পতি আর সে কার্ত্তবীর্য্যের ॥
আচার্য চরিত্র যাহা হয় সুনিশ্চয়।
তাহাই কীর্ত্তন করি শুন সমুদয় ॥
কার্ত্তবীর্য্য ভূপতির বিক্রম অপার।
আছিল সহস্রবাহু অতি শোভাধার ॥
তিনি দত্তাত্রেয় দত্ত বর প্রভাবেতে।
কাঞ্চন বিমান পরে চড়ি আনন্দেতে ॥
সসাগরা এ ধরাকে কৈল করতল।
তাহার রথের জ্যোতিঃ পরম উজ্জ্বল ॥
সেই রথে কার্ত্তবীর্য্য করি আরোহণ।
বরের প্রভাবে সেই মহা যশোধন ॥
চতুর্দ্দিকে দেব যক্ষ ঋষি আদি সবে।
পীড়া দিতে লাগিলেক মনের উৎসবে।

তখন মহর্ষি আদি দেবগণ সবে।
পীড়ায় পীড়িত হয়ে অতি নিরুৎসবে॥
অসুর নিধনকারী শ্রীমধুসূদনে।
করিলেন নিবেদন বিনয় বচনে॥
হে হরি বিপদহারী হয়ে দয়াবান।
দুরাচার কার্ত্তবীর্য্য বলে বলবান॥
নিজ বীর্য্য প্রকাশিয়া সংহার করিয়া।
তাহারে সংহার করি তুষ্ট করহিয়া॥
কি আর কহিব হরি তোমার সদন।
দিব্য বিমানেতে তুষ্ট করি আরোহণ॥
স্বর্গের অধিপ সেই দেবেন্দ্রকে বলে।
করিয়াছে পরাভব অতি কুতূহলে॥
হেন বাক্য নারায়ণ করিয়া শ্রবণ।
মিলিয়া ইন্দ্রের সহ করেন মন্ত্রণ॥
তাহার বিনাশে যাহা যুক্তি হ'ল সার।
হরি তাহা সাধিবারে করি আগুসার॥
অতি রমণীয় সেই বদরিকাশ্রমে।
করিলেন প্রবেশন তিনি ক্রমে ক্রমে॥
আছিলেন কান্যকুব্জ দেশে এক রাজা।
অপার বিক্রমশালী উড়ে কীর্ত্তিধ্বজা॥
গাধি মহারাজ বলি তাঁহার আখ্যান।
সকল বিষয়ে তিনি পূর্ণ-মনস্কাম॥
তিনিও হে সেইকালে যুধিষ্ঠির রায়।
কাননে করিল গতি হয়ে হৃষ্টকায়॥
কিন্তু ওহে মহাশয় সেই সে কালেতে।
আসিলেন মহারাজ কানন মধ্যেতে॥
সেইকালে তাঁর এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী।
জনম লভিল কন্যা ধরার উপরি॥
কিছু দিন পরে সেই কন্যার বদন।
হেরিয়া ভার্গব ঋষি অভিলাষী হন॥
কন্যা অভিলাষী হয়ে গাধিরাজ স্থানে।
যাচিলেন সেই কন্যা যথার্থ বিধানে॥
এ কথা শ্রবণ করি গাধি নরপতি।
কহিলেন সবিনয়ে ভার্গবের প্রতি॥
ওহে তপোধন শুন আমার বচন।
এ কন্যা তোমারে দিতে সর্ব্বক্ষণ মন॥
কিন্তু ওহে ঋষিবর কন্যা সম্প্রদানে।
মম পূর্ব্ব পুরুষের যা আছে বিধানে॥
তাহাই শ্রবণ কর করি বিজ্ঞাপন।
যদি কন্যা লাভে তব একান্তই মন॥
আমাদের বংশে যত কন্যা দান হয়।
তাহার বিষয়ে এই আছয়ে নিশ্চয়॥
অভ্যন্তর রক্তবর্ণ বহির্ভাগ শ্যাম।
হেন বর্ণ সমন্বিত মহা বেগবান॥
পাণ্ডু কলেবর হয় ঘোটক হাজার।
শুল্করূপে লই অশ্ব নিয়ম আমার॥
তাহাই গ্রহণ করা হয় সর্ব্বক্ষণ।
কি করিব এইরূপ বংশের নিয়ম॥
কিন্তু আমি সেই শুল্ক আপনার স্থান।
যাচিঞা করিতে নারি ওহে মতিমান॥
অথচ তোমাকে দিতে সে কন্যা রাজন।
অতিশয় হইয়াছে আমার মনন॥
কহিল ভার্গব শুন বচন রাজন।
আছে যেই পূর্ব্বাপর প্রথা নিরূপণ॥
অবশ্যই তাহা আমি অর্পণ করিয়া।
লভিব নন্দিনী তব সন্তুষ্ট হইয়া॥
আপনি আমাকে সেই কন্যা মহাধন।
ত্বরিত করিয়া রাজা করহ অর্পণ॥
এই কথা কহি তথা ভার্গব আপনি।
অশ্বের উদ্দেশে গতি করিল তখনি॥
ক্রমেতে বরুণপুরে প্রবেশ করিল।
বরুণে সাক্ষাৎ করি কহিতে লাগিল॥
শুন ওহে জলপতি আমার বচন।
মম পরিণয় কথা হ'ল নির্দ্ধারণ॥
তাহাতে শুল্কার্থ যাহা দিতে হবে মোরে।
কহি আমি সেই কথা প্রকাশি তোমারে॥
অভ্যন্তর রক্তবর্ণ বহির্ভাগ শ্যাম।
হেন বর্ণ সমন্বিত মহা বেগবান॥
পাণ্ডু কলেবর হয় ঘোটক হাজার।
শুল্করূপে দিতে হবে শুন গুণাধার॥
তাহা প্রদানিতে মোরে হবে মহাশয়।
সেইরূপ অশ্ব মোরে হইয়া সদয়॥
শীঘ্র করি আনি দেহ থাকিতে না পারি।
করিতে হইবে গতি অতি শীঘ্র করি॥
ভার্গবের হেন বাক্য শুনিয়া বরুণ।
অবিলম্বে হয়ে তিনি প্রফুল্লিত মন॥
আনিয়া দিলেন অশ্ব সেরূপ প্রকার।
অশ্ব লভি ঋষিবর হ'ল আগুসার॥
ওহে মহারাজ শুন আমার বচন।
যেখানে উৎপন্ন হ'ল সেই অশ্বগণ॥
সেই সব স্থান খ্যাত অশ্বতীর্থ বলি।
সুবিখ্যাত হ'ল সদা শুন মহাবলী॥
তৎপরে বিবাহকাল হ'ল উপনীত।
পরস্পর দেবগণ হইয়া মিলিত॥
বরযাত্রী রূপে সবে হ'ল উপনীত।
হেরি গাধিরাজ মনে হয়ে শ্রদ্ধান্বিত॥
সকলের করিলেন সম্মান পূজন।
পরেতে সেরূপ অশ্ব করিয়া গ্রহণ॥

আপনার কন্যা সেই পরমা রূপসী।
ভার্গবেরে প্রদানিল হর্ষনীরে ভাসি ॥
কান্যকুব্জ দেশে সেই ভাগীরথী তীরে।
কন্যা লয় ঋষিবর হরিষ অন্তরে ॥
করিল প্রস্থান পরে হয়ে আনন্দিত।
শুন তদন্তর কথা হয়ে শ্রদ্ধান্বিত ॥
সুরূপা রমণী লাভ করিয়া ভার্গব।
প্রণয়ে পরম সুখে করেন উৎসব ॥
স্বেচ্ছা অনুসারে তিনি যেখানে সেখানে।
বিহার করিয়া ভ্রমে আনন্দ বিধানে ॥
এই অবসর কালে ভৃগু ঋষিবর।
তথা আসি উত্তরিল সহর্ষ অন্তর ॥
হেরি বধূ সহ পুত্র-মুখ-সুধাকর।
ত্যজিলেন সর্ব্ব দুঃখ হরিষ অন্তর ॥
ভার্গব সে সুরগণ-বন্দিত ঋষিরে।
প্রত্যক্ষ দর্শন করি ভাসে সুখনীরে ॥
যথাযথ বিধানে করি অর্চ্চন পূজন।
তাঁর সন্নিধানে আসি বসিল দুজন ॥
ভৃগু তাহে মহাহৃষ্ট হইয়া আপনে।
স্নুষাকে কহেন তিনি এই সম্বোধনে ॥
হে বৎসে তোমার মুখ নিরীক্ষণ করি।
হইয়াছি অতি প্রীত কহিবারে নারি ॥
এক্ষণেতে বর তুমি করহ যাচন।
প্রদান করিয়া হই আনন্দিত মন ॥
সত্যবতী মনে মনে আছিল দুঃখিত।
পুত্রহীন মাতা বলি সদাই তাপিত ॥
অগ্রেতেই তাহা তিনি করিল যাচন।
হোক জননীর পুত্র করি এ প্রার্থন ॥
সতীমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভৃগুমুনি হয়ে তাহে আনন্দিত মন ॥
কহিলেন সতী প্রতি এই সে বচন।
শুন সতী এই বর করিনু অর্পণ ॥
তুমিও তোমার মাতা যেই সে কালেতে।
করিবে গো ঋতুস্নান পরম হর্ষেতে ॥
সেইকালে উভয়ের এই নিরূপণ।
পৃথক পৃথক বৃক্ষে দিবে আলিঙ্গন ॥
তুমি উড়ুম্বর বৃক্ষে দিবে আলিঙ্গন।
তোমার জননী দিবে অশ্বত্থে তখন ॥
আর আমি যেই চরু প্রদানিয়া যাই।
তোমরা গো উভয়েই খাইবেক তাই ॥
এ অতি দুর্লভ বস্তু কি কহিব সতী।
বিশ্ব অন্বেষণ করি মনে পেয়ে প্রীতি ॥
করিয়াছি এই চরু প্রস্তুত আপনে।
অবশ্য হইবে পুত্র ইহার ভক্ষণে ॥
যতনে গ্রহণ কর হয়ে শ্রদ্ধাবান।
অবশ্য হইবে ইথে সন্তান মহান ॥
এত বলি ঋষিবর সে স্থান হইতে।
হইলেন অন্তর্হিত মন-আনন্দেতে ॥
এখানে ভার্গবপত্নী আর তাঁর মাতা।
যেইকালে হইলেন দোঁহে ঋতুস্নাতা ॥
ঋষিবর যেই আজ্ঞা করিল অর্পণ।
বিপরীত দুই জন্য করে আচরণ ॥
আলিঙ্গন কৈল মাতা বৃক্ষেতে কন্যার।
কন্যা আলিঙ্গিবে যাহে না করি বিচার ॥
কন্যাও করিল তার বিপরীতাচার।
ভাল মন্দ কিছু তায় না কৈল বিচার ॥
চরুর বিষয়ে দোঁহে এই রূপ করে।
করিলেক বিপরীত অনীতি আচারে ॥
বহুদিন এইরূপে গত হলে পর।
ভৃগু সে পরম ঋষি জ্ঞানের উপর ॥
বিপরীত ভাব সব হয়ে অবগত।
পুনরায় হইলেন তথা সমাগত ॥
তথায় আসিয়া ভৃগু তেজের আকর।
কহিলেন সতী প্রতি এই সে উত্তর ॥
হে ভদ্রে উভয়ে আমি যেরূপ প্রকার।
কহিয়া গেলাম যত উপদেশ সার ॥
করিয়াছ দোঁহে তার বিপরীতাচার।
ইহাতে হইবে যাহা ফল শুন তার ॥
তোমার গর্ভেতে যেই হইবে নন্দন।
ক্ষত্র বৃত্তিধারী হবে হইয়া ব্রাহ্মণ ॥
তব মাতৃ গর্ভে যেই হইবে নন্দন।
ক্ষত্র হয়ে হবে তিনি স্বভাবে ব্রাহ্মণ ॥
সৎপথেতে সদা মন থাকিবে তাহার।
মহাতপোধন হবে ব্রাহ্মণ আচার ॥
এই কথা সত্যবতী করিয়া শ্রবণ।
মনোমধ্যে অতিশয় পাইয়া বেদন ॥
ধরিয়া শ্বশুরপদ করি কৃতাঞ্জলি।
কহিলেন এ বাক্য হইয়া ব্যাকুলী ॥
হে দেব করুণা করি এ দাসীর প্রতি।
এই আজ্ঞা দান দিন মনে করি প্রীতি ॥
আমার গর্ভেতে যেই হইবে নন্দন।
কদাচ না করে যেন ক্ষত্র-আচরণ ॥
যাতে সুলক্ষণাক্রান্ত হইবে নন্দন।
তাহাই করুন দেব ধরি শ্রীচরণ ॥
বরঞ্চ পৌত্র মম অই রূপ হয়।
তাহাতে কাতর নহে আমার হৃদয় ॥
বধূর বাক্যেতে ভৃগু হয়ে দয়াবান।
তথাস্তু বলিয়া কৈল স্বস্থানে প্রস্থান ॥

তদন্তেতে সত্যবতী যথা সময়েতে।
প্রসবিল এক পুত্র শুভ লগনেতে ॥
মহাতেজবন্ত পুত্র হইল তাঁহার।
জমদগ্নি নাম হ'ল ধরার মাঝার ॥
ক্রমেতে বৰ্দ্ধীয়মান হইয়া নন্দন।
করে বেদ অধ্যয়ন প্রভাবে তপন ॥
অনেক ঋষিকে ক্রমে অতিক্রম কৈল।
দ্বিতীয় বেদের কৰ্ত্তা হইয়া উঠিল ॥
কৃৎস্ন ধনুর্ব্বেদ ও চতুৰ্ব্বিধ অস্ত্র।
বিভাকর সম প্রভা যত অস্ত্র শস্ত্র ॥
ক্রমে তাহা অধ্যয়ন জমদগ্নি করে।
মহাবুদ্ধি হ'ল রায় কি কব তোমারে ॥
শ্রবণ করুন ভবে হয়ে একমন।
তদন্তর যা হইল কহি সে কারণ ॥
তদন্তে অকৃতব্রণ যুধিষ্টির প্রতি।
কহিলেন শুন রায় মনে করি প্রীতি ॥
মহাতপা জমদগ্নি বেদ অধ্যয়নে।
নিবেশ করিয়া মন অতীব যতনে ॥
তপ অনুষ্ঠান করি পরম মহান।
নিয়মের বলে বেদ চারি প্রভামান ॥
বশীভূত করে সব বিজ্ঞ মুনিবর।
পূর্ণানন্দে ভাসাইল আপন অন্তর ॥
প্রসেনজিৎ নামে এক আছিল রাজন।
গমন করিল ঋষি তাঁহার সদন ॥
রেণুকা নামেতে এক কন্যা তাঁর ছিল।
নিজ বিভা হেতু সেই কন্যাকে যাচিল ॥
ঋষির বচনে রায় সন্তুষ্ট হইয়া।
দিল কন্যা ঋষিবরে উৎসর্গ করিয়া ॥
তখন সে জমদগ্নি কৃতদার হয়ে।
আসিলেন স্ব আশ্রমে সেই কন্যা লয়ে ॥
সেই পতিপরায়ণা সতীর সহিত।
করিতে লাগিল সাধু তপ অনুষ্ঠিত ॥
কাল সহকারে ক্রমে রেণুকা সুন্দরী।
ধরিলেক গর্ভে পুত্র শোভার মাধুরী ॥
ক্রমে ক্রমে পঞ্চ পুত্র করিল প্রসব।
নিরখিয়া পুত্রমুখ করেন উৎসব ॥
কনিষ্ঠ পরশুরাম সবাকার হন।
কিন্তু গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুঝিবে রাজন ॥
একদা কুমারগণ ফল আহরণে ॥
গমন করিলে সবে কাননে কাননে ॥
মুনির গৃহিণী সেই রেণুকা সুন্দরী।
স্নানের কারণে ধনী গৃহ পরিহরি ॥
যদৃচ্ছা ক্রমেতে পথে করেন ভ্রমণ।
এই সময়ের কথা শুনহ রাজন ॥
চিত্ররথ নামে এক অবনীর পতি।
করিছেন জলকেলি রমণী সংহতি ॥
রেণুকা তাঁহার রূপ করি নিরীক্ষণ।
একেবারে কামে মোহে হয়ে অচেতন ॥
তদ্রূপ আচারে তিনি দূষিতা হইল।
ব্যভিচার দোষ তাঁরে আশ্রয় করিল ॥
যেমন আশ্রমে তিনি কৈল পদার্পণ।
জমদগ্নি ঋষি হেরি তাঁহার বদন ॥
জানিতে পারিয়া তাঁর কুৎসিত ব্যভার।
ধিক্ দিয়া বারম্বার করে তিরস্কার ॥
অনন্তর জমদগ্নি-পুত্র রুমন্বান।
বিশ্বাবসু ও সুষেণ, বসু গুণবান ॥
আশ্রমেতে ক্রমে ক্রমে উত্তরিলে সবে।
মহামুনি জমদগ্নি অতি নিরুৎসবে ॥
আদেশ করিল সেই পুত্রগণ প্রতি।
কাটহ জননী-মাথা আমার ভারতী ॥
এই আজ্ঞা বারম্বার করেন প্রদান।
কিন্তু সেই শান্তমতি যতেক সন্তান ॥
সেই কার্য্য কেহ তাঁরা করিতে নারিল।
জননী-মায়াতে সবে স্তম্ভিত হইল ॥
তাহে ঋষিবর হয়ে অতি ক্রোধমন।
কহিলেন পুত্রগণে ডাকিয়া তখন ॥
যেন তোরা পিতৃ আজ্ঞা করিলি অন্যথা।
তেন অভিশাপ দিব ভুগিবি সর্ব্বথা ॥
এত বলি অভিশাপ করিল প্রদান।
তাঁহার মুখের বাক্য অব্যর্থ সন্ধান ॥
তখনই পুত্রগণ জড়বৎ হ'ল।
সংজ্ঞাহীন হয়ে সবে পড়িয়া রহিল ॥
হেন অবসরে ওহে শুনহ রাজন।
সুমতি পরশুরাম করে আগমন ॥
তিনি আসি যেই কালে দিল দরশন।
হেরিয়া তাঁহাকে জমদগ্নি তপোধন ॥
কহিল পরশুরামে শুন মম বাণী।
তুমি রে আমার পুত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানি ॥
তোমার জননী অতি মন্দকারী হয়।
এ কারণ বাছাধন ত্যজিয়া রে ভয় ॥
ওই পাপীয়সী তব গৰ্ত্ত-ধারিণীকে।
অমুগ্ধচিত্তেতে বধ কর মোর বাক্যে ॥
শুনিয়া পিতার বাক্য সে পরশুরাম।
পূরাইতে জনকের মনের যে কাম ॥
তখনি পরশু হস্তে করিয়া গ্রহণ।
কাটিল জননী-শির না ভাবি বেদন ॥
জমদগ্নি মহাঋষি হেরি প্রত্যক্ষেতে।
কহিল পরশু প্রতি অতি হরষেতে ॥

ধন্য ধন্য পুত্র তুমি হে পরশুরাম।
তোমার কার্য্যেতে মম পূর্ণ মনস্কাম ।।
বড় তুষ্ট হইলাম তোমার উপরে।
বর মাগ দিব আমি যা তব অন্তরে ।।
শুনিয়া পিতার বাক্য রাম মহাশয়।
কহিলেন পিতৃপদে করিয়া বিনয় ।।
যদি দেব সুপ্রসন্ন হইলে আমারে।
তাহা হলে এই বর যাচি বারে বারে ।।
আমার জননী পুনঃ ধরুন জীবন।
আর আমি করিনু যে তাঁহাকে নিধন ।।
এই কথা তাঁর কভু স্মরণ না হবে।
দয়া করি এই বর এ দাসেরে দিবে ।।
আর বর দিবে পিতা হইয়া সদয়।
মাতৃহত্যা পাপ যেই সংসারে দুর্জ্জয় ।।
সে পাপ আমাকে কভু স্পর্শিতে না পারে।
আর ভ্রাতৃগণ যত শাপ অনুসারে ।।
হইয়াছে জড়প্রায় বিকৃত আকার।
তাঁহারা হইবে সবে পূর্ব্বের প্রকার ।।
অ র বর দিন পিতা এ দাসের প্রতি।
ধরি আমি দীর্ঘ আয়ু মনে পাই প্রীতি ।।
আর যে করিব আমি সংগ্রাম দুর্জ্জয়।
কদাচই নাহি হই তাহে পরাজয় ।।
এই সব বর দান করুন যতনে।
বরের প্রভাবে আমি হৃষ্ট হই মনে ।।
জমদগ্নি মহাঋষি তেজের আধার।
পুত্রমুখে এ প্রার্থনা শুনি বারবার ।।
তখনি তথাস্তু বলি হয়ে হৃষ্টমন।
করিলেন সেই বর তাঁহাকে অর্পণ ।।
বরের প্রভাবে তাহা সকলি ঘটিল।
যে সব অনিষ্ট ছিল সব খণ্ডাইল ।।
কি আর কহিব রায় তোমার সদনে।
সকলেই সুখে রয় বরের কারণে ।।
তদন্তরে শুন রায় হয়ে একমন।
একদিন সেই জমদগ্নি-পুত্রগণ ।।
পূর্ব্ববৎ স্ব আশ্রম করি পরিহার।
সকলে প্রবেশ কৈল কানন মাঝার ।।
এই অবসরে আসি কার্ত্তবীর্য্য রায়।
আশ্রমে প্রবেশ কৈল হয়ে হৃষ্টকায় ।।
ঋষিপত্নী হেরি তাঁকে পরম যতনে।
করিল সৎকার বহু না যায় বর্ণনে ।।
তাহাতেও তাঁর মনে প্রীতি না হইল।
হোমধেনু বৎস দুষ্ট হরণ করিল ।।
হোমধেনু বৎস দুষ্ট করিয়া হরণ।
বীরত্ব প্রভাবে করি তর্জ্জন গর্জ্জন ।।
আশ্রম পার্শ্বেতে যত ছিল বৃক্ষচয়।
সকলই করিলেন বলে অপচয় ।।
তদন্তে বৎসকে লয়ে আপনার বাসে।
গমন করিল রায় পরম উল্লাসে ।।
হেন কালে রাম আসি তথা উত্তরিল।
রামে হেরি সেই কথা সকল কহিল ।।
পিতৃমুখে রাম বীর শুনি সেই কথা।
অন্তরে লাগিল তার দারুণ যে ব্যথা ।।
হোমধেনু প্রতি তবে করে নিরীক্ষণ।
বৎস শোকে করিতেছে সতত ক্রন্দন ।।
নেত্রজলে অবিরত ধরা ভাসি যায়।
হেরি হইলেন রাম ক্রোধে পূর্ণকায় ।।
তখনি সে ক্রোধোন্মুখ অর্জ্জুনের প্রতি।
হইলেন ধাবমান বিক্রমেতে অতি ।।
মহা শরাসন করে করিয়া ধারণ।
প্রবেশিল রণভূমে বিক্রমে ভীষণ ।।
ক্রমে রাম মহাঅস্ত্র প্রভাব কারণে।
সহস্র সংখ্যক বাহুযুক্ত সে রাজনে ।।
নির্ভুজ করিয়া কৈল তাঁহার সংহার।
যমের ভুবনে রাজা কৈল অগ্রসার ।।
রাজার নিধন হেরি রাজপুত্রগণ।
মনেতে লভিয়া তারা দারুণ বেদন ।।
একদিন রামশূন্য হেরিয়া আশ্রম।
প্রবেশিল সকলেই করিয়া বিক্রম ।।
তৎপরে সে জমদগ্নি ঋষিকে হেরিয়ে।
দারুণ ক্রোধেতে সবে পরিপূর্ণ হয়ে ।।
আরম্ভিল তদুপরে দারুণ প্রহার।
সহিতে না পারি ঋষি দেহে আপনার ।।
হা রাম হা রাম বাক্য করি উচ্চারণ।
তখনই ত্যজিলেন আপন জীবন ।।
মুনির নিধন হেরি যত ক্ষত্র ছিল।
একত্র হইয়া তারা সর্ব্ব সৈন্য বল ।।
তখনই তথা হতে করিল প্রস্থান।
হেনকালে গৃহে আসি রাম গুণবান ।।
প্রত্যক্ষে পিতার মৃত্যু করি দরশন।
দুঃখের সাগরে তিনি হলেন মগন ।।
নেত্রবারি বিসর্জ্জিয়া কহিল বচন।
হে তাত তোমার কিবা হইল ঘটন ।।
কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রগণ অতি ক্ষুদ্রাশয়।
মম কৃত অপরাধ মানি সুনিশ্চয় ।।
সেই ক্রোধে আসি সবে কানন মাঝারে।
শূন্যাশ্রমে একমাত্র হেরি আপনারে ।।
অসংখ্য শাণিত অস্ত্র করিয়া ক্ষেপণ।
মৃগ প্রায় বধি গেল তোমার জীবন ।।

আপনি নিরপরাধী ধর্ম্মপথে মতি ।
আপনার হ'ল হায় হেন দুরগতি ।।
কখন সম্ভব পর ইহা নাহি হয় ।
হেরি আপনার দশা মম সহ্য নয় ।।
আপনি তপের ক্লেশে অতি শীর্ণকায় ।
তাহাতে বার্দ্ধক্য কাল বল না জুয়ায় ।।
নিতান্ত বিমুখ যুদ্ধে মনেতে মানিয়া ।
তাইতে শাণিত অসি বলে প্রহারিয়া ।।
মৃগ সম তব তাত জীবন নাশিল ।
অক্ষয় পাতকে সবে মগন হইল ।।
এ কর্ম্মেতে তাহাদের পৌরুষ কি আছে ।
কি বলে কহিবে ইহা অপরের কাছে ।।
বৃদ্ধ জরাতুর এক তপস্বী ব্রাহ্মণে ।
বিনাশিয়া এনু সবে জনশূন্য বনে ।।
হেনরূপে রাম বীর হয়ে দুঃখমতি ।
কত পরিতাপ করে হয়ে ছন্নমতি ।।
শেষেতে পিতার প্রেতকার্য্য যেই সার ।
করিলেন সুসম্পন্ন ভক্তিতে অপার ।।
চিতানলে ঘৃত ঢালি পিতৃ মৃত কায় ।
করিলেন শ্রদ্ধা করি ভস্ম সমুদায় ।।
তদন্তে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল কারণ ।
করিলেন সুপ্রতিজ্ঞা স্মরি নারায়ণ ।।
একাকী বহুল অস্ত্র গ্রহণ করিয়ে ।
কালান্ত কালের প্রায় মূর্ত্তিমান হয়ে ।।
একেবারে সকলেরে করিল নিধন ।
তাদের রক্তেতে কৈল ধরার তর্পণ ।।
তদন্তে আছিল যত সহকারীগণ ।
বলেতে তাদের ঘরে করি আক্রমণ ।।
জনে জনে বিনাশিল মনের সুখেতে ।
মেদিনী ক্ষত্রিয়রক্তে লাগিল ভাসিতে ।।
হেনমতে ভৃগুকুল-তিলক সে রাম ।
যত সব ক্ষত্র ছিল এই ধরাধাম ।।
ক্রমে ক্রমে একবিংশ বার বাহুবলে ।
নিঃক্ষত্র করিল সব এই ধরাতলে ।।
সামন্ত পঞ্চক তীর্থ রুধিরাক্ত করি ।
প্রস্তুত করিয়া পঞ্চ হ্রদ সর্ব্বোপরি ।।
তথায় করিল পিতৃলোকের তর্পণ ।
তাহে ঘুচাইল সর্ব্ব মনের বেদন ।।
তদন্তে যজ্ঞাদি সব ক্রিয়ার দ্বারায় ।
ইন্দ্রের সাধিয়া তৃপ্তি আনন্দিত কায় ।।
সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণে সব করিয়া যতন ।
ভূমি দান করিবারে লাগে অনুক্ষণ ।।
দশব্যাম আয়তন উচ্চে নয় ব্যাম ।
স্বর্ণময়ী দেবী মূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মাণ ।।

ভক্তিভরে কশ্যপেরে করিয়া অর্পণ ।
মনে মনে ঋষিবর আনন্দে মগন ।।
ব্রাহ্মণেরা কশ্যপের আদেশানুসারে ।
ওই স্বর্ণময়ী দেবী বিবিধ প্রকারে ।।
খণ্ড খণ্ড করি সবে করিল গ্রহণ ।
তাহার নিমিত্ত এই শুনহ রাজন ।।
তাঁদের খাণ্ডবায়ন বলি হৈল খ্যাতি ।
শুনহ রাজন তুমি মনে করি প্রীতি ।।
তদন্তে পরশুরাম কশ্যপ ঋষিরে ।
সর্ব্বভূমি দান করি মহাতীর্থ-তীরে ।।
শৈলেন্দ্র মহেন্দ্র আদি গিরির উপরে ।
রয়েছেন বাস করি মহা হর্ষভরে ।।
কি আর কহিব রায় তোমার সদন ।
এরূপে ক্ষত্রিয় অরি রাম যশোধন ।।
এরূপে করেন তিনি এ ধরণী জয় ।
কি আর কহিব রায় তুমি সদাশয় ।।
অনন্তর তেজবান সে পরশুরাম ।
সকলেরে করিবারে পূর্ণমনস্কাম ।।
তাঁর সেই পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার মতে ।
আসি উপস্থিত হ'ল সেই সে পর্ব্বতে ।।
তদন্তে সানন্দ মনে রাম যশোধন ।
ঋষিগণ সহ করে মিষ্ট আলাপন ।।
বিপ্র ও পাণ্ডুপুত্র আর যুধিষ্ঠির সনে ।
সাক্ষাৎ করিয়া তুষ্ট করিলেন মনে ।।
যুধিষ্ঠির নরপতি সহ ভ্রাতৃগণ ।
অর্চ্চনা করিয়া সেই রাম-শ্রীচরণ ।।
ভক্তিভরে যত সব ব্রাহ্মণের গণে ।
করিল সৎকার সুখে অতীব যতনে ।।
তৎপরেতে রাম দ্বারা হইয়া পূজিত ।
রামের আদেশ লভি মনে হয়ে প্রীত ।।
একরাত্র মাত্র বাস সে পর্ব্বতে করি ।
দক্ষিণ মুখেতে গেল হয়ে অগ্রসরি ।।

টী (১৫) পৃ ৮৭—মূলে এই স্থানে নরকাসুর বধ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, কিন্তু মহাত্মা কাশীরাম দাস তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরা পাঠকগণের বিদিতার্থ তাহার অনুবাদ এই স্থলে প্রকাশিত করিলাম ।—

কহিল লোমশ ঋষি যুধিষ্ঠির প্রতি ।
শুনহ রাজন এবে আমার ভারতী ।।
পঞ্চ ভ্রাতা অবিরত পর্ব্বত কানন ।
সরিৎ নগর পুর গ্রাম অগণন ।।
মনোরম তীর্থ সব করি পর্য্যটন ।
প্রত্যক্ষেতে কৈল সব দর্শন স্পর্শন ।।

BAGBAZAR READING
1883

এবে সম্মুখেতে সেই পথ দৃষ্ট হয়।
যাইতে মন্দর গিরি এ পথ নিশ্চয় ॥
এ কারণ সবে চিন্তা করি পরিহার।
সাবধান হয়ে সবে কর আগুসার ॥
দেব আর পুণ্যকর্ম্মা ঋষির ভবনে।
যাইতে যাইতে এই সবে জানি মনে ॥
সতর্কিত হও সবে আপনা আপনি।
কি আর কহিব তোমা সবে মহাজ্ঞানী ॥
এই যে হেরিছ গঙ্গা তরঙ্গশালিনী।
বদরিকাশ্রমে এর উৎপত্তি যে জানি ॥
ইহাঁর সেবক হন দেব ঋষিগণ।
ভক্তিভাবে করে সবে ভজন পূজন ॥
বালখিল্য মুনিগণ হয়ে ভক্তিমন।
সতত করিছে তাঁরা ইহাঁর অর্চ্চন ॥
গন্ধর্ব্বের গণ সবে ইহাঁতে আসিয়া।
স্নান দান করি হন সদা তুষ্ট হিয়া ॥
মরীচি পুলহ ভৃগু অঙ্গিরাদি করি।
আনন্দিত হন হেথা সাম গান করি ॥
দেবরাজ দেবগণ সহিত মিলিয়া।
হেথায় আহ্নিক ক্রিয়া সাধেন আসিয়া ॥
সেইকালে সাধ্যগণ অশ্বিনীকুমার।
আনুগত্য করি তাঁরা পূজে অনিবার ॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি করি গ্রহ ও নক্ষত্র।
এই তীর্থ সেবি সদা হয়েন পবিত্র ॥
গঙ্গাধর গঙ্গাদ্বারে ইহাঁরই বারি।
আপনার শিরোদেশে হর্ষভরে ধরি ॥
তাবৎ সংসারে স্থিতি করেন বিধান।
বড় শুভপ্রদ এই হয় তীর্থ স্থান ॥
তোমরা সকলে মিলি এ তীর্থে প্রবেশি।
ভক্তি ভরে আনন্দেতে হইয়া উল্লাসী ॥
বন্দন করিয়া এস হয়ে তৃপ্তমন।
অচিরেতে সর্ব্ব কষ্ট হইবে মোচন ॥
লোমশ-মুখেতে শুনি এ হেন বচন।
ভ্রাতৃগণ সকলেতে করিয়া গমন ॥
আকাশগামিনী গঙ্গা সে মন্দাকিনীরে।
ভক্তিতে বন্দনা করি ভাসে সুখনীরে ॥
পুনর্ব্বার গমনেতে করিলেন মতি।
তেজবন্ত সকলেই কভু নাহি ভীতি ॥
এইমতে কিছুদূর গমন করিয়া।
হেরিল নয়নে এক আশ্চর্য্য বলিয়া ॥
মেরুর সদৃশ সেই পাণ্ডুবর্ণ কায়।
দিক্ সব রহিয়াছে ব্যাপিয়া তাহায় ॥
তাহা হেরি সকলেতে লোমশের প্রতি।
করিব জিজ্ঞাসা বলি স্থির কৈল মতি ॥

হেনকালে তাঁহাদের জানি অভিলাষ।
কহিলা লোমশ ঋষি করিয়া প্রকাশ ॥
জিজ্ঞাসিবে যাহা বলি করিয়াছ মন।
কহি আমি তার কথা করহ শ্রবণ ॥
এই যে সকল গিরি তুল্য শোভমান।
হেরিতেছ বস্তু রাশি সবে মতিমান ॥
অন্য কিছু নহে উহা পদার্থ পবিত্র।
নরকাসুরের অস্থি রাশীকৃত মাত্র ॥
অঙ্গারের সঙ্গে উহা মিলিত হওয়ায়।
হেরিয়ে হতেছে বোধ গিরি শোভা প্রায় ॥
ভগবান পুরাতন বিষ্ণু দয়াময়।
বাঞ্ছিয়া ইন্দ্রের হিত করিতে নির্ভয় ॥
বিনাশ করিল এই অসুর-জীবন।
মহাবলবান দৈত্য বিক্রমে ভীষণ ॥
দুরাত্মা অসুর দশ সহস্র বৎসর।
করিল তপস্যা ঘোর কানন ভিতর ॥
এমন কি সেই তপঃপ্রভাবের বশে।
ইন্দ্রপদ প্রার্থী হয়ে উঠিলেক শেষে ॥
বাহুবলে সর্ব্ব দিক্ করিলেক জয়।
হেরি ইন্দ্র মনে মনে মানি মহাভয় ॥
দেবদেব শ্রীনাথেরে করিল স্মরণ।
ভক্তিতে করিল কত পূজন স্তবন ॥
হরি তাহে তুষ্ট হয়ে মনে অতিশয়।
হইলেন আবির্ভূত করিতে অভয় ॥
তাঁহার সে তেজমূর্ত্তি প্রকাশ কারণ।
একেবারে হীনপ্রভ হ'ল হুতাশন ॥
তাহা হেরি দেব আর যত ঋষিগণ।
করিতে লাগিল স্তব হয়ে ভীতমন ॥
স্তবগুণে শান্তমূর্ত্তি হইলে কেশব।
কহিতে লাগিল ইন্দ্র নিজ দুঃখ সব ॥
ক্রমে সেই নরকের কহি বিবরণ।
আপনার মনোদুঃখ করিল জ্ঞাপন ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের বাক্য দেব বিশ্বপতি।
কহিলেন ইন্দ্র প্রতি এই সে ভারতী ॥
নরকের ভয়ে তুমি হইয়াছ ভীত।
তপের প্রভাবে সেই নরক দুর্নীত ॥
মনে মনে ইন্দ্রপদ করে অভিলাষ।
কিছুতেই না পূরিবে তাহার সে আশ ॥
তপস্যাতে যদিও সে সিদ্ধিলাভ করে।
তথাচ মরিবে সেই মম এই করে ॥
তোমার প্রীতির জন্য ওহে ইন্দ্ররাজ।
লোটাব তাহার মাথা এই ক্ষিতি মাঝ ॥
ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধরি থাক তুমি মনে।
অচিরে পূরাব বাঞ্ছা আমি সযতনে ॥

এই কথা কহি ইন্দ্রে সান্ত্বনা করিয়া।
বলের প্রধান হরি বল প্রকাশিয়া।।
নিজ করে নরকের হরিল চেতন।
অসুর চেতনহীন হইয়া তখন।।
অতীব ভীষণাকার পর্ব্বত সমান।
পতিত হইল ভূমে হয়ে গত প্রাণ।।
সেই অই নরকের অস্থি সমুদয়।
পর্ব্বত আকার যেন দৃশ্যমান হয়।।
আর কথা কহি শুন হয়ে একমন।
ধরা যবে হইলেন পাতালে মগন।।
সেইকালে ভগবান ইচ্ছায় আপন।
ধরিল বরাহ কায় অতি বিমোহন।।
জলমগ্না ধরণীবে করিল উদ্ধার।
দ্বিতীয় এ কর্ম্ম তাঁর জগতের সার।।
এত যদি কহিলেন লোমশ ব্রাহ্মণ।
শুনি কহিলেন যুধিষ্ঠির যশোধন।।
কহ ঋষি বসুমতী কিসের কারণ।
হয়েছিল জলমগ্ন শুনি সে কথন।।
কোন বা প্রকারে হরি তাঁরে উদ্ধারিল।
কি প্রকারে স্থিরভাবে সদত রহিল।।
কাহার প্রভাবে বল সাত যোজনেতে।
হয়েছিল নিমগন শুনি সে কর্ণেতে।।
এ সব বৃত্তান্ত ঋষি হয়ে দয়াবান।
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি লভি জ্ঞান।।
লোমশ কহিল শুন যুধিষ্ঠির রায়।
জিজ্ঞাসিলে যেই কথা কহি তা তোমায়।।
প্রথমেতে সত্যযুগ হ'ল উপস্থিত।
আপনিই ভগবান চিন্তি মনে হিত।।
যমের যে কার্য্য তাহা করিতে লাগিল।
জন্তুগণ মাত্র সেইকালে জনমিল।।
তাদের না ছিল মৃত্যু এই সে কারণ।
যম সনে কখন না হইত দর্শন।।
এ কারণ পশু পক্ষী ও পিশিতাশন।
মানব সলিল হ'ল ক্রমেতে বর্দ্ধন।।
বসুমতী তাহাদের ভারে ক্লান্ত হয়ে।
যোজন শতেক জলে মগ্ন হ'ল গিয়ে।।
তৎপরে ধরণী করি শ্রীহরি স্মরণ।
কহিলেন সবিনয়ে এই সে বচন।।
হে হরি প্রসাদে তব আমি চিরকাল।
এ স্থানে ছিলাম স্থির না ছিল জঞ্জাল।।
এবে জীবগণ ভারে হয়ে ভারাক্রান্ত।
কিছুতে থাকিতে নারি হতে নারি শান্ত।।
এক্ষণেতে তব পদে নিলাম স্মরণ।
সত্বরে করুন মম এ ভার মোচন।।

নারায়ণ ধরণীর এ বাক্য শুনিয়া।
করিলেন দৈববাণী তাঁহার লাগিয়া।।
আর চিন্তা নাহি কর তুমি ধরা সতী।
অচিরেই তব ভার করিব নিষ্কৃতি।।
এত কহি পৃথিবীরে বিদায় করিয়া।
একদন্ত রক্ত আঁখি বরাহ হইয়া।।
গভীর সাগর মধ্যে করি প্রবেশন।
উদ্ধার করিল ধরা বলেতে আপন।।
কিন্তু ওহে যে সময়ে দেব নারায়ণ।
তল হতে ধরণীরে কৈল উত্তোলন।
সে সময়ে সুর আদি অন্তরীক্ষগণ।
সকলেই মনে অতি লভিল বেদন।।
দেব ঋষি তপোধন আর নরগণ।
অতিমাত্র হৃদয়েতে ভয়ের কারণ।।
সদা হাহাকার রব করি উচ্চারণ।
কি হলো কি হলো বলি করিল রোদন।
মনুষ্য কি ছার এতে দেবতার গণ।
কম্পান্বিত হ'ল সবে না জানি কারণ।।
অনন্তরে দেব আর ঋষিগণ মিলি।
যাইয়া ব্রহ্মার কাছে করি কৃতাঞ্জলি।।
কহিলেন বিপদের সব বিবরণ।
কেন হেন হ'ল বলি করেন চিন্তন।।
ব্রহ্মা কহিলেন শুন ওহে সুরগণ।
অসুর দৌরাত্ম্য বলি ভাবি মনে মন।।
হইয়াছ এত ভীত তোমরা সকলে।
কিন্তু তাহা নহে শুন সবে কুতুহলে।।
মহাভারাক্রান্ত হয়ে ধরণী মণ্ডল।
নামি গেল নিম্নভাগে শ-যোজন তল।।
সর্ব্বত্রাণকারী হরি তাহার কারণ।
করিলেন এ ধরণী এবে উদ্ধারণ।।
তাহাতেই এই ভয় সকলে পাইলে।
অন্য কিছু নহে ইহা মনে যা ভাবিলে।।
দেবগণ কহিলেন করিয়া বিনয়।
এক নিবেদন সবে করি মহাশয়।।
কোন স্থানে স্থিত হয়ে দেব নারায়ণ।
করিছেন এই কার্য্য যতনে সাধন।।
সেই স্থান নির্দ্দেশিয়া বলে দিন সবে।
আমরা গমন করি মনের উৎসবে।।
ব্রহ্মা কহিলেন হরি দয়ার সাগর।
নন্দন কাননে এবে আনন্দ অন্তর।।
করিছেন বিচরণ শুন দেবগণ।
ইচ্ছা হয় হের গিয়া তাঁহার চরণ।।
এবে তিনি করি এই ধরা উত্তোলন।
কালানল প্রায় জ্যোতিঃ করি বিকাশন।।

শোভিছেন সর্ব্বক্ষণ নন্দন কাননে।
ববাহ আকার তাঁর হেরগে নয়নে ॥
শুনিয়া সকলে হয়ে উল্লাসিত মন।
ব্রহ্মা সহ সেই স্থানে করিল গমন ॥
তাঁহার মোহন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি।
আসিলেন নিজ নিজ স্থানে সবে ফিবি
এই কথা ঋষিমুখে কবিযা শ্রবণ।
যুধিষ্ঠির আদি সবে হয়ে হর্ষমন ॥
সেই স্থান উদ্দেশেতে মতি কবি স্থির।
করিল গমন সবে তেজেতে মিহিব ॥

টী (১৬) পৃ ৯০—মূলে এইস্থানে হনুমান কর্তৃক যুগসংখ্যা ও যুগবৃত্তান্ত বর্ণন কীর্ত্তিত আছে। কাশীদাসী মহাভারতে ইহা পরিত্যক্ত হওযাতে, আমরা এই স্থলে তাহাব অনুবাদ প্রকাশ কবিলাম।—

কহিল বৈশম্পায়ন মুনি মহাশয়।
শুন জন্মেজয় রায় ভারত বিষয় ॥
হনুমান-মুখে ভীম এতেক শুনিয়া।
কহিলেন হনুপদে প্রণাম করিয়া ॥
শুহে বীব এই ইচ্ছা মনে সদা হয়।
যদি হে আপনি হযে স্বগুণে সদয় ॥
সাগর লঙ্ঘন কৈলে যেই রূপ ধরি।
ধবেন হে সেই রূপ মম বরাবরি ॥
সেই রূপ দৃষ্টি করি হই হর্ষান্তর।
অন্তরের দুঃখ যত কবি যে অন্তব ॥
ভীমসেন-বাক্যে হনু কহিলেন বাণী।
এবে সেই রূপ ধরা অসাধ্য হে জানি ॥
তখন সময় ছিল অপর প্রকাব।
এখন হযেছে জ্ঞান অন্যথা তাহার ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি এই তিন কাল।
ভিন্ন ভিন্ন ভাব এর জান চিবকাল ॥
এবে ধ্বংসকারী কাল হযেছে উদয়।
এখন সে রূপ ধরা মম সাধ্য নয় ॥
ভূমি নদী শৈল সিদ্ধ দেব ঋষিগণ।
কালোচিত কর্ম্ম সবে করে সর্ব্বক্ষণ ॥
এখন প্রত্যক্ষ সবে কর নিরীক্ষণ।
কালবশে সকলেতে হীনের লক্ষণ ॥
কালের নিয়ম যাহা কে কবে অন্যথা।
কালের অধীন সবে জানিবে সর্ব্বথা ॥
তাহা শুনি কহিলেন ভীম মহামতি।
কহ জ্ঞানবন্ত হনু আমারে সংপ্রতি ॥
কোন যুগে কোন রূপ ছিল এ ভুবনে।
বীর্য্য আদি কথা সব বলুন এক্ষণে ॥

হনুমান কহিলেন শুন সেই কথা।
প্রকাশ করিয়া আমি কহি যথা যথা ॥
সত্যযুগ যবে ছিল ওহে মতিমান।
সনাতন ধর্ম্মে সবে ছিল প্রীতিমান ॥
সেই যুগে পূর্ণ ধর্ম্ম ছিল বর্ত্তমান।
না ছিল প্রজার মৃত্যু সবে পুণ্যবান ॥
এই যুগ হইয়াও শ্রেষ্ঠ সবাকার।
হইয়াছে কাল ক্রমে অসিদ্ধ আকাব ॥
সেইকালে আশীবিষ সর্পগণ আদি।
অহিংসক জ্ঞান সবে ছিল নিরবধি ॥
সাম ঋক্ যজুর্ব্বেদে যা ছিল বিধান।
সে বিধানে হ'ত সদা কার্য্য সমাধান ॥
আছিল সন্ন্যাস ধর্ম্ম সবার তখন।
মনোমত ফল পেত করিয়া যতন ॥
পব ব্রহ্ম যোগীদের ছিল মাত্র গতি।
শুক্লবর্ণ নাবায়ণে সদা ছিল প্রীতি ॥
সদাচাবী বৈশ্য শূদ্র ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ।
স্বকর্ম্মে নিরতপ্রাণ ছিল সর্ব্বক্ষণ ॥
ধ্যান জপ ক্রিযা আর বেদান্ত শ্রবণ।
ছিল উহাদের এক জীবন কারণ ॥
কাম ফল লাভ তারা না কবিত মনে।
চাবি আশ্রমের ফল লভিত যতনে ॥
ব্রহ্ম যোগময় ধর্ম্ম এই যুগে ছিল।
তাহাতেই সর্বি মন দিন কাটাইল ॥
সত্যযুগ-কথা এই কবিনু কীর্ত্তন।
সত্যযুগে এই সব আছিল লক্ষণ ॥
এক্ষণে শুনহ ত্রেতাযুগ বিবরণ।
স্বরূপে শুনাই তোমা তুমি যশোধন ॥
ত্রেতাযুগে বিধি ছিল যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
এক পদ ধর্ম্ম হীন সে যুগে প্রমাণ ॥
পূর্ণ ভগবান হবি সেই সে কালেতে।
প্রভামান আছিলেন রক্তিম বর্ণেতে ॥
একালে মানবগণ ক্রিযাব অধীন।
ধর্ম্মপবায়ণ সবে সত্যের অধীন ॥
এই কালে কৈলে দান ইচ্ছামত ফল।
লাভ কবিতেন সবে না হ'ত বিফল ॥
ধর্ম্মে বিচলিত মন সে কালে না ছিল।
নিজ ধর্ম্মে মতি রাখি সকলে কাটাল ॥
এরূপে বিভিন্ন শাস্ত্র ক্রমেতে হইল।
ক্রিয়া কলাপেব বৃদ্ধি ক্রমে উপজিল ॥
তপঃপরায়ণ সব ছিল প্রজাগণ।
রজোগুণে ক্রমে তাহা করিল হরণ ॥
বেদপাঠে বহু দিন হযে যায় গত।
তাই তার শাখা বৃদ্ধি হইল নিয়ত ॥

দ্বিপাদ বিহীন ধর্ম্ম দ্বাপরেতে হয়।
নারায়ণ পীতবর্ণ ধরে মহাশয় ॥
সত্ত্বগুণ দ্বাপরেতে প্রবল না হয়।
তাই সকলেতে কৈল সে ধর্ম্ম আশ্রয় ॥
কিন্তু সত্ত্বগুণ হীন হইবার কারণ।
অনেকে সে কালে কামে হ'ল প্রপীড়ন ॥
কোন কোন মানবেরা তপস্যা করিয়া।
করিলেন স্বর্গ লাভ কামনা ত্যজিয়া ॥
কেহ বা করিয়া স্বর্গ-বাসের কামনা।
করিলেন নানা মত যজ্ঞের সূচনা ॥
হেনরূপ দ্বাপরেতে শুন যশোধন।
প্রজারা অধর্ম্মী হয়ে ত্যজিল জীবন ॥
এবে কলিযুগ-কথা শুন একমনে।
যথার্থ কীর্ত্তন করি তোমার সদনে ॥
এক পদ ধর্ম্ম মাত্র কলিকালে হয়।
আর আর সব বলি শুন পরিচয় ॥
তমোগুণে পূর্ণ কলি জান সর্ব্বক্ষণ।
কালিম বরণ হৃষীকেশ ইথে হন ॥
ধর্ম্ম যজ্ঞ ক্রিয়া কাণ্ড বেদের আচার।
সকল বিলুপ্ত কলিকালে এবাকার ॥
যথাকালে বৃষ্টি নাহি বর্ষয়ে মেঘেতে।
শস্য উৎপাদন নাহি হয় ভাল মতে ॥
রোগ শোকে সকলেই জরাগ্রস্ত প্রায়।
মহা রাগে পূর্ণ দেহ তমের প্রভায় ॥
যুগে যুগে ধর্ম্ম কর্ম্মে হইয়া বিলীন।
জীবগণ সকলেই কালের অধীন ॥
অল্পকালে সকলেই ত্যজয়ে জীবন।
ধর্ম্ম প্রতি সবে করে হিংসা আচরণ ॥
ভীষণ এ কলিযুগ-লক্ষণ যে হয়।
অচিরেই এই যুগ চলিবে নিশ্চয় ॥
এই-যুগ অনুবর্ত্তী আমিও যে হই।
মোর বলিবারে সাধ্য কখনই নাই ॥
কেন জিজ্ঞাসিলে তুমি এ যুগের কথা।
কহিতে এ যুগ-কথা মনে পাই ব্যথা ॥
কি কবিব জিজ্ঞাসিলে আমার সদন।
কহিনু এ হেতু সব যুগের কথন ॥

টী (১৭) পৃ ৯৪—জটাসুর ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রত্যহ যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন করতঃ ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিত।

টী (১৮) পৃ ৯৮—পূর্ব্বকালে কোন সময়ে কুশাবতী নগরীতে দেবগণ মিলিত হইয়া এক সভা করেন। কুবের অনুচরগণ সহ শূন্যভরে তথায় গমন করিতেছিলেন। সেই সময়ে পথিমধ্যে কোন স্থানে অগস্ত্য ঋষি সূর্য্যাভিমুখে ঊর্দ্ধ হস্তে তপস্যা করিতেছিলেন। কুবেরের অনুচর মণিমান্ শূন্য হইতে ঋষির মস্তকে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করে। তাহাতেই ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া কুবেরকে এই শাপ দেন যে, তোমার এই অনুচরগণ মনুষ্যহস্তে বিনষ্ট হইবে, তাহাতে তুমি যার পর নাই ক্লেশ প্রাপ্ত হইবে। অবশেষে সেই মনুষ্যকে দেখিয়া তোমার শাপ মোচন হইবে।

টী (১৯) পৃ ১০৫—এই স্থলে কাশীরাম দাস অজগর পর্ব্বাধ্যায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া আমরা এই স্থানে উহার অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। ইহাতে অজগর কর্ত্তৃক ভীমের আক্রমণ, ভীমের সহিত যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ, ভীম মোচন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে।—

বলিল বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
অতঃপর যা ঘটিল কহি সমুদয় ॥
এইরূপে পঞ্চ ভ্রাতা করেন গমন।
এড়াইল ক্রমে গিরি সে গন্ধমাদন ॥
হেরিলেন সম্মুখেতে কৈলাস শিখর।
তার শোভা হেরি সবে আনন্দ অন্তর ॥
চলিলেন গিরিমুখে হয়ে অতি দ্রুত।
এড়াইল কত শত কানন পর্ব্বত ॥
কৈলাস পর্ব্বত ক্রমে পশ্চাত করিল।
বৃষপর্ব্বাপুরে ক্রমে সকলে মিলিল ॥
বৃষপর্ব্বা মুনি সেই রাজর্ষি প্রধান।
অতি মনোহর তাঁর আশ্রম মহান ॥
হেরি পাণ্ডুপুত্রগণে সেই ঋষিবর।
একেবারে হইলেন সানন্দ অন্তর ॥
বহুমতে সমাদর করিয়া সকলে।
রাখিলেন স্ব আশ্রমে মুনি কুতূহলে ॥
একমাত্র রাত্রি তথা করি অবস্থান।
প্রভাতে বিদায় লয়ে করিল প্রস্থান ॥
ক্রমে বদরিকাশ্রমে আসি উপস্থিত।
যথা প্রভু নারায়ণ সদা বিরাজিত ॥
তথায় আছিল এক সিদ্ধ সরোবর।
পরশি তাহার বারি সানন্দ অন্তর ॥
তথা এক মাস কাল করি অবস্থান।
হেরিতে কিরাত রাজ্য করিল প্রস্থান ॥
ক্রমে উপস্থিত হ'ল কিরাত নগরে।
শ্রবণে কিরাত রাজ অতি যত্নভরে ॥
পঞ্চজনে করিলেন মহা সমাদর।
তার ব্যবহারে তুষ্ট পঞ্চ সহোদর ॥

তথা এক রাত্রিমাত্র করি অবস্থান।
পরদিন অন্য স্থানে করিল প্রস্থান॥
ভীমপুত্র ঘটোৎকচে ডাকি নিজ পাশ।
অনুজ্ঞা করিল যেতে আপনার বাস॥
তৎপরেতে পঞ্চ ভাই হইয়া মিলিত।
যামুন গিরির দিকে হইল ধাবিত॥
কি কব গিরির শোভা করিয়া বর্ণন।
হেরিলে সদত তৃপ্ত হয় প্রাণ মন॥
আছয়ে গিরির মাঝে মনোহর স্থান।
বিশাখের যূপ বলি নামের বিধান॥
নির্জ্জন কানন সেই যান সবে চলি।
অগ্রেতে চলেন মাত্র ভীম মহাবলী॥
অবিরত মৃগহত্যা পরিতোষে প্রাণী।
সম্মুখে হেরিল এক ভয়ঙ্কর ফণী॥
মহাবলশালী হয় সেই ভুজঙ্গম।
ক্ষুধাতে আকুল যেন কালান্তক যম॥
ভীমেরে হেরিয়া অগ্রে সেই বিষধর।
ধরিল বলেতে আসি জড়ায়ে সত্বর॥
তাহার বিষাক্ত শ্বাসে অঙ্গ হ'ল কালি।
মরণ লক্ষণ তাতে হ'ল মহাবলী॥
ভ্রাতার এ দশা হেরি রাজা যুধিষ্ঠির।
একেবারে হইলেন শোকেতে অধীর॥
ধর্ম্মের নন্দন রায় দেহে মহাবল।
ছাড়াইল সর্পবন্ধ করিয়া কৌশল॥
হেনরূপে ভীমে মুক্ত করিয়া তখন।
তথা হ'তে তখনই করিল গমন॥
দ্বাদশ বৎসর ক্রমে করেন ভ্রমণ।
ক্রমে সরস্বতী-তীরে কৈল আগমন॥
হেরিয়া সে স্থান-শোভা মানস মোহিল।
সমাধিতে সবে মন তথায় অর্পিল॥
শুনি জন্মেজয় রায় কহিলেন বাণী।
কি কথা কহিলে মুনি অসম্ভব মানি॥
ভীম সম বলবান নাহিক ভুবনে।
সর্পে জড়াইল তাঁকে ভয় বাসি মনে॥
কেমনে কিরূপে সর্প তাঁরে জড়াইল।
কহ ঋষি সেই কথা তুমি অবিকল॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কহি সেই কথা এবে করিয়া কীর্ত্তন॥
যবে বৃষপর্ব্বালয় ছাড়ি পঞ্চজন।
মহাসুখে প্রবেশিল রম্য দ্বৈতবন॥
সেই সে বনের শোভা হেরিয়া নয়নে।
একেবারে মোহিলেন তাঁরা জনে জনে॥
ভীমসেন সেই বনে লয়ে শরাসন।
সুখেতে মৃগয়া করি ভ্রমে সর্ব্বক্ষণ॥
বহুদূর পর্য্যটন করি বীর শেষে।
মৃদু মন্দ গতি ধরি ভ্রমে আসে পাশে॥
এই মতে ভীম বীর করেন গমন।
অকস্মাৎ সেই সর্প বিক্রমে ভীষণ॥
আছিলেক বেড়াইতে গিরির মাথায়।
তাহার দেহেতে গিরি সব ঢাকা প্রায়॥
হরিদ্রা বরণ তনু শোভার মাধুরী।
পর্ব্বত সদৃশ দেহ গিলি খায় করী॥
গুহার সদৃশ তার মুখ-আয়তন।
শাণিত কৃপাণ প্রায় তাহার দশন॥
নয়ন যুগল যেন জ্বলন্ত অনল।
কালান্তক যম যেন ধরে মহাবল॥
ভীমসেনে সেই সর্প করি নিরীক্ষণ।
তাঁহার যুগল বাহু করিল বেষ্টন॥
ব্রাহ্মণের বরে সর্প অতি বলবান।
ছাড়াতে নারিল ভীম ওষ্ঠাগত প্রাণ॥
দশ সহস্র নাগের বল তাঁর কায়।
তবু বন্দী হয়ে ভীম হ'ল নিরুপায়॥
এইরূপে নাগপাশে বন্দীকৃত হয়ে।
চিন্তিত হইল বীর আপন হৃদয়ে॥
মনে কৈল সামান্য এ নাগের হাতেতে।
হইলাম বন্দীভূত সন্দেহ মনেতে॥
এত চিন্তি ভীমসেন কহিল বচন।
কহ সর্প হও তুমি কোন মহাজন॥
কিবা নাম ধর তুমি কিসের জন্যেতে।
আমারে আবদ্ধ কৈলে আপন বলেতে॥
তোমার বিক্রমে আমি হয়েছি বিস্ময়।
সাধারণ সর্প তুমি নহ মহাশয়॥
অতএব কৃপা করি ওহে সর্পরাজ।
বল নিজ পরিচয় নাহি অন্য কাজ॥
এত যদি অনুনয় করে ভীম বীর।
কহিল সর্পের প্রতি মতি করি স্থির॥
সর্প তাহে তুষ্ট হয়ে ভীমের কথায়।
দুই হস্ত ছাড়ি দিয়া তখন হেলায়॥
ভীমের সে সর্ব্ব অঙ্গ করিয়া বেষ্টন।
কহিলেক এই বাক্য করি প্রকাশন॥
শুন শুন ভীমসেন মম বিবরণ।
আমার নিবাস এইখানে সর্ব্বক্ষণ॥
চলিতে অশক্ত সদা ভক্ষণ না মিলে।
দৈবের ক্রমেতে তুমি এখানে আসিলে॥
মিলিল ভক্ষণ আজি বড় তুষ্ট মন।
বহুদিন উপবাসে জ্বলিছে জীবন॥
তোমারে ভক্ষিয়া আজি সন্তুষ্টি মানিব।
কদাচিৎ তোমা আমি ছাড়িয়া না দিব॥

কেন বা হেথায় মম হ'ল অবস্থান।
কেন মম সর্পযোনি ওষ্ঠাগত প্রাণ॥
একে একে সব তোমা করি এবে জ্ঞাত।
শ্রবণ করহ তুমি বসিয়া সাক্ষাৎ॥
বোধ হয় শুনিয়াছ তোমাদের কুলে।
আয়ু নামে রাজা এক আছিল ভূতলে॥
নহুষ নামেতে তার পুত্র যিনি ছিল।
সেই সে নহুষ আমি সর্পযোনি হ'ল॥
ব্রাহ্মণের অপমান পূর্ব্বে করিলাম।
অগস্ত্যের শাপে তাই সর্প হইলাম॥
হায় হায় কি কহিব মনের বেদন।
অবধ্য দায়াদে আজি করিব ভক্ষণ॥
ভক্ষণে এরূপ আজ্ঞা আছয়ে আমার।
গজ কি মহিষ কোন জন্তু সদাচার॥
দিবসের ষষ্ঠ ভাগে যেবা দেখা দিবে।
সেই সে ভক্ষণ মম সতত হইবে॥
দৈবযোগে আজি তুমি আসিয়া মিলিলে।
পলাতে নারিবে তুমি বল প্রকাশিলে॥
ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত বর ক্ষুদ্র ইহা নয়।
তব যত বলবীর্য্য ইথে ক্ষয় হয়॥
হেন শাপ যবে মুনি দিল মম প্রতি।
শূন্যোপরি ইন্দ্রাসনে ছিল মম স্থিতি॥
শাপমাত্রে ভূলোকেতে হইনু পতিত।
তাহাতে করিনু তাঁকে কত যে বিনীত॥
স্তবে তুষ্ট হবামাত্র করিল উত্তর।
কিছু দিন থাক গিয়া ধরার উপর॥
তৎপরে হইবে তব শাপের মোচন।
আসিবে হেথায় পুনঃ পূর্ব্বের মতন॥
তখনি হইনু আমি ভূতলে পতন।
অব্যর্থ মুনির বাক্য কে করে লঙ্ঘন॥
আর আর যা কহিল মুনি মম প্রতি।
সকলি হৃদয়ে জাগে না হই বিস্মৃতি॥
তোমারে প্রকাশ করি কহি সমুদয়।
এই বাক্য কহিলেন মুনি মহাশয়॥
তোমার প্রশ্নের যেই উত্তর করিবে।
তার হস্তে তব শাপ বিমুক্ত হইবে॥
তথা ছিল আর আর যত বিপ্রগণ।
কহিলেন এই বাক্য আমার কারণ॥
মহাবল সব জন্তু যেবা যথা রয়।
তোমার ভক্ষণ তারা হইবে নিশ্চয়॥
সেই হতে পড়ে আছি এই নরকেতে।
কি আর কহিব দুঃখ স্বীয় বদনেতে॥
এত যদি কহিলেক ভুজঙ্গ আপনে।
কহিলেন ভীম তবে হেরি মুখ পানে॥

শুন অজগর সর্প আমার বচন।
ধরায় আসিয়া জন্ম করিলে গ্রহণ॥
সুখ দুঃখ অনিবার ভুগিবারে হয়।
বিধাতার সৃষ্টি এই খণ্ডিবার নয়॥
জ্ঞানী জন সুখ-দুঃখে কাতর না হন।
দৈবকার্য্য বলি তাঁরা হন হৃষ্টমন॥
পুরুষার্থ দেখাইয়া কোন জন বল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ হতে মুক্তিলাভ কৈল॥
দৈবই সবার শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ মিছে।
ভুজবল অর্থবল সব রয় পিছে॥
দৈববলে দেখ আমি নিজ ভুজবল।
হারা হয়ে চিন্তা করি সদা অমঙ্গল॥
এবে এক চিন্তা মাত্র মানসে আমার।
মম চতুষ্টয় ভ্রাতা গুণের আধার॥
না পেলে আমার দেখা হইবে কাতর।
কত যে খুঁজিবে সবে বন বনান্তর॥
পরম ধার্ম্মিক মম ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়।
বলেতে জিনিতে রাজ্য কভু মন নয়॥
কেবল হে আমি করি উৎসাহ প্রদান।
সতত তুষিতাম তাহাদের প্রাণ॥
একমাত্র ধনঞ্জয় তাঁদের মধ্যেতে।
বুঝাতে সাহস দিতে আছে এক্ষণেতে॥
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত মম কনিষ্ঠ অর্জ্জুন।
দেবগণে অতিশয় শ্রদ্ধায় নিপুণ॥
তার কাছে যক্ষ কিম্বা গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
দেব আদি করি নর আর নিশাচর॥
সকলেই পরাভূত মানে সর্ব্বক্ষণ।
বড়ই গুণের ভাই আমার অর্জ্জুন॥
কি সামান্য দুর্য্যোধন হীনেতে গণনা।
তার সনে রণ হলে ইন্দ্রের ঘটনা॥
তিনিও মনেতে ভয় পান সর্ব্বক্ষণ।
অর্জ্জুনের শরে হন কাতর জীবন॥
আর কথা শুন ওহে মহা বিষধর।
যাদের জন্যেতে সদা কাতর অন্তর॥
সন্তান-বৎসলা কুন্তী জননী আমার।
নিত্য এই আশীর্ব্বাদ বদনে তাঁহার॥
সকলের শ্রেষ্ঠ সেহ মম পুত্রগণ।
রাজ্য লভি সুখে প্রজা করুক পালন॥
আমার হইলে মৃত্যু তাঁর মনোরথ।
কখন না হবে পূর্ণ বিফল তাবৎ॥
সহদেব আর মম অনুজ নকুল।
না হেরিলে আমা তারা সতত ব্যাকুল॥
মম মৃত্যু যদি হয় এই অবস্থায়।
সতত কান্দিবে তারা করি হায় হায়॥

এরূপ বিলাপ ভীম করেন কাননে।
শুনিতেছে সর্পবর আপনার কাণে॥
এদিকেতে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজসুত।
নানা কুলক্ষণ হেরি মহা দুঃখযুত॥
আশ্রমের ডানি দিকে ডাকে শিবাগণ।
সদত করুণরব বড় অলক্ষণ॥
এককর্ণা একনেত্রা একই চরণ।
কৃষ্ণবর্ণা এক নারী মলিন বসন॥
সূর্য্যপানে নিরখিয়া রক্ত বমি করে।
দেখিলে তাহার রূপ পরাণ শিহরে॥
আর তাঁর বাম চক্ষু বাম বাহু আদি।
সদত স্পন্দন হয় হেরি নিরবধি॥
নিতান্ত দুঃখের চিহ্ন ভাবিয়া অন্তরে।
কহিলেন দ্রৌপদীকে পরম সাদরে॥
শুন সতী গুণবতী আমার বচন।
কোথা গেল ভীমবীর কহ হে এখন॥
দ্রৌপদী কহিল নাথ কি বলিতে পারি।
বহুক্ষণ ভীমসেনে নয়নে না হেরি॥
প্রাণেতে অস্থির হয়ে যুধিষ্ঠির রায়।
দ্রৌপদী রক্ষণে রাখি অর্জ্জুনে তথায়॥
নকুল ও সহদেবে ডাকি সেইক্ষণে।
রক্ষণের ভার দিয়া যতেক ব্রাহ্মণে॥
নিজে ধৌম্য পুরোহিতে সঙ্গেতে করিয়া।
অন্বেষিতে চলিলেন ভীমের লাগিয়া॥
কাননে কাননে সদা করেন ভ্রমণ।
কোন খানে ভীমপদ করেন দর্শন॥
কোন খানে নিরখেন মদমত্ত হাতী।
ভীমের হস্তেতে পড়ি হয়ে আছে কাতি॥
এই সব চিহ্ন তাঁরা করি নিরীক্ষণ।
ভীমের এ পথে গতি চিন্তি মনে মন॥
সেই পথে হইলেন বেগে ধাবমান।
সম্মুখেতে হেরিলেন গিরি এক খান॥
সেই সে গিরির পর বীর বৃকোদর।
পড়িয়া রয়েছে অঙ্গে বেড়া সর্পবর॥
নড়িতে চড়িতে সাধ্য নাহি তাঁর আর।
অনুভবে হয় যেন মৃত্যুর আকার॥
হেনরূপ ভীমসেনে হেরি ধর্ম্ম রায়।
জিজ্ঞাসিল ভীমবীরে যাইয়া তথায়॥
কহ ওহে ভীমবীর তুলিয়া বদন।
কিরূপে ভুজঙ্গে কৈল তোমারে বেষ্টন॥
অগ্রজের আগমন হেরি ভীমবীর।
কহিলেন এই বাক্য হইয়া অধীর॥
কি আর কহিব রায় তব শ্রীচরণে।
এই যে বেষ্টিত অহি ভক্ষণ কারণে॥
সামান্য এ অহি নয় জান মহাশয়।
আমাদের পূর্ব্ব বংশে এর জন্ম হয়॥
নহুস ইঁহার নাম আয়ুর নন্দন।
যাঁর কীর্ত্তি ত্রিলোকেতে ব্যক্ত সর্ব্বক্ষণ॥
ব্রহ্মশাপে এই দশা হয়েছে ইঁহার।
সকলি অদৃষ্টলিপি নহে খণ্ডিবার॥
শ্রবণেতে যুধিষ্ঠির হয়ে দুঃখী মন।
কহিলেন সর্পবরে এই সে কথন॥
ছাড় ওহে সর্পরাজ আমার ভ্রাতায়।
আর দ্রব্য দিব আমি নাশিতে ক্ষুধায়॥
ক্ষুধায় আকুল মম ভ্রাতা ভীমবীর।
হেরিয়া ভ্রাতার কষ্ট হয়েছি অধীর॥
কহিলেন সর্পবর শুন মম তাত।
আমার আহার ভীম মুখেতে সাক্ষাৎ॥
কেমনে ছাড়িতে পারি কহ দেখি তাই।
এতে বাধা দিও নাকো তোমারে জানাই॥
সম্বরি ভ্রাতার শোক তুমি কর গতি।
এখানে থাকিতে আর নাহি কর মতি॥
আমার নিয়ম এই হয় হে রাজন।
আসিবে আমার কাছে যেই কোন জন॥
আমার ভক্ষ্যের ধন হবে সেই জন।
ছাড়িতে কি পারি আমি থাকিতে জীবন॥
শুন মম কথা রায় কর পলায়ন।
এখানে থাকিলে হবে বড় কুঘটন॥
অদ্য নিশি পোহাইলে কল্য হে প্রভাতে।
আপনাকে যেতে হবে আমার পেটেতে॥
অন্য আহারেতে মম নাহিক বাসনা।
ভীমকে ভুঞ্জিয়া আমি পূরাব কামনা॥
অহিবাক্য শুনি কন যুধিষ্ঠির রাজ।
দেব কি দানব হও তাহে নাহি কাজ॥
এবে এই কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
বল ওহে অহিরাজ সত্য ব্যবহারে॥
কিসের কারণে তুমি ভ্রাতা ভীমসেনে।
গ্রাসিতে উদ্যত হলে বলে এনে টেনে॥
বল বল এবে বল করিয়া প্রকাশ।
কি দ্রব্য খাইতে পেলে হবে পূর্ণ-আশ॥
বল বল কিবা হলে হও হৃষ্টমন।
আমার কনিষ্ঠ ভীমে করিবে মোচন॥
অজগর কহিলেন শুনহ রাজন।
তব পূর্ব্ববংশে হয় আমার জনম॥
আয়ুরাজ-পুত্র আমি নহুষ নামেতে।
কত কৈনু যাগ যজ্ঞ আমি অবনীতে॥
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি শুখাইনু তনু।
হইলাম সিদ্ধকাম ওহে ধর্ম্মতনু॥

পরাক্রমে লইলাম ভুবন জিনিয়া ।
ঐশ্বর্য্য মদেতে মম পূর্ণ হ'ল হিয়া ।।
সেই গর্ব্বে করিলাম দ্বিজ অপমান ।
শিবিকা বহায়ু বিপ্রে অকার্য্য মহান্ ।।
এ হেন আমার কার্য্য করিয়া দর্শন ।
কহিল অগস্ত্য ঋষি না সহি বেদন ।।
সর্প হয়ে রও তুমি অরণ্য মধ্যেতে ।
ভোগ নাশ রূপ নাশ আপন কার্য্যেতে ।।
তদন্তে তাঁহার স্তব করিলে বিশেষে ।
কহিলেন এই বাক্য তিনি অবশেষে ।।
হয়ে তুমি অজগর কাননে থাকিবে ।
দিবসের ষষ্ঠভাগে যে প্রাণী দেখিবে ।।
তোমার ভক্ষণ সেই জানিবে নিশ্চয় ।
খাইবে স্মুখেতে তারে হইয়া নির্ভয় ।।
এবে আমি তবানুজে পাইয়াছি ভাই ।
না করি বিলম্ব আমি এই দেখ খাই ।।
আর তুমি কেন হেথা করিতেছ স্থিতি ।
যেখানে সেখানে যাও যথা পাও প্রীতি ।।
তবে যদি প্রশ্নোত্তর করিবারে পার ।
তা হলে তোমার ভ্রাতা এতে পার পার ।।
যুধিষ্ঠির কহিলেন ওহে বিষধর ।
যথা ইচ্ছা প্রশ্ন তুমি কর মমোপর ।।
এ হেন বিশ্বাস যদি তব মনে হয় ।
মম বাক্যে তব প্রীতি হইবে নিশ্চয় ।।
তবে তুমি প্রশ্ন কর আমার উপর ।
অবশ্য উত্তর দিয়া তুষিব অন্তর ।।
কিন্তু এক প্রশ্ন মাত্র করি হে তোমারে ।
মান কি না মান তুমি বেদ্য পুরুষেরে ।।
বিষধর কহিলেন তুমি যুধিষ্ঠির ।
তব বাক্যে অবশ্যই হবে মতি স্থির ।।
কর হে আমার এই প্রশ্নের নিশ্চয় ।
ব্রাহ্মণ কাহার নাম বেদ্য কেবা হয় ।।
যুধিষ্ঠির কহিলেন শুন বিষধর ।
ব্রাহ্মণ বলিয়া যারা পূজ্য নিরন্তর ।।
তাঁদের লক্ষণ কিছু করিব বর্ণন ।
শুন বিষধর তুমি হয়ে একমন ।।
অনৃশংস্য সত্য তপ ক্ষমা আর দান ।
জপাদি বিষয়ে যিনি সদা বর্ত্তমান ।।
সেই সে ব্রাহ্মণ পূজ্য জগত মাঝারে ।
নচেৎ পশুর সম শাস্ত্রের বিচারে ।।
সুখ দুঃখ যার কাছে নাহি পায় স্থান ।
যার দরশনে শোক সদা হয় আন ।।
সেই জন ব্রহ্ম বেদ্য জানিবে নিশ্চয় ।
যথার্থ বচন এই না রাখ সংশয় ।।

এই ত করিনু তব-প্রশ্নের উত্তর ।
আর কিবা ইচ্ছা তাহা কহ বিষধর ।।
শুনি তবে সর্পবর কহে এই বাণী ।
শুনিনু ব্রাহ্মণ-কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ।।
সত্য দান ক্ষমাশীল অহিংসক জন ।
তাঁহারেই কহিলেন স্বরূপ ব্রাহ্মণ ।।
শূদ্র যদি এই গুণে গুণবান হন ।
তা বলে কি তাঁরে বলা উচিত ব্রাহ্মণ ।।
তব কথা-ভাব যাহা না পারি বুঝিতে ।
যথা মর্ম্ম খুলি বল বুঝিহে ত্বরিতে ।।
আর কৈলে সর্ব্বদুঃখহন্তা যেই জন ।
তাহাতেই পূর্ণ দৃষ্ট বেদ্যের লক্ষণ ।।
বিশ্বাসের যোগ্য কথা ইহা নাহি হয় ।
সুখ দুঃখ ছাড়া প্রাণী আছয়ে কোথায় ।।
যুধিষ্ঠির কহিলেন যুক্তি এর আছে ।
ব্রাহ্মণের চিহ্ন বহু শূদ্রে দেখা গেছে ।।
শূদ্রচিহ্ন দ্বিজমাঝে বহু দেখা যায় ।
অতএব বংশভেদে প্রভেদ না হয় ।।
বৈদিক লক্ষণ সদা বিরাজে যাহায় ।
ব্রাহ্মণ বলিয়া সেই সম্মাননা পায় ।।
বৈদিক লক্ষণ যদি কভু নাহি রয় ।
শূদ্র বলি তারে তবে জানিবে নিশ্চয় ।।
আপনার আর কথা আছে জিজ্ঞাসিতে ।
সুখ দুঃখ-হীন কারে কে পায় দেখিতে ।।
যথার্থ এ প্রশ্ন তব বলি যুক্তিসার ।
অনিত্য বস্তুই সুখ দুঃখের আধার ।।
কিন্তু আমি নিত্য বলি যেই জনে জানি ।
পরম পুরুষ সুখ-দুঃখ-হীন তিনি ।।
অতএব সেই জনে বেদ্য বলি মানি ।
তোমার কি মত সর্প বল তাহা শুনি ।।
সর্প কহিলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন ।
যা কহিলে এতে সন্দ না হয় খণ্ডন ।।
বৈদিক ব্যাভার যদি ব্রাহ্মণত্ব দেয় ।
তবে তাহা যত দিন শিক্ষা নাহি হয় ।।
তাবৎ কি জাতি বলি ভেদ রবে নাই ।
ইহার তদন্ত তুমি বল মম ঠাঁই ।।
সর্পমুখে এই কথা শুনি যুধিষ্ঠির ।
বুঝান তাঁহারে তবে মতি করি স্থির ।।
জন্ম মৃত্যু বাক্য আর মৈথুনাদি কর্ম্ম ।
মনেতে জানিও এই মানবের ধর্ম্ম ।।
এ হেতু পুরুষ যত জাতির বিচারে ।
বিমূঢ় হইয়া সদা নারীসঙ্গ করে ।।
তার গর্ভে যেই পুত্র সমুদ্ভূত হয় ।
সঙ্কর বলিয়া তার জাতির নির্ণয় ।।

এইরূপে কঠিন যে জাতিভেদ করা।
তবে মাত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত তারা॥
তত্ত্বদর্শী বলে যারে সে জন ব্রাহ্মণ।
যাগশীল ধর্ম্মশীল হয় যেই জন॥
বেদের বিহিত কার্য্য ব্রাহ্মণত্ব হেতু।
যেই করে এই কার্য্য সেই বান্ধে সেতু॥
নাড়ী ছেদনের পূর্ব্বে জাতকর্ম্ম হয়।
আচার্য্য সাবিত্রী সম পিতা মাতা রয়॥
যত দিন সেই জন বেদ নাহি পড়ে।
তত দিন শূদ্র মত গণ্য করি তারে॥
স্বায়ম্ভুব মনু তার জাতি বিচারেতে।
বলেছেন এই কথা লোকেরে বুঝাতে॥
বৈদিকের ব্যবহার না থাকিত যদি।
জাতির সংশয় তাতে হ'ত নিরবধি॥
শূদ্র ন্যায় গণ্য হ'ত যত ধর্ম্মচয়।
তার মাঝে সঙ্করই হ'ত শোভাময়॥
এ হেতু বলেছি পূর্ব্বে যুক্তি তার সার।
না হবে ব্রাহ্মণ কৈলে কদর্য্য আচার॥
যুধিষ্ঠির-বাক্যে তুষ্টি মানি সর্পবর।
কহিলেক কিবা কথা করিলে গোচর॥
ভাল ভাল করিয়াছ জ্ঞান উপার্জ্জন।
তব ভ্রাতা ভীমসেনে করিব বর্জ্জন॥
মহাজ্ঞানী সর্পবরে যুধিষ্ঠির জানি।
কহিলেন তার প্রতি সবিনয় বাণী॥
কহ ওহে সর্পবর আমারে সংপ্রতি।
তব সম জ্ঞানী আর নাহি দেখি ক্ষিতি॥
বল বল কিবা কার্য্য আচরণ কৈলে।
সদ্গতি লভিয়া জীব যাবে স্বর্গে চলে॥
সর্প কন নরবর কর অবগতি।
মম মতে অহিংসাই শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম অতি॥
তার সহ সত্য প্রিয় বাক্য কহে যেই।
করয়ে সুপাত্রে দান স্বর্গ লভে সেই॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন ওহে সর্পবর।
যদি উপদেশ দিলে অতি মহত্তর॥
তবে কহ সত্য আর দানের মধ্যেতে।
কেবা শ্রেষ্ঠ হয় এই মহান্ বিশ্বেতে॥
সার কহ অহিংসা ও প্রিয় যেই হয়।
কেবা ছোট বড় এর মধ্যেতে উভয়॥
কহিলেক সর্প শুন ধর্ম্ম মহাশয়।
দান সত্য তত্ত্ব প্রিয় অহিংসা এ কয়॥
কার্য্যভেদে এরা সবে গুরু লঘু হয়।
কোন কার্য্যে দান সত্য হতে ছোট কয়॥
কোন বা কার্য্যেতে দান সত্য হতে বড়।
এই সব কহিলাম তোমার গোচর॥

হেনমতে পরস্পর যত সব হয়।
কার্য্যে ছোট বড় হয় জানিবে নিশ্চয়॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন ওহে সর্পবর।
দেহ তবে দয়া করি আমারে উত্তর॥
দেহশূন্য হয়ে আত্মা বল কেমনেতে।
স্বর্গে যায় কর্ম্মফল তথায় ভুঞ্জিতে॥
তথা গিয়া কিবা ভোগ্য হয় বল ভোগ।
বুঝাও সুভাষা করি সরল প্রয়োগ॥
কহিলেন সর্প শুন রাজা মতিমান।
কর্ম্মফলে তিন ভাগে জীব অধিষ্ঠান॥
স্বর্গলাভ আর জন্ম মনুষ্যের কুলে।
তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম হয় কর্ম্মফলে॥
নিরালস্য হয়ে যেই অহিংসাদি দানে।
কাটায় মানব জন্ম অতি সাবধানে॥
সেই জন স্বর্গ লাভে অধিকারী হয়।
এর বিপরীত কর্ম্ম যাহারা করয়॥
মানব কুলেতে জন্ম করিয়া গ্রহণ।
সতত করে তারা কদর্য্য করণ॥
সে কার্য্যে তির্য্যগ্‌যোনি তাহারা লভয়।
কত কষ্ট ভোগ করে উক্ত নাহি হয়॥
পরেতে তির্য্যগ্‌যোনি হইলে অন্তর।
জন্ময়ে মানব হয়ে ধরণী উপর॥
কিন্তু ইহা কোন স্থানে হেন দেখা গেছে।
গো অশ্বাদি জন্তুগণে দেবত্ব লভেছে॥
এ কারণ শুদ্ধ জীব নিজ কর্ম্ম ফেরে।
ভুঞ্জয় বিবিধ গতি এই ভব ঘোরে॥
অতএব যাঁরা সদা শ্রীহরির নাম।
একান্ত অন্তরে জপ করে অবিরাম॥
তাঁহারাই অন্তিমেতে শ্রীহরিচরণে।
লয় প্রাপ্ত হয়ে আর না আসে ভুবনে॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন ওহে বিষধর।
আর কথা কহ তুমি আমার গোচর॥
রূপ রস গন্ধ আর শব্দ যাহা আছে।
কিরূপে গোচর তাহা হয় আত্মা কাছে॥
আর এই সব বল যুগপৎ স্থলে।
হয় কি না হয় জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মূলে॥
হেন শুনি সর্পবর কহিলেক বাণী।
শুন যুধিষ্ঠির রায় অপূর্ব্ব কাহিনী॥
শরীর করণ-যুত আত্মা যবে হয়।
তখনি বিষয় ভোগে বাসনা করয়॥
জীবাত্মা শরীর মধ্যে কৈলে অবস্থান।
শব্দাদি প্রত্যক্ষ তার হয় সদা জ্ঞান॥
বিষয় গ্রহণে সেই কালে করে মন।
সক্ষম হইবে [illegible]॥

এই হেতু কালভেদে কভু প্রাপ্ত হয়।
কখন আকাশে তাহা হয়ে যায় লয় ॥
বুদ্ধিও স্বতন্ত্র বড় নহে আত্মা হতে।
কেবল পৃথক্ ফল পৃথক্ বাসেতে ॥
দুই ভুরু মধ্যে যবে আত্মা হন স্থিত।
সেই কালে তাঁকে বুদ্ধি বলিছে কথিত ॥
যুক্তি আর অনুভবে যবে বিজ্ঞগণ।
বুদ্ধিরে জ্ঞানের সঙ্গে করেন তুলনা ॥
সেই কালে তাঁহাদের এই লাভ হয়।
জীবাত্মা হইতে বুদ্ধি বিভিন্ন নিশ্চয় ॥
সর্পমুখে হেন কথা শুনি যুধিষ্ঠির।
কহিলেন এই কথা নত করি শির ॥
মন ও বুদ্ধির মাঝে তারতম্য করা।
না পাই সন্ধান কিছু সদা ভেবে সারা ॥
অধ্যাত্মবিদের এই কার্য্য বিষধর।
বল বল নিরূপণ কিবা সে উত্তর ॥
বুদ্ধি ও মনের যাহা প্রকৃত লক্ষণ।
বলি শান্ত কর মম বিচলিত মন ॥
কহিলেন সর্পবর শুনহ রাজন।
বলি এর সার যুক্তি যে হয় কথন ॥
বুদ্ধি হয় অনুগত আশ্রিত আত্মার।
ব্যতিক্রম বিষয়ে যে যোজক ইহার ॥
এককালে দেহে মন জন্ম নিজে লয়।
কিন্তু জেনো বুদ্ধিমাত্র কার্য্যেতে উদয় ॥
মন হয় গুণময় বুদ্ধি সে নির্গুণ।
এ দুয়ে কতেক ভেদ নিজেতে বুঝুন ॥
সর্পমুখে হেন বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির।
হইয়া বিস্ময়চিত্ত নত করি শির ॥
কহিলেন তুমি সর্প বিজ্ঞ মহাজন।
বেদাদি করেছ তুমি কণ্ঠের ভূষণ ॥
তব অবিদিত কিছু নাহি মহাশয়।
তবে কেন প্রশ্ন মোরে কর সদাশয় ॥
তুমি স্বর্গপুরে সদা করেছ বসতি।
তথাপি কেন হে মোহ আছে তব প্রতি
বিষধর কহিলেন যুধিষ্ঠির রায়।
সম্পদের কাছে মুগ্ধ প্রাণী সমুদায় ॥
জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সবে সম্পদ পাইলে।
স্বকর্ত্তব্য কর্ম্ম যাহা সব যায় ভুলে ॥
আমিও সেরূপ জ্ঞান ঐশ্বর্য্য মদেতে।
কর্ত্তব্য ছাড়িয়া মজি বিষম বিষেতে ॥
এবে হে এখানে পড়ি চৈতন্য লভিনু।
সেই সে চেতনা বলে তোমারে বুঝানু ॥
পূর্ব্বে আমি যেই কালে ছিনু স্বর্গপুরে।
বিমানে চড়িয়া সদা বেড়াতাম ঘরে ॥

গর্ব্বেতে না করিতাম কাহারে গণন।
সবে করিতাম হেয় জ্ঞান সর্ব্বক্ষণ ॥
সেই সব কার্য্যফল এবে পাইলাম।
তবে দেখি ধর্ম্ম বিনা সবেতেই বাম ॥
অতএব শুন ওহে যুধিষ্ঠির রায়।
ধর্ম্ম বিনা আর বন্ধু নাহিক কোথায় ॥
তুস্তরে হইতে পার ধর্ম্মমাত্র তরী।
করহে ধর্ম্মের সেবা দিবা বিভাবরী ॥
একদা অগস্ত্য মুনি মম আজ্ঞা দানে।
আমাকে বহিয়া যান তুলিয়া যে যানে।
হেলায় তাঁহার গাত্রে পদ আরোপিনু।
তাহাতে মুনির ক্রোধে জ্বলিলেক তনু।
তখনি করেন তিনি এই শাপ দান।
হও তুমি সর্পযোনি গিয়া ধরাধাম ॥
তাঁহার বাক্যেতে সর্ব্ব তেজ গেল দূরে।
সর্প হয়ে ভুঞ্জি ফল এই মর্ত্ত্যপুরে ॥
অকস্মাৎ হেন দশা হইলে ঘটন।
বড়ই কাতর হৈনু জীবনে আপন ॥
অতীব বিনয় করি মুনির চরণে।
মাগিলাম মুক্তি দান সজল নয়নে ॥
মুনির কিঞ্চিৎ দয়া হইল তাহাতে।
বলিলেন কিছু কাল থাক এরূপেতে ॥
যবে যুধিষ্ঠির রায় ধর্ম্ম-অধিকারী।
আসিবেন বনবাসে রাজ্য পরিহরি ॥
সেই কালে তাঁহা হ'তে শাপান্ত হইয়া
আসিবে ত্রিদিব ধামে আনন্দে মোহিয়
অহঙ্কার মত ফল করহ ভুঞ্জন।
সর্পযোনি হয়ে রহ মর্ত্ত্যেতে এখন ॥
হেনরূপ ব্রহ্মবল আর তপোবল।
প্রত্যক্ষে হেরিয়া আমি সতত বিহ্বল ॥
সেই হেতু হেন প্রশ্ন করিনু তোমায়।
যথার্থ উত্তর লভি সানন্দ হৃদয় ॥
হেনমতে নিজ বার্ত্তা নহুষ রাজন।
যুধিষ্ঠির-কাছে করি সকল কীর্ত্তন ॥
আপনার সর্পদেহ করি পরিহার।
পূর্ব্বদেহ ধরে পরে শোভার আধার ॥
সেই দেহ ধরি করি রথে আরোহণ।
তখনি চলিয়া গেল অমর ভুবন ॥
পরে রাজা যুধিষ্ঠির ধৌম্য বৃকোদর।
আশ্রম নিবাসে সবে আসিল সত্বর ॥
দ্বিজগণ সন্নিধানে ধর্ম্ম মহামতি।
কহিলেন ভীম আর সর্পের ভারতী ॥
ধর্ম্মমুখে সেই কথা তাঁহারা শুনিয়া।

টী (২০) পৃ ১০৬—এই স্থলে কাশীরাম দাস বাহুল্য ভয়ে কয়েকটী অধ্যায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া আমরা নিম্নে উহার অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।—

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পাণ্ডবগণ গিরিপ্রদেশে পরম সুখে বর্ষা ও শরৎকাল সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলেন। পরে শারদীয়া কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর সুখময়ী রজনী সমাগত হইলে পাণ্ডবগণ নারায়ণাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তর গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণপক্ষের প্রারম্ভেই তথা হইতে যাত্রা করত কাম্যকবনে সমুপস্থিত হইলেন।

কাম্যকবনে পাণ্ডবগণের সহিত
মার্কণ্ডেয় মুনির মিলন।

পাণ্ডবগণ যৎকালে কাম্যকবনে অবস্থিতি করেন, তখন একদা দ্বারকানাথ বাসুদেব সত্যভামা সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলে যুধিষ্ঠিরাদি সকলে তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা পূর্ব্বক আদ্যন্ত বন-বিবরণ নিবেদন করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মশীলতাদি গুণের প্রশংসা করিয়া কৌরবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া রাজ্যাধিকার করিতে অনুরোধ করিলে যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কেশব! তুমি পাণ্ডবের চিরহিতৈষী, এরূপ উপদেশ প্রদান করা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে; কিন্তু অজ্ঞাত বাস পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুত সময় অতিবাহিত না হইলে আমি রাজ্যলোভের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারিব না।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে বহুসহস্রবর্ষ-বয়স্ক মহামুনি মার্কণ্ডেয় তথায় সমাগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবাদি সকলে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সুখে সমাসীন হইলে বাসুদেব মার্কণ্ডেয়কে রাজা, স্ত্রী ও ঋষিগণের সদাচার ব্যবহার প্রভৃতি পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। সহসা দেবর্ষি নারদ তথায় সমুপনীত হইলে সকলে যথাবিধি তাঁহার আতিথ্যবিধান করত সুখে সমুপবিষ্ট হইলেন। তখন মহর্ষি মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান কীর্ত্তনের একটী সময় নিরূপিত করিলেন। প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে উপাখ্যান কীর্ত্তিত হইবে, এইরূপ স্থিরীকৃত হইল। অনন্তর মহর্ষি পাণ্ডব ও অন্যান্য সকলের নিকট কিরূপে মনুষ্যের সুখ দুঃখ সমুৎপন্ন হয়, কিরূপে পরলোকে কর্ম্মফল লাভ হইয়া থাকে, কিরূপে দেহী দেহত্যাগান্তে পরলোকে শুভাশুভ ফল ভোগ করে, মৃত ব্যক্তির কর্ম্মকলাপ কোথায় থাকে, প্রভৃতি নানাবিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! প্রজাপতি শরীরীর শরীর নির্ম্মল, অতিপবিত্র ও ধর্ম্মতন্ত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সকলেই পুণ্যাত্মা ছিলেন, সকলেই দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন। তখন সকলেরই স্বেচ্ছামৃত্যু ছিল। কালক্রমে তাঁহারা কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া পাপে নিমগ্ন হইলেন, সুতরাং কর্ম্মফলে তির্য্যগ্‌যোনিগত ও নরকগামী হইয়া সংসারে পুনঃপুনঃ পচ্যমান হইতে লাগিলেন। অনেকেই নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। এইরূপেই মৃতপ্রাণী ইহকালে স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী গতি লাভ করে। জীব দেহত্যাগ করিবামাত্র অন্য দেহ আশ্রয় করে, তাহাদিগের স্বকৃত কর্ম্মও ছায়ার ন্যায় তাহাদিগের অনুগত হয়। সেই কর্ম্মই সুখ-দুঃখের কারণ। জ্ঞানচক্ষু ঋষিগণ পুণ্যকর্ম্মফলে কর্ম্মভূমি হইতে স্বর্গে গমন করেন। ঐহিক সুখবিলাসী ধনীগণের পরকালে সুখের আশা নাই, জিতেন্দ্রিয় তাপসেরাই সে সুখ অনুভব করেন।

ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য কথন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য শ্রবণে অভিলাষী হইলে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্। পূর্ব্বকালে কোন সময়ে হৈহয়বংশীয় এক যুবরাজ মৃগয়ার্থ বনমধ্যে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে অরিষ্টনেমা নামক ঋষির পুত্র কৃষ্ণাজিনাবৃত হইয়া বনমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। যুবরাজ মৃগবোধে তীক্ষ্ণশরক্ষেপে তাঁহার প্রাণবধ করিলেন, অবশেষে সমীপবর্ত্তী হইয়া মৃত ঋষিবালক দর্শন পূর্ব্বক যার পর নাই বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সকলকে সেই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে হৈহয় রাজগণ সমবেত হইয়া মহর্ষি অরিষ্টনেমার আশ্রমে গমন করিলেন। দেখিলেন, যুবরাজ যাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন, তিনি আশ্রমেই সুখে সমাসীন রহিয়াছেন। তখন তাঁহাদের অন্তরে বিস্ময়ের পরিসীমা

রহিল না। তাঁহারা ব্রাহ্মণের তপোবীর্য্য ও প্রকৃত মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইয়া ঋষিচরণে প্রণাম পূর্ব্বক সানন্দে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

বৈণ্যরাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে অত্রিমুনির ভিক্ষা গ্রহণ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বকালে বৈণ্য নামে এক নরপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহর্ষি অত্রি অর্থ-প্রাপ্তির অভিলাষে তথায় গমন করিয়া নরপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে রাজন্! আপনিই বিধাতা, আপনিই ধন্য, আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা আর দ্বিতীয় নাই। মহর্ষি গৌতম অত্রির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোষে কহিলেন, হে অত্রে! তুমি নিতান্ত মূর্খ, তুমি কোন্ বিবেচনায় নৃপতিকে বিধাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে? নৃপতি কদাচ বিধাতা সদৃশ হইতে পারেন না। উভয়ে এইরূপে তুমুল বাদানুবাদ হইতেছে দেখিয়া যাবতীয় ঋষি তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তন্মধ্যে মহর্ষি সনৎকুমার বিবাদের কারণ পরিজ্ঞাত হইয়া কহিলেন, হে ঋষিগণ! যেমন অনল অনিলের সহযোগে সমস্ত বন দগ্ধ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর একত্র হইলে সমুদয় শত্রু ধ্বংস হয়; যিনি ধর্ম্ম-স্থাপক ও প্রজাপালক, তিনি ইন্দ্র, শুক্র, বিধাতা ও বৃহস্পতি সদৃশ; সুতরাং নৃপতিকে অবশ্যই বিধাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সনৎকুমার এইরূপ মীমাংসা করিলে সকলেই মৌনাবলম্বন করিলেন। নরপতি বৈণ্য পরম পরিতুষ্ট হইয়া অত্রিকে সহস্র দাসী, দশ কোটি সুবর্ণ ও দশ রজতভার সমর্পণ করিলেন।

সরস্বতী-তার্ক্ষ্য-সংবাদ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্। পূর্ব্বকালে তার্ক্ষ্য সরস্বতীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে দেবি! ইহলোকে মনুষ্যের শ্রেয়ঃ কি? কিরূপে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে হয়? কোন্ সময়ে দেবপূজা করিবে? কি করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়? অগ্নিহোত্র কিরূপ? আপনিই বা কে? শোক দুঃখ শূন্য মোক্ষ কি প্রকার? এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন্। সরস্বতী তার্ক্ষ্যের প্রশ্নানুসারে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক সুখে বিহার করেন। গো দানে উৎকৃষ্ট লোক, বলীবর্দ্দ দানে সূর্য্যলোক, বস্ত্রদানে চন্দ্রলোক, তিলধেনু দানে বসুলোক, কন্যাদানে ইন্দ্রলোক এবং হিরণ্যদানে অমরত্ব লাভ হয়। কপিলাদানে কপিলার অনুগ্রহ লাভ হইয়া থাকে। ধেনুদান করিলে তৎপুত্রপৌত্রাদি সপ্ত পুরুষ উদ্ধার হয়। যথাবিধানে সপ্তবর্ষ অনলে আহুতি প্রদান করিলে সপ্ত পূর্ব্ব ও সপ্ত পর পুরুষ পবিত্র হয়। অশুচি, বেদানভিজ্ঞ ও মূর্খব্যক্তি কদাচ হোম করিবে না। হুতশেষ-ভোজী, গর্ব্বহীন, শ্রদ্ধাবান্ লোকই হোমানুষ্ঠান করিবেন। হে তার্ক্ষ্য! আমাকেই পরাপর বিদ্যারূপা দেবী বলিয়া জানিবে। স্বাধ্যায়-সম্পন্ন বেদবেদান্তপারদর্শী মহর্ষিরা বীতশোক ও বিষয়বাসনাহীন হইয়া ব্রত ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং যোগসাধন দ্বারা যে পুরাতন পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তিনিই পরমাত্মা। যে অবস্থাতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম মোক্ষ। সরস্বতী তার্ক্ষ্যের নিকট এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া বিরত হইলেন।

বৈবস্বতোপাখ্যান।

অনন্তর যুধিষ্ঠির বৈবস্বত মনুর বৃত্তান্ত কীর্ত্তনে অনুরোধ করিলে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! বিবস্বতনন্দন মনু মহাতপা ছিলেন। একদা তিনি চীরিণীনদীতীরে তপস্যা করিতেছেন, ইত্যবসরে একটী ক্ষুদ্র মৎস্য তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল, হে ভগবন্! আমি বৃহৎ মৎস্যের ভয়ে এস্থানে বাস করিতে সক্ষম হইতেছি না, আপনি আমাকে লইয়া কোন স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক প্রতিপালন করুন্। মনু দয়াপরবশ হইয়া মৎস্যটীকে লইয়া অলিঞ্জরে স্থাপন করিলেন। মৎস্য ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অলিঞ্জরে থাকিতে না পারাতে মনু তাহাকে একটী বাপীমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। কতিপয় দিবসের মধ্যে মৎস্য সে স্থানেও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন মনু তাহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু মৎস্য দিন কয়েকের মধ্যে এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, গঙ্গাতেও অবস্থান করা কঠিন হইয়া পড়িল। তখন মনু তাহাকে সাগর-গর্ভে নিক্ষেপ করিলে মৎস্য মনুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভগবন্! প্রলয়-

কাল সমাগত, অচিরকাল মধ্যেই বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হইবে। আপনি রজ্জুযুক্ত একখানি নৌকা নির্ম্মাণ করাইয়া স্বয়ং সপ্তর্ষিগণের সহিত যথোক্ত বীজ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থাপিত করত নৌকায় অবস্থিতি পূর্ব্বক আমার প্রতীক্ষা করুন। আমি শৃঙ্গবিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হইব। মহর্ষি তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করত মৎস্যের উপদেশানুসারে তৎ সমস্তই অনুষ্ঠান করিলেন। মৎস্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে শৃঙ্গবান্ হইয়া সমাগত হইলে মনু তাহার শৃঙ্গে নৌকার রজ্জু বন্ধন করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝটিকা সমুত্থিত হইল, দশদিক বিঘূর্ণিত হইতে থাকিল; অচিরকাল মধ্যেই সমস্ত বিশ্ব জলময় হইয়া গেল। মৎস্য নিরলসভাবে নৌকা ধরিয়া বহুকাল জলে বিচরণ করিতে লাগিল। জগতে কেবলমাত্র সপ্তর্ষিমণ্ডল, মনু ও মৎস্য ইঁহারা জীবিত রহিলেন। অনন্তর মৎস্য নৌকা লইয়া হিমাচলের একটী শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া দিল, এই জন্য সেই স্থান নৌবন্ধন শৃঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তৎপরে মৎস্য ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে ঋষিগণ! আমি পরাৎপর ব্রহ্ম, মৎস্যরূপে তোমাদিগকে রক্ষা করিলাম। এক্ষণে এই বৈবস্বত মনু স্থাবর, জঙ্গম, দেবাসুর, মানুষ, প্রভৃতি প্রজাবর্গ ও লোক সকল সৃষ্টি করিবেন। এই বলিয়া মৎস্যরূপী ব্রহ্মা তিরোহিত হইলেন। অনন্তর বৈবস্বত মনু যথানিয়মে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এই উপখ্যান মাৎস্য উপাখ্যান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা শ্রবণ করিলে সকল মনোরথ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

সৃষ্টি বর্ণন।

কহেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
পরেতে পাণ্ডব ভাগ্যে যাহা যাহা হয়॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপরায়ণ।
মার্কণ্ড ঋষিরে পুন জিজ্ঞাসে তখন॥
যদি ঋষি মম প্রতি করি দয়াদান।
আগমন করিলেন এ অধম স্থান॥
আমার সংশয় মোর যা আছে অন্তরে।
তাহার মোচন দেব করুন সত্বরে॥
তুমি ঋষি বহুদিন এ ভব সংসারে।
করিতেছ অবস্থান একাদি প্রকারে॥
এ কারণ এই বাঞ্ছা মম সর্ব্বক্ষণ।
শুনিব অপূর্ব্ব কথা তোমার সদন॥
রাজমুখে হেন বাক্য শুনি ঋষিবর।
কহিলেন শুন রায় হয়ে হৃষ্টান্তর॥
প্রথমে তোমার পাশে নিজ বিবরণ।
করিব কীর্ত্তন সব শুনহ রাজন॥
শাশ্বত অব্যয় আর অব্যক্ত স্বরূপ।
অতি সূক্ষ্ম নির্গুণাত্মা যিনি গুণরূপ॥
পুরাণ পুরুষ যিনি তাঁরে নমস্কার।
তাঁর গুণ কহি আমি শুন সারাৎসার॥
এই যে হেরিছ সবে আমাদের সহ।
বসিয়া আছেন দেব পুরুষ-বিগ্রহ॥
ইনি কর্ত্তা ইনি পাতা মহাবংশধর।
ইনিই হে সর্ব্বভূত আত্মা নিরন্তর॥
কালের কবলে যবে সব লুপ্ত হবে।
কীটাদি পতঙ্গ আর কিছু নাহি রবে॥
সেইকালে শুদ্ধ যিনি পরমাত্মা ধন।
তিনিই থাকেন সৃষ্টি সৃজন কারণ॥
সর্ব্বাগ্রেতে সত্যযুগ আবির্ভূত হয়।
চতুর হাজার বর্ষ সংখ্যার নিশ্চয়॥
চারি শত বর্ষে তার সন্ধ্যা এক হয়।
সন্ধ্যাংশেরো সেইরূপ অংশের নির্ণয়॥
তিন হাজার বর্ষ ত্রেতার পরিমাণ।
ত্রিশত বৎসরে তার সন্ধ্যার বিধান॥
সন্ধ্যাংশেরো পরিমাণ সেইরূপ হয়।
পরেতে দ্বাপরযুগ হয় মহাশয়॥
দ্বিসহস্র পরিমাণ বৎসর তাহার।
দ্বিশত বৎসর সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ উহার॥
সহস্র বৎসর হয় কলি-পরিমাণ।
সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ হয় শতেক প্রমাণ॥
শুন ভূপ যবে শেষ কলি যুগ হবে।
তখন আবার সত্যযুগ প্রকাশিবে॥
দ্বাদশ হাজার বর্ষ হয় যুগ চারি।
কহিলাম যুগকথা ওহে পাপ-অরি॥
সহস্র মানব যুগ জানহ রাজন।
ইথে এক ব্রহ্মযুগ আছে নিরূপণ॥
এই মতে বিশ্ব মহা ব্রহ্ম নিকেতনে।
হইতেছে নিবর্ত্তিত কাল বিঘূর্ণনে॥
এই বিশ্ব পরিবর্ত্ত সময় যে হয়।
প্রলয় বলিয়া তারে বুধগণ কয়॥
আর কথা নরবর করহ শ্রবণ।
কলিযুগ ভোগ ক্রমে হলে সংপূরণ॥
অবশিষ্ট যাহা রবে সামান্যত কাল।
সেইকালে ঘটিবেক বিষম জঞ্জাল॥

নর সব সেইকালে মিথ্যাবাদী হবে।
যজ্ঞ দান ব্রত আদি দূরে দিবে সবে ।।
সেইকালে যত সব ব্রাহ্মণের গণ।
শূদ্র সম করিবেক সবে আচরণ ।।
ধনার্জ্জন-পরায়ণ শূদ্রেরা হইবে।
আর তারা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আচরিবে ।।
যজ্ঞ স্বাধ্যায়েরে ত্যজি সকল ব্রাহ্মণ।
দণ্ড ও অজিন আদি করিবে বর্জ্জন ।।
পরিহরি তপ জপ সর্ব্বভক্ষ্য হবে।
জপে নিবেশিবে মন শূদ্রগণ সবে ।।
লোক মর্য্যাদার এই বিপরীত ভাব।
প্রলয়ের পূর্ব্বচিহ্ন হবে অনুভব ।।
আর কথা বলিতেছি শুন একমনে।
ঘটিবেক যাহা সব একাল লক্ষণে ।।
আভীর পুলিন্দ শূর বাহ্লীক যবন।
আন্ধ্র শক খস আর কম্বোজেরগণ ।।
ইত্যাদি বিবিধ ম্লেচ্ছ-নরপতি হবে।
পাপে রত হয়ে মিথ্যা শাসিবেক ভবে।
দ্বিজগণ স্বধর্ম্মেতে না কাটাবে দিন।
ক্ষত্র বৈশ্য হবে সবে স্বধর্ম্মবিহীন ।।
হবে সবে অল্প আয়ু আর অল্পবল।
জীবন সম্বল বিনা হইবে বিকল ।।
দেহ হবে খর্ব্বাকার সত্য হবে হীন।
ধনলোভী হইবেক মিথ্যার অধীন ।।
নগর হইবে বন অতি ভয়ঙ্কর।
কপটেতে ব্রহ্মবাদী হবে সব নর ।।
'ভো' বলি করিবে শূদ্র দ্বিজে সম্বোধন
শূদ্রে আর্য্য বলি দ্বিজ করিবে কীর্ত্তন ।।
জন্তু সংখ্যা দিনে দিনে অধিক হইবে।
গন্ধ দ্রব্য ক্রমে গন্ধহীন হয়ে রবে ।।
রসেতে সুস্বাদ আর না রবে তখন।
বহু পুত্রবান সব হবে নরগণ ।।
অতি কষ্টে দিন সবে করিবে যাপন।
সতী ছাড়িবেক পতি সুখের কারণ ।।
বিষম লম্পট হবে পুরুষের গণ।
পরিত্যাগ করিবেক পত্নীকে আপন ।।
গাভীতে সামান্য দুগ্ধ করিবে প্রদান।
বৃক্ষে অল্প ফুল ফল হবে মতিমান ।।
মোহ পরতন্ত্র হয়ে যত দ্বিজগণ।
কপট ধর্ম্মের চিহ্ন করিবে ধারণ ।।
ব্রহ্মঘাতী মিথ্যাবাদী যত রাজগণ।
করিবেক স্তুতিবাদ ধনের কারণ ।।
দানের গ্রহণে পাপ মনে না ভাবিবে।
চণ্ডাল-হস্তের দান গ্রহণ করিবে ।।
রাজার পীড়নে কর প্রদান করিবে।
করিবেক চৌর্য্যবৃত্তি প্রজা এই ভবে ।।
বাণিজ্য করিয়া দ্বিজ জীবন যাপিবে।
বৃথা নখ চুল অঙ্গে সদত্ত রাখিবে ।।
অর্থের লোভেতে যত ব্রাহ্মণমণ্ডলে।
বৃথা মাংস ভুজি তুষ্ট হবে কুতূহলে ।।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব ধর্ম্ম বিলোপ হইবে।
ধরণী অধর্ম্মে সদা পূর্ণিত রহিবে ।।
অতিথে না দিবে ভিক্ষা গৃহস্থের গণ।
পুণ্য কর্ম্ম কেহ নাহি করিবে কখন ।।
হীনবল হবে ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রভাবে।
দাতা হবে অর্থহীন কষ্টে প্রাণ যাবে ।।
পাপাত্মা মানবগণ অর্থবান হবে।
মরিলেও প্রাণী তারা ফিরি নাহি চাবে ।।
অল্পমাত্র ধনলাভ কৈলে নরগণ।
মহা ধনবান বলি করিবে কীর্ত্তন ।।
গচ্ছিত রাখিলে ধন কাহার নিকটে।
ভাণ্ডাইয়া দিবে তারে অমনি কপটে ।।
কহিবেক কবে ধন আমার সদন।
রাখি গিয়াছিলে বলি কহ সর্ব্বক্ষণ।
এত বলি তার প্রতি করি প্রবঞ্চন।
ফাঁকি দিবে সে কালের যত নরগণ ।।
সাত আট বর্ষে গর্ভ ধরিবে রমণী।
অল্পকালে হবে তারা শিশুর জননী ।।
পুরুষেরা পুত্রবান দ্বাদশ বছরে।
নারীগর্ভে উৎপাদন করিবে শিশুরে।
বালকে করিবে সদা বৃদ্ধের করম।
বৃদ্ধ বালকের ভাবে হইবে মগন ।।
বহু দিন বৃষ্টি নাহি হবে সেই কালে।
আহার অভাবে জীবে গ্রাসিবেক কালে ।।
হেনমতে জীবসংখ্যা ন্যূনতা হইবে।
তৎপরে দ্বাদশ রবি গগনে উদিবে ।।
উত্তাপে জলধিজল করিবে শোষণ।
তৃণ কাষ্ঠ হবে ভস্ম তাহার কারণ ।।
তদন্তরে সম্বর্ত্তন নামে বহ্নিরাজ।
পবন সহায় করি ধরি ভীমসাজ ।।
রবি উত্তাপিত ধরা করি আক্রমণ।
ভেদ করি করিবেক পাতালে গমন ।।
তার মূর্ত্তি হেরি দেব যত রক্ষগণ।
একেবারে হইবেক শঙ্কিতজীবন ।।
ওহে ভূপ হেনমতে সেই হুতাশন।
ধরা আদি পাতালেরে করিবে দাহন ।।
যক্ষ রক্ষ দেবাসুর গন্ধর্ব্বের প্রাণ।
সহ বিশ্ব একেবারে হইবে দাহন ।।

তৎপরেতে মেঘ সব হস্তীর বরণ।
বিদ্যুতের খেলা তার মাঝে অনুক্ষণ ॥
নভস্তল চারিদিক করি আবরণ।
করিবে ভীষণ রবে বারি বরিষণ ॥
তার মাঝে ঘোর মেঘ নীলের বরণ।
কেহ বা কুমুদবৎ শোভার মোহন ॥
নাগকেশ পুষ্পবর্ণ কোন মেঘ হয়।
কেহ বা হরিদ্রাবর্ণ অতি শোভাময় ॥
সেই সব জলধর মালার আকারে।
ধরিয়া চপলা সবে হৃদয় মাঝারে ॥
বরিষণ করি তারা আনন্দ গর্জ্জনে।
করিবে প্লাবিত ধরা অনল বারণে ॥
তারাই করিবে অগ্নিতাপ সব দূর।
লভিবে স্থাবর আদি আনন্দ প্রচুর ॥
দ্বাদশ বৎসর হেন মতে বৃষ্টি হবে।
পড়িবে মুষলধারে ক্ষান্ত না রহিবে ॥
সেই কালে ভগ্ন হবে সকল পর্ব্বত।
বায়ুতে হইবে তাহা প্রতিঘাত যত ॥
চতুর্দ্দিক ভূমি তারা হইবে বিনাশ।
স্বয়ম্ভু দিবেন দেখা হইয়া উল্লাস ॥
আকাশে সঙ্কোচ তিনি করিয়া তখন।
উদর পূরিবে সেই প্রবল তপন ॥
হেনমতে বারণেরে করিয়া বারণ।
অনন্ত শয্যায় তিনি করিয়া শয়ন ॥
নিদ্রালাভ করিবেন মনের সুখেতে।
সকলই স্থিরভাব হবে সে কালেতে ॥
তদন্তর মহীপাল করহ শ্রবণ।
এমতে প্রলয়কাল হইলে ঘটন ॥
দেবাসুর যক্ষ রক্ষ মানুষ শ্বাপদ।
মহীরুহ অন্তরীক্ষ আর জনপদ ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি সব ধ্বংস হবে।
একমাত্র জলেতেই পূর্ণ সদা রবে ॥
সেই কালে আমি মাত্র একাকী ভূপতি।
ভূমিশূন্য জলমধ্যে করিব হে স্থিতি ॥
সকল সংহার হেরি আপন নয়নে।
বিষণ্ণতা পাব আমি তাহার কারণে ॥
আলস্য বিহীন হয়ে প্লবমান জলে।
দীর্ঘকাল রব আমি অতি অবহেলে ॥
যখন হইবে অতি ক্লান্ত কলেবর।
সেইকালে নিহারিব এক তরুবর ॥
তার নাম বটবৃক্ষ একার্ণব মাঝে।
উন্নত করিয়া শিরঃ সে নীরে বিরাজে ॥
সেই বটবৃক্ষশাখে পর্য্যঙ্ক উপরি।
দিব্য আস্তরণ পাতা রবে শোভা করি ॥
তদুপরে পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া আনন।
রহিবে বালক এক করিয়া শয়ন ॥
আমি সে বালকে হেরি আশ্চর্য্য মানিব
তাহার লাগিয়া মহা চিন্তায় ডুবিব ॥
কিরূপেতে এই শিশু আসিল এখানে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু নাহি বুঝি মনে ॥
শিশুর স্বরূপ হেরি হেন বোধ হয়।
ইহার শরীরে আছে লক্ষ্মীর আশ্রয় ॥
মোরে সম্বোধিয়া শিশু এ কথা কহিবে।
বিশ্রামে বাসনা তব হইয়াছে এবে ॥
প্রবেশ করহ তুমি আমার শরীরে।
প্রসন্ন হয়েছি আমি তোমার উপরে ॥
এত বলি শিশু মুখ করিবে ব্যাদান।
প্রবেশিব মুখমধ্যে ওহে মতিমান ॥
তাঁহার জঠরে পশি ওহে নরবর।
হেরিব জঠর মধ্যে সর্ব্ব চরাচর ॥
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ পন্নগ কিন্নর।
গন্ধর্ব্ব অপ্সর নদ নদী গিরিবর ॥
গ্রহ নক্ষত্রাদি সব যাহা কিছু হয়।
সকলি শিশুর সেই জঠরেতে রয় ॥
সহস্র সহস্র বর্ষ জঠরে থাকিয়া।
শরীরের অন্ত নাহি পাইব খুঁজিয়া ॥
অবশেষে মুখ হতে ভানুর আকারে।
পুনঃ বহির্গত হব এই ত সংসারে ॥
তখনি হেরিব সেই বালবেশধারী।
বটবৃক্ষশাখে শোভে আহা মরি মরি ॥
আমারে সম্বোধি শিশু কহিবে তখন।
কেমন আছিলে বল ওহে তপোধন ॥
তখন আত্মারে আমি বিনির্ম্মুক্ত হেরি।
বালকে করিব স্তব চরণেতে ধরি ॥
তব গর্ভে চরাচর করিনু দর্শন।
তব তত্ত্ব জানিবারে অভিলাষী মন ॥
জগৎ ভক্ষণ করি ওহে ভগবন।
বালক রূপেতে কেন কর বিচরণ ॥
কেন বা জগৎ আছে তোমার শরীরে।
বিবরিয়া বল সব অধীন জনেরে ॥
আমার বিনয়বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বালক প্রবোধবাক্যে কহিবে তখন ॥

ভগবানের আত্মতত্ত্ব বর্ণন।

দেব কহিবেন, হে তপোধন! তোমাকে পিতৃভক্ত ও শরণাগত দেখিয়া তোমার নিকট আবির্ভূত হইলাম। নার শব্দে জল, অয়ন শব্দে আশ্রয়, এই জন্যই আমার নাম নারায়ণ

আমি কারণ স্বরূপ, অব্যয় পুরুষ; কি বিষ্ণু, কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্রাদি দেবতা সকলই আমি। অগ্নি আমার মুখ, পৃথ্বী পদ, সূর্য্য-চন্দ্র নেত্রদ্বয়, স্বর্গ মস্তক, আকাশ ও দিক্ কর্ণদ্বয়; আমার মুখ বিপ্র, ভুজ ক্ষত্রিয়, উরু বৈশ্য ও পাদ শূদ্র। সংযতাত্মা ব্যক্তিগণ আমারই উপাসনা করে। নক্ষত্র সকল আমার লোমকূপ; সাগর ও চতুর্দ্দিক আমার বসন ও নিলয়। বেদাধ্যায়ী সংযতাত্মা ক্রোধজয়ী ব্রাহ্মণেরাই আমাকে প্রাপ্ত হন। দুষ্কর্ম্মী অকৃতাত্মা ব্যক্তিরা আমারে লাভ করিতে পারে না। জগতে অধর্ম্মের আবির্ভাব হইলেই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি এবং স্বয়ং শুভকর্ম্মার গৃহে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসাদি নিহত করি। আমা হইতেই সৃষ্টি ও আমা হইতেই সংহার হয়। আমি সত্যে শ্বেত, ত্রেতায় পীত, দ্বাপরে রক্ত ও কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ হই। আমার আত্মা সর্ব্বভূতে অধিষ্টিত। তুমি যাহা কিছু দৃষ্টি কর, সকলই আমার আত্মা, আমি সর্ব্বব্যাপী। ব্রহ্মা আমার শরীরার্দ্ধ জানিবে। তুমি আমার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত লোক দর্শন পূর্ব্বক কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়াকুল হওয়াতে তোমাকে মুখ দিয়া নিঃসারিত করিলাম এবং তোমার নিকট আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে যাবৎ ব্রহ্মা জাগরিত না হন, তাবৎ এই স্থানে সুখে বিচরণ কর। হে রাজন্! এই বলিয়াই পরমদেব তিরোহিত হইলেন। আমি যুগক্ষয়ে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি। এই শ্রীকৃষ্ণই সেই পরমদেব জানিবে। ইহাঁকে দর্শন করিয়া আমার যাবতীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উপস্থিত হইতেছে। তোমরা ইহাঁর শরণাপন্ন হও। পাণ্ডবগণ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন।

কলিকৃত্য কথন।

মার্কণ্ডেয়ে সম্বোধিয়া ধর্ম্ম নরপতি।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ অপূর্ব্ব ভারতী ॥
কলির বৃত্তান্ত কহ ওহে মহাশয়।
শুনিবারে কুতূহলী হয়েছে হৃদয় ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি মহাতপোধন।
কহিলেন শুন সব করিব বর্ণন ॥

সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধরম আছিল।
ত্রেতাযুগে একপাদ কমিয়া যাইল ॥
দ্বাপরে দ্বিপাদ ধর্ম্ম জানে সর্ব্বজন।
কলিযুগে পাদমাত্র শুনহ রাজন ॥
আয়ু বার্য্য বুদ্ধি বল তেজ আদি করি।
যুগে যুগে হ্রাস হয় দেখহ বিচারি ॥
কলিযুগে ধর্ম্ম হবে বঞ্চনা-উপায়।
সত্য-হানি বল-হানি আয়ু-হানি তায় ॥
কলিযুগে অল্প আয়ু হেতু নরগণ।
অশক্ত হইবে বিদ্যা করিতে অর্জ্জন ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ সবারে ঘেরিবে।
পরস্পর বৈরভাব সকলে করিবে ॥
বিপ্রগণ ক্ষত্রগণ বৈশ্যগণ আর।
সকলে করিবে শূদ্র সম ব্যবহার ॥
করিবে অন্ত্যজ জাতি উচ্চ আচরণ।
রমণীর বশ হবে যত নরগণ ॥
মৎস্য মাংস অজাদুগ্ধ করিবে আহার।
নাস্তিক তস্কর হবে অবনী মাঝার ॥
বহু শস্য না জন্মিবে ভূমিতে কখন।
দৈবকর্ম্মকারী হবে লোভপরায়ণ ॥
পুত্রধন পিতা লবে তনয় পিতার।
কেহ না করিবে খাদ্য অখাদ্য বিচার ॥
হোম যাগ ধর্ম্মকর্ম্ম সকলে ত্যজিবে।
মোহবশে বেদনিন্দা সর্ব্বথা করিবে ॥
কৃষিকার্য্যে ধেনুগণ করিবে যোজন।
পিতৃহত্যা পুত্রহত্যা হবে অনুক্ষণ ॥
ম্লেচ্ছধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইবে জগৎ।
নিরানন্দে নিরুৎসবে রহিবে তাবৎ ॥
অপহারি লবে সবে বিধবার ধন।
অর্থব্যয়ে হবে সবে জগতে কৃপণ ॥
কপট আচারী হবে জগত মাঝারে।
দুষ্টভাবে কুমন্ত্রণা দিবে সবাকারে ॥
উপেক্ষা করিবে ক্ষত্র লোকের রক্ষণ।
পরস্পর পরস্পরে করিবে নিধন ॥
পর-ধন পর-নারী করিবে হরণ।
স্বয়ংগ্রহা কন্যা হবে মানব ভবন ॥
রাজগণ মূঢ়বুদ্ধি হবে নিরন্তর।
বঞ্চনা করিবে সহোদরে সহোদর ॥
ভীরুগণ হবে সদা বীর-অভিমানী।
বীরগণ ভীত হবে ওহে নৃপমণি ॥
একবর্ণ হবে লোক জগত মাঝারে।
পুত্র হযে ক্ষমা নাহি করিবে পিতারে ॥
পিতা পুত্রে ক্ষমা নাহি করিবে কখন।
নারীজাতি পতিসেবা করিবে বর্জ্জন ॥

পিতৃশ্রাদ্ধ দৈবকর্ম্ম সকলে ত্যজিবে।
গুরুজনে অপমান সতত করিবে ॥
পঞ্চ বর্ষে ষষ্ঠ বর্ষে হবে গর্ভবতী।
পরিতুষ্ট নাহি রবে ভার্য্যা ভর্ত্ত প্রতি ॥
নিরন্তব ক্ষুধাকুল হবে নরগণ।
কুলটা লম্পটে দেশ হইবে পূরণ ॥
ব্যবসায়ে প্রবঞ্চনা সকলে কবিবে।
স্বভাবতঃ ক্রূরকর্ম্মা সকলে হইবে ॥
শূদ্রের পীড়নে কষ্ট পেয়ে দ্বিজগণ।
হাহাকার করি সদা কবিবে ভ্রমণ ॥
করভারে প্রপীড়িত হয়ে দ্বিজগণ।
শূদ্রেব সেবায রত রবে অনুক্ষণ ॥
ধর্ম্ম উপদেশ দিবে হয়ে শূদ্রজাতি।
বিপরীত হবে রায় কহিনু ভারতী ॥
ঋষির আশ্রম চৈত্য নাগের ভবন।
বিপ্রেব আলয আর দেবতা ভবন ॥
এড়ুকেব চিহ্ন রবে এই সব স্থানে।
মদ্যপায়ী মাংসভোজী হবে নরগণে।
পুষ্পোপবি পুষ্প হবে ফলোপবি ফল।
অকালে বর্ষিবে জল বারিদ সকল ॥
উচিত মর্য্যাদা নাহি রহিবে ভূতলে।
গুরু-প্রতিকূল হবে শিষ্যেরা সকলে ॥
যখন যুগান্তকাল হবে উপস্থিত।
তখন হইবে দশ দিক প্রজ্বলিত ॥
উল্কাপাত কত হবে কে করে গণন।
পর্য্যাকুলরূপে বায়ু বহিবে তখন ॥
নক্ষত্র মণ্ডল সব প্রভাহীন হবে।
মহাতেজে সপ্তসূর্য্য গগনে উদিবে ॥
জগতে না হবে আর শস্যের রোপণ।
পতিহত্যা পুত্রহত্যা হবে অনুক্ষণ ॥
অমাবস্যা ভিন্ন অন্য যে কোন তিথিতে।
রাহুগ্রস্ত হবে সূর্য্য জানিবে জগতে ॥
পান্থগণে ভিক্ষুগণে আশ্রয় না দিবে।
অনাথ হইয়া পথে শয়ান রহিবে ॥
আত্ম-বন্ধুগণে সবে করিবে বর্জ্জন।
করিবে কঠোর শব্দ বায়সাদি গণ ॥
শোকের অবধি নাহি রহিবে সংসারে।
হা পুত্র হা তাত বলি ভ্রমিবে সকলে ॥
এইরূপে ঘোর কাল হইলে ঘটন।
পুনঃ দ্বিজ আদি করি জন্মিবে তখন ॥
পুনঃ দৈব লোকবৃদ্ধি করিবার তরে।
বাসনা করিবে দেব আপন অন্তরে ॥
পুনঃ সত্যযুগ সৃষ্টি হইবে তখন।
অনুকূল হবে তবে যত গ্রহগণ ॥
নক্ষত্র কল্যাণকারী তখন হইবে।
উচিত সময়ে জল জলদে বর্ষিবে ॥
বিষ্ণুযশা নামে বিপ্র জানিবে তখন।
সম্ভল গ্রামেতে জন্ম ধরিবে সে জন ॥
তাঁহার গৃহেতে কল্কী জনম ধরিবে।
ধরম বিজয়ী হয়ে সম্রাট হইবে ॥
যুগপরিবর্ত্তকারী পুরুষ রতন।
নিজ সঙ্গে লয়ে যত ব্রাহ্মণের গণ ॥
ম্লেচ্ছগণে সমুৎসন্ন করিবে ধরায়।
কহিনু সকল কথা ওহে ধর্ম্মরায় ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি মার্কণ্ডেয় মুনির উপদেশ প্রদান।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্। তদনন্তর ভগবান্ কল্কী চৌর-দস্যুগণকে বিদলিত করত ব্রাহ্মণগণকে মেদিনীমণ্ডল সমর্পণ করিয়া ধরাতলে পরিভ্রমণ করিবেন। পুনরায় ধরাতলে বিধাতৃবিহিত মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইবে। এই রূপে পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব হইলে অধর্ম্মের নাশ, ধর্ম্মের বৃদ্ধি ও নরগণ ক্রিয়াবান্ হইয়া উঠিবে। দেবমন্দির, তড়াগ, পুষ্করিণী প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, পাষণ্ড বিদূরিত হইয়া সত্যপরায়ণ ধার্ম্মিকে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইবে। পৃথিবী প্রভূত শস্যশালিনী ও ব্রহ্মচার্য্যাদি চতুর্ব্বর্ণ স্ব স্ব আচারবিহিত ক্রিয়ায় নিরত থাকিবে। হে মহারাজ! এই প্রকারে ধর্ম্ম সত্যাদি তিনযুগে প্রবল থাকিবে। শেষযুগের বিষয় পূর্ব্বেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমি দীর্ঘজীবী হইয়া এই প্রকারে সংসারের গতি অনেকবার নিরীক্ষণ করিয়াছি। তোমাদিগের নিকট সকলই বর্ণন করিলাম। হে মহারাজ! তুমি সতত ধর্ম্মপথে মতি রাখিও, ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিই উভয় লোকে সুখ-সম্ভোগ করে। কদাচ ব্রাহ্মণের অবমাননা করিও না, বিপ্রকোপে অখিল জগৎ বিনষ্ট হইতে পারে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্। কিরূপ ব্যবহার করিলে ধর্ম্মরক্ষা হইবে এবং আমি কিরূপ ধর্ম্মে থাকিয়াই বা প্রজাশাসন করিব, তাহা কীর্ত্তন করুন্।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! সর্ব্বভূতে দয়াশীল, হিতৈষী, লোকরঞ্জন, অসূয়াবিহীন, সত্যবাদী, নিরহঙ্কারী, দান্ত, শান্ত, দেব-পিতৃপূজা-পরায়ণ ও নম্র হইয়া প্রজাপালন করিবে। প্রমাদ বশতঃ মন্দকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে দান দ্বারা

তাহার প্রতিবিধান করিবে। তুমি সকলই বিদিত আছ, অধিক কি বলিব, বর্ত্তমান ক্লেশে অভিভূত হইও না। তুমি পবিত্র বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, আমার উপদেশমতে চলিলে অচিরে কল্যাণ লাভ হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, আমি সযত্নে আপনার উপদেশমত কার্য্য করিব। এক্ষণে আপনার নিকট প্রার্থনা এই যে, পুনরায় ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য সবিস্তার কীর্ত্তন করুন্।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশে পরীক্ষিৎ নামে প্রবলপরাক্রান্ত ধর্ম্মপরায়ণ এক নরপতি ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ার্থ বনে প্রবেশ করিলে একটী মৃগ তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। তিনি অশ্বারোহণে সেই মৃগের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। তিনি দেখিতে দেখিতে বহুদূরপথ অতিক্রম করিলেন, কিন্তু মৃগ কোথায় পলায়ন করিল স্থির করিতে পারিলেন না। পরিশ্রমে তাঁহার বাহন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, স্বয়ংও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইলেন। অবশেষে একটী মনোহর নীলবর্ণ কানন দর্শনে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, দিব্য রমণীয় একটী সরোবর শোভা পাইতেছে। নরনাথ পুলকিতচিত্তে অশ্বসহ সেই সুশীতল জলে অবগাহন পূর্ব্বক শ্রান্তিদূর করিয়া বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন। সহসা রমণীর রমণীয় কণ্ঠধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল; মনোহর সঙ্গীত শ্রবণে তিনি চমকিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিলেন, একটী পরমা সুন্দরী গজেন্দ্রগমনে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে সঙ্গীত করিতেছে। নরপতি তাহার রূপরাশি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! তুমি কাহার বনিতা? রমণী কহিল, রাজন্! আমি অদ্যাপি কুমারিকাবস্থায় আছি। তখন পরীক্ষিৎ তাহাকে পত্নীত্বে গ্রহণের প্রার্থনা করিলে রমণী কহিল, নরনাথ! আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমাকে গ্রহণ করিয়া কখনও যদি জল প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেই আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিব। যদি এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইতে আপত্তি না হয়, তবে অনায়াসে আমাকে গ্রহণ করিতে পারেন। রাজা তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইয়া সুন্দরীকে গ্রহণ করিলেন। এদিকে অনুচরগণ অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইলে রাজা সেই রূপবতীকে লইয়া অনুচরগণ সহ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। মহীনাথ সমস্ত রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবানিশি নির্জ্জনে থাকিয়া সেই সুন্দরীর সহিত মনস্সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। একদা প্রধান অমাত্য বিশেষ কারণে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিহারভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহুসংখ্যক পরিচারিকা তথায় প্রহরীরূপে নিযুক্ত রহিয়াছে। অমাত্য তাহাদিগের অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল, মহাশয়! মহারাজের নিকটে জল লইয়া যাইতে নিষেধ আছে। যদি কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া নরপতির নিকট জল লইয়া যায়, তাহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্যই আমরা এখানে নিযুক্ত রহিয়াছি। অমাত্য এই কথা শুনিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া নির্জ্জনে একটী মনোহর বিহারভবন নির্ম্মাণ করিলেন। অতি সুকৌশলে তাহা বিনির্ম্মিত হইল। মন্ত্রীবর তথায় গুপ্তভাবে একটী কূপ নির্ম্মাণ করিলেন; এরূপভাবে কূপটী নির্ম্মিত হইল যে, সহজে সহসা কেহই তাহা দৃষ্টিগোচর করিতে পারিবে না। অমাত্য এইরূপে স্বীয় অভিলাষ মত কার্য্য করিয়া রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি একটী চিত্তরঞ্জন মনোহর বিহারস্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছি, আপনি তথায় গমন পূর্ব্বক মনস্সুখে অবস্থিতি করুন। রাজা শ্রবণমাত্র সুন্দরী সহ তথায় গমন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে সহসা একদা সেই গুপ্তকূপ রাজার নয়নপথে নিপতিত হইল। তিনি বিস্মিত হইয়া প্রণয়িনীকে তাহা প্রদর্শন পূর্ব্বক অবগাহন করিতে বলিলে সুন্দরী তৎক্ষণাৎ তন্মধ্যে অবতরণ করিল; কিন্তু আর পুনরায় সমুত্থিত হইল না। দেখিতে দেখিতে কূপের জলরাশিও তিরোহিত হইল। তখন রাজা প্রণয়িনী-শোকে একান্ত অধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সহসা কূপের মুখদেশে একটী বৃহৎ ভেক দৃষ্ট হইল। নরপতি ক্রোধবশে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। অবশেষে রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে যেখানে ভেক দেখিতে পাইবে, তৎক্ষণাৎ যেন বিনষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করে। সে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত

হইবে। তখন রাজ্যমধ্যে ভেক বিনাশের তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল। ভেকগণের রাজা এই বিপৎপাত দর্শনে ভীত হইয়া বিপ্রবেশে নরপতির নিকট আগমন পূর্ব্বক প্রবোধবচনে ভেকবধে নিবৃত্ত হইতে বলিলে নরপতি কহিলেন, মহাশয়! এবিষয়ে আমাকে নিষেধ করিবেন না, ভেকেরা আমার প্রণয়িনীকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। তখন ভেকপতি কহিলেন, মহাশয়! আপনার প্রণয়িনী জীবিত আছে, সে অপর কেহই নহে, আমারই কন্যা; তাহার নাম সুশোভনা। সেই দুষ্টা এইরূপে বহুসংখ্যক নরপতিকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। আমিই ভেকরাজ, আমার নাম আয়ু। তখন নরনাথ কহিলেন, হে ভেকরাজ! আপনি আপনার কন্যাকে আমার করে প্রদান করিয়া আমার চিত্ত সুস্থির করুন। ভেকপতি তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ কন্যারে আনিয়া নরপতিকরে প্রদান পূর্ব্বক কহিল, বৎসে! অদ্যাবধি তুমি রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া ইঁহার চিত্ত বিনোদন কর। আর তুমি যেরূপ অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, সেই ফলে তোমার গর্ভজাত পুত্রগণ ব্রাহ্মণবিদ্বেষী হইবে। ভেকরাজ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। কালক্রমে সুশোভনার গর্ভে শল, দল ও বল নামে রাজার তিনটী পুত্র জন্মিল। রাজা চরমাবস্থায় শলকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যার্থ বনগমন করিলেন।

একদা শল মৃগয়ার্থ গমন করিলে একটী দ্রুতগামী মৃগ তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। তিনি তাহার পশ্চাদ্গামী হইলেন বটে, কিন্তু তাহাকে ধৃত করা কঠিন হইল। তদ্দর্শনে সারথি কহিল, মহারাজ! বামদেব ঋষির মহাবেগগামী দুইটী বামী আছে, সেই বামী রথে যোজিত না হইলে এই মৃগ ধরা কখনই সম্ভবপর নহে। রাজা তৎক্ষণাৎ বামদেবের আশ্রমে গমন করিয়া সেই বামীদ্বয় প্রার্থনা করিলে ঋষিবর অবিচারিতমনে প্রদান করিলেন। রাজা কার্য্য সাধনান্তে পুনঃ প্রদান করিবেন অঙ্গীকার করিয়া সেই বামীদ্বয় রথে যোজনা করত মৃগের অনুবর্ত্তী হইলেন। বামীদ্বয়ের বেগগামিতা দর্শনে রাজার অন্তর প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মৃগয়ান্তে ঋষিকে তাঁহার ঘোটকীদ্বয় প্রত্যর্পণ না করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে বামদেব ঘোটকীদ্বয় আনয়নার্থ প্রিয়শিষ্য আত্রেয়কে রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন; কিন্তু রাজা ঘোটকী প্রদান করিলেন না। বামদেব তচ্ছ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া স্বয়ং রাজসকাশে গমন পূর্ব্বক বামী প্রার্থনা করিলে শল নরপতি কহিলেন, মহাশয়! এ অশ্ব রাজারই উপযুক্ত, তপস্বীর নহে; অতএব আমি উহা প্রদান করিব না। বামদেব বিবিধ ধর্ম্মকথায় রাজারে উপদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাজার মন বিচলিত হইল না। তখন বামদেব আরক্তনেত্রে রাজার প্রতি নিরীক্ষণ করিবামাত্র অলক্ষিতভাবে চারিটী ভীষণাকার রাক্ষস সমুপস্থিত হইয়া নরপতির প্রাণবিনাশ করিল।

অনন্তর দল রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তখন বামদেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বামীদ্বয় প্রার্থনা করিলে দল কহিলেন, ব্রাহ্মণের অশ্বে কি প্রয়োজন? অশ্ব রাজগণেরই উপযুক্ত বাহন; অতএব আমি উহা প্রদান করিব না। ঋষি অনেক বাদানুবাদ করিলেন, কিছুতেই দলের মন দুরভিসন্ধি হইতে বিচলিত হইল না, বরং তিনি ধনুকে শর সন্ধান করিয়া ঋষির প্রাণবধে উদ্যত হইলেন; কিন্তু ঋষির প্রভাবে রাজার করস্তম্ভ হইল। তখন দল ভীত হইয়া সভাস্থগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, আমি শর সন্ধান করিয়াও নিক্ষেপ করিতে পারিতেছি না; অতএব বামদেব নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি করুন। তখন ঋষি কহিলেন, মহারাজ! আপনি এই শর দ্বারা মহিষীকে স্পর্শ করিলে কল্যাণ লাভ করিতে পারিবেন। রাজা তৎক্ষণাৎ তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। তখন মহিষী ঋষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি যেন পতিকে কল্যাণকর উপদেশ দিয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট সত্য ধর্ম্ম উপার্জ্জন করত চরমে পুণ্যলাভ করিতে পারি। বামদেব কহিলেন, হে শোভনে! তুমি বর প্রার্থনা কর। মহিষী কহিলেন, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার পতি পাপ হইতে মুক্ত হন এবং পুত্রপৌত্রাদিগণ কল্যাণ লাভ করে। বামদেব তথাস্তু বলিয়া বামীদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

বক-শক্র-সংবাদ।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! শুনিয়াছি, বক ও দাল্‌ভ্য নামক ঋষিদ্বয় দীর্ঘজীবী ছিলেন, এবং ইন্দ্রের সহিত তাঁহাদিগের সৌহার্দ্দ ছিল; অতএব বক-শক্র-সমাগম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল পরিপূর্ণ করুন্‌।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্‌! পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধের পর ইন্দ্র ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলে পৃথিবী শস্যে পরিপূর্ণ হইল, লোক সকল ধর্ম্মপরায়ণ হইল, প্রজার সুখের পরিসীমা রহিল না। তখন দেবরাজ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে বকের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বক যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলে দেবরাজ সুখে সমাসীন হইয়া কহিলেন, হে তপোধন! আপনি বহুকাল জীবিত রহিয়াছেন, অতএব চিরজীবীর দুঃখ ও সুখ বর্ণনা করুন্‌।

বক কহিলেন, হে দেবরাজ! বহুজীবী হইলে বহু কষ্ট পাইতে হয়। পুত্র কলত্র জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতির বিনাশ দেখিয়া কাতর হইতে হয়, অধীনতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হয়; কুলীনের কুলক্ষয়, অকুলীনের কুললাভ ইত্যাদি দর্শনে দুঃখের পরিসীমা থাকে না। লোকের বিপরীত ভাব দর্শনে মুহুর্মুহুঃ কষ্ট পাইতে হয়। যে ব্যক্তি কুমিত্র ত্যাগ পূর্ব্বক দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে শাকমাত্র ভোজন করে, যাহাকে কেহ দরিদ্র বলে না, সেই চিরজীবীই প্রকৃত সুখী। যে পরান্নে প্রতিপালিত, সে কুক্কুর সদৃশ। যে অতিথি ও পিতৃসেবা করিয়া শেষে অবশিষ্ট ভোজন করে, সেই চিরজীবীই যথার্থ সুখী। বক ঋষি এই প্রকারে নানাবিধ ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিলে দেবরাজ বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সুরপুরে প্রস্থান করিলেন।

নারদ কর্ত্তৃক শিবি ও সুহোত্রের বিবাদ ভঞ্জন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির রাজন্য-মাহাত্ম্য শ্রবণে অভিলাষী হইলে মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! একদা কুরুবংশাবতংস সুহোত্র নরপতি মহর্ষিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আগমন করিতেছেন, সহসা পথিমধ্যে শিবিরাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে পরস্পর যথাবিহিত সম্বর্দ্ধনাদি ও কথোপকথন করিলেন; উভয়েই রূপে গুণে ও বয়সে সমান, সুতরাং কে কাহাকে অগ্রে গমনের পথ প্রদান করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া দণ্ডায়মান আছেন, ইত্যবসরে মহর্ষি নারদ তথায় সমাগত হইয়া সবিশেষ শ্রবণান্তে কহিলেন, কি ক্রূর, কি মৃদু, কি সাধু ও কি অসাধু, সকলেরই পরস্পর সৌহার্দ্দ হইতে পারে; অতএব সৌহার্দ্দ তুল্যতার কারণ নহে। যিনি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যিনি দান দ্বারা কুকর্ম্ম নাশ, ক্ষমা দ্বারা ক্রূরকে পরাজয়, সত্যদ্বারা অসত্যবাদীকে পরাভব ও সাধু ব্যবহার দ্বারা অসাধু ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন, তিনিই সাধুশীল। আমার মতে তোমরা দুইজনেই রূপে গুণে ও বয়সে সমান, তথাপি শিবি অপেক্ষাকৃত সচ্চরিত্র, অতএব শিবিরে পথ প্রদান করা উচিত। দেবর্ষির কথায় সুহোত্র পরিতুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ শিবিরে পথ প্রদান করিলেন।

যযাতি-চরিত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, একদা কোন ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণা প্রার্থনার নিমিত্ত যযাতি রাজার নিকট উপস্থিত হইলে নরপতি কহিলেন, হে বিপ্রবর! আমি প্রার্থনাকারীকে স্ত্রী, পুত্র, দেহ পর্য্যন্ত দান করিতে কুণ্ঠিত নহি, কিন্তু অপ্রাপ্য অর্থ দিতে পারি না, অতএব আপনার কি আবশ্যক না বলিলে আমি অগ্রে অঙ্গীকার করিতে পারিব না। যাহা হউক, আমি সহস্র ধেনু প্রদান করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন। যযাতি এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে সহস্র ধেনু প্রদান করিলেন। বিপ্রবরও প্রার্থনাতিরিক্ত ফল লাভে সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিগমন করিলেন।

সেতুক ও বৃষদর্ভোপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে বৃষদর্ভ ও সেতুক নামে দুই নরপতি ছিলেন। বৃষদর্ভ উপাংশু-ব্রতধারী হইয়া প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ ও রজত দান করিতেন; কিন্তু সেতুক তাহা করিতেন না। একদা কোন ব্রাহ্মণ সেতুকের নিকট আসিয়া গুরুদক্ষিণা ভিক্ষা করিলে সেতুক তাহা প্রদানে অসম্মত হইয়া বৃষদর্ভের নিকট গমন করিতে কহিলে ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ

বৃষদর্ভ সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিলষিত ব্যক্ত করিলেন। নরপতি শ্রবণমাত্র বিপ্রকে কশাঘাত করিলেন, তাহাতে বিপ্র রোষান্ধ হইয়া শাপ প্রদানে সমুদ্যত হইলে রাজা কহিলেন, যে স্বীয় ধন দিতে অস্বীকৃত হয়, তাহাকে কি শাপ দেওয়া উচিত? অথবা অন্যায় শাপ দেওয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য? যাহা হউক, অদ্য পূর্ব্বাহ্নে আমার যাহা আয় হইবে, আমি আপনাকে তাহাই প্রদান করিব, কিন্তু কশাঘাত আর দূরীকৃত হইবার নহে। এই বলিয়া রাজা এক দিনের সমস্ত আয় বিপ্রকে প্রদান করিলে বিপ্রবর তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন।

শিবির দানকীর্ত্তি।

একদা বিশ্বামিত্রনন্দন অষ্টক, প্রতর্দ্দন, বসুমনা ও শিবি চারিজনে মহর্ষি নারদ সহ রথারোহণে ভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবসরে এক জন নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা স্বর্গে গমন করিলে কে অগ্রে পৃথিবীতে পতিত হইবে? নারদ কহিলেন, অগ্রে অষ্টক, তৎপরে প্রতর্দ্দন, তদনন্তর বসুমনা, অবশেষে শিবি নিপতিত হইবেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কারণ কি? তখন নারদ কহিলেন, একদা আমি অষ্টকের সহিত রথারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি ধেনু দেখিয়া কাহার গবী জিজ্ঞাসা করাতে অষ্টক বলিলেন, ইহা আমার, আমি স্বর্গলাভের জন্য বিপ্রকরে দান করিয়াছি। অতএব এই আত্মশ্লাঘার জন্য অষ্টক ভূতলে নিপতিত হইবেন। আমি প্রতর্দ্দনের সঙ্গেও একদিন রথে গমন করিয়াছিলাম। পথিমধ্যে ক্রমান্বয়ে চারিটী ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাদিগের সঙ্গের চারিটী অশ্বই প্রার্থনা করিয়া লইল। অবশেষে অন্য অন্য ব্রাহ্মণ আসিলে প্রতর্দ্দন কহিলেন, আমি অনেক দান করিয়াছি। এইরূপ অসূয়া প্রকাশ করাতেই প্রতর্দ্দনের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, সেই জন্যই ইনি ভূতলে নিপতিত হইবেন। তৎপরে আমি একদা বসুমনার নিকট গিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক পুষ্পকরথের প্রয়োজন জানাই। তাহাতে নরপতি আপনার রথ বলিয়াই স্বীকার করেন, কিন্তু প্রদান করিলেন না। এইরূপে ক্রমাগত তিন দিন যাই, তিন দিনই বসুমনা ঐরূপ আচরণ করেন। এই কারণেই বসুমনাকে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

নারদ এইরূপ কহিয়া কহিলেন, শিবি পরম ধার্ম্মিক। আমিও শিবির তুল্য নহি, তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদা কোন ব্রাহ্মণ শিবির নিকট আসিয়া কহিলেন, তোমার পুত্রকে বিনষ্ট করত মাংস রন্ধন করিয়া আমাকে প্রদান কর। শিবি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে গিয়া পুত্রকে নিহত করত মাংস পক্ক করিয়া মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া দেখিলেন, তিনি তথায় নাই। শুনিলেন, ব্রাহ্মণ বিলম্ব দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নগরীমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার অস্ত্রাগার, কোষাগার প্রভৃতি দগ্ধ করিতেছেন। রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, মহাশয়! মাংস প্রস্তুত, ভোজন করুন। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল দৃষ্টি পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ইহা আপনি ভক্ষণ করুন। রাজা আদেশ প্রাপ্ত মাত্র যেমন ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! বুঝিলাম, আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক আর দ্বিতীয় নাই, ব্রাহ্মণকে আপনার অদেয় কিছুই নাই। এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ তিরোহিত হইলেন। নরপতি সম্মুখে চাহিয়া দেখেন, তাঁহার পুত্র দিব্যকলেবরে সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। বিধাতা শিবির ধর্ম্ম পরীক্ষার্থ বিপ্রবেশে আসিয়াছিলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! আপনার অপেক্ষা আর কেহ প্রাচীন আছেন কি না? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, একদা রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, আমাকে চিনিতে পারেন? আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার অপেক্ষা আর কেহ প্রাচীন আছেন কি না? আমি কহিলাম, হিমালয়ে প্রাবারকর্ণ নামে এক উলূক আছে, সে অতি প্রাচীন। ইচ্ছা হইলে চলুন তথায় গমন করি। এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক আমারে লইয়া উলূক-সমীপে উপস্থিত হইলেন। উলূকও ইন্দ্রদ্যুম্নকে চিনিতে না পারিয়া আমাদিগকে

লইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে গমন করিল। ঐ সরোবরে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক বাস করে, সে উলূক হইতেও প্রাচীন; কিন্তু বকও ইন্দ্রদ্যুম্নকে চিনিতে পারিল না। সে বলিল যে, এই সরোবরে অকূপার নামে এক কচ্ছপ বাস করে, সে আমা অপেক্ষা প্রাচীন। তখন আমরা সকলে অকূপার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কচ্ছপ কহিল, আহা! আমি এই ইন্দ্রদ্যুম্নকে বিলক্ষণ অবগত আছি। ইনি যে সমস্ত ধেনু দান করিয়াছিলেন, তাহাদিগেরই খুরক্ষুণ্ণ হইয়া এই সরোবর হইয়াছে। আমি বহুদিনাবধি এই সরোবরে আছি।

এই কথা বলিতে বলিতে ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বরপুরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত দিব্যরথ সমাগত হইল। ইন্দ্রদ্যুম্ন আমাদিগকে যথাযথ স্থানে রাখিয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বরপুরে পুনঃপ্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! সেই ইন্দ্রদ্যুম্নই আমা অপেক্ষা প্রাচীন।

দানকীর্ত্তন।

নানা কথা ধর্ম্মরাজ করিয়া শ্রবণ।
পুন মার্কণ্ডেয়ে কহে ওহে তপোধন॥
গার্হস্থ্য বার্দ্ধক্য বাল্য আর যে যৌবন।
অবস্থা এ চারি হয় বিদিত ভুবন॥
ইথে কোন অবস্থায় যদি দান করে।
সেই পুণ্য ফলে যায় দেবেন্দ্রনগরে॥
ফলশ্রুতি কিবা তার ওহে মহাশয়।
শুনিবারে কুতূহলী হতেছে হৃদয়॥
এত শুনি মার্কণ্ডেয় মহাতপোধন।
কহিতে লাগিল শুন পাণ্ডব নন্দন॥
অপুত্রক জাতিভ্রষ্ট পরান্ন-আহারী।
শুধু নিজ জন্য পাককারী এই চারি॥
ইহাদের জন্ম রায় জানিবে নিস্ফল।
নিজ কর্ম্মোচিত ফল লভয়ে সকল॥
ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানে করিয়া মনন।
কৃতকার্য্য তাহে নাহি হয় যেই জন॥
তাহারে করিলে দান সকলি নিস্ফল।
অধর্ম্মে অর্জ্জিত বস্তু দিলে সেই ফল॥
মিথ্যাবাদী পাপকারী কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ।
শূদ্রের পাচক চৌর হয় যেই জন॥
বৃসলীর পতি কিম্বা বেদ বিক্রী করে।
কভু নাহি দিবে দান সে বিপ্রের করে॥
আহিতুণ্ডিকেরে দান কভু নাহি দিবে।
স্ত্রীলোকে অর্পিলে দান নিস্ফল হইবে॥
পরিচারকেরে যদি কভু করে দান।
বিফল হইবে তাহা ওহে মতিমান॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মনরপতি।
পুনশ্চ তাপসে কহে ওহে মহামতি॥
বিপ্রগণ কিবা কাজ করি অনুষ্ঠান।
আপনারে কিম্বা অন্যে করে পরিত্রাণ॥
মার্কণ্ডেয় কহে শুন ওহে মহামতি।
বলিব সে সব কথা অপূর্ব্ব ভারতী॥
জপ হোম মন্ত্র আর স্বাধ্যায়ের বলে।
বেদময়ী নৌকা করি অতি কুতূহলে॥
আপনারে কিম্বা অন্যে করয়ে উদ্ধার।
বিপ্রের করম ইহা ওহে গুণাধার॥
বিপ্রতুষ্টে দেব তুষ্ট ওহে মহাশয়।
বিপ্রবাক্যে স্বর্গলাভ নাহিক সংশয়॥
স্বর্গলাভ হেতু বিপ্রে করিবে অর্চ্চনা।
তাহাতে পূরিবে তব মনের কামনা॥
শ্রাদ্ধকালে সাধু বিপ্রে করাবে ভোজন।
কুনখী মায়াবী কুষ্ঠী করিবে বর্জ্জন॥
বিবর্ণ গোলক কুণ্ড হয় যেই জন।
অথবা তূণীর বাণ যে করে ধারণ॥
শ্রাদ্ধকালে পরিত্যাগ করিবে তাহারে।
নতুবা সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে॥
আপনারে উদ্ধারিতে পারে যেই জন।
দাতারে তারিতে শক্তি যে করে ধারণ॥
তাহারে দিবেক দান শাস্ত্রের বিচারে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
পাদোদক পাদঘৃত অথবা আশ্রয়।
দীপ অন্ন দান করে যেই মহাশয়॥
যমালয়ে সেই জন কভু নাহি যায়।
শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে ধর্ম্মরায়॥
কপিলা প্রদানে মুক্তি লভে নরগণ।
এ হেতু কপিলা গৃহী করিবে অর্পণ॥
আর এক কথা বলি শুন মহারাজ।
ধনী জনে দান দিয়া নাহি কোন কাজ॥
এক জনে বহু ধেনু করিবে প্রদান।
বহুজনে এক ধেনু নাহি দিবে দান॥
বলবান বলীবর্দ্দ করিলে অর্পণ।
স্বর্গলোক লাভ করে সেই সাধু জন॥
বিপ্রকরে ভূমিদান যদি কেহ করে।
বাসনা সফল হয় সেই পুণ্যফলে॥
অন্নদান-সম দান নাহি কিছু আর।
অতএব অন্নদান কর গুণাধার॥

বিপ্রগণে অন্নরাশি করিলে অর্পণ।
ব্রহ্মলোকে গতি করে সেই সাধু জন ॥
হ্রদ বাপী কূপ গৃহ তড়াগাদি করি।
যেই জন করে দান মনেতে বিচারি ॥
কৃতান্তের ভয় তার কভু নাহি রয়।
সাধু বলি সেই জন বিখ্যাত নিশ্চয় ॥
ধান্যদান বিপ্রকরে যেই জন করে।
বসুমতী মহাতুষ্ট তাহার উপরে ॥
অযাচিত হয়ে দান করে যেই জন।
সত্যবাদী কিম্বা অন্ন যে করে অর্পণ ॥
তিনজনে সম লোক পুণ্যফলে পায়।
শাস্ত্রের বিধান ইহা কহিনু তোমায় ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন পুন।
আ'র এক কথা বলি ওহে তপোধন ॥
যমলোকে নরলোকে কিরূপ অন্তর।
কোন পথে যায় তথা ওহে মুনিবর ॥
কিরূপে যমের হ'তে লভয়ে উদ্ধার।
এই সব কহ প্রভু করিয়া বিস্তার ॥
এত শুনি মার্কণ্ডেয় তাপসপ্রবর।
কহিলেন শুন বলি ওহে নরবর ॥
যমলোক শূন্যময় অতীব ভীষণ।
নরলোক হতে দূর ছিয়াশী যোজন ॥
বৃক্ষ নাই জল নাই ছায়া তথা নাই।
শ্রান্তি দূর করে তথা নাহি হেন ঠাঁই ॥
সেই পথে বল করি যমদূতগণ।
জীবের জীবন লয়ে করয়ে গমন ॥
অশ্ব আদি যান দান করে যেই নর।
যানে চড়ি যায় সেই শমন গোচর ॥
ছত্রদান করে যদি কোন সাধু জন।
ছত্র ধরি শিরে তার লয় দূতগণ ॥
অন্নদাতা তৃপ্তমুখে সেই পথে যায়।
বস্ত্রদাতা বস্ত্র পরি মহাসুখ পায় ॥
অন্নদান যেই জন কভু নাহি করে।
মহাকষ্টে যায় সেই শমনের পুরে ॥
যেই পাপী বস্ত্র নাহি কভু করে দান।
উলঙ্গ হইয়া সেই করয়ে পয়াণ ॥
যেই জন স্বর্ণদান করে ভক্তি করি।
যমপুরে যায় সে অলঙ্কার পরি ॥
দীপদাতা লোক যবে করয়ে গমন।
তাহার দীপ্তিতে পথ হয় সুশোভন ॥
জলদাতা তৃষ্ণাতুর কভু নাহি হয়।
গোদাতা সুখেতে যায় শমন আলয় ॥
পুষ্পোদকা নামে নদী আছয়ে তথায়
জলদাতা সেই জল, মহাসুখে খায় ॥
পাপীগণ হেরে তাহা পূযেতে পূরণ।
জলদান সদা তাই করহ রাজন ॥
অতিথি বিপ্রের পূজা সতত করিবে।
অতিথির অনুগামী দেবতা জানিবে ॥
অতিথি পূজনে হয় দেবতা পূজন।
কহিলাম সার কথা শুনহ রাজন ॥
যুধিষ্ঠির কহে শুন তাপসপ্রবর।
ধর্ম্ম কথা কহ পুন করিয়া বিস্তর ॥
এত শুনি মার্কণ্ডেয় তাপসপ্রধান।
কহিলেন শুন বলি ওহে মতিমান ॥
পুষ্কর তীর্থেতে গিয়া কপিলা অর্পিলে।
যেই পুণ্য উপার্জ্জন হয় সেই ফলে ॥
বিপ্রপাদ প্রক্ষালনে সেই ফল হয়।
ব্রাহ্মণ দেবতা সম জানিবে নিশ্চয় ॥
জানুদ্বয় অভ্যন্তরে এক হাত দিয়া।
নিঃশব্দে ভোজনপাত্র সে হাতে ধরিয়া ॥
এরূপে ভোজন করে যেই সাধু জন।
সংহিতা ইত্যাদি জপ করে অনুক্ষণ ॥
সেই সাধুমাত্র পারে সবে তারিবারে।
হব্য কব্য দিবে দান শ্রোত্রিয়ের করে ॥
ক্রোধ-অন্ধ বিপ্রগণে জানিবে রাজন।
ক্রোধে বিনাশিতে পারে এ তিন ভুবন ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল ওহে মহাশয়।
বিস্তার করিয়া কহ শৌচ-পরিচয় ॥
মার্কণ্ডেয় বলে কহি শুনহ রাজন।
বিস্তারি বলিব এবে শৌচের লক্ষণ ॥
বাক্‌শৌচ কর্ম্মশৌচ জলশৌচ আর।
তিন রূপ শৌচ হয় শাস্ত্রের বিচার ॥
শৌচ দ্বারা শুদ্ধ থাকে যেই বিপ্রগণ।
অন্তিমে তাহারা যায় অমরভবন ॥
সায়ংসন্ধ্যা প্রাতঃসন্ধ্যা বিধানে করিলে।
একচিত্তে বেদমাতা গায়ত্রী জপিলে ॥
তার দেহে পাপরাশি কভু নাহি রয়।
ধরা প্রতিগ্রহে তার কিছু ক্ষতি নয় ॥
বিপ্রগণে অপমান কভু না করিবে।
ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নি সম বিপ্রেরে জানিবে ॥
বিপ্রগণ যেই স্থানে করে অবস্থান।
নিশ্চয় জানিবে তাহা তীর্থের সমান ॥
তপস্বী বিপ্রের কাছে করিলে গমন।
নরপতি পাপে মুক্ত হয় সেইক্ষণ ॥
সুপবিত্র সাধু-সঙ্গ সাধু-সম্ভাষণ।
কায়মনে বাঞ্ছা করে ধার্ম্মিক সুজন ॥
চিত্তশুদ্ধি মহারাজ না হয় যাহার।
ত্রিদণ্ড ধারণে বল কি ফল তাহার ॥

কিবা ফল বল তার মৌনাবলম্বনে।
বৃথা ভার জটাভার কি কাজ বহনে॥
মস্তক মুণ্ডনে তার কিবা ফল হয়।
কি হেতু সে বনে বাস করে মহাশয়॥
কেন বৃথা কষ্টে করে শরীর শোষণ।
বল্কল অজিন পরে কিসের কারণ॥
গৃহস্থ আশ্রমে থাকি যেই সাধু নর।
সর্ব্বভূতে দয়াবান রহে নিরন্তর॥
পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়।
কহিলাম সার কথা ওহে মহাশয়॥
অজ্ঞাত কর্ম্মের ফল কিছুমাত্র নাই।
অনশনে নাহি ফল কহি তব ঠাঁই॥
চিত্তশুদ্ধি আগে করি ওহে মহারাজ।
করিবে তাহার পর ধরমের কাজ॥
উত্তম পদবী লাভ হয় জ্ঞানযোগে।
জরা ব্যাধি আদি নাশে কহি তব আগে॥
জ্ঞানেতে অবিদ্যা সাধু করয়ে দহন।
আত্মারে স্পর্শিতে সেই না পারে কখন॥
তত্ত্বং এই দুই বর্ণ অতীব গভীর।
ইহার মরম বুঝি যে জন সুধীর॥
নানাবিধ উপনিষদ্ করি অধ্যয়ন।
"আমি ব্রহ্ম" এই জ্ঞান করয়ে অর্জ্জন॥
মোক্ষের লক্ষণ বলি জানিবে তাহায়॥
বলিলাম সার কথা ওহে ধর্ম্মরায়॥
পরলোক নাহি তার নাহি ইহলোক।
নাহি সুখ নাহি দুঃখ নাহি কোন শোক॥
মোক্ষের লক্ষণ ইহা কেহ কেহ বলে।
বলিলাম মহারাজ তোমার গোচরে॥
শ্রুতি-স্মৃতিতত্ত্ব জ্ঞানে যদি ইচ্ছা হয়।
কায়মনে লহ শ্রুতি-স্মৃতির আশ্রয়॥
বেদের স্বরূপ তত্ত্ব জানিবে সুজন।
ভক্তের শরীর বেদ শাস্ত্রের বচন॥
বেদ হতে প্রতিপন্ন দেবের দেবত্ব।
বেদই উপায় হয় জানিবারে তত্ত্ব॥
ইন্দ্রিয় সংযম হয় দিব্য অনশন।
এ হেতু ইন্দ্রিয়-শুদ্ধি করিবে রাজন॥
তপোবলে স্বর্গলাভ নাহিক সংশয়।
দানবলে ভোগ লাভ-শাস্ত্রে হেন কয়॥
জ্ঞানবলে মোক্ষ লাভ জানিহ রাজন।
তীর্থস্থানে পাপক্ষয় শাস্ত্রের বচন॥
এতেক বচন শুনি যুধিষ্ঠির কয়।
বলিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে মহাশয়॥
দানধর্ম্ম শুনিবারে হইতেছে মন।
কৃপা করি বল উহা ওহে তপোধন॥

মার্কণ্ডেয় কহে শুন ওহে নরবর।
জিজ্ঞাসিলে যাহা তার করিব উত্তর॥
হস্তীর ছায়ায় বসি শ্রাদ্ধ যদি করে।
দশ অর্ব্বুদক কল্প রহে সুরপুরে॥
বৈশ্য জনে যেই সাধু করয়ে পালন।
সর্ব্বযজ্ঞফল লাভ করে সেই জন॥
বিপ্রে দধিমণ্ড দিলে গ্রহণের কালে।
অক্ষয় সুপুণ্য হয় সেই দানফলে॥
পূর্ব্বকালে দান দিলে দুই গুণ ফল।
বসন্তাদি ঋতুকালে দশগুণ ফল॥
বৎসরে করিলে দান শত গুণ হয়।
বিষুব সংক্রান্তি দিনে অনন্ত নিশ্চয়॥
ষড়শীতি সংক্রমণে অয়নের কালে।
ফলিবে অক্ষয় ফল প্রদান করিলে॥
ভূমিদান যেই জন না করে কখন।
পরজন্মে ভূমি নাহি পায় সেই জন॥
অভীষ্ট সামগ্রী বিপ্রে করিলে অর্পণ।
পরজন্মে সেই বস্তু পায় সেই জন॥
স্বর্ণ ভূমি ধেনু তিন করিলে প্রদান।
ত্রিলোক দানের ফল পায় মতিমান॥
দান হতে ফলপ্রদ আর কিছু নাই।
দানেতে কল্যাণ লাভ কহি তব ঠাঁই॥

ধুন্ধুমারোপাখ্যান।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন! আপনি ত্রিকালবেত্তা, ত্রিভুবনে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুবলাশ্ব নরপতি কিরূপে ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হন, সেই বিষয় বর্ণন করিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন্।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মরুধন্ব প্রদেশে উতঙ্ক নামে এক মহর্ষি বাস করিতেন। তিনি বহুকাল একাগ্রমনে বিষ্ণুর আরাধনা করেন। একদা দেবদেব নারায়ণ তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তথায় আবির্ভূত হওত বলিলেন, হে তপোধন! আমি তোমার তপস্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর। উতঙ্ক কহিলেন, ভগবন্! আমার মতি যেন সত্যে ও ধর্ম্মোপরে বিদ্যমান থাকে এবং নিরন্তর যেন ভক্তিযোগে তোমাকে প্রাপ্ত হই, এতদ্ভিন্ন আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই। বিষ্ণু তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ঋষি! ধুন্ধু নামে মহাদৈত্য কঠোর তপস্যাচরণ করিতেছে। তোমার শাসনাধীন হইয়া কুবলাশ্ব নরপতি তাহাকে

নিহত করিবে। তুমি জগতীতলে অদ্বিতীয় তপস্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। তোমার তপস্যার তেজে জগৎ প্রদীপ্ত হইবে। দেবদেব বিষ্ণু এই বলিয়াই তিরোহিত হইলেন।

ধুন্ধু দৈত্যের বিবরণ।

অনন্তর কালবশে ইক্ষ্বাকু পরলোকগত হইলে যথাক্রমে শশাদ, ককুৎস্থ, অনেনা, পৃথু, বিশ্বগশ্ব, অদ্রি, যুবনাশ্ব, শ্রাব, ও শ্রাবস্ত এই কয় মহীপতি রাজ্যশাসন করেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব ও বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব। কুবলাশ্বের একবিংশতি সহস্র মহাতেজা পুত্র জন্মে। কুবলাশ্বকে মহাগুণসম্পন্ন দেখিয়া তৎপিতা বৃহদশ্ব তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করত বনগমনে কৃতসংকল্প হইলেন। ইত্যবসরে উতঙ্ক ঋষি তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! প্রজাগণকে রক্ষা করাই রাজার পরম ধর্ম্ম। ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর নাই। আপনি দুরাত্মা ধুন্ধু নামা দৈত্যকে নিহত না করিয়া বনগমন করিবেন না। মরুধন্ব প্রদেশের নিকটে উজ্জালক নামে একটী বালুকাসমুদ্র আছে। সেই দৈত্য সেইস্থানে ভূমিগর্ভে অবস্থিতি পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছে। সে বৎসরান্তে একদিন নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, তাহাতে ধূলিরাশি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল সমুত্থিত হয়, পৃথিবী কাঁপিতে থাকে, আশ্রমে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। আপনি তাহাকে বধ করিয়া পরে বনপ্রস্থান করিবেন। বিষ্ণুর বরে আপনার দেহে বিষ্ণুতেজ আশ্রয় করিবে। নরপতি ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে, আমার পুত্র কুবলাশ্ব সেই দৈত্যকে নিহত করিবে। তখন ঋষি তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! ধুন্ধু দৈত্য কে? কাহার পুত্র? এবং কাহারই বা পৌত্র?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! প্রলয়কালে জগৎ জলে প্লাবিত হইলে ভগবান্ নারায়ণ ফণীশয্যায় সলিলোপরি শয়ান থাকেন। তখন তাঁহার নাভিকমলে একটী পদ্ম সমুৎপন্ন হয়, সেই পদ্মে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে মধু ও কৈটভ নামা দানবদ্বয় জন্মিয়া ব্রহ্মাকে ভয় দেখাইতে লাগিল, তাহাতে ব্রহ্মা ভীত হইয়া পদ্মের মৃণাল কম্পিত করাতে ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সম্মুখে দানবদ্বয়কে দেখিয়া বলিলেন, হে দৈত্যদ্বয়! তোমরা বর প্রার্থনা কর। দৈত্যদ্বয় কহিল, হে ভগবন! আমরা বরদাতা, আমরা বর চাহি না। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, আমাদিগের নিকট প্রার্থনা কর। তখন ভগবান্ কহিলেন, হে দৈত্যদ্বয়! আমাকে এই বর প্রদান কর যেন, আমি তোমাদিগকে বধ করিতে পারি। দৈত্যদ্বয় কহিল, হে ভগবন্! আমরা চিরকাল তপস্যাচরণ করিতেছি, মিথ্যা কথা জানি না, আমরা পূর্ব্বে তোমাকে বর দিয়াছিলাম যে, তুমি আমাদিগকে অনাবৃত আকাশে বধ করিবে এবং আমরা তোমার পুত্র হইব; অতএব এক্ষণে সেইরূপ অনুষ্ঠান কর। বিষ্ণু তথাস্তু বলিয়া চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক দেখিলেন যে, কি আকাশ, কি পৃথিবী কোন স্থানেও অনাবৃত স্থান নাই; তখন নিজ অনাবৃত ঊরুদেশে শাণিত চক্র দ্বারা মধুকৈটভের বিনাশ করিলেন। হে মহারাজ! ধুন্ধু সেই মধুকৈটভের পুত্র। এক সময়ে ধুন্ধু একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কঠোর তপস্যা করাতে ব্রহ্মা তাহার নিকট প্রাদুর্ভূত হওত বরপ্রদানে সমুদ্যত হইলে দৈত্যরাজ দেব, দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অবধ্যত্বরূপ বর গ্রহণ করিল। অনন্তর সে পিতৃবধজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে উৎপীড়ন করত অবশেষে উজ্জালকনগরে ভূমিগর্ভে বিলীন থাকিয়া উতঙ্কাশ্রমের উৎপাতস্বরূপ হইল। এদিকে কুবলাশ্ব একবিংশতি সহস্র পুত্রগণ, উতঙ্ক ও সৈন্যসামন্ত সহ ধুন্ধুকে বিনাশার্থ যাত্রা করিলেন। কুবলাশ্ব যেমন তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি "কুবলাশ্ব ধুন্ধুমার হইবেন" এই দৈববাণী সমুত্থিত হইল। দেবরাজ মন্দ মন্দ বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে ঘন ঘন দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। কুবলাশ্বের পুত্রগণ পিতার আদেশে সেই বালুকানগর খনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সপ্তাহ খননের পর মহাদৈত্য দৃষ্টিগোচর হইল। তখন রাজপুত্রগণ তাহাকে নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকালমধ্যেই দৈত্যের মুখবিনির্গত হুতাশনে কুমারগণ ভস্মী-

ভূত হইলেন। তদনন্তর মহীপতি কুবলাশ্ব যোগবারি দ্বারা দৈত্যের মুখনির্গত অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর দেবগণ কুবলাশ্বকে বরদানে সমুদ্যত হইলে তিনি কহিলেন, হে দেবগণ! আমাকে যেন শত্রুগণ পরাজিত করিতে না পারে, আমার অন্তঃকরণ যেন দ্রোহশূন্য হয়, ধর্ম্মে যেন মতি থাকে, স্বর্গে যেন অক্ষয় বাস প্রাপ্ত হই, ব্রাহ্মণগণকে যেন নিরন্তর ধনদান করিতে পারি, এবং নারায়ণের সহিত যেন আমার সখ্য জন্মে। দেবগণ তথাস্তু বলিয়া রাজাকে ও উতঙ্ককে আশীর্ব্বাদ করত প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! রাজা কুবলাশ্ব এইরূপেই ধুন্ধুকে বিনাশ করিয়া ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কুবলাশ্বের পুত্র দৃঢাশ্ব, কপিলাশ্ব ও চন্দ্রাশ্ব হইতেই ইক্ষ্বাকুবংশ দেদীপ্যমান হইয়াছে।

গুরুজন-সেবন ধর্ম্ম।

মার্কণ্ডেয়ে সম্বোধিয়া ধর্ম্ম নরপতি।
জিজ্ঞাসা করিল পুনঃ বিনয়-ভারতী॥
সূক্ষ্মধর্ম্ম বেদধর্ম্ম করিতে শ্রবণ।
হইয়াছে কুতূহলী অধীনের মন॥
নারীর মাহাত্ম্য শুনি এ হেন বাসনা।
বর্ণিয়া পূরাহ মম মনের কামনা॥
পতিব্রতা রমণীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।
শুনিয়া পবিত্র করি তাপিত জীবন॥
পিতৃ-মাতৃ-সেবা আর পতির সেবন।
উভয়ে দুষ্কর বলি জানে সর্ব্বজন॥
দোঁহা মাঝে পতিসেবা কঠিন যে হয়।
আরো দেখ নারীগণ পতির আশ্রয়॥
স্বামী সহযোগে গর্ভ করিয়া ধারণ।
দশ মাস গর্ভভার করিয়া বহন॥
বহু কষ্ট সহ্য করি উচিত সময়ে।
সন্তান প্রসবি পালে একান্ত হৃদয়ে॥
অলৌকিক কার্য্য ইহা নাহিক সংশয়।
ভাবিলে মানব হৃদে জনমে বিস্ময়॥
যাহা হোক ধর্ম্মতত্ত্ব করহ কীর্ত্তন।
ধর্ম্মার্জ্জিতে নৃশংসেরা না পারে কখন॥
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কহিতে লাগিল তবে মহা তপোধন॥
মাতাকে প্রধান গুরু কেহ কেহ কয়।
কেহ বলে পিতা শ্রেষ্ঠ নাহিক সংশয়॥
অতি ক্লেশে মাতা করে সন্তান পালন।
পুত্র আশে পিতা করে তপস্যাচরণ॥
কত যাগ কত যজ্ঞ কত অভিচার।
নানা মতে কত কষ্ট জনমে পিতার॥
এইরূপে কত কষ্ট করিয়া ভুঞ্জন।
অবশেষে যবে লভে পুত্ররত্ন ধন॥
কিরূপ হইবে পুত্র ভাবিয়া অন্তরে।
ব্যাকুল হইয়া পিতা রহে নিরন্তরে॥
পিতা মাতা পুত্র হতে করে আকিঞ্চন।
যশ কীর্ত্তি বংশরক্ষা ঐশ্বর্য্য ধরম॥
পিতার মাতার আশা যেই পূর্ণ করে।
প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র সে জন সংসারে॥
পিতাকে মাতাকে তুষ্ট রাখে যেই জন।
ইহকালে পরকালে সুখী সেই জন॥
পতিসেবা ফলে নারী স্বর্গলাভ করে।
কিন্তু যার ভক্তি নাহি পতির উপরে॥
কিবা যজ্ঞ কিবা শ্রাদ্ধ কিবা উপবাস।
সকলি বিফল তার সকলি বিনাশ॥
অবধানে মহারাজ করহ শ্রবণ।
সতীর মাহাত্ম্য আমি করিব কীর্ত্তন॥

পতিব্রতোপাখ্যান।

কৌশিক নামেতে বিপ্র ছিল এক জন।
করেছিল সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন॥
একদা ব্রাহ্মণ বসি পাদপের মূলে।
পড়িতেছিলেন বেদ অতি কুতূহলে॥
হেনকালে বক এক বসি বৃক্ষোপরে।
পুরীষ করিল ত্যাগ বিপ্রের শরীরে॥
তাহা দেখি বিপ্রবর আরক্ত-নয়ন।
ক্রোধদৃষ্টে বক প্রতি করেন দর্শন॥
অমনি বলাকা পড়ে মরিয়া ভূতলে।
করুণা জন্মিল দেখি ঋষির অন্তরে॥
কুকাজ করেছি বলি করে অনুতাপ।
মনে মনে পায় ঋষি অনেক সন্তাপ॥
অবশেষে গ্রামে যান ভিক্ষার কারণে।
প্রবেশ করেন এক গৃহীর ভবনে॥
গৃহিণী তাঁহারে হেরি কহেন বচন।
অপেক্ষা করুন ভিক্ষা করি আনয়ন॥
এত বলি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়ে।
ভিক্ষাপাত্র ধৌত করে যত্নবতী হয়ে॥
সহসা তাহার পতি করে আগমন।
ক্ষুধায় জ্বলিছে হিয়া মলিন বদন॥
পতিরে আগত নারী করিয়া দর্শন।
তাঁহার সেবাতে মন করে নিয়োজন॥

অতিথিরে ভিক্ষা দিতে বাহিরে না গেল।
পতির সেবায় মন নিযুক্ত করিল ॥
পতিরে নিরখে সেই দেবতা সমান।
অন্তরে সতত তার পতিমাত্র জ্ঞান ॥
কায়মনে পতিমন করয়ে রঞ্জন।
পতির উচ্ছিষ্ট করে প্রত্যহ ভোজন ॥
পতিসেবা লাগি সতী ভিক্ষুকে ভুলিল।
বহুক্ষণে তবে তার চৈতন্য হইল ॥
বাহু হয়ে ভিক্ষা লয়ে করিল গমন।
অতিথি সরোষে তারে কহেন বচন ॥
অতিথি রহিল দ্বারে নাহি বিবেচনা।
কেন মোরে অপেক্ষিতে বলিলে বল না ॥
শান্তবাক্যে সতী কহে ওগো তপোধন।
অপরাধ হ'ল মম করহ মার্জ্জন ॥
পতিরে দেবতা জ্ঞান করি যে অন্তরে।
তাঁহার সেবায় রত আছিলাম ঘরে ॥
এত শুনি বিপ্র কহে সরোষে তখন।
অতিথি ব্রাহ্মণে তুমি না কর গণন ॥
বিপ্রগণ অগ্নিতুল্য ইহা নাহি জান।
পতিরে করহ তুমি গুরুতর জ্ঞান ॥
গৃহস্থের ধর্ম্ম ইহা কভু নাহি হয়।
দেবতার সম বিপ্র জানিও নিশ্চয় ॥
এত শুনি সতী কহে ওহে তপোধন।
আমারে বলাকাজ্ঞান না কর কখন ॥
ক্রোধ পরিত্যাগ কর ওহে মহামতি।
বিপ্রের মাহাত্ম্য মম আছে অবগতি ॥
ব্রাহ্মণের রোষবশে সমুদ্রের জল।
অপেয় লবণময় হয়েছে সকল ॥
বিপ্রের ক্রোধাগ্নি আমি জানি মনে মনে।
অদ্যাপি প্রদীপ্ত আছে দণ্ডককাননে ॥
বাতাপি দানব জীর্ণ অগস্ত্য করিল।
শুন শুন ঋষি আমি জানি হে সকল ॥
মম অপরাধ ঋষি করহ মার্জ্জন।
পতিসেবা জানি আমি একমাত্র ধন ॥
দেবের অধিক পতি জানি হে অন্তরে।
তাই সেবা করি আমি ভক্তি সহকারে ॥
বলাকা দগ্ধের কথা জানি সেই ফলে।
অতএব শীঘ্র শান্ত কর ক্রোধানলে ॥
ক্রোধেরে পরম শত্রু জানিবে যে জন।
ক্রোধ মোহ ত্যাগ করে যেই সাধুজন ॥
কভু হিংসা নাহি করে কাহার উপরে।
গুরুজনে তুষ্ট করে একান্ত অন্তরে ॥
অধ্যয়ন অধ্যাপন যজন যাজন।
এই সবে মন সবে রাখে যেই জন ॥
যথার্থ ব্রাহ্মণ সেই জগত সংসারে।
অসত্য কথন নাহি বিপ্রের অন্তরে ॥
ধর্ম্মতত্ত্ব সুদুর্ব্বোধ্য প্রাচীন-বচন।
সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে জানে সর্ব্বজন ॥
উহার প্রমাণ শ্রুতি কহিনু তোমারে।
ধর্ম্মজ্ঞান নাহি তব জানিনু অন্তরে ॥
ধর্ম্ম মর্ম্ম জানিবারে যদি ইচ্ছা হয়।
মিথিলায় যাহ শীঘ্র ওহে মহাশয় ॥
ধর্ম্মব্যাধ তথা এক নিবসতি করে।
তথা গিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাস তাঁহারে ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সেই সাধু জন।
পিতা মাতা পদসেবা করে অনুক্ষণ ॥
সেই জন ধর্ম্মতত্ত্ব তোমারে কহিবে।
হৃদি মাঝে দিব্যজ্ঞান অবশ্য লভিবে ॥
সতীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বিস্ময়ে নিমগ্ন হয় বিপ্র তপোধন ॥
সতীরে প্রশংসা করি লইয়া বিদায়।
ব্যাধের উদ্দেশে ত্বরা চলে মিথিলায় ॥

কৌশিকের নিকট ধর্ম্মব্যাধের ধর্ম্মনীতি
ও শিষ্টাচারাদি কথন।

কৌশিক পতিব্রতার মুখে ধর্ম্মব্যাধের কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মিথিলায় যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, ব্যাধ মাংস বিক্রয় করিতেছে। ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ জানিতে পারিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার পুরোবর্ত্তী হওত কহিল, হে বিপ্রবর। আমি আপনার আগমনের কারণ জানিতে পারিয়াছি, পতিব্রতা নারী আপনাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; অতএব চলুন, আমার গৃহে গমন করি। এই বলিয়া বিপ্র সহ গৃহে উপনীত হইলে, কৌশিক তাহার অতিথি-সৎকারে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, এরূপে মাংস বিক্রয় করা তোমার ন্যায় ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। ব্যাধ ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, হে বিপ্রবর! এই মিথিলা নগরীতে কেহই অধর্ম্মপথে পদার্পণ করে না। চতুর্ব্বর্ণই স্ব স্ব আচারবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। আমি কুলোচিত নিয়মানুসারে মাংস বিক্রয় করি বটে, কিন্তু স্বয়ং জীব হত্যা বা মাংস ভক্ষণ করি না। গুরুজনের সেবাই আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আমি শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী-সহবাস করি এবং সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া

রাত্রিতে ভোজন করি। বস্তুতঃ এইরূপেই ক্রমে সদাচার হওয়া যায়। রাজাদিগের অত্যাচারেই অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। অধর্ম্মই প্রজাবর্গের বিনাশের মূল। আমাদিগের রাজা ধর্ম্মপরায়ণ, সুতরাং রাজ্যে কোন বিপদই নাই। কি নিন্দাকারী কি প্রশংসাকারী উভয়কেই আমি বিনয় দ্বারা সন্তুষ্ট করি। কোন ঘটনাতেই ম্রিয়মাণ হওয়া উচিত নহে; কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না; পাপাচরণ করিলে আপনাকেই বিনষ্ট হইতে হয়। ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করিলে অচিরেই বিনষ্ট হইতে হয়। মূর্খ ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা-দোষে নিষ্প্রভ হয় এবং কৃতবিদ্য সর্ব্বত্র শোভমান থাকে। কুকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিলে পাপের হ্রাস হইয়া যায়। শ্রদ্ধান্বিত ও অসূয়াশূন্য হইলেই মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হয়। লোভই যাবতীয় পাতকের আশ্রয়।

কৌশিক জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে শিষ্টাচার-বিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ করিব? ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম! যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদ ও সত্য এই পাঁচটী শিষ্টাচারের অঙ্গ। সদাচার-রক্ষণই শিষ্টগণের এক মাত্র চিহ্ন। গুরুসেবা, অক্রোধ, দান, এই চারিটীও শিষ্টাচারের অঙ্গ। বেদের রহস্য সত্য, সত্যের রহস্য দম, দমের রহস্য ত্যাগ, এই সমস্ত শিষ্টাচারের লক্ষণ; বস্তুতঃ ত্যাগের অভাবে দম, দমের অভাবে সত্য এবং সত্যের অভাবে বেদ বিফল হয়। বেদানুরক্ত, দাতা, সত্যপরায়ণ ও ধর্ম্মপথের পথিক হইলেই তাহাকে শিষ্ট কহে। নাস্তিক, ক্রূর, পাপাত্মাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানের আশ্রয় ও ধার্ম্মিকের সেবা করিবে। অহিংসা ও সত্যবাক্যই মহৎ উপকারী, সুতরাং কায়মনে এই উভয় প্রতিপালন করিবে। পাপাত্মারাই কামক্রোধাদির বশীভূত হয়, যাহারা ক্রোধশূন্য, নিরহঙ্কার, অকপট, শান্ত, মনস্বী, গুরুসেবাপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, তাহাদিগকে হিংসাদি দোষ আক্রমণ করিতে পারে না। ধর্ম্মপথের পথিকেরাই স্বর্গলাভ করে। যাহারা ক্ষমা, সত্য, সরলতা, অহিংসা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন তাহাদিগেরই উন্নতি লাভ হয়। কদাচ পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না; সর্ব্বদা দান ও সত্য কথা কহিবে। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এইরূপেই শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী থাকে।

অহিংসা ও হিংসা কথন।

ধর্ম্মব্যাধ পুনরায় কহিল, হে দ্বিজোত্তম! দৈবই বলবান্। আমি মাংস বিক্রয় ব্যবসায় পরিত্যাগে যত্ন করিতেছি বটে, কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় পরিত্যাগে সক্ষম হইতেছি না। বিধিই সকল কার্য্যের মূল। বিধিই সকলকে বধ করেন, হত্যাকারী কেবল নিমিত্তমাত্র। আমরা যে সকল মাংস বিক্রয় করি, তাহা ভক্ষণ দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়, কেন না, উহা দ্বারা দেবপিতৃ প্রভৃতির পূজা হইয়া থাকে। মহারাজা শিবি স্বীয় মাংস প্রদান দ্বারা স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। রন্তিদেবও মহানসে প্রতিদিন দুই সহস্র গোবধ করিতেন। চাতুর্ম্মাস্যে পশুহত্যার বিধি আছে, শ্রুতিতেও অগ্নি মাংসাশী বলিয়া বর্ণিত। বিপ্রগণ যজ্ঞে সংস্কৃত পশুহত্যা করিয়া স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। যেমন ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে উপগত হইলে ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না, সেইরূপ বিধিবোধিত মাংস ভক্ষণেও পাপ জন্মে না। কিন্তু সৌদাস অভিশপ্ত হইয়া যে মনুষ্য ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত ঘৃণিত। আমি স্বধর্ম্ম জানিয়াই কুলোচিত ব্যবহার পরিত্যাগ করি না, বস্তুতঃ স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অধর্ম্ম হয়। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। আমি সতত গুরুজনের সেবা, অতিথি সৎকার, দান, সত্য কথন ও ব্রাহ্মণ-সেবাতেই নিরত থাকি। আমার বিবেচনায় কৃষিকর্ম্ম করিলে হিংসা করা হয়; কারণ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণকালে বহুবিধ প্রাণীর প্রাণহত্যা হইয়া থাকে। ব্রীহি প্রভৃতি বীজকেই জীব বলা যায়। মনুষ্যের চরণাঘাতে প্রতিদিন কত শত জীবের প্রাণবধ হইতেছে। অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত আছে; কিন্তু কে হিংসা না করে? পণ্ডিতাভিমানীরা গুরুজনের নিন্দা করে। এই সব কারণেই লোকের নানারূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম দৃষ্ট হয়।

কর্ম্মফল।

ধর্ম্মব্যাধ পুনরায় কহিল, হে দ্বিজোত্তম! অনেকে বলেন, বেদোক্ত ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম।

উহার শাখা বহুল ও অনন্ত। জীবন-সঙ্কট ও বিবাহকাল উপস্থিত হইলে মিথ্যা বাক্য কহা তত দোষাবহ নহে; এইরূপ স্থলে সত্য মিথ্যায় ও মিথ্যা সত্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; সুতরাং সাধারণের হিতকর কার্য্যই সত্য। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই কোন না কোন সময়ে ঘটিয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তিরা তাহা না বুঝিয়া সময়ে সময়ে দেবগণকে তিরস্কার করে। পুরুষকারের ফল স্বাধীন হইলে সকলেরই নিজ নিজ প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইত। কর্ম্মফলে কেহ বিনা পরিশ্রমে অতুল ধনের অধিপতি, কেহ বা বহু পরিশ্রম করিয়াও হীনদশাগ্রস্ত হইতেছে। কর্ম্মফলেই রোগ ভোগ করিতে হয়। কাহার আহার-সামগ্রীর অভাব নাই, কেহ বা বহু কষ্টে ভোজন-দ্রব্য উপার্জ্জন করে। লোক সকল এইরূপেই কর্ম্ম-প্রবাহে পতিত হইয়া পুনঃপুনঃ পীড়িত ও অবসন্ন হইতেছে। কর্ম্মানুসারেই ফলের বৈষম্য ঘটে। জীব নিত্য ও শরীর অনিত্য। মৃত্যু-সময়ে শরীরের নাশ হয়, কিন্তু জীব অন্য দেহ আশ্রয় করে। "মৃত্যু হইল" মূর্খেরাই এরূপ বলে, বস্তুতঃ জীবের বিনাশ নাই। জীবের দেহান্তর গমনকেই পঞ্চত্ব বলা যায়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে কেহ পুণ্যাত্মা কেহ বা পাপাত্মা হয়। পুণ্যবানগণ পুণ্যযোনিতে ও পাপাত্মাগণ পাপযোনিতে উৎপন্ন হয়। শুভকর্ম্মফলে দেবত্ব ও শুভাশুভ কর্ম্মফলে মনুষ্যত্ব লাভ হয়। অশুভ কর্ম্মের ফলে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। আত্মকর্ম্মবশেই পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। জীবগণ কর্ম্মফলে অহরহঃ সংসারে পরিভ্রমণ করত নানা কষ্ট ভোগ করিতেছে। তপস্যা ও যোগাদির ফলে সৎপথে মতি জন্মে। অসূয়াবিহীন ব্যক্তিরাই সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গলাভ করেন। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই কি ইহ, কি পর, উভয়লোকে সুখ প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি পৃথিবীতে দোষাদির বশীভূত হন না। পাপ কর্ম্ম পরিহার করিলেই সনাতন ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভ করা যায়।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজ! লোভাভিভূত, রাগদ্বেষবিমোহিত ব্যক্তির প্রকৃত ধর্ম্মবুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া কপট ধর্ম্মে বাসনা জন্মে। তখন সে কুটিল আচরণ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে। ক্রমে তাহার মন পাপেই অধিকতর রত হইয়া উঠে। রাগদোষজনিত অধর্ম্ম তিনপ্রকার; পাপচিন্তা, পাপকথন ও পাপাচরণ। যিনি দোষ বিবেচনা করিয়া সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই সদাচরণ করেন, তাঁহারই মতি ধর্ম্মের অনুগামী হয়। বিপ্রগণ ইহলোকে মহাভাগ, অগ্রভুক্ ও পিতার সদৃশ। সর্ব্বথা তাঁহাদের প্রিয়সাধন করিবে। এই বিশ্ব ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্ম আকাশ প্রভৃতি মহাভূতাত্মক; তাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। পঞ্চভূত, তদীয় পঞ্চগুণ প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতিগণের মধ্যে কতকগুলি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, কতকগুলি ইন্দ্রিয়াতীত।

কৌশিক পঞ্চভূতের গুণ বর্ণনে অনুরোধ করিলে ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজসত্তম! শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী পৃথিবীর গুণ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী তেজের গুণ; শব্দ ও স্পর্শ, এই দুইটী বায়ুর গুণ ও শব্দ আকাশের গুণ। জরায়ুজাদি সমস্ত ভূতই একত্র অবস্থিতি করে। ভূত সকলের দেহ লাভে বাসনা হইলেই দেহী দেহান্তর লাভ করে, কিন্তু ভূতের বিয়োগ হয় না। স্থাবর-জঙ্গমব্যাপী পাঞ্চভৌতিক ধাতু সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুই ব্যক্ত ও অতীন্দ্রিয় বস্তুই অব্যক্ত বলিয়া কথিত। দেহী ইন্দ্রিয় ধারণ পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হন, তিনি আত্মাতে বিলীন সকল লোকই দর্শন করেন। তিনি নিরুপাধি-হেতু ব্রহ্ম সদৃশ হইয়া সকল অবস্থাতেই সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, কিন্তু কর্ম্মে লিপ্ত হন না। মায়াত্মক ক্লেশ অতিক্রম করিলেই মোক্ষপদ লাভ হয়। হে বিপ্র! সকলই তপস্যামূলক, ইন্দ্রিয়-সংযমই তপস্যা বলিয়া কথিত। ইন্দ্রিয়ই স্বর্গ-নরকের হেতু। ইন্দ্রিয় দমনে স্বর্গ ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রে নিরয়ে গতি লাভ হয়। ইন্দ্রিয়ের ধারণকেই যোগ বলা যায়। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হন না। পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয় অশ্বের স্বরূপ। সেই অশ্বের দমনে সমর্থ হইলেই তাহাকে উৎকৃষ্ট সারথি বলা যায়। প্রবল বাতাসে যেরূপ নৌকা জলমগ্ন হয়, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মনও সেইরূপ বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে। যাঁহারা এই সকল

পর্য্যালোচনা করিয়া বীতরাগ হইয়াছেন, তাঁহারাই ধ্যানজনিত পরম ফল লাভ করিতে পারেন।

কৌশিক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সত্তম! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত কর। ব্যাধ কহিল, হে, দ্বিজবর রজোগুণ প্রবর্ত্তক, তমোগুণ মোহাত্মক এবং সত্ত্বগুণ অতীব প্রতিভাত বলিয়া সর্ব্বপ্রধান। মহতী-বাসনাশীল, অভিমানী, অসূয়াশূন্য ব্যক্তিরাই রজোগুণশালী। ইন্দ্রিয়পর, মোহাভিভূত, অলস ব্যক্তিরাই তমোগুণ বিশিষ্ট। ধীর, বিষয়-বাসনা-শূন্য, ক্রোধহীন, দান্ত, অসূয়াবিহীন, ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সত্ত্বগুণের আধার। অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের উদয় হইলে চিত্ত প্রসন্ন ও সবল হয়, অহঙ্কার মৃদুভাব ধারণ করে এবং মানাপমান জ্ঞান থাকে না। সদগুণশালী হইলে শূদ্রগণও উচ্চবর্ণত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

কৌশিক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সত্তম! প্রাণাদিবায়ু নাড়ীমার্গ আশ্রয় করিয়া কিরূপে দেহচেষ্টা বিধান করে এবং বিজ্ঞানাখ্য তেজোধাতু কি কারণে পার্থিব দেহ অবলম্বন করিয়া দেহাভিমানী হয়? ধর্ম্মব্যাধ বলিল, হে দ্বিজবর! বিজ্ঞানাখ্য বহ্নি চিদাত্মাকে আশ্রয় পূর্ব্বক দেহকে সচেতন করে। প্রাণ বিজ্ঞান ও চিদাত্মার সহিত সমবেত হইয়া চেষ্টমান হয়। বিজ্ঞানাত্মা, চিদাত্মা ও প্রাণের সমষ্টিকেই জীবাত্মা বলা যায়। এই জীবাত্মাই সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ, সকলের কারণ ও সকলের উপাস্য। অপানবায়ু মূত্র ও মলরাশি বহন করিয়া পরিবর্ত্তিত হয়। উহাই প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল এই বিষয়ত্রয়ে বিদ্যমান থাকে? অধ্যাত্মবেত্তাগণের মতে উহাই উদানবায়ু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। মনুষ্যের সন্ধিতে সন্নিবিষ্ট বায়ুকেই ব্যান বায়ু কহে। প্রাণাদি বায়ুর একত্র সজ্ঘর্ষণজনিত উষ্মার নাম জঠরাগ্নি। ঐ অগ্নি দ্বারা ভুক্ত বস্তুর পরিপাক হয়। ঐ অগ্নির পায়ু পর্য্যন্ত প্রদেশের নাম অপান। এই অপান হইতে শরীরীগণের প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের প্রবাহ সঞ্জাত হয়। নাভির অধোদেশ পাকস্থলী, ঊর্দ্ধভাগ আমাশয়। নাভি মধ্যে প্রাণ সমূহ প্রতিষ্ঠিত। প্রাণাদি বায়ু দ্বারা দেহস্থ নাড়ী প্রেরিত হইয়া অন্নরস বহন করে। এই নাড়ীমার্গ দ্বারা যোগীগণ ব্রহ্মলাভ করেন। যোগবলে আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে হয়। আত্মা ষোড়শ কলায় অবস্থিত। আত্মা ঈশ্বররূপে সকলকে চেষ্টমান করেন। অজ্ঞানীরা আত্মাকে জীব ও ঈশ্বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। চিত্তের প্রসন্নতা বলে কর্ম্মের বিনাশ পাইলেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ক্রোধ ও লোভ বিসর্জ্জনই পবিত্রতার কারণ; তপস্যা কেবল সেতুস্বরূপ। অনৃশংসতাই পরম ধর্ম্ম; ক্ষমা উৎকৃষ্ট বল; আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং সত্যই পরমোৎকৃষ্ট ব্রত। বিষয়-বাসনা-রহিত কামনাশূন্য ব্যক্তিই প্রকৃত উদাসীন ও বুদ্ধিমান। বিষয়বাসনারহিত হইয়া ব্রহ্মে যে প্রীতি জন্মে, তাহারই নাম ব্রহ্মসংযোগ। কাহাকেও হিংসা না করিয়া সকলের সহিত মিত্রতা করিবে। যিনি সুখ দুঃখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন।

ব্যাধ পুনরায় কহিল, হে দ্বিজোত্তম! আমি যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, যদি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষ হয়, তাহা হইলে আমার সহিত আগমন করুন। এই বলিয়া বিপ্রকে লইয়া অন্তঃপুরে পিতামাতার নিকট গমন করিল। কৌশিক দেখিলেন, ব্যাধের জনকজননী শুভ্রবসন পরিধান করিয়া সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের দেহপ্রভায় চারিদিক সমুদ্ভাসিত হইতেছে। ব্যাধ পিতৃমাতৃচরণে প্রণাম করিলে তাঁহারা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি দীর্ঘজীবী হও। তুমি পরম ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছ; পরশুরাম যেরূপ পিতামাতার উপাসনা করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ আমাদিগের সেবা করিতেছ। আমরা তোমার সেবায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। ব্যাধ এইরূপে জনকজননীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট ব্রাহ্মণের বিবরণ বর্ণন করিল। তখন ব্যাধের জনকজননী যথাবিধি সম্মান পূর্ব্বক কৌশিকের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে, কৌশিকও প্রকৃত উত্তর দিয়া যথাবিধি সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মহাত্মন! এই পিতামাতাই আমার

সর্ব্বস্ব ; আমি কায়মনে ইহাঁদেরই সেবা করি। যেমন দেবগণ সকলের আরাধনীয় ; সেইরূপ পিতামাতা আমার একমাত্র সেব্য ; আমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করি, সকলই পিতামাতার জন্য সন্দেহ নাই। আমি কদাচ ইহাঁদের প্রতি অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করি না। ইহাঁদের প্রীতির জন্য অধর্ম্মানুষ্ঠানেও আমি বিমুখ নহি। আমি নিরন্তর নিরলস হইয়া ইহাঁদের সেবা করি। পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও উপদেষ্টা এই পাঁচজন গুরু বলিয়া কীর্ত্তিত। এই পাঁচ জনের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে অগ্নি-সেবা করা হইয়া থাকে। এই প্রকারে ধর্ম্ম রক্ষণই গৃহীগণের সর্ব্বথা বিধেয়।

ধর্ম্মব্যাধ এইরূপে পিতামাতার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় কহিল, হে ব্রহ্মন! আপনাকে যে সেই পতিব্রতা আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, আমি জ্ঞানবলে তাহা জানিতে পারিয়া আপনার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত করিলাম ; আপনি পিতামাতার অনুমতি না লইয়া বেদাধ্যয়নার্থ নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন, সুতরাং আপনার যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মই বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। আপনি অধীতবিদ্য, অতএব অবিলম্বে গৃহে গমন পূর্ব্বক পিতামাতার সেবা করুন। তদ্ভিন্ন আর উপায় নাই। কৌশিক ব্যাধের বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে সত্তম! তোমার উপদেশে আমার অন্তরে জ্ঞানের উদয় হইল। আমি ঘোর নরকে নিমগ্ন হইতেছিলাম, তোমার কৃপায় পরিত্রাণ লাভ করিলাম। আমি এই মুহূর্ত্তেই গৃহে গমন পূর্ব্বক কায়মনে পিতা-মাতার সেবায় নিযুক্ত হইব। এখন একটী কথা জিজ্ঞাসা করি এই যে, সনাতনধর্ম্ম শূদ্র-জাতির দুর্জ্ঞেয় ; সুতরাং বোধ হইতেছে যে, তোমার শূদ্রতা প্রাপ্তি বিষয়ে কোন গূঢ় কারণ আছে ; অতএব তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত কর।

ব্যাধের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্! আমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলাম। এক রাজার সহিত আমার বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ ছিল। রাজার সহবাসে আমি ক্রমে ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী হই। একদা রাজার সহিত মৃগয়ায় গমন করিয়া মৃগবোধে শরক্ষেপ দ্বারা এক ঋষিকে বিদ্ধ করিলাম। ঋষি ক্রোধভরে আমাকে "ব্যাধরূপে শূদ্র-যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর্" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন।

হে ব্রহ্মন্! আমি অভিশপ্ত হইয়া বিবিধ স্তুতিবাদ দ্বারা ঋষিকে পরিতুষ্ট করিলে তিনি কহিলেন, তুই ব্যাধরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরম ধার্ম্মিক ও জাতিস্মর হইবি, এবং কায়মনে পিতামাতার শুশ্রূষা করিয়া স্বর্গে গমন করিবি। পরে শাপান্তে পুনরায় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইবে। মুনিবরের এই বাক্যে আমার হৃদয়ে অনেক পরিমাণে আশার সঞ্চার হইল। ঋষিবর আমার বাণে সংবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন নাই।

কৌশিক কহিলেন, হে সত্তম! এইরূপেই পর্য্যায়ক্রমে সুখদুঃখ ঘটিয়া থাকে, অতএব তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত হইও না। অচিরেই তুমি পুনরায় দ্বিজকুলে অবতীর্ণ হইবে। তুমি যদিও শূদ্রকুলে জন্মিয়াছ, তথাপি তোমাকে ব্রাহ্মণ স্বরূপ জ্ঞান করি ; কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজবর! জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ বিদূরিত হয়। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরাই দুঃখে অভিভূত হইয়া থাকে। শোক করিলে পরি-তাপ ভিন্ন আর কিছুই ফল নাই। যাঁহারা সুখদুঃখে সমজ্ঞান, তাঁহারাই যথার্থ সুখী। অসন্তোষ অতি ঘৃণিত পদার্থ ; মূঢ়েরাই সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকে, জ্ঞানীর হৃদয়ে কদাচ অসন্তোষ স্থান পায় না। কর্ম্ম করিলে অবশ্যই ফল ভোগ করিতে হয়, সুতরাং দুঃখের সময় ঔদাস্য না করিয়া প্রতীকারের চেষ্টা করিতে হয়। হে দ্বিজ! আমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া শোক বিসর্জ্জন দিয়াছি।

কৌশিক কহিলেন, হে ধর্ম্মব্যাধ! তোমার ন্যায় জ্ঞানী, ধর্ম্মজ্ঞ ও ধীমান্ অতি বিরল। তোমার কল্যাণ হউক, তুমি অচিরেই মুক্তি লাভ করিবে। এক্ষণে আমি বিদায় হই। ব্যাধ ব্রাহ্মণের বাক্যে করযোড়ে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় প্রদান করিলে বিপ্রবর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনি অবিলম্বে গৃহে উপস্থিত হইয়া কায়মনে দেবতাজ্ঞানে জনকজননীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

টী (২১) পৃ ১১৯—অমাত্য এবং ভ্রাতা সকলে এইরূপ বলিলেও রাজা দুর্য্যোধনের প্রতিজ্ঞা অটল রহিল। তিনি বাহ্যক্রিয়া পরিহার পূর্ব্বক একাগ্রমনে কুশাস্তরণে সমাসীন হইলেন। পাতালবাসী দানবগণ দুর্য্যোধনকে মরণে কৃতনিশ্চয় জানিয়া অথর্ব্ববেদবিহিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিল। যজ্ঞ সমাধান্তে এক দেবতা জৃম্ভণ করিতে করিতে তথায় আবির্ভূত হইয়া দানবগণের প্রার্থনানুসারে নিমেষমধ্যে দুর্য্যোধনকে তথায় আনয়ন করিলেন। দানবগণ দুর্য্যোধনকে পাইয়া সম্মান করত কহিল, হে মহারাজ! আপনি মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া কেন আত্মহত্যায় উদ্যোগী হইয়াছেন? আত্মহত্যা মহাপাপ, আপনার শরীর মানবশরীর নহে। ভগবান্ ভবানীপতি ও পার্ব্বতী আপনাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আপনার শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ বজ্রসমষ্টি দ্বারা ও পশ্চিমার্দ্ধ পুষ্প দ্বারা নির্ম্মিত। ভগদত্ত প্রভৃতি মহাবল রাজারা আপনার শত্রুগণকে নির্ম্মূল করিবেন। আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই। আপনার পক্ষীয় রাজগণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পাণ্ডবেরাও যুদ্ধে বিমুখ হইবেন না, সুতরাং তাঁহারা ভীষ্মাদির হস্তে নিহত হইবেন। আপনার পক্ষীয় রাজগণের শরীরে দানববল প্রবিষ্ট হইবে। নরকাসুর কর্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডল ও কবচ হরণ করিবেন। সেই জন্য আমরা সংসপ্তক নামক দানব নিযুক্ত রাখিয়াছি। আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। দানবগণ দুর্য্যোধনকে এইরূপে প্রবোধবচনে স্থির করিলে পূর্ব্বোক্ত দেবতা তাঁহাকে পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

টী (২২) পৃ ১২৮—মূলে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, দুর্ব্বাসা শিষ্যগণ সহ স্নানার্থ দেবনদীতে গমন করিয়াছিলেন। স্নানান্তে পরস্পর সান্নরস উদ্গার অবলোকন করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু মহাত্মা কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন যে, মহর্ষি দুর্ব্বাসা শিষ্যগণ সহ পাণ্ডব সকাশে সমাগত হইয়া চর্ব্ব্য চুষ্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন; স্বীয় কল্পনায় ইহা বর্ণন করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

টী (২৩) পৃ ১৪৭—দৈত্যপ্রবর হিরণ্যকশিপু বহু সম্বৎসর কঠোর তপস্যাচরণ দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিলে প্রজাপতি তৎসকাশে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে দৈত্যরাজ! তোমার দারুণ তপশ্চরণে আমার পরম প্রীতিলাভ হইয়াছে, তুমি বর প্রার্থনা কর। তখন হিরণ্যকশিপু পিতামহকে প্রণাম করিয়া অমর বর প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মা কহিলেন, দৈত্যরাজ! আমি অমর বর প্রদানে অক্ষম, এতদ্ব্যতীত তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি অবিচারিতমনে তাহাই প্রদান করিব। হিরণ্যকশিপু কহিল, হে ভগবন্! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন্ যেন, সুরাসুর, মানব, দানব, রক্ষ, পিশাচ, পশু, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী প্রভৃতি কেহই আমাকে বধ করিতে না পারে; আর কি অস্ত্রে, কি শস্ত্রে, কি গৃহে, কি বাহিরে, কি পথে, কি ঘাটে, কি মাঠে, কি জলে, কি স্থলে, কি শূন্যে, কি অগ্নিতে, কি অনিলে আমার মৃত্যু না ঘটে। ব্রহ্মা দৈত্যের প্রার্থনায় তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক তিরোহিত হইলেন। এই কারণেই ভগবান্ নৃসিংহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঊরুদেশে স্থাপন পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেন।

টী (২৪) পৃ ১৪৯—মহাত্মা ৺ কাশীরাম দাস রাবণাদি ভ্রাতৃত্রয়কে নিকষার গর্ভজাত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু মূলগ্রন্থে অন্যরূপ বর্ণিত আছে; আমরা তাহার অনুবাদ এই স্থানে প্রকাশিত করিলাম।—

বৈশ্রবণ পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবার পুত্র। বৈশ্রবণ লঙ্কাপুরে অবস্থিতি করিতেন। তিনি পিতার পরিচর্য্যার নিমিত্ত পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী নাম্নী তিনটী রাক্ষসীকে নিযুক্ত করেন। বিশ্রবার কৃপায় পুষ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, মালিনীর গর্ভে বিভীষণ এবং রাকার গর্ভে খর ও শূর্পনখা জন্ম গ্রহণ করে। একদা বৈশ্রবণকে পিতার সহিত একত্র সমাসীন দেখিয়া রাবণাদির মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। তখন তাঁহারা উন্নতি কামনায় তপোমগ্ন হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর তপস্যার পর রাবণ স্বীয় শিরশ্ছেদন করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া তৎসকাশে

আবির্ভূত হইলেন এবং সকলকে মনোমত বর প্রদান পূর্ব্বক রাবণকে কহিলেন, তুমি স্বীয় মস্তক ছেদন পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার যত ইচ্ছা তত মস্তক হইবে; কিন্তু তাহাতে তোমার আকৃতি বিরূপ হইবে না। ব্রহ্মা এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

টী (২৫) পৃ ১৫০—

বশিষ্ঠ বিচারি মনে কহে তার পর।
হের হের মহারাজ কৌশল্যা-কোঙর॥
জগতের মন প্রাণ রহিবে ইহাতে।
জীবগণ হেরি হবে আনন্দিত চিতে॥
ইহারে হেরিয়া মন লভিবে রমণ।
এ হেতু 'শ্রীরাম' নাম হইল সৃজন॥
কৈকেয়ী-কুমার-যশে ভরিবে জগত।
এ হেতু ইহার নাম রাখহ 'ভরত'॥
সুলক্ষণে সুলক্ষিত সুমিত্রানন্দন।
যমজের জ্যেষ্ঠ তাই নামেতে 'লক্ষ্মণ'॥
কনিষ্ঠ নাশিবে রণে আরতির দল।
এ হেতু 'শত্রুঘ্ন' নাম শুন নৃপবর॥

টী (২৬) পৃ ১৫০—রাক্ষসরাজ দশাননের প্রপীড়নে ত্রিজগৎ প্রপীড়িত ও উদ্বেজিত হইলে দেবদেব সনাতন বিষ্ণু তাঁহাকে নিহত করিবার বাসনায় দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইতে মানস করেন। ইত্যবসরে এদিকে অযোধ্যানাথ মহাবল দশরথ পুত্র কামনায় পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করিলেন। যথাবিধি যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইবামাত্র অত্যুজ্জ্বল দিব্যতেজা এক মহাপুরুষ সহসা পায়সপূর্ণ স্বর্ণপাত্র হস্তে যজ্ঞীয় হুতাশনগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়া দশরথকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! আমি প্রজাপতির আদেশে আপনার নিকট সমাগত হইলাম। আপনি এই পায়স গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার মহিষীগণকে প্রদান করুন্। এই পায়স সেবন করিলেই মহিষীগণ অচিরে গর্ভবতী হইয়া আপনার চির-মনোরথ সুসিদ্ধ করিবেন। দিব্য পুরুষ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তখন দশরথ প্রীতি-বিকসিত-নেত্রে মনের আনন্দে সেই পায়সের অর্দ্ধাংশ কৌশল্যাকে ও অপরার্দ্ধ কেকয় নন্দিনীকে সমর্পণ করিলেন। অবশেষে কৌশল্যার অংশের অর্দ্ধাংশ ও কৈকয়ীর অংশের অর্দ্ধাংশ সুমিত্রাকে প্রদত্ত হয়। এইরূপে মহিষীত্রয়ই সেই দিব্য পায়স লাভ করেন।

টী (২৭) পৃ ১৬৪—সাবিত্রী প্রত্যহই স্বামীর মৃত্যুর দিন গণনা করিতেন। সত্যবানের মৃত্যুর চারিদিনমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সাবিত্রী ত্রিরাত্র-ব্রত অবলম্বন করেন, এই জন্যই তাঁহাকে উপবাস করিতে হইয়াছিল।

টী (২৮) পৃ ১৮০—মহাত্মা কাশীরাম দাস এই স্থলে ধর্ম্মের চারিটী মাত্র প্রশ্নের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্ম এই কয়টী ব্যতীত আরও অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। আমরা মূল হইতে সেই গুলির অনুবাদ এই স্থলে প্রকাশিত করিলাম:—

যক্ষরূপী ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আদিত্যকে উন্নত করেন? তাঁহার চারিদিকে কাহারা আছেন? কে তাঁহাকে অস্তমিত করেন? কোথায় তিনি প্রতিষ্ঠিত? কিসের দ্বারা শ্রোত্রিয়ত্ব, মহত্ব, পুত্র ও বুদ্ধিলাভ হয়? ব্রাহ্মণগণের দেবভাব, সাধুধর্ম্ম ও মনুষ্যভাব কি এবং কিরূপ ভাবই বা অসাধুভাব? আর ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব, সাধুভাব ও অসাধুভাবই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্মা আদিত্যের উন্নতি-বিধাতা; সুরগণ আদিত্যের চতুর্দ্দিকে থাকেন; ধর্ম্ম তাঁহাকে অস্তমিত করেন এবং তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি দ্বারা শ্রোত্রিয়ত্ব, তপস্যা দ্বারা মহত্ব, যজ্ঞ দ্বারা পুত্র ও বৃদ্ধের শুশ্রূষা দ্বারা বুদ্ধিলাভ হয়। বেদাধ্যয়ন বিপ্রগণের দেবভাব, তপশ্চরণ সাধুধর্ম্ম, মৃত্যু মনুষ্যভাব ও পরীবাদ অসাধুভাব। অস্ত্রভাব ক্ষত্রিয় সমূহের এবং দেবভাব, যজ্ঞ সাধুভাব, ভীতি মনুষ্যভাব আর পরিত্যাগ অসাধুভাব।

ধর্ম্ম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন্! যজ্ঞীয় সাম ও যজু কি? কে যজ্ঞকে বরণ করে? যজ্ঞ কোন্ ব্যক্তিকে অতিবর্ত্তন করে না? আবপনকারী, নিবপনকারী, প্রতিষ্ঠমান ও প্রসবকারী ইহাদিগের কি কি প্রধান? কে ইন্দ্রিয় সুখ বোধে সক্ষম, সুবুদ্ধি, পূজ্য ও সর্ব্বসম্মত হইয়া জীবন থাকিতেও মৃতবৎ? কে পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর? কে আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর? কে বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী? কাহার সংখ্যা তৃণ অপেক্ষা বহু?

কে চক্ষু চাহিয়া নিদ্রা যায়? জন্ম গ্রহণান্তে কে নিস্পন্দ থাকে? কে হৃদয়শূন্য? কে বেগে বর্দ্ধিত হয়? কে কে প্রবাসীর, গৃহীর, আতুরের ও মুমূর্ষুর মিত্র? কে সর্ব্বভূতের অতিথি? সনাতন ধর্ম্ম কি? অমৃত কি? জগৎ কি? কে একাকী থাকে? কে বার বার জন্ম লয়? হিমের ঔষধ কি? শ্রেষ্ঠ বপনক্ষেত্র কি? ধর্ম্মের, যশের, স্বর্গের ও সুখের আশ্রয় কি কি? কে মানবের আত্মা? কে দৈবসখা? উপজীবিকা ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয় কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রাণ ও মন যজ্ঞীয় সাম ও যজুঃ; ঋক যজ্ঞকে বরণ করে; যজ্ঞ তাহারে অতিবর্ত্তন করে না। বৃষ্টি আবপনকারীর, বীজ নিবপনকারীর, ধেনু প্রতিষ্ঠমানের ও পুত্র প্রসবকারীর শ্রেষ্ঠ। দেব, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃ, আত্মা ইহাদের নির্ব্বপণ না করিলেই সেই ব্যক্তি জীবিতে মৃতবৎ। পৃথিবী অপেক্ষা মাতা গুরু, আকাশ অপেক্ষা পিতা উচ্চ, বায়ু অপেক্ষা মন দ্রুতগামী, তৃণ অপেক্ষা চিন্তা বহুতর। মৎস্য নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত করে না, অণ্ড জন্মিয়া নিস্পন্দ থাকে, পাষাণের হৃদয় নাই, ও নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়। সঙ্গী প্রবাসীর, স্ত্রী গৃহীর, চিকিৎসক আতুরের এবং দান মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র। অগ্নি সকলের অতিথি, জ্ঞানযোগ সনাতন ধর্ম্ম, জল ও যজ্ঞশেষ অমৃত এবং বায়ুই নিখিল বিশ্ব। সূর্য্য একাকী ভ্রমণ করেন, চন্দ্রের পুনঃপুনঃ জন্ম হয়, হিমের ঔষধ অগ্নি এবং বসুন্ধরাই একমাত্র বপনক্ষেত্র। দাক্ষ্য ধর্ম্মের আশ্রয় এবং দান যশের, সত্য স্বর্গের ও সচ্চরিত্রতা সুখের আশ্রয়।" পুত্রই মনুষ্যের আত্মা, স্ত্রীই দৈব সখা, মেঘ উপজীবিকা এবং দানই একমাত্র আশ্রয়।

যক্ষরূপী ধর্ম্ম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন্! ধন্যের মধ্যে, ধনের মধ্যে, লাভের মধ্যে এবং সুখের মধ্যে কি কি শ্রেষ্ঠ? শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি? কোন্ ধর্ম্ম সতত ফলপ্রদ? কাহারে সংযত করিলে শোক দূর হয়? কাহার সহিত সন্ধি করিলে তাহা আর ভঙ্গ হয় না? কি কি ত্যাগ করিলে প্রিয়, শোক নাশ, অর্থলাভ ও সুখলাভ হয়? বিপ্র, নর্ত্তক, ভৃত্য ও নরপতি, ইহাদিগকে দান করিবার প্রয়োজন কি? মানবগণ কাহার দ্বারা আবৃত ও অপ্রকাশিত থাকে? কি কারণে মিত্রকে ত্যাগ করে এবং কি কারণেই বা স্বর্গে গমনে অক্ষম হয়? কাহাকে মৃত পুরুষ, কাহাকে মৃত রাজ্য, কাহাকে মৃত শ্রাদ্ধ এবং কোন যজ্ঞকে মৃত কহে? দিক্, জল, অন্ন, বিষ এবং শ্রাদ্ধের সময় কাহাকে বলা যায়? তপ, দম, ক্ষমা ও লজ্জা এই সকলের লক্ষণ কি? জ্ঞান, সম, দয়া এবং আর্জ্জব কাহাকে বলে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দাক্ষ্য ধন্যের, শাস্ত্র ধনের, আরোগ্য লাভের এবং সন্তোষই সুখের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অনৃশংসতা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্মই সতত ফলপ্রদ, মনকে সংযত করিলে শোক দূর হয় এবং সাধুর সহিত সন্ধি বদ্ধ হইলে আর তাহা ভঙ্গ হয় না। অভিমান ত্যাগে প্রিয়, ক্রোধ ত্যাগে শোক নাশ, কামনা ত্যাগে অর্থ লাভ এবং লোভ ত্যাগে সুখ প্রাপ্তি হয়। ধর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মণকে, যশের জন্য নট ও নর্ত্তককে, ভরণের জন্য ভৃত্যকে এবং ভয়ের জন্য নৃপতিকে দান করে। মানবগণ অজ্ঞানে আবৃত ও তমো দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে, লোভ হেতু মিত্রকে ত্যাগ করে এবং সঙ্গদোষে স্বর্গ গমনে অক্ষম হয়। দরিদ্র পুরুষ, অরাজক রাজ্য, শ্রোত্রিয় শূন্য শ্রাদ্ধ এবং দক্ষিণা শূন্য যজ্ঞ মৃতবৎ। সাধু সমূহ দিক, গগনমণ্ডল জল, ধেনুই অন্ন, প্রার্থনাই বিষ এবং বিপ্রই শ্রাদ্ধের সময়। স্বধর্ম্মে অনুগমনই তপস্যা, মনোনিগ্রহই দম, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই ক্ষমা এবং অকার্য্যে বিরতিকেই লজ্জা কহে। তত্ত্বার্থ বোধকেই জ্ঞান, মনের প্রশান্ত ভাবকেই শম, সাধারণের সুখেচ্ছাকেই দয়া এবং সহিষ্ণুতাকেই আর্জ্জব কহে।

ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, দুর্জ্জয় শত্রু কে? কোন্ ব্যাধিকে অনন্ত বলা যায় এবং কে কে সাধু, কেই বা অসাধু? মোহ, মান, আলস্য, শোক, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, স্নান ও দানের লক্ষণ কি? কাহাকে পণ্ডিত, কাহাকে নাস্তিক, কাহাকে মূর্খ, কাহাকে কাম, কাহাকে মৎসর, কাহাকে অহঙ্কার, কাহাকে দম্ভ, কাহাকে দৈব্য এবং কাহাকে পৈশুন্য কহে? পরস্পর বিরোধী দম্ভ, অর্থ ও কামের কি রূপে একত্র সমাবেশ হয়? কোন্ কর্ম্মফলে

অক্ষয় নরকে গতি হইয়া থাকে? কুল, বৃত্ত, ও শ্রুতি ইহার মধ্যে কোন্‌টী ব্রাহ্মণত্বের হেতু?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্রোধ দুর্জ্জয় রিপু, লোভ অনন্ত রোগ, সকলের হিতকারীই সাধু এবং নির্দ্দয় ব্যক্তি অসাধু বলিয়া গণ্য। ধর্ম্মতত্ত্বের অনভিজ্ঞতা মোহ, আত্মাভিমানই মান, ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক বলিয়া গণ্য। স্বধর্ম্মের স্থিরতাকে স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয় দমনকে ধৈর্য্য, মনোমালিন্যদূরকে স্নান এবং জীবগণের রক্ষাকে দান কহে। ধর্ম্মজ্ঞকে পণ্ডিত, মূর্খকে নাস্তিক, নাস্তিককে মূর্খ, সংসারহেতুকে কাম এবং হৃদয়ের সন্তাপকেই মৎসর বলা যায়। অজ্ঞানই অহঙ্কার, ধর্ম্মধ্বজের উন্নমন দম্ভ, দানের ফল দৈব্য এবং পরের উপর দোষার্পণই পৈশুন্য। ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পর বশবর্ত্তী হইলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ইহাদের একত্র সমাবেশ হয়। যে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পৈতৃক ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করে, যে দান করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া শেষে প্রত্যাখ্যান করে, তাহারই অক্ষয় নরকে বাস হয়। কুল, স্বাধ্যায় ও শ্রুতি ইহাতে ব্রাহ্মণত্ব হয় না; একমাত্র বৃত্তই ব্রাহ্মণত্বের কারণ।

ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়বচনে, বিবেচনা সহকারে কার্য্য করিলে, বহু মিত্র হইলে এবং ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিলে কি কি লাভ হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রিয়ভাষী ব্যক্তি সকলের প্রিয় হয়; বিবেচনা সহকারে কার্য্য করিলে জয়লাভ করা যায়; বহুমিত্র থাকিলে সুখে বাস করা যাইতে পারে আর ধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তি সদ্গতি প্রাপ্ত হয়।

যক্ষ কহিলেন, তুমি আমার সকল প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে পুরুষ কাহাকে বলে ও সর্ব্বাপেক্ষা ধনী কে, বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুণ্যকর্ম্ম বশে মনুষ্যের নাম স্বর্গ স্পর্শ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়। যাবৎ সেই নাম বিদ্যমান থাকে, তাবৎ তাহাকে পুরুষ বলা যায়। কি সুখ, কি দুঃখ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয় সকল বিষয়ে যে সমান জ্ঞান করে, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী।

যক্ষরূপী ধর্ম্ম এইরূপে সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং কহিলেন, হে রাজন্! তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত হইবে?

টী (২৯) পৃ ১৮৩—যক্ষরূপী ধর্ম্ম বলিলেন, হে মহারাজ! এই মহাবল বৃকোদর তোমার একমাত্র প্রীতিপাত্র; অর্জ্জুনও তোমাদিগের একমাত্র অবলম্বন স্থল। অতএব ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি বিমাতৃপুত্র নকুলের জীবন প্রার্থনা করিতেছ কেন? যাহার ভরে সসাগরা মেদিনী বিকম্পিতা হয়, যিনি দশ সহস্র মত্ত মাতঙ্গের বল ধারণ করেন, সেই ভীমসেনে জীবিত করিতে তোমার বাসনা হইতেছে না কেন? কি আশ্চর্য্য! কি স্বর্গে, কি মর্ত্ত্যে, কি পাতালে সর্ব্বত্রই যাহার বাহুবলের ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই বীরবর ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া নকুলের জীবন প্রার্থনা করিতেছ কেন? এইরূপে ধর্ম্ম নানারূপ ছলনা করিয়া অবশেষে সকলকেই জীবিত করিয়া দিলেন।

বনপর্ব্বের টীকা সম্পূর্ণ

ভারত-রত্ন।

অর্থাৎ

সটীক, সচিত্র, সুসংস্কৃত, সম্পূর্ণ

অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত

মূল সংস্কৃত হইতে

সুধীবর কাশীরাম দাস মহোদয় কর্ত্তৃক

সরল বিশুদ্ধ পদ্যে অনুবাদিত।

বিরাটপর্ব্ব।

নূতন সংস্করণ।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মোৎসাহী

মহাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল দে মহাশয়ের

উৎসাহে, উদ্যোগে ও অর্থ সাহায্যে

দে এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হিন্দুপ্রেস।

৬১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট — কলিকাতা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।

বিরাটপর্ব্বের সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
ব্যাস-বর্ণন	৩
পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা	ঐ
পঞ্চ পাণ্ডবের বিরাট-সভায় প্রবেশ	৭
বিরাটপুরে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও বিরাটরাণীর সহিত কথোপকথন	৯
দ্রৌপদীর রূপ-বর্ণন	ঐ
দ্রৌপদীর সহিত সুদেষ্ণার কথোপকথন	১০
শঙ্কর যাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ	১১
দ্রৌপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ ও মিলন বাঞ্ছা।	১২
ভীমের সহিত দ্রৌপদীর কীচক-বধের মন্ত্রণা	১৬
কীচক-বধ	১৮
কীচকের শবদাহে তাহার ঊনশত ভ্রাতার মৃত্যু ও দাহ	২০
দ্রৌপদীকে দেখিয়া পুরজনের ভয়	২১
পাণ্ডবান্বেষণার্থ দুর্য্যোধনের চর প্রেরণ	২২
গোগ্রহার্থে সুশর্ম্মা রাজার যাত্রা	২৫
ভীম কর্ত্তৃক সুশর্ম্মার পরাজয় ও বিরাটের বন্ধন মুক্তি	২৭
উত্তর গোগ্রহে কুরুসৈন্যের গমন ও গোহরণ	২৮
কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে উত্তরের গমন	৩১
অর্জ্জুনের প্রতি কৌরবদিগের অনুমান	৩২
উত্তরের ভয় ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আশ্বাস	৩৩
কৌরবগণের অর্জ্জুন-বিষয়ক পরস্পর তর্ক	৩৪
অর্জ্জুনের সহিত উত্তরের শমীবৃক্ষ নিকটে গমন ও উত্তরের অস্ত্র-বিষয়ে প্রশ্ন	৩৫
অর্জ্জুনের দশ নামের কারণ ও গান্ধারী সহ কুন্তীর শিবপূজা লইয়া বিরোধ	৩৭
অর্জ্জুনের বীভৎসু নামের বিবরণ	৩৯
ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য	৪০
অর্জ্জুনের ক্লীবত্বের বিবরণ	৪১
অর্জ্জুনের রণসজ্জা	৪২
দুর্য্যোধনের বক্তৃতা	৪৪
কর্ণের আত্মশ্লাঘা	ঐ
কৃপাচার্য্যের বক্তৃতা	৪৫
অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক কর্ণের ভৎর্সনা	ঐ
দ্রোণের সহিত কর্ণের বাগ্‌বিতণ্ডা ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক সান্ত্বনা	৪৬
অর্জ্জুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধন মোচন	৪৭
অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উত্তরের নিকট কুরুসৈন্যের পরিচয় প্রদান	৫০
অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও পলায়ন	ঐ
সংগ্রামস্থলে দেবগণের আগমন	৫৩
অর্জ্জুনের সহিত কৃপাচার্য্যের যুদ্ধ ও পলায়ন	৫৪
দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ ও পরাভব	ঐ
অশ্বত্থামার যুদ্ধ	৫৬
কর্ণের পুনঃ যুদ্ধ ও পলায়ন	ঐ
ভীষ্মের যুদ্ধ ও পলায়ন	৫৮
দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও কুরু-সৈন্যের মোহ	৬০
রণভূমে চামুণ্ডার আগমন	৬১
দুর্য্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরুসৈন্যের নানা দুরবস্থা	৬২
শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের পূর্ব্ব বেশ ধারণ	৬৪
বিরাট রাজার স্বগৃহে আগমন ও যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশাক্রীড়া	ঐ
বিরাট রাজার নিকট উত্তর গোগ্রহের যুদ্ধ বিবরণে উত্তরের কল্পিত বচন	৬৭
বিরাটের সিংহাসনে যুধিষ্ঠির রাজা হওন, অজ্ঞাতবাস-মোচন ও বিরাটের সহিত পরিচয়	ঐ
উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ	৭১

বিরাটপর্ব্বের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

কুরুসৈন্য দৃষ্টে উত্তরের ভয় ও অর্জ্জুন কর্তৃক আশ্বাস।

ব্যস্ত হয়ে রাজসুত অর্জ্জুনেরে বলে।
কেমনে চালাহ রথ কোথায় আনিলে?
*   *   *   *   *
কহ বৃহন্নলে! কিবা তব মনে আসে।
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে?

ভারত-রত্ন।

বিরাটপর্ব্ব।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাস-বর্ণন।

বন্দ মহামুনি ব্যাস তপস্বিতিলক।
মহামুনি পরাশর যাঁহার জনক ॥
বেদশাস্ত্র-পরায়ণ শুদ্ধবুদ্ধি ধীর।
নীলপদ্ম আভা জিনি কোমল শরীর ॥
কনকাভ জটাভার শিরে শোভা করে।
প্রচণ্ড শরীর পরিধান বাঘাম্বরে ॥
নয়ন যুগল দীপ্ত উজ্জ্বল মিহির।
পদযুগে কত মণি শোভে নখশির ॥
ভাগবত ভারতাদি যতেক পুরাণ।
যাঁহার কমলমুখে হয়েছে নির্ম্মাণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর বেদ চারি খান।
ঋক যজু সাম আর অথর্ব্ব বিধান ॥
মৎস্যগন্ধাগর্ভে যাঁর দ্বীপেতে উৎপত্তি।
বাল্যকালাবধি যাঁর তপস্যা সম্পত্তি ॥
প্রণতি করিয়া তাঁর চরণপঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশীদাস সদা ভজে ॥
বেদ রামায়ণ আর পুরাণ ভারতে।
লিখিতে যতেক তীর্থ আছে ত্রিজগতে ॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া বুঝ পুনঃপুনঃ।
আদি অন্ত অভ্যন্তরে গাঁথা হরিগুণ ॥

পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা।

জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন।
দুর্য্যোধন-ভয়ে পূর্ব্বে পিতামহগণ ॥
বিরাটনগর-মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে।
বৎসরেক অতিপাত হ'ল কোনমতে ॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুন মহারাজ।
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অরণ্যের মাঝ ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরা পাঞ্চালী সহিত।
বহু দ্বিজগণ সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত ॥
বলেন সবার প্রতি ধর্ম্মের তনয়।
সবে জান পূর্ব্বে যাহা হইল নির্ণয় ॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অজ্ঞাত বৎসর।
অজ্ঞাত রহিব কোথা পঞ্চ সহোদর ॥
বরষ মধ্যেতে যদি প্রকাশিত হ'ব।
পুনশ্চ দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে যাব ॥
বিচারিয়া কহ ভাই ইহার বিধান।
অজ্ঞাত থাকিব এক বর্ষ কোন স্থান ॥
সেই দিন হবে কালি অজ্ঞাত প্রভাত।
বিচারিয়া যুক্তি কহ আমার সাক্ষাত ॥
এত শুনি কহে ভীম রাজারে চাহিয়া।
তোমা আর পার্থবীরে উপেক্ষা করিয়া ॥

মোর আগে কে যুঝিবে পৃথিবীর মাঝ।
হেন জন চক্ষে নাহি দেখি মহারাজ ॥
মৃত্যুসম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
তোমার নিয়মে বঞ্চিলাম নৃপবর ॥
পাণ্ডবের পতি তুমি পাণ্ডবের গতি।
তুমি যেই পথে যাবে সবে সেই পথি ॥
কহিলেন ধর্ম্মরাজ দ্বিজগণ প্রতি।
সবে জান আমাকে যা কৈল কুরুপতি ॥
অজ্ঞাত থাকিব এক বরষ লুকায়ে।
ততদিন যথা স্থানে সবে রহ গিয়ে ॥
মেলানি করিয়া দ্বিজগণে নৃপমণি।
পড়িলেন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধরণী ॥
বিধাতা করিল মোরে এমত কুদিন।
মৃত্যু সম নির্ব্বাহিব ব্রাহ্মণ বিহীন ॥
ভ্রাতৃগণ ধৌম্য আদি যত দ্বিজ আর।
রাজারে বুঝান সবে বিবিধ প্রকার ॥
বিপদ কালেতে রাজা অধৈর্য্য না হবে।
ধীর হলে শত্রুগণে বিজয় করিবে ॥
বড় বড় রাজগণ বিপদে পড়িয়া।
পুনরপি রাজ্য সাধে মন্ত্রণা করিয়া ॥
অসুরের ভয়ে ইন্দ্র রহেন লুকায়ে।
বলিরে ছলিল হরি বামন হইয়ে ॥
প্রকার করিয়া ইন্দ্র অসুরে মারিল।
কাষ্ঠমধ্যে থাকি অগ্নি খাণ্ডব দহিল ॥
তুমিহ এখন রাজা বুঝ কালগতি।
ধৈর্য্যধরে পুনরপি শাস বসুমতী ॥
এত বলি শান্ত করি তুষিল রাজায়।
আশীর্ব্বাদ করি তবে দ্বিজগণ যায় ॥
তবে ধর্ম্মরাজ সব ভ্রাতৃগণ লয়ে।
এক ক্রোশ দূরে যান সে বন ছাড়িয়ে ॥
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ প্রতি।
কোথায় অজ্ঞাতরূপে করিবে বসতি ॥
রম্যদেশ দেখি সবে রব গুপ্তবেশে।
এক স্থানে ছয় জনে থাকিব বিশেষে ॥
এত শুনি সবিনয়ে কহে ধনঞ্জয়।
ধর্ম্মের বরেতে রাজা নাহি কোন ভয় ॥
অজ্ঞাত রহিব সবে কে পাবে নির্ণয়।
দেশ নাম কহি রাজা যথা মনে লয় ॥
পাঞ্চাল বিদর্ভ মৎস্য বাহ্লীক যে শাল্ব।
মগধ কলিঙ্গ শূরসেন কাশীমল্ল ॥ (১)
এই সব দেশ তব যথা লয় মনে।
অজ্ঞাতে বঞ্চিব তথা ভাই পঞ্চ জনে ॥
রাজা বলে মৎস্যদেশে বিরাট নৃপতি।
সত্যশীল শান্ত ধর্ম্মশীল মহামতি ॥
তথায় বঞ্চিতে মন হতেছে আমার।
তোমা সবাকার চিত্তে কি হয় বিচার ॥
সবারে দেখিব সবে থাকিব গুপ্তেতে।
অন্য জন কেহ যেন না পারে লক্ষিতে ॥
বৃকোদর কহে তবে চাহিয়া রাজায়।
কহ কোন বেশে রাজা বঞ্চিবে তথায় ॥
নিন্দিত নহিবে কর্ম্ম নহে কোন ক্লেশ।
বিচারিয়া নরপতি কহ উপদেশ ॥
ইহা সম দুঃখ আর নাহিক রাজন।
রাজা হয়ে পরবশ পরের সেবন ॥
মহাপাপে দুঃখ যথা পায় পাপিগণ।
কোন কর্ম্মে নির্ব্বাহিবে বলহ রাজন ॥
রাজা বলে কহি আমি বঞ্চিব যেমতে।
ন্যায়কর্ত্তা হব আমি বিরাটসভাতে ॥
বলাইব কঙ্ক নাম পাশায় পণ্ডিত।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র জানি সর্ব্বনীত ॥
মণি রত্ন যত আছে জানি তার মূল্য।
যুধিষ্ঠিরের সুহৃদ ছিনু প্রাণ তুল্য ॥
কহিয়া শাস্ত্রের কথা তুষিব রাজারে।
এ রূপে বঞ্চিব ভাই বিরাট নগরে ॥
ভীমে চাহি বলিলেন ধর্ম্ম নরনাথ।
কহ ভাই কোন বেশে বঞ্চিবে অজ্ঞাত ॥
পদ্ম পুষ্পহেতু গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
নীরাক্ষসা হ'ল ক্ষিতি তোমার ক্রোধেতে ॥
হিড়িম্বক বক জটাসুর কির্ম্মীরাদি।
নিষ্কণ্টক কৈলে মারি সাগর অবধি ॥
কিরূপে বঞ্চিবে ভাই বিরাট নগরে।
এত শুনি কহে ভীম ধর্ম্মের গোচরে ॥

বল্লব নামেতে আমি হ'ব সূপকার।
রন্ধন করিতে নাহি সমান আমার॥
পরিচয় দিয়া তেজ দেখাব রাজনে।
মল্লযুদ্ধে হারাইব যত মল্লগণে॥
বৃষ ব্যাঘ্র সিংহ মেষ মহিষ কুঞ্জর।
ধরিয়া আনিয়া দিব রাজার গোচর॥
যুধিষ্ঠির-গৃহে পূর্ব্বে ছিনু সূপকার।
কৌতুকে রাখেন মোরে রাজা দয়াধার॥
এত বলি পরিচয় দিব বিরাটেরে।
শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলিলেন নৃপবর।
কহ ভাই কিবা রূপে বঞ্চিবে বৎসর॥
অগ্নিরে নীরোগী কৈলে জিনি পুরন্দর।
জিনিলে বাহুর বলে ধরা একেশ্বর॥
দেব মধ্যে ইন্দ্র যথা দানবেতে বলি।
ত্রিভুবনে পূজ্য যথা রুদ্রেতে কপালী॥
আদিত্যেতে বিষ্ণু যথা স্থির মেরুবত।
গ্রহমধ্যে চন্দ্র যথা গজে ঐরাবত॥
ঋষিমধ্যে শুদ্ধ যথা শুকদেব মুনি।
আয়ুধেতে বজ্র যথা শব্দে কাদম্বিনী॥
তাদৃশ পাণ্ডবমধ্যে অর্জ্জুন প্রধান।
পরাক্রমে তুল্য বাসুদেবের সমান॥
ত্রিভুবনে বিস্তারিত যার রূপ গুণ।
কি মতে লুকাবে ভাই এমত অর্জ্জুন॥
দুই হস্তে ধনুগুণ-ঘর্ষণের চিহ্ন।
কিমতে লুকাবে ভাই সব্যসাচী ভিন্ন॥
অর্জ্জুন বলেন দেব আছয়ে উপায়।
নপুংসকবেশে আমি আচ্ছাদিব কায়॥
দুই হস্ত আচ্ছাদিব শঙ্খ-আচ্ছাদনে।
মস্তকে ধরিব বেণী কুণ্ডল শ্রবণে॥
রাজা জিজ্ঞাসিলে দিব এই পরিচয়।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পাণ্ডব-আলয়॥
রাজপত্নী দ্রৌপদীর ছিলাম নর্ত্তক।
নৃত্যগীতে বিজ্ঞ আমি জাতি নপুংসক।
শিখাইতে পারি আমি অন্তঃপুর-বালা।
এই বৃত্তি জানি আমি নাম বৃহন্নলা॥

নকুলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায়।
কহ ভাই লুকাইবে কিমত উপায়॥
দুঃখক্লেশ নাহি জান অতি সুকুমার।
বালকের প্রায় ভাই পালিত আমার॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ পরম সুন্দর।
ভ্রাতৃগণ প্রাণ তুল্য গুণের সাগর॥
নকুল বলিল দেব কর অবধান।
এই পরিচয় দিব বিরাটের স্থান॥
অশ্ববৈদ্য নাহি কেহ আমার সমান।
অশ্বের চিকিৎসা জানি গ্রন্থিক আখ্যান॥
কড়িয়ালি দিব আমি যে ঘোড়ার মুখে।
কোনকালে তার দুষ্টভাব নাহি থাকে॥
এইরূপে গুপ্ত করি আপনার কায়।
বৎসরেক মহারাজ বঞ্চিব তথায়॥
তবে জিজ্ঞাসেন রাজা সহদেব প্রতি।
বিবিধ বিচারে বিজ্ঞ বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
জননী কুন্তীর সদা অতি প্রিয়তর।
কিমতে বঞ্চিবে ভাই অজ্ঞাত বৎসর॥
সহদেব কহে তবে শুন নৃপবর।
বিরাট রাজার গবী আছে বহুতর॥
গোধন রক্ষক হ'ব জাতি যে গোয়াল।
মৎস্যদেশে বলাইব নাম তন্ত্রিপাল॥
দ্রৌপদীরে কহে তবে নৃপতি কাতর।
কিমতে বঞ্চিবে কৃষ্ণা অজ্ঞাত বৎসর॥
রাজকন্যা রাজপত্নী দুঃখিনী আজন্ম।
কিছু নাহি জানে কৃষ্ণা স্ত্রীলোকের কর্ম্ম॥
পুষ্পমাল্য আভরণ ভার নাহি সয়।
কিরূপে অধীনা হয়ে রবে পরালয়॥
প্রাণাধিক প্রিয়তর দেখি অনুক্ষণে।
পর-আজ্ঞা বহনেতে বঞ্চিবে কেমনে॥
কৃষ্ণা বলে তাপ রাজা না করিহ মনে।
যেমতে বঞ্চিব আমি বিরাটভবনে॥
তোমা সবাকার মনে নাহি হবে দুঃখ।
সদাই দেখিব সবে সবাকার মুখ॥
বিরাট রাজার রাণী সুদেষ্ণা নামেতে।
তার স্থানে বৎসরেক বঞ্চিব অজ্ঞাতে॥

তারে কব সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম আমি জানি।
শুনিয়া অবশ্য মোরে রাখিবেন রাণী ॥
এত শুনি হৃষ্টচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
অগ্নিহোত্র ধৌম্য-হস্তে করেন অর্পণ ॥
আছিল যতেক দাস দাসী দ্রৌপদীর।
পাঞ্চালে যাইতে আজ্ঞা দেন যুধিষ্ঠির ॥
ইন্দ্রসেন আদি করি যতেক সারথি।
রথ লয়ে সবে চলি যাও দ্বারবতী ॥
পথে জিজ্ঞাসিলে লোক কহিবে সবারে।
না জানি কোথায় গেল পঞ্চ সহোদরে ॥
কালি সবে এক স্থানে ছিলাম কাননে।
আমা সবা ছাড়ি কোথা পশিল নির্জ্জনে ॥
তবে ধৌম্য কহিলেন বহু উপদেশ।
অজ্ঞাত সময়ে হ'তে পারে নানা ক্লেশ ॥
যদি অপমান করে তাহা সম্বরিবে।
যখন যেমন হয় বুঝিয়া করিবে ॥
ক্ষত্রমধ্যে অগ্নিসম তোমা পঞ্চ জনে।
সকলে তোমার শত্রু জানহ আপনে ॥
গুপ্তভাবে গুপ্তবেশে থাক ভালমতে।
রাজসেবা করি সদা রবে রাজ-নীতে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা তেয়াগিবে আলস্য শয়ন।
বিশ্বাস করিবে নাহি নৃপে কদাচন ॥
রাজার সম্মুখে আর পশ্চাতে না রবে।
তাঁর বাম পার্শ্বে কিম্বা দক্ষিণে থাকিবে ॥
কোন কার্য্য হেতু যদি রাজা আজ্ঞা করে।
আপনার প্রাণপণে করিবে সত্বরে ॥
অন্তঃপুর-নারীসহ না কহিবে কথা।
মিথ্যা বাক্য রাজারে না কহিবে সর্ব্বথা ॥
হরষেতে মত্ত নাহি হবে কদাচন।
রাজা সনে না কহিবে রহস্য বচন ॥
সন্নিকটে না থাকিয়া অন্তরে থাকিবে।
লাভালাভ না বিচারি আজ্ঞায় করিবে ॥
ভ্রাতৃ বন্ধু পুত্রে নাহি নৃপতির প্রীত।
সেই সে আপন কর্ম্ম করে মনোনীত ॥
আমি কি কহিব তুমি জানহ সকলে।
কাল কাটি পুনরপি আসিও কুশলে ॥

এত শুনি উঠি তবে ভাই পঞ্চজন।
প্রদক্ষিণ করি ধৌম্যে চলেন তখন ॥
কাম্য-বন ছাড়ি যান যমুনার পার।
বামেতে শাল্বের দেশ দক্ষিণে পাঞ্চাল ॥
শূরসেন রাজ্যমধ্যে করিয়া প্রবেশ।
পদব্রজে চলি যান বিরাটের দেশ ॥
মৎস্যদেশ ছাড়ি গেল ধৌম্য তপোধন।
শ্রমযুক্তা হয়ে কৃষ্ণা বলেন বচন ॥
চলিবার শক্তি আর নাহিক নৃপতি।
আজি নিশি এই ঠাঁই করহ বসতি ॥
নিকটে না দেখি দূরে বিরাটনগর।'
কালি প্রাতে গুপ্তভাবে যাব নৃপবর ॥
নৃপতি বলেন কালি হইব অজ্ঞাত।
অনর্থ ঘটিবে হ'লে লোকেতে বিদিত ॥
পার্থে ডাকি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের তনয়।
দ্রৌপদীরে স্কন্ধে করি লহ ধনঞ্জয় ॥
আজ্ঞামাত্র ধনঞ্জয় করিলেন স্কন্ধে।
ঐরাবত-স্কন্ধে যেন ইন্দ্রাণী আনন্দে ॥
নগর বিরাট আছে অতি অল্প দূর।
হেনকালে বলিলেন ধর্ম্মের ঠাকুর ॥
সশস্ত্র নগরে যদি করিবে প্রবেশ।
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বলোক চিনিবে বিশেষ ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা জানে গাণ্ডীব বিখ্যাত।
হেন স্থানে রাখ যেন লোকে নহে জ্ঞাত।
অর্জ্জুন বলেন এই দেখ শমীদ্রুম।
ভয়ঙ্কর শাখা সব পরশিছে ব্যোম ॥
আরোহিতে না পারিবে অন্য কোনজন।
ইহাতে রাখি যে অস্ত্র যদি লয় মন ॥
অর্জ্জুনের বাক্য রাজা করিয়া স্বীকার।
কহিলেন রাখ যেন না হয় প্রচার ॥
তবেত গাণ্ডীব ধনু খসাইয়া গুণ।
গদা শঙ্খ আদি যত অস্ত্রপূর্ণ তূণ ॥
বসন আচ্ছাদি সব একত্র ছান্দিয়া।
রাখিলেন উচ্চতর শাখাতে বান্ধিয়া ॥
নিকটে তাহার ছিল যত গোপগণ।
সবাকারে পুনঃপুনঃ বলেন বচন ॥

পথেতে আসিতে বৃদ্ধা জননী মরিল।
অগ্নির-সংযোগে বৃক্ষে স্থাপিত হইল ॥
কুলক্রমাগত মম আছে এই পথ।
কিবা অগ্নি দহি কিবা করি এই মত ॥
তবে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন।
জয়দ্বল পঞ্চ নাম গুপ্তে রাখিলেন ॥

পঞ্চপাণ্ডবের বিরাট-সভায় প্রবেশ।

কাঁখেতে দেবন মণি মাণিকের সাজ।
সভামাঝে প্রথমতঃ যান ধর্ম্মরাজ ॥
যুধিষ্ঠির-রূপ দেখি মুগ্ধ মৎস্যপতি।
সভাজন প্রতি চাহি কহে শীঘ্রগতি ॥
এই যে পুরুষ আসে কন্দর্প আকার।
ইহাকে কখন কেহ দেখেছ কি আর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা কলেবর।
ঐরাবত সম গতি পরম সুন্দর ॥
কাঞ্চন পর্ব্বত যেন ভূমে শোভা পায়।
আমার সভায় আসে বুঝি অভিপ্রায় ॥
ক্ষত্রিয়-লক্ষণ সর্ব্ব ব্রাহ্মণের নয়।
রাজচক্রবর্ত্তী প্রায় সর্ব্বতেজোময় ॥
যে কাম্য করিয়া এই আসিতেছে এথা।
ক্ষত্র হোক দ্বিজ হোক করিব সর্ব্বথা ॥
এত বিচারিতে উপনীত ধর্ম্মরাজ।
কল্যাণ করিয়া দাণ্ডাইল সভামাঝ ॥
নমস্কার করি মৎস্যপতি মৃদুভাষে।
বিনয়পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজাকে জিজ্ঞাসে ॥
কে তুমি কোথায় বাস এলে কোথা হতে।
কোন কুল গোত্রে জন্ম কেমন বংশেতে ॥
যে কাম্য তোমার মাগি লহ মম স্থান।
রাষ্ট্র পুর গৃহ দণ্ড ছত্র আর যান ॥
তোমারে দেখিয়া মম হেন মনে লয়।
যাহা মাগ তাহা দিব করেছি নিশ্চয় ॥
এত শুনি কহিছেন ধর্ম্ম-অধিকারী।
বৈরাগ্য আমার গোত্র কঙ্ক নাম ধরি ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিনু আমি সখা।
কিছু ভেদ নাহি ছিল যেন আত্মা একা ॥
শত্রু নিল রাজ্য বনে গেল পঞ্চ ভাই।
তাঁর সম লোক আমি চাহিয়া বেড়াই ॥
পাশা খেলাইতে আমি বিশেষ নিপুণ।
এথা আসিলাম রাজা শুনি তব গুণ ॥
এত শুনি মৎস্যরাজ বলেন হরিষে।
সদাই আমার বাঞ্ছা এমত পুরুষে ॥
দৈবযোগে মম ভাগ্যে তোমারে পাইনু
রাজ্য ধর্ম্ম তব করে সকল অর্পিনু ॥
আমার সদৃশ হয়ে থাকহ সভায়।
সেবিবেক যত মন্ত্রী সদা তব পায় ॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
কিছু দ্রব্য মম কভু নাহি প্রয়োজন ॥
হবিষ্য আহারী আমি শয়ন ভূমিতে।
কেহ যদি মাগে তবে লব তোমা হ'তে।
হেনমতে সেই স্থানে রহে যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত বৃকোদর বীর ॥
হাতেতে করিয়া চাটু মৃগপতিগতি।
হেমন্ত পর্ব্বত প্রায় কিবা যূথপতি ॥
সভাতে প্রবেশে যেন বালসূর্য্যোদয়।
দেখি বিরাটের মনে হইল বিস্ময় ॥
রাজার সভাতে উপনীত বৃকোদর।
জয় হোক বলি বীর তুলে দুই কর ॥
চতুর্ব্বর্ণ-শ্রেষ্ঠ আমি হই যে ব্রাহ্মণ।
গুরু-উপদেশে পারি করিতে রন্ধন ॥
মম সম রন্ধনেতে নাহি সূপকার।
মল্লযুদ্ধাভ্যাস কিছু আছয়ে আমার ॥
এত শুনি মৎস্যপতি বলেন বচন।
সূপকার তোমারে না লাগে মম মন ॥
কুবের ভাস্কর যেন শোভিয়াছে ভূমি।
সর্ব্বক্ষিতি পালনের যোগ্য হও তুমি ॥
সূপকার-যোগ্য তুমি নহ কদাচন।
এত শুনি বৃকোদর বলেন বচন ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিনু সূপকার।
আমাতে বড়ই প্রীতি আছিল রাজার ॥
সিংহ ব্যাঘ্র বৃষ আর মহিষ বারণ।
যাহা সহ যুঝাইবে দিব আমি রণ ॥

মল্লযুদ্ধে আমা সম নাহিক মানুষে।
আমারে পুষিল রাজা কৌতুকবিশেষে ॥
বল্লব আমার নাম থু'ল ধর্ম্মরাজ।
তাঁহার অভাবে ভ্রমি পৃথিবীর মাঝ ॥
বিরাট কহিল ইথে নাহিক সংশয়।
তোমার এ সব কথা কিছু চিত্র নয় ॥
পৃথিবী শাসিতে যোগ্য হইতেছ তুমি।
যে কামনা কর তুমি দিব তাহা আমি ॥
আমার আলয়ে যত আছে সূপকার।
সবার উপরে তব হবে অধিকার ॥
এত বলি পাকগৃহে ভীমে পাঠাইল।
এমতে রহিল ভীম কেহ না জানিল ॥
তবে কতক্ষণে আসিলেন ধনঞ্জয়।
স্ত্রীবেশ কুণ্ডল শঙ্খ করেতে শোভয় ॥
দীর্ঘকেশ বেণী নামিয়াছে পৃষ্ঠোপরে।
ভূমিকম্প যেন মত্ত গজপদভরে ॥
দূরে দেখি সভাসদে কহে মৎস্যপতি।
এই যে আসিছে যুবা ছদ্ম নারীজাতি ॥
ইহারে কখন কেহ দেখেছ কি আর।
মনুষ্য না হয় এই দেবের কুমার ॥
ইহা দেখি অসম্ভব হয়েছে সবাকে।
কেবা এ বুঝহ শীঘ্র আসিছে হেথাকে ॥
অর্জ্জুন বলেন আমি হই যে নর্ত্তক।
যেই হেতু বহুকাল আমি নপুংসক ॥
নৃত্যগীতে মম সম নাহিক ভুবনে।
শিক্ষাইতে পারি আমি দেবকন্যাগণে ॥
বিরাট বলিল ইহা নাহি লয় মন।
এ কর্ম্মের যোগ্য তুমি নহ কদাচন ॥
এই যে স্ত্রীবেশ তুমি ভুষিয়াছ গায়।
তোমার অঙ্গেতে ইহা শোভা নাহি পায়
ভূতনাথ-অঙ্গে যেন ভস্ম আচ্ছাদিল।
দিনকর-তেজ যেন মেঘেতে ঢাকিল ॥
তোমার এ ভুজতেজ যে ধনু সহিল।
সে ধনুর তেজে সব পৃথিবী কাঁপিল ॥
পার্থ কহিলেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর ভার্য্যা দ্রৌপদীর ছিলাম গায়ন ॥

শত্রু রাজ্য নিল তাঁরা প্রবেশিল বন।
এই হেতু তব রাজ্যে আসিনু রাজন ॥
আমি নপুংসক রাজা নাম বৃহন্নলা।
নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা দেই রাজবালা ॥
রাজা বলে বৃহন্নলা রহ মম ঘরে।
সর্ব্ব সমর্পণ আমি করিনু তোমারে ॥
ধন জন পুত্র দারা রাখ এই পুর।
পুত্রতুল্য তুমি এই রাজ্যের ঠাকুর ॥
উত্তরাদি কন্যা যত আছে মম পুরে।
নৃত্য গীতে বিশারদা করহ সবারে ॥
এত বলি অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইল।
এমতে রহেন পার্থ কেহ না জানিল ॥
নকুল ক্ষণেক পরে করে আগমন।
দূরে থাকি মুহুর্মুহু দেখেন রাজন ॥
মেঘ হতে মুক্ত যেন হন শশধর।
সূতবেশ তুরঙ্গ প্রবোধবাড়ি কর ॥
দুই ভিতে অশ্বগণ করে নিরীক্ষণ।
মদমত্ত গতি যেন প্রমত্ত বারণ ॥
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল রাজসভাতলে।
কোমল মধুর ভাষে নৃপতিরে বলে ॥
অশ্ব-চিকিৎসক নাম গ্রন্থিক আমার।
জীবিকার্থে আসিলাম আপন আগার ॥
রাজা বলে এলে তুমি কোন দেশ হতে।
দেবপুত্র প্রায় তোমা লয় মোর চিতে ॥
নকুল বলিল কুরু ধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ লক্ষ অশ্ব তাঁর না যায় গণন ॥
সব অশ্ব পালিবারে মোরে নিযোজিল।
আমার পালনে অশ্বগণ বৃদ্ধি হ'ল ॥
কড়িয়ালি দেই আমি যে ঘোড়ার মুখে।
কোনকালে তার দুষ্টভাব নাহি থাকে ॥
রাজা বলে মম যত আছে অশ্বগণ।
সকলি রক্ষার্থ তোমা করিনু অর্পণ ॥
নকুল করিল অশ্বগৃহেতে গমন।
কতক্ষণে সহদেব দিল দরশন ॥
তরুণ অরুণ যথা উঠে পূর্ব্বভিতে।
অগ্নিশিখা যেন যজ্ঞে দেখি আচম্বিতে ॥

গোপজাতি যেন ধরিয়াছে নটবেশ।
গোপুচ্ছ ছান্দন দড়ি আছয়ে বিশেষ ॥
রাজা সহ সবিস্ময় যত সভাজন।
প্রণাম করিয়া বলে মাদ্রীর নন্দন ॥
জীবিকার্থে আসিলাম তোমার নগর।
গবী রক্ষা হেতু মোরে রাখ নরবর ॥
আমার রক্ষণে গবী ব্যাধি নাহি জানে।
ব্যাঘ্রভয় চোরভয় নাহি কদাচনে ॥
বিরাট বলিল ইথে তুমি যোগ্য নহ।
কে তুমি কি নাম ধর সত্য করি কহ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কামদেব জিনি তব মূর্ত্তি।
বুদ্ধি পরাক্রমে বুঝি রাজচক্রবর্ত্তী ॥
বৃহস্পতি শুক্র সম নীতি তব ভাষ।
খড়্গধারী হস্ত তব পদ্মধারী পাশ ॥
সহদেব বলে জান পাণ্ডুর নন্দন।
তাঁহার যতেক গবী লোকে অগণন ॥
করিতাম সেই সব গোধন পালন।
মম গুণে প্রীত ছিল পাণ্ডুর নন্দন ॥
আর এক মহৎ কর্ম্ম জানি নরনাথ।
ভবিষ্যৎ ভূত বর্ত্তমান মম জ্ঞাত ॥
পৃথিবী-ভিতরে নৃপ যত কর্ম্ম হয়।
গৃহেতে বসিয়া তাহা জানি মহাশয় ॥
ধর্ম্মরাজ-সভাতলে ছিনু চিরকাল।
যুধিষ্ঠির মোরে নাম দিল তন্ত্রিপাল ॥
রাজা বলে যত বল সম্ভবে তোমারে।
যে কাম্য তোমার থাকে লহ মোর পুরে ॥
যত মম আছে গবী আর রক্ষীগণ।
তোমারে দিলাম সব করহ পালন ॥
এমত কহিয়া সহদেবে মহামতি।
পঞ্চ জনে বাঞ্ছা মত দেন নরপতি ॥
মৎস্যদেশে পাণ্ডবেরা রহেন গোপনে।
অস্তগিরি মধ্যে যেন সহস্র কিরণে ॥
রহিল অনল যেন ভস্মমধ্যে লুকি।
কেহ না জানিল সবে অনুক্ষণ দেখি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিরাটপুরে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও বিরাট-রাণীর সহিত কথোপকথন।

তবে কতক্ষণে কৃষ্ণা প্রবেশে নগরে।
চতুর্দ্দিকে নরনারী ধায় দেখিবারে ॥
ক্লেশেতে কৃশিত মুখ দীর্ঘ-মুক্তকেশা।
পিন্ধন মলিন জীর্ণ সৈরিন্ধ্রীর বেশা ॥
পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসয়ে যত নারীগণ।
কে তুমি একাকী ভ্রম কিসের কারণ ॥
তোমার রূপের সীমা বর্ণনে না যায়।
কিন্নরী অপ্সরী দেবকন্যা অভিপ্রায় ॥
সবারে প্রবোধি কৃষ্ণা বলে এই বাণী।
সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম করি নরজাতি আমি ॥
এমতে বেষ্টিত লোকে ভ্রমে দেবী কৃষ্ণা।
প্রাসাদে থাকিয়া তাহা দেখিল সুদেষ্ণা ॥
কেকেয় রাজার কন্যা বিরাট-মহিষী।
কৃষ্ণারে আনিতে শীঘ্র পাঠালেন দাসী ॥
আদর করিয়া তারে যতেক কামিনী।
অন্তঃপুরে লয়ে গেল যথা রাজরাণী ॥
শত শত রাজকন্যা সুদেষ্ণা বেষ্টিতা।
দ্রৌপদীরে হেরি সবে হইল লজ্জিতা ॥
নাকে হস্ত দিয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
স্তব্ধ হয়ে অনুমান করে মনে মন ॥
কতক্ষণে জিজ্ঞাসিল বিরাটের রাণী।
দেবকন্যা হয়ে কেন ভ্রমহ অবনী ॥
মহাভারতের কথা সুধা হতে সুধা।
সাধুজন করে পান নাশিবারে ক্ষুধা ॥
কাশীরাম দাস করে নতি সাধুজনে।
পাইবে পরম প্রীতি যাহার শ্রবণে ॥

দ্রৌপদীর রূপ-বর্ণন।

কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী, হরপ্রিয়া হৈমবতী,
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী।
রোহিণীচন্দ্রেররামা,রতিসতীতিলোত্তমা,
কিবা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥

তোমার অঙ্গেরআভা,ম্লান করিলেকসভা,
তারা যেন চন্দ্রের উদয়ে।
তোমার শরীরদেখি,নিমিষ না ধরেআঁখি,
ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে ॥
শশী নিন্দি মুখপদ্ম, কেন করিয়াছ ছদ্ম,
এ বেশ তোমার নাহি শোভে।
পেয়ে তব অঙ্গঘ্রাণ,ত্যজিয়াকুসুমোদ্যান,
অলিবৃন্দ ধায় মধুলোভে ॥
মৃগনেত্র জিনি অক্ষ, কামশর হতে তীক্ষ্ণ,
বাজিলে মরিবে কামরিপু।
কণ্ঠ তব কম্বু জিনি, ওষ্ঠ পক্ক বিম্ব গণি,
পঞ্চশির লিপ্ত তব বপু ॥
রক্ত কর কোকনদ, রক্ত কোকনদ পদ,
রক্তযুক্ত অরুণ অধর।
শুকচঞ্চু জিনি নাসা, সুধার সদৃশ ভাষা,
ভুজযুগ জিনি বিষধর ॥
তোমার নিতম্ব কুচে,গগননিবাসী ইচ্ছে,
মৃগপতি জিনি মধ্যদেশ।
কিবাপূর্ণ কাদম্বিনী,কিবা চারুচকোরিণী,
মুক্ত দেখি কেন হেন কেশ ॥
হের দেখ বরাননে,তোমা দেখি তরুগণে,
লম্বিত হইল শাখা সহ।
কিদেবী নামিলেতুমি,কিহেতু ভ্রমহ ভূমি,
না ভাণ্ডিহ সত্য মোরে কহ ॥
তব অঙ্গযোগ্য পতি,মানুষেনা দেখিসতি,
বিনা দেব দিক্‌পালগণ।
তব অঙ্গ দরশনে, মোহ গেল নারীগণে,
পুরুষ না জীয়ে কদাচন ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি,মধুর কোমলবাণী,
সবিনয় বলেন পার্ষতী।
না দেবীগন্ধর্ব্বীআমি,মানুষী নিবসি ভূমি,
ফলাহারী সৈরিন্ধ্রীর জাতি ॥
রাণীদয়া করি মোরে,রাখহ আপন ঘরে,
সেবা করি রহিব তোমার।
না ছোঁবউচ্ছিষ্টভাত,না দিব চরণে হাত,
এই মাত্র নিয়ম আমার ॥
প্রবালমুকুতাপাতি,ভালজানিনিত্যগাঁথি,
পুষ্পমালা জানি যে বিশেষ।
সিন্দূর কজ্জল আদি, রত্ন আভরণ বিধি,
বিচিত্র জানি যে কেশবেশ ॥
গোবিন্দেরপ্রিয়তমা,মহাদেবীসত্যভামা,
বহুকাল সেবিলাম তাঁকে।
আমারনৈপুণ্যদেখি,পাণ্ডবেরপ্রিয়া সখী,
কৃষ্ণা মাগি নিলেন আমাকে ॥
কৃষ্ণা আমিএক প্রাণ,ইথেনা জানিহআন,
চিরকাল বঞ্চিলাম তথা।
রাজ্য নিল শত্রুগণ, পাণ্ডবেরা গেল বন,
তেঁই আমি আসিলাম হেথা ॥
বিরাটপর্ব্বের কথা,বিচিত্র ভারত গাঁথা,
সর্ব্বদুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

দ্রৌপদীর সহিত সুদেষ্ণার
কথোপকথন।

রাণী বলে শুন সতি তব রূপ দেখি।
স্ত্রীজাতি হইয়া পালটিতে নারি আঁখি ॥
নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে।
না হবে আমার শক্তি নিবারিতে তাঁরে ॥
তোমা দেখি আদর না করিবেন মোরে।
আমি উদাসীনা হ'ব তোমা রাখি ঘরে ॥
আপনার দ্বারে কাঁটা রোপিব আপনে।
কর্কটীর গর্ভ যথা মৃত্যুর লক্ষণে ॥
এত শুনি কৃষ্ণা তবে বলে সুদেষ্ণায়।
অন্য দুষ্টা স্ত্রীর সম না ভাব আমায় ॥
বিরাট হউন কিম্বা আর অন্য জন।
পাপচক্ষে চাহিলে না জীবে কদাচন ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চ জন ॥
থাকুক স্পর্শন যদি দেখে পাপচক্ষে।
দেবতা হলেও মৃত্যু জেনো তার পক্ষে।
দুঃখানলে দগ্ধ সদা মম স্বামীগণ।
না বাঁচিবে যে আমারে করিবে চালন।

দয়া করি মোরে যদি রাখ গুণবতী।
পশ্চাতে জানিবে তুমি আমার প্রকৃতি॥
না লব উচ্ছিষ্ট আর না ছোঁব চরণ।
পুরুষের পাশে নাহি পাঠাবে কখন॥
সুদেষ্ণা বলিল যদি তোমার এ রীতি।
যথাসুখে মম পাশে রহ গুণবতি॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি কৃষ্ণা হৃষ্টমনে।
রহিলেন মনসুখে বিরাটভবনে॥
সেবায় হইল বশ বিরাটের রাণী।
সুশীলে করিল বশ যতেক রমণী॥
বিরাটের সভাপতি ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম ন্যায়ে বশ করিলেন সভাজন॥
সপুত্রেতে আনন্দিত মৎস্য-অধিকারী।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম সহ খেলে পাশাসারি॥
পাশায় জিনিয়া ধর্ম্ম অনেক রতন।
নিভৃতে বাঁটিয়া লন যত ভ্রাতৃগণ॥
ভীমের রন্ধনে তুষ্ট হলেন রাজন।
বশ হ'ল যত জন করিল ভোজন॥
মল্লযুদ্ধে বড় তুষ্ট হইয়া রাজন।
অর্পণ করেন ভীমে কনক রতন॥
অর্জ্জুনের দেখি নৃত্য গীত বাদ্যরস।
অন্তঃপুরনারীগণ সবে হ'ল বশ॥
বহুকাল অশ্বগণ তুষ্টমন ছিল।
নকুলের করস্পর্শে সবে শান্ত হ'ল॥
গবীগণ বৃদ্ধি পায় হয় ক্ষীরবতী।
সহদেবগুণে বশ হন মৎস্যপতি॥
পাণ্ডবের গুণে বশ মৎস্যদেশ হ'ল।
এইরূপে চারিমাস ক্রমেতে কাটিল॥

শঙ্করযাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ।

পূর্ব্বাপর কুলরীতি আছে মৎস্যদেশে
শঙ্কর নামেতে যাত্রা আরাধে মহেশে॥
করিল শঙ্করযাত্রা বিরাট রাজন।
নানাদেশ হতে আসে বহুসংখ্য জন॥
দ্বিজ আদি চারি জাতি নরনারীগণ।
নৃত্যগীতে মহোৎসব করে জনে জন॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা শাস্ত্রের বিবাদ।
হস্তী হস্তী যুদ্ধ হয় ছাড়ে ঘোর নাদ॥
কৌতুক দেখেন তথা বিরাট রাজন।
পর্ব্বত আকার লক্ষ লক্ষ মল্লগণ॥
মল্লগণমধ্যে এক মল্ল বলবান।
সর্ব্বমল্লগণ করে যাহার বাখান॥
সর্ব্বমল্লগণমধ্যে ছাড়ে সিংহনাদ।
কে আছে আমার সঙ্গে করহ বিবাদ॥
লাখে লাখে বড় বড় যত মল্ল ছিল।
অধোমুখ হয়ে কেহ উত্তর না দিল॥
ডাকিয়া বলয়ে মল্ল নৃপতির প্রতি।
মোর সঙ্গে যুঝে হেন দেহ নরপতি॥
যদি মল্ল দেহ রাজা গুণ গেয়ে যাব।
নাহি দিলে দেশে দেশে অখ্যাতি করিব।
চিন্তিয়া বিরাট তবে করিয়া স্মরণ।
সূপকার বল্লবেরে ডাকেন তখন॥
বিরাট বলেন তুমি কহিয়াছ পূর্ব্বে।
এ মল্ল সহিত রণ কর তুমি এবে॥
এ মল্ল সহিত যদি পার যুঝিবারে।
তোমারে তুষিব আমি রাজ ব্যবহারে॥
ভীম বলে নরপতি জানহ আপনে।
যতেক কহিনু পূর্ব্বে উদর ভরণে॥
সে সব স্মরিয়া যদি চাহ বধিবারে।
এ মল্ল সহিত তবে যুঝাহ আমারে॥
মহাবলবান মল্ল পর্ব্বত আকার।
পেটার্থী ব্রাহ্মণ জাতি হই সূপকার॥
এ মল্ল সহিত যদি করাও সংগ্রাম।
দ্বিজবধ-ভয় নাহি কর পরিণাম॥
শুনিয়া নিঃশব্দ হন মৎস্যের ঈশ্বর।
কতক্ষণে কঙ্ক তবে করেন উত্তর॥
যার যে আশ্রমে থাকে পণ্ডিত সুজন।
যথাশক্তি তার আজ্ঞা না করে হেলন॥
পুনঃপুনঃ মল্লগণ বলিছে রাজারে।
রাজার হয়েছে ইচ্ছা যুদ্ধ দেখিবারে॥
রাজার সন্তোষ কর দেখুক সকলে।
একবার মল্ল সহ যুঝ কুতূহলে॥

যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বীর বৃকোদর।
পুনরপি নৃপতিরে করেন উত্তর ॥
তোমার প্রসাদে আর কঙ্কের প্রসাদে।
না জীবেক মল্ল আজি পড়িল প্রমাদে ॥
এত বলি রঙ্গসভা মধ্যে দাণ্ডাইল।
ডাক দিয়া বৃকোদর মল্লেরে কহিল ॥
যদি মৃত্যু ইচ্ছা থাকে যুদ্ধ কর আসি।
প্রাণ ইচ্ছা থাকে যদি পলাহ প্রবাসী ॥
ভীমের বচন শুনি সে মল্ল কুপিল।
মহাপরাক্রম করি ভীমেরে ধরিল ॥
পর্ব্বত নাড়িতে কোথা বায়ুর শকতি।
না পারিল চালিবারে ভীম মহামতি ॥
ঈষৎ হাসিয়া ভীম ধরে দুই পায়।
অন্তরীক্ষে তুলিলেক ভ্রমাইয়া তায় ॥
ক্ষুদ্র মীনে ধরি যথা গ্রাস করে নক্র।
আকাশে ঘুরায় যেন কুম্ভকার চক্র ॥
ঘুরাতে ঘুরাতে ত্যজে মল্ল নিজপ্রাণ।
ফেলাইয়া দিল ভীম যেন লতাখান ॥
দেখিয়া অদ্ভুত সবে মানে চমৎকার।
বিরাট নৃপতি পান আনন্দ অপার ॥
অনেক রতন ভীমে দিল নরপতি।
যাত্রা নিবর্ত্তিয়া গেল যে যার বসতি ॥
বার্ত্তা পেয়ে রাজ্যে যত ছিল মল্লগণ।
বৃকোদর সহ আসি সবে করে রণ ॥
অনেক মরিল শুনি কেহ না আসিল।
বল্লবের পরাক্রমে রাজা বশ হ'ল ॥
বড় বড় সিংহ ব্যাঘ্র মত্ত হস্তিগণ।
কৌতুকে ভীমের সঙ্গে করাইল রণ ॥
নিমেষেতে অনায়াসে মারে বৃকোদর।
কৌতুকে দেখেন রাজা স্ত্রীবৃন্দ ভিতর ॥
এইরূপে তথা একাদশ মাস গেল।
সানন্দ পাণ্ডব পঞ্চ অজ্ঞাত রহিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার ॥
ভারত শ্রবণে সর্ব্বপাপের বিনাশ।
কাশীরাম দাস কহে কহিলেন ব্যাস ॥

দ্রৌপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ ও মিলন বাঞ্ছা।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
অতঃপর কি করেন পঞ্চ সহোদর ॥
মুনি বলে অবধান কর কুরুনাথ।
একাদশ মাস গত হইল অজ্ঞাত ॥
সুদেষ্ণার সেবা কৃষ্ণা করে অনুক্ষণ।
হেনমতে দেখ তথা দৈবের ঘটন ॥
কীচক নামেতে বিরাটের সেনাপতি।
একদিন দ্রৌপদীরে দেখিল দুর্ম্মতি ॥
দৃষ্টিমাত্রে কামবাণে হইল পীড়িত।
দ্রৌপদীর সন্নিকটে হ'ল উপনীত ॥
বলিতে লাগিল কিছু মধুর বচনে।
হের অবধান কর পূর্ণচন্দ্রাননে ॥
অনিন্দিত অঙ্গ তব অনঙ্গমোহিনী।
নিরুপম রূপ তব প্রথম-যৌবনী ॥
হেথায় আছহ কভু আমি নাহি জানি।
এ রূপ যৌবন কেন নষ্ট কর ধনি ॥
তোমার অঙ্গের শোভা সুরমন লোভে।
এসব ভূষণ কি লো তব অঙ্গে শোভে ॥
দেখিয়া তোমারে মন মজিল আমার।
কামবাণে দহে প্রাণ করহ উদ্ধার ॥
গৃহ দারা পুত্র মম যত ধন জন।
সব ত্যজি লইলাম তোমার শরণ ॥
সহস্র সহস্র মোর আছে নারীগণ।
দাসী হয়ে সেবিবেক তোমার চরণ ॥
রত্ন-অলঙ্কার যত লোকমনোহর।
যথা ইচ্ছা বিভূষণ পর কলেবর ॥
রতন-মন্দিরে শয্যা রত্ন-সিংহাসন।
রত্ন-আভরণ পর শুনহ বচন ॥
সবার উপরে তুমি হবে ঠাকুরাণী।
যদি না রাখহ ধনী অধীনের বাণী ॥
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান।
এই দেখ হইয়াছে কণ্ঠাগত প্রাণ ॥

কীচকের বাক্য শুনি কম্পে কলেবর।
ধর্ম্মেরে স্মরিয়া দেবী করিল উত্তর ॥
সৈরিন্ধ্রী আমার জাতি বীভৎসরূপিণী।
আমারে এমত কভু না শোভে কাহিনী।
এ সকল কহ নিজ কুলভার্য্যাগণে।
বংশবৃদ্ধি হবে যাতে থাকিবে কল্যাণে ॥
পরদারে লোভ কৈলে নাহিক মঙ্গল।
জীয়ন্তে অখ্যাতি ঘোষে পৃথিবীমণ্ডল ॥
যতেক সুকৃতি তার সব নষ্ট হয়।
পরশ করিতেমাত্র হয় আয়ুঃক্ষয় ॥
পুত্র দারা শোকে কষ্ট দরিদ্রলক্ষণ।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন ॥
সকল বিনাশ হয় পরদারা প্রীতে।
কভু ত্রাণ নাহি তার নরক হইতে ॥
পরদারা আমি তাহা জানহ আপনে।
পাপদৃষ্টি মোর প্রতি কর কি কারণে ॥
গন্ধর্ব্ব আমার পতি যদ্যপি দেখিবে।
কুটুম্ব সহিত তো'রে নিমেষে মারিবে ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চ জন ॥
কালরাত্রি পোহাইল আজিযে তোমারে।
তেঁই হেন দুষ্ট ভাষা কহিছ আমারে ॥
তুমি যে এমত ভাষা আমারে কহিলে।
ধরিল যমের দূত আজি তো'র চুলে ॥
সুবুদ্ধি পণ্ডিত যেই জ্ঞানবন্ত জন।
পরস্ত্রী দেখিলে হেঁট করয়ে বদন ॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি কীচক দুঃখিত।
কামবাণাঘাতে হয়ে অত্যন্ত পীড়িত ॥
কীচকভগিনী বিরাটের রাজরাণী।
তার স্থানে কহে গিয়া সবিনয় বাণী ॥
অচেতন অঙ্গ কম্প সঘনে নিশ্বাস।
কহিতে না পারে কহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাষ ॥
ভগিনী নিকটে যাহা বলা নাহি যায়।
কামে হতচিত্ত হয়ে লজ্জা নাহি পায় ॥
ভগিনী দেখহ মোর বাহিরায় প্রাণ।
যদি মোরে চাহ শীঘ্র কর পরিত্রাণ ॥
সৈরিন্ধ্রী আছয়ে যেই তোমার সদনে।
তাহারে আমারে আনি দেহ এইক্ষণে ॥
না দিলে সোদর হত্যা হইবে তোমার।
এখনি জানিবে প্রাণ যাইবে আমার ॥
মধুর বলিয়া তোষে বিরাটের রাণী।
কেন হেন কহ ভাই অনুচিত বাণী ॥
দাসী ছার লাগি কেন ত্যজিবে জীবন।
দিবার হইলে আমি দিতাম এখন ॥
অভয় দিয়াছি আমি লয়েছে শরণ।
দুষ্টমতি নহে সেই বুঝিয়াছি মন ॥
চক্ষু মেলি নাহি চাহে পুরুষের পানে।
তব ভার্য্যা হতে তারে কহিব কেমনে ॥
করিছে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ তাহার রক্ষণ।
শান্ত হও ত্যজ ভাই সৈরিন্ধ্রীতে মন ॥
কীচক বলিল শুন গন্ধর্ব্ব কি ছার।
কাহার শকতি হয় অগ্রেতে আমার ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বেতে রক্ষা করে বলি কয়।
সহস্র গন্ধর্ব্ব হলে নাহি করি ভয় ॥
নষ্টা-স্ত্রী-প্রকৃতি যাহা নাহি জান তুমি।
নষ্টা স্ত্রীলোকের ঠাঁই শুনিয়াছি আমি ॥
ভ্রাতৃ কিম্বা পুত্র হোক একান্তে পাইলে।
বিহার করিতে ইচ্ছে আমি জানি ভালে ॥
মুখেতে সতীত্ব কহে অন্তরেতে আন।
সেই মত সৈরিন্ধ্রীরে কর অনুমান ॥
যদি মোরে চাহ তবে বল শীঘ্রগতি।
দাসী ছারে কর ভয় সোদরে অপ্রীতি ॥
রাণী বলে যত কহ কামের বশেতে।
মোর বশ নহে কভু কহিব কি মতে ॥
সৈরিন্ধ্রী ইচ্ছিলে নিজ মরণ ইচ্ছিলে।
সে হেতু দুষ্কর্ম্মে আজ ভগ্নীকে পাঠালে ॥
নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখি যে তোমার।
যাহ শীঘ্র দ্রুতগতি আপন আগার ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য কর গিয়া আপনার ঘরে।
সৈরিন্ধ্রী পাঠাব সুধা আনিবার তরে ॥
শান্তি কথা সব তারে কহিবে প্রথম।
শান্তিতে ভজিলে হয় সকল উত্তম ॥

এত শুনি শীঘ্র গৃহে করিল গমন।
যা বলিল ভগ্নী তাহা করিল তখন ॥
তবে কতক্ষণে বিরাটের পাটরাণী।
সৈরিন্ধ্রী ডাকিয়া কহে সুমধুর বাণী ॥
ক্রীড়ায় ছিলাম আমি তৃষ্ণায় পীড়িত।
ভ্রাতৃগৃহ হতে সুধা আনহ ত্বরিত ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি যেন বজ্রাঘাত।
ভয়েতে কাঁপেন কৃষ্ণা যেন রম্ভাপাত ॥
কৃষ্ণা বলে সূতপুত্র নির্লজ্জ দুর্ম্মতি।
তার পাশে যেতে মোরে না বলহ সতী ॥
প্রথমে তোমার স্থানে করেছি সময়।
রাখিলে আপন গৃহে করিয়া অভয় ॥
আপন বচন দেবী করহ পালন।
সুধা আনিবারে তথা যাক অন্য জন ॥
আর কোন কর্ম্মে আজ্ঞা কর রাজসুতা।
অকর্ত্তব্য হলে তাহা করিব সর্ব্বথা ॥
শুনিয়া সুদেষ্ণা কহে ক্রোধে আরবার।
প্রেষিণী লোকের কেন এত অহঙ্কার ॥
যথায় পাঠাব তথা করিবে গমন।
বিশেষে বিশ্বস্ত তুমি বলি সে কারণ ॥
যাহ শীঘ্রগতি সুধা আনহ ত্বরিতে।
এত বলি সুধাপাত্র তুলি দিল হাতে ॥
এত শুনি দ্রৌপদীর চক্ষে বহে নীর।
করযোড়ে প্রণমিল দেবতা মিহির ॥
সূর্য্য পানে চাহি দেবী করেন স্তবন।
দুঃসহ সঙ্কটে দেব করহ তারণ ॥
পাণ্ডুপুত্র বিনা মম অন্যে নাহি মতি।
কীচকের হাতে মোরে কর অব্যাহতি ॥
মুহূর্ত্তেক সূর্য্যস্তব দ্রৌপদী করিল।
কৃষ্ণা রাখিবারে দেব রক্ষিগণ দিল ॥
কৃষ্ণাতে সমর্থ যেন না হয় কীচক।
অলক্ষিতে যাহ সঙ্গে রাক্ষস রক্ষক ॥
দুঃখেতে আবৃতা যায় দ্রুপদনন্দিনী।
ব্যাঘ্র স্থানে যেতে যথা ডরায় হরিণী ॥
দূর হতে মূঢ়মতি দেখি দ্রৌপদীরে।
প্রাসাদ হইতে ভুমে নামিল সত্বরে ॥
সমুদ্র তরিতে যেন পাইল তরণী।
কৃষ্ণারে চাহিয়া বলে সুমধুর বাণী ॥
আজি সুপ্রভাত মোর হইল রজনী।
তেঁই মোরে কৃপা করি আসিলে আপনি ॥
এই গৃহ ধন জন সকলি তোমার।
দিব্য বস্ত্র পর তুমি দিব্য অলঙ্কার ॥
কৃষ্ণা বলে তব ভগ্নী হ'ল পিপাসিত।
সুধা দেহ লয়ে আমি যাইব ত্বরিত ॥
কীচক বলিল কেন বলহ এমন।
তোমার আজ্ঞায় সুধা লবে অন্য জন ॥
কষ্ট গেল শুভ তব হইল এখন।
সহস্র সহস্র দাসী সেবিবে চরণ ॥
আসি বৈস তুমি এই রত্ন-সিংহাসনে।
ধরিতে চলিল এত বলি সেইক্ষণে ॥
কীচকের দুষ্টাচার দেখিয়া পার্ষতী।
ভুমিতে ফেলিয়া পাত্র ধায় শীঘ্রগতি ॥
অন্তঃপুরে গেলে দুষ্ট করিবেক বল।
ভাবিয়া চলিল দেবী রাজসভাস্থল ॥
পাছু পাছু ধেয়ে যায় কীচক দুর্ম্মতি।
ক্রোধে সভামধ্যে চুলে ধরি মারে লাথি।
সূর্য্য-অনুচর যেই অলক্ষিতে ছিল।
কীচকে ধরিয়া বলে ভুমিতে পাড়িল ॥
মূল কাটা গেলে যথা বৃক্ষ পড়ে তলে।
অচেতন হয়ে দুষ্ট পড়িল ভুতলে ॥
রাজা সহ পাত্র মিত্র বসেছে সভায়।
সবে দেখে দ্রৌপদীরে প্রহারিল পায় ॥
সভায় বসিয়াছিল বীর বৃকোদর।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কম্পিত অধর ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
দেখিল যে অপমান পাইল পাঞ্চালী ॥
নয়ন যুগলে অগ্নিকণা বাহিরায়।
দুপাটী দশন চাপি উঠিল সভায় ॥
সম্মুখে আছিল বৃক্ষ লইবারে যায়।
অনুমতি লইবারে ধর্ম্ম পানে চায় ॥
অঙ্গুলী নাড়িয়া ধর্ম্ম চক্ষুতে চাপিল।
অধোমুখ হয়ে ভীম সভাতে বসিল ॥

স্বামীগণ সব বসি দেখে চারি পাশে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কান্দে কৃষ্ণা কহে অর্দ্ধভাষে॥
ধর্ম্মাসনে বসি আছে মৎস্যের ঈশ্বর।
বিনা অপরাধে মোরে মারিল বর্ব্বর॥
দাসীরে মারিতে নারে রাজার সভায়।
তোমা বিদ্যমানে মোরে প্রহারিল পায়॥
দুষ্ট লোকে রাজা দণ্ড নাহি করে যদি।
তবে অল্পকালে তারে দণ্ড দেয় বিধি॥
অনাথা দেখিয়া মোরে দুষ্ট দুরাশয়।
চুলে ধরি মারিলেক নাহি ধর্ম্মভয়॥
ন্যায়মত রাজা যদি পালে প্রজাগণ।
বহুকাল বৈসে সেই ইন্দ্রের ভুবন॥
ন্যায় না করিয়া যদি উপরোধ করে।
অধোমুখ হয়ে পড়ে নরক দুস্তরে॥
দান যজ্ঞ আদি কর্ম্ম সব ব্যর্থ যায়।
হেন নীতিশাস্ত্র আছে শাস্ত্রে হেন কয়॥
কীচক পড়িয়াছিল হয়ে অচেতন।
সচেতন কর আজ্ঞা করিল রাজন॥
তাত প্রতি কহে তবে বিরাটনন্দন।
রাজধর্ম্ম রাজা নাহি করিলে পালন॥
বিনা অপরাধে আসি মারিল সভায়।
রাজদণ্ড নাহি দিলে চোর সভা প্রায়॥
সবাই অধর্ম্মী বসিয়াছ যত জন।
ধর্ম্মভয় নাহি তেঁই না কহ বচন॥
এত শুনি সদুত্তর করে মৎস্যভূপ।
পরোক্ষে দোঁহার দ্বন্দ্ব না জানি কি রূপ॥
না জানিয়া না শুনিয়া কহিব কেমনে।
কি হেতু তোমরা দ্বন্দ্ব কর দুই জনে॥
বিরাটের হেন বাক্য শুনি যাজ্ঞসেনী।
রোদন করিয়া কহে শিরে কর হানি॥
পদাঘাতে মৃতবৎ করে শত্রুগণে।
দেব দ্বিজগণ প্রিয় বড় প্রিয় রণে॥
সে সব জনের আমি মানসী মহিষী।
সূতপুত্র মোরে পদে প্রহারিল আসি॥
যাঁর ধনুর্ঘোষে তিন লোক কম্প হয়।
এক রথে যে করিল তিন লোক জয়॥
তাঁর ভার্য্যা হই আমি দেখিয়া অনাথ।
সূতপুত্র দুষ্ট মোরে করে পদাঘাত॥
বল বুদ্ধি তা সবার কোথাকারে গেল।
মোর এত অপমান নয়নে দেখিল॥
বলিতে লাগিল তবে যত সভাজন।
ভাল কর্ম্ম না করিল সূতের নন্দন॥
সাক্ষাতে সৈরিন্ধ্রী দেবকন্যা স্বরূপিণী।
হেন অঙ্গে পদাঘাত অনুচিত বাণী॥
তবে ধর্ম্ম কহিছেন কঙ্ক নামধারী।
সৈরিন্ধ্রী না কর খেদ যাও অন্তঃপুরী॥
ধর্ম্মশীল মৎস্যরাজ ডরে পরলোকে।
উপরোধ করি ক্ষমা করিল কীচকে॥
দেখিতেছে গন্ধর্ব্বেরা তব পতিগণ।
সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিল এখন॥
কালেতে কীচকে তারা দণ্ডিবে উচিত।
কীচক হইতে কিছু নাহি হও ভীত॥
দুখিনী সমান কেন কান্দহ সভায়।
আত্মপাপে দুঃখ পাও কি দোষ রাজায়॥
কৃষ্ণা কহে সভাসদ কহিলে প্রমাণ।
আত্মপাপে দুঃখ মোর কে করিবে আন।
এত বলি দুই চক্ষু কেশেতে পুঁছিল।
কেশ ঘরিষণে যত শোণিত স্রবিল॥
ভর্ত্তৃ-আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণা যান অন্তঃপুরী।
যথায় আছয়ে নারী কেকয়কুমারী॥
সুদেষ্ণার আগে দেবী কান্দিতে লাগিল।
শাঠ্যেতে সুদেষ্ণা তারে সম্ভ্রমে পুছিল॥
কে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি।
সমূলে বিনাশ পাবে সেই দুষ্টমতি॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া কহে সৈরিন্ধ্রী-রূপিণী।
জানিয়া কপট কেন কহ রাজরাণী॥
সুধা আনিবারে ভ্রাতৃ গৃহেতে পাঠালে।
কত বা কহিব তাহা যত দুঃখ দিলে॥
রাজাসহ পাত্র মিত্র দেখেছে সভায়।
কেশে ধরি তব ভ্রাতা মারিল আমায়॥
যথোচিত তার শাস্তি পাবে দুষ্টমতি।
আজি কিম্বা কালি যাবে যমের বসতি॥

আজি হতে ত্যজ আশা ভ্রাতার জীবন
করহ সামগ্রী তার শ্রাদ্ধের কারণ ॥
এত বলি নিজ স্থানে গেলেন পাঞ্চালী।
জলে প্রবেশিয়া সব ধু(ই)ল রক্ত ধূলি ॥
পরপুরুষের স্পর্শে যেই আচরণ।
বিধানে দ্রৌপদী তাহা করিল তখন ॥
পুনঃপুনঃ কান্দে কৃষ্ণা নিজ দুঃখ স্মরি
হেনমতে গেল তবে অর্দ্ধেক শর্ব্বরী ॥
ক্ষুধা নিদ্রা নাহি দেবী করে অনুমান।
এ দুঃখ সাগর হতে কে করিবে ত্রাণ ॥
না পারিবে বৃকোদর বিনা অন্য জন।
চিন্তিয়া ভীমের পাশে করেন গমন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভীমের সহিত দ্রৌপদীর কীচক-
বধের মন্ত্রণা।

বিরাট-রন্ধন-গৃহে ভীমের শয়ন।
নিদ্রা যান বৃকোদর হয়ে অচেতন ॥
সঙ্কেতে বলেন দেবী চাপি দুই পায়।
উঠ উঠ কত নিদ্রা যাহ মৃতপ্রায় ॥
হীন জনে সাধ্যমত আপন ভার্য্যারে।
প্রাণপণে করি রক্ষা সঙ্কটেতে তারে ॥
সভামধ্যে যত মম অপমান কৈল।
সিংহের রমণী লৈতে শৃগালে ইচ্ছিল ॥
চরণ চাপিতে ভীম হন জাগরিত।
দ্রৌপদী আতুরা দেখি উঠেন ত্বরিত ॥
কহ ভদ্রে এত রাত্রে কেন আগমন।
দুঃখিতের প্রায় দেখি মলিন বদন ॥
যে কথা কহিতে আছে শীঘ্র কহ মোরে।
কেহ পাছে দেখে শুনে যাহ নিজ ঘরে ॥
ভীমবাক্য শুনি আরো বৃদ্ধি পায় দুঃখ।
নয়নে সলিল পড়ে কৃষ্ণা অধোমুখ ॥
ভীম বলে কহ প্রিয়ে কি হেতু শোচন।
কি দুঃখ তোমার কহ করিব মোচন ॥
এত শুনি সকরুণে বলেন পার্ষতী।
কি দুঃখ শোচন যার যুধিষ্ঠির-পতি ॥
জানিয়া শুনিয়া মোরে পাঠাতেছ ঘরে।
আপনার কর্ম্ম কিবা বলিব তোমারে ॥
হস্তিনায় দুঃশাসন যতেক করিল।
কুরুসভামধ্যে সবে বসিয়া দেখিল ॥
একবস্ত্রপরিধানা আমি রজস্বলা।
কেশে ধরি আনিলেক করিয়া বিহ্বলা ॥
অনন্তরে অরণ্যেতে দুষ্ট জয়দ্রথ।
বলে ধরি লয়ে গেল পাপিষ্ঠ উন্মত্ত ॥
দ্বাদশ বৎসর বনে ফল মূল খেয়ে।
মৎস্যদেশে সুদেষ্ণার দাসী হৈনু গিয়ে ॥
গোরোচনা চন্দনাদি ঘষি নিরন্তর।
হের দেখ কলঙ্কিত হ'ল দুই কর ॥
সে সব দুঃখের কথা নাহি করি মনে।
তোমা সবা দুঃখ দেখি ভুলি ক্ষণে ক্ষণে।
বিনা অপরাধে মোরে কীচক দুর্ম্মতি।
সবার সাক্ষাতে মোরে মারিলেক লাথি ॥
এমত জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
এত লঘু হয়ে জীব কিসের কারণ ॥
রাজকন্যা হয়ে মোর সমান দুঃখিনী।
স্বামীর জীয়ন্তে কেহ না দেখি না শুনি ॥
আজি যদি কীচকেরে তুমি না মারিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে ॥
কিম্বা বিষ খাই কিম্বা প্রবেশিব জলে।
প্রভাতে মরিব আমি কীচকে দেখিলে ॥
নিত্য আসে দুরাচার আমার নিলয়।
মোর ভার্য্যা হও বলি অনুক্ষণ কয় ॥
সৈরিন্ধ্রী বলিয়া মোরে করে উপহাস।
ধিক্ মোর ছার প্রাণে আর কিবা আশ ॥
হস্তসুখে নরপতি দেবন খেলিল।
যাঁহার কর্ম্মেতে এত দুঃখ উপজিল ॥
এমন করেছে কোন রাজা কোন দেশে।
সবান্ধবে রাজ্য ত্যজি অরণ্যে প্রবেশে ॥
কোটি কোটি গজ বাজী গবী অশ্ব বাস।
সব ত্যজি এবে হ'লে বিরাটের দাস ॥
মূঢ় লোক থাকে যথা কর্ম্ম ধ্যান করি।
সেই মত বসি আছ নিল সব অরি ॥

নিরবধি সেবে দশ সহস্র সুন্দরী।
অতিথি সেবনে যাঁর সংস্রেক নারী॥
যত অন্ধ যত খঞ্জ আশ্রয়েতে থাকে।
লক্ষ রাজা দাণ্ডাইয়া থাকয়ে সম্মুখে॥
ঘোর দ্যূতে হারিলেন এতেক সম্পদ।
এবে বিরাটের দাস পেয়ে কঙ্কপদ॥
অতুল গাণ্ডীবধারী বীর ধনঞ্জয়।
এক রথে করিলেক ত্রৈলোক্য বিজয়॥
ইন্দ্র জিনি করিলেক অগ্নির তর্পণ।
দৈত্যে মারি নিষ্কণ্টক কৈল দেবগণ॥
বজ্রাঘাত ডাকে যাঁর ধনুর নির্ঘোষে।
কন্যাগণ-মধ্যে থাকে নপুংসক-বেশে॥
মাথায় কিরীট যাঁর সূর্য্যপ্রভা জিনি।
এখন সে মস্তকে হের লম্বমান বেণী॥
দ্রুপদের কন্যা ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী।
পঞ্চ স্বামী ভজি এবে হ'নু অনাথিনী॥
বজ্রের অধিক মোর কঠিন শরীর।
তেঁই এত কষ্টে প্রাণ না হয় বাহির॥
এত বলি কান্দে দেবী মুখে দিয়া কর।
তিতিল নয়ন-নীরে ভীম-কলেবর॥
কৃষ্ণার ক্রন্দন দেখি কান্দে বৃকোদর।
করপদ কাঁপে ঘন কাঁপে ওষ্ঠাধর॥
ধিক্ মোর বাহুবল ধিক্ ধনঞ্জয়।
তোমার এতেক কষ্ট শুনি প্রাণ রয়॥
আমারে কি বল কৃষ্ণা আমি কি করিব।
আত্মবশ হলে কেন এত দুঃখ পাব॥
যেখানে তোমারে দুষ্ট মারিলেক লাথি।
সেইখানে পাঠাতাম যমের বসতি॥
সব সভা মারিতাম নৃপতি সহিতে।
কাহারে না রাখিতাম অন্যেরে কহিতে॥
বিদিত হইলে পুনঃ যাইতাম বন।
এত অপমান অঙ্গে হয় কি সহন॥
কটাক্ষে চাহিয়া মোরে রাজা মানা কৈল।
সে কারণে দুরাচার কীচক বাঁচিল॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
নহিলে এ গতি কেন হইবে সুন্দরি॥

ইন্দ্রের অধিক সুখ শক্রগণে দিয়ে।
এত দুঃখ হ'ল শুধু তাঁর বাক্যে রয়ে॥
সভামধ্যে করিলেক যত দুঃশাসন।
মৃত্যু ইচ্ছা হয় তাহা করিলে স্মরণ॥
সে সকল অপমান বসি দেখিলাম।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা লাগি সব সহিলাম॥
ক্রন্দন সম্বর দেবি দুঃখ হ'ল শেষ।
অল্পদিন হেতু আর কেন ভাব ক্লেশ॥
কহিলে যে মোর সম নাহিক দুঃখিনী।
রাজপত্নী হয়ে হেন না দেখি ধরণী॥
তোমা হতে দুঃখ পাইয়াছে বহুতর।
কহিব সে সব কথা অবধান কর॥
ছিলেন বৈদেহী সীতা জনকদুহিতা।
লক্ষ্মী অবতার হন রামের বনিতা॥
চৌদ্দ বর্ষ হেতু বনে গমন করিল।
ফল-মূলাহার করি কষ্টেতে বঞ্চিল॥
অরণ্যে হরিয়া লয় দুষ্ট দশানন।
বহু কষ্ট দিল তথা রাক্ষস দুর্জ্জন॥
অনাহারে হ'ল তনু অস্থি-চর্ম্মসার।
নিত্য নিশাচরীগণ করিত প্রহার॥
এত কষ্ট সহিলেন জনককুমারী।
সীতা উদ্ধারিল রাম রাবণেরে মারি॥
অগস্ত্যের ভার্য্যা রূপে গুণে অনুপম।
রাজার কুমারী হয় লোপামুদ্রা নাম॥
তাঁহার যতেক কষ্ট কহনে না যায়।
বল্মীকমৃত্তিকা সব বেড়িলেক গায়॥
বহুকাল সেই রূপে কষ্টেতে রহিল।
এত কষ্ট সহি পুনঃ অগস্ত্যে পাইল॥
ভীমপুত্রী দময়ন্তী নলের গৃহিণী।
তাহার যতেক কষ্ট অদ্ভুত কাহিনী॥
মহাঘোর বনমাঝে ছাড়ি গেল পতি।
ক্রমে ক্রমে গেল পুনঃ বাপের বসতি॥
অনেক প্রকারে পুনঃ স্বামীরে পাইল।
কতেক কহিব দুঃখ যতেক সহিল॥
তুমি তত তুল্য দুঃখ পাইলে অপার।
ক্ষমা কর অল্পদিন দুঃখ আছে আর॥

তের বর্ষ পূর্ণ হ'ল ত্রিংশৎ রজনী।
পুনরপি নিজদেশে হবে ঠাকুরাণী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে শুন কর্ণ ভরি ॥

—

কীচক-বধ।

কৃষ্ণা বলে যা বলিলে সব আমি জানি।
আজি রক্ষা পেলে পিছে হ'ব ঠাকুরাণী ॥
যদি তুমি কীচকে না দিবে আজি দণ্ড।
লোকে কবে সৈরিন্ধ্রী যে কহিয়াছে ভণ্ড ॥
আমি কহিয়াছি সর্ব্বলোকের গোচর।
আমার আছয়ে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ॥
গন্ধর্ব্বের নাম শুনি করে উপহাস।
বলে লক্ষ গন্ধর্ব্বেরে করিব বিনাশ ॥
সকল শোভিল তারে যতেক কহিল।
এত অপমান করি দণ্ড না পাইল ॥
প্রভাত হইলে পুনঃ দ্বারেতে আসিবে।
পরিহাস করি মোরে বচন কহিবে ॥
সে বাক্য শুনিতে মোরে যেতে বল ঘরে
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে ॥
জয়দ্রথ-ভয় হতে করিলে উদ্ধার।
জটাসুর বিনাশিয়া কৈলে প্রতীকার ॥
এখন কীচক-ভয়ে কর পরিত্রাণ।
তোমা বিনা রাখে ইথে নাহি দেখি আন ॥
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা হেতু বিচারিছ চিতে।
আজ্ঞা করেছেন তিনি কীচকে দণ্ডিতে ॥
তখনি বিদিত হ'ত পূর্ণ সভামাঝ।
ধর্ম্মভয় করি ক্ষমা করে মহারাজ ॥
এত শুনি চিন্তি ভীম বলিল বচন।
না কর ক্রন্দন দেবি স্থির কর মন ॥
এত বলি ক্রোধে ভীম কহেন তখন।
কীচকে অবশ্য আমি করিব নিধন ॥
সময় করহ এক কিন্তু তার সনে।
উপায়ে মারিব যেন কেহ নাহি জানে ॥
আজিকার মত তুমি যাহ নিজালয়।
কালি প্রাতে তার সঙ্গে করিহ সময় ॥
নৃত্যশালে যথা কন্যাগণ নৃত্য শিখে।
রজনীতে শূন্য তথা কেহ নাহি থাকে ॥
তথায় নির্ব্বন্ধ কর শয্যা করিবারে।
সে ঘরে পাঠাব দুষ্টে শমন-আগারে ॥
ভীমের আশ্বাস পেয়ে সম্বরি ক্রন্দন।
নয়ন পুঁছিয়া কৃষ্ণা করিল গমন ॥
রজনী প্রভাত হ'ল কীচক উঠিল।
যথা রাজগৃহে কৃষ্ণা শীঘ্রগতি গেল ॥
দ্রৌপদীর প্রতি তবে দম্ভ করি বলে।
ধাইয়া যে গেলে তুমি রাজসভাতলে ॥
রাজ বিদ্যমানে তোরে প্রহারিনু লাথি
কি করিল মোরে বল বিরাট নৃপতি ॥
মোর বাহুবলে রাজ্য ভুঞ্জে নরপতি।
কি করিতে পারে মোর তাহার শকতি।
ভজহ সৈরিন্ধ্রী মোরে ক্ষম দোষ মোর
এই দেখ দন্তে তৃণ দাস হ'নু তোর ॥
কৃষ্ণা বলে তব বশ হইলাম আমি।
আছয়ে গন্ধর্ব্ব কিন্তু মোর পঞ্চ স্বামী ॥
তাহা সবাকারে বড় ভয় হয় মনে।
এমন করহ যেন কেহ নাহি জানে ॥
নৃত্যশালা রজনীতে থাকে শূন্যাকার।
তথা নিশা তব সঙ্গে করিব বিহার ॥
এত শুনি দুষ্টমতি হ'ল হৃষ্টমন।
শীঘ্রগতি নিজগৃহে করিল গমন ॥
নানা গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিল।
দিব্য রত্ন অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষিল ॥
সৈরিন্ধ্রীর চিন্তা করি বিরহ হুতাশে।
ক্ষণে ক্ষণে দিনকর নিরখে আকাশে ॥
কতক্ষণে হবে অস্ত দেব দিবাকর।
পুনঃ বাহিরায় পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর ॥
হেথা কৃষ্ণা বৃকোদরে কহে সমাচার।
রাত্রিতে আসিবে নৃত্যাগারে দুরাচার
যথোচিত ফল আজি দিবে তার প্রতি।
প্রভাত না হয় যেন আজিকার রাতি ॥
এমতে আসিয়া হ'ল সন্ধ্যার সময়।
বৃকোদর আগে চলি গেল নৃত্যালয় ॥

অন্ধকার করি বৈসে পালঙ্কের মাঝ।
মৃগ মারিবারে যথা সাজে মৃগরাজ ॥
আনন্দিতচিত্ত হয়ে কীচক চলিল।
একক হইয়া সঙ্গে কারে না লইল ॥
যথায় পুরুষসিংহ আছে বৃকোদর।
কীচক বসিল গিয়া পালঙ্ক উপর ॥
কামবাণাঘাতে দুষ্ট মোহিত হইয়া।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিছে হাসিয়া ॥
লোহা হতে সুকঠিন বৃকোদর-কায়।
কামানলে দগ্ধ বুঝে সৈরিন্ধ্রীর প্রায় ॥
আমার মহিমা তুমি না জান সুন্দরি।
মোর রূপগুণে বশ যত নর নারী ॥
পূর্ব্বভাগ্যে গুণবতী পেলে তুমি মোরে।
সবারে ত্যজিয়া আমি ভজিনু তোমারে ॥
ভীম বলে বড় ভাগ্য আমার আছিল।
সে কারণে তোমা স্বামী বিধি মিলাইল ॥
তোমার মহিমা আমি নাহি জানি পূর্ব্বে
সেকারণে হেলা কৈনু গন্ধর্ব্বের গর্ব্বে ॥
কিন্তু এক তাপ মোর জাগিতেছে মনে
রাজসভামধ্যে মোরে মারিলে চরণে ॥
বজ্রের সমান তব চরণ-প্রহার।
বড় ভাগ্যে প্রাণ-রক্ষা হইল আমার ॥
কমল অধিক মোর কোমল শরীর।
বেদনায় প্রাণ মোর হতেছে বাহির ॥
মনোদুঃখে কিরূপেতে পাবে রতিসুখ।
এত শুনি কহে তবে কীচক দুর্ম্মুখ ॥
ক্ষমহ সে সব দোষ ত্যজ দুঃখ মন।
প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ বরণ ॥
পদাঘাতে দুঃখ যদি আছয়ে অন্তরে।
সেই মত পদাঘাত করহ আমারে ॥
এত বলি দুষ্টমতি মাথা দিল পাতি।
অন্তরে হাসিয়া উঠে ভীম মহামতি ॥
বজ্রাঘাত প্রায় ঘাড়ে প্রহারিল লাথি।
তথাপিহ নাহি বুঝে কীচক দুর্ম্মতি ॥
যে চরণাঘাতে ভীম গিরি চূর্ণ কৈল।
হিড়িম্ব কির্ম্মীর বক প্রভৃতি মারিল ॥
একে একে তিনবার করিল প্রহার।
তথাপিহ নাহি জানে কীচক গোঁয়ার ॥
ভীম বলে আরে দুষ্ট গন্ধর্ব্বে বিবাদ।
ঘুচাইব সৈরিন্ধ্রীর রমণের সাধ ॥
ভীমবাক্য শুনি জন্মে কীচকের জ্ঞান।
লাফ দিয়া উঠি ধরে ব্যাঘ্রের সমান ॥
মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জ্জয়।
দশ ভীম হলে তার সম যুদ্ধে নয় ॥
কৃষ্ণার ধরিয়া কেশ আয়ু হ'ল ক্ষীণ।
বিশেষে চরণাঘাতে বল হ'ল হীন ॥
তথাপি বিক্রমে ভীম হতে নহে উন।
পদাঘাতে দৃঢ়মুষ্টি হানে পুনঃপুন ॥
আঁচড় কামড় মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি।
ধরাধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি ॥
কখন উপরে ভীম কখন কীচকে।
শোণিতে জর্জ্জর অঙ্গ পদাঘাত নখে ॥
নিঃশব্দেতে দোঁহে যুদ্ধ ঘরের ভিতরে।
এইমত যুদ্ধ হ'ল তৃতীয় প্রহরে ॥
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুতেজ ধরে ভীম।
তথাপি কীচক নহে সংগ্রামেতে হীন ॥
পুনঃপুনঃ উঠে দোঁহে করয়ে প্রহার।
চরণের ঘাতে ক্ষিতি হইল বিদার ॥
বসন্ত সময় যেন হস্তিনী কারণ।
পর্ব্বত উপরে দুই হস্তী করে রণ ॥
ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে বায়ুর নন্দন।
কীচকে ফেলিয়া বুকে করিল আসন ॥
দ্রৌপদীর অপমান হৃদয়েতে জাগে।
সিংহ যেন চাপি ধরে মদমত্ত মৃগে ॥
আরে দুরাচার দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি।
ইচ্ছিলি সৈরিন্ধ্রী সহ এই মুখে রতি ॥
এত বলি সেই মুখে মারে বজ্রমুষ্টি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই পাটি ॥
এই চক্ষে সৈরিন্ধ্রীরে করিলি দর্শন।
এত বলি বজ্রনখে উপাড়ে নয়ন ॥
অণ্ডকোষ ধরি তাহে মারিলেন লাথি।
সেই ঘাতে প্রাণ ছাড়ে কীচক দুর্ম্মতি ॥

হস্ত পদ শির তার সব চূর্ণ কৈল।
কচ্ছপের প্রায় করি অঙ্গে পূরাইল॥
মাংসপিণ্ডবৎ করি কুষ্মাণ্ড আকার।
হাসিয়া কৃষ্ণারে ডাকে পবনকুমার॥
অগ্নি জ্বালি দেখ এবে যাজ্ঞসেনী সতি।
তোমা হিংসি কীচকের এতেক দুর্গতি॥
অপরাধ মত দণ্ড পাইল দুর্ম্মতি।
যে তোমার অপরাধী তার এই গতি॥
এত বলি বৃকোদর করিল গমন।
রন্ধনশালায় যথা শয়ন-আসন॥
স্নান করি অঙ্গে দিল সুগন্ধি চন্দন।
যুদ্ধশ্রান্ত হয়ে বীর করেন শয়ন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীদাস কহে সাধু শুনে কর্ণ ভরি॥

কীচকের শবদাহে তাহার উনশত
ভ্রাতার মৃত্যু ও দাহ।

কীচক-মরণে কৃষ্ণা আনন্দিত হয়ে।
সভাপাল প্রতি তবে বলিল ডাকিয়ে॥
মোরে যথা দুঃখ দিল কীচক দুর্ম্মতি।
ফল দিল গন্ধর্ব্বেরা যারা মোর পতি॥
অহঙ্কার করি দুষ্ট গন্ধর্ব্ব না মানে।
গন্ধর্ব্বে মারিবে কোথা মানুষ পরাণে॥
এত শুনি ধেয়ে আসে যতেক রক্ষক।
মাংসপিণ্ড প্রায় তথা দেখিল কীচক॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া লোক মানিল বিস্ময়।
কেহ বলে কীচক এ কেহ বলে নয়॥
কোথা গেল হস্ত পদ কোথা গেল শির।
কুষ্মাণ্ডের প্রায় দেখি কাহার শরীর॥
কেহ বলে গন্ধর্ব্বেরা মারে এই মত।
বার্ত্তা পেয়ে ধেয়ে আসে ভ্রাতা উনশত।
কীচকে বেড়িয়া সবে করয়ে ক্রন্দন।
ভ্রাতৃ মিত্র বন্ধু যত স্ত্রী পুরুষগণ॥
এই মতে বন্ধুগণ কান্দিয়া অপার।
অগ্নি-সংস্কার হেতু করিল বিচার॥
হেনকালে দ্রৌপদীরে দেখি সেইখানে।
দর্প করি দাণ্ডাইল সবা বিদ্যমানে॥
ক্রোধে সূতপুত্রগণ বলিল বচন।
এই দুষ্টা হতে হ'ল কীচক নিধন॥
কেহ বলে না চাহিও এ দুষ্টার পানে।
কেহ বলে অসতীরে মারহ পরাণে॥
অগ্নিতে পোড়াহ এরে কীচক সংহতি।
পরলোকে কীচকের হইবেক প্রীতি॥
বান্ধিয়া ইহারে শীঘ্র মৃত সহ লহ।
একবার গিয়া নৃপতিরে জিজ্ঞাসহ॥
বিরাট নৃপতি শুনি কীচক-নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
আহা হা কীচক বীর সৈন্য-সেনাপতি।
তোমার বিহনে মোর হবে কোন গতি॥
সৈরিন্ধ্রী দুষ্টার হেতু কীচক-নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
তার মুখ আর নাহি দেখিব কখন।
শীঘ্র করি লহ তারে করিয়া বন্ধন॥
পোড়াহ কীচক সহ জ্বালিয়া অনল।
তবে সে আমার অঙ্গ হইবে শীতল॥
আজ্ঞা পেয়ে দ্রৌপদীরে বান্ধিল তখন।
শব সহ লইলেক করিয়া বন্ধন॥
তবে ত দ্রৌপদী দেবী না দেখি উপায়।
আকুলা হইয়া অতি কান্দে উভরায়॥
জয় বিজয় জয়ন্ত আর জয়সেন।
জয়দ্বল নাম লয়ে উচ্চেতে ডাকেন॥
দুন্দুভির শব্দ যাঁর ধনুক-টঙ্কার।
তিনলোকে শক্তিমান নাহি শক্র যাঁর॥
তাঁর প্রিয়া বড় আমি করিল বন্ধন।
শীঘ্রগতি আসি মোরে করহ মোচন॥
এই মত পুনঃপুনঃ ডাকে যাজ্ঞসেনী।
রন্ধন-গৃহেতে থাকি ভীমসেন শুনি॥
ক্রন্দনের শব্দ শুনি উঠিয়া বসিল।
দ্রৌপদীর রব বুঝি হৃদয় কাঁপিল॥
কেশ-বেশ-মুক্ত বীর বায়ুবেগে ধায়।
পথাপথ নাহি জ্ঞান শব্দ শুনি যায়॥
এক লাফে ডিঙ্গাইল গড়ের প্রাচীর।
আশ্বাসিয়া দ্রৌপদীরে কহে মহাবীর॥

না কান্দ সৈরিন্ধ্রী দেবি আসিল গন্ধর্ব্ব।
এখনি মারিবে দুষ্ট সূতপুত্র সর্ব্ব ॥
এত বলি উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর।
দণ্ড-হস্তে যম যেন ইন্দ্র বজ্রকর ॥
সবে বলে হের ভাই গন্ধর্ব্ব আসিল।
পলাহ পলাহ বলি সবে রড় দিল ॥
নগরের মুখ ধরি ধায় বায়ুবেগে।
পাছে ধায় বৃকোদর সিংহ যেন মৃগে ॥
আরে আরে দুরাচার সূতপুত্রগণ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে চালন ॥
এত বলি মারে বীর দীর্ঘ তরুবর।
এক ঘায় মারে ঊনশত সহোদর ॥
অশ্রুপূর্ণমুখী কৃষ্ণা আছিল বন্ধনে।
মুক্ত করি বৃকোদর দিল সেইক্ষণে ॥
ভীম বলে দুঃখ নাহি ভাব গুণবতী।
তোমায় হিংসিয়া দুষ্ট লভিল দুর্গতি ॥
আজ্ঞা কর যাব আমি কেহ পাছে জানে।
করহ গমন তুমি আপনার স্থানে ॥
এত বলি চলি গেল বীর বৃকোদর।
অন্তঃপুরে গেল কৃষ্ণা সুদেষ্ণার ঘর ॥
রজনী প্রভাত হ'ল আসে সর্ব্বজন।
রাজারে করিল জ্ঞাত রাজমন্ত্রিগণ ॥
কীচকে দহিতে গেল যত ভ্রাতৃগণ।
গন্ধর্ব্বের হাতে সব হইল নিধন ॥
সবা মারি সৈরিন্ধ্রীরে মুক্ত করি দিল।
সৈরিন্ধ্রী পুনশ্চ আসি পুরে প্রবেশিল ॥
মৎস্যদেশের আর নাহি প্রতীকার।
গন্ধর্ব্বের হাতে সবে হইবে সংহার ॥
মনোরমা নারী হয় পরমা সুন্দরী।
হেরিলে গন্ধর্ব্বে তারে চলি যাবে মারি
শীঘ্র কর নরপতি ইথে প্রতীকার।
এথা হতে দুষ্টা গেলে সবার নিস্তার ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ভয়ে ত্রস্ত হ'ল।
কীচকেরে দহিবারে লোকে আজ্ঞা দিল
অন্তঃপুরে গিয়া রাজা রাণীরে বলিল।
সৈরিন্ধ্রী রাখিয়া গৃহে বিপত্তি ঘটিল ॥

এখন এথায় হতে যায় যেই মতে।
মোর নাম নাহি লবে কহিবে সম্প্রীতে ॥
এত দিন ছিলে তুমি আমার সদন।
এখন যথায় ইচ্ছা করহ গমন ॥
তোমা হতে বড় ভয় হইল সবার।
বিলম্ব না কর শীঘ্র কর আগুসার ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
যাহার শ্রবণে ত্রাণ পায় যত নর ॥

দ্রৌপদীকে দেখিয়া পুরজনের ভয়।

বন্ধন হইতে মুক্ত কৈল বৃকোদর।
স্নানান্তে দ্রৌপদী যান আপনার ঘর ॥
চতুর্দ্দিকে বসি ছিল যত লোকজন।
কৃষ্ণারে দেখিয়া ভয়ে পলায় তখন ॥
সিংহ দেখি যথা অজা ধায় দড়বড়ি।
একের উপরে ভয়ে কেহ যায় পড়ি ॥
প্রাচীন অথর্ব্ব লোক ধাইতে লাগিল।
অধোমুখে ভূমি ধরি বস্ত্র আচ্ছাদিল ॥
সবে বলে কেহ নাহি চাও উহা পানে।
এখনি গন্ধর্ব্ব-হাতে মরিবে পরাণে ॥
এত বলি সব লোক করে কাণাকাণি।
এথায় রন্ধনগৃহে গেল যাজ্ঞসেনী ॥
দাণ্ডাইয়া ছিল তথা বীর বৃকোদর।
প্রণমি কহিল দেবী যুড়ি দুই কর ॥
গন্ধর্ব্ব রাজার পায়ে মম নমস্কার।
যে মোরে সঙ্কট হতে করিল নিস্তার ॥
ভীম বলে যেই জন আশ্রিত যাহার।
অবশ্য করয়ে লোক তার প্রতীকার ॥
তথা হতে নৃত্যশালা করিল গমন।
সৈরিন্ধ্রীরে নিরখিয়া বলে কন্যাগণ ॥
ভাল হ'ল সবান্ধবে মরিল দুর্ম্মতি।
যে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি ॥
পার্থ বলিলেন কহ অদ্ভুত কথন।
কিমতে কীচকে কৈল গন্ধর্ব্বে নিধন ॥
কৃষ্ণা বলে কি জানিবে ওহে বৃহন্নলা।
অহর্নিশি কন্যাগণ লয়ে কর খেলা ॥

কিমতে জানিবে দুঃখ যতেক আমার।
হাসি হাসি জিজ্ঞাসিছ কি বলিব আর ॥
তথা হতে গেল সুদেষ্ণার অন্তঃপুরী।
কৃষ্ণারে দেখিয়া সব পলাইল নারী ॥
দ্বারেতে কপাট কেহ দিল মহাভয়ে।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী ডুবিল বিস্ময়ে ॥
সহসা সুদেষ্ণা আসি নৃপ-পাটরাণী।
বিনয়পূর্ব্বক সৈরিন্ধ্রীরে বলে বাণী ॥
এথা হতে বাছা তুমি করহ গমন।
যথা আছে গন্ধর্ব্বেরা তব পতিগণ ॥
নৃপতির বড় ভয় হইল তোমারে।
কালরূপী জানি তোমা সর্ব্বলোকে ডরে ॥
সর্ব্বনাশ হ'ল মোর তোমার কারণ।
তোমা রাখি হত্যা কৈনু সহোদরগণ ॥
এখনহ ক্ষম মোরে করি পরিহার।
যথা ইচ্ছা তথাকারে কর আগুসার ॥
দ্রৌপদী বলিল দেবি কর অবধান।
তের দিন পরে আমি যাব নিজ স্থান ॥
তোমারে গন্ধর্ব্বগণ বহু প্রীত হবে।
তের দিন উপরান্তে মোরে লয়ে যাবে ॥
আমা হতে যত কষ্ট হইল তোমার।
ততেক সন্তোষ আমি করিব অপার ॥
মরিল আপন দোষে কীচক দুর্ম্মতি।
বিনা দোষে কাহারে না হিংসে মোরপতি ॥
দেব-দ্বিজ-প্রিয় তাঁরা ভকতবৎসল।
নাহি করে তারা ধার্ম্মিকের অমঙ্গল ॥
এখানে দেখিবে সেই মোর স্বামীগণে
দেব-দ্বিজগণ-প্রিয় বড় প্রিয় রণে ॥
সুদেষ্ণা বলিল দেখ দেখিয়া তোমারে
পুরুষের কা কথা যে স্ত্রী পলায় ডরে।
তের দিন তুমি যদি থাকিবে এথায়।
সত্য করি এক কথা কহ গো আমায়।
স্বামী পুত্র ডরে মোর রহিল বাহিরে।
অভয় করিলে তুমি আসিবেক ঘরে ॥
সবান্ধবে লইলাম তোমার শরণ।
গন্ধর্ব্বের ভয়ে তুমি করহ রক্ষণ ॥
অভয় করিল কৃষ্ণা সুদেষ্ণার বোলে।
এই মতে তথা কৃষ্ণা বঞ্চে কুতূহলে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
রহস্য বিরাটপর্ব্ব কীচকের বধে।
কাশীদাস কহে দ্বিজচরণ-প্রসাদে ॥

পাণ্ডবান্বেষণার্থ দুর্য্যোধনের চর প্রেরণ।

অজ্ঞাতে বঞ্চেন হেথা পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনাপুরেতে তথা রাজা দুর্য্যোধন ॥
লক্ষ লক্ষ চরগণে পাঠান ত্বরিত।
পাণ্ডবের অন্বেষণে যায় চতুর্ভিত ॥
দুর্য্যোধন বলে যেই পাণ্ডবে দেখিবে।
পাণ্ডবে দেখেছি বলি যে আসি কহিবে
ধন জন দেশ দিব বহুত ভাণ্ডার।
রাজ্যভোগ ভুঞ্জিবেক সহিত আমার ॥
এত বলি দূতগণে দিল বহু ধন।
পাঠাইল অষ্টদিকে লক্ষ লক্ষ জন ॥
একবর্ষ পাণ্ডবেরে খোঁজে সর্ব্বজন।
ভ্রমিয়া সকল দেশ আসে দূতগণ ॥
নমস্কার করি নৃপে করযোড়ে কয়।
বহু খুঁজিলাম রাজা পাণ্ডুর তনয় ॥
গ্রাম দেশ নগরাদি যত জনপদ।
তড়াগ নির্ঝর নদ নদী আর হ্রদ ॥
পর্ব্বত কানন বৃক্ষ লতার ভিতর।
গহ্বর কন্দর গুহা অরণ্য সাগর ॥
মুনিমধ্যে মুনি হই ব্যাধমধ্যে ব্যাধ।
হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র-মধ্যে না গণি প্রমাদ।
রাজগৃহে ধরিলাম সারথির বেশ।
উদাসীন হয়ে ভ্রমিলাম সর্ব্বদেশ ॥
অযোধ্যা পাঞ্চাল কাশী দ্বারকা নগর।
এই চারি ভ্রমিলাম গিয়া ঘর ঘর ॥
কোথায় না দেখিলাম পাণ্ডুর নন্দন।
জীয়ন্ত থাকিলে হ'ত অবশ্য দর্শন ॥
জীবিত যদ্যপি থাকে আছে সিন্ধুপার।
কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে তারা নাহি আর ॥

নিশ্চয় নৃপতি এই কহিনু তোমায় ।
যদি আজ্ঞা হয় তবে যাই পুনরায় ॥
এত বলি চরগণ নিবৃত্ত হইল ।
দক্ষিণের দূত তবে কহিতে লাগিল ॥
অদ্ভুত কথন এক শুন মহারাজ ।
এক দিন ছিনু মোরা মৎস্যদেশ-মাঝ ॥
বিরাট-শ্যালক জান কেকেয়কুমার ।
কীচক নামেতে সহোদর শত তার ॥
স্ত্রীর হেতু শত ভাই গন্ধর্ব্বে মারিল ।
ত্রিগর্ত্তের রাজ্য যেই বলে লয়েছিল ॥
দেখিনু শুনিনু যথা কহি মহারাজ ।
আজ্ঞা কর এবে মোরা করি কোন কাজ ॥
চরগণ-বচনান্তে কহে দুর্য্যোধন ।
আমার যে বাঞ্ছা তাহা শুন সর্ব্বজন ॥
ত্রয়োদশ বৎসর আজি হ'ল শেষ ।
আসিবে পাণ্ডবগণ পেয়ে বহু ক্লেশ ॥
ক্রোধে মহাভয় দেখাইবে কুরুগণে ।
ইহার উপায় এই লইতেছে মনে ॥
পুনর্ব্বার চরগণ যাক্ খুঁজিবারে ।
নিশাপতি হয়ে যদি দেখে পাণ্ডবেরে ॥
শুনিয়া বলিছে কর্ণ সূর্য্যের নন্দন ।
এ সকল থাক যাক অন্য চরগণ ॥
ছদ্মরূপে যাক যেই হয় বিচক্ষণ ।
পণ্ডিত সুবুদ্ধি যেই অনুগত জন ॥
দুঃশাসন বলে ভাল কহ মহামতি ।
পুনরপি দূতগণ যাক শীঘ্রগতি ॥
পশুগণে ঘ্রাণে জানে বেদে দ্বিজবরে ।
অন্য জন দৃষ্টে জানে রাজা জানে চরে ।
ইহা বিনা অন্য কর্ম্ম নাহিক রাজন ।
আপন হিতের চর যাউক এখন ॥
মরিলে তত্রাপি বার্ত্তা চাহি জানিবারে ।
ব্যাঘ্রে সিংহে মারিল কি অরণ্য ভিতরে ।
অনাহারে কষ্টে ভীমসেন কি মরিল ।
তাহার মরণশোকে সবে প্রাণ দিল ॥
নিরন্তর বৃকোদর রাক্ষসেতে বাদী ।
যার তার সহ দ্বন্দ্ব করে নিরবধি ॥

বেড়িয়া রাক্ষস কিবা মারিল পাণ্ডবে ।
নিশ্চয় মরিল তারা চরে কোথা পাবে ॥
এত শুনি বলিলেন দ্রোণ মহামতি ।
কৌরব-পাণ্ডবগুরু বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
এরূপে পাণ্ডব যদি হইবে নিধন ।
তবে লোকে ধর্ম্ম করে কিসের কারণ ॥
অশক্ত অরণ্যমধ্যে ধর্ম্ম বলবান ।
ধর্ম্ম যার আছে তার সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥
পাণ্ডুপুত্রে পরাভব করিবেক রণে ।
তিন লোকমধ্যে হেন না দেখি নয়নে ॥
শুচি সত্যবাদী কৃতকর্ম্মা জিতেন্দ্রিয় ।
ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ গুরু-দেব-দ্বিজ-প্রিয় ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার ।
আর চারি সহোদর অনুগত তার ॥
তাহার কুনীতি হয় নাহি দেখি আমি ।
ছদ্মবেশে আছে তারা কাল অনুক্রমি ॥
যে বিচার করিতেছ করহ ত্বরিত ।
পুনশ্চ যাউক চরগণ চতুর্ভিত ॥
দ্রোণের বচন শুনি কহে ভীষ্ম বীর ।
সজল জলদ তুল্য বচন গভীর ॥
অকারণে চরগণে পাঠায় আবার ।
ইহারা চিনিবে কোথা পাণ্ডুর কুমার ॥
বেদবিজ্ঞ দ্বিজ হবে সর্ব্বশাস্ত্র জানে ।
সত্যবৃত্তি তপঃপর হবে যেই জনে ॥
সেই সে জানিতে পারে পাণ্ডুপুত্রগণে ।
মরিল বলিয়া কেন বল অকারণে ॥
তের বর্ষ সুদারুণ তপস্যা করিল ।
তার ফল ফলিবার সময় হইল ॥
যেই দেশে থাকিবেক পাণ্ডুর নন্দন ।
তার চিহ্ন কহি এবে শুন চরগণ ॥
ন ব্যাধি ন দুঃখ শোক সে দেশের জনে ।
দুষ্টের নিগ্রহ শিষ্ট-পালন যতনে ॥
দানশীল দয়াশীল ক্ষমাশীল ধীর ।
যেই রাজ্যে থাকিবেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
প্রিয়বাক্য ধর্ম্মশীল শাস্ত্র-অনুগত ।
ব্রহ্মচর্য্য পুণ্যকর্ম্ম যজ্ঞ হোম ব্রত ॥

উত্তম হইবে শস্য মেঘের পালন।
বহুক্ষীরবতী হবে যত গবীগণ।।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যথায় থাকিবে।
সুগন্ধী শীতল বায়ু সদাই বহিবে।।
শরীরে জন্ময়ে ব্যাধি সে করে বিপদ।
বন্ধু হয়ে হিত করে বনের ঔষধ।।
পর হয়ে বন্ধু হয় যদি হিত করে।
জ্ঞাতি হয়ে শত্রু হয় অধর্ম্ম আচরে।।
সেই মত দেখি দুর্য্যোধনের আচার।
পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার।।
আমার এতেক বলা নাহি প্রয়োজন।
সমান আমার কুরু পাণ্ডুর নন্দন।।
কিন্তু আর চর পাঠাইবে কি কারণ।
শীঘ্রই নিকটে আসিবেক পঞ্চজন।।
ত্রয়োদশ বর্ষ এই হ'ল আসি শেষ।
নিজরাজ্যে না আসিয়া যাবে কোন দেশ।।
আসি মহাভয় দেখাইবে সর্ব্বজনে।
যেরূপে বাহির কৈলে যথা জান মনে।।
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন।।
ভীষ্মদেব-বচনান্তে বলে কৃপাচার্য্য।
ধর্ম্মনীতি বুঝিয়া রাজার হিতকার্য্য।।
দ্রোণ ভীষ্ম যে বলিল নাহি হবে আন।
গুপ্তবেশে রহিয়াছে পাণ্ডব ধীমান।।
হইল সময় শেষ কাল দেখা দিল।
উপায় করহ শীঘ্র কর্ণকে কহিল।।
চরগণে খুঁজিবারে পাঠাও বিদেশ।
এথায় করহ শীঘ্র সৈন্য-সমাবেশ।।
ভাণ্ডারের ধন দেখ দেখ নিজ বল।
পরাপর আপ্ত কর নৃপতি সকল।।
ইতর তোমার শত্রু পাণ্ডুপুত্র নয়।
এক এক পাণ্ডবে যে করে ইন্দ্র জয়।
শরদ্বান মুনিপুত্র কহি নিবর্ত্তিল।
সভাতে সুশর্ম্মা রাজা বসিয়া আছিল
কহিব বলিয়া পূর্ব্বে বিচারিয়াছিল।
কর্ণ বীর কৈল তাই কহিতে নারিল।
বলেতে আমার রাজ্য নিলেক সকল।
কীচক মরিল এবে বড়ই মঙ্গল।।
সবান্ধবে মোরে জিনি করেছিল গর্ব্ব।
এখন শুনি যে তারে মারিল গন্ধর্ব্ব।।
কীচক মরিল যবে হ'ল বড় কার্য্য।
বিরাটে বান্ধিয়া এবে লব নিজ রাজ্য।।
ধন রত্ন পূর্ণ তার গবী অপ্রমিত।
এ সময় তাতে তব হবে বড় হিত।।
হীনবীর্য্য বিরাটেরে জিনিব কৌতুকে।
বিচারে আইসে যাহা আজ্ঞা দেহ মোকে।।
কর্ণ বলে ভাল বলে সুশর্ম্মা নৃপতি।
মৎস্যদেশে যাব সৈন্য সাজ শীঘ্রগতি।।
পাণ্ডবের হেতু চিন্তা কর অকারণ।
কোথায় মরিয়া গেল বৃথা অন্বেষণ।।
জীয়ন্ত থাকিলে কি না আসিবে হেথায়।
ধনহীন বন্ধুহীন ক্লেশে ক্লিষ্ট-কায়।।
মম বল-বীর্য্য তারা ভালমতে জানে।
পুনঃ এথা পাণ্ডব না আসিবে কখনে।।
এক্ষণে চলহ সবে যাব মৎস্যরাজ্য।
ধন রত্ন পাব বহু হবে বড় কার্য্য।।
কর্ণের বচন শুনি বলেন বিদুর।
নিশ্চয় সবার চিত্ত যাবে মৎস্যপুর।।
সবাকার মন হ'ল নিষেধিতে দোষে।
রত্ন গবী উপার্জ্জন হয় বড় ক্লেশে।।
কহিলেক চর মৎস্যদেশ-সমাচার।
দুর্জ্জয় কীচক গেল স্ত্রীর হেতু মার।।
অদ্যাপিহ নাহি দেখি নাহি শুনি কাণে।
গন্ধর্ব্ব নিবাস করে মনুষ্য-ভবনে।।
গন্ধর্ব্বের স্ত্রীর সহ কীচকের কথা।
অনুমানে বুঝিতেছি সকল বারতা।।
বুঝিয়া করিবে কার্য্য যাইবে নিশ্চয়।
গন্ধর্ব্ব সহিত যেন বিবাদ না হয়।।
বিদুর-বচন শুনি হাসে দুর্য্যোধন।
শক্তিমত কহে যুক্তি যাহার যেমন।।
যত শক্তি আপনার ততেক মন্ত্রণা।
না বুঝ আমার শত্রু আছে কোন জনা।।

গন্ধর্ব্ব কি গণি যদি আসে দেবগণ।
ইন্দ্র সহ সাজি আসে এ তিন ভুবন ॥
কার শক্তি আসি মোর সম্মুখীন হয়।
তোমারে না ডাকি সঙ্গে কেন কর ভয় ॥
এত বলি সৈন্যে আজ্ঞা দিল কুরুপতি।
চতুরঙ্গ দল সজ্জা কর শীঘ্রগতি ॥
সুশর্ম্মা নৃপতি যাক সবাকার আগে।
আপনার রাজ্য গিয়া নিক যাম্যদিগে ॥
সৈন্য সহ যাব আমি করিবারে রণ।
শূন্যরাজ্যে গিয়া আমি হরিব গোধন ॥
একদিন আগে যাও সুশর্ম্মা রাজন।
পশ্চাৎ সসৈন্যে আমি করিব গমন ॥

গোগ্রহার্থে সুশর্ম্মা রাজার যাত্রা।

দুর্য্যোধন-আজ্ঞা পেয়ে সুশর্ম্মা নৃপতি।
আপন বাহিনী সাজাইল শীঘ্রগতি ॥
আষাঢ়ের সিতপক্ষে পঞ্চমী দিবসে।(২)
সুশর্ম্মা নৃপতি চলি গেল মৎস্যদেশে ॥
শঙ্খ ভেরী আদি করি নানা বাদ্য বাজে
বাদ্যের শব্দেতে কম্প হ'ল মৎস্যরাজে।
প্রবেশিয়া মৎস্যদেশে সুশর্ম্মা নৃপতি।
ধরহ গোধনে আজ্ঞা দিল সৈন্য প্রতি ॥
হয় হস্তী গবী আর নানা রত্ন ধন।
লুঠিতে লাগিল চতুর্দ্দিকে সর্ব্বজন ॥
গোধন রক্ষণে যত ছিল গোপগণ।
ধাইয়া রাজারে বার্ত্তা কহিল তখন ॥
সভাতে বসিয়াছিল বিরাট নৃপতি।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে গোপ প্রণমিয়া ক্ষিতি ॥
সকল মজিল মৎস্যদেশে নৃপবর।
সকল হরিয়া নিল ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর ॥
রক্ষা করিবারে রাজা যদি আছে মন।
বিলম্ব না কর শীঘ্র চলহ রাজন ॥
দূতমুখে হেন বার্ত্তা পাইয়া নৃপতি।
চতুরঙ্গ সেনা সজ্জা করে শীঘ্রগতি ॥
শতানীক মুদিরাক্ষ দুই সহোদর। (৩)
শ্বেত শঙ্খ দুই ভাই রাজার কোঙর ॥

পাত্র-মিত্রগণ যোদ্ধা সাজিল সকল।
বিবিধ বাজনা বাজে সৈন্যকোলাহল ॥
শতানীকে আজ্ঞা দিল বিরাট নৃপতি।
দিব্য অস্ত্র ধনু দেহ চারি জন প্রতি ॥
শ্রীকঙ্ক বল্লব অশ্ববৈদ্য যে গোপাল।
মহাবীর্য্যবন্ত যুদ্ধ করিবে বিশাল ॥
দেবতার প্রায় সব দেখি যে সাক্ষাতে।
অবশ্য যুদ্ধের কার্য্য হবে সবা হতে ॥
দিব্য ধনুর্গুণ দিল রথ তুরঙ্গম।
মুকুট কুণ্ডল দিল কবচ উত্তম ॥
পরিলা উত্তম বাস অতি মনোহর।
শরতে উদয় যেন হ'ল শশধর ॥
সাজিয়া পাণ্ডব রথে করে আরোহণ।
স্বর্গ হতে আসে যেন দিক্‌পালগণ ॥
চলিল বিরাট রাজা মীনধ্বজ রথে।
চারি ভাই চলিলেন রাজার পশ্চাতে ॥
রথ চালাইয়া দিল রথের সারথি।
পশ্চাতে মাহুতগণ চালাইল হাতী ॥
পদধূলি ঢাকিলেক দেব দিবাকর।
ঘোর অন্ধকার হ'ল দিবস দুপর ॥
শূন্য হতে পক্ষিগণ ভূমেতে পাড়িল।
হেনমতে দুই সৈন্যে ক্রমে দেখা হ'ল ॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
অশ্বারোহী অশ্বারোহী পত্তি পত্তি যুঝে ॥
মল্লে মল্লে গজে গজে ধানুকী ধানুকী।
খড়্গে খড়্গে শূলে শূলে তবকি তবকি ॥
হইল দারুণ যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর।
পূর্ব্বে যথা দেবাসুরে হইল সমর ॥
সিংহনাদ মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জে সৈন্যগণ।
ধনুক-নির্ঘোষ ঘন শঙ্খের নিস্বন ॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
অন্ধকার হ'ল সব আচ্ছাদিল ধূলি ॥
বাণের আগুনমাত্র ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে।
অন্ধকার রাত্রে যেন খদ্যোত উজ্জ্বলে ॥
মুষল মুদ্গার শূল ইষু চক্র শেল।
পরশু পট্টিশ জাঠি মল্ল কুম্ভ ছেল ॥

পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
ধূলি অন্ধকার কৈল রক্তে বহে নদী ॥
মুকুট কুণ্ডল মুণ্ড যায় গড়াগড়ি।
বুকে শেল বাজি কেহ ভূমিতলে পড়ি ॥
সব্য হস্ত খড়্গ সহ পড়িল ভূতলে।
পদ কাটা গেল কার গড়াগড়ি ধূলে ॥
পর্ব্বত আকার গজ ভূমে দন্ত দিয়া।
পড়িল ভূভিতে সৈন্য অনেক দলিয়া ॥
হেনমতে যুদ্ধ হ'ল দ্বিতীয় প্রহর।
কেহ পরাজিত নহে কাণ্ড ঘোরতর ॥
ক্রোধে শতানীক বীর সমরে প্রবেশে।
এক শত রথী মারে চক্ষুর নিমেষে ॥
মদিরাক্ষ মারিলেক শত সেনাপতি।
শত শত মারে সৈন্য বিরাট নৃপতি ॥
বিরাট নৃপতি দেখি সুশর্ম্মা ধাইল।
দুই মত্ত ব্যাঘ্র যেন একত্র মিলিল ॥
ক্রোধেতে বিরাট রাজা মারে দশ শর।
চারি অশ্বে চারি দুই সারথি উপর ॥
রথধ্বজে দুই দুই সুশর্ম্মা উপরে।
সুশর্ম্মা কাটিয়া অস্ত্র ফেলে কত দূরে ॥
পঞ্চ শত বাণ মারে বিরাট উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা মৎস্যের ঈশ্বর ॥
দেখিয়া ত্রিগর্ত্তপতি অতি শীঘ্রগতি।
লাফ দিয়া ভূমিতলে নামে মহামতি ॥
হাতে গদা লয়ে ধায় মহাবায়ুবেগে।
সিংহ যথা ধরিবারে যায় মত্ত মৃগে ॥
চারি অশ্ব বিনাশিল মারি গদা-বাড়ি।
সারথির কেশে ধরি ভূমিতলে পাড়ি ॥
জীবগ্রহে ধরিলেন বিরাট নৃপতি।
আপনার রথে লয়ে তোলে শীঘ্রগতি ॥
রাজা বন্দী হ'ল সৈন্য হ'ল ভঙ্গিয়ান।
চতুর্দ্দিকে পলাইল লয়ে নিজ প্রাণ ॥
বড় বড় যোদ্ধাগণ ত্যজি ধনুঃশর।
আপনি চালায় রথ পলায় সত্বর ॥
উভলেজ মত্তগজ গর্জ্জিয়া পলায়।
অশ্বারোহী পদাতিক পাছু নাহি চায় ॥
পলাইল সর্ব্বসৈন্য কেহ নাহি আর।
রাখিতে না পারে সৈন্য বিরাট-কুমার ॥
রণজয় করি পরে ত্রিগর্ত্ত নৃপতি।
বিরাটে লইয়া তবে চলে হৃষ্টমতি ॥
জয়ধ্বনি বাদ্যশব্দ হয় অনুক্ষণ।
মৎস্যরাজ-সৈন্যমধ্যে হইল রোদন ॥
ভ্রাতৃ পুত্র মন্ত্রিগণ হাহাকারে কান্দে।
ভয়ে পলাইল সৈন্য কেশ নাহি বান্ধে ॥
সন্ধ্যাকাল হ'ল সূর্য্য ক্রমে অস্ত গেল।
কাহারে না দেখি কেবা কোথায় চলিল ॥
দেখিয়া কহেন ভীমে ধর্ম্ম নরবর।
দাণ্ডাইয়া কি দেখহ ভাই বৃকোদর ॥
বহু উপকারী এই বিরাট নৃপতি।
বর্ষেক অজ্ঞাতে গৃহে করিনু বসতি ॥
যার যে কামনা মত পাইলে যে স্থানে।
তাহারে লইয়া যায় আমা বিদ্যমানে ॥
দাণ্ডাইয়া দেখ ইহা নহে ক্ষত্রধর্ম্ম।
বিশেষ আমার এই অনুগত কর্ম্ম ॥
শীঘ্র কর বিরাটের বন্ধন মোচন।
যাবৎ শত্রুর হাতে না হয় নিধন ॥
এত শুনি বলে ভীম যোড় করি পাণি।
পালিব তোমার আজ্ঞা ওহে নৃপমণি ॥
এখন আমার কর্ম্ম দেখ দাণ্ডাইয়া।
বিরাটে আনিয়া দিব সুশর্ম্মা মারিয়া ॥
এই যে দেখহ শাল দীর্ঘ তরুবর।
আমার হাতের যোগ্য গদার আকার ॥
এই বৃক্ষাঘাতে আমি বধিব সকল।
নিঃশেষ করিব আজি ত্রিগর্ত্তের বল ॥
এত বলি বৃক্ষ উপাড়িতে ধায় বীর।
দেখিয়া কহেন পুনঃ রাজা যুধিষ্ঠির ॥
হেন কর্ম্ম না করিহ ভাই বৃকোদর।
লোকে জ্ঞাত হবে উপাড়িলে বৃক্ষবর ॥
অজ্ঞাত বৎসর শেষ যত দিন নয়।
তত দিন খ্যাত কর্ম্ম উচিত না হয় ॥
মানুষী ধনুক অস্ত্র লয়ে কর রণ।
মনুষ্যের মত কর রথে আরোহণ ॥

দুই পাশে থাক তব দুই সহোদর।
শীঘ্র আন ছাড়াইয়া মৎস্যের ঈশ্বর ॥
আমিহ তোমার পাছে সর্ব্বসৈন্য লয়ে
বিরাট রক্ষার হেতু যাইব চলিয়ে ॥
ভীম বলে নরপতি ইহা কেন কহ।
মুহূর্ত্তেকে বিরাটেরে আনি দিব লহ ॥
আপনি করিবে শ্রম কিসের কারণ।
ত্রিগর্ত্ত সহিত করি সমর বিষম ॥
কোন হেতু যাবে দুই মাদ্রীর নন্দন।
কি কারণে লব আর বহু সৈন্যগণ ॥
বৃক্ষ নিতে নিষেধিলে বৃক্ষ নাহি লব।
রিক্ত হস্তে গিয়া আমি বিরাটে আনিব
ত্রিগর্ত্ত সহিত রণ কি ছার করম।
মম সহ সৈন্য কেন করিবে প্রেরণ ॥
এত বলি বৃকোদর ধায় শীঘ্রগতি।
চলিতে চরণভরে কম্পে বসুমতী ॥
রজনী সম্মুখ হ'ল ঘোর অন্ধকার।
বায়ুবেগে ধায় ভীম বলে মার মার ॥

ভীম কর্ত্তৃক সুশর্ম্মার পরাজয় ও
বিরাটের বন্ধন মুক্তি।

হেথায় ত্রিগর্ত্ত রাজা সংগ্রামে জিনিয়া
কৃষ্ণানামে নদীতীরে উত্তরিল গিয়া ॥
যুদ্ধশ্রমে সর্ব্বসৈন্য ক্ষুধায় আকুল।
রন্ধন ভোজন করে নদীর দুকূল ॥
রন্ধনগৃহেতে কেহ করিল শয়ন।
কেহ স্নানে কেহ পানে আসন ভোজন ॥
বিরাটে করিয়া বন্দী সুশর্ম্মা হরিষে।
বসিয়া সভার মধ্যে কহে পরিহাসে ॥
কোথায় শ্যালক তোর বিরাট নৃপতি।
যার ভুজবলে ভোগ করিলি এ ক্ষিতি ॥
ভাগ্যবলে শ্যালকেরে পেয়েছিলে তুমি।
যার তেজে ছাড়াইয়া নিলি মোর ভূমি
এক্ষণে তোমার কিবা আছে হে উপায়
নাহি দেখি কেহ আছে তোমার সহায় ॥
নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হ'ল মম হাতে।
শৃগাল হইয়া বাদ সিংহের সহিতে ॥

কেহ বলে ইহারে না রাখ এক দণ্ড।
কেহ বলে খড়্গে কাটি কর খণ্ড খণ্ড ॥
কেহ বলে নিগড়েতে করহ বন্ধন।
দুর্য্যোধন-আগে লয়ে করিব নিধন ॥
এমত বিচারে আছে তথা সর্ব্বজন।
হেনকালে উপনীত পবননন্দন ॥
দুই ভিতে বৃক্ষ ভাঙ্গে শুনি মড় মড়।
নাসায় নিশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড় ॥
মার মার শব্দ করি আসি উপনীত।
দেখিয়া ত্রিগর্ত্তসৈন্য হ'ল মহাভীত ॥
কেহ বলে রাক্ষস কি যক্ষ বিদ্যাধর।
হেমন্ত পর্ব্বতশৃঙ্গ সম কলেবর ॥
পলায় সকল সৈন্য গণিয়া প্রমাদ।
হস্তিগণ ধায় সবে করি ঘোর নাদ ॥
শীঘ্রগতি হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া মাহুত।
বৃকোদরে বেড়িল যে হস্তী যূথ যূথ ॥
রথিগণ রথ সাজি আরূঢ় হইয়া।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে বেড়িল আসিয়া ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি ভুষণ্ডী তোমর।
চতুর্দ্দিকে মারে সবে ভীমের উপর ॥
মহাবল ভীমসেন ভীমপরাক্রম।
রণস্থলমধ্যে যেন যুগান্তের যম ॥
ধরিয়া কুঞ্জর শুণ্ডে শুণ্ডে বুলাইয়া।
মারিল কুঞ্জরবৃন্দ প্রহার করিয়া ॥
রথধ্বজ ধরি বীর মারে রথোপরে।
সহস্র সহস্র রথ ভাঙ্গে একবারে ॥
অশ্বগণ ধরি বীর মারে অশ্বগণে।
পদাতি পদাতি মারে ধরিয়া চরণে ॥
তাহারে ধরিয়া মারে যে পড়ে সম্মুখে।
রথ অশ্ব হস্তী পত্তি পড়ে লাখে লাখে ॥
পলায় সকল সৈন্য পাছু নাহি চায়।
সিংহের গর্জ্জনে যথা শৃগাল পলায় ॥
পলাহ পলাহ বলি হ'ল মহাধ্বনি।
আইল আইল সৈন্য এইমাত্র শুনি ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে দূত গিয়া কহে সুশর্ম্মারে।
বসিয়া কি কর রাজা পলাহ সত্বরে ॥

আচম্বিতে সৈন্যমধ্যে আসে এক জন।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিবা না জানি কারণ ॥
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি না জানি কি রঙ্গ।
প্রকাণ্ড শরীর যেন হিমাদ্রির শৃঙ্গ ॥
মারিল অনেক সৈন্য যে পড়ে সম্মুখে।
সুশর্ম্মা সুশর্ম্মা বলি ঘন ঘন ডাকে ॥
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় বিচার।
তার আগে পড়িলে না দেখি রক্ষা কার ॥
যত সৈন্য পড়িয়াছে নাহি তার অন্ত।
নাহি জানি এথা আছে এমত দুরন্ত ॥
পলাহ নৃপতি শীঘ্র প্রাণ বড় ধন।
হের দেখ আসিতেছে ভীষণ-দর্শন ॥
এত বলি ধায় দূত পাছু নাহি চায়।
হেনকালে উপনীত ভীম মহাশয় ॥
ভীমের শরীর দেখি অতি ভয়ঙ্কর।
ভয়েতে কম্পিত সুশর্ম্মার কলেবর ॥
পলাইল সর্ব্বসৈন্য রাজামাত্র আছে।
ভয়েতে বিহ্বল হ'ল ভীমে দেখি কাছে।
শীঘ্রগতি উঠি রাজা ভয়ে রড় দিল।
কেশে ধরি বৃকোদর ভূমিতে পাড়িল ॥
দৃঢ়মুষ্টি করি কেশ ধরি বাম হাতে।
দক্ষিণ করেতে ধরি নিল মৎস্যনাথে ॥
দুই করে ধরি দুই নৃপতির কেশে।
বায়ুবেগে ধায় বীর ভয়ঙ্কর-বেশে ॥
মুহূর্ত্তেকে উপনীত যথা ধর্ম্মরায়।
চরণে ফেলিয়া ভীম অন্তরে দাঁড়ায় ॥
কেশ-আকর্ষণে দোঁহে হয়ে অচেতন।
কতক্ষণে সচেতন হয় দুই জন ॥
মাথা তুলি মৎস্যরাজ দেখি সভাসদে।
কতক আশ্বস্তচিত্তে কহে সে বিপদে ॥
কহ ভট্ট কঙ্ক ভাগ্যে দেখিনু তোমায়।
আমা দোঁহে ফেলি গেল গন্ধর্ব্ব কোথায়
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ গন্ধর্ব্বের হাতে।
চল যাব শীঘ্রগতি পশিব সৈন্যেতে ॥
পুনর্ব্বার আসি যদি গন্ধর্ব্বেতে ধরে।
এবার না জীব আমি দেখিলে তাহারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভয় না কর নৃপতি।
গন্ধর্ব্ব রাজার বড় স্নেহ তোমা প্রতি ॥
সে কারণে শত্রু তব আনিলেক ধরি।
শত্রু হতে তোমারে যে দিল মুক্ত করি ॥
গন্ধর্ব্বের ভয় নাহি করিও কখন।
কার্য্য করি নিজ স্থানে করিল গমন ॥
সুশর্ম্মারে ডাকি তবে কহে ধর্ম্মরায়।
এথায় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায়।
কীচক মরিল বলি পাইলে ভরসা।
না জান গন্ধর্ব্ব হেথা করিয়াছে বাসা ॥
ভাগ্যেতে গন্ধর্ব্ব তোমা না মারিল প্রাণে
পূর্ব্বপুণ্যফলে প্রাণ পেলে তার স্থানে ॥
আজ্ঞা কর মৎস্যরাজ সুশর্ম্মার প্রতি।
ক্ষমহ সকল দোষ ছাড় শীঘ্রগতি ॥
সৈন্যগণ পলাইল একামাত্র আছে।
করহ প্রসাদ রাজা যদি মনে ইচ্ছে ॥
বিরাট কহিল যাহা তব অনুমতি।
যাউক আপন রাজ্যে সুশর্ম্মা নৃপতি ॥
দিব্য রথ দিল এক করিয়া সাজন।
সুশর্ম্মা চড়িয়া তাহে করিল গমন ॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন বিরাটের প্রতি।
নগরেতে দূত রাজা যাক শীঘ্রগতি ॥
তোমারে শুনিয়া বন্দী রাজ্যে হবে ভয়
রাণীগণ দুঃখী হবে ভাল কর্ম্ম নয় ॥
শীঘ্রগতি বার্ত্তা দূত দিউক অন্দরে।
বিজয়-ঘোষণা হোক রাজ্যের ভিতরে ॥
ধর্ম্মের বচনে আজ্ঞা দেন মৎস্যরাজ।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইল পুরীমাঝ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দক্ষিণ গোগ্রহ সমাপ্ত।

উত্তর গোগ্রহে কুরুসৈন্যের গমন ও গোহরণ।

সংগ্রামে হারিয়া তবে ত্রিগর্ত্ত নৃপতি।
ভগ্নসৈন্য নিরুৎসাহ অতি দীনমতি ॥

হোথায় উত্তরভাগে রাজা দুর্য্যোধন
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ গুরুর নন্দন ॥
দুর্ম্মুখ দুঃসহ দুঃশাসন মহাবল।
রথ রথী গজ বাজী চতুরঙ্গ দল ॥
বেড়িল আসিয়া যত মৎস্যের গোধন।
যুদ্ধ করি মারি লইলেক গোপগণ ॥
পলাইল গোপগণ গোধন ছাড়িয়া।
ষষ্টি লক্ষ গোধনেরে দিল চালাইয়া ॥
শীঘ্রগতি গোপগণ রথ আরোহণে।
জানাইতে গেল মৎস্যরাজার ভবনে ॥
ভূমিঞ্জয় নামে পুত্র বিরাট রাজার।
প্রণাম করিয়া দূত কহে সমাচার ॥
অবধান মহাশয় বিরাটনন্দন।
গোধন তোমার সব নিল কুরুগণ ॥
যতেক রক্ষক গোপগণেরে মারিয়া।
গোধন তোমার সব যেতেছে লইয়া ॥
শীঘ্রগতি উঠ রথে কর আরোহণ।
কুরুগণ জিনি নিজ রাখহ গোধন ॥
নানা অস্ত্রবিদ্যা-শিক্ষা লোকে তুমি খ্যাত
জানি দেশ-রক্ষা হেতু রাখিলেন তাত ॥
তোমার সংগ্রামে স্থির হবে কোন জনা।
তৃণসম মুহূর্ত্তেকে নাশ কুরুসেনা ॥
উঠ শীঘ্র বসিলে না হবে কোন কার্য্য।
গোধন লইয়া তারা যাবে নিজ রাজ্য ॥
দৈত্য জিনি ইন্দ্র যথা রাখে সুরপুর।
সেইমত রক্ষা কর মৎস্যের ঠাকুর ॥
স্ত্রীবৃন্দের মধ্যে গোপ এতেক কহিল।
শুনিয়া বিরাটপুত্র উত্তর করিল ॥
কি কহিব গোপগণ কহনে না যায়।
রাজ্যরক্ষা হেতু তাত রাখিল আমায় ॥
এক গুটি সঙ্গে নাহি আমার সারথি।
সারথি থাকুক দূরে নাহিক পদাতি ॥
মম পরাক্রম-মত পাইলে সারথি।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি ॥
মত্ত গজগণে যথা মারয়ে কেশরী।
দৈত্যগণ দলে যথা একা বজ্রধারী ॥
সেইমত দলি আমি কুরুসৈন্যগণ।
এই ক্ষণে ফিরাইব আপন গোধন ॥
পুর মম শূন্যাকার জানিলেক মনে।
দ্বিতীয় শমন আছে বলিয়া না জানে ॥
সারথি জনেক যদি মম যোগ্য হয়।
এক রথে করিব যে কুরু-পরাজয় ॥
ধনঞ্জয় বীর যথা দলি দেবগণ।
একেশ্বর করিলেক খাণ্ডব দাহন ॥
পার্থবৎ মহৎ কর্ম্ম আজি সে করিব।
একেশ্বর সর্ব্বসৈন্য নিমেষে মারিব ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে যদি এতেক কহিল।
পার্থপ্রিয়া যাজ্ঞসেনী তথায় আছিল ॥
রাখিব বিরাটলক্ষ্মী বিচারিল মনে।
শীঘ্রগতি উঠি গেল অর্জ্জুনের স্থানে ॥
নৃত্যশালে পার্থ সহ সব কন্যাগণ।
সঙ্কেতে দ্রৌপদী তাঁরে বলেন বচন ॥
বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গি যতেক গোধন।
বলেতে লইয়া যায় কুরুসৈন্যগণ ॥
ইহার উপায় তুমি চিন্তহ আপনি।
রাখহ বিরাট-গবী কুরুগণ জিনি ॥
অর্জ্জুন বলেন দেবি কিমতে এ হয়।
যত দিন অনুমত ধর্ম্মরাজ নয় ॥
কুরুসৈন্যমধ্যে গেলে হইবেক খ্যাত।
না জানি কি কহিবেন পাণ্ডুকুলনাথ ॥
দ্রৌপদী কহিল গবী কুরুগণে নিলে।
অধর্ম্মী হইবে তুমি বসিয়া দেখিলে ॥
বিরাট নৃপতি হন বহু উপকারী।
উপকারী জনে আজি হইলাম বৈরী ॥
সহায় বলিষ্ঠ তাঁর কীচক মরিল।
তোমা সবে দিয়া স্থল বিপাকে মজিল ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় করে অঙ্গীকার।
রাখিব বিরাটধেনু বাক্যেতে তোমার ॥
প্রকার করিয়া গিয়া জানাহ উত্তরে।
সারথি করিয়া আমা যুদ্ধে যেন বরে ॥
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে গেল যাজ্ঞসেনী।
সব কহি পাঠাইল উত্তরা ভগিনী ॥

ভ্রাতৃস্থানে কহে গিয়া বিরাটনন্দিনী
শুন ভাই কহিল সৈরিন্ধ্রী সুবদনী ॥
সারথির হেতু তুমি হয়েছ চিন্তিত।
সেকারণে আমা সেই পাঠায় ত্বরিত ॥
নর্ত্তকী যে বৃহন্নলা আছয়ে আমার।
সৈরিন্ধ্রী কহিল সব পরাক্রম তার ॥
খাণ্ডব দহিয়া পার্থ তুষিল অনলে।
বৃহন্নলা সারথি যে ছিল সেই কালে ॥
পাণ্ডব-আলয়ে আমি ছিলাম যখন।
বৃহন্নলা-পরাক্রম দেখেছি তখন ॥
বৃহন্নলা-সহায়েতে ধনঞ্জয় বীর।
এক রথে শাসিলেন নৃপ পৃথিবীর ॥
আজ্ঞা যদি হয় ভাই লয় তব মন।
সারথি করিয়া বৃহন্নলা কর রণ ॥
উত্তর বলিল তুমি আনহ তাহারে।
সারথি হইলে যোগ্য যাইব সমরে ॥
জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-বচনেতে চলে নৃপসুতা।
কাঞ্চনের মালা গলে বিচিত্র মুকুতা ॥
রূপেতে কমলা সমা কমলনয়নী।
অনিন্দিতা সিংহমধ্যা মরালগামিনী ॥
জিজ্ঞাসিল পার্থ কেন গতি শীঘ্রতর।
শুনিয়া বিরাটপুত্রী করিল উত্তর ॥
মোর পিতৃ-গোধনেরে হরে কুরুগণে।
শুনিয়া রক্ষার্থ মোর ভাই যাবে রণে ॥
সারথির হেতু চিন্তা হয়েছে তাঁহার।
সৈরিন্ধ্রী কহিল গুণ সকল তোমার ॥
অবশ্য তথায় তুমি করিবে গমন।
আনহ গোধন মোর জিনি কুরুগণ ॥
না গেলে তোমার আগে ত্যজিব জীবন
শুনিয়া উঠিয়া পার্থ করেন গমন ॥
উত্তরা সহিতে যান যথায় উত্তর।
দূরে দেখি বৃহন্নলা জিজ্ঞাসে সত্বর ॥
পূর্ব্বে তুমি অর্জ্জুনের আছিলে সারথি।
তোমার সাহায্যে জিনিলেক সুরপতি ॥
সারথি যতেক খ্যাত আছে ত্রিভুবনে।
ইন্দ্রের সারথি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে ॥

বিষ্ণুর দারুক আর সূর্য্যের অরুণ।
দশরথ নৃপতির সুমন্ত্র নিপুণ ॥
সকল সারথি হতে তোমা বাখানিল।
তোমা সম কেহ নহে সৈরিন্ধ্রী কহিল ॥
এ হেতু তোমারে আমি আনিনু ডাকায়ে
চল শীঘ্র গবী আনি কৌরব জিনিয়ে ॥
অর্জ্জুন বলেন আমি এ সব না জানি।
নৃত্যগীত জানি আর তাল বাদ্যধ্বনি ॥
কভু আমি নাহি দেখি সমর কেমন।
শুনিয়া বলিল তবে বিরাটনন্দন ॥
নর্ত্তনে গায়নে তুমি সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
সৈরিন্ধ্রীর মুখে তব গুণ অবগত ॥
সৈরিন্ধ্রীর বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন।
উঠ শীঘ্র মোর রথে কর আরোহণ ॥
অর্জ্জুন বলেন মানি তোমার বচন।
সারথি নহি যে তবু করিব গমন ॥
কেবল আমার এক আছয়ে নিয়ম।
যথা যাই শত্রু যদি হয় যম সম ॥
না জিনিয়া বাহুড়ি না আসে মম রথ।
সর্ব্বদা প্রতিজ্ঞা মম জানিবে এমত ॥
স্ত্রীগণের আগে তুমি যা কিছু কহিলে।
রথ না বাহুড়ে মম তাহা না করিলে ॥
যথায় কহিবে রথ তথাকারে ল'ব।
রথসজ্জা দেহ রথ সাজন করিব ॥
এত শুনি উত্তরের আনন্দিত মন।
মোর মনোমত যোগ্য তুমি বিচক্ষণ ॥
এত বলি গলা হতে দিল রত্নমালা।
বড় ভাগ্যবশে তোমা পাই বৃহন্নলা ॥
রাজপুত্র-প্রসাদ না নিলে অনুচিত।
প্রসাদ লইতে পার্থ হলেন লজ্জিত ॥
রথের সাজন করিলেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া উত্তর মনে মানিল বিস্ময় ॥
বীরবেশ বীরসজ্জা করি রাজসুত।
রথে আরোহণ করে অস্ত্রগণযুত ॥
চতুর্দ্দিকে নারীগণ করয়ে মঙ্গল।
হেনকালে উত্তরাদি বালিকা সকল ॥

বৃহন্নলা প্রতি চাহি বলে ততক্ষণ।
পুতলি খেলাব মোরা যত কন্যাগণ॥
এই বাক্য তুমি মোর করিহ স্মরণ।
যোদ্ধাগণ-শরীরের বিচিত্র বসন॥
ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি জিনি বীরগণ।
সবাকার অঙ্গ হতে আনিবে বসন॥
কহেন ঈষৎ হাসি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সংগ্রাম জিনিবে যবে তব সহোদর॥
আনিব বসন রত্ন তোমার বাঞ্ছিত।
এত বলি রথমধ্যে বসেন ত্বরিত॥
হেনকালে অন্তঃপুরে যত নারীগণ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করুণ বচন॥
খাণ্ডব দাহনে যথা জিনি পুরন্দরে।
সহায় হইয়া জয় দিলে পার্থ বীরে॥
সেমত ত্বরায় জিনি যত কুরুগণে।
উত্তর কুমারে লয়ে আসিবে কল্যাণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে
উত্তরের গমন।

ভূমিঞ্জয় কহে তবে ধনঞ্জয় প্রতি।
রথ চালাইয়া তুমি দেহ শীঘ্রগতি॥
যথায় কৌরব সৈন্য করহ গমন।
সাক্ষাতে দেখহ আজি তাদের মরণ॥
এত গর্ব্বী হ'ল সবে হরে মম গরু।
তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুরু॥
পুনঃপুনঃ প্রতিশ্রুতি করি বীর কয়।
হাসি রথ চালালেন বীর ধনঞ্জয়॥
আকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুরুসৈন্য-পাশে॥
ব্যস্ত হয়ে রাজসুত অর্জ্জুনেরে বলে।
কেমন চালাহ রথ কোথায় আনিলে॥
তথায় লইবে রথ যথায় গোধন।
আনিলে সাগরমধ্যে বল কি কারণ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ উঠে লহরী-হিল্লোল।
কর্ণেতে না শুনি কিছু পূরিল কল্লোল॥
নৌকাবৃন্দ দেখি মম আকুলিত চিত।
কলরব জলজন্তু করে অপ্রমিত॥
হাসিয়া অর্জ্জুন তবে বলিলেন তায়।
সমুদ্র-প্রমাণ বটে জলনিধি নয়॥
ধবল আকার যত দেখহ কুমার।
জল নহে এই সব গোধন তোমার॥
নৌকাবৃন্দ নহে সব মাতঙ্গমণ্ডল।
না হয় লহরী রথ-পতাকা সকল॥
সৈন্য-কোলাহল শব্দ সিন্ধু-শব্দ প্রায়।
কৌরবের সৈন্য এই জানাই তোমায়॥
উত্তর বলিল মোর মনে নাহি লয়।
না জানহ বৃহন্নলা সমুদ্র নিশ্চয়॥
সমুদ্র না হয় যদি হবে সৈন্যগণ।
এ সৈন্য সহিত তবে কে করিবে রণ॥
দেবের দুস্তর এই সৈন্য সিন্ধুবত।
মানুষে কি শক্তি ধরে তাহার অগ্রত॥
এত সৈন্য বলি মোর নাহি ছিল জ্ঞান।
জন কত লোক বলি ছিল অনুমান॥
মহা মহা রথিগণ দেখি হ'ল ভয়।
পৃথিবীর ক্ষত্র যার নামে ধ্বংস হয়॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি লয়ে পুরন্দর।
না পারিল যার সহ করিতে সমর॥
যথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপ।
বিবিংশতি দুঃশাসন দুর্য্যোধন নৃপ॥
কুবুদ্ধি লাগিল মোরে হইনু অজ্ঞান।
তেঁই কুরু-সৈন্যমধ্যে করিনু প্রয়াণ॥
যুদ্ধের থাকুক কাজ দেখি ছন্ন হ'নু।
ছাড়িল শরীর প্রাণ তোমারে কহিনু॥
ত্রিগর্ত্তের সহ রণে পিতা মোর গেল।
এক গোটা পদাতিক পুরে না রাখিল॥
একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে।
মোর কিবা শক্তি কুরুরাজ সহ রণে॥
কহ বৃহন্নলা কিবা তব মনে আসে।
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে॥
শীঘ্র রথ বাহুড়াহ পাছে কুরু দেখে।
ধেনু হেতু মিথ্যা কেন মরিব বিপাকে॥

উত্তর-বচনে হাসি কন ধনঞ্জয়।
শত্রু দেখি কিবা হেতু এত তব ভয়॥
কৃষ্ণবর্ণ হ'ল মুখ শীর্ণ হ'ল অঙ্গ।
জিহ্বাতে উড়িল ধূলি কম্পে করজঙ্ঘ॥
না করিয়া যুদ্ধ তব দেখি হ'ল ডর।
কোন মুখে বাহুড়িয়া পুনঃ যাবে ঘর॥
কহিলে যে রথ বাহুড়াও শীঘ্রগতি।
চিত্তে না করিহ আমি এমন সারথি॥
না করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বাহুড়াব কেনে।
পূর্ব্বে কহিয়াছি তাহা ভুলিলে এখনে॥
কিসের কারণে আমি রথ বাহুড়িব।
সর্ব্বসৈন্য-মধ্যে রথ এখনি লইব॥
স্ত্রী-গণের মধ্যে যত প্রতিজ্ঞা করিলে।
কি কহিবে তারা সবে একথা শুনিলে॥
যুদ্ধ-ভয় ত্যজ এবে ধর বীরপণ।
ধনু ধরি নিজবলে জিন কুরুগণ॥
কুরু জিনি গোধনেরে নাহি লয়ে গেলে।
মহালজ্জা হবে তব পৃথিবীমণ্ডলে॥
হাসিবেক যত লোক সর্ব্ব ক্ষত্রগণ।
হাসিবেক নারীলোক আর আর জন॥
আমার সারথিগুণ সৈরিন্ধ্রী কহিল।
তব সঙ্গে আসি মম সব নষ্ট হ'ল॥
তোমার এ কর্ম্ম যদি পূর্ব্বেতে জানিব।
তবে কেন তব সঙ্গে সংগ্রামে আসিব॥
হাসিবেক অন্তঃপুরে নারী পুনঃপুনঃ।
কহিল সৈরিন্ধ্রী মিথ্যা বৃহন্নলাগুণ॥
যে জনার কর্ম্মে লোক করে উপহাস।
নিন্দিত জীবনে তার ধিক্ কিবা আশ॥
উপহাস হতে মৃত্যু বরং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
বিশেষ ক্ষত্রিয়-শ্রেয় যুদ্ধে মৃত্যুধর্ম্ম॥
ইহা না করিয়া আমি বাহুড়িব কেনে।
ধৈর্য্য ধর যুদ্ধ কর ভয় ত্যজ মনে॥
উত্তর বলিল কিবা বল বৃহন্নলা।
মহাসিন্ধু পার হতে বান্ধ তৃণভেলা॥
অগ্নির কি করিবেক পতঙ্গ-শকতি।
মত্তগজ-আগে কোথা শশকের গতি॥
মৃত্যু সহ বিবাদেতে বাঁচে কোন জন।
দেখি ফণিমুখে হস্ত দিব কি কারণ॥
জীবন থাকিলে সব পাব পুনর্ব্বার।
গবী রত্ন নিক মোর হাসুক সংসার॥
হাসুক রমণীগণ আর বীরগণ।
ঘরে যাব যুদ্ধে মোর নাহি প্রয়োজন॥
দৈবে নপুংসক তুমি হীন সর্ব্বসুখে।
তেঁই মৃত্যু শ্রেয় বলি কহ নিজমুখে॥
জীবন মরণ তব একই সমান।
তব বোলে কি কারণে ত্যজিব পরাণ॥
সমানের সহ ক্ষত্র করিবেক রণ।
লজ্জা নাহি বলবানে দেখি পলায়ন॥
মোর বোলে যদি তুমি না ফিরাও রথ।
পদব্রজে চলি আমি যাব এই পথ॥
এত বলি ফেলাইয়া দিল শর চাপ।
রথ হতে ভূমিতলে পড়ে দিয়া লাফ॥
শীঘ্রগতি চলি যায় নিজ রাজ্যমুখে।
রহ রহ বলি ডাকে ধনঞ্জয় তাকে॥
হেন অপকীর্ত্তি করি জীয়ে কোন ফল।
এত বলি নিজে পার্থ নামে ভূমিতল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের প্রতি কৌরবদিগের অনুমান।

পাছে ধায় রড়ে, দীর্ঘ বেণী নড়ে,
পৃষ্ঠোপরে শোভে চারু।
লোহিত বসন, অঙ্গে বিভূষণ,
যেন করিকর ঊরু॥
আজানুলম্বিত, অঙ্গদ-মণ্ডিত,
দ্বিভুজ ভুজঙ্গসম।
দেখিয়া কৌরব, নেহালয়ে সব,
মনেতে পাইয়া ভ্রম॥
একজন আগে, পলাইছে বেগে,
আর জন পাছে ধায়।
এ কি বিপরীত, না বুঝি চরিত,
কেবা যে আগে পলায়॥

পাছুতে যে জন, নহে সাধারণ,
বেশধারী প্রায় লাগে।
যেন ভস্মমাঝে, অগ্নি হীনতেজে,
সিংহ যেন ধায় মৃগে ॥
পুরুষ কি নারী, বুঝহ বিচারি,
ছদ্ম করিয়াছে তনু।
শুনি সেইক্ষণ, কহে বিচক্ষণ,
ভরদ্বাজ-অঙ্গজনু ॥
আগে যেই যায়, ভয়েতে পলায়,
কেবা সে তারে না চিনি।
পাছু গোড়াইয়া, যায় যে ধাইয়া,
তারে এক অনুমানি ॥
নরসিংহ প্রায়, দেখি তার কায়,
চিত্তে করি অনুভব।
বিনা ধনঞ্জয়, আর কেহ নয়,
সব তার অবয়ব ॥
স্বর্গে সুরমণি, মর্ত্তোতে ফাল্গুনি,
বিনা এ যুগল জনে।
অন্য কার প্রাণে, কুরুসৈন্য সনে,
আসিবে একক রণে ॥
এত শুনি কর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ,
কহিতে লাগিল ক্রোধে।
কি শক্তি অর্জ্জুন, হয়ে একজন,
কৌরব সহ বিরোধে ॥
আগেতে সত্বর, পলায় উত্তর,
বিরাট-রাজার সুত।
গোধন কারণে, এসেছিল রণে,
দেখিল সৈন্য বহুত ॥
পাছু যেই যায়, নপুংসক প্রায়,
আছিল সারথি রথে।
পলাইল রথী, কি করে সারথি,
সেহ পলায় ভয়েতে ॥
শুনি মহামতি, বুদ্ধে বৃহস্পতি,
গৌতমবংশজ কয়।
পাছু যেই যায়, ভয়েতে পলায়,
এমত চিত্তে না লয় ॥

যদি পলাইত, রথেতে রহিত,
যাইত রথী লইয়া।
হেন লয় মন, করিবেক রণ,
আপনি রথী হইয়া ॥
কহিছ যে আগে, পলাইল বেগে,
উত্তর সেহ প্রমাণ।
পাছুর যে লোক, ছদ্ম নপুংসক,
পার্থ বিনা নহে আন ॥
কৃপের বচন, শুনি দুর্য্যোধন,
কহিতে লাগিল তবে।
এ তিন ভুবনে, কাহার পরাণে,
আমা সহ বিরোধিবে ॥
হউক অর্জ্জুন, কিবা নারায়ণ,
কামপাল কাম আদি।
কি শক্তি কাহার, সহিত আমার,
একা রণে হবে বাদী ॥
ভারত-চন্দ্রমা, রসের অসীমা,
শ্রবণে পাপ বিনাশে।
কৃষ্ণদাস দ্বিজ, কৃষ্ণ-পদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাসে ॥

উত্তরের ভয় ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক
আশ্বাস।

এতেক বিচার করে কুরুসৈন্যগণ।
নির্ণয় করিতে নাহি পারে কোন জন ॥
পলায় উত্তর ধনঞ্জয় ধায় পাছে।
শত পদ অন্তরে ধরিল গিয়া কাছে ॥
আর্ত্ত হয়ে রাজসুত বলে গদ গদ।
না মারহ বৃহন্নলা ধরি তব পদ ॥
এবার লইয়া যদি যাহ মোরে ঘরে।
নানা রত্ন তোমা আমি দিব বহুতরে ॥
দিব্য হেম মণি মুক্তা গজ হয় রথ।
এক লক্ষ গবী দিব স্বর্ণ-অলঙ্কৃত ॥
বহু দেশ গ্রাম দিব দিব্য কন্যাগণ।
আর যাহা চাহ তাহা দিব সেইক্ষণ ॥
না মারহ বৃহন্নলা দেহ মোরে ছাড়ি।
এত বলি কান্দে কত ধরাতলে পড়ি ॥

অচেতন হ'ল বীর যেন হীন প্রাণ।
হরিল মুখের বাক্য যেন হতজ্ঞান ॥
আশ্বাসিয়া পার্থ কহে করি সচেতন।
না করিহ ভয় শুন আমার বচন ॥
যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে।
সারথি হইয়া রথে বৈস মম সনে ॥
রথী হয়ে দেখ আজি করিব সমর।
যত যোদ্ধাগণে পাঠাইব যমঘর ॥
তোমার গোধন সব লইব ছাড়ায়ে।
কেবল থাকহ তুমি রথযন্তা হয়ে ॥
ক্ষত্র হয়ে কেন তব রণে মৃত্যুভয়।
না করিহ রণভয় ত্যজহ সংশয় ॥
এত বলি ধরি তারে তুলে রথোপরে।
বোধ নাহি মানে বীর কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥

কৌরবগণের অর্জ্জুন বিষয়ক
পরস্পর তর্ক।

রথ চালালেন তবে ধীমান অর্জ্জুন।
শমীবৃক্ষ যথা আছে অস্ত্র ধনুগুর্ণ ॥
উত্তরেরে রথে লয়ে করেন গমন।
দেখিয়া হাসিয়া বলে কর্ণ দুর্য্যোধন ॥
হে গুরু হে কৃপাচার্য্য কোথা ধনঞ্জয়।
স্বপ্নেতে তোমরা দেখ পাণ্ডুর তনয় ॥
গুরু বলি সঙ্কোচে না কহি কোন কথা।
আমার শত্রুর গুণ গাও যথা তথা ॥
দুর্য্যোধনবাক্য গুরু না শুনিয়া কাণে।
ভীষ্ম প্রতি চাহি তবে কহেন সেক্ষণে ॥
বিপরীত অকুশল দেখ হের আজি।
নিরুৎসাহ সর্ব্বসৈন্য কান্দে গজ বাজী ॥
ভস্মবৃষ্টি হইতেছে বহে তপ্ত বাত।
অন্ধকার দশদিক সঘনে নির্ঘাত ॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি মহাকলরব।
বহু প্রাণী বিনাশের লক্ষণ এ সব ॥
যত সৈন্য সবে থাক সংগ্রামের সাজে।
সবে মিলি রক্ষা কর দুর্য্যোধন-রাজে ॥
গবী হেতু সঙ্কটেতে পড়িলাম সবে।
বহুকাল জীব আজি রক্ষা পাই যবে ॥

এত বলি ভীষ্মে চাহি বলেন বচন।
চিনিলে কি অঙ্গনায় নদীর নন্দন ॥
লঙ্কার ঈশ্বর বনরিপু যার ধ্বজ।
নগনামে নাম যার নগারি অঙ্গজ ॥
অঙ্গনার বেশধারী দুষ্টনাশকারী।
গোধন লইবে আজি কুরুসৈন্য মারি ॥
সঙ্কেতে এতেক গুরু বলেন বচন।
উত্তর করেন শুনি শান্তনুনন্দন ॥
কি হেতু সঙ্কেতে কথা বল আর গুরু।
প্রকাশ করিয়া বল শুনুক যে কুরু ॥
সভাতলে পূর্ব্বে ধর্ম্ম যে কৈল নির্ণয়।
গেল দিন পরিপূর্ণ হইল সময় ॥
সে ভয় ত্যজিয়া কহ শুনুক সকলে।
শুনি দুর্য্যোধনে চাহি গুরুদেব বলে ॥
বলিলে কর্ণেতে রাজা বচন না শুন।
তথাপি নির্লজ্জ হয়ে কহি পুনঃপুনঃ ॥
এই যে ক্লীবের বেশে গেল মহাশূর।
সর্ব্বসৈন্য-অন্তকারী খ্যাত তিনপুর ॥
ধনঞ্জয় নাম যার কুরুকুলবর।
প্রতিজ্ঞা তাহার যত তোমাতে গোচর ॥
যথা যায় জয় নাহি করিয়া বাহুড়ে।
সুরাসুর যার নামে নিজস্থান ছাড়ে ॥
মম শিষ্য বলি তুমি না করিহ মনে।
ইন্দ্র শিব আদি দেব দিল অস্ত্রগণে ॥
বহুবিদ্যা পাইয়াছে অমরভুবনে।
বহুক্রোধে আসিতেছে লয় মম মনে ॥
পার্থ সহ কে যুঝিবে তব সভা মাঝ।
একজন নয়নে না দেখি মহারাজ ॥
এত শুনি বলে তবে কর্ণ মহাবীর।
প্রশংসা করহ তুমি সদা গাণ্ডীবীর।
দুর্য্যোধন তার ষোল অংশে যোগ্য নয় ॥
অনুক্ষণ গুণ কহ প্রাণে কত সয় ॥
যদি এই পার্থ হবে পাণ্ডুর কুমার।
তবে ত মানস পূর্ণ হইল আমার ॥
দুর্য্যোধন বলে যদি ধনঞ্জয় এই।
কামনা হইল পূর্ণ আমি যাহা চাই ॥

যার হেতু চর মোর খুঁজিল সংসার।
হেন জনে পাইলে কি চাহি তবে আর॥
ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস আদি।
পূর্ণ না হইতে পার্থ দেখা দিল যদি॥
কহ গুরু কেমনে না যাবে তবে বন।
সবে জান যুধিষ্ঠির করিল যে পণ॥
অর্জ্জুন না হয় যদি অন্য জন হবে।
এখনি মারিব তারে যেন ক্ষুদ্র জীবে॥
কর্ণের বচন শুনি দ্রোণ বলে বাণী।
যত বড় যেই জন সব আমি জানি॥
অর্জ্জুন যেমত তাহা ত্রিলোকে বিখ্যাত।
খাণ্ডব দাহনে যেই জিনে সুরনাথ॥
অপ্রমেয়-পরাক্রম যদুবলে জিনি।
হরিয়া আনিল বলরামের ভগিনী॥
বাহুযুদ্ধে পরাজয় কৈল পশুপতি।
এক রথে জয় করে সসাগরা ক্ষিতি॥
নিবাত-কবচগণে করে নিপাতন।
দশ রাবণের তেজ এক এক জন॥
বহুকাল কালকেয় ইন্দ্রের বিবাদী।
সবে মারি নিষ্কণ্টক করে জম্ভভেদী॥
চিত্রসেনে জিনি দুর্য্যোধনে রক্ষা কৈল।
সহজে কহিতে তোর অঙ্গে না সহিল॥
এখনি সাক্ষাতে আজি দেখিবে নয়নে।
কোন জন যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে॥

অর্জ্জুনের সহিত উত্তরের শমীবৃক্ষ নিকটে
গমন ও উত্তরের অস্ত্র বিষয়ে প্রশ্ন।

এতেক বিচার করে কুরুসৈন্যগণ।
শমীবৃক্ষতলে যান ইন্দ্রের নন্দন॥
উত্তরে বলেন তুমি যুদ্ধযোগ্য নহ।
এই দীর্ঘ শমীবৃক্ষ উপরে আরোহ॥
ধনুশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব যে আছে বৃক্ষোপরে।
দিব্য যুগ তূণ আছে পরিপূর্ণ শরে॥
বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষ হতে নামাইয়া আনহ সত্বর॥
পঞ্চ ধনু মধ্যে যেই ধনু মনোরম।
বল যার এক লক্ষ তাল বৃক্ষসম॥
শুনিয়া বিরাটপুত্র করিল উত্তর।
কিমতে চড়িব এই বৃক্ষের উপর॥
শুনিয়াছি এই গাছে শব বান্ধা আছে।
রাজপুত্র হয়ে কেন চড়িব এ গাছে॥
পার্থ বলে শব নহে বৃক্ষ উপরেতে।
পাপকর্ম্ম কেন তোমা কহিব করিতে॥
শব বলি রেখেছিল কপট বচন।
শব নহে আছে ইথে ধনু অস্ত্রগণ॥
এত শুনি রাজসুত চড়ে সেইক্ষণ।
ছাড়াইল যত ছিল বস্ত্র আচ্ছাদন॥
অর্কচন্দ্র-প্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত।
সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শত শত॥
ব্যস্ত হয়ে রাজসুত কহে ধনঞ্জয়।
ধনু অস্ত্র কোথা এথা দেখি সর্পময়॥
দেখিয়া অদ্ভুত মোর কাঁপিছে হৃদয়।
ছোঁবার থাকুক কাজ দেখি লাগে ভয়॥
পার্থ বলে সর্প নহে ধনু অস্ত্রগণ।
শুনিয়া উত্তর পুনঃ বলিছে বচন॥
অদ্ভুত বিচিত্র দীর্ঘবর তাল সম।
মণি-রত্নে বিভূষিত ধনু মনোরম॥
মৃগচিহ্ন হুলে যার তুরাকর্ষ দেখি।
কোন মহাবীর হেন ধনু গেল রাখি॥
বিচিত্র দ্বিতীয় ধনু রিপুকুলধ্বংস।
কাহার এ ধনু পৃষ্ঠে শোভে রাজহংস॥
তৃতীয় সুবর্ণ-গোধা শোভে ধনুহুলে।
কাহার বিচিত্র ধনু অগ্নি হেন জ্বলে॥
চতুর্থ অদ্ভুত ধনু দেখি যে কাহার।
চতুর্দ্দশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে শোভিত যাহার॥
কাহার এ ধনু পৃষ্ঠে হেমশিখী-শোভা।
মণি-রত্ন-বিভূষিত শত চন্দ্র আভা॥
বিচিত্র শকুনিপত্র-বিভূষিত শর।
পূর্ণ দেখি ছয় গোটা তূণ মনোহর॥
চর্ম্মমধ্যে পঞ্চ শঙ্খ কাহার সুন্দর।
এই শঙ্খ বাদ্য করে কোন ধনুর্দ্ধর॥
অর্কপ্রভ তীক্ষ্ণ পঞ্চ শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষমধ্যে পঞ্চ শঙ্খ এমত কাহার॥

নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে।
হেন অস্ত্র ধনু বল রাখে কোন জনে ॥
পার্থ বলে যেই ধনু নীলোৎপলনিভ।
ত্রৈলোক্যবিজয় নাম ধরয়ে গাণ্ডীব ॥
সুরাসুর প্রপূজিত শত্রুর শমন।
শতেক সহস্র রণে যাহার গণন ॥
ব্রহ্মবংশে ব্রহ্মা ধরে শতেক বৎসর।
পঞ্চাশী বৎসর ধরিলেক পুরন্দর ॥
পঞ্চশত বর্ষ ধরে দেব নিশাকরে।
চৌষট্টি বরষ ছিল প্রজাপতি-করে ॥
শতেক বরষ ধরিলেক জলপতি।
বরুণে মাগিয়া নিল অগ্নি মহামতি ॥
খাণ্ডবদাহন হেতু দিল অর্জ্জুনেরে।
পঞ্চষষ্টি বর্ষ উহা রহে পার্থ-করে ॥
দেবের নির্ম্মাণ ধনু দেবমূর্ত্তি ধরে।
দেবকার্য্যে পাইলাম অগ্নি দিল মোরে ॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা দেবগণ লয়ে যজ্ঞ কৈল।
পঞ্চবিংশ পর্ব্বেতে এরণ্ড বৃক্ষ হৈল ॥
বিষ্ণুর ধনুক নবপর্ব্বে নিরমিত।
শারঙ্গ যাহার নাম বল অপ্রমিত ॥
সপ্তপর্ব্বে জয়ন্তী সে ধনুক নির্ম্মাণ।
সংহার কারণে থাকে মহেশের স্থান ॥
পঞ্চপর্ব্বে কোদণ্ডক ধনুক নির্ম্মিল।
দানব দলন হেতু দেবরাজে দিল ॥
পঞ্চ লক্ষ বল তার থাকে ইন্দ্র-হাতে।
রাবণ বিনাশ হেতু দিল রঘুনাথে ॥
তিনপর্ব্বে গাণ্ডীবের হয়েছে নির্ম্মাণ।
খাণ্ডব দহিতে অগ্নি মোরে দিল দান ॥
মোহন মুরলী এক পর্ব্বে ধাতা কৈল।
গোপীর মোহন হেতু গোবিন্দেরে দিল ॥
গাণ্ডীব ধনুর জন্ম শুন যেইমতে।
ত্রিগুণে নির্ম্মিত গুণ সর্ব্ব ধনুকেতে ॥
দ্বিতীয় ধনুক হেম বিদ্যুতে শোভয়।
ছয় হংস চিত্র ধর্ম্মনৃপতি ধরয় ॥
সত্তরি সহস্র বল ধনুক নির্ম্মাণ।
দ্রোণাচার্য্য গুরু পূর্ব্বে মোরে দিল দান ॥
সহস্রেক গোধা যেই ধনু অনুপম।
বৃকোদর-ধনু তার সুপার্শ্বক নাম ॥
পঞ্চ শত সত্তরি সহস্র বল ধরে।
কাড়ি নিল ধনু বলে জয়দ্রথ বীরে ॥
ব্যাঘ্র-বিভূষিত ধনু নকুল বীরের।
পঁচিবট্টি সহস্র বল শল্যের করের ॥
শিখিচিহ্ন ধনু সহদেব বীর ধরে।
চতুঃষষ্টি বল পূর্ব্বে দিল চক্রধরে ॥
অতিদীর্ঘ তরুবর পিপ্পলী-ভূষিত।
ভীমসেন ঠাকুরের জগতে বিদিত ॥
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
তথ্য না জানিল মূঢ় বিরাট-তনয় ॥
পুনঃ জিজ্ঞাসিল সত্য কহ বৃহন্নলে।
ধনুঅস্ত্র রাখি তাঁরা গেল কোন্ স্থলে ॥
শুনেছি পাশাতে হারি গেল রাজ্য ধন।
কৃষ্ণা সহ বনে প্রবেশিল ছয় জন ॥
এথায় কিমতে অস্ত্র রাখিল পাণ্ডব।
তুমি জ্ঞাত হলে কিসে বল এই সব ॥
হাসিয়া বলেন পার্থ আমি ধনঞ্জয়।
কঙ্ক সভাসদ সেই ধর্ম্মের তনয় ॥
বৃকোদর বল্লভ যে পাচক তোমার।
অশ্বপাল নাম গ্রন্থি নকুল কুমার ॥
সহদেব তব গবী করেন পালন।
সৈরিন্ধ্রী পাঞ্চালী হেতু কীচক নিধন ॥
উত্তর বলিল মোর মনে নাহি লয়।
কহ সত্য তুমি যদি পাণ্ডুর তনয় ॥
দশ নাম ধরে সেই পার্থ মহাশয়।
শুনিলে আমার মনে হইবে প্রত্যয় ॥
অর্জ্জুন বলেন নাম শুনহ আমার।
যেই দশ নাম মম বিখ্যাত সংসার ॥
অর্জ্জুন ফাল্গুনি সব্যসাচী ধনঞ্জয়।
কিরীটী বীভৎসু শ্বেতবাহন বিজয় ॥
কৃষ্ণ জিষ্ণু বলি মোর দশ নাম জান।
স্থাপিত করিল যাহা অমর-প্রধান ॥
উত্তর বলিল কহ করিয়া নির্ণয়।
কি হেতু কি নাম হ'ল কুন্তীর তনয় ॥

দৈবে তুমি জান নাম তাঁর সঙ্গে ছিলে।
শুনি জ্ঞান হোক শীঘ্র কহ বৃহন্নলে ॥

অর্জ্জুনের দশ নামের কারণ ও গান্ধারী সহ
কুন্তীর শিবপূজা লইয়া বিরোধ।

অর্জ্জুন বলেন শুন বিরাট-নন্দন।
দশ নাম-হেতু তোমা বলিব এখন ॥
হস্তিনানগরে পূর্ব্বে ছিলাম যখন।
আমার জননী পূজা করে পঞ্চানন ॥
স্বয়ম্ভু পাষাণ-লিঙ্গ নাম যোগেশ্বরে।
রাজপত্নী বিনা অন্যে পূজিতে না পারে ॥
প্রভাতে উঠিয়া মাতা করি স্নান দান।
নানা উপহারে হরে পূজিবারে যান ॥
যেইরূপে শিবলিঙ্গ পূজেন জননী।
সেইরূপে সদা পূজে সুবলনন্দিনী ॥
দোঁহে শিব পূজে কেহ কাহারে না জানে
দৈবযোগে দোঁহাকার দেখা এক দিনে ॥
গান্ধারী বলেন কুন্তি কেন তুমি এথা।
ফল পুষ্প দেখি বুঝি পূজিতে দেবতা ॥
মাতা বলে সদা আমি করি যে পূজন।
তুমি বল এই স্থানে কিসের কারণ ॥
গান্ধারী বলেন রাঁড়ি এত গর্ব্ব তোর।
কিমতে পূজিস লিঙ্গ সংপূজিত মোর ॥
রাজার গৃহিণী আমি রাজার জননী।
কোন ভরসায় তুমি পূজ শূলপাণি ॥
মাতা বলে গান্ধারী গো বল কেন এত।
তুমি জ্যেষ্ঠ ভগিনী যে তেঁই বল কত ॥
যেই দিন আমি আসিয়াছি কুরুকুলে।
সর্ব্বলোক জানে আমি পূজি ফল-ফুলে ॥
যত দিন আছিলাম বনের ভিতর।
সেই হেতু পূজিবারে পেলে যোগেশ্বর ॥
এখন আপন দেশে আসিলাম আমি।
আমার পূজিত লিঙ্গ পূজ কেন তুমি ॥
জিজ্ঞাসহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুরেরে।
মম এই ইষ্টলিঙ্গ কে পূজিতে পারে ॥
গান্ধারী বলিল ছাড় পূর্ব্ব অহঙ্কার।
এখন তোমার শিবে কোন অধিকার ॥
সবাকার অনুমতি পূজি আমি হরে।
আপনি জিজ্ঞাস গিয়া সবাকার তরে ॥
দূর কর ফল পুষ্প যাহ এথা হতে।
ভাল নাহি হবে পুনঃ আসিলে পূজিতে ॥
মাতা বলে যত দিন নাহি ছিনু দেশে।
তেঁই সবে বুঝি বলে পূজিতে মহেশে ॥
পুনশ্চ ভগিনী আর না আসিও এথা।
শিবপূজা কৈলে দ্বন্দ্ব ঘটিবে সর্ব্বথা ॥
এই মত দ্বন্দ্ব হয় দুই ভগিনীর।
লিঙ্গ হতে সদাশিব হইয়া বাহির ॥
কহিলেন কেন দ্বন্দ্ব কর দুই জন।
দ্বন্দ্ব ত্যজি শুন দোঁহে আমার বচন ॥
সবাকার ইষ্ট আমি সবে পূজা করে।
কার শক্তি আছে মোরে অংশ করিবারে ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ মম হয় পর্ব্বতকুমারী।
কোন জন অংশ মোরে করিতে না পারি ॥
তোমা দোঁহে কুরুবধূ সমান ভকতি।
দোঁহার পূজায় হয় মম বড় প্রীতি ॥
আপনার বলি বল আমি কার নই।
কিন্তু রাজরমণীর পূজ্য আমি হই ॥
দোঁহে রাজপত্নী তোমা দোঁহে রাজমাতা।
উভয়ে আমারে পূজা করহ সর্ব্বথা ॥
এক জন হয়ে যদি চাহ পূজিবারে।
তবে মম দৃঢ় বাক্য কহি দোঁহাকারে ॥
কনকের দল হবে মাণিক কেশর।
সুগন্ধী সহস্র চাঁপা অতি মনোহর ॥
তাহাতে প্রভাতে যেই প্রথমে পূজিবে।
নিশ্চয় জানিহ শিব তাহারি হইবে ॥
এমত বিধানে যেই করিবেক পূজা।
তার পুত্র জানিহ এ রাজ্যে হবে রাজা ॥
শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারী উল্লাস।
মাতারে চাহিয়া বলে করি উপহাস ॥
নিশ্চয় তোমার এবে হ'ল মহেশ্বর।
পুত্রগণে চাম্পা মাগি আনহ সত্বর ॥
এত বলি নিজগৃহে করিল গমন।
ডাকাইয়া আনাইল শত পুত্রগণ ॥

কহিল কুন্তীর সহ দ্বন্দ্ব যেন মতে।
হেম চাঁপা দেহ শিবে পূজিব প্রভাতে ॥
সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন ত্রিপুরারি।
যে পূজিবে তার পুত্র রাজ্য-অধিকারী ॥
শুনি দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
সহস্র সহস্র আনাইল কর্ম্মিগণ ॥
মণি মুক্তা দিল চন্দ্র জিনিয়া কিরণ।
ভাণ্ডার হইতে দিল স্বর্ণ শত মন ॥
আমার জননী শুনি হরের বচন।
অতি দুঃখচিত্তে চলে না চলে চরণ ॥
স্বামিহীন পুত্র শিশু সহজে দুঃখিত।
পরগৃহে বঞ্চি পর-অন্নেতে পালিত ॥
কি করিব কি কহিব চিত্তে ভাবি দুঃখ।
কারে কিছু নাহি কহি রহে অধোমুখ ॥
ভোজন সময় হলে আসে ভ্রাতৃগণ।
ক্ষুধায় আকুল ভীম মাগিল ভোজন ॥
অন্ন দেহ মাত বলি ডাকে বৃকোদর।
দুঃখেতে আরত মাতা না দিল উত্তর ॥
উত্তর না পেয়ে ভীম অধিক কুপিল।
রন্ধন-সামগ্রী ছিল সাক্ষাতে দেখিল ॥
সকল লইল ভীম দুই হাতে করি।
থরে থরে রাখে বীর ধর্ম্ম বরাবরি ॥
যুধিষ্ঠির কন কহ কুশল বারতা।
ভীম বলে মাতা কেন নাহি কহে কথা ॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা অন্ন নাহি হয়।
জিজ্ঞাসিলে মাতা কিছু কথা নাহি কয় ॥
অস্ত্রশিক্ষা পরিশ্রম দহে ক্ষুধানল।
সে কারণে আনিলাম আমান্ন সকল ॥
রন্ধন হইলে অন্ন খাব রাজা পাছু।
আজ্ঞা হলে এই মত খাই কিছু কিছু ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন খাবে কোন সুখে।
জননী আছেন কেন জান অধোমুখে ॥
কি দুঃখে তাপিত মাতা না জানি কারণ
আমান্ন করিবে ভাই কিমতে ভক্ষণ ॥
পুনঃ গিয়া শীঘ্র ভাই জিজ্ঞাসহ মায়।
কি হেতু বসিলে হেঁট করিয়া মাথায় ॥
ভীম বলে আমা হতে নহে নরবর।
অনেক ডাকিনু মাতা না দিল উত্তর ॥
ক্ষুধানলে দহে অঙ্গ কম্পিত সঘন।
এত বলি বসে হেঁট করিয়া বদন ॥
সহদেব নকুলেরে পাঠান রাজন।
কাহারে কিছুই মাতা না বলে বচন ॥
আমারে করিল আজ্ঞা ধর্ম্ম নরপতি।
জননীর পায়ে ধরি করিনু মিনতি ॥
তুমি দুঃখচিত্ত রাজা দুঃখিত হইল।
ক্ষুধায় আকুল ভীম কুপিয়া রহিল ॥
সহদেব নকুল যে ক্ষুধিত অপার।
আজ্ঞা কর জননী গো কি দুঃখ তোমার।
শুনিয়া কহেন মাতা করিয়া ক্রন্দন।
দোঁহাকার পাশে যথা শঙ্কর-বচন ॥
সহস্র কাঞ্চন চাঁপা চাহে ত্রিলোচন।
গান্ধারী-আজ্ঞায় সব গড়ে কার্ম্মগণ ॥
কি করিবে তোমা সব কি হবে কহিলে।
এই হেতু দহে অঙ্গ দুঃখের অনলে ॥
আমি কহিলাম মাতা এই কোন কথা।
যত পুষ্প চাহ আমি তত দিব মাতা ॥
মাতা বলে কেন তুমি করহ ভণ্ডন।
তুমি কোথা হতে দিবে কোথা পাবে ধন।
আমি কহিলাম মাতা ত্যজ চিন্তা মন।
কোন বড় কথা হেতু করিব ভণ্ডন ॥
রন্ধন করহ মাতা অন্ন জল খাহ।
আমি দিব পুষ্প আনি তুমি যত চাহ ॥
শুনিয়া হইয়া হৃষ্টা করিল রন্ধন।
সবাকারে অন্ন দিয়া করেন ভোজন ॥
কতক্ষণে বলিলেন পুষ্প দেহ আনি।
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী ॥
কখন কনক-পুষ্প দিবে মোরে আর।
এইমত মাতা মোরে কহে বারেবার ॥
আমি যত বলি মাতা প্রবোধ না হয়।
সমস্ত রজনী গেল প্রভাত সময় ॥
ধনুক লইয়া আমি গুণ চড়াইয়া।
সন্ধানি যুগল অস্ত্র উত্তর চাহিয়া ॥

দ্রোণাচার্য্য গুরুপদে নমস্কার করি।
বায়ব্য যুগ্মল মনোভেদী অস্ত্র মারি ॥
কাটিয়া কুবেরপুরী পুষ্পের কারণ।
বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া করি বরিষণ ॥
সুগন্ধী কনক-পদ্ম চম্পক-মিশ্রিত।
শিবের উপরে বৃষ্টি হ'ল অপ্রমিত ॥
দেউল উদ্যান আর বাহির ভিতর।
পুষ্পেতে পূর্ণিত হ'ল নাহি রহে স্থল ॥
জননীকে বলিলাম যাহ স্নান করি।
আনিলাম পুষ্প গিয়া পূজ ত্রিপুরারি ॥
কৌতুকে জননী গিয়া মহেশে পূজিল।
তুষ্ট হয়ে সদানন্দ মায়ে বর দিল ॥
তব পুত্রগণ হবে কুরুকুলে রাজা।
আজি হতে একা তুমি কর মম পূজা ॥
আমারে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন বচন।
ধনপতি জিনি তুমি করিলে পূজন ॥
আজি হতে নাম তব হল ধনঞ্জয়।
ধনঞ্জয় নামের এ জানহ আশয় ॥
উত্তর কহিল কহ বীর চূড়ামণি।
কি করিল শুনি তবে সুবলনন্দিনী ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রাতে উঠিয়া গান্ধারী।
সহস্র কনক-পুষ্প হেমপাত্রে করি ॥
কুসুম চন্দন আর বহু উপহারে।
নারীগণ সহ যান পূজিতে শঙ্করে ॥
শিবের আলয় দেখি পুষ্পেতে পূর্ণিত।
যাইতে নাহিক পথ কে করে গণিত ॥
দেখিয়া গান্ধারী দেবী বিষণ্ণবদন।
কুন্তীরে দেখিয়া বলে কহ বিবরণ ॥
মাতা বলে এই পুষ্পে পূজিলাম আমি।
বর দিয়া নিজস্থানে গেল উমাস্বামী ॥
শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে পুষ্পজল ফেলে।
গৃহে গিয়া নিজ পুত্রগণে মন্দ বলে ॥
সাধু কুন্তী সাধু পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
অকারণে শত পুত্র আমার জন্মিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের বীভৎসু নামের বিবরণ।

পার্থ বলিলেন শুন বিরাটনন্দন।
কহি এবে আর নাম যাহার কারণ ॥
বিজয় বলিয়া ডাকে সকলে আমারে।
বিজয় করিয়া আসি যাই যথাকারে ॥
শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব মম রথ বহে।
শ্বেতবাহনক বলি লোকে মোরে কহে ॥
সূর্য্য অগ্নি সম মম কিরীট যে মাথে।
কিরীটী দিলেন নাম তেঁই সুরনাথে ॥
বীভৎসু বলিয়া ডাকিলেন নারায়ণ।
কহিব বিরাটপুত্র তাহার কারণ ॥
এক দিন কৃষ্ণ সহ নৈমিষকাননে।
জিজ্ঞাসা করেন কৃষ্ণ সহাস্যবদনে ॥
ধন্য ধনঞ্জয় তুমি বলে মহাবল।
তোমা সম বীর নাহি ধরণীর তল ॥
লক্ষ রাজা জিনি নিলে কৃষ্ণা স্বয়ম্বরে।
জিনিলে অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বরে ॥
খাণ্ডব দহিয়া অগ্নি নির্ব্যাধি করিলে।
ইন্দ্র সহ সুরাসুর সমরে জিনিলে ॥
কুবেরে জিনিয়া ধন আনিলে সকল।
তিন লোক আসি তব খাটে ছত্রতল ॥
ধরণী ধরিলে মহাভার বাহুবলে।
বাহুযুদ্ধে সদানন্দে সন্তোষ করিলে ॥
তপেতে তাপিলে তুমি হিমালয় গিরি।
চক্ষুর কোণেতে নাহি চাহ পরনারী ॥
যে উর্ব্বশী দেখি ব্রহ্মা হলেন মোহিত।
সে জন তোমার ঠাঁই হইল লজ্জিত ॥
বীরমধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি তপেতে প্রধান।
জিতেন্দ্রিয়রূপে গুণে কামের সমান ॥
এ তিন ভুবনে নাহি দেখি এক জনা।
তোমার সদৃশ রূপগুণের তুলনা ॥
আমা হতে শতগুণে তোমারে বাখানি।
তোমার সদৃশ কেবা আছে বীরমণি ॥
আমি হেন নাহি দেখি সংসার ভিতরে।
তুমি যদি জান আছে দেখাহ আমারে ॥

আমি কহিলাম বহু করিয়া প্রকার।
ধাতার সৃজিত এই সকল সংসার ।।
আমা হতে অধিক আছয়ে রূপে গুণে।
নাহি বলি শ্রীগোবিন্দ বল কি কারণে ।।
গোবিন্দ বলেন সখা দেখাহ আমারে।
আপন সদৃশ জন কে আছে সংসারে ।।
পুনঃপুনঃ শ্রীগোবিন্দ বলেম আমারে।
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে গেলাম সত্বরে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ভ্রমি ত্রিভুবন।
আপন সদৃশ নাহি দেখি কোন জন ।।
কৃষ্ণের উদ্দেশে মনে করি বিবেচন।
মম সম নাহি পাই এতিন ভুবন ।।
তোমার মুখেতে পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি।
যত্র জীব তত্র শিব রূপে আছ তুমি ।।
ব্রহ্ম কীট তৃণাদিতে তুমি আত্মা রূপে।
আমার সদৃশ নাহি পাই তিন লোকে ।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া এই বুঝিলাম সার।
তোমাতে পূরিত এই সকল সংসার ।।
আপন সদৃশ জন কারে না দেখিয়া।
পুরীষ নিলাম আমি বসনে বান্ধিয়া ।।
গোবিন্দের আগে করিলাম নিবেদন।
আমা হেন ত্রিভুবনে নাহি কোন জন ।।
আপন সদৃশ নাহি পাই এক জন।
আমি যার তুল্য আনিয়াছি নারায়ণ ।।
হয় নয় সমতুল্য করিতে না পারি।
আনিয়াছি জগন্নাথ দেখাইতে ডরি ।।
অন্তর্যামী বাসুদেব সকল জানিয়া।
ফেলাহ ফেলাহ বলি বলেন ডাকিয়া ।।
কি কারণে ধনঞ্জয় এতেক ন্যূনতা।
যেই আমি সেই তুমি নহেক অন্যথা ।।
তোমায় আমায় কিছু নাহি ভেদাভেদ।
অজ শিব জানে ইহা জানে চারি বেদ ।।
এত বলি শ্রীগোবিন্দ করি আলিঙ্গন।
দিলেন বীভৎসু নাম করি নিরূপণ ।।
নীলোৎপল কৃষ্ণকান্তি দেখি মম কায়।
কৃষ্ণ নাম অর্পিলেন জনক আমায় ।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ।।

ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য। (৪)

প্রণমহ দ্বিজ, পদ-সরসিজ,
সৃজন পালন নাশা।
সর্ব্বত্র সুখদ, মহিমা যে পদ,
বক্ষে অধোক্ষজ-ভূষা ।।
যে পদ সলিল, যেই সাধু পীল,
তরিল দুঃখ-পিপাসা।
অবনী অবধি, যতেক তীর্থাদি,
যে পদে সবার বাসা ।।
ভবার্ণব প্লব, যে পদপল্লব,
লক্ষ্মী বশকারী ধূলি।
আয়ুঃযশঃপ্রদ, অজয় সম্পদ,
পাইতে যাহারে বুলি ।।
বর্ণিতে কি শক্য, দুর্নিবার বাক্য,
পুণ্ডরীকাক্ষাদি জনে।
বজ্রে করে চূর, ভস্মের অঙ্কুর,
তিন পুর ভয় মানে ।।
ভগাঙ্গ যে বাক্যে, হ'ল সহস্রাক্ষে,
সকল-ভক্ষ্য হুতাশ।
যে বাক্যে ভার্গবী, ত্যজি স্বর্গ দেবী,
সিন্ধুজলে কৈল বাস ।।
অপ্রমিত তেজঃ, অজিত বংশজ,
ঈষিতে করিল ধ্বংস।
বিন্ধ্য হ'ল ক্ষুদ্র, শুষিল সমুদ্র,
দহিল সগরবংশ
ভগীরথ ভগে, ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগে,
দ্রোণীতে হইল দ্রোণ।
অক্ষী কলানিধি, যে বাক্যে জলধি,
পাইল কটুত্ব লোণ ।।
ভজ সাধুচেতা, ত্যজ সর্ব্বকথা,
খণ্ডিবে দণ্ডীর পাশী।
জীবন মরণে, ব্রাহ্মণ-চরণে,
শরণ লইল কাশী ।।

অর্জ্জুনের ক্লীবত্বের বিবরণ।

পার্থ বলিলেন শুন বিরাটকুমার।
যেই হেতু যেই নাম হইল আমার ॥
দুই হাতে ধনু আমি ধরি যে সমান।
সমান প্রয়োগ অস্ত্র সমান সন্ধান ॥
তেঁই সব্যসাচী নাম লোকে হ'ল খ্যাত।
গুণ-ঘরিষণে দেখ সমান দু'হাত ॥
সসাগরা ধরাতলে রহে যত জন।
রূপেতে আমার সম নাহি অন্য জন ॥
সমান দেখিয়া সবে মোর রূপ গুণ।
এ কারণে মম নাম রাখিল অর্জ্জুন ॥
ফল্গুনী নক্ষত্র মধ্যে জনম আমার।
ফাল্গুনী বলিয়া তেঁই ঘোষয়ে সংসার ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে ইন্দ্র অধিপতি।
ইন্দ্র-ভুজাশ্রিত যত ইতিমধ্যে স্থিতি ॥
সবারে জিনিয়া ইন্দ্র জিষ্ণু নাম ধরে।
এবে ইন্দ্র সহ জয় করিনু সবারে ॥
সে কারণে সবে মিলি যত দেবগণ।
জিষ্ণু নাম মোরে সবে করেন অর্পণ ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণবর্ণ দেখি মম কায়।
কৃষ্ণ নাম বলি তাত রাখিল আমায় ॥
প্রতিজ্ঞা আমার শুন বিরাটনন্দন।
যুধিষ্ঠির-রক্তপাত করিবে যে জন ॥
সবংশে মারিয়া তারে করিব নিপাত।
পূর্ব্বাপর সত্য মম সব লোকে জ্ঞাত ॥
এত শুনি রাজসুত ক্ষণ স্তব্ধ হয়ে।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে ॥
হে বীর কমলচক্ষে চাহ একবার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥
বহু দোষে দোষী আমি তোমার চরণে
সে সকল কিছু আর না করিবে মনে ॥
যে যে কর্ম্ম তুমি করিয়াছ মহামতি।
তোমা বিনা করে হেন কাহার শকতি।
বড় ভাগ্য মম জনকের কর্ম্মফলে।
শরণ লইনু আমি তব পদতলে ॥
কৃষ্ণের আশ্রিত হও তোমা পঞ্চ জন।
তেঁই আমি তব পদে নিলাম শরণ ॥
যদি অনুগ্রহ তুমি করিলে আমায়।
দাস হয়ে সদা আমি সেবিব তোমায় ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রীত হলেম তোমারে।
ধনু অস্ত্র লয়ে তুমি আইস সত্বরে ॥
কুরুগণে জিনি তব গোধন অর্পিব।
মহা-আর্ত্ত আজি কুরুসৈন্যেরে করিব ॥
কুরুসৈন্য-সিন্ধু রাখে শক্রগণ ভুজে।
সকল দহিব আমি অস্ত্র-অগ্নিতেজে ॥
পাছে তুমি ভয় কর সংগ্রামের স্থলে।
আমার রক্ষণে তব ভয় নাহি তিলে ॥
উত্তর বলিল মোর আর ভয় কারে।
ধনঞ্জয় মহাবীর রাখিবে যাহারে ॥
তব পরাক্রম আমি ভালমতে জানি।
নাহি মোর ভয় যদি আসে শূলপাণি ॥
এ বড় অদ্ভুত কথা আছে মোর মনে।
এ রূপেতে কাল কাট কিসের কারণে ॥
কি কারণে নপুংসক হলে মহাবল।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবে সকল ॥
নিরন্তর এই কথা মনে মোর ছিল।
এ হেন শরীরে কেন ক্লীবত্ব পাইল ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন বিরাটনন্দন।
অরণ্যেতে যবে মোরা ছিনু পঞ্চজন ॥
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা লয়ে যাই হিমগিরি।
শিবেরে সন্তোষ কৈনু উগ্রতপ করি ॥
তুষ্ট হ'ল পশুপতি দেব ত্রিলোচন।
তাঁর অনুগ্রহে তুষ্ট হ'ল দেবগণ ॥
কুবের বরুণ যম অস্ত্রগণ দিল।
মাতলি পাঠায়ে ইন্দ্র স্বর্গে মোরে নিল
নিবাতকবচ আর কালকেয়গণ।
স্বর্গে আসি উপদ্রব করে সর্ব্বক্ষণ ॥
লুটিয়া পুটিয়া স্বর্গ করে ছারখার।
দৈত্য-ভয়ে দেবে দুঃখ হইল অপার ॥
সব দুষ্টগণে আমি একা সংহারিনু।
সকল অমরপুরী নিষ্কণ্টক কৈনু ॥

যতেক অমরগণ আনন্দিত হ'ল।
তুষ্ট হয়ে দেবগণ মোরে বর দিল॥
ধন্য ধন্য ধনঞ্জয় কুন্তীর নন্দন।
তোমা সম বীর নাহি এতিন ভুবন॥
অচিরে হইবে তব দুঃখ বিমোচন।
কৌরব জিনিয়া প্রাপ্ত হবে রাজ্যধন॥
এরূপে অমরপুরী আছি কত দিন।
নানাবিদ্যা অস্ত্র শস্ত্র করিনু পঠন॥
দৈবে একদিন পিতা দেব পুরন্দর।
নৃত্য গীত করাইল অপ্সরী অপ্সর॥
উর্ব্বশী নামেতে তাহে ছিল বিদ্যাধরী।
সে সবার শ্রেষ্ঠা পরম সুন্দরী॥
যত যত বিদ্যাধরী কৈল নৃত্য-গীত।
চক্ষু মেলি নাহি চাহিলাম কদাচিত॥
দেখিলাম উর্ব্বশীর নর্ত্তন নিমেষে।
সেকারণে নিশাযোগে আসে মম পাশে।
অনেক কহিয়া শেষে মাগিল রমণ।
প্রত্যাখ্যান করিলে সে কহিল তখন॥
সকল অপ্সরা ত্যজি মোরে নিরখিলে।
সেকারণে আসিলাম এত নিশাকালে॥
না করিলে মম তোষ পুরুষের কাজ।
ক্লীবত্ব পাইয়া থাক স্ত্রীগণের মাঝ॥
শুনিয়া বিনয়-ভাষে কহিলাম তায়।
কামভাবে আমি নাহি দেখিনু তোমায়
পূর্ব্ব-পিতামহ যে পুরুষ পুরাতন।
তোমার গর্ব্ভেতে জন্মাইল পুত্রগণ॥
অনেক পুরুষ পূর্ব্ব হতে হয়ে গেল।
তোমার যুবত্ব-দশা ম্লান না পাইল॥
এই হেতু পুনঃপুনঃ দেখেছি তোমারে।
কুলের জননী কৃপা করিবে আমারে॥
কুন্তী মাদ্রী যথা মম যথা শচীন্দ্রাণী।
ততোধিক তোমা আমি গরিষ্ঠেতে গণি॥
আপনার বংশ বলি জানহ আমারে।
লজ্জা পেয়ে উর্ব্বশী সে কহে আরবারে
যজ্ঞ-ব্রত-ফলে তব যত পিতৃগণ।
ইন্দ্রের ভুবনে আসি থাকে হৃষ্টমন॥
সবে মোর সহ করে রতি-ব্যবহার।
কেহ নাহি করে যথা তোমার বিচার॥
কহিল আমার শাপ নহিবে লঙ্ঘন।
বৎসরেক ক্লীব হবে বিরাট-ভবন॥
শাপ হতে বর তুল্য হবে তব কাজ।
অন্য বেশে লুকাইতে নার ক্ষিতিমাঝ॥
বরষ রহিবে বলি করে নিরূপণ।
শুনহ ক্লীবের হেতু বিরাটনন্দন॥
বৎসরেক ক্লীব হইলাম সেই দায়।
সদাকাল ক্লীব আমি পরের দারায়॥
উত্তর বলিল মোরে হলে কৃপাবান।
তেঁই মোরে নিজ কর্ম্ম করিলে বাখান॥
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এখন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥
সারথি হইয়া তুমি থাক মম রথে।
কৌতুক দেখহ কুরুসৈন্যের মধ্যেতে॥
উত্তর বলিল আমি তোমার প্রসাদে।
সকল ভুবন আজি দেখি তৃণপদে॥
ইন্দ্রের মাতলি কিম্বা দারুক সারথি।
তাদৃশ সারথি-কর্ম্মে আমার শকতি॥
বিশেষ তোমার ভুজাশ্রিত মহাবলী।
এখনি লইব রথ সৈন্য-মধ্যস্থলী॥

অর্জ্জুনের রণসজ্জা।

তবে পার্থ মায়ারথ করেন স্মরণ।
অগ্নিদত্ত কপিধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ॥
পার্থ চিন্তা করামাত্র আসে সেইক্ষণ।
কনক-রচিত বিশ্বকর্ম্মার গঠন॥
উত্তরের রথ হতে নামি ধনঞ্জয়।
প্রদক্ষিণ করি তাহে করেন আশ্রয়॥
পূর্ব্বের কুণ্ডল বীর ত্যজিয়া শ্রবণে।
ইন্দ্রদত্ত কুণ্ডল যে দেন দুই কাণে॥
বেণী ঘুচাইয়া শিরে উষ্ণীষ বন্ধন।
ইন্দ্রদত্ত কিরীটেরে করে বিভূষণ॥
খড়্গ ছুরি তূণ আদি বান্ধিয়া কাঁকালি
গাণ্ডীব ধরিয়া গুণ দেন মহাবলী॥

গুণ দিয়া ধনুকেতে দিলেন টঙ্কার।
বজ্রাঘাতে গিরি যেন হইল বিদার ॥
দশ দিক পূর্ণ হ'ল কম্পিত ধরণী।
বধির হইল কর্ণ কিছু নাহি শুনি ॥
শমী প্রদক্ষিণ করি রথ আরোহিয়া।
চলিল উত্তরে রথে সারথি করিয়া ॥
সুগ্রীব পুষ্পক মেঘ বলাহক সম।
চালাল বৈরাটী অশ্ব অতি মনোরম ॥
চলিবার কালে তবে পাণ্ডব ফাল্গুনী।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করে শঙ্খধ্বনি ॥
গর্জিল রথের চক্র গর্জ্জে কপিধ্বজ।
মূর্চ্ছা হয়ে রথে পড়ে বিরাট-অঙ্গজ ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিল গগন।
শত বজ্র এক কালে যেমত নিস্বন ॥
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে সপ্তসিন্ধুজল।
শব্দ শুনি ভয়াকুল হ'ল কুরুবল ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ বিরাটকুমারে।
আশ্বাসিয়া সচেতন করেন তাহারে ॥
ক্ষত্রপুত্র হয়ে তুমি কেন হীনবত।
শব্দমাত্র শুনি কেন হলে জ্ঞানহত ॥
লক্ষ লক্ষ হবে যবে ধনুক-টঙ্কার।
এককালে শঙ্খশব্দ হইবে সবার ॥
তখন সংগ্রাম-স্থলে কি করিবে তুমি।
রথ হতে খসি যদি পড় পাছে ভুমি ॥
উত্তর বলিল মোরে নিন্দ অকারণ।
এ শব্দে পৃথিবী মধ্যে কে আছে চেতন।
বহু শুনিয়াছি শব্দ জলদগর্জ্জন।
ধনুর্ঘোষ শঙ্খনাদ অনেক বাজন ॥
এতাদৃশ শব্দ কভু কর্ণে নাহি শুনি।
রথধ্বজ গর্জ্জে এত অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
রথের গর্জ্জনে হ'ল বধির শ্রবণ।
ধনুর্ঘোষে শঙ্খনাদে হনু অচেতন ॥
শুনিয়া কিরীটী হাসি বলেন বচন।
যুদ্ধে স্থির হবে নাহি লয় মম মন ॥
বাম পদে আমি তোমা রাখিব ধরিয়ে।
কেবল থাকিবে রথে অবলম্ব হয়ে ॥

এত বলি পুনর্ব্বার করিলেক শব্দ।
সেই শব্দে কুরুকুল হইলেক স্তব্ধ ॥
পুনঃপুনঃ মহাশব্দ শুনিয়া অদ্ভুত।
কহিতে লাগিল তবে ভরদ্বাজসুত ॥
গাণ্ডীব ধনুর মত শুনি যে টঙ্কার।
দেবদত্ত বিনা হেন শব্দ আছে কার ॥
যে শব্দে আমার সেনা কেহ নহে স্থির।
নিরখিয়া দেখ সবে আপন শরীর ॥
বিষণ্ণ হইল লোমাঞ্চিত সব তনু।
কর শির কাঁপে দেখ কাঁপে বক্ষ জানু ॥
তোমা সবাকার চিত্তে কি হয় না জানি।
বধির হইল কর্ণ হেন শব্দ শুনি ॥
অস্ত্রগণ জ্যোতির্হীন অগ্নিহোত্র মন্দ।
সংজ্ঞাহীন দেখি সৈন্য সবে নিরানন্দ ॥
রক্তমাংসাহারী পক্ষী সৈন্যশিরে উড়ে।
ঘোরনাদ করি সবাকার শিরে পড়ে ॥
হয় হস্তিগণ দেখ করিছে ক্রন্দন।
পুনঃপুনঃ মল মূত্র ত্যজে ক্ষণে ক্ষণ ॥
সৈন্যমধ্যে প্রবেশিয়া শিবাগণ ডাকে।
রথধ্বজ বেড়িয়াছে দেখ সব কাকে ॥
সত্য হ'ল অকুশল সাক্ষাতে আমার।
মহাবীর পার্থ বিনা কেহ নহে আর ॥
এখন এমন কর্ম্ম কর বীরগণে।
মধ্যেতে রাখহ যত্নে রাজা দুর্য্যোধনে ॥
প্রহরীরা সর্ব্বত্রেতে জাগি বেড়ি রহ।
বাঁটিয়া ছুভিতে সৈন্য দুই ভাগে লহ ॥
অর্দ্ধসৈন্য গবীগণে রহ এবে বেড়ি।
অসাধ্য যদ্যপি হয় শেষে দিব ছাড়ি ॥
গবীগণে কিছু ভয় নাহিক তোমার।
রাজারে রাখহ সবে যত শক্তি যার ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবৎ।
একমনে সাধু জন পীয়ে অনুব্রত ॥
জয়তি নীলাদ্রিনাথ নীলচক্রধারী।
নীলপদ্ম সম মুখ দুষ্ট-অন্তকারী ॥
নীলাম্বর সহিত লীলায় নীলাচলে।
নীলকণ্ঠ আদি দেব সেবে পদতলে ॥

অরুণ বরণ চক্ষু অরুণ বসন।
অরুণ অধর-শোভা সে কর চরণ ॥
মস্তকে অরুণ হেম-মুকুটরচিত।
গলে মণি-রত্নহার অরুণ উদিত ॥
অরুণ-বরণ চক্ষু লক্ষ্মী বামপাশে।
অরুণ চরণ সদা ধ্যায় কাশীদাসে ॥

দুর্য্যোধনের বক্তৃতা।

দ্রোণের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মে চাহি বলিছে বচন ॥
পুনঃপুনঃ মোর প্রতি কহেন এ কথা।
পাণ্ডবের পক্ষ গুরু জানিহ সর্ব্বথা ॥
সতত কহেন পাণ্ডবের গুণাগুণ।
অনুক্ষণ নিকটেতে দেখেন অর্জ্জুন ॥
ত্রয়োদশ বর্ষ সবে করি গেল পণ।
ইতিমধ্যে দেখা তারা দিবে কি কারণ ॥
বিশেষ একক কেন আসিবে এথায়।
অকস্মাৎ আসিবেক কোন অভিপ্রায় ॥
অর্জ্জুন হইল যদি কি চাহি যে আর।
ভ্রাতৃ সহ বনমাঝে যাবে আরবার ॥
বিরাটের পক্ষ হয়ে সে কেন আসিবে।
অন্য কেহ সেনাপতি বিরাটের হবে ॥
কিম্বা সেই আসিতেছে বিরাট নৃপতি।
কিম্বা আগে পাঠাইল মুখ্য সেনাপতি ॥
দক্ষিণ গোগ্রহে রাজা সুশর্ম্মা যে গেল।
মৎস্যদেশ জয় করি সেই বা আসিল ॥
না দেখিয়া না শুনিয়া শব্দমাত্র শুনি।
পুনঃপুনঃ কহিছেন আসিল ফাল্গুনী ॥
জানি আমি আচার্য্যের পাণ্ডুপুত্রে প্রীত।
অতএব কহিছেন হয়ে হৃষ্টচিত ॥
মোরে ভয় দেখাইয়া শত্রুর প্রশংসা।
পুনঃপুনঃ কহিছেন অকুশল ভাষা ॥
পশুজাতি অশ্বগণ নিরবধি ত্রাসে।
পক্ষীর স্বভাব সদা উড়য়ে আকাশে ॥
মেঘের সহজ কর্ম্ম উঠিলে গরজে।
কভু ধীর কভু তীক্ষ্ম পবনের তেজে ॥
ইহা দেখি কহিছেন নাহি আর জয়।
না করিয়া যুদ্ধ গুরু পান এত ভয় ॥
নামেতে হইল ত্রাস কি করিবে রণ।
যুদ্ধস্থলে পণ্ডিতের নাহি প্রয়োজন ॥
প্রাসাদ মন্দির যথা নৃপতির সভা।
সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিতের সভা ॥
পুরাণের বাক্য যথা বেদ-অধ্যয়ন।
সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিত শোভন ॥
যথায় বালক শিক্ষা বিচার কথন।
সেই স্থলে পণ্ডিতের হয় সুশোভন ॥
যদি বা আইসে পার্থ লঙ্ঘিয়া সময়।
কিবা শক্তি আছে তার কেন এত ভয় ॥
আসুক অর্জ্জুন আমি করিব সংগ্রাম।
ভয়ার্ত্ত হলেন গুরু যান নিজ ধাম ॥
ভোজ্য অন্ন দিয়া তার পাইলাম ফল।
সে মিত্রে কি কার্য্য যেই শত্রুর বৎসল ॥
ভক্তি ভয় দুই গুরু করেন পাণ্ডবে।
সদাকাল এই মত জানি অনুভবে ॥
এথায় রহিয়া কিছু নাহি প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা তথাকারে করুন গমন ॥
এখন এমত কর্ম্ম কর পিতামহ।
সৈন্যগণে ডাকি সব আশ্বাসিয়া কহ ॥
স্থানে স্থানে গুল্ম পাতি দৃঢ় কর সেনা।
মোর স্থানে গবী লয় হেন কোন জনা ॥
গুরুকে করিয়া পাছু পাঁচ গুল্মগণ।
ভয়ার্ত্ত লোকেরে রাখি নাহি প্রয়োজন ॥
ভয়েতে কাতর কেন দেখি সেনাগণ।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হ'ল ভীতমন ॥

কর্ণের আত্মশ্লাঘা।

দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিল তবে বীর বৈকর্ত্তন ॥
মলিন বদন কেন দেখি সব রথী।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হ'ল ছন্ন মতি ॥
না জানহ ইতিমধ্যে আছে কর্ণ বীর।
কার শক্তি মোর আগে যুদ্ধে হবে স্থির।

কিম্বা জামদগ্ন্য রাম কিম্বা বজ্রপাণি।
কিম্বা বাসুদেব সহ আসুক ফাল্গুনী ॥
বধিব সবারে আমি একা ভুজবলে।
সমুদ্র-লহরী যথা রক্ষা করে কূলে ॥
ভাগ্যে যদি থাকে তবে হইবে কিরীটী।
প্রথমে বানরধ্বজ ফেলাইব কাটি ॥
খণ্ড খণ্ড করি দিব শ্বেত চারি হয়।
দশ দিক মম অস্ত্রে হবে অস্ত্রময় ॥
বিজয় ধনুক মম বিখ্যাত সবার।
দিব্য অস্ত্র দিল মোরে রাম গুণাধার ॥
পাণ্ডব-অনলে সদা দুঃখী দুর্য্যোধন।
সে দুঃখ মিত্রের আজি করিব খণ্ডন ॥
কাটিয়া পার্থের মুণ্ড অগ্রে দিব ডালি।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জ নাহি শত্রু বলি ॥
একেশ্বর আজি আমি করিব সমর।
সবে যাহ গবী লয়ে হস্তিনানগর ॥
কিম্বা যুদ্ধ দেখ সবে অন্তরে থাকিয়া।
সূর্য্য আচ্ছাদিব আজি বাণ বরষিয়া ॥

কৃপাচার্য্যের বক্তৃতা।

কর্ণবাক্য শুনি কৃপাচার্য্য বলে বাণী।
যতেক করহ তেজ সব আমি জানি ॥
মুখে মাত্র বল কিন্তু শক্তি নাই কাজে।
শরদের মেঘ যথা নিষ্ফল গরজে ॥
পণ্ডিতে কহিতে হেন মনে করে লাজ।
কি কর্ম্ম করিয়া এত কহ সভামাঝ ॥
অজ্ঞান বাতুল যথা কর্ম্মে ক্ষম নহে।
ভাল মন্দ নাহি মুখে যাহা আসে কহে।
একেশ্বর যুদ্ধ ইচ্ছ অর্জ্জুনের সনে।
অসম্ভব কথা কহ শুনিনু শ্রবণে ॥
যে পার্থ একাকী জিনে এ তিন ভুবন।
খাণ্ডব দহিয়া কৈল অগ্নির তর্পণ।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে বলী যদুগণ।
বলে ভদ্রা হরি নিল একাকী অর্জ্জুন ॥
একেশ্বর চিত্রসেনে জিনিয়া সমরে।
দুর্য্যোধনে মুক্ত কৈল অরণ্য-ভিতরে ॥
নিবাতকবচ কালকেয় মহাতেজা।
মারি নিষ্কণ্টক করি দিল দেবরাজা ॥
পাঞ্চাল দেশেতে পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে।
জিনিলেক লক্ষ লক্ষ রাজা একেশ্বরে ॥
একেশ্বর হেন জন জিনিবারে চাহ।
যেই মূর্খ নাহি জানে তার আগে কহ ॥
গলে শিলা বান্ধি যাহ জলনিধি তরি।
গারুড়ি না জানি সর্প মুখে হাত ভরি ॥
ত্রয়োদশ বর্ষ সবে নিয়ম পালিল।
পাইয়া শত্রুর ঘ্রাণ এথাকে আসিল ॥
মেঘ হতে মুক্ত যেন হইল মিহির।
তাদৃশ আসিল দেখ পার্থ মহাবীর ॥
একেশ্বর কেবা আছে এ তিন ভুবনে।
যুদ্ধে জয় করিবেক পাণ্ডব অর্জ্জুনে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ তুমি আমি দ্রৌণি দুর্য্যোধন
ছয় জন যুদ্ধে যদি পারি কদাচন ॥

অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক কর্ণের ভৎর্সনা।

মাতুলের বচনান্তে অশ্বত্থামা বলে।
শরীর জ্বলিছে সূর্য্যপুত্র-বাক্যজালে ॥
গবী নাহি লই নাহি করি কোন কার্য্য।
সীমান্ত না হই না যাই নিজ রাজ্য ॥
এতেক যে গর্ব্ব করে রাধার নন্দন।
কোন কর্ম্ম করি বলে না জানি কারণ ॥
বহু শাস্ত্র শুনিয়াছি কথা পুরাতন।
ক্ষত্রমধ্যে হইয়াছে বহু রাজগণ ॥
মায়াদ্যুত বলে কেহ নাহি ভুঞ্জে ক্ষিতি।
তুমি যেন পররাজ্যে হইলে নৃপতি ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হলে কোন যুদ্ধে জিনি।
কোন তেজে ধরিয়া আনিলে যাজ্ঞসেনী ॥
যুধিষ্ঠিরে জিনিলে কি ভীম ধনঞ্জয়ে।
কিম্বা যুদ্ধে জিনিয়াছ মাদ্রীর তনয়ে ॥
চারি জাতি বিধি ভুমে করিল সৃজন।
যে যাহার জাতিধর্ম্ম করিবে পালন ॥
পড়িবে পড়াবে যজ্ঞ করিবে ব্রাহ্মণ।
বাহুবলে ক্ষত্রিয়েরা করিবে শাসন ॥

কৃষি করিবেক বৈশ্য বাণিজ্য-ব্যাপার।
ব্রাহ্মণে সেবিবে শূদ্র নীতি বিধাতার॥
নিজ বৃত্তে নহ শক্ত অধর্ম্ম-আচারী।
ইতর জনের প্রায় করিয়া চাতুরী॥
ইহাতে পৌরুষ এত শুননে না যায়।
ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিল তোমায়॥
তোমারে আচার্য্যবাক্য সহিবে কেমনে।
চন্দনেতে প্রীতি কোথা শীতভীত জনে॥
স্ত্রীধর্ম্মে আছিল কৃষ্ণা একবস্ত্র পরি।
সভামধ্যে বিবসনা কৈলে কেশে ধরি॥
কোন পরাক্রমে তুমি কৈলে হেন কর্ম্ম।
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তব ক্ষত্রধর্ম্ম॥
ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য যদি সত্য আছে ক্ষিতি।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হবে ক্ষিতিপতি॥
যে সভায় সভাসদ রাধার নন্দন।
তথায় কি রূপে হবে আচার্য্য শোভন॥
তিন লোক মধ্যে বসে যত যত জন।
অর্জ্জুন অজেয় হেন কহে মুনিগণ॥
বাসুদেব সম পরাক্রমে মহাতেজা।
কোন জন আছয়ে না করে তারে পূজা॥
ধর্ম্মবিজ্ঞ জন হেন কহে শাস্ত্রমত।
পুত্রে স্নেহ যথা হয় শিষ্যে সেই মত॥
সেকারণে আচার্য্যের পাণ্ডুপুত্রে প্রীত।
গুপ্ত কথা নহে ইহা জগতে বিদিত॥
পার্থ সহ আচার্য্যের দ্বন্দ্বে কোন কার্য্য।
পাশা খেলিবারে পূর্ব্বে কৈল কি আচার্য্য॥
ইন্দ্রপ্রস্থ নিলে পূর্ব্বে যেই যুদ্ধে জিনে।
সেই যুদ্ধ বিধান না কর আজি কেনে॥
এইত আছয়ে তব মাতুল শকুনি।
যাহার সহায় নিলে জিনিতে অবনী॥
সে পাশায় প্রতীকার মরণ বিহিত।
অর্জ্জুন দিবেক আজি ফল সমুচিত॥

দ্রোণের সহিত কর্ণের বাগ্‌বিতণ্ডা ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক সান্ত্বনা।

এইরূপে দুই মুখে শুনি কটূত্তর।
ক্রোধমুখে কহে তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥

জানিয়াছি আমি তোমা সবাকার মতি
ভয়েতে পাণ্ডবগণে করহ ভক্তি॥
ভোজ্য অন্ন খাইবার কারণ সময়।
যুদ্ধকাল দেখি ভয় জন্মিল হৃদয়॥
যাহ বা থাকহ তুমি যেই লয় মন।
সহজে ভিক্ষুক তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ॥
ভিক্ষাজীবী জনে দ্বন্দ্ব কোন প্রয়োজন।
যথা যাও তথা হবে উদর ভরণ॥
যজ্ঞ নিমন্ত্রণে পিণ্ডজীবী যেই জন।
তাহার বিগ্রহদ্বন্দ্বে কোন প্রয়োজন॥
যাহ তুমি যথা ইচ্ছা কেহ নাহি রাখে।
মম পরাক্রম আজি দেখিবেক লোকে॥
কর্ণের এতেক বাক্য শুনি দ্রোণ গুরু।
কর শির কাঁপে তাঁর কাঁপে বক্ষ উরু॥
বুঝিয়া বিষম কার্য্য গঙ্গার নন্দন।
কৃতাঞ্জলি করি বলে দ্রোণেরে বচন॥
মোরে দেখি ক্ষম এবে গুরু মহাশয়।
মূর্খ জন জানি তাপ খণ্ডাহ হৃদয়॥
সাধু সুপণ্ডিত হইবেক যেই জনে।
অজ্ঞানের অপরাধ নাহি শুনে কাণে॥
চন্দ্র-সূর্য্য-তেজঃ যথা সর্ব্বত্র সমান।
সেইরূপ ব্রাহ্মণের সর্ব্বসম জ্ঞান॥
ক্ষমহ আচার্য্যপুত্র ক্রোধকাল নয়।
শত্রু উপস্থিত হ'ল যুদ্ধের সময়॥
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলি সর্ব্বলোকে জানে।
দুর্য্যোধন অন্ধ বলি জানিল এক্ষণে॥
সাক্ষাতে গাণ্ডীব ধনু শুনেছি টঙ্কার।
তথাপিহ বলে হবে অন্য কেহ আর॥
পশুমাত্রে ঘ্রাণে জানে নিজ বৈরীগণে।
পশুর সদৃশ জ্ঞান নাহি দুর্য্যোধনে॥
আরেরে দুর্ম্মতিগণ আচার্য্যে নিন্দহ।
অহঙ্কারে ছন্ন হয়ে কিছু না দেখহ॥
এক সূর্য্য-তেজঃ অঙ্গে সহনে না যায়।
তোমার আছয়ে শত্রু পঞ্চসূর্য্যপ্রায়॥
উদয় হইল আসি পঞ্চ বিকর্ত্তন।
কিমতে না কর ইহা জ্ঞানবন্ত জন॥

এত বলি গঙ্গাপুত্র দ্রোণে নমস্করি।
সান্ত্বাইল পিতা-পুত্রে বহু স্তব করি॥
তবে দুর্য্যোধন বহু বিনয়বচনে।
করযোড়ে দাণ্ডাইল গুরু-বিদ্যমানে॥
ক্ষমহ আচার্য্য অপরাধ করিলাম।
অজ্ঞান হইয়া আমি তোমা নিন্দিলাম॥
দ্রোণ বলে তব প্রতি নাহি করি ক্রোধ।
পূর্ব্বেই ভীষ্মের বাক্যে হয়েছে প্রবোধ॥
তবে দ্রোণে চাহি বলে যত বীরগণে।
উপায় করহ শীঘ্র উপস্থিত রণে॥
এক কাজে আসিলাম হ'ল অন্য কাজ।
দৃঢ়মতে থাক যেন নহে পাছু লাজ॥
শুনি দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
এই যদি ধনঞ্জয় সর্ব্বলোকে কহে॥
ত্রয়োদশ বর্ষ তবে নিয়ম করিল।
না হইতে পূর্ণ যদি দেখা আসি দিল॥
ইহার বিধান কেন না কর আপনে।
ত্রয়োদশ বর্ষ পুনঃ যাবে সবে বনে॥
ভীষ্ম বলে পূর্ণ হ'ল বর্ষ ত্রয়োদশ।
অধিক হইল আর দিন সপ্তদশ॥
দ্বিপক্ষেতে মাস পক্ষ পঞ্চদশ দিনে।
দ্বাদশ মাসেতে হয় বৎসর প্রমাণে॥
এমত নিয়মে তের বৎসর বঞ্চিল।
তবু দশ দিন আর অধিক হইল॥
পঞ্চবর্ষে দুই মাস অধিক যে হয়।
তাহা সহ পূর্ব্বে নাহি করিলে নির্ণয়॥
নিয়ম করিয়াছিল তাহা গোঁয়াইল।
সময় পাইয়া আসি উদয় হইল॥
একে ত পাণ্ডুর পুত্র সবে ধর্ম্মবন্ত।
যার জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির গুণে নাহি অন্ত॥
অনন্ত দুষ্করকর্ম্মা দয়াশীল লোকে।
মৃত্যু ইচ্ছে তবু মিথ্যা নাহি কহে মুখে
নিশ্চয় অর্জ্জুন এই জান নরপতি।
ইহার উপায় রাজা কর শীঘ্রগতি॥
পৃথিবী দলিতে পার্থ পারে একেশ্বরে।
কি ছার কৌরব তার সহিত সমরে॥

সে কারণে কহি তাত শুন দুর্য্যোধন।
এখন করহ প্রীতি যদি লয় মন॥
দুর্য্যোধন বলে হেন না কহিও আর।
জীয়ন্তে পাণ্ডব সহ কি প্রীতি আমার॥
নাহি ভাগ দিব আমি যুদ্ধ মোর পণ।
ইহা জানি সমুচিত করহ আপন॥
শুনি ভীষ্ম দিব্য ব্যূহ করিল নির্ম্মাণ।
যোদ্ধাগণে বিচারিয়া রাখে স্থানে স্থান॥
মধ্যেতে রহিল দ্রৌণি দ্রোণ সব্য ভিতে।
কৃপাচার্য্য আচার্য্যের রহিল বামেতে॥
দ্রোণরথ-রথী হ'ল বহু মহারথী।
বিকর্ণ সৌবল আর বীর বিবিংশতি॥
সর্ব্বসৈন্য-অগ্রে সূতপুত্র মহাবল।
পাছু রহিলেন ভীষ্ম রক্ষা হেতু দল॥
মধ্যেতে করিয়া গবী রাজা দুর্য্যোধন।
চতুর্দ্দিকে সাবধানে রহে সৈন্যগণ॥
দৃঢ় অস্ত্র-ধারী রক্ষী রহে ব্যূহমুখে।
হেন ব্যূহ কৈল ভীষ্ম কেহ নাহি দেখে॥

অর্জ্জুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধন মোচন।

হেনকালে উপনীত ইন্দ্রের নন্দন।
গর্জ্জয়ে বানরধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ॥
ক্রোশ এক দূরে দৃষ্টি করিয়া তখন।
বৈরাটীর প্রতি তবে বলেন বচন॥
চারিভিতে দেখিতেছি বহু রথিগণ।
দুর্য্যোধনে নাহি দেখি কিসের কারণ॥
পশ্চাৎ করিব যুদ্ধ রাজারে খুঁজিব।
চল চল সর্ব্ব-অগ্রে গোধন ছাড়াব॥
বাম ভিতে লহ রথ যথা গবীগণ।
শুনি রথ চালাইল বিরাট-নন্দন॥
দূরে থাকি ভীষ্ম কৃপে করেন প্রণতি।
চারি বাণ মারিলেন আচার্য্যের প্রতি॥
দুই শর গিয়া পড়ে গুরু-পদতলে।
দুই অস্ত্র পরশিল দুই কর্ণমূলে॥
দেখিয়া হইল গুরু আনন্দে বিভোর।
বড়ভাগ্যে দেখিলাম মুখ আজি তোর॥

সারথি কহিল দেব কর অবধান।
প্রহারী জনেরে কেন এতেক সম্মান॥
হাসিয়া কহিল গুরু প্রহারী এ নয়।
অশ্বত্থামাধিক মম পুত্র ধনঞ্জয়॥
এই যে যুগল অস্ত্র চরণে পড়িল।
চরণে ধরিয়া মোরে প্রণাম করিল॥
দুই বাণ পরশিল দুই কর্ণ আর।
এক কর্ণে নিবেদিল শুভ সমাচার॥
আর কর্ণে কহিলেক আসিলাম আমি।
ত্রয়োদশ বৎসর সময় অনুক্রমি॥
যথোচিত ভাগ দিতে কহ দুর্য্যোধনে।
যুদ্ধ নহে ভালে ভালে যাহ এইক্ষণে॥
উহার উত্তর আমি করিব বিধান।
এত বলি প্রহারিল দ্রোণ দুই বাণ॥
এক বাণ শিরে চুম্বি ধরণী পড়িল।
আর বাণ কর্ণমূলে প্রত্যুত্তর দিল॥
উত্তর কহিল কহ কৌরব-প্রধান।
কে তোমারে প্রহারিল এই দুই বাণ॥
ভাগ্যে কর্ণমূলে বাণ না কৈল ঘাতন।
মোর চিত্তে মারিলেক বলহীন জন॥
পার্থ বলে দ্রোণ গুরু জগতে বিদিত।
সদাকাল আছে তাঁর মম প্রতি প্রীত॥
শিরেতে চুম্বন করি পড়িল যে বাণ।
বহুদিন সমাগমে করিল কল্যাণ॥
আর বাণ কর্ণমূলে কহে প্রত্যুত্তর।
শঙ্কা নাহি যত সাধ্য করহ সমর॥
এতেক বলিয়া পার্থ পায় মহাতাপ।
কোথায় আছয়ে দুষ্ট কুরুকুলপাপ॥
আজি তারে দিব আমি সমুচিত দণ্ড।
কেবল রাখিব প্রাণ করি লণ্ডভণ্ড॥
কাটিয়া মুকুট স্বর্ণছত্র নবদণ্ড।
রথ গজ কাটিয়া করিব খণ্ড খণ্ড॥
আজি যদি দুষ্টাচার পড়ে মম আগে।
মুহূর্ত্তেকে প্রহারিব সিংহ যেন মৃগে॥
এই যে সমূহ সেনা দেখহ উত্তর।
শীঘ্র রথ লহ মম তাহার ভিতর॥
দুর্য্যোধন লুকাইয়া আছে রথীমাঝ।
সেই সে আমার শত্রু অন্যে নাহি কাজ॥
অস্ত্র মারি সমাকুল করি সেনাগণ।
তবে ত দুর্য্যোধনের পাব দরশন॥
অহঙ্কারী মানী মূঢ় অতি দুরাচার।
আজি আমি গর্ব্ব চূর্ণ করিব তাহার॥
এতেক বলিয়া বীর তাহে প্রবেশিয়া।
দুর্য্যোধনে নাহি পান অনেক খুঁজিয়া॥
সেই সৈন্যে না পাইয়া রাজা দুর্য্যোধনে।
সিংহ যেন দুঃখচিত্ত নিরামিষ্য বনে॥
উত্তরে বলেন এই দেখ বামভাগে।
লুকাইয়া কুরুপতি আছে এই দিকে॥
চালাহ সত্বরে রথ যথা দুর্য্যোধন।
আজ্ঞামাত্রে চালাইল বিরাটনন্দন॥
সৈন্যের নিকটে পার্থ হন উপনীত।
দ্বিতীয় প্রহরে যেন আদিত্য উদিত॥
মস্তকে কিরীট ইন্দ্রদত্ত অতি শোভা।
কর্ণেতে কুণ্ডল ইন্দ্রদত্ত সূর্য্য-আভা॥
গাণ্ডীব ধনুক অগ্নিদত্ত বাম হাতে।
অক্ষয় যুগল তূণ শোভে দুই ভিতে॥
শঙ্খ সিংহনাদ করে কণ্ঠে মণিহার।
কাঁকালে বন্ধন খড়্গ ছুরি তীক্ষ্ণধার॥
রথের নির্ঘোষ গর্জ্জে বীর হনুমান।
আসিল ইন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রের সমান॥
দৃষ্টিমাত্রে সবে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল।
আছুক যুদ্ধের কার্য্য দেখিয়া পলাল॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া কন গঙ্গার তনয়।
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বীর ধনঞ্জয়॥
ধর্ম্মজ্ঞ বান্ধবপ্রিয় বলে মহাবল।
পাশাকাল-দুঃখ স্মরি দিতে এল ফল॥
অন্য হেতু নহে এই দুর্য্যোধনে খুঁজে।
সিংহ যেন মৃগ খুঁজি বুলে বনমাঝে॥
আমা হতে দূরে যদি পায় দুর্য্যোধন।
তখনি লইয়া যাবে করিয়া বন্ধন॥
এত চিন্তি দুর্য্যোধনে রক্ষার কারণ।
শীঘ্রগতি ধেয়ে আসে যত রথিগণ॥

দুর্য্যোধনে বেড়ি সবে রহে চারি পাশে।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর মনে মনে হাসে ॥
হাসি বলিলেন শুন বিরাটনন্দন।
প্রাণভয়ে লুকাইয়া আছে দুর্য্যোধন ॥
চল চল আগে তব গোধন ছাড়াব।
পাছে কুরুকুলক্লীবে খুঁজিয়া মারিব ॥
রথ চালাইয়া দিল বিরাটনন্দন।
যথায় বেড়িয়া সৈন্য আছয়ে গোধন ॥
এখানে উত্তর রাখ ক্ষণকাল রথ।
সৈন্য ভাঙ্গি গোধনের করি দেহ পথ ॥
এত বলি পার্থ বীর কৈল শরজাল।
বিচিত্র বরণ অস্ত্র যেন কালব্যাল ॥
মুষলের ধারে যেন বর্ষে জলধর।
চক্ষুর নিমেষে আচ্ছাদিল দিনকর ॥
নাহি দেখি অষ্ট দিক্ পৃথিবী আকাশ।
সূর্য্য-পথ রুদ্ধ হ'ল না বহে বাতাস ॥
মেঘে অন্ধকার যেন অমাবস্যা-রাতি।
সারথিরে দেখিতে না পায় রথে রথী ॥
অস্ত্র-অগ্নি জ্বলে যেন খদ্যোত আকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর ॥
নাহি দেখি কোন দিক্ পলাইতে পথ।
অপ্রমিত কুরুসৈন্য ভয়েতে আরত ॥
চমৎকার হয়ে ডাকি বলে সর্ব্বসৈন্য।
ধন্য মহাবীর তোর গর্ভধারী ধন্য ॥
এতাদৃশ কর্ম্ম নাহি করে ত্রিভুবনে।
তোমা বিনা এই কর্ম্ম করে কোন জনে ॥
শুনি তবে পার্থবীর পূরে দেবদত্ত।
যাহার শ্রবণে হয় রিপু হীনসত্ত্ব ॥
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন আকর্ণ পূরিয়া।
রথের শ্বেতাশ্ব চারি উঠিল গর্জ্জিয়া ॥
ধ্বজে হনুমান করে ভয়ঙ্কর নাদ।
চারি শব্দে তিনলোক গণিল প্রমাদ ॥
শূন্যেতে বিমানস্থায়ী যত জন ছিল।
ঘোর শব্দে সবে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল ॥
অজ্ঞান হইয়া পড়ে যত কুরুবল।
সৈন্যেতে বেড়িয়া ছিল গোধন সকল ॥

মহাশব্দে ধেনুগণ হইয়া অস্থির।
ভাঙ্গি সৈন্যদল বেগে হইল বাহির ॥
প্রলয় সমুদ্র কিসে রাখিবেক কূলে।
বালিবান্ধে কি করিবে নদীস্রোত-জলে ॥
পুচ্ছ উচ্চ করি ধায় যত গবী সব।
দক্ষিণে বাহির হ'ল করি হাম্বা রব ॥
চরণ শৃঙ্গেতে মর্দ্দি বহু সৈন্যগণ।
বাহির হইল সব মৎস্যের গোধন ॥
গোপগণ প্রতি বলিলেন ধনঞ্জয়।
লয়ে যাহ গরু পূর্ব্বে আছিল যথায় ॥
উত্তরে চাহিয়া তবে বলেন কিরীটী।
গবী মুক্ত করি তব দিলাম বৈরাটি ॥
চিত্তে পাছে কর জিনিলাম সব কুরু।
গৃহেতে লইয়া যাবে আপনার গরু ॥
ভুবনবিজয়ী এই কৌরবের সেনা।
ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম এক এক জনা ॥
শরানলে দহিবারে পারে ভূমণ্ডল।
নাহি জিনি গোধন জীয়ন্তে এ সকল ॥
দূরেতে আছয়ে তেঁই অস্ত্র নাহি মারে।
শীঘ্র রথ লহ মম সৈন্যের ভিতরে ॥
এত শুনি বেগে রথ চালায় উত্তর।
বহু সৈন্য জিনি গেল সৈন্যের ভিতর ॥
যথায় নৃপতি কুরুরাজ দুর্য্যোধন।
তথায় লইল রথ বিরাটনন্দন ॥
দেখিয়া ধাইল সর্ব্ব কুরুসেনাপতি।
নৃপতির রক্ষা হেতু অতি শীঘ্রগতি ॥
সহস্রেক শ্রেষ্ঠ রথী যুদ্ধে দিল মন।
ধাইয়া আসিল বেগে সূর্য্যের নন্দন ॥
সহস্রেক রথী লয়ে কুরুবংশপতি।
দুর্য্যোধন-রক্ষাহেতু ভীষ্ম মহামতি ॥
এক ভিতে নৃপতির ভাই ঊনশত।
আগুলিল পার্থে আসি সহস্রেক রথ ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি মহারথী।
এক ভিতে রক্ষা হেতু রহে কুরুপতি ॥
ভীষণ-দশন হস্তী পর্ব্বত আকার।
মুষল মুদ্গর শুণ্ডে ধরে সবাকার ॥

সহস্র সহস্র মত্ত গজ আগে করি।
আপনি রহিল পাছু নানা অস্ত্র ধরি ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক টঙ্কার।
চতুর্দ্দিকে প্রপূরিল করি মার মার ॥

অর্জ্জুন কর্তৃক উত্তরের নিকট কুরুসৈন্যের পরিচয় প্রদান।

উত্তর বলিল দেব কহিবে আমারে।
কোন কোন যোদ্ধা এই আসিল সমরে।
পার্থ বলিলেন দেখ বিরাটকুমার।
সুবর্ণের বেদি শোভে রথধ্বজে যার ॥
রক্তবর্ণ চারি অশ্ব বহে রথখান।
দ্রোণগুরু কুরুকুলে আচার্য্য-প্রধান ॥
যম সম শত্রু হলে দৃষ্টে করে ভেদ।
অনুপম রণে এই যেন ধনুর্ব্বেদ ॥
নহিল নহিবে হেন বীর অন্য জনে।
সশস্ত্র থাকিলে যিনি অজেয় ভুবনে ॥
ভরদ্বাজ মহামুনি ঘৃতাচী দেখিয়া।
গঙ্গাজলে বীর্য্য তাঁর পড়িল খসিয়া ॥
দ্রোণীমধ্যে সযতনে রাখে তপোধন।
দ্রোণীতে জন্মিল তেঁই নাম হ'ল দ্রোণ ॥
পরশুরামের যত দিব্য বিদ্যা ছিল।
অস্ত্র ধনু সহ বিদ্যা ইহাঁরে সে দিল ॥
তাঁহার দক্ষিণে দেখ তাঁহার অঙ্গজ।
সিংহের লাঙ্গুল শোভে যাঁর রথধ্বজ ॥
কৃপীগর্ভে জন্ম হ'ল কৃপের ভাগিনা।
মৃত্যুপতি ভয়ংকরে অন্য কোন জনা ॥
কাঞ্চনের দণ্ড ধরে কৃপ মহামতি।
শরদ্বান-ঋষি-পুত্র গৌতমের নাতি ॥
শরবনে ভ্রাতৃ ভগ্নী দোঁহে জন্মেছিল।
আমার প্রপিতামহ শান্তনু পুষিল ॥
কৃপ কৃপী নাম দিল শরদ্বান তাত।
আমার বংশেতে গুরু আচার্য্য বিখ্যাত ॥
ওই যে দেখহ উচ্চতর রথধ্বজ।
বিচিত্র কলসধ্বজ শোভে রত্নগজ ॥
সেই রথে বৈকর্ত্তন কর্ণ যার নাম।
সুরাসুরে জানে যার বল অনুপম ॥
জামদগ্ন্য রামের এ শিষ্য প্রিয়তর।
আমার সহিত সদা বাঞ্ছয়ে সমর ॥
করিব মানস তার আজি আমি পূর্ণ।
মম সহ যুদ্ধে আজি গর্ব্ব হবে চূর্ণ ॥
চতুর্দ্দিক সুবেষ্টিত শ্বেত ছত্রগণ।
হের দেখ মহামানী রাজা দুর্য্যোধন ॥
বৈদূর্য্য মুকুতা মণি ধ্বজ মনোহর।
যেই রথধ্বজে চিত্র ধবল কুঞ্জর ॥
তাহার রক্ষার্থে তার নিকটে দেখহ।
ভারত বংশের শ্রেষ্ঠ মম পিতামহ ॥
পঞ্চ গোটা কনকের তাল যাঁর ধ্বজে।
মহাযোদ্ধা শীঘ্রহস্ত সর্ব্বলোকে পূজে ॥
শান্তনুর পুত্র জন্মে গঙ্গার উদরে।
সত্যবতীকন্যা আনি দিলেন বাপেরে ॥
রাজ্য দারা ত্যাগ কৈল বাপের কারণ।
তুষ্ট হয়ে তাহে বর দিল সেইক্ষণ ॥
ইচ্ছামৃত্যু হোক তব সংসার ভিতরে।
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হলে মরে ॥
ভীষ্ম বলি নাম তাঁর ঘোষে ভূমণ্ডলে।
ক্ষত্রকুলান্তক রামে জিনিলেক বলে ॥

অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও পলায়ন।

হেনমতে যত রথ রথী মহাবীরে।
একে একে দেখালেন অর্জ্জুন উত্তরে ॥
পুনরপি উত্তরেরে কহে মহামতি।
কর্ণের সম্মুখে রথ লহ শীঘ্রগতি ॥
আকাশ হইতে শীঘ্র তারা যথা ছুটে।
চালাইয়া দিল রথ কর্ণের নিকটে ॥
কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রথিগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদ্গার।
পরশু ভুষণ্ডী ভিন্দিপাল যে তোমর ॥
বরিষা কালেতে যেন বর্ষে জলধর।
ঝাঁকে ঝাঁকে চতুর্দ্দিকে বরিষে তোমর
পর্ব্বত আকার হস্তী ভীষণ-দশন।
চরণে কম্পিত ক্ষিতি জলদ গর্জ্জন ॥

দেখিয়া হাসিয়া বীর কুন্তীর নন্দন।
দিব্য অস্ত্র গাণ্ডীবেতে যোড়েন তখন ॥
না হতে নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজাল করি প্রপূরিল দিক্‌পাশ ॥
বরিষা কালেতে যেন বরিষয়ে মেঘে।
দিনকর তেজ যেন সর্ব্বঠাঁই লাগে ॥
পদাতি কুঞ্জর রথী যত হয়গণ।
করেন জর্জ্জর বিন্ধি ইন্দ্রের নন্দন ॥
চালায় সারথি রথ অতি বিচক্ষণ।
বাতাধিক মনোজব জিনিয়া খঞ্জন ॥
ক্ষণে বামে ক্ষণে দক্ষে আগে পিছে ছুটে।
ভূমিতে ক্ষণেক পড়ে ক্ষণে শূন্যে উঠে ॥
ক্ষণেক ভিতরে যায় ক্ষণেক বাহির।
রথবেগে পড়ি গেল বহু মহাবীর ॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে।
নাগে নাগান্তক যেন মারে কুতূহলে ॥
কাটিল রথের ধ্বজ সারথি সহিত।
খণ্ড খণ্ড হয়ে ক্রমে পড়ে চতুর্ভিত ॥
ধনুক সহিত বাম হাত ফেলে কাটি।
বুকে বাজি পড়ে কেহ কামড়ায় মাটি ॥
অস্ত্রানলে দগ্ধ কেহ করে ছট্‌ফটি।
কাটিয়া ফেলিল কারো দন্ত দুই পাটী ॥
শ্রবণ নাসিকা গেল দেখি বিপরীত।
কাটিয়া ফেলেন মুণ্ড কুণ্ডল সহিত ॥
মধ্যদেশ কাটি পড়ে কত কত বীর।
অস্ত্রাঘাতে কোন রথী উভে হ'ল চীর ॥
কাটিল রথের ধ্বজ করি খণ্ড খণ্ড।
মধ্য চক্রে কাটিলেন সারথির মুণ্ড ॥
তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে মত্ত কুঞ্জর সকল।
আর্ত্তনাদ করি পড়ে মন্থি বহু দল ॥
চক্রাকারে ভ্রমি পড়ে ভূমে দিয়া দন্ত।
পেটেতে বাজিল কার বাহিরায় অন্ত্র ॥
এই মত মহামার করিল ফাল্গুনী।
সকল সৈন্যেরে বিন্ধি করিল চালনি ॥
দুই দুই অঙ্গুলী অন্তরে অঙ্গ ছেদি।
পড়িল সকল সৈন্য রক্তে বহে নদী ॥
বিচিত্র হইল শোভা ধরণীর তলে।
অশোক কিংশুক যেন বসন্তের কালে ॥
একেশ্বর ধনঞ্জয় কুরুসৈন্য দলি।
মহাবাতাঘাতে যেন পড়িল কদলী ॥
কালাগ্নি সমান শিক্ষা দেখি পার্থ বীরে।
চক্ষু মেলি কার শক্তি চাহিবারে পারে ॥
মারিয়া সকল সৈন্য পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চালাইয়া দেন রথ কর্ণের উপর ॥
কর্ণের অনুজ ছিল বিকর্ণ নামেতে।
আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে ॥
হাসেন অর্জ্জুন বীর দেখিয়া বিকর্ণ।
ভুজঙ্গে পাইল যেন বুভুক্ষু সুপর্ণ ॥
দুই বাণে ধ্বজ ধনু কাটিয়া তাহার।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটিলেন মুণ্ড তার ॥
বিকর্ণ পড়িল দেখি কর্ণে হ'ল ক্রোধ।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ যায় মহাযোধ ॥
সিংহ দেখি সিংহ যেন করয়ে গর্জ্জন।
দুই মত্ত হস্তী যেন হস্তিনী কারণ ॥
চিরকাল স্ববাঞ্ছিত মিলাইল বিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি ॥
দোঁহা দেখি দোঁহাকার হইল হরষ।
কর্ণে চাহি ধনঞ্জয় বলেন কর্কশ ॥
রাধাসুত ত্যজ গর্ব্ব ত্যজ সিংহনাদ।
আজি তোর ঘুচাইব সংগ্রামের সাধ ॥
তোমারে মারিব সবে দেখুক নয়নে।
নিস্তেজ করিব আজি রাজা দুর্য্যোধনে ॥
যখন কপটে দুষ্ট খেলাইল পাশা।
মনে জাগে যত কিছু কৈল কটুভাষা ॥
সেই সব আজি তোরে করাব স্মরণ।
বহু দিনে তব সহ হ'ল দরশন ॥
হাসিয়া বলিল কর্ণ দৈব বলবান্।
যারে খুঁজি সেই জন এল বিদ্যমান ॥
তোরে মারি পাণ্ডবের দর্প করি চূর্ণ।
দুর্য্যোধনের মনোরথ করিব যে পূর্ণ ॥
এত বলি কর্ণ বীর পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে প্রহারিল দশ বাণ ॥

গাণ্ডীব ধনুকে চারি চারি অশ্বে চারি।
দুই ভুজে উত্তরের দুই অস্ত্র মারি॥
ছাড়েন বিংশতি বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
দশ অস্ত্রে কর্ণ বীর কাটে সেইক্ষণ॥
পুনঃ ষড়বিংশ বাণ ছাড়েন কিরীটী।
সেই অস্ত্র কর্ণ বীর ফেলাইল কাটি॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ এড়ে পঞ্চ বাণ।
অর্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন দশ খান॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র মারে যেবা যত জানে।
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে মেঘগণে॥
বজ্রের প্রহারে যেন পড়য়ে ঝঞ্ঝনা।
ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি করে আগুনের কণা॥
বাঁশবনে অগ্নি দিলে যথা শব্দ উঠে।
চট চট শব্দে অঙ্গে তথা অস্ত্র ফুটে॥
ঘন শঙ্খ পূরে ঘন ঘন হুহুঙ্কার।
শব্দেতে পূরিল ক্ষিতি ধনুক টঙ্কার॥
সহস্র সহস্র বাণ একবারে এড়ে।
অন্ধকার করি দোঁহাকার গায় পড়ে॥
দোঁহে অস্ত্র নিবারিছে রণে বিচক্ষণ।
বায়ুতে উড়ায় যেন মেঘ বরিষণ॥
সাধু কর্ণ বলি ডাকে যত কুরুবল।
সাধু পার্থ বলি ডাকে অমর সকল॥
ক্রোধে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান।
কাটিয়া কর্ণের ধ্বজ করে খান খান॥
চারি অশ্ব কাটি তবে কাটে ধনুর্গুণ।
সারথির মাথা তবে কাটেন অর্জ্জুন॥
কর্ণেরে বিরথী করি পার্থ মহাবল।
ভীষ্ম দ্রোণে চাহি তবে হাসে খল খল॥
শীঘ্রতর আর রথ যোগায় সারথি।
আর ধনুকেতে গুণ দিল শীঘ্রগতি॥
লজ্জিত হইয়া কর্ণ সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র সহস্র সর্প পার্থে গিয়া বেড়ে॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেন বীর ধনঞ্জয়।
দশদিক মহাতেজ ধরে অগ্নিময়॥

যেমত প্রলয় কালে সংহারিতে সৃষ্টি।
ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্যে হ'ল হুতাশন বৃষ্টি॥
পলায় সকল সৈন্য কেহ নাহি রয়।
মেঘবাণে নিবারিল সূর্য্যের তনয়॥
ঘোরমেঘে বর্ষে যেন মুষলের ধার।
বায়ু অস্ত্রে উড়ালেন ইন্দ্রের কুমার॥
হাসিয়া গন্ধর্ব্ব বাণ এড়েন বিজয়।
সকল সৈন্যের মধ্যে হ'ল পার্থময়॥
রথে রথে গজে গজে হ'ল মারামারি।
পড়িল অনেক সৈন্য হানাহানি করি॥
এই মত দুই বীরে করিল সংগ্রাম।
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না করে বিশ্রাম॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত কেহ নহে ঊন।
দৈববলে বলাধিক হইল অর্জ্জুন॥
ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র পূরিয়া সন্ধান।
একেবারে ছাড়িলেন অষ্টগোটা বাণ॥
দুই দুই ভুজে বক্ষে যুগল ললাটে।
ব্রহ্মভেদি চর্ম্ম ছেদি অঙ্গে অস্ত্র ফুটে॥
ফুটিয়া কর্ণের অঙ্গে বহিল শোণিত।
রথেতে পড়িল কর্ণ হইয়া মূর্চ্ছিত॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ সম্বরেন বাণ।
রথ লয়ে সারথি যে হ'ল পাছুআন॥
কর্ণ ভঙ্গ দেখি তবে যত কুরুশূর।
বেড়িল অর্জ্জুনে আসি হয়ে শতপুর॥
পদাতি মাতঙ্গ রথ রথী অতি বেগে।
নানা অস্ত্র-শস্ত্র তারা ফেলে চতুর্দ্দিকে॥
পর্ব্বত আকার হস্তিগণ যূথে যূথ।
পার্থোপরে টোয়াইয়া দিলেক মাহুত॥
হাসিয়া গন্ধর্ব্ববাণ ছাড়েন কিরীটী।
পার্থরূপী মহাবীর সর্ব্বসৈন্য ঘুঁটি॥
আত্ম আত্ম সৈন্য ক্রমে হয় মারামারি।
পড়িল অনেক সৈন্য আর্ত্তনাদ করি॥
রথধ্বজ পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
মুকুট কুণ্ডল হার নানা রত্ন মণি॥
সারি সারি পড়ে হস্তী কত রথধ্বজ।
পড়িল দীঘলদন্ত লক্ষ লক্ষ গজ॥

মেঘ চাপ দেখি যেন পর্ব্বত উপরে।
পড়িল মাতঙ্গযুথ দারুণ প্রহারে॥
যেন মহাবাতে নিবারিল মেঘমালা।
সমুদ্র-লহরী যেন নিবারিল ভেলা॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধুজল।
একাকী অর্জ্জুন মথিলেন কুরুবল॥
যে ছিল পলায় সবে লইয়া পরাণ।
অর্জ্জুনে দেখয়ে যেন শমন সমান॥
দেখিয়া বিরাট-পুত্র মানিল বিস্ময়।
কৃতাঞ্জলি হয়ে তবে পার্থ প্রতি কয়॥
এ তিন ভুবনে এই অদ্ভুত কাহিনী।
চক্ষে কি দেখিব কভু কর্ণে নাহি শুনি॥
পূর্ব্বে যে তোমার কর্ম্ম শুনিনু শ্রবণে।
সাক্ষাতে দেখিনু তাহা আপন নয়নে॥
ক্ষত্র হয়ে হেন জন নহিবে নহিল।
তোমার সারথি হৈনু পূর্ব্বভাগ্য ছিল॥
এখন আমারে আজ্ঞা কর মহাশয়।
কোন ভিতে চালাইয়া দিব রথ হয়॥
হাসিয়া কহেন পার্থ কি কহ উত্তর।
কি দেখিলে এখনি কি হইল সমর॥
দুস্তর সাগরবত এ কৌরবসেনা।
পার নাহি হইয়াছ তার এক জনা॥
হের দেখ নীলবর্ণ যে ধ্বজ-পতাকা।
কৃপাচার্য্য উনি হন মম পিতৃসখা॥
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে॥
সপ্তকুম্ভ কমণ্ডলু ধ্বজ যাঁর রথে।
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার অগ্রেতে॥
কুরুবংশগুরু তেঁই দ্রোণাচার্য্য নাম।
চিরদিনে ভেটিলাম করিব প্রণাম॥
যদি গুরুদেব মোরে করেন প্রহার।
আমিহ মারিব তবে নাহিক বিচার॥
তাঁর পাছে অশ্বত্থামা রাজা দুর্য্যোধন।
তথা রথ লহ মম বিরাটনন্দন॥
যে রথে বেষ্টিত শ্বেত ছত্র সারি সারি।
যত রাজগণ আগে যোড়হাত করি॥
অমরকুলের যথা কর্ত্তা পিতামহ।
আমার কুলের তেন ইহাঁরে জানহ॥
যত রাজা পৃথিবীর পায় করে পূজা।
মম পিতৃ-জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম মহাতেজা॥
তথাপিহ বশ তেঁই কুরু নৃপতির।
এই হেতু বড় ভয়ে কাঁপিছে শরীর॥
দুর্য্যোধন রক্ষা হেতু যদি করে রণ।
কিমতে তাহার অঙ্গে করিব ঘাতন॥
অতি বড় দয়া তাঁর আমা পঞ্চ জনে।
পিতৃশোক না জানিনু তাঁহার পালনে॥
নির্দ্দয় ক্ষত্রিয় জাতি নাহি উপরোধ।
পরাপর নাহি জ্ঞান যুদ্ধে হলে ক্রোধ॥
বেদব্যাস বিমন্থন করি বেদসিন্ধু।
জগতের হিতে জন্মালেন ভারতেন্দু॥
অজ্ঞান-জড়তা-অন্ধজনের কারণে।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত হয় যাহার শ্রবণে॥
অতিশয় ক্লেশে বিরচিল মুনি ব্যাস।
মনোগত অন্ধকার হয়ত বিনাশ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির ছন্দে।
পীয়ে সাধু জন নিঙ্গড়িয়া সেই ছান্দে॥

সংগ্রামস্থলে দেবগণের আগমন।

একা পার্থ মহাযুদ্ধ করিল কৌরবে।
দেখিবারে সুরাসুর আসিলেন সবে॥
হংসপৃষ্ঠে অষ্ট দৃষ্টে চাহে প্রজাপতি।
বৃষারূঢ় শশিচূড় ভূষণ বিভূতি॥
গজস্কন্ধে সুরবৃন্দে আসিল সুরেন্দ্র।
রবি করি সঙ্গে শৌরি সহ গ্রহবৃন্দ॥
বায়ু মৃগে অগ্নি ছাগে নরে বৈশ্রবণ।
মৎস্যোপর জলেশ্বর মহিষে শমন॥
সিংহ শিখী মূষে থাকি সপুত্র পার্ব্বতী।
অষ্টবসু কোলে শিশু ষষ্ঠী অরুন্ধতী॥
কাদ্রবেয় বৈনতেয় অশ্বিনীকুমার।
শুনি রস চতুর্দ্দশ মর্ত্ত্যে আগুসার॥
স্বায়ম্ভুব আদি সব এল প্রজাপতি।
হৃষ্টমন সর্ব্বজন আসিলেন ক্ষিতি॥

যক্ষেশ্বর বিদ্যাধর কিন্নর অপ্সরী।
নানা বাদ্যে সভামধ্যে নৃত্য গীত করি॥
দিব্যগন্ধ মন্দ মন্দ বায়ুতে পূরিল।
যত দেব মিলি সব পুষ্পবৃষ্টি কৈল॥
পুষ্পগন্ধে ক্ষত্রবৃন্দে বাড়িল মত্ততা।
কাশীরাম মৃদুভাষ শ্রুতিসুখদাতা॥

অর্জ্জুনের সহিত কৃপাচার্য্যের যুদ্ধ ও পলায়ন।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বিরাটনন্দন।
বায়ুবেগে নিল রথ কৃপের সদন॥
প্রদক্ষিণ করি ক্রমে সব সৈন্যগণ।
মৎস্য যেন জালমধ্যে করিয়া বন্ধন॥
কৃপের সম্মুখে রথ লইল বৈরাটী।
দেবদত্ত শঙ্খনাদ করেন কিরীটী॥
গজ যেন রোষে শুনি গজের গর্জ্জন।
কুপিল গৌতম শুনি শঙ্খের নিস্বন॥
আগু হয়ে আপনার শঙ্খ বাজাইল।
দুই শঙ্খ নিনাদেতে ত্রিলোক কাঁপিল॥
ক্রোধে কৃপাচার্য্য যেন জ্বলিয়া উঠিল।
আকর্ণ পূরিয়া ধনুগুর্ণ টঙ্কারিল॥
দশ বাণ প্রহারিল অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দশ বাণ কাটি বীর করে কুড়িখান।
তবে দিব্য অস্ত্র পার্থ করেন সন্ধান॥
জ্বলদগ্নি সম অস্ত্র দেখি লাগে ভয়।
বাণাঘাতে আচার্য্যের কম্পিত হৃদয়॥
বিচলিতাসন দেখি কৃপাচার্য্যে ব্যস্ত।
গৌরব করিয়া পার্থ না মারেন অস্ত্র॥
ক্ষণেকে পাইয়া ধৈর্য্য নিল ধনুর্ব্বাণ।
অর্জ্জুন উপরে অস্ত্র করিল সন্ধান॥
না মারিতে অস্ত্র পার্থ এড়িলেন বাণ।
কৃপের ধনুক করিলেন খান খান॥
আর অস্ত্রে কাটিলেন অঙ্গের কবচ।
অঙ্গ হতে খসে যেন সর্প-জীর্ণ-ত্বচ॥
পুনঃ আর ধনু কৃপ লইলেন হাতে।
সেইক্ষণে দিল গুণ চক্ষু পালটিতে॥
গুণ দিয়া বাণ বীর করিল সন্ধান।
সেই ধনু কাটি করিলেন খান খান॥
পুনঃ কৃপ দিব্য ধনু লইলেন হাতে।
সে ধনু কাটেন পার্থ গুণ নাহি দিতে॥
দেখিয়া গৌতম যেন অগ্নি হেন জ্বলে।
কাটা ধনু ফেলাইয়া দিল ভূমিতলে॥
শক্তি এক তুলি নিল ভীষণ-দর্শন।
নানা রত্ন ভূষা যেন দীপ্ত হুতাশন॥
ছাড়িলেক শক্তি আসে হয়ে শব্দবান।
অর্দ্ধপথে পার্থ তাহা করেন দুখান॥
দিব্যাস্ত্র সন্ধান করি তবে ধনঞ্জয়।
কাটিলেন কৃপের রথের চারি হয়॥
ছয় বাণে কাটি তবে ফেলে শরতূণ।
সারথির মাথা কাটি ফেলেন অর্জ্জুন॥
সারথিমুকুট হয় রথ হ'ল ছিন্ন।
চতুর্দ্দিকে কুরুগণ হ'ল ছিন্ন ভিন্ন॥
চাহিয়া দেখিল কৃপ কিছু নাহি পাশে
হাতে গদা লয়ে তবে আসে ক্রোধবশে
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করেন সন্ধান।
হাতের গদাতে মারিলেন দশ বাণ॥
খণ্ড খণ্ড করি ফেলিলেন গদা কাটি।
সব গদা গেল শুধু রহে বজ্রমুষ্টি॥
বিবস্ত্র নিরস্ত্র কৃপ সর্ব্বাঙ্গ বিকল।
পরিধান ধুতী আর উত্তরী কেবল॥
করযোড়ে বলিলেন কুন্তীর নন্দন।
এ বেশে আচার্য্য কোথা করিছ গমন।
অম্বরে অমরবৃন্দ দেখিছে কৌতুক।
লাজে শরদ্বানপুত্র হন অধোমুখ॥
চতুর্দ্দিক হতে তবে আসে যোদ্ধাগণ।
রথে চড়াইয়া কৃপে করিল গমন॥

দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ ও পরাভব।

কৃপাচার্য্য-ভঙ্গ যদি হইল সমরে।
অর্জ্জুন বলেন তবে বিরাটকুমারে॥
রক্তবর্ণ চারি ঘোড়া যোড়া যেই রথে।
শীঘ্র রথ লহ মোর তাহার অগ্রেতে॥

শুনিয়া বিরাটপুত্র বায়ুসম বেগে ।
চালাইয়া দিল রথ দ্রোণাচার্য্য-আগে ।।
নিকটে দেখিয়া দ্রোণ অর্জ্জুনের রথ ।
আগু বাড়ি নিজে গুরু আসে কত পথ ।
গুরু দেখি পার্থ অস্ত্র যুড়েন যুগল ।।
দুই অস্ত্র পড়ে গিয়া দুই পদতল ।।
আচার্য্য যুগল অস্ত্র এড়িল তখন ।
দুই ভুজে ধরি পার্থে কৈল আলিঙ্গন ।।
কর যুড়ি গুরুদেবে বলে ধনঞ্জয় ।
যুদ্ধসজ্জা কি কারণে দেখি মহাশয় ।।
কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে আপনে ।
আমারে মারিবে অস্ত্র হেন লয় মনে ।।
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার পালিত ।
কোন দোষে তব পায় নহি যে দোষিত ।।
পাশাকালে কথা তুমি জানহ আপনে ।
কপটে যতেক দুঃখ দিল দুষ্টগণে ।।
দ্বাদশ বৎসর বনে বঞ্চিলাম ক্লেশে ।
অজ্ঞাত বঞ্চিনু এক বর্ষ ক্লীববেশে ।।
এ কষ্টের হেতু যেই বৈরী দুষ্টগণ ।
এত দিনে পাইলাম তার দরশন ।।
যথোচিত ফল আজি দিব আমি তারে ।
দুঃখ নিবেদন এই করিনু তোমারে ।।
ইহাতে আপনি প্রভু না করিবে ক্রোধ ।
তুমি কোপ করিলে না করি উপরোধ ।।
আজ্ঞা কর একভিতে লহ নিজ রথ ।
দুর্য্যোধনে ভেটি গিয়ে ছাড়ি দেহ পথ ।।
হাসিয়া বলিল দ্রোণ এ কোন উচিত ।
কৌরবের সেনাগণ আমার রক্ষিত ।।
মম অগ্রে কৌরবেরে করিবে ঘাতন ।
কিমতে দাঁড়ায়ে আমি করিব দর্শন ।।
পার্থ বলে পাছে দোষ না দিও আমায় ।
তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায় ।
এত শুনি গুরু ক্রোধে হয়ে হুতাশন ।
আকর্ণ পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ ।।
তিন শত অস্ত্র মারে অর্জ্জুন উপর ।
কাটিয়া অর্জ্জুন বীর ফেলিলেন শর ।।
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রোধে গুরুতর ।
অর্জ্জুনে মারিল পুনঃ সহস্র তোমর ।।
অন্ধকার করি যায় গগনমণ্ডলে ।
শরদের কালে যেন হংসপংক্তি চলে ।।
দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান ।
কাটিয়া ফেলেন যত আচার্য্যের বাণ ।।
পুনঃ দিব্য অস্ত্র গুরু মন্ত্রে অভিষেকি ।
সম্বর সম্বর বলে অর্জ্জুনেরে ডাকি ।।
আকাশে উঠিল অস্ত্র যেন দিবাকর ।
মুখ হতে বৃষ্টি হয় মুষল মুদ্গার ।।
পরশু তোমর জাঠি নাহি লেখা জোখা ।
চতুর্দ্দিকে পড়ে যেন জ্বলন্ত উলকা ।।
অস্ত্র এড়ি দ্রোণাচার্য্য ব্যথিত হৃদয় ।
ডাকিয়া বলিল সম্বরহ ধনঞ্জয় ।।
দেখিয়া অর্জ্জুন বাণ এড়েন গান্ধর্ব্ব ।
নিমেষেকে নিবারেন গুরু-অস্ত্র সর্ব্ব ।।
দোঁহে দিব্য শিক্ষা বাণ না করে বিশ্রাম ।
গুরু শিষ্যে এই মত হইল সংগ্রাম ।।
ক্রোধে গুরু পঞ্চ বাণ মারে কপিধ্বজে ।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে ।।
পুনঃ দিব্য বাণ পূরে গুরুদেব দ্রোণ ।
গগন ছাইয়া কৈল অস্ত্র বরিষণ ।।
না দেখি বানরধ্বজ সারথি অর্জ্জুন ।
মেঘে যেন আচ্ছাদিল না দেখি অরুণ ।।
দ্রোণের বিক্রমে উল্লাসিত দুর্য্যোধন ।
নিমেষেকে অস্ত্র তার কাটেন অর্জ্জুন ।।
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করিয়া সন্ধান ।
আচার্য্যেরে মারিলেন সহস্রেক বাণ ।।
সহস্র সহস্র বাণ আচার্য্য মারিল ।
দুই অস্ত্রে গগনেতে মহাশব্দ হ'ল ।।
ঢাকিল সূর্য্যের তেজঃ ছাইল আকাশ ।
অন্ধকার হ'ল সূর্য্য রুধিল বাতাস ।।
অস্ত্র অস্ত্র ঘরিষণে হ'ল উল্কা-বৃষ্টি ।
অমর ভুজঙ্গ নর চাহে এক দৃষ্টি ।।
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ ।
সাধু দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজের নন্দন ।।

যাহার শিক্ষিত বিদ্যা অদ্ভুত দর্শন।
যার শিষ্য ধনঞ্জয় জয়ী ত্রিভুবন ॥
তবে পার্থ ইন্দ্র-অস্ত্র যোড়েন গাণ্ডীবে।
সহস্র সহস্র বাণ যাহাতে প্রসবে ॥
মন্ত্রে অভিষেকি বাণ মারেন তখন।
চক্ষুর নিমেষে সব ছাইল গগন ॥
যেন মহাদাবাগ্নিতে বেড়িল পর্ব্বত।
অস্ত্র-অগ্নি আচ্ছাদিল নাহি দেখি পথ ॥
অগ্নিতে বেড়িল দ্রোণে নাহি দেখি আর
যতেক কৌরব বল করে হাহাকার ॥
সাধু ধনঞ্জয় বলি ডাকে দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুম কত করে বরিষণ ॥
বাপের সঙ্কট দেখি অশ্বত্থামা বেগে।
জনকে করিয়া পাছে হ'ল পার্থ-আগে ॥

অশ্বত্থামার যুদ্ধ।

যেই বেগে হ'ল আগে দ্রোণের তনয়।
ধ্বজ কাটি ফেলিলেন বীর ধনঞ্জয় ॥
অশ্বত্থামা আগে পড়ে কাটা রথচূড়া।
না করিতে রণ আগে রথ হ'ল মুড়া ॥
লজ্জিত হইয়া ক্রোধে দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন মুষলের ধারে।
সেই মত অস্ত্রবৃষ্টি করে পার্থোপরে ॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান অস্ত্রে আচ্ছাদিল।
থাকুক অন্যের কাজ পবন রুধিল ॥
অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের যুদ্ধ অনুপম।
যেন ইন্দ্র বৃত্রাসুর রাবণ শ্রীরাম ॥
পূর্ব্বে যথা যুদ্ধ হ'ল দেবতা অসুর।
দোঁহার ধনুক ঘোষে কম্পে তিন পুর ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি নাহি লেখা জোখা।
অস্ত্র বিনা রণমধ্যে অন্য নাহি দেখা ॥
চট্ চট্ শব্দ উঠে কর্ণে লাগে তালি।
দোঁহা অস্ত্র দোঁহে কাটে দোঁহে মহাবলী।
বিচিত্র চালায় রথ উত্তর সারথি।
চক্রবৎ ভ্রমে যেন বায়ুসম গতি ॥

অর্জ্জুনের ছিদ্র দ্রৌণী চিন্তিয়া অন্তরে।
গাণ্ডীব ধনুক চাহে কাটিবার তরে ॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য ধনু দেবের নির্ম্মাণ।
কি করিতে পারে তাহা মানুষ-পরাণ ॥
মহাক্রোধে অশ্বত্থামা হইয়া ক্রোধিত।
সপ্তচত্বারিংশ শর মারিল ত্বরিত ॥
ধনুকে বিংশতি ধনুর্গুণে সপ্ত শর।
কপিধ্বজে দশ দশ উত্তর উপর ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন শরবৃষ্টি।
প্রলয়ের কালে যেন সংহারিতে সৃষ্টি ॥
কভু দক্ষ হস্তে বিন্ধে কভু বিন্ধে বামে।
এই মত শরবৃষ্টি করিলেন ক্রমে ॥
অক্ষয় পার্থের তূণ পূর্ণ অস্ত্রময়।
যত বিন্ধে তত হয় নাহি তার ক্ষয় ॥
সেই মত দ্রোণপুত্র অস্ত্রবৃষ্টি কৈল।
দোঁহাকার শরজালে পৃথিবী ঢাকিল ॥
সহস্র সহস্র অস্ত্র মারে পুনঃপুনঃ।
দ্রৌণীর হইল ক্রমে শরশূন্য তূণ ॥

কর্ণের পুনঃ যুদ্ধ ও পলায়ন।

রণমধ্যে অশ্বত্থামা নিরস্ত্র হইল।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র ক্রোধেতে ধাইল ॥
বিজয় নামেতে ধনু ভৃগুপতি-দত্ত।
আকর্ণ পূরিয়া ধায় যেন গজ মত্ত ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর ছাড়িয়া দ্রৌণীরে।
সম্মুখে দেখিয়া কর্ণে কহিছেন তারে ॥
ক্রোধে কন ধনঞ্জয় চক্ষু রক্তবর্ণ।
হে রাধেয় মূঢ়মতি সূতপুত্র কর্ণ ॥
সতত কহিস্ করি মহা অহঙ্কার।
পৃথিবীতে বীর নাহি সমান আমার ॥
তাহার পরীক্ষা আজি করিব এক্ষণে।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কুরুবীরগণে ॥
সভামধ্যে বসি যত কৈলে অহঙ্কার।
ক্ষত্র হয়ে প্রাণে তাহা সহিবে কাহার ॥
দ্রৌপদীর অপমান যতেক করিলি।
না জানিস সেই সব পাসরিল বলি ॥

ধর্ম্মপাশে বন্দী আছিলাম সেই কালে।
সকল সহিনু কষ্ট যতেক করিলে ।।
অগ্নিসম অঙ্গমাঝে দহিছে সে ক্লেশ।
অরণ্যের মহাকষ্ট অজ্ঞাত বিশেষ ।।
আজি তোরে দিব আমি সমুচিত ফল।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কৌরব সকল ।।
এত শুনি কহে তবে কর্ণ মহাবীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় শরীর ।।
যে কহিলে ধনঞ্জয় কর শীঘ্রগতি।
যত পরাক্রম তোর যতেক শকতি ।।
পাশাকালে দ্রৌপদীর যত অপমান।
মনে মনে আজি তাহা অন্তরেই জান ।।
দ্রোণ-স্থানে ইন্দ্র-স্থানে যে অস্ত্র পাইলি
যে পার করহ শীঘ্র এই তোরে বলি ।।
ইন্দ্র আদি সঙ্গে করি যদি আসিস্ রণে।
বাহুড়িয়া যাবি হেন না করিহ মনে ।।
এত শুনি হাসি হাসি বলে ধনঞ্জয়।
লজ্জা যার থাকে সে কি হেন কথা কয়।
এই ক্ষণে পূর্ণ নাহি হইতে প্রহর।
বিদ্যমানে কাটিলাম তোর সহোদর ।।
ভঙ্গ দিয়া পলাইলি লইয়া জীবন।
কোন মুখে কহ পুনঃ এ দর্পবচন ।।
যাহা কহ নহ শক্য করিতে সে কাজ।
সভামধ্যে কহিতে না বাস তুমি লাজ ।।
এত বলি ধনঞ্জয় যুড়িলেন বাণ।
কর্ণোপরি মারিলেন বজ্রের সমান ।।
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল কর্ণ মহাবল।
কুলেতে নিবৃত্ত যেন হয় সিন্ধুজল ।।
তবে দিব্য পঞ্চ বাণ মারিল অর্জ্জুন।
ফেলিল কর্ণের কাটি ধনুকের গুণ ।।
আর গুণ চড়াইল সংগ্রামে নিপুণ।
সে গুণ কাটিয়া তবে ফেলেন অর্জ্জুন ।।
গুণ চড়াইতে কাটিলেন ধনঞ্জয়।
ধনু ছাড়ি শক্তি নিল সূর্য্যের তনয় ।।
এড়িলেক শক্তিগোটা, সূর্য্য সম জ্বলে।
মহাশব্দ করি আসে গগনমণ্ডলে ।।

অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া পার্থ করি খণ্ড খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড ।।
কাটিলেন মত্ত হস্তিধ্বজ শোভাকার।
দেখিয়া কৌরব সৈন্য করে হাহাকার ।।
কর্ণের সহায় ছিল বহু রথিগণ।
অর্জ্জুনে বেড়িয়া করে বাণ বরিষণ ।।
কাটিয়া সকল বাণ পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে মারিলেন সহায় সকল ।।
দিব্য বাণ এড়িলেন পার্থ মহাচণ্ড।
কর্ণের কবচ কাটি করে খণ্ড খণ্ড ।।
আঘাতে ব্যথিত হয়ে তবে অঙ্গনাথ।
চিন্তিয়া দেখিল আর অস্ত্র নাহি সাথ ।।
বিশেষে অর্জ্জুন-বাণে শরীর পীড়িল।
রণ ত্যজি কর্ণ বীর পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল ।।
কর্ণ যদি ভঙ্গ দিল সংগ্রাম-ভিতর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত কুরুবর ।।
পলায় দুর্ম্মুখ বিবিংশতি মহাবল।
চিত্রসেন বেগে ধায় শকুনি সৌবল ।।
শকুনি পলায়ে যায় অর্জ্জুনের আগে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রথ চালালেন বেগে ।।
শকুনিরে আগুলিয়া রহাইল রথ।
ফাঁফর সৌবল পলাইতে নাহি পথ ।।
মুখেতে উড়িল ধূলা নাহি সরে কথা।
অর্জ্জুনে দেখিয়া দুষ্ট হেঁট করে মাথা ।।
অর্জ্জুন বলেন কোথা পলাহ মাতুল।
আমার যতেক কষ্ট তুমি তার মূল ।।
তোমারে মারিলে হয় দুঃখ বিমোচন।
কপট পাশার হও তুমিই কারণ ।।
তোমায় আমায় আজি খেলাইব পাশা।
নিঃশব্দ হইলে কেন নাহি কহ ভাষা ।।
ধনুক করিব পাশা অস্ত্রগণ অক্ষ।
মস্তক করিব সারি যত তোর পক্ষ ।।
তুমি সে কৌরবকুলে দুষ্ট-বুদ্ধিদাতা।
সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যদি কাটি তোর মাথা ।।
চিন্তিয়া শকুনি কহে করিয়া উপায়।
যতেক কহিলে তাত তোরে না যুয়ায় ।।

তোমার শকতি আমা না পার মারিতে।
আমার প্রতিজ্ঞা সহদেবের সহিতে ॥
অবধ্য তোমার শত্রু জানহ আপনে।
অঙ্গে ঘাত করিতে না পার কদাচনে ॥
আমার প্রতিজ্ঞা তুমি জান ভালমতে।
অস্ত্রাঘাতে পারি ক্ষিতি দহন করিতে ॥
আমার সাক্ষাতে যুদ্ধে রবে কোন জন।
প্রাণ লয়ে শীঘ্রগতি পলাহ অর্জ্জুন ॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয়ে মারে।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে অর্জ্জুন উপরে ॥
শুনিয়া পার্থের হৃদে হইল স্মরণ।
প্রতিজ্ঞা করেছে পূর্ব্বে মাদ্রীর নন্দন ॥
চিন্তিয়া অর্জ্জুন অস্ত্র মারে বেড়াপাক।
রথ ফিরে শকুনির কুমারের চাক ॥
ভ্রমাইয়া লয়ে গেল রজকের গৃহে।
খরপৃষ্ঠে চাপাইয়া বান্ধিলেক তাহে ॥
অদ্ভুত দেখে যে দূরে কুরুবীরগণ।
চক্রাকার ভ্রমি ঘূরে সুবলনন্দন ॥
বিপাক দেখিয়া শকুনির লোকে হাসে।
আর যত কুরুসৈন্য পলায় তরাসে ॥
ঊর্দ্ধশ্বাস হীনবাস ধায় সব বীর।
ভীষ্মের চরণে গিয়ে রাখয়ে শরীর ॥

ভীষ্মের যুদ্ধ ও পলায়ন।

উত্তরে চাহিয়া বলিলেন ধনঞ্জয়।
এথা হতে লহ রথ বিরাটতনয় ॥
ভয়েতে আবৃত হয়ে সকলে পলায়।
ভয়ার্ত্ত জনেরে মারিবারে না যুয়ায় ॥
ক্ষুদ্রজীবী হীনবলে মারি কোন কর্ম্ম।
বিশেষে ভয়ার্ত্ত জনে মারিলে অধর্ম্ম।
যথায় শান্তনুপুত্র ভীষ্ম পিতামহ।
শীঘ্র তাঁর সন্নিধানে মম রথ লহ ॥
তাঁহার রক্ষিত সব কৌরবের সেনা।
তাঁহারে জিনিলে হবে জিনি সর্ব্বজনা।
উত্তর বলিল মোর শক্তি নাহি আর।
কিমতে রথের অশ্ব চালাব তোমার ॥
হের দেখ অঙ্গ মোর হইল বিবর্ণ।
শব্দেতে বধির দেখ হ'ল মম কর্ণ ॥
কুম্ভকারচক্র প্রায় ভ্রমে মোর মনে।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান না দেখি নয়নে ॥
তোমার গর্জ্জন আর মহা হুহুঙ্কার।
বিপরীত শব্দ তব ধনুক-টঙ্কার ॥
শরীরের রক্ত মোর হ'ল জলবৎ।
দিগ্‌গণ ভ্রমিছে যেন নাহি দেখি পথ ॥
বিশেষে তোমার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী।
দেখিবার থাক কভু কর্ণে নাহি শুনি ॥
কখন আদান কর কখন সন্ধান।
লক্ষিতে না পারি তুমি কারে ছাড় বাণ ॥
অনুক্ষণ দেখি ধনু মণ্ডল আকার।
শত হস্ত হয় চিত্তে লাগয়ে আমার ॥
পূর্ব্বের সে রূপ তব নাহিক এখন।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি ভীত হয় মন ॥
শীঘ্র কর মহাবীর ইহার উপায়।
কহিনু নিশ্চয় মোর প্রাণ বাহিরায় ॥
পার্থ বলে কি কহিছ বিরাটকুমার।
ক্ষত্রিয়-লক্ষণ কিছু না দেখি তোমার ॥
সমূহ শত্রুর মাঝে কহিস্ এমত।
কি উপায় আছে ইথে কে চালাবে রথ।
স্থির হও ত্যজ ভয় ধর অশ্বদড়ি।
চাপিয়া বৈসহ লহ প্রবোধের বাড়ি ॥
এখনি কেমনে চাহ ত্যজিবারে রণ।
ক্ষণেক থাকিয়া দেখ বিরাটনন্দন ॥
আজি সব বিনাশিব কৌরবের সেনা।
দেখুক আমার তেজ আজি সর্ব্বজনা ॥
ক্ষিতিমধ্যে দেখাইব রক্তের কর্দ্দম।
বহাইব নদী সবে দেখাইব যম ॥
রুধির করিব নীর কুম্ভীর কুঞ্জর।
কচ্ছপ হইবে অশ্ব মীন হবে নর ॥
হস্ত পদ হবে সব তৃণ-কাষ্ঠবৎ।
হংসবৎ ভাসি যাবে যত সব রথ ॥
কি যুদ্ধ দেখিয়া তোর শুষ্ক হ'ল মাস।
রাজপুত্র তোর হেন কর্ম্ম কি যুয়ায় ॥

কালানল প্রায় এই দেখ ভীষ্ম বীর।
কুরুসৈন্য মীন যেন সাগর গম্ভীর ॥
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে ॥
পূর্ব্বে আমি সুরপুরে এই ধনু ধরি।
নিষ্কণ্টক স্বর্গ করিলাম দৈত্য মারি ॥
নিবাতকবচ পুলোমাদি কালকেয়।
সিন্ধুপুর হেমপুরবাসী অপ্রমেয় ॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সবে মহাবলা।
বাণে উড়াইনু যেন শিমুলের তুলা ॥
সেই মত আমি আজি করিব সমর।
ক্ষত্র পরাক্রমে বৈস রথের উপর ॥
এত বলি তার অঙ্গে হাত বুলাইয়া।
উত্তরে করেন শক্ত আশ্বাস করিয়া ॥
উত্তর বসিল পুনরপি সিংহবত।
ধরিয়া ঘোড়ার দড়ি চালাইল রথ ॥
বায়ুবেগে নিল রথ ভীষ্মের গোচর।
পার্থ দেখি আগু হ'ল ভীষ্ম বীরবর ॥
পিতামহপদ ধৌত বিচারিয়া মনে।
বরুণ যুগল অস্ত্র মারেন চরণে ॥
দেখি তুই অস্ত্র ভীষ্ম মারিল তখন।
অর্জ্জুনের শিরে গিয়া করিল চুম্বন ॥
রক্ষক আছিল ভীষ্ম রথে চারি জন।
দুঃসহ দুর্ম্মুখ বিবিংশতি দুঃশাসন ॥
আগু হয়ে পথে আসি আগুলিল রথ।
জ্বলন্ত আগুনে যেন পতঙ্গের বত ॥
আকর্ণ পুরিয়া বাণ মারে দুঃশাসন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
হাসিয়া মারেন পার্থ তারে পঞ্চ শর।
বাণাঘাতে দুঃশাসন হইল ফাঁফর ॥
বেগে পলাইয়া যায় নাহি চায় পাছে।
আর তিন বীর গিয়া বেড়িলেক পাছে।
দু-বাণে দুর্ম্মুখে পার্থ করে অচেতন।
দেখি ভঙ্গ দিয়া যায় আর দুই জন ॥
ভঙ্গ দিল চারি বীর দেখিয়া সংগ্রাম।
আগু হয়ে পার্থ ভীষ্মে করেন প্রণাম ॥
পার্থ বলিলেন দেব ভদ্র আপনার।
কি হেতু এ মৎস্যদেশে গমন তোমার ॥
বিরাটের গবী নিতে আসিয়াছ প্রায়।
এমত কুকর্ম্ম নাহি তোমা শোভা পায় ॥
পরগবী নিলে দেব যত হয় পাপ।
আপনি জানহ তুমি অঙ্গে ভুঞ্জে তাপ ॥
তথাপিহ লোভ নাহি পার সম্বরিতে।
সসৈন্যেতে আসিয়াছ পরগবী নিতে ॥
ভীষ্ম বলে নাহি আসি গবীর কারণ।
তুমি আছ এই স্থানে শুনিনু বচন ॥
বহু দিন নাহি দেখি ব্যাকুলিত চিত্ত।
দুর্য্যোধন সহ আসিলাম এ নিমিত্ত ॥
ক্ষত্রিয়-নিয়ম আছে বেদের বচন।
বাহুবলে শাসিবেক পররাজ্য ধন ॥
আমার এ ধন রাজ্যে কোন প্রয়োজন।
যতেক করি যে তোমা সবার কারণ ॥
পার্থ বলে পিতামহ তোমার প্রসাদে।
বঞ্চিলাম ত্রয়োদশ বর্ষ অপ্রমাদে ॥
তোমার প্রসাদে আমা ভাই পঞ্চজনে।
বহু বহু কষ্টে রক্ষা পাইলাম বনে ॥
তুমি সে গুরুর গুরু হও মহাগুরু।
কুরুবংশকর্ত্তা তুমি যেন কল্পতরু ॥
এমত সময়ে তুমি হইলে সদয়।
তোমার প্রসাদে করি কুরুসৈন্য জয় ॥
পাশাকালে দুঃখ পাই জানহ আপনে।
তাহার উচিত ফল দিব দুষ্টগণে ॥
আজ্ঞা কর একভিতে নিতে নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটি গিয়া ছাড়ি দেহ পথ ॥
ভীষ্ম বলে আমি রক্ষা করি দুর্য্যোধন।
মোরে না জিনিলে কোথা পাবে দরশন।
অর্জ্জুন বলেন তবে বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুরাজ ॥
এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হয়ে কুরুবর।
অষ্ট বাণ প্রহারিল অর্জ্জুন উপর ॥
অষ্টগোটা সর্প সম সেই অষ্ট শর।
মহা শব্দে চলি যায় অর্জ্জুন উপর ॥

দিব্য ভল্ল দিয়া কাটিলেন ধনঞ্জয় ।
পুনঃ দিব্য অস্ত্র মারে গঙ্গার তনয় ॥
মহা শব্দে আসে বাণ ভাস্কর সমান ।
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় করে খান খান ॥
দুই জনে যুদ্ধ হ'ল অতি ভয়ঙ্কর ।
নানা বর্ণে এড়িলেন চোক চোক শর ॥
দোঁহে দোঁহাকার বাণে করেন বারণ ।
অনিমিষ দোঁহাকার নয়নে নয়ন ॥
অনলে বারুণ মারে বায়ব্যে বারুণি ।
আকাশে বায়ব্য মারে শীতেতে আগুনি ॥
পন্নগে পন্নগাশন বায়ুতে পর্ব্বত ।
পুনঃপুনঃ দোঁহে অস্ত্র ছাড়ে এইমত ॥
দোঁহাকার শরজালে ত্রৈলোক্য কম্পিত
চট্ চট্ শব্দ যেন হ'ল অপ্রমিত ॥
দোঁহাকার বাণে দোঁহে ব্যথিত-হৃদয় ।
দোহাকার অঙ্গে ঘন শ্রমজল বয় ॥
সাধু পার্থ সাধু ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন ।
সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় দেবগণ ॥
ইন্দ্র অস্ত্র দিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন ।
ভীষ্মের হাতের ধনু করেন ছেদন ॥
আর ধনু ধরি ভীষ্ম বরিষয়ে বাণ ।
সেই ধনু কাটিলেন করিয়া সন্ধান ॥
দিব্য অস্ত্রে কাটিলেন কবচ তাঁহার ।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র দশ দিয়া করেন প্রহার ॥
বাণাঘাতে অচেতন গঙ্গার তনয় ।
দেখিয়া বিস্ময় মানি চাহে কুরুচয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও
কুরুসৈন্যের মোহ ।

অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি ।
ভীষ্ম-ভঙ্গ দেখি ক্রোধে ধায় কুরুপতি ॥
গজেন্দ্রে চড়িয়া যেন ইন্দ্র দেবরাজ ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি ধায় ক্ষত্রিয়-সমাজ ॥
ঊনশত সহোদর বেষ্টিত চৌপাশে ।
সবে অস্ত্র-শস্ত্র পার্থ-উপরে বরিষে ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করিয়া সন্ধান ।
প্রহার করেন দুর্য্যোধনে দশ বাণ ॥
কাটিয়া পাড়েন তার ভয়ঙ্কর ধনু ।
কবচ কাটেন দুই ছয় বাণে তনু ॥
প্রহার করেন ভল্ল গজেন্দ্র-মস্তকে ।
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গশত মথে ॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ ।
লাফ দিয়া ভূমিতলে পড়ে দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন-ভঙ্গ দেখি যত সহোদর ।
পাছু নাহি চাহে সবে পলায় সত্বর ॥
পাছু থাকি ডাকে ঘন পার্থ ইন্দ্রসুত ।
কি কর্ম্ম করিস্ লোকে শুনিতে অদ্ভুত ॥
সসৈন্যে পলাস্ সঙ্গে শত সহোদর ।
বলাহ ধরণীমাঝে তুমি দণ্ডধর ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির আজ্ঞাকারী আমি ।
মোরে দেখি পলাইস্ হয়ে ক্ষিতিস্বামী ॥
সসৈন্যে পলায়ে যাস শৃগালের প্রায় ।
এই মুখে রাজ্য ভোগ ইচ্ছ হস্তিনায় ॥
এতেক সহায় তোর গেল কোথাকারে ।
মারিলে এখন আমি কে রাখিতে পারে ॥
শত্রু নিজ-বশ হলে কে ছাড়ে মারিতে ।
যদি মারি কোথা পথ পাবি পলাইতে ॥
ছাড়িলাম যাহ লয়ে নির্লজ্জ জীবন ।
ব্যর্থ নাম ধর তুমি মানী দুর্য্যোধন ॥
পলাইলি মম ভয়ে শৃগালের প্রায় ।
এই মুখে গবী নিতে আসিলি হেথায় ॥
পলায়িত জনে আমি না মারি কখন ।
ভীমসেন হলে তোর নাশিত জীবন ॥
অর্জ্জুনের এইরূপ কটুবাক্য শুনি ।
ক্রোধে নেউটিল দুর্য্যোধন মহামানী ॥
লাঙ্গূলে মারিলে যথা নেউটে ভুজঙ্গ ।
অঙ্কুশ কর্ষণে যথা নেউটে মাতঙ্গ ॥
নেউটিল দুর্য্যোধন দেখি বীরগণ ।
চতুর্দ্দিকে ধেয়ে পুনঃ আসে সর্ব্বজন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা শাল্ব কর্ণ ।
দুঃশাসন মহাবল দুঃসহ বিকর্ণ ॥

সহস্র সহস্র রথী বেড়িল অর্জ্জুনে।
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র বর্ষে ক্ষণে ক্ষণে ॥
মুষল মুদ্গার জাঠী শূল ভিন্দিপাল।
আকাশ ছাইয়া সবে করে শরজাল ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন এড়িলেন দিব্য বাণ।
সবাকার রথধ্বজ হ'ল খান খান ॥
গজেন্দ্রমণ্ডলে যেন বিহরে কেশরী।
দানবগণের মধ্যে যেন বজ্রধারী ॥
সিন্ধুজলমধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর।
কুরুবল মথে পার্থ হয়ে একেশ্বর ॥
কখন দক্ষিণ হস্তে কভু বাম করে।
ভৈরব মূরতি দেখি সংগ্রাম ভিতরে ॥
গাণ্ডীবের মূর্ত্তি অস্ত্র বিনা নাহি দেখি।
লক্ষ লক্ষ অস্ত্র মারে দিনকর ঢাকি ॥
পড়িল অনেক সৈন্য হয় রথ গজ।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে ছত্র রথধ্বজ ॥
তথাপিহ কুরুগণ যুদ্ধ না ছাড়িল।
লক্ষপুর করি একা অর্জ্জুনে বেড়িল ॥
অর্জ্জুনের মনে এই চিন্তা উপজিল।
জীয়ন্তে কৌরবগণ যুদ্ধ না ছাড়িল ॥
পরকার্য্যে জ্ঞাতিবধ করিলে বহুত।
না জানি কি কহিবেন শুনি ধর্ম্মসুত ॥
ছাড়ি গেলে কৌরব কহিবে পলাইল।
কি উপায় করি ইহা বিষম হইল ॥
তবে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র হইল স্মরণ।
সম্মোহন নাম অস্ত্র মোহে রিপুগণ ॥
মন্ত্রে অভিষেকি পার্থ মারিলেন বাণ।
মোহ গেল কুরুগণ নাহি কার জ্ঞান ॥
রথে রথী পড়ে অশ্বে পড়ে আসোয়ার।
গজেতে মাহুত পড়ে নিদ্রিত আকার ॥
সর্ব্বসৈন্য মোহ প্রাপ্ত দেখিয়া অর্জ্জুন।
উত্তরার বাক্য মনে হইল স্মরণ ॥
উত্তরে বলেন তবে ইন্দ্রের নন্দন।
তব ভগ্নী মাগিয়াছে পুতলী বসন ॥
আনহ সবার বস্ত্র মস্তক হইতে।
যার যার চিত্র বস্ত্র লয় তব চিতে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দোঁহার না দিবে অঙ্গে কর।
আর সবাকার বস্ত্র আনহ উত্তর ॥
সবে মুগ্ধ হইয়াছে নাহি তব ভয়।
যথাসুখে আন গিয়া যাহা মনে লয় ॥
পার্থের বচন শুনি উত্তর নামিল।
ভাল ভাল পাগ বীর বাছিয়া লইল ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন আদি করি।
মুকুট করিয়া দূর কেশ মুক্ত করি ॥
রথিগণে বসাইল গজের উপরে।
রথের উপরে বসাইল আসোয়ারে ॥
এমত উত্তর করি বহু বহু জন।
পুনরপি উঠে রথে লইয়া বসন ॥
পার্থের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখি দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুমবৃষ্টি করে সেইক্ষণ ॥
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণীমণ্ডলে।
কানন বিচিত্র যেন বসন্তের কালে ॥
পড়িল অনেক সৈন্য লিখনে না যায়।
জীয়ন্তে আছিল যেহ সেহ মৃতপ্রায় ॥
ভয়ঙ্কর হ'ল ভূমি দেখি লাগে ভয়।
রক্ত-মাংসাহারী ধায় সানন্দ হৃদয় ॥
শৃগাল কুকুরগণ করে কোলাহল।
গৃধিনী শকুনি কাক ছাইল সকল ॥
শোণিতে বহিল নদী অতিবেগবতী।
হয় রথ পদাতিক ভাসে মত্ত হাতী ॥
নাচয়ে কবন্ধগণ ধনুঃশর হাতে।
যোগিনী পিশাচ ভূত প্রেতগণ সাথে ॥

রণভূমে চামুণ্ডার আগমন।

আইল চামুণ্ডা, করে খর খাণ্ডা,
গলে দোলে মুণ্ডমালা।
লহ লহ জিহ্বা, বিদ্যুতের প্রভা,
ঘন বদন করালা ॥
বিকট-দশনা, শোণিত-রসনা,
ভৈরবী ভৈরব ডাকে।
সঙ্গে শত শিবা, অতিশয় শোভা,
ভূত-প্রেতগণ থাকে ॥

সবার কুণ্ডল, মিহির মণ্ডল,
দোলয়ে যুগল গণ্ডে।
দনুজদলনী সক্রোধ চাহনী,
গলে নরমালা মুণ্ডে ॥
যুগ্ম পয়োধর, জিনিয়া ভূধর,
দশ অস্ট চতুর্ভুজা।
অধরে বারুণী, সদা মুক্তবেণী,
সর্ব্বদেবে করে পূজা ॥
উদর সমুদ্র, সশঙ্কিত রুদ্র,
গম্ভীর উচ্চশবদা।
পর্ব্বত-কন্দরা, সদৃশ খর্পরা,
সদাই আনন্দহৃদা ॥
চিরদিনে ক্ষুধা, অতিশয় তৃষ্ণা,
সংগ্রাম শুনিয়া আইসে।
দেখি কুতূহল, হাসে খল খল,
কম্পে সুরাসুর ত্রাসে ॥
সঙ্গে সহচর, ভূচর খেচর,
ধেয়ে চতুর্দ্দিকে বেড়ে।
ফেলি নরমুণ্ডে, তুলি ধরে তুণ্ডে,
যেমন কেন্দুয়া পড়ে ॥
করতালি বাদ্যে, রণভূমিমধ্যে,
নাচয়ে বিহ্বলমতি।
কটিতে সুন্দর, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর,
চরণে বিদরে ক্ষিতি ॥
ঘোর রণস্থলী, আথালী পাথালী,
পড়িল তুরঙ্গ সেনা।
নদী বহে রক্তে, খরতর স্রোতে,
পর্ব্বত সদৃশ ফেণা ॥
তুরঙ্গম সব, সদৃশ কচ্ছপ,
কুম্ভীর মকর গজ।
রথ সহ রথী, যেন যূথপতি,
ভাসি যায় রথধ্বজ ॥
ছত্র হ'ল পত্র, পুষ্প হ'ল বস্ত্র,
ভুজ কমলের দণ্ড।
সদৃশ জলধি, তৃণ কাষ্ঠ আদি,
ভাসে করপদ খণ্ড ॥
কাটাপদ কর, ছিন্ন কলেবর,
শত শত ছত্র দণ্ড।
দীঘল কুন্তল, শ্রবণে কুণ্ডল,
ভাসি যায় নরমুণ্ড ॥
প্রলয় গম্ভীর, বহিছে রুধির,
ক্রীড়য়ে কালীর গণ।
কত উঠে ডুবে, ধরি আনি শবে,
ভক্ষয়ে মেলি-বদন ॥
খর্পর ভরিয়া, উদর পূরিয়া,
করিল রুধিরপান।
অর্জ্জুনে কল্যাণ, করি নিজ স্থান,
কালিকা কৈল প্রয়াণ ॥
ভারত অমৃত, পীয়ে অনুব্রত,
শ্রুতিযুগে সাধুজন।
কালীপদযুগে, কাশীদাস মাগে,
দাসার্থে নন্দনন্দন ॥

দুর্য্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরুসৈন্যের
নানা দুরবস্থা।

সৈন্য হতে বাহিরায় তবে পার্থ বীর।
মেঘ হতে মুক্ত যেন হলেন মিহির ॥
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গিয়ান যত সেনাগণ।
ভয়েতে কম্পিত সবে শ্বাস ঘনে ঘন ॥
কেশ বাস মুক্ত সবে কম্পিত-হৃদয়।
পার্থে দেখি কৃতাঞ্জলি কহে সবিনয় ॥
আজ্ঞা কর কি করিব কুন্তীর কুমার।
পিতৃ পিতামহ সবে সেবক তোমার ॥
সেবক জনেরে ক্রোধ না হয় বিচার।
রক্ষা কর লইলাম শরণ তোমার ॥
অর্জ্জুন কহেন তোরা না করিস্ ভয়।
যাহ নিজ স্থানে সবে নিঃশঙ্ক হৃদয় ॥
যুদ্ধেতে নিবৃত্ত আমি বিনয়ী যে জন।
তাহার নাহিক ভয় আমার সদন ॥
তবে কত দূরে থাকি দেখেন অর্জ্জুন।
চৈতন্য পাইল কতক্ষণে কুরুগণ ॥
এক জন মুখে আর জন নাহি চায়।
লজ্জায় যতেক বীর হ'ল মৃতপ্রায় ॥

কার শিরে নাহি পাগ কার শিরে বাল। লাজে মুখ তুলি কেহ নাহি কহে ভাষ ॥
দূরে থাকি ধনঞ্জয় মারে দশ বাণ। গুরু বৃদ্ধ পদব্রজে করিতে প্রণাম ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে মারেন কিরীটী। দুর্য্যোধনের মুকুট পাড়িলেন কাটি ॥
ভয়েতে আচ্ছন্ন রাজা চারিদিকে চায়। সবাকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায় ॥
দ্রোণাচার্য্য বলেন না কর আর ভয়। বড় ক্ষমাশীল হয় কুন্তীর তনয় ॥
তোমারে অর্জ্জুন যদি নিশ্চয় মারিবে। মস্তক থাকিতে কেন মুকুট কাটিবে ॥
বিশেষে নৃপতি ধর্ম্ম দয়া তোরে করে। তাঁর আজ্ঞা বিনা পার্থ মারিতে না পারে ॥
সে হেতু ক্ষমিল তোমা করি অনুমান। বৃকোদর হলে নিত সবাকার প্রাণ ॥
চল চল এথা হতে বিলম্ব না সয়। মনে লয় বৃকোদর আসিবে ত্বরায় ॥
হেনকালে বলিতেছে শকুনি-সারথি। রথেতে মাতুল তব নাহি নরপতি ॥
শুনি কহে দুর্য্যোধন বিষণ্ণবদন। রথেতে মাতুল নাহি দেখি কি কারণ ॥
কেহ বলে তারে ক্রোধ অনেক আছিল। বান্ধিয়া অর্জ্জুন বুঝি সঙ্গে লয়ে গেল ॥
কেহ বলে যুদ্ধে কিবা পড়িল শকুনি। কেহ বলে আগু পলাইল হেন জানি ॥
রাজা বলে মাতুলেরে খুঁজ কোথা গেল। আজ্ঞামাত্র চতুর্দ্দিকে সবাই ধাইল ॥
অনেক ভ্রমিয়া বুলে সবে চতুর্ভিত। রজকের ঘরে দেখে শকুনি ব্যথিত ॥
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বান্ধিয়াছে হাত পায়। ডাক দিয়া কহে মোর প্রাণ বাহিরায় ॥
মুক্ত করি শকুনিরে নিল সেইক্ষণ। নৃপতিরে কহে গিয়া সব বিবরণ ॥
শকুনির দুরবস্থা সবামধ্যে দেখি। কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ ঠারে আঁখি

সহসা সুশর্ম্মা রাজা আসি উপনীত। আপনা হইতে দেখে রাজাকে দুঃখিত ॥
কহিতে লাগিল তবে করিয়া বিনয়। চল শীঘ্র নরপতি দেরী করা নয় ॥
বিরাটরাজারে আমি আনিনু বান্ধিয়া। অনেক করিল যুদ্ধ গন্ধর্ব্ব আসিয়া ॥
সর্ব্বসৈন্য পলাইল গন্ধর্ব্বের ত্রাসে। একাকী পাইয়া মোরে ধরিলেক কেশে ॥
বড় ধর্ম্মশীল রাজ-সভাসদ কঙ্ক। দয়া করি আমারে সে করিল নিঃশঙ্ক ॥
সে গন্ধর্ব্ব যদি রাজা এখানে আসিবে। মুহূর্ত্তেকে সর্ব্বসৈন্য নিপাত করিবে ॥
কোথা দুর্য্যোধন আছে কর্ণ দুঃশাসন। এই মাত্র শুনি রাজা তাহার বচন ॥
গজশুণ্ড ধরি তুলি অন্য গজে মারে। তুরঙ্গে তুরঙ্গ রথ রথেতে প্রহারে ॥
অতি বিপরীত কর্ম্ম দেখি লাগে ভয়। আসিতে পারয়ে হেথা হেন মনে লয় ॥
বিদুর বলিল যত কিছু অন্য নয়। কীচক মারিয়া কৈল গন্ধর্ব্ব-আলয় ॥
ভীষ্ম বলে সুশর্ম্মা যে কহে সত্য কথা। তিল এক রহিতে না হয় যুক্তি হেথা ॥
গন্ধর্ব্ব না হয় সেই বীর বৃকোদর। আসিলে সেজন ভাল নহে নৃপবর ॥
যে কর্ম্ম করিল আজি বীর ধনঞ্জয়। দয়া করি না মারিল সদয়-হৃদয় ॥
ভীমসেন সঙ্গে যদি থাকিত ইহার। আজিকার মধ্যে হ'ত সবার সংহার ॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন-হৃদয়। পলাইয়া গেলে গোড়াইয়া প্রাণ লয় ॥
শরণ লইলে সেই ক্ষণে প্রাণ হরে। চল চল শীঘ্র সেই আসিবারে পারে ॥
এত বলি যে যাহার চড়িয়া বাহনে। হস্তিনানগরে সবে গেল দুঃখমনে ॥
আকাশে অমরবৃন্দ অদ্ভুত দেখিয়া। নিজ নিজ স্থানে যান পার্থে বাখানিয়া ॥

শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের পূর্ব্ববেশ ধারণ।

তবে শমীবৃক্ষতলে গেলেন অর্জ্জুন।
পূর্ব্ববৎ বান্ধি রাখে সব ধনুর্গুণ॥
তুই করে শঙ্খ দিয়া শ্রবণে কুণ্ডল।
কিরীট রাখিয়া বেণী করেন কুন্তল॥
হনুমন্তধ্বজ গেল আকাশেতে চলি।
সারথি হইয়া পার্থ নিল কড়িয়ালী॥
উত্তরেরে চাহি তবে বলে ধনঞ্জয়।
তব সভামধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব আছয়॥
লোকে যেন নাহি জানে এ সব বচন।
পিতার অগ্রেতে এই কহিবে কথন॥
বাহুবলে জিনিলাম সব কুরুগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সহ দুর্য্যোধন॥
পিতার সম্মান হবে লোকেতে পৌরুষ।
রাজ্যে যত লোক তব ঘুষিবেক যশ॥
উত্তর বলিল ইহা কিমতে হইবে।
কহিলে কি লোক ইহা প্রত্যয় করিবে॥
যে কর্ম্ম করিলে তুমি আজিকার রণে।
তোমা বিনা করে হেন নাহি ত্রিভুবনে॥
আমি করিলাম ইহা কহিব স্বমুখে।
পশ্চাতে হইলে ব্যক্ত হাসিবেক লোকে।
প্রকার করিয়া আমি কহিব পিতারে।
প্রকাশ পর্য্যন্ত কেহ না জানে তোমারে॥
তবে পার্থ কহিলেন যাব সন্ধ্যাকালে।
জয়বার্ত্তা দেহ এক পাঠায়ে গোপালে॥
জয়বার্ত্তা কহে গিয়া পুরের ভিতর।
তব হেতু আছে সবে চিন্তিত অন্তর॥
উত্তর দূতেরে তবে করেন প্রেরণ।
দ্রুতগতি দূত পুরে চলিল তখন॥
মহাভারতের কথা বর্ণিতে কে পারে।
যেন ভেলা বান্ধি চাহে সিন্ধু তরিবারে॥
শ্রুতমাত্রে কহি আমি রচিয়া পয়ার।
সাধুজন চরণেতে বিনয় আমার॥
সাধু লোক গুণকথা সর্ব্বলোকে কয়।
গুণ বিনা অপগুণ সাধু নাহি লয়॥
অতএব করি আশা মোরে সাধু জনে।
মূর্খ জন জানি ক্ষমা দিবে নিজগুণে॥
কাশীরাম দাস কহে সাধুজন পায়।
পাইব পরম পদ যাহার সহায়॥

বিরাটরাজার স্বগৃহে আগমন ও যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশা ক্রীড়া।

এথায় বিরাট রাজা ত্রিগর্ত্তে জিনিয়া।
বাদ্য কোলাহলে দেশে উত্তরিল গিয়া॥
অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিরাট নৃপতি।
আগুসরি নিল আসি যতেক যুবতী॥
একে একে প্রণমিল যত কন্যাগণ।
উত্তরে না দেখি রাজা বলিছে বচন॥
কি কারণে নাহি দেখি কুমার উত্তর।
রাণী বলে বার্ত্তা নাহি জান নরবর॥
তুমি গেলে ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধেতে যখন।
উত্তরে কৌরব আসি বেড়িল গোধন॥
গোপেরা আসিয়া তবে দিল সমাচার।
শুনি যুদ্ধে চলি গেল উত্তর কুমার॥
দ্বিতীয় নাহিক রথী সারথি না ছিল।
সারথি করিয়া বৃহন্নলা পুত্র গেল॥
এত শুনি নরপতি শিরে হানে ঘাত।
বিস্ময় মানিয়া ভাবে মুখে দিয়া হাত॥
এমত কুবুদ্ধি মম পুত্রের হইল।
কুরুসৈন্য-মধ্যে পুত্র একা রণে গেল॥
যেই সৈন্যে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন।
ইন্দ্র জিনিবারে পারে এক এক জন॥
হেন সৈন্যমধ্যে যুদ্ধ করিবে একক।
তাহাতে সারথি বৃহন্নলা নপুংসক॥
এহেতু আমার চিত্তে হইতেছে ত্রাস।
বৃহন্নলা কৈল যাত্রা লোকে উপহাস॥
যত যোদ্ধাগণ সব যাহ শীঘ্রগতি।
হয় হস্তী রথী মম যতেক সারথি॥
এতক্ষণ জীয়ে কি না জীয়ে নাহি জানি
শীঘ্র শুভবার্ত্তা মোরে পাঠাবেক শুনি॥
এতেক বচন রাজা বলে বার বার।
শুনিয়া উত্তর দিল ধর্ম্মের কুমার॥

চিন্তা না করিহ রাজা উত্তরের প্রতি।
মহাবুদ্ধি বৃহন্নলা আছয়ে সারথি ॥
ইন্দ্র আদি সখা যদি করিবে কৌরব।
বৃহন্নলা সারথির নাহি পরাভব ॥
এইরূপে বিরাটেরে কহে ধর্ম্মসুত।
হেনকালে উপনীত উত্তরের দূত ॥
প্রণমিয়া নৃপবরে বলে যোড় করে।
উত্তর কুমার রাজা পাঠাইল মোরে ॥
কুরুসৈন্য জিনি তিনি গোধন ছাড়াল।
রণে ভঙ্গ দিয়া কুরুগণ পলাইল ॥
আসিছে সারথি সহ উত্তর কুমার।
মোরে পাঠাইয়া দিল জয় সমাচার ॥
শুনিয়া আনন্দে মোহে বিরাট নৃপতি
ধর্ম্মপুত্র তবে কহিছেন তাঁর প্রতি ॥
বড় ভাগ্যে নৃপ শুভ বৃত্তান্ত শুনিলে।
তব পুত্র কুরুসৈন্য জিনিলেক ছেলে ॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি বৃহন্নলা আছে যথা।
কৌরবে জিনিবে ইহা কোন চিত্র কথা ॥
তবে রাজা আজ্ঞা দিল মন্ত্রীগণ প্রতি।
দূতগণে পুরস্কার কর শীঘ্রগতি ॥
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
কুরুসৈন্য যুদ্ধে আজি জিনে একেশ্বর ॥
তার আসিবার পথ কর মনোহর।
উচ্চ নীচ কাটি সব কর সমসর ॥
দিব্য দিব্য গন্ধ-বৃক্ষ রোপহ দুসারি
মঙ্গল বাজনা কর নাচুক অপ্সরী ॥
যতেক কুমার যাহ সুসজ্জ হইয়া।
আগু বাড়ি উত্তরেরে আন সবে গিয়া ॥
উত্তরাদি কন্যা যত যাহ শীঘ্রতর।
বৃহন্নলা আন গিয়া করিয়া আদর ॥
এতেক রাজার আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রিগণ।
যারে যাহা বলে তাহা করিল তখন ॥
হৃষ্ট হয়ে বলে রাজা চাহি ধর্ম্মকারী।
খেলিব সৈরিন্ধ্রী শীঘ্র আন পাশা সারি ॥
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা নহে এ সময়।
হৃষ্টকালে পাশাতে যে স্থিরচিত্ত নয় ॥
বিশেষে দেবন ভাল নহে অনুক্ষণ
সর্ব্বকার্য্য নষ্ট হয় পাশার কারণ ॥
লক্ষ্মীভ্রষ্টা রাজ্য নষ্ট শত্রু হয় বলী।
নানা মত দুঃখ লোক পায় পাশা খেলি ॥
শুনিয়াছ তুমি পাণ্ডবের বিবরণ।
এই পাশা হেতু হারাইল রাজ্য ধন ॥
বিরাট কহিল কঙ্ক কহ না বুঝিয়া।
কোন শত্রু আছে মম বিরোধে আসিয়া ॥
রাজচক্রবর্ত্তী কুরু-রাজা দুর্য্যোধন।
হেন জনে জিনিলেক আমার নন্দন ॥
ভুবনমণ্ডলে এই শব্দ প্রচারিল।
পৃথিবীর রাজা শুনি ভয়ে স্তব্ধ হ'ল ॥
আর কোন জন আছে পৃথিবী ভিতরে।
হইয়া আমার বৈরী যাবে যমঘরে ॥
যুধিষ্ঠির বলে রাজা উত্তম কহিলা।
কি ভয় কৌরবে যার যন্তা বৃহন্নলা।
এত শুনি রোষভরে বিরাট নৃপতি।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে কঙ্ক প্রতি ॥
কুলের তিলক মম কুমার উত্তর।
সংগ্রামে জিনিল যেই কুরু নরবর ॥
একবার তার তুই না কহিস্ গুণ।
বৃহন্নলা ক্লীবে বাখানিস্ পুনঃপুন ॥
কোন ছার বৃহন্নলা বাখানিস্ তারে।
তার মত কত জন আছে মম পুরে ॥
কেবল সহায় মাত্র হইল সংগ্রামে।
কোন্ গুণে ধন্যবাদ দিস্ নরাধমে ॥
শ্রবণে শুনিতে যোগ্য যেই কথা নহে।
পুনঃপুনঃ কহিছিস্ কত দেহে সহে ॥
মম কথা কঙ্ক নাহি কর ভালমতে।
কিমতে এ ভাষা কহ আমার অগ্রেতে ॥
কহিতে কহিতে রাজা হ'ল ক্রোধমতি।
হাতেতে আছিল পাশা মারে শীঘ্রগতি ॥
অক্ষ পাটি প্রহারিল রাজার বদনে।
ফুটিয়া শোণিত বাহিরায় সেইক্ষণে ॥
অক্রোধী অজাতশত্রু ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হাতে নিজ রক্ত ধরেন তখন ॥

নিকটে আছিল কৃষ্ণা বুঝি অভিপ্রায়।
হেমপাত্র শীঘ্র লয়ে রাজারে যোগায়॥
সেই পাত্র করি রাজা ধরেন শোণিতে।
না দিলেন তাহা যত্নে ভূমিতে পড়িতে॥
হেনকালে দ্বারদেশে উত্তর আগত।
দ্বারীরে বলিল নৃপে জানাহ ত্বরিত॥
উত্তরের আজ্ঞা পেয়ে দ্বারী শীঘ্রগতি।
করযোড়ে বার্ত্তা কহে মৎস্যরাজ প্রতি॥
অবধান নরপতি শুভ সমাচার।
বৃহন্নলা সহ এল উত্তর কুমার॥
তব আজ্ঞা হেতু রাজা আছয়ে দুয়ারে।
আজ্ঞা হলে ভেটিবেন আসিয়া তোমারে॥
বার্ত্তা পেয়ে নরপতি কহে হরষিতে।
বৃহন্নলা সহ পুত্রে আনহ ত্বরিতে॥
বিরাটের আজ্ঞা পেয়ে চলিল সারথি।
নিকটে ডাকিল তারে ধর্ম্ম নরপতি॥
নিঃশঙ্কে কহেন রাজা সারথির কাণে।
শীঘ্র গিয়া আন তুমি রাজার নন্দনে॥
বৃহন্নলা এথায় না আন কদাচন।
সাবধানে কহিবে না হও বিস্মরণ॥
সারথি শুনিয়া তবে চলে সেই ক্ষণে।
কুমারে বলিল চল রাজসম্ভাষণে॥
বৃহন্নলা এবে যাক আপনার স্থানে।
একেশ্বর চল তুমি রাজসম্ভাষণে॥
বৃহন্নলা যাইবারে কঙ্কের বারণ।
শুনিয়া করেন পার্থ স্বস্থানে গমন॥
উত্তরে লইয়া দ্বারী গেল সেইক্ষণ।
বাপে নমস্করি চাহে ধর্ম্মের বদন॥
রক্তধারা বহে মুখে দেখিয়া কুমার।
সম্ভ্রমে বাপেরে বলে হয়ে চমৎকার॥
কহ তাত কেন দেখি হেন বিপরীত।
ভূমিতে বসিয়া কঙ্ক কেন বিষাদিত॥
মুখে রক্তধারা বহিতেছে কি কারণ।
কোন হেতু কহ তাত হইল এমন॥
মৎস্যরাজ বলে পুত্র শুনহ কারণ।
তোমার প্রশংসা আমি করি হে যখন॥
তোমার প্রশংসা কঙ্ক করি অবহেলা।
পুনঃপুনঃ বলে ধন্য ক্লীব বৃহন্নলা॥
এই হেতু চিত্তে ক্রোধ হ'ল মম তাত।
অক্ষপাটী প্রহারিনু হ'ল রক্তপাত॥
উত্তর বলিল তাত কুকর্ম্ম করিলে।
সামান্য ব্রাহ্মণ বলি কঙ্কেরে জানিলে॥
এক্ষণে ইহাঁরে যদি সাম্য না করিবে।
নিশ্চয় জানিহ তাত সর্ব্বনাশ হবে॥
ইন্দ্র যম বৈরী হলে আছে প্রতীকার।
কঙ্ক বৈরী হলে রক্ষা নাহিক তাহার॥
শীঘ্র উঠ তাত আগে প্রবোধ কঙ্কেরে।
যেমত চিত্তেতে ক্রোধ না জন্মে তোমারে॥
পুত্রের বচনে রাজা উঠি শীঘ্রগতি।
বিনয় পূর্ব্বক কহে ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
অনেক স্তবন রাজা করিল কঙ্কেরে।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ব্যস্ত না হও রাজন।
তোমাতে আমার ক্রোধ নাহি কদাচন॥
আমার হইলে ক্রোধ পূর্ব্বেতে হইত।
এখনে তোমাতে ক্রোধ নাহি কদাচিত॥
পূর্ব্বেতে তোমারে ক্ষমা করেছি রাজন।
অক্ষপাটী যেইকালে করিলে ঘাতন॥
আমার ললাটে যেই শোণিত বহিল।
যতন পূর্ব্বক রক্ত পাত্রে ধরা গেল॥
শোণিত যদ্যপি সেই পড়িত ভূতলে।
তবে রাজ্য সহ নাহি থাকিতে কুশলে॥
আমার শোণিতবিন্দু যেই স্থলে পড়ে।
সে স্থলের রাজা প্রজা সকলেতে মরে॥
উত্তর বলিল তাত কঙ্ক দয়াবান।
কঙ্কের ক্ষমাতে হ'ল সবার কল্যাণ॥
যখন সারথি মোরে আনিবারে গেল।
বৃহন্নলা আসিবারে কঙ্ক নিষেধিল॥
বৃহন্নলা আসি যদি শোণিত দেখিত।
তবে সে জনক বড় অনর্থ ঘটিত॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
যাহার প্রসাদে সংসারবারি তরি॥

বিরাট রাজার নিকট উত্তর গোগ্রহের যুদ্ধ বিবরণে উত্তরের কল্পিত বচন।

তবে মৎস্য নরপতি চাহিয়া কুমার।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত যুদ্ধ-সমাচার ॥
যে কর্ম্ম করিলে তুমি অদ্ভুত সংসারে।
দুর্দ্ধর্ষ সেই কুরুসৈন্য জিনিলে সমরে ॥
তোমার সমান পুত্র নহিল নহিবে।
তোমার মহিমা যশ সংসারে ঘুষিবে ॥
কহ তাত কিবা রূপে জিন কুরুগণে।
কর্ণ মহাবীর বলি বিখ্যাত ভুবনে ॥
দেব দৈত্য অগ্রে যার যুদ্ধে নহে স্থির।
কিমতে জিনিলে হেন কুরু মহাবীর ॥
দ্রোণ গুরু বলি যিনি প্রতাপে অপার।
ক্রোধ কৈলে জিনিবারে পারয়ে সংসার ॥
কালাগ্নি সমান শিক্ষা ভীষ্ম মহাবীর।
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দুর্জ্জয় শরীর ॥
কিমতে করিলে যুদ্ধ তা সবার সহ।
প্রত্যক্ষে সে সব কথা শুনি মোরে কহ ॥
অদ্ভুত লাগিছে তোর এই সব কথা।
যেই কুরুসৈন্যে আছে মহা মহা রথী ॥
ব্যাঘ্রমুখ হতে যেন আমিষ্য আনিলে।
সেই মত কুরু হতে গোধন ছাড়ালে ॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি কুলের দীপক।
বড় ভাগ্যবান আমি তোমার জনক ॥
উত্তর বলিল তাত কর অবধান।
যখন সমরে আমি করিনু প্রয়াণ ॥
বহু সৈন্য দেখি চিত্তে লাগে মম ভয়।
হেনকালে আসে এক দেবের তনয় ॥
আপনি হইয়া রথী করিলেক রণ।
কুরুবল রণে সেই জিনিল তখন ॥
অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম নাহি দেখি শুনি।
এক মুখে কি কহিব তাঁহার কাহিনী ॥
খণ্ড ভণ্ড করিলেক অপ্রমিত সেনা।
যতেক পড়িল তাত কে করে গণনা ॥
দয়া করি তোমা আমা সঙ্কটেতে তারি।
কুরুসৈন্য হতে গবী দিলেক উদ্ধারি ॥
নাহি জিনিয়াছি আমি কুরুসৈন্যগণ।
নাহি মুক্ত করি আমি একটী গোধন ॥
শুনিয়া বিরাট কহে কহ পুত্র মোরে।
কি হেতু সে দেবপুত্র রাখিল তোমারে ॥
কোথায় নিবাস তাঁর গেল কোথাকারে।
পুনর্ব্বার দেখা আর পাব নাকি তাঁরে ॥
উত্তর বলিল তাত আছে এই দেশে।
আজি কিম্বা কালি কিম্বা তৃতীয় দিবসে ॥
এথায় আসিবে সেই দেবের নন্দন।
শুনিয়া বিরাট হন আনন্দিতমন ॥
অন্তঃপুরে যান পার্থ যথা কন্যাগণ।
উত্তরাকে দিল যত আনিল বসন ॥
যার যে নিবাস স্থানে নিবসিল গিয়া।
কাশীদাস কহে কৃষ্ণপদ ধেয়াইয়া ॥
যতনে ধেয়ায় সাধু যারে নিরবধি।
জলধিকূলেতে যেই দয়াময় নিধি ॥
জলধর-কান্তিমুখ চন্দ্র অখণ্ডিত।
অমল কমল চক্ষু অরুণনিন্দিত ॥
মকর কুণ্ডল কর্ণ মস্তকে মুকুট।
বান্ধুলি বরণ ওষ্ঠাধর করপুট ॥
যে মুখ দর্শনে জন্ম-জন্ম-পাপ খণ্ডে।
জরাশোকভয় খণ্ডে আর যমদণ্ডে ॥
কাশীদাস কহে কৃষ্ণচরণ-প্রসাদে।
সদা চিত্ত রহে মোর দ্বিজ-পদরজে ॥

বিরাটের সিংহাসনে যুধিষ্ঠির রাজা হওন, অজ্ঞাত বাস মোচন ও বিরাটের সহিত পরিচয়।

রজনীতে পাণ্ডবেরা মিলিলে ছ'জন।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনেরে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুনিলাম বহুসৈন্য যুদ্ধেতে মারিলে।
পরকার্য্যে কেন এত জ্ঞাতিবধ কৈলে ॥
অর্জ্জুন বলেন অবধান নরনাথ।
দুর্য্যোধন-দোষে সৈন্য হইল নিপাত ॥
এতেক দুর্গতি পেয়ে শান্ত নাহি হয়।
নাহি দিবে রাজ্য রণ করিবে নিশ্চয় ॥

যুধিষ্ঠির কহেন কি প্রকারে জানিলে।
না দিবে রাজ্য তোমা কোনজন কৈলে।
পার্থ বলে অস্ত্রমুখে জিজ্ঞাসিলে দ্রোণে
না করিবে সন্ধি জানি দ্রোণের বচনে।
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ন বদন।
এ কর্ম্ম করিলে ভাই কিসের কারণ ॥
না জানি অজ্ঞাত শেষ কত দিনে হয়।
ইতি মধ্যে কি প্রকারে দিলে পরিচয় ॥
কহ সহদেব শীঘ্র গণিয়া পঞ্জিকা
দ্বাদশ বৎসর শেষ অজ্ঞাতের লেখা।
অজ্ঞাত বৎসর শেষ কিছু যদি থাকে।
তবে পুনঃ যাব মোরা ঘোর অরণ্যেতে ॥
সহদেব বলে প্রভু হইয়াছে শেষ।
চতুর্দ্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ ॥
নিয়ম হইল পূর্ণ পূর্ব্বের লিখিত।
তব আজ্ঞা লতে আছে হইতে উচিত ॥
যুধিষ্ঠির মহানন্দে কহে সহদেবে।
শুভ দিন সমুদিত হবে ভাই কবে ॥
সহদেব কহিলেন করিয়া গণন।
আষাঢ় পূর্ণিমা তিথি দিন শুভক্ষণ ॥
নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া ইন্দ্র নামে যোগ।
বৃহস্পতি বাসরেতে মাস অর্দ্ধ ভোগ ॥
সহদেববাক্যে ধর্ম্ম হলেন সম্মত।
যথাস্থানে যান সবে নিশা অর্দ্ধগত ॥
অনন্তরে তার পর তিন দিনান্তরে।
পুণ্য তীর্থে স্নান করি পঞ্চ সহোদরে ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করেন ভূষণ।
মুকুট কুণ্ডল হার অঙ্গদ কঙ্কণ ॥
বিরাট রাজার রাজসিংহাসনোপরি।
শুভ লগ্ন বুঝি তবে বসে ধর্ম্মকারী ॥
ভস্ম হতে দীপ্ত যেন হ'ল হুতাশন।
মেঘ হতে মুক্ত যেন হইল তপন ॥
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ।
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোভেন তেমন ॥
বামভাগে বসিলেন দ্রুপদদুহিতা।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরে দণ্ড ছাতা ॥
করযোড়ে পুরোভাগে রহে ধনঞ্জয়।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয় ॥
সভাতে রাজার যত সভাপাল ছিল।
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্যরাজারে কহিল ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ধায় ক্রোধভরে।
সুপার্শ্বক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে ॥
শ্বেত শঙ্খ আসে দোঁহে রাজার নন্দন।
উত্তর কুমার শুনি ধায় সেই ক্ষণ ॥
যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভৃত্যগণ।
বার্ত্তা শুনি ধেয়ে সবে আসিল তখন ॥
পাণ্ডবেরে দেখি সবে বিস্ময়ে মগন।
পঞ্চ গোটা ইন্দ্র যেন হয়েছে শোভন ॥
জ্বলদগ্নি সম তেজঃ পাণ্ডবে দেখিয়া।
মুহূর্ত্তেকে রহে রাজা স্তম্ভিত হইয়া ॥
উত্তর পড়িল কত দূরে ভূমিতলে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্তুতিবাক্য বলে ॥
দেখিয়া বিরাট রাজা কুপিত অন্তর।
কঙ্কেরে চাহিয়া বলে কর্কশ উত্তর ॥
হে কঙ্ক কি হেতু তব হেন ব্যবহার।
কিমতে বসিলে তুমি আসনে আমার ॥
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে।
কোন বুদ্ধে বৈস আজি মোর রাজপাটে।
প্রথমে বলিলে তুমি আমি ব্রহ্মচারী।
ভূমিতে শয়ন করি ফলমূলাহারী ॥
কোন দ্রব্যে নাহি অন কিছু অভিলাষ।
এখন আপন ধর্ম্ম করিলে প্রকাশ ॥
অনুগ্রহ করি তোমা করি সভাসদ।
এবে ইচ্ছা হ'ল নিতে মম রাজপদ ॥
না বুঝি বসিলে তুমি সিংহাসনে মোর।
আমার সম্ভ্রম বিদ্যমানে নাহি তোর ॥
আর দেখ মহাশ্চর্য্য সব সভাজনে।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইল আমার আসনে ॥
মোরে ভয় নাহি কিছু নাহি লোকলাজ
পরস্ত্রী লইয়া বসে রাজসভা মাঝ ॥
কহ বৃহন্নলা কেন অন্তঃপুর ছাড়ি।
কঙ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইলে কর যোড়ি ॥

হে বল্লব সূপকার তোমার কি কথা।
কার বাক্যে কঙ্কোপরে ধর তুমি ছাতা।।
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায়।
এ দোঁহে কঙ্করে কেন চামর ঢুলায়।।
হে সৈরিন্ধ্রি জানিলাম তোমার চরিত্র।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র।।
এখন কঙ্কের সহ হেন ব্যবহার।
নাহি লজ্জা ভয় কিছু অগ্রেতে আমার।।
বাপের বচন শুনি পুত্র ভীতমন।
আঁখি চাপি জনকেরে করে নিবারণ।।
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিল রাজন।
উত্তরে চাহিয়া বলে সক্রোধ বচন।।
কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত।
মোর পুত্র হয়ে কেন এমত অনীত।।
কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত।
মুখে স্তুতিবাক্য ঘন ঘন প্রণিপাত।।
সেই দিন হতে তোর বুদ্ধি হ'ল আন।
কুরু হতে যেই দিন গোধনের ত্রাণ।।
আমা হতে শত গুণে কঙ্কেরে ভকতি।
নহিলে এ কর্ম্ম করে কঙ্কের শকতি।।
পুনঃপুনঃ নরপতি কহে কটূত্তর।
কোপেতে কম্পিতকায় বীর বৃকোদর।।
নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর কহিছেন ধীরে।।
যা বলিলে নরপতি মিথ্যা কিছু নয়।
তোমার আসন নাহি এঁর যোগ্য হয়।।
যে আসনে ত্রিভুবনে সবে নমস্করে।
ইন্দ্র যম বরুণাদি শরণাগত ডরে।।
অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ।
ভূমি লুঠি যে চরণে করে প্রণিপাত।।
সে আসনে নিরন্তর বসে যেই জন।
কিমতে তাঁহার যোগ্য হয় এ আসন।।
অন্ধক কৌরব বৃষ্ণি ভোজ আদি করি।
সপ্তবংশ সহ খাটে সর্ব্বদা শ্রীহরি।।
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর।।
দশ কোটি হস্তী যাঁর প্রতিদ্বার রাখে।
অশ্ব রথ পদাতিক কার শক্তি লেখে।।
দানেতে দরিদ্র নাহি রহে পৃথিবীতে।
নির্ভয় অদুঃখী প্রজা যাঁর পালনেতে।।
অথর্ব্ব অকৃতী অন্ধ যত অগণন।
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জে যেন পুত্রগণ।।
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে ঘরে।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা পায় সর্ব্ব নরে।।
ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাগ রক্ষিত যাঁহার।
দুই ভিতে রাম কৃষ্ণ মাতুলকুমার।।
পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্য্যোধনে।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিলেন তীর্থবনে।।
হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার।
তোমার আসনযোগ্য হয় কি ইহাঁর।।
শুনিয়া বিরাট রাজা মানে চমৎকার।
সম্ভ্রমে অর্জ্জুনে কহে বল আরবার।।
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অধিকারী।
কোথায় ইহাঁর আর সহোদর চারি।।
কোথায় দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা গুণবতী।
সত্য কহ বৃহন্নলা এই ধর্ম্ম যদি।।
অর্জ্জুন বলেন হের দেখ নরপতি।
তব সূপকার যেই বল্লব খেয়াতি।।
যাহার প্রহারে যক্ষ রাক্ষস কম্পিত।
ব্যাঘ্র সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত।।
মারিল কীচক যেই তোমার শ্যালক।
দেখ এই বৃকোদর জ্বলন্ত পাবক।।
অশ্বপাল গোপালক যেই দুই জন।
সেই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন।।
এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারু-হাসিনী।
পাঞ্চালরাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী।।
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল।
সৈরিন্ধ্রীর বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল।।
আমি ধনঞ্জয় ইহা জানহ রাজন।
শুনিয়া বিরাট রাজা বিচলিতমন।।
উত্তর বলয়ে তবে করিয়া বিনয়।
তব ভাগ্য দেখ তাত কহনে না যায়।।

পঞ্চ ভাই আর কৃষ্ণা আজ্ঞাবর্ত্তী তাত ।
বৎসরেক তব গৃহে বঞ্চিল অজ্ঞাত ॥
দেখিয়া না দেখ রাজা হইলে অজ্ঞান ।
যাঁর দরশনে ইন্দ্র চন্দ্র হয় ম্লান ॥
মহাবল কীচকেরে হেলায় মারিল ।
সুশর্ম্মারে ধরি আনি তোমা মুক্ত কৈল ॥
অপ্রমিত কুরুসৈন্য সাগরের প্রায় ।
তরিলাম যেই কর্ণধারের সহায় ॥
ভুজবলে জিনিলেক যত যোদ্ধাগণ ।
রাজ্যরক্ষা কৈল তব রাখিল গোধন ॥
যাঁর শঙ্খনাদে তিন লোক কম্পমান ।
বধির হয়েছে অদ্যাবধি মম কাণ ॥
সেই ইন্দ্রদেবপুত্র এই ধনঞ্জয় ।
এক রথে যে করিল কুরুসৈন্য জয় ॥
পূর্ব্বে এই ধর্ম্মরাজ রাজসূয়কালে ।
বহু দিন কর লয়ে দ্বারে বদ্ধ ছিলে ॥
সহস্র সহস্র রাজা সঙ্গে লয়ে কর ।
দ্বারিগণ-প্রহারেতে জীর্ণ কলেবর ॥
পূর্ব্বে তব পিতৃগণ বহু পুণ্য কৈল ।
তেঁই হেন নিধি তাত গৃহেতে আসিল ॥
চরণে শরণ লহ শীঘ্রগতি তাত ।
এত বলি রাজপুত্র করে প্রণিপাত ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা সজললোচন ।
সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চ হ'ল গদ্গদবচন ॥
ঊর্দ্ধবাহু করি তবে পড়ে কত দূরে ।
পুনঃপুনঃ উঠে পড়ে ধূলায় ধূসরে ॥
সবিনয় বলে রাজা যোড় করি পাণি ।
বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি ॥
রাজ্য দারা ধন মম যত পুত্র আগে ।
করিলাম সমর্পণ তব পদযুগে ॥
শুনিয়া সদয় হয়ে ধর্ম্মের নন্দন ।
আজ্ঞা করিলেন পার্থে তুলহ রাজন ॥
অর্জ্জুন ধরিয়া তাঁরে তোলে সেইক্ষণে ।
সান্ত্বাইল নরপতি মধুর বচনে ॥
সর্ব্বকাল ধর্ম্মরাজ তোমারে সদয় ।
তোমার পুরেতে আসি লইনু আশ্রয় ॥
বিরাট কহিল যদি করিলে প্রসাদ ।
ক্ষমা কর আমাদের যত অপরাধ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কেন হেন কহ ।
বহু উপকারী তুমি অপকারী নহ ॥
বৎসরেক তব গৃহে ছিলাম অজ্ঞাত ।
গর্ভবাসে যথা সবাকার বাস খ্যাত ॥
নিজ গৃহ হতে সুখ তব গৃহে পাই ।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাঁই ॥
বিরাট বলিল যদি হলে কৃপাবান ।
এক নিবেদন মম আছে তব স্থান ॥
উত্তরা নামেতে কন্যা আমার আছয় ।
তাহারে বিবাহ কর বীর ধনঞ্জয় ॥
শুনি যুধিষ্ঠির চাহিলেন ধনঞ্জয় ।
অর্জ্জুন বলেন কন্যা মম যোগ্য নয় ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা হলেন ব্যথিত ।
সবিনয় অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥
কহ মহাবীর কিবা আছে মম বাদ ।
দারা পুত্র দোষী কিবা কন্যা অপরাধ ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা কহ না বুঝিয়া ।
বৎসরেক পড়াইনু আচার্য্য হইয়া ॥
দীক্ষা শিক্ষা জন্মদাতা একই সমানে ।
না করিল লজ্জা মোরে আচার্য্যের জ্ঞানে
কিন্তু দুষ্ট লোকে আমি বড় ভয় করি ।
বলিবেক পার্থ ছিল নারীবেশ ধরি ॥
বৎসরেক নারী সহ ছিল নারীবেশে ।
শয়ন গমন কিছু না জানি বিশেষে ॥
এই হেতু মম ভয় বড় হয় মনে ।
বিবাহ করিলে নিন্দা দুষ্টের বচনে ॥
তুমিহ পবিত্র তব কন্যা গুণবতী ।
তব কন্যাযোগ্য অভিমন্যু মহামতি ॥
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত বিক্রমে কেশরী ।
তব কন্যা তার যোগ্যা উত্তরা সুন্দরী ॥
অভিমন্যু যোগ্য পাত্র ইথে নাহি আন
মম পুত্রে নরপতি কর কন্যা দান ॥
যুধিষ্ঠিরে বলিলেন বিরাটের তরে ।
দ্বারকানগরে দূত পাঠাহ সত্বরে ॥

উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ।

তবে ধর্ম্ম-আজ্ঞা পেয়ে যায় দূতগণ।
রাজ্যে রাজ্যে যথা যথা বৈসে বন্ধুজন ॥
পাণ্ডবের কথা শুনি যত বন্ধুগণ।
শ্রুতমাত্রে মৎস্যদেশে করিল গমন ॥
দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ সপ্তবংশ লয়ে
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই গরুড়ে চড়িয়ে ॥
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি শাম্ব গদ আদি করি।
সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতি যত নারী ॥
সুভদ্রা সৌভদ্র আর যতেক সারথি।
সহ পরিবার আসিলেন লক্ষ্মীপতি ॥
আসিল পাঞ্চাল হতে দ্রুপদ রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ পঞ্চ কৃষ্ণার নন্দন ॥
কাশীরাজ আদি আর কেকয় নৃপতি।
দুই অক্ষৌহিণী সেনা দোঁহার সংহতি ॥
উগ্রসেন বসুদেব উদ্ধব অক্রূর।
সর্ব্ব রাজা উত্তরিল বিরাটের পুর ॥
নানাধৃতি সুকৃতি কৌতুক নরপতি।
ঝিল্ল উপঝিল্ল তথা এল শীঘ্রগতি ॥
মাতা সহ অভিমন্যু অর্জ্জুননন্দন।
চিত্রসেন সারথি যে আসে সেইক্ষণ ॥
বৃষ্ণি ভোজ উল্মুকাদি যত সেনাপতি।
পুরীসহ শ্রীগোবিন্দ আসিলেন তথি ॥
মাতঙ্গ সহস্র দশ অশ্ব তিন লক্ষ।
এক লক্ষ রথে চড়ি আসে সর্ব্ব পক্ষ ॥
দশ লক্ষ চর আসে পদাতিকগণ।
সসৈন্যে কৃষ্ণ আসিলেন বিরাট ভবন ॥
গোবিন্দেরে দেখি পঞ্চ পাণ্ডব সানন্দ
চকোর পাইল যেন পূর্ণিমার চন্দ্র ॥
রাজা দিয়া আলিঙ্গন কৃষ্ণে না ছাড়েন
দুই ধারা নয়নেতে অশ্রু বরিষেন ॥
অশ্রুজলে গোবিন্দের ভাসে পীতবাস।
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য গদগদ ভাষ ॥

প্রণমিয়া শ্রীগোবিন্দ বলে মৃদুভাষা।
একে একে পঞ্চ ভাই করেন সম্ভাষা ॥
সবারে করেন পূজা রাজা মহাশয়।
প্রত্যক্ষে সবারে দেন উত্তম উত্তম ॥
উৎসব করিল তবে বিবাহ কারণ।
নট নটী নৃত্য করে বিবিধ বাজন ॥
নানাবৃক্ষ রোপে আর নানা পুষ্পমালা।
প্রতিদ্বারে হেমকুম্ভ প্রতি দ্বারে কলা ॥
নানা বস্ত্র বিভূষণ কন্যারে পরাল।
রোহিণী চন্দ্রমা যেন একত্র মিলিল ॥
সর্ব্বগুণে সুলক্ষণা উত্তরা যে নাম।
অভিমন্যু সঙ্গে মিলে যেন রতি কাম ॥
অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু মহামতি।
কৃষ্ণভাগিনেয় বসুদেবের যে নাতি ॥
ভক্তিভাবে মৎস্যরাজ করে কন্যাদান।
রথ গজ অশ্ব দিল প্রধান প্রধান ॥
এক লক্ষ দিল গজ রত্ন সিংহাসন।
প্রবাল মুকুতা বস্ত্র দিল নানা ধন ॥
হেন মতে সবান্ধবে কুতূহলমনে।
ধর্ম্ম নিবসেন সুখে বিরাটভবনে ॥
বিদায় করেন ধর্ম্ম যত রাজগণ।
যে যাহার দেশে সব করিল গমন ॥
শ্রীকৃষ্ণ রহেন তথা আর অভিমন্যু।
বিদায় করেন কৃষ্ণ আর যত সৈন্য ॥
যত যদুনারী সব গেল দ্বারকারে।
বলভদ্র আদি আর যতেক কুমারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরী ॥
পাণ্ডবের অভ্যুদয় শুনে যেই জন।
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই ব্যাসের বচন ॥
হরিকথা শ্রবণেতে সর্ব্বপাপ যায়।
আদ্য অন্ত হতে যেবা হরিগুণ গায় ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির মত।
বিরাটপর্ব্বের কথা হ'ল সমাপিত ॥

বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত

বিরাটপর্ব্বের টীকা।

টীকা (১) পৃ ৪—যখন অজ্ঞাতবাসের পরামর্শ হয়, তৎকালে ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজের নিকট পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, বিশাল, কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তী এই কয়টী রমণীয় বাসোপযোগী রাজ্যের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন।

—

টী (২) পৃ ২৫—মূলে ইহাই বর্ণিত আছে যে, নরপতি সুশর্ম্মা গোধন হরণ ও বৈরনির্যাতন মানসে স্বীয় মহতী সেনা সমভিব্যাহারে কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে মৎস্যদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

টী (৩) পৃ ২৫—মূলগ্রন্থে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, শতানীক ও মদিরাক্ষ দুইজন বিরাট নৃপতির সহোদর এবং শঙ্খ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু তাঁহার শ্বেত নামক পুত্রের কোন উল্লেখ নাই। এই শঙ্খই রজতময় আয়সগর্ভ শতাক্ষিক সংযুক্ত শ্বেতবর্ণ বর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন বলিয়া শ্বেতশঙ্খ নামে পরিচিত।

—

টী (৪) পৃ ৪০—মূল গ্রন্থে এই স্থলে ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের কোন চিহ্নই দেখা যায় না; কিন্তু ৺কাশীরাম দাস ইহা বর্ণন করিয়াছেন; সুতরাং উহা মহা... কাশীরামের স্বকপোলকল্পিত সন্দেহ নাই।

বিরাটপর্ব্বের টীকা সম্পূর্ণ

BAGBAZAR READING LIB
1880
CALCUTTA

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা
পরিগ্রহণ সংখ্যা
পরিগ্রহণের তারিখ